শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশ্রীরাসরসিকেভ্যঃ নমঃ॥

ভূমিকা

শ্রীরাসলীলার তত্ত্ব ও তথ্যাদি

াস শব্দের তাৎপর্য্য—

'রাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিনোদ, রসসমূহ, নৃত্যবিশেষলীলা, সম্ভোগ, লাস্যবিশেষ, জন-পান-স্ত্রীসঙ্গাদির স্বাচ্ছন্দ্য। বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ, নট কর্ত্তৃক গৃহীত-কণ্ঠী নর্ত্তকীগণের পরের হস্ত ধারণপূর্ব্বক মণ্ডলীনৃত্য, আস্বাদন ও গান—এই দশ প্রকার অর্থে 'রাস' শব্দের য়োগ দৃষ্ট হয়।

রাসলীলার স্বরূপ লক্ষণ—

শ্রীরাসলীলার স্বরূপ লক্ষণ হইতেছে—অনেক নর্ত্তক ও নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। বৃহৎ বৈষ্ণ ষণী-ধৃত প্রমাণে—

নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাত্ত করশ্রিয়াম্।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥ (শ্রীভা ১০।৩৩।২)

এক এক নট এক এক নর্ত্তকীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া এবং নর্ত্তক-নর্ত্তকী পরস্পরের হস্ত ধারণ য়া মণ্ডলী বন্ধনে যে নৃত্যকলা তাহাই 'রাস'। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ বলেন—'রাসক্রীড়াং' াসো নাম বহু র্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম্—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষকেই 'রাস' বলে। ন্তু তাই বলিয়া ব্রজগতে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নৃত্যবিশেষকে রাস বলা যায় না। এমন কি দ্বারকায় ষীগণের সহিত কৃষ্ণ-ক্রীড়াকেও 'রাস' বলিতে পারিনা। কেন?—ইহার উত্তরে (শ্রীভা ১০।৩৩।৩) কের শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকায় রাস শব্দের ব্যাখ্যায় দেখি, 'রাসঃ'—পরমরস-কদম্বময়ঃ ্ যৌগিকার্থঃ। রাস-শব্দের যৌগিকার্থ হইতেছে এই যে, রাস পরমরস-কদম্বময়। অর্থাৎ পূর্ব্ব- রথিত সংজ্ঞানুরূপ মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য যদি 'পরম রসকদম্বময়' হয়, তাহাই বাস্তবিক রাস। 'কদম্ব'—সমূহ, এব পরম-রস-সমূহই রাসক্রীড়ার প্রাণবস্তু, ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলী বন্ধনে নৃত্যকে রাস । যায় না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ উল্লিখিত ১০।৩৩।২ শ্লোকের তাঁহার 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকায় খিয়াছেন—'নৃত্যগীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী ক্রীড়া'। অর্থাৎ যে লীলায় ্য-গীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি রসসম্পদ সমূহ বিদ্যমান, তাহাই রাসলীলা।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—'পরম-রস-সমূহ' বা 'রস-সম্পদ' বস্তুটি কি? আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ তত্ত্বই পরম-বস্তু। সুতরাং তাঁহার সহিত অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা স্বরূপের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থাকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু এই আনন্দ-স্বরূপ বা তাঁহার প্রকাশ সমূহ হইতেছেন চিন্ময় বস্তু, সুতরাং চিন্ময় বস্তু ব্যতীত জড় বা অন্য কোন বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে না। অতএব সচ্চিদানন্দ বস্তুর সহিত সম্বন্ধান্বিত পরম-রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত- জড় সম্পর্কশূন্য। ফলতঃ অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই 'পরম রস' এবং ইহা কেবল চিন্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে পরব্যোমের রসও চিন্ময়, কিন্তু চিন্ময় হইলেও তাহা পরম-রস নহে। যেহেতু, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসের অধিকারিণী হইয়াও ব্রজের পরম-রস প্রাপ্তির কামনায় উৎকট তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও বুঝা যায়, পরব্যোম অপেক্ষা ব্রজে রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীরাসলীলার স্বরূপ লক্ষণের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, 'পরমরস-কদম্বময় রাস'। এস্থলে রসকদম্ব বলিতে পঞ্চমুখ্য রসমধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরই বুঝিতে হইবে। শান্তরস উল্লিখিত হইল না কারণ শান্তরসে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠবুদ্ধি হইলেও মমতাহীন বলিয়া উপাস্যের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বিষয় ও আশ্রয়ের পরস্পর আদান প্রদান চলে না। রাস' শব্দে 'রসসমূহের সম্ভোগ' অর্থ স্বীকার করিলে দাস্যাদি রসে সম্ভোগ আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য। দাস্যরসে রক্তক-পত্রকাদির একটি সেবাময় সম্ভোগের চিত্র শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদীতে (৫।৪৮।৫৯) আছে। সখ্যরসে শ্রীদাম-সুবলাদির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-রামের বনবিহার অতিসুন্দর। (শ্রীভাগবত ১০।১৫।৯-১৮ ও ১০।১৮।৯-২৪) শ্লোকে, শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটকে (২।৩০-৩১) ভাবনাসার সংগ্রহেও (৩।১৮৬-২০৩) সখ্য-রস সম্ভোগ দৃষ্ট হয়।

বাৎসল্যরসে শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১০।৯৫-৯৬) গোষ্ঠ হইতে আগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদার স্নেহপূরিত ব্যবহারাদি (ঘন ঘন চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ, হৃদয়ে ধারণ, বাঞ্ছিতবস্তুর প্রাপ্তি জনিত সুখ) আলোচ্য।

দাস্যরসে সেবা আছে, কিন্তু নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার নাই, সখ্যরসে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার থাকিলেও তাড়ন ভর্ৎসন নাই, বাৎসল্যে তাড়নাদি থাকিলেও নিজাঙ্গদানে সেবা হয় না। কিন্তু মধুর রসে অন্যান্য রসোচিত যাবতীয় সেবার সহিত নিজাঙ্গ সমর্পণে প্রিয়তমের সেবাই প্রধানতম উদ্দেশ্য। তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অন্যান্য যাবতীয় রসই মধুরের পোষণ করে। বৈষ্ণবানন্দিনী টীকা বলেন—ফলতঃ রাস শব্দে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য তত্তজ্জাতীয় আশ্রয় ভক্তগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রস সম্ভোগ স্বীকৃত হইলেও কিন্তু পরম ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বস্বা, অসমোর্দ্ধাশ্রয়তত্ত্বরূপা মাদনাখ্য মহাভাবমতী শ্রীরাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহ, ব্রজললনাগণের সহিত মূর্ত্ত মহাশৃঙ্গাররসরাজ, ধীরললিত নায়ক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের যামুন পুলিনে আব্রহ্মরাত্রী লীলামালাই বাচ্য। তাহাতেই গান, স্বর, গ্রাম, জাতি, শ্রুতি, তাল, মূর্চ্ছনা, রাগ রাগিনী প্রভৃতি যাবতীয় নাট্যবিদ্যা প্রকটিত হইয়াছে. লাস্য, হল্লীশক, ছালিক্যাদি নৃত্যবিদ্যা সম্পূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং

সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
নহি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ॥

—অর্থাৎ আমার (লীলাবিনোদ শ্রীকৃষ্ণের) বহুবিধ লীলা থাকিলেও এবং প্রত্যেক লীলাই মনোহারী হইলেও রাসলীলার মনোহারিত্ব এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই আমার চিত্তের অবস্থা কিরূপ হইয়া যায়, তাহা আমি নিজেই বলিতে পারি না।

রাসরসের বন্যায় উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইয়া পরমানন্দের আস্বাদনজনিত উন্মাদনায় রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হয় তাহার কথা দূরে থাক, রাসলীলার স্মৃতি পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিহ্বল করে। অথচ এই রাসক্রীড়ায় কোন পক্ষেরই স্ব-সুখ-গন্ধবাসনা পর্য্যন্ত থাকে না। অতএব আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি প্রকাশের দ্বার মাত্র, কাহারও লক্ষ্যবস্তু নহে। রাসলীলাতে কাহারও কোনরূপ স্ব-সুখ বাসনা নাই বলিয়াই স্বামীপাদ এই লীলাকে নিবৃত্তিপরা বলিয়াছেন। 'নিবৃত্তিপরেয়ং রাসপঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তি করিষ্যামঃ।' অর্থাৎ নিবৃত্তিপরা রাসপঞ্চাধ্যায় বর্ণনা করিব। শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ এই পঞ্চাধ্যায়কে ভগবানের পঞ্চইন্দ্রিয় তুল্য বলিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন ইহাকে পঞ্চপ্রাণও বলিয়াছেন।

শ্রীরাস—কামবিজয়ী লীলা—

আপাতঃ প্রতীয়মান অশ্লীলতা বা রূপকের অন্তঃস্থলে পরম সুসত্য স্বয়ং ভগবানের সহিত চিরাভীষ্ট মিলনের সজীব চিত্র—এই রাসলীলা। শ্রীভগবানের সহিত কান্তভাবে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত প্রেমময় ব্যবহারই ব্রজ-উপাসনার পূর্ণ-বিকাশ। প্রেমের মূলে জৈব কামকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেহ কেহ বিকৃত দৃষ্টিতে ব্রজোপাসনার কথায় নাসিকা কুঞ্চন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল Engenic Science দ্বারা কামতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। * উহা কিন্তু প্রকৃত প্রেম নহে। আর গোপীগণের কাম শুদ্ধ প্রেমেরই নামান্তর। উহাতে আত্মসুখ বাঞ্ছা বা কামগন্ধ নাই, আছে কেবল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-তাৎপর্য্য।

---

* পাশ্চাত্যগণের প্রেমতত্ত্বের সারমর্ম্ম—জার্ম্মান দার্শনিক Fichte বলেন 'Love is God and God is love'. Imitation of Christ র গ্রন্থকার বলেন—প্রীতিভাবের গুরুত্বকে লঘুতর করে, একের ভাব দশজনের মধ্যে বণ্টন করে, তিক্তবস্তুকে মিষ্ট ও সুস্বাদু করে। স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এই প্রেমের তুল্য উচ্চতম, উদারতম, পূর্ণতম ও পূর্ণানন্দপ্রদ বস্তু আর কিছু নাই। Beily বলেন—'The truths of truth is love'. Browning বলেন—Love is the culminating point in a series of which knowledge is the last stage but one. W. Hilton বলেন—'Love is the final crown higher than knowledge.' Theresa বলেন—'Love is the panacea for all the ills'. Cardinal Newman বলেন 'God is lover.' Benjamion Disraeli বলেন—'It is the principle of existence and its own end."

সাত্ত্বিকাদি অভিনয়ও তাহাতেই সর্ব্ববৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইয়াছে। ভরত-কৃত নাট্যশাস্ত্রে যে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণের প্রার্থনায় চতুর্বেদের সারাংশবলী সমুদ্ধার করিয়া ব্রহ্মা নাট্যবেদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন শুনা যায়, (ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র ১।১৬.১৮)—তাহা কিন্তু যামুনরসলাস্তের বহু পরে, ইহা সুধীজনবেদ্য।

ব্রজে রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব বৈশিষ্ট্য—

পরম লোভনীয় ব্রজরসের উৎকর্ষ হইতেছে—মহাভাব। এই মহাভাব ব্রজসুন্দরীগণেই অবস্থিত। ইহা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণেও নাই। মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের সান্নিধ্যে উৎসারিত কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় এবং এই প্রেম যত গাঢ় হইবে রসও তত গাঢ় হইবে এবং ততই আস্বাদন-চমৎকারিত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণবশ্যতা অধিক হইবে। অতএব লক্ষ্মীগণ ও মহিষীগণ অপেক্ষাও ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে যে গাঢ়তম প্রেম—তাহা চমৎকারিত্বে ও শ্রীকৃষ্ণবশীকরণত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা পরমরস। 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজ্যাম্'—শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের কথাই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও আবার গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধাতে প্রেমের যে স্তর বিকশিত, তাহাতে প্রেমের সমস্ত গুণের, আস্বাদন-বৈচিত্রীর ও প্রভাবের চরম বিকাশ দেখা যায়। এই স্তরের নাম 'মাদন'। মাদনই প্রেমের সর্ব্বোচ্চতম স্তর। মাদনই স্বয়ং প্রেম, প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রী মাদনেরই অংশ, মাদন সকলের অংশী। এই মাদন যখন উচ্ছ্বসিত হয়, তখন প্রেমের অন্যান্য স্তর এবং বৈচিত্রীও স্ব-স্ব গুণ-স্বাদাদির সহিত উদ্ভাসিত হয়। এ কারণে মাদনকে 'সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেম' বলে। ইহা কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোন ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই। এই কারণেই শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে শত কোটি গোপী থাকিলেও 'পরম-রস কদম্ব' উৎসারিত হইতে পারে না; তাই বসন্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তর্ধান করিলে শতকোটি গোপীর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও রাস-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনা অন্তর্ধান করিল। এই কারণে শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী বলা হয়; অর্থাৎ শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম-রস-কদম্বময়ী রাসলীলা অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, আবার শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য কোন গোপী যেরূপ রাসেশ্বরী হইতে পারেন না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না, তিনি রাস-বিলাসী মাত্র।

শ্রীরাসলীলার ধাম বা স্থান—

রাসেশ্বরী শ্রীরাধা ব্রজ ব্যতীত অন্য কোন ধামে অবস্থান করেন না বলিয়া ব্রজ ব্যতীত অন্য কোন ধামে রাসলীলা থাকিতে পারে না। 'রাসঃ স্যান্ন মাকেঽপি বর্ত্ততে কিং পুনর্ভুবি'—রাসক্রীড়া স্বর্গেও হয় না, জগতের কথা দূরে থাক। বৈষ্ণবতোষণী বলেন—স্বর্গাদিতেও এই উৎসবের অভাব। এখানে আদি শব্দে ব্রজ ব্যতীত অন্যান্য ভগবদ্ধামকেও বুঝাইতেছে, অর্থাৎ ব্রজ ব্যতীত জগতে, স্বর্গে বা অন্য কোন ভগবৎ ধামেও রাসক্রীড়া সম্ভব নহে।

রাসক্রীড়ার তটস্থ লক্ষণ—

রাসক্রীড়ার তটস্থ লক্ষণ হইতে ইহার প্রভাব বুঝা যায়। রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনা বা কাম নাই। তাঁহার একটিমাত্র বাসনাই আছে, তাহা—ভক্তচিত্ত বিনোদন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ'। প্রিয় ভক্তমাত্রের সুখবিধানের নিমিত্ত বিবিধ লীলাকারী শ্রীভগবানের সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমবতী শ্রীব্রজদেবীগণের মনোরথ পূরণই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতর প্রয়োজন, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত এবং শ্রীব্রজদেবীগণের মনোরথ পূরণেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাতিশায়ী সুখ—তাহারও প্রকটনার্থ রাসলীলা।

পঞ্চাধ্যায়ী এই রাসলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীবাদরায়ণি বলেন—ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতির অহঙ্কার উপশমিত এবং সর্ব্বজীবজয়ী কন্দর্পের দারুণ দর্প খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত এককালীন শতকোটি কিশোরী ও ভুবনমোহিনী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসাখ্য লাস্য (নৃত্যগীত) করিবার বাসনায় শ্রীভগবান একদা স্বীয় অচিন্ত্য যোগমায়ায়াকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলা করিলেন।

গূঢ়ার্থদীপিকা টীকাধৃত প্রাচীন শাস্ত্রবাক্যে দেখা যায়, কাম কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদির পরাজয় প্রসিদ্ধই হিয়াছে, যথা—

অহল্যায়ৈ জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং
প্রজানাথো যাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাম্।
ইতি প্রায়ঃ কো বা ন পদমপথেঽধার্য্যত ময়া
শ্রমো মন্নাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মথ বিধিৎ॥

কন্দর্প বলিয়াছেন যে—দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাতেও উপগত হইয়াছিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজতনয়া সন্ধ্যার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন, চন্দ্র নিজগুরু বৃহস্পতিপত্নীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন, এই প্রকারে আমি প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই অপথে পরিচালিত করিয়া থাকি; ত্রিভুবন উন্মথন বিষয়ে আমার পঞ্চবাণের কোনও শ্রম হয় না।

আবার যাঁহারা কামাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যাচরণে রত হইয়াছেন, বস্তুতঃ তাঁহারাও কামকে পরাজয় করিতে পারেন নাই। বরং কামের ভয়ে বনে গমন করিয়াছেন মাত্র। সেই বনেও কিন্তু কামকৃত নগ্নাদি দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা—

স্ত্রীমুদ্রাং ধ্বজকেতনস্য বিলসৎ সর্ব্বার্থ-সম্পৎকরীং
যে মূঢ়াঃ প্রবিহায় যান্তি কুধিয়ো মিথ্যাফলান্বেষিনঃ॥
তেনৈব নিহত্য নির্দ্দয়তরং নগ্নীকৃতা মুণ্ডিতাঃ
কেচিৎ পঞ্চশিখী কৃতাশ্চ জটিলাঃ কাপিলিকাশ্চাপরে॥

অর্থাৎ কন্দর্পের সর্ব্বার্থ সম্পৎকারী স্ত্রীমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে মূঢ় কুবুদ্ধিবশতঃ মিথ্যা ফলের অন্বেষণেচ্ছু হইয়া বনে গমন করে, তাহারা কন্দর্প-কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে জর্জ্জরিত হয় এবং নগ্ন ও মুণ্ডিত মস্তক হইয়া থাকে। কেহ পঞ্চশিখাধারী, কেহ বা জটাধারী এবং কেহ বা কাপালিক হইয়া থাকে।

পরন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতকোটিযূথ গোপাঙ্গনারূপ সৈন্যযুক্ত কন্দর্পের সহিত যুদ্ধ করিয়াও 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ' হেতু কন্দর্পকেই পরাজিত করিয়াছেন, ইহাই রাসোৎসব হইতে প্রতিপন্ন হয়। (গূঢ়ার্থদীপিকা)

বস্তুতঃ এই রাসলীলা যদি প্রাকৃত কামময় বা কোনরূপ অশ্লীল হইত, তাহা হইলে শ্রীবেদব্যাসের তপস্যালব্ধ পুত্র আজীবন বৈরাগ্য আচরণ করিয়া, স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞানহীন মায়াতীত পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সভায় দেবর্ষি মহর্ষি, বিপ্রর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতির সমক্ষে এই লীলা বর্ণন করিতেন না। এ কারণে রাসলীলার সমাপ্তিতে—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' শ্লোকে রাসনায়ক শ্রীবিষ্ণুর লীলা যে সম্পূর্ণ কামরোগ নির্ব্বাপণ করিয়া ভগবচ্চরণে পরমা ভক্তি দান করে—তাহাই বলা হইয়াছে। রাসলীলাই ভগবানের কন্দর্পবিজয়ী লীলা এবং এইজন্যই তাঁহার 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' নাম ধারণ সার্থক হইয়াছে, আর ভক্তগণের নিকট তিনি মদনমোহনরূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। তাই পদকর্ত্তা বলেন—

'রাধারমণ রসকারণ নিয়ত রাসবিহারী,
মদন-মদ-মরদন মধুর মূরতিধারী॥

—শ্রীভক্তিতীর্থ ঠাকুর

অতএব কামের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা এবং চিন্ময় মধুর রসাস্বাদনের একমাত্র উপায়—সেই রাসবিলাসী মদনমোহনের শ্রীচরণ আশ্রয় করা।

শ্রীমদ্ভাগবত ও রাসলীলা—

শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ঊনত্রিশ হইতে তেত্রিশ পর্য্যন্ত পঞ্চ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম লীলা 'রাস' বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হইলেও কিন্তু ইহাকে শ্রীভগবানের প্রকাশান্তর বর্ণময়-স্বরূপ' বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—'কলিহত নষ্টচক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য এই পুরাণার্করূপে শ্রীভগবানেরই প্রকাশ হইয়াছে।' গ্রন্থ প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ-পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।' সকল শাশ্বত সত্যের এবং চরম তত্ত্বের নিগমন (প্রকট) হইয়াছে যাহা হইতে, তাহাই হইল নিগম বা বেদ, সেই বেদরূপী রসাল বৃক্ষেরই রসময় গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত। বৃক্ষের পরিণতিতেই ফলোৎপত্তি, ফলদানেই বৃক্ষ-বীজের সার্থকতা; বেদার্থের চরম পরিণতি শ্রীভাগবত আবির্ভাবে। ভাগবতীয় তত্ত্ব ও রসসিদ্ধান্ত প্রকটনেই বেদের চরম সার্থকতা।

চতুঃশ্লোকী—

এই শ্লোক চতুষ্টয়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'চতুঃশ্লোকী' বলা হয়। দর্শন শাস্ত্র এই চারিটী বিষয়কে 'অনুবন্ধ চতুষ্টয়' বলে। ইহাই সমগ্র শাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়। এই চতুঃশ্লোকী ভাগবত ভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন। প্রণবের অর্থ গায়ত্রীতে এবং তাহার অভিব্যক্তি চতুঃশ্লোকীতে। 'প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়। সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥' (চৈঃ চঃ ম ২৫।৯২)

ব্রহ্মা ভগবান হইতে এই চতুঃশ্লোকী পাইয়া নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে এবং বেদব্যাস তাহা দ্বারাই ভাগবতের ভিত্তি রচনা করেন। অতএব গায়ত্রী ও চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। ভাগবত চতুঃশ্লোকীর পরিণতি, অতএব বেদের পরিপক্ক ফল।

শ্রীভাগবত উপনিষদ সমূহের সারাংশ ও প্রমাণ শিরোমণি—

শ্রীভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরও অকৃত্রিম ভাষ্য। পরম তত্ত্ব অদ্বয় ও অখণ্ড জ্ঞান-এবং উহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান ত্রিবিধরূপে প্রকাশ। যে অখণ্ড তত্ত্বের এই ত্রিবিধ প্রকাশ, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভাগবতের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু। আবার উপনিষদ সমূহের মধ্যে শ্রীগীতাশাস্ত্রকে যদি দুগ্ধ বলা যায়, তবে শ্রীভাগবতকে সেই দুগ্ধমন্থনজাত নবনীত বলা চলে। অর্থাৎ কি বেদার্থ, কি সূত্রার্থ, কি গীতার্থ, সকলেরই সর্ব্বথা পরিপূর্ত্তি হইয়াছে শ্রীভাগবতে।

শ্রীমদ্ভাগবত কিন্তু অপৌরুষেয় বেদব্যাস কর্তৃক স্বীয় বুদ্ধি বলে রচিত শাস্ত্র নহে। পরন্তু তদীয় হৃদয়ে শ্রীভগবৎ কৃপায় স্ফুরিত হইয়াছে মাত্র। অপৌরুষেয় বাক্যমাত্রই ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়শূন্য। অতএব সর্ব্ব-প্রমাণ শিরোমণি।

শ্রীভাগবতের বিষয়সমূহ—

এই গ্রন্থকে ষট্ সংবাদ গ্রন্থও বলা হয়। কারণ শ্রীশৌনক শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছেন—(১) পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি? (২) আত্মা সুপ্রসন্ন কি প্রকারে হয়? (৩) ভগবানের দেবকীগৃহে আবির্ভাবের কারণ কি? (৪) তাঁহার লীলা কি কি? (৫) তাঁহার অবতার কি কি? (৬) শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ধর্ম্ম কোথায় গেল? এই ছয়টি প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সমগ্র ভাগবতের প্রকাশ। বিষয় হিসাবে কিন্তু ইহাতে মহাপুরাণ লক্ষণোক্ত দশটি বিষয়ের বর্ণনা আছে। যথা, সর্গ (মূল সৃষ্টি), বিসর্গ (প্রলয়) স্থান (সৃষ্ট পদার্থের উৎকর্ষ বিধান), পোষণ (ভক্ত-অনুগ্রহ), ঊতি (কর্ম্ম-বাসনা), মন্বন্তর, ঈশানুকথা (হরি ও ভক্তগণের চরিত) নিরোধ (সশক্তি শয়ন), মুক্তি (স্বরূপে অবস্থিতি) এবং আশ্রয় (শ্রীহরি)। দশম বস্তুর তত্ত্ব-নির্দ্ধারণই শাস্ত্রতাৎপর্য্য হইলেও অন্য নয়টির বর্ণনা দ্বারা মূল বস্তুরই তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইয়াছে। শ্রীভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধ এবং ৩৩২টি অধ্যায় ও ১৮০০০ শ্লোক সংখ্যা আছে। মহাপুরাণের দশবিধ লক্ষণও যথাযথভাবে দৃষ্ট হয়। আবার ইহাতে রুদ্রগীত(৪।২৪) দেবগীত (৫।১৯) বেনুগীত (১০।২১) গোপীগীত (১০।৩১) যুগলগীত (১০।৩৫) ভ্রমরগীত (১০।৪৭) ভিক্ষুগীত (১১।২৩) ঐলগীত (১১।২৬) ভূমিগীত (১২।৩) সন্নিবেশিত আছে। বহুবিধ মন্ত্র, যথা—শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, কাত্যায়নীমন্ত্র, গায়ত্রী, প্রণব, রাম-নারায়ণ-বিষ্ণু-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতির মন্ত্রও আছে।

ভক্ত ও ভগবানের লীলাবিলাসই শ্রীভাগবত। পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, কল্পাবতার প্রভৃতি ভগবানের বহুবিধ অবতার থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী এবং সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যে পূরিত পরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অন্যান্য অবতারগণের ভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু

স্বয়ং ভগবান। লীলা-মাধুরী, রূপ-মাধুরী, গুণ-মাধুরী ও বেণু-মাধুরী—এই চারিটী কৃষ্ণের অনন্য সাধারণ গুণ। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণই গ্রন্থের মুখ্য নায়ক এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী, শ্রীরাসলীলায় এই রসাস্বাদন চরম-রূপতা ধারণ করিয়াছে।

গ্রন্থের বক্তা, শ্রোতা ও স্থান –

শ্রীভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার পরম্পরা এইরূপ—শ্রীনারায়ণ ও ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসদেব এবং শুকদেব ও পরীক্ষিৎ মহারাজ। ইহার অধিবেশন স্থান—শম্যাপ্রাস। ইহা সরস্বতীর পশ্চিমতটে (ভাঃ ১।৭।২-৮) আবার অমর্ত্য-নদী গঙ্গা সে স্থলে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগতা হইয়া যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন—এই উক্তিতে প্রয়াগতীর্থরাজকেও বুঝাইতে পারে। মতান্তরে মীরাট জিলায় হস্তিনাপুর হইতে ৫ মাইল দূরে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশন স্থান। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রায়োপবেশন করিয়া মুনি-ঋষি সমাজে আকুমার ব্রহ্মচারী ভাগবত পরমহংস মুনিসত্তম শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সাতদিন ব্যাপী শ্রীভাগবত শ্রবণ করত মৃত্যুভয় তিরোহিত হইয়া ভগবচ্চরণকমল লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। তদবধি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও সমাদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার বিষয়বস্তু আস্বাদন করিতে হইলে জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই কেবল সম্ভব নহে। 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া'—এই বাক্যানুসারে রসময় ভাগবত আস্বাদনের উপায়—কেবল কৃপা।

শ্রীভাগবতের স্বরূপাদি—

শ্রীভাগবত-স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরু, পঞ্চম স্কন্ধ নাভি, ষষ্ঠ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম বাহুদ্বয়, নবম কণ্ঠ, দশম প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ ললাটপট্ট ও দ্বাদশ স্কন্ধ মস্তক। যিনি অসার সংসার সমুদ্রের সেতু-স্বরূপ জগতের সুমঙ্গলের জন্য যাঁহার অবতার, তমালবর্ণ করুণা-নিধান সেই আদিদেবতা ভাগবতস্বরূপকে বন্দনা করি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দশম স্কন্ধকে 'শ্রীভাগবতকৃষ্ণের মনোজ্ঞ হাস্যস্বরূপই বলিয়াছেন। সিদ্ধান্তদর্পণে ৩য়—৭ম প্রভায় অষ্টাদশ পুরাণাতিরিক্তত্ববাদ, অনার্য্যত্ব (বোপদেব রচিততত্ত্বাদি) এবং 'বিজয়ধ্বজীয় গুণবাদ' প্রভৃতির নিরাস করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ভাষায় শ্রীভাগবত 'সর্ব্বশাস্ত্রাব্ধিপীযূষ. সর্ব্ববেদৈকসৎফল, সর্ব্বসিদ্ধান্তরত্নাঢ্য এবং শ্রীকৃষ্ণপরিবর্ত্তিত। ইহার পাঠে পরমানন্দ এবং প্রতি অক্ষর প্রেমবর্ষী। ইনি সর্ব্বদা সেব্য, অসাধুকে সাধু এবং অতি নীচকেও উচ্চ করেন। (লীলাস্তব ৪১২-১৬) শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার॥ সর্ব্ব পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥ চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত॥ চৈঃ ভাঃ ২।২১।১৪-১৬

শ্রীবেদব্যাস সর্ব্বপুরাণ আবির্ভাব করতঃ ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াও অপরিতুষ্ট থাকিলে শ্রীনারদের কৃপা উপদেশে নিজকৃত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীভাগবতকে সমাধিযোগে আবির্ভাব করাইয়া সম্যক পরিতোষ পাইয়াছেন—ইহা সর্ব্বজনবিদিত তথ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমর্থিত বাক্যও এইরূপ—

অতএব ভাগবতে এই তিন কয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনময়॥
অতএব ভাগবত-সূত্রের অর্থরূপ। নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যরূপ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন। 'সত্যং পরং' সম্বন্ধ 'ধীমহি' সাধন প্রয়োজন॥

চৈঃ চঃ ২।১৫।১২৯

শ্রীরূপ-গোস্বামীপাদ স্বীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তি লহরীতে (১।২।৯১) বলিয়াছেন যে, চতুঃষষ্টি অঙ্গাত্মক ভক্তিসাধনের মধ্যে রসিকজন সমভিব্যাহারে শ্রীমদ্ ভাগবতার্থাস্বাদ একতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

শ্রীভাগবতে অসমোর্দ্ধ রসভাববত্তা—

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া' (ভাঃ ৪।২৯।৫০) 'সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীত' (ভাঃ ১০।৮০।৩) প্রভৃতি বাক্যে বুঝায় যে, যে বিদ্যাবুদ্ধি বা শাস্ত্রালোচনায় ভগবৎ-সান্নিধ্য প্রাপ্ত করায়, তাহাই যথার্থ সাহিত্য পদবাচ্য, নতুবা তত্তৎ আলোচনা ব্যর্থ। সাহিত্যশব্দে সম্যক্ হিতকর সুসন্নিবিষ্ট বাক্যকদম্বই বাচ্য; তাহাতে বিচিত্রতা-বিলাসাদিও ধ্বনিত। অতএব সাহিত্যকে রসখনি বা ভাব-রত্নাকর বলিতে হয়। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ধারণায় শ্রীমদ্ ভাগবত একাধারে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং পরমহংসসংহিতা। ইহাতেই জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি সাহিত্য নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত; ইহা একমাত্র রসিক ও ভাবুকজনেরই সংবেদ্য ও সমাস্বাদনীয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মে সাহিত্যের স্থান নাই; যেহেতু তাহাতে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ ত্রিপুটির লয় হইয়া যায়। এ সকল বাসুদেবতত্ত্বে থাকিলেও নায়িকার অভাবে সাহিত্যের সংকীর্ণতা। লক্ষ্মী-নারায়ণে কিঞ্চিৎ সাহিত্য পাওয়া গেলেও তাহা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বলিয়া রসভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। শ্রীসীতারামে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিকশিত হইলেও সেই মর্য্যাদাপুরুষোত্তমের লীলাবিলাসে সাহিত্য কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতই থাকে। দ্বারকাধীশ এবং মথুরাধীশেও ঐশ্বর্য্যপ্রাবল্য বলিয়া সাহিত্য পূর্ণতায় বিকাশ পাইতে পারেনা—কিন্তু সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যনিদান শ্রীবৃন্দাবনেই লীলাপুরুষোত্তমের সাহচর্য্যে সাহিত্যের চরমকাষ্ঠা বিকশিত, যেহেতু সেই প্রেমসূত্রে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের (অন্যান্য স্বরূপে অনাবিষ্কৃত) লীলামাধুরী, বিগ্রহমাধুরী, বেণুমাধুরী ও প্রেম-মাধুরী প্রভৃতি সম্যক্ প্রকাশিত। তত্রত্য যাবতীয় বস্তুনিচয়ই সৎসাহিত্যের আকর, সুতরাং সাহিত্যের প্রগতিও নির্ব্বাধ এবং অসমোর্দ্ধ। এই বৃন্দাবনীয় কাব্যরচনাতেই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য আত্মবিনিয়োগ করিয়া মহামহনীয় হইয়াছে। ফলতঃ নির্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র হইতে মথুরাধীশের লীলাপ্রচারক গ্রন্থ পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই অংশ, খণ্ড বা ভূমাবস্তুর একদেশ মাত্র। অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই শ্রীভাগবত ও তদনুযায়ী সাহিত্য সমূহের অধিনায়ক এবং মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীবৃষভানুনন্দিনীই নায়িকা। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব রসরাজ সচ্চিদানন্দঘন স্বয়ং ভগবানে শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' 'রসো বৈ সঃ', 'মধুব্রহ্ম', 'আনন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গে

অসমোর্দ্ধ রূপ, লীলা, ঔদার্য্য ও স্বরূপাদিগত মহাবৈশিষ্ট্যহেতু আস্বাদনবৈচিত্র্যও স্ফুটতর, সুতরাং এই সব সৎ সাহিত্যজাতই শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবা পরিপাটির যথাযথ বিনির্দ্দেশ করিয়া জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ লাভের পন্থা প্রদর্শক।—(শ্রীগৌঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের অবতরণিকা)

সর্ব্বাচার্য্য সদোপাস্য শ্রীমদ্ ভাগবত—

প্রায় সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণই শ্রীমদ্ ভাগবতকে সদোপাস্য শাস্ত্রবর্য্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'তন্ত্রভাগবত (হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রোক্ত), শ্রীহনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, ভাবার্থদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, শুকহৃদয় প্রভৃতি বিবিধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহ প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়া বিরাজমান আছেন'। (তত্ত্বসন্দর্ভ ৮৩)।

(১) শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য শ্রীগোবিন্দাষ্টক, যমুনাষ্টক, প্রবোধ সুধাকর প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীভাগবতে বর্ণিত বিবিধ লীলাকদম্ব, শ্রীকৃষ্ণপারম্য এবং শ্রীরাধামাধবের মাধুর্য্যাদি বর্ণন করিয়াছেন।

(২) শ্রীমধ্বাচার্য্য শ্রীভাগবতের পরমোপাস্যত্ব, বেদের শ্রেষ্ঠফলত্ব এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ভাগবত-তাৎপর্য্য নামে ইহার এক ভাষ্যও রচনা করিয়াছেন।

(৩) শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যাদিতে ইহার নামোল্লেখ না করিলেও শ্রীবিষ্ণুপুরাণকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার করায় শ্রীবিষ্ণুপুরাণকথিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য ফলতঃ তিনিও স্বীকার করিয়াছেন বলিতে হয়। (১)

শ্রীরামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী আলোয়ারগণ কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের যাবতীয় লীলা, এমন কি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলাও তাঁহাদের গাথায় গ্রথিত করিয়াছেন। (২)

দ্রবিড়বেদসঙ্গতির অষ্টম শ্লোকে শঠকোপ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—অখিল জগতেরই প্রকৃতিপ্রায় ভাব শাস্ত্রসমূহে কথিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুই পুরুষোত্তম আর নিখিল বিশ্ব তাঁহার প্রকৃতি। নারীগণের ন্যায় পুরুষরূপধারী জীব প্রকৃতিগণকেও অনুরক্ত করে। এজন্য শঠকোপ নিজেও কামিনীভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন।

শ্রীসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা গ্রন্থাবলীর নাম যথা, শ্রীনিবাস সূরীকৃত তত্ত্বদীপিকা, বীররাঘব-কৃত ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা, সুদর্শন সূরীকৃত শুকপক্ষীয়া, যোগী রামানুজাচার্য্যকৃত সরলা প্রভৃতি।

(৪) মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠসূরী গীতার টীকার বহুস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্যবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। ইনিই আবার মন্ত্রভাগবতে আড়াইশত ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধার করিয়া চারিখণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হরিবংশের টীকায়ও বহু শ্রুতি ও ঋক্ উদ্ধার করতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৫) অভিনব গুপ্ত তদীয় গীতাভাষ্যে ৫৯৪ পৃষ্ঠায় শ্রীভাগবতের ২।১।৩, ৪ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

---

(১) বেদার্থসংগ্রহ ১৯০ পৃঃ ১৫৮-৫৯ পৃঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।২২

(২) Religious Lectures of India by Dr. Farquhar P. 231

(৬) গৌড়পাদের উত্তর গীতাভাষ্যে ভাগবতের ১০।১৪৪ শ্লোকটি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মাঠর বৃত্তিতেও ১।৬৩৬ শ্লোক দেখা যায়।

(৭) শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় শ্রীধরস্বামী 'ভাবার্থদীপিকা' রচনা করিয়াছেন।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের সুবোধিনী টীকা এবং পুরুষোত্তম সুবোধিনী প্রকাশ ও গিরিধর বালবোধিনী টীকা রচনা করিয়াছেন।

(৯) শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সম্প্রদায়ে শুকদেবদাস রচিত সিদ্ধান্তপ্রদীপ কাশিমবাজার সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১০) শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ীগণও বহু টীকা রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবতোষণী (সনাতন প্রভু) লঘুতোষণী, বৃহৎক্রমসন্দর্ভ, লঘুক্রমসন্দর্ভ (শ্রীজীব প্রভু), সারার্থদর্শিনী (শ্রীবিশ্বনাথ) বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীবলদেব) ভাবভাববিভাবিকা (রামনারায়ণ মিশ্র), শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা (শ্রীনাথচক্রঃ) দশমটীকা (শ্রীকবি কর্ণপুর) সংশয়শাতনী (শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী) উল্লেখযোগ্য।

এতাবৎকাল যাবৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একশত পৌষট্টিখানি (১) টীকার অনুসন্ধান মিলিয়াছে।

নিবন্ধ ও ভাষান্তরে রচনা—

শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে নিবন্ধ সংখ্যাও কম নহে। এপর্য্যন্ত যতদূর জানা যায়, উহার সংখ্যা চৌষট্টি। বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ হইয়াছে। হিন্দী ভাষায় তিন প্রকার অনুবাদ কৃত সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায়, যথা—কৃষ্ণদাসকৃত, রসজানিকৃত ও ভীষ্মকৃত। দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ আরও দশ প্রকার পাওয়া যায়। (২) পারস্য ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে ইহার অনুবাদ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী পণ্ডিত Burnout ও Russel কর্তৃক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত জগন্নাথদাস এবং খাড়ঙ্গা দীনবন্ধুদাস উৎকল ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি, দ্রাবিড়, মালয়ালম্, কানাড়া প্রভৃতি ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী নামক বঙ্গভাষায় প্রাচীন গ্রন্থদ্বয় ইহারই পদ্যানুবাদ। শ্রীমৎ কবিকর্ণপুর গোস্বামী এই গ্রন্থ অবলম্বনে 'আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে নন্দোৎসব হইতে রাসলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

মন্তব্য—

পূর্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মুখ্য মুখ্য আচার্য্যগণ যে শাস্ত্রকে প্রমাণরূপে উপজীব্য করিয়াছেন ও টীকাটিপ্পনী লিখিয়াছেন, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্নিবদ্ধ লীলামালা কাল্পনিক নহে। শ্রীকৃষ্ণও একজন ঐতিহাসিক পুরুষমাত্র নহেন, তাঁহার লীলা অশ্লীল, রূপক বা প্রক্ষিপ্ত নহে। উহার প্রতিটি লীলা বাস্তব সত্য। অতএব ত্রিতাপদগ্ধ জীবের পক্ষে শ্রীশুক-উপদেশ—'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং' পরম শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ।

---

(১) গৌড়ীয়ায় তিন ঠাকুর পরিশিষ্ট (৩)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ।

(২) A census of Indian Mss. by Poleman 1938

রসের প্রকার ভেদ—

রাস দ্বিবিধ, নিত্যরাস ও মহারাস। আদিপুরাণে নিত্যরাসের কথা এবং শ্রীমদ্ ভাগবতাদিতে মহারাসের কথা বিবৃত হইয়াছে। আবার শারদ ও বাসন্তভেদে উহার দ্বিবিধত্ব স্বীকৃত হয়। প্রতি পূর্ণিমাতেই রাসলীলা হইলেও শারদ ও বাসন্তরাসের বর্ণনাই সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর 'দেখত ব্যকত গৌরচন্দ্র' ইত্যাদি ১০৬৫ সংখ্যক পদ হইতে 'চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী' ইত্যাদি ১০৯৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত নিত্যরাসে গেয়, এবং "বৃন্দাবনলীলা গোরার মনেতে পড়িল" ইত্যাদি ১২৫৫ সংখ্যক পদ হইতে 'বড় অপরূপ দেখিনু সজনি' ইত্যাদি ১৩০৪ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত শারদীয় মহারাসে গেয়। আবার 'নবদ্বীপে উদয় করিলা দ্বিজরাজ' ইত্যাদি ১৪৯৬ সংখ্যক পদ হইতে 'নওল কিশোর নওল নাগরিয়া' ইত্যাদি ১৫২৬ সংখ্যক পদগুলি বাসন্তী রাসে গেয়। পদামৃতসমুদ্রেও ২১৪ পৃষ্ঠা হইতে ২২৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ২৯ টী পদ রাসে গেয়। শ্রীভাগবতে শারদরাস এবং শ্রীগীতগোবিন্দে বাসন্ত রাস বর্ণিত আছে। শারদরাস আমাদের গ্রন্থের বিষয়, অতএব অন্যান্য রাসের প্রকার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

বসন্ত রাস—

শ্রীজয়দেব (১) কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যে আমরা বসন্তরাসের উল্লেখ দেখি—

'বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি, বিরহি-জনস্য দুরন্তে ॥'

বসন্ত সময়ে বিরহী গোপবধূর দুঃখ প্রশমনের নিমিত্ত বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে অলিকুলগুঞ্জনে, নব নব কুসুমরাজিত কুঞ্জে যখন মদনমহোৎসবের অভিনবসজ্জা—তখন শ্রীহরি রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

কর-তল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কল-স্বন-বংশে
রাস-রসে সহ-নৃত্য-পরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্
পশ্যতি স স্মিত-চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥

অর্থাৎ, করতালির ধ্বনি, চঞ্চল বলয় ঝঙ্কার বাঁশরিধ্বনির সহিত রাসনৃত্যকালে মিলিত হইতেছে, আর শ্রীহরি মণ্ডলী-বন্ধনে যুবতীগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। কখন কাহাকেও আলিঙ্গন, কখনও চুম্বন ও রমণ করিতেছেন, কাহারও প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিতেছেন, কাহারও বা পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন।

---

(১) একাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জিলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব আবির্ভূত হন। পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত এই গীতগোবিন্দ বিশুদ্ধ সুর-তাল-লয়ে গীত হইলে সকলেই মুগ্ধ হয়েন। কথিত আছে, শ্রীজগন্নাথদেবও ঐ কাব্যের পদলালিত্য আস্বাদন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। গম্ভীরালীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুও ঐ পদসমূহ আস্বাদনে আত্মহারা হইতেন। এই কাব্যকে ব্রজরসের 'সুধাসিন্ধু' বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকে গোপাঙ্গনাগণের সহিত বসন্তবিহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া শ্রীরাধা অভিমানভরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং একটি লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন (ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত শারদীয় রাসলীলার সময়ে সর্বাপেক্ষা শ্রীরাধিকার রূপ-গুণাদির উৎকর্ষ দর্শনে তাঁহার প্রতি যে সমধিক প্রেমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন—শ্রীরাধার এখন সেই সকল বিষয় স্মরণ হইতে লাগিল; তখন তিনি বিষণ্ণা হইলেও সখীর নিকট সেই শারদীয় রাসলীলা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—'রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্। স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম্' ॥ হে সখী! সেই পরিহাসকারী রাসবিহারী এখন আমার মনে জাগিতেছে)। তখন অসংখ্য ব্রজগোপীকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদন জন্য লালায়িত হইলেও প্রেমময়ী শ্রীরাধা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রেমপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না; সুতরাং ব্রজাঙ্গনাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও রসময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চিন্তাতেই নিমগ্ন। অত্যন্ত বিষাদাকুলিত অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীরাধার হৃদয়-দুঃখ ও নিজের সহিত আচরণ-কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—'ক্ষম্যতামপরাধ: কদাপি তবেদৃশং ন করোমি। দেহি সুন্দরী দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি'। —হে সুলোচনে! দোষ গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা কর, এরূপ অপরাধ আর করিব না। দারুণ মদন-দহনে দহিতেছি, দরশন দিয়া প্রাণ শীতল কর'। তখন কোন সখী আসিয়া কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীরাধার বিরহানল সন্তাপিত হৃদয়ের কথা বলিতে লাগিল এবং শ্রীরাধা অতনুজ্বরে আক্রান্তা হইয়া কোনমতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন—

'অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।'—হে সখী! আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি, তুমি আমার কথা বলিয়া শ্রীরাধাকে অনুনয় করিয়া এখানে আনয়ন কর।' সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের বিরহের কথা শুনিয়া প্রেমবতী রাধার এমন প্রেমাবেশ হইল যে, তিনি আর যাইতে সমর্থ হইলেন না। এখন সখীকে অগত্যা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইয়া শ্রীরাধার সেই অবস্থা জানাইতে হইল, কৃষ্ণ কিন্তু পরদিবস শ্রীরাধার নিকট গমন করিলে খণ্ডিতা (প্রিয়তমের শরীরে রতিচিহ্ন দর্শনে ঈর্ষাতুরা) নায়িকা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং নিজে অভিমান-ভরে বসিয়া রহিলেন। পরে শ্রীরাধা কলহান্তরিতা (অনুনয়কারী নায়ককে প্রত্যাখ্যান করিয়া যে অনুতপ্তা হয়) অবস্থায় সখীগণের উপদেশে সমাগত সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়া ও তাঁহার রঞ্জিত বচন-সমূহ (* স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্) শ্রবণ করিয়া মানত্যাগ করিয়া মুগ্ধ-মাধবের জন্য অভিসারে প্রবৃত্তা হইলেন। স্বাধীন-ভর্তৃকাত্বহেতু শ্রীরাধা মাধবকে বলিলেন—

---

* কথিত আছে—জয়দেব মানময়ী শ্রীরাধার মান প্রশমনজন্য শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধাচরণে পাতিত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া 'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং'—পর্য্যন্ত লিখিয়া ১৮ ক্রোশ দূরে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীর নিকট হইতে সেই পুঁথি লইয়া ঐ পদটি পূরণ করিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' লিখিয়া গিয়াছিলেন। স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া জয়দেব ব্যাপার বুঝিলেন যে, যাঁহার মানের দায় সেই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং লিখিয়াছেন। মানিনীর মান ভঞ্জনে এত বড় কথা আর কেহ লিখেন নাই।

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরী ভরম্।
কলয় বলয় শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ॥

'হে মাধব! কুচযুগে চিত্র রচনা কর, কপোল সুসজ্জিত করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী ও কবরীতে মাল্য বেষ্টন কর, করে বলয় ও পায়ে নূপুর পরাইয়া দাও'—অত্যন্ত প্রেমভরে শ্রীপীতাম্বর তাহাই করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ—

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত এই গ্রন্থে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ও অদ্ভুতত্ব দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ প্রথমে শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসী স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। কদম্বতরুতলে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমঠামে শ্রীকৃষ্ণ 'রাধা রাধা' বলিয়া বাঁশী বাজাইলে গোপীগণের বিপর্য্যস্ত বেশে অভিসার ও শ্যামসুন্দরের অনুরাগে শ্রীরাধার ভাববিভূতি লক্ষণীয়। মুরলীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধা গমনোদ্যতা হইল সখীগণ নিবারণ করায় শ্রীকৃষ্ণের অধৈর্য্য অবস্থা হয় এবং তৎপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিজ বিরহবেদনা জ্ঞাপন করেন ও গোপীগণেরই পরামর্শে শ্রীরাধার নিকট দূতী প্রেরণ করেন। দূতীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রাধাতন্ময়তা, রাধানিষ্ঠা, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাধাদর্শন ও রসময় বাকালাপ, শ্রীকৃষ্ণের রাধানাম জপ ও মিলন উদ্দেশ্যে বেণুধ্বনির কথা শ্রীরাধা শ্রবণ করিলেন। এমন কি শ্রীকৃষ্ণবিলাপে বৃন্দাবনের স্থাবরজঙ্গমাদিও রোদন করিতেছে শুনিয়া শ্রীরাধার অভিসার ইচ্ছা হইল; কিন্তু ললিতাদেবীর বাধায় তিনি শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন না করায় দূতী ফিরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সকল কথা নিবেদন করিল। অতঃপর দূতীমুখে শ্রীরাধার নিরোধ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপীবেশে অভিসার করিলেন। গোপীবেশী শ্রীকৃষ্ণমুখে শ্রীরাধার প্রশংসা ও শ্রীহরির নির্দোষত্ব এবং শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহার তীব্র উৎকণ্ঠার কথা শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সাদৃশ্য দর্শনে পরম প্রীতি সহকারে ঐ গোপীবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াই শ্রীরাধা বুঝিতে পারিলেন যে—ইনিই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তৎক্ষণাৎ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অঙ্গসঙ্গ দান করেন এবং উভয়ে (যুগলকিশোর) রাসলীলার উপযোগী বেশ ধারণ করিলেন। নিখিল কলাভিজ্ঞা সখীগণ সহিত যুগলকিশোর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বহুমূর্ত্তি প্রকটনে নিজ কায়ব্যূহরূপা সখীগণ দ্বারা রসাস্বাদ ও লীলারস উপভোগাদি বিস্তারে শ্রীমতী প্রেরণা দান করেন, কিন্তু সখীগণ ইহাতে অভিমানিনী হওয়ায় শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলেন। তখন বিরহবিধুরা গোপীগণ সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে ও জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহারা শ্রীহরিপদাঙ্ক ও পরেই শ্রীরাধার চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া যুগলের বিলাস অনুমান করিলেন। এদিকে বিলাসিনী রাধা গোপীগণের জন্য খেদ করিয়া চলিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করেন, তখন শ্রীরাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে গোপীগণ আসিয়া শ্রীরাধার ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া সকলে খেদ করিতে থাকেন, তখন হঠাৎ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভাব হন এবং গোপীগণের ভাববিহ্বলতা দর্শন করিয়া সকলকে লইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রাসোৎসবে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ আলাদা ও একসঙ্গে বহুবিধ নৃত্য ও গীতাদি দ্বারা কামময় রাসোৎসব সমাপনান্তে জলবিহার করিয়া নূতন বেশভূষাদি পরিধান পূর্ব্বক কুঞ্জমধ্যে শয়ন করিলেন।

এই রাস-রস সম্বন্ধে শ্রীপাদ চরমরসের অভিব্যক্তিরূপে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমরসসমুদ্রোজ্জৃম্ভনস্যাতিকাষ্ঠা
পরমপুরুষলীলারূপ শোভাতিকাষ্ঠা।
পরমবিলাসাস্য প্রেমসৌভাগ্যভূমা
জয়তি পরমপুমর্থোৎকর্ষসীমা স রাসঃ॥

এই গ্রন্থ-ফলশ্রুতি সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন যে, এই রাসপ্রবন্ধ কৃষ্ণানুরাগভরে যিনি গান করিবেন, তাঁহার পদতলে সকল পুরুষার্থ লুণ্ঠিত হইবে।

শ্রীল প্রবোধানন্দেরই 'সঙ্গীতমাধব' নামে আর একটি গীতিকাব্য আছে। উক্ত কাব্য ষোড়শ সর্গে সমাপ্ত এবং উহার দ্বাদশসর্গে রাস বর্ণিত আছে,—'কালিন্দীর সুবিপুল শোভন পুলিনে মৃদু-সুগন্ধি সমীরণ সুবাহিত প্রদেশে অন্যোন্য বদ্ধহস্ত হইয়া বলয়াকৃতি রাসমণ্ডলে গোপবালা-কদম্বের সহিত সেই রাধারতি-রভসপর মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও এমন অতি সুচতুরতার সহিত একৈক গোপীর কণ্ঠদেশ জড়াইলেন যেন সকলেরই মনে হইল যে, রসিকশেখর আমারই পার্শ্বে বর্ত্তমান আছেন'।

শ্রীবলরামের রাস—

পৌগণ্ড বয়সে শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইতে বাজাইতে ধেনুপাল অগ্রে লইয়া শ্রীবলরামের সহিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। বনমধ্যে বৃক্ষ-লতা বিবিধ কুসুমসম্ভারে অবনত হইয়া তাঁহাদের পদকমল স্পর্শ করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য পূর্ব্বক শ্রীবলরামকে বলিলেন, ইহারা ফলপুষ্পাদি উপহার লইয়া আপনার পদকমলে নমস্কার করিতেছে। খগ-মৃগকুল আপনার সদয় দৃষ্টিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আর "গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ"—লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয় আপনার বক্ষঃস্পর্শে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন। এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন- "তদেবং ভাবি যস্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্‌গোপীভিঃ সহ বিহারস্তস্য সূচনা কৃতা।" (সং তো ১।১৫।৮) ব্রজে ভাবীকালে যে সকল গোপী শ্রীবলরামের প্রিয়া হইবেন, সেই গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের বিহারের (দশমস্কন্ধ ৬৫ অধ্যায়োক্ত রাসক্রীড়ার) সূচনা করিলেন। দেখা যাইতেছে যে, শ্রীবলরাম পূর্ব্ব পরিগৃহীত গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং তাহা ৬৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। যথা,—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্র কলামৃষ্টে কৌমুদী গন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥ (ভাঃ ১০।৬৫।১৭-১৮)

ভগবান্ শ্রীবলরাম নিশাকালে গোপীগণের রতি সম্পাদন করিতে করিতে সেই বৃন্দাবনে চৈত্র ও বৈশাখ—দুইমাস বাস করিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উদ্ভাসিত এবং কৌমুদীগন্ধবহ বায়ু কর্ত্তৃক সেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে 'গোপীনাং'—অর্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীযূথবিশেষকে বুঝায় না। যেহেতু 'নহি সর্ব্বত্র গোপী-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়স্য এব তা গৃহীতা ইতি নিয়মঃ।" (সং তোষণী) অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে সকল গোপীবিশেষের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য গোপীযূথের সহিত শ্রীবলরাম রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে।

"অতএব যমুনোপবন ইতি দূরবনঞ্চ" (ঐ টীকা) অতএব যমুনার উপবন হইতে দূর বনে অর্থাৎ খেলনবনের ২ মাইল পূর্ব্বে, যমুনাতীরে শ্রীবলরামের রাসক্রীড়াস্থলী 'শ্রীরামঘাট' নামক স্থানই বুঝাইতেছে, আর শঙ্খচূড়বধ সময় হোরিকাক্রীড়া উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী সম্বলিত যে গীতাদির কথা শুনা যায়, তাহা এইরূপ ঃ—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্॥

(ভাঃ ১০।৩৪।২১)

কোন সময়ে রাত্রিকালে অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীবলরাম ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজসন্নিহিত বনে বিহার করিয়াছিলেন।

টীকার তাৎপর্য্য—'অথ' বলিতে শ্রীশিবরাত্রির পর কোন এক হোলিপূর্ণিমা রজনী বুঝায়। 'গোবিন্দ'—শ্রীগোকুলযুবরাজ। "রময়তি ক্রীড়য়তি কৃষ্ণমিতি রামঃ" এই নিরুক্তি অনুসারে তদানীন্তন উভয়েরই সখ্যাংশের উদয়ই ধ্বনিত হইতেছে। জন্মাবধি একত্র পান-ভোজন-বিহারাদি দ্বারা ব্রজে (নন্দভবনে) শ্রীবলরামের সখ্যাংশেরই প্রাচুর্য্য; কিন্তু মথুরাদি রাজধানীতে অগ্রজত্বাংশের প্রাধান্য বলিয়া ব্রজে তাঁহার গৌণত্ব বিবক্ষায় পশ্চাৎ তাঁহার নাম নির্দ্দেশ। অতএব তদুপলক্ষিত সখ্যরূপেই শ্রীবলরামের বিহার জানিতে হইবে। আবার মধ্যদেশাদির রীতি অনুসারে হোরিকা-ক্রীড়া উপলক্ষে তাদৃশ ব্যবহারও দেখা যায়। ইহা ভবিষ্যোত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে। 'বন'—ব্রজসন্নিহিত বনবিশেষ। 'অদ্ভুত'-অর্থে অলৌকিক বিক্রম, ইহা উভয়েরই বিশেষণ।

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বন্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বালঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ॥

(ভাঃ ১০।৩৪।২২)

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ—উভয়েই চন্দনচর্চ্চিত, বিবিধ ভূষণে ভূষিত, মাল্য ও সুনির্ম্মল বসন দ্বারা সুশোভিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রেয়সীবৃন্দ তদ্গতপ্রাণা হইয়া সুললিত স্বরে তাঁহাদের গুণগান করিতে লাগিলেন। "—'ললিতং' গ্যান-নর্ম্মাদি-পরিপাটীভির্মনোহরং যথা স্যাত্তথা। 'উপগীয়মানৌ' হোরিকোচিত-গীতাভির্বর্ণ্যমানৌ।

তত্র হেতুঃ—বন্ধং সৌহৃদং যৈরিতি'। এতেন শ্রীরামস্যাপি পৃথক্ প্রেয়সীগণো লক্ষ্যতে। তদ্ব্যঞ্জিতম্—'গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ (ভাঃ ১।১৫।৮) ইতি। অতএব গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্যেতি দ্বয়োরপি গীতস্য তাদৃশ মোহহেতুত্বং বক্ষ্যতে। সর্ব্বমেলনন্তু হোরিকাবসর সংঘর্ষাদিতি জ্ঞেয়ম্, অতো মিথোঽননুসন্ধানমপি।" (সংতোষণী)

শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সুললিত স্বরে—তান-লয়-বিশুদ্ধ মনোহর হোরিকোচিত নর্ম্ম-সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেহেতু তাঁহারা পরস্পরে সৌহৃদ্যবদ্ধ; ইহাতে শ্রীবলরামের পৃথক প্রেয়সীগণই লক্ষিত হইতেছেন। কেননা শ্রীবলরামের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস বাক্য দ্বারা পূর্ব্বেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, "আপনার লক্ষ্মীবাঞ্ছিত বক্ষঃস্পর্শে গোপীগণ ধন্যা হইয়াছেন।" অতএব গোপীগণের সেই গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও উভয়ে মিলিত হইয়া সকলের মনোমদ ও শ্রুতিসুখবহ সঙ্গীত আলাপ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সর্ব্ব-সম্মেলন কিন্তু হোরিকা উৎসবক্ষেত্রেই (পরস্পরের অঙ্গে কস্তুরি-কুঙ্কুম সংমিশ্রিত গুলালের ও তদুচিত গীতের) সংঘর্ষ দেখা যায়; ইহাতে পরস্পরের অনুসন্ধানও থাকে না।

শ্রীবলরামের বিহারকালে মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্য-গীতাদির বর্ণন দৃষ্ট না হইলেও পূর্ব্বোক্ত 'নিত্যরাস' প্রসঙ্গে বর্ণিত লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া 'রাসক্রীড়া' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে। আর সেই রাসক্রীড়ায় শ্রীবলরাম যে নিজস্ব গোপীযূথবিশেষের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডে—

"সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা॥
তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুইমাস বসন্ত মাধব-মধু নামে।
হলায়ুধ-রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥
সেই সকল কথা এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন, শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥
"যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্প-বৃষ্টি করে।
দেবে জানে, একতত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে॥"

বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থে রাস-রস-আস্বাদন—

(১) ঋক্‌বেদ। মহাভারত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমন্ নীলকণ্ঠসূরী মহাশয় ঋক্‌বেদ হইতে আড়াইশত ঋক্ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া বেদমন্ত্রের অভ্যন্তরে কিরূপভাবে মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ নিহিত আছে তাহার দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীভাগবত-প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা যে অবৈদিক নহে, তাহা বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের নাম 'মন্ত্রভাগবতম্' এবং সূরী মহাশয়ের স্বকৃতটীকার নাম

'মন্ত্ররহস্য প্রকাশিকা'। এই গ্রন্থ গোকুলকাণ্ড, শ্রীবৃন্দাবনকাণ্ড, অক্রূরকাণ্ড ও মথুরাকাণ্ড— এই চারিভাগে বিভক্ত। ঋক্‌বেদ সংহিতায় ১।১।১৯।১ যথা—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥

টীকার অর্থ—ব্রজাঙ্গনাগণকে এই রাসক্রীড়ায় আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীগান করিয়াছিলেন তাহারই বর্ণনা করিতেছেন। 'হে বিষ্ণো! সামবেদীয় উদ্গাতাগণ উচ্চৈঃস্বরে আপনার যশোগান করেন, ঋক্‌বেদীয় হোতারা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী আপনাকেই পূজা করেন; বৃন্দাবনস্থিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক আপনার দেহস্থিত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণও (এই ধামে স্থাবরাদিরূপে বর্তমান থাকিয়া) আপনাকে বংশীবাদনে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। (মন্ত্র ভাগবত ২।৩৩)

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্বম্।
তদিন্দ্রো অর্থংচেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি॥ (ঋক্‌বেদ ১।১।১৯।২)

হে ইন্দ্র! (উপেন্দ্র, কৃষ্ণ) আপনি যে সময়ে গোবর্দ্ধন গিরির উচ্চ হইতে উচ্চতরস্থানে আরোহণ পূর্ব্বক স্বকৃত্য (বংশীধ্বনি) করিয়া তাহাকে সকলের শ্রুতিগোচর করান, তখন জড় স্থাবরও চেতনবৎ আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়, জঙ্গম জীবের ত' কথাই নাই। এইরূপে তৎকালে বৃষ্ণিবংশী কৃষ্ণও স্বীয় পরিকরগণের সহিত সমধিক শোভা বিস্তার করেন। (ঐ ২।৩৪) উক্ত ঋক্‌দ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বংশী সম্বন্ধে যেমন ভাব প্রকাশ করিলেন, তাঁহার বিলাস সম্বন্ধে যথা—

অতারিষুর্ভরতা গব্যবঃ সমভক্ত বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।
প্রপিন্বধ্বমিষয়ন্তী সুরাধা আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীভম্॥ (ঋক্ ৩।৩।১১।২)

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র নদী ও সমুদ্রের উপমাচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি গোপীগণের অভিসার বর্ণনা করিতেছেন। ভগবৎকর্ম্মোপাসনা জন্য ধর্ম্মকে ধারণ (পোষণ) কারী সদ্ভক্তগণ গোধনপুষ্টিকামী গোপমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত দুষ্পার সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিখিল ভক্তগণ মধ্যে, এমন কি ব্রহ্মাদিরও মধ্যে মহত্তম প্রেমিক ভক্তই নিখিল জগতের আনন্দপ্রদ সেই প্রবাহগত বেদবাক্যের বা সমৃদ্ধিশালিনী প্রস্রবিনীর ন্যায় বিনির্গতা গো-গোপীগণ সম্বন্ধিনী সুমতি ('তত্ত্বমসি' আদি বাক্যোত্থজ্ঞান অথবা বৎস ও বৎসপালকরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান) সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ গোপ, গোপী ও গোগণ বৎসবিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসঙ্গে নিস্তার পাইয়াছেন। তোমরা যখন নিঃসন্তানা যুবতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী হইয়াছ, তখন সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গসঙ্গ লাভে কৃতার্থ হইতে হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লয়াধিষ্ঠান চিন্মাত্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অভিসার কর। তোমরা কিন্তু সুরাধা অর্থাৎ শোভনা রাধাকে মুখ্যা করিয়া (তাঁহার আনুগত্যে) শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখে প্রকৃষ্ট পরমানন্দলাভে পরিতৃপ্ত হও। আর এক কথা—নদীসমূহ যেরূপ সাগরসঙ্গমে গমন করে, তোমরাও সেরূপ প্রেমামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দ দান কর। গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধার মুখ্যত্ব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড) ও পদ্মপুরাণ (উত্তরখণ্ড) কার্ত্তিক মাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

স্ত্রীয়ঃ সতীস্তাং উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্নবিচেত দংধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ইমাচিকেত যস্তাবিজানাৎ সপিতুষ্পিতা সৎ॥ (ঋক্ ২।৩।১৭)

অর্থাৎ এই মন্ত্রে জারদোষের পরিহার করা হইতেছে। গোপাঙ্গনাগণ কখনও পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই, যেহেতু তাঁহারা পুরুষোত্তমেরই নিত্যকান্তা। তাৎপর্য্য—জগৎপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করায় পাতিব্রত্য ভঙ্গ হয় না। এইরূপ দর্শন যিনি না করেন, তিনি চক্ষুষ্মান্ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্ধই; অথবা ঐ সূক্ষ্মতত্ব চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করেন, অন্ধ নহে। এইরূপ একান্তদর্শী বা ভগবল্লীলা তাৎপর্য্যাভিজ্ঞ মহাজনই নিখিল ভূতকে সর্ব্বথা জানেন এবং তিনিই জগৎত্রাতা পুত্রস্থানীয়; পক্ষান্তরে যিনি সেই গোপীগণের তত্ব বিশেষভাবে জানেন, তিনি পিতারও পিতা (গুরুর গুরু) রূপে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। (ঐ টীকার্থ)

অতঃপর রাসক্রীড়া সম্বন্ধে ঋক্‌মন্ত্র—

পত্যাবস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্মা বিচয়ন্নি বিদ্বান্ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ (ঋক্ ৩।৩।৩০।১৪)

অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিসারযোগ্যা তোমার সেই শ্রীমূর্ত্তিসকল সংসারের বহির্ভূতা হইয়াও সাধুগণের নিমিত্ত বহুরূপ ধারণ করে। রাসমণ্ডলে বহুপ্রকাশ মূর্ত্তির মধ্যে অপর একটি মূর্ত্তি সেই অভিসারিণীগণের অস্পৃষ্টরূপে মধ্যস্থলে ছিল। তোমার তৎকালীন শ্রীমূর্ত্তির দৃষ্টি পার্শ্বদ্বয় ও সম্মুখভাগ এই প্রদেশত্রয়কে প্রকাশ করিয়া যেন লেহন করিতেছিল, ফলতঃ রাসমণ্ডলে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের দুইমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলেও একমূর্ত্তি এই প্রদেশত্রয়স্থিত শ্রীমূর্ত্তির প্রদেশত্রয়গতা দৃষ্টি সকলেরই আত্মাকে গ্রাস করিয়াছিল অর্থাৎ তখন ঐ মোহন মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তুমি এবম্বিধ রূপ ধারণ করিয়াছ, অতএব আমি বেদের বা যজ্ঞাদির সমর্পণ স্থানস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিয়া তোমাকেই বিশেষরূপে জানিয়াছি। আমরা তোমার সাহচর্য্যে কৃতার্থ হইলেও কিন্তু সুরগণ আমাদের উৎকর্ষ সহিতে না পারায় তাহাদের অসুরত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পদে ইব নিহিতে দস্মে অন্তস্তয়োরধ্বং গুহ্যমাবিরন্যং।
সধ্রীচীতা পথ্যাহংসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ (৩।৩।৩০।১৫)

অর্থাৎ রাসক্রীড়ায় সকল গোপীকে পরিত্যাগ করত প্রধানা গোপীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমন করিতে তাঁহাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকেও গর্বিতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও ত্যাগ করতঃ অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। অন্যান্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে বলিতেছেন—' এই যে আমাদের প্রাণনাথ প্রিয়তমার সহিত গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের পদচিহ্ন ত' স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—ঐ যে একের পদাঙ্ক অদৃশ্য হইয়াছে, বোধ হয় তিনি এস্থলে প্রিয়তমাকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, ভারবহনের নিমিত্ত অন্য পদাঙ্ক ত' সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অহো! সেই গোপীই ধন্যা—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহগামিনী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু হায়! একি!! তিনিও যে আবার কৃষ্ণহারা

হইয়া আমাদেরই ন্যায় ইতস্ততঃ কৃষ্ণান্বেষণ করিতেছেন। অতএব যে দেবগণ একজন গোপীরও উৎকর্ষ সহিতে পারে না, তাহাদের মহা-অসুরই বলিব।

এইরূপে দেখা যায় যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রায় প্রতিটী লীলাই বেদে কোথাও না কোথাও বীজাকারে বা স্ফুটরূপে উক্ত আছে। শ্রমবিমুখ কাল্পনিক ব্যক্তিগণ অপসিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাকে 'অবৈদিক' বা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া থাকে।

শ্রীহরিবংশে[১] ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণে[২] রাসের বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের নাম না থাকিলেও ভবিষ্যপুরাণে উত্তরখণ্ডে এবং স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৮) 'অনয়ারাধিতো' শ্লোকের ব্যাখ্যানাবসরে শ্রীপাদ সনাতনাদি সর্ব্বথা 'আরাধনাকারিণী' রাধা-নামের তাৎপর্য্য উট্টঙ্কিত করিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।৭।১৫৭-৫৮) শ্রীরাধানাম কেন শ্রীশুকদেব উচ্চারণ করেন নাই—তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা আর অন্য কিছুই নহে—গোপীগণের নাম স্মরণেও শ্রীশুকদেবের অন্তরে গোপীগণের মহাবিরহজ্বালামালার স্পর্শে পরম মহাবৈকল্য উপস্থিত হইলে আর শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনাই সম্ভবপর হইত না।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাসের আস্বাদন—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্য যথা—

'চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু কয়। তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয়-রচন। ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত। ভাগবতের শ্লোক, উপনিষদ একমত॥

(চৈঃ চঃ ২।২৫।৯৬-৯৮)

শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ৮ম অধ্যায়ে শ্রীরামানন্দ-মিলন সংবাদে—'রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীদের প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ উক্তির সমর্থনে শ্রীরায় ভাগবতের রাসের দুইটী শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

(১) নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং॥

অর্থাৎ রাসোৎসবকালে এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ স্বরূপের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করেন নাই এবং পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ ও কান্তিধারী দেবাঙ্গনাগণও তাহা পান নাই। অন্যান্য রমণীগণের কথা কি আর বলিব?

১। যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥

২। সোঽপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্, মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা। অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥

৩। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৮৯, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা (৮৯-৯২)

এই শ্লোকে নারায়ণের বক্ষবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আর,

(২) তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মযমানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥ (শ্রীভা: ১০ ৩৩।২)

—শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্ত্তা গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন তাঁহারা যমুনাপুলিনে আসিয়া তীব্র বিরহদুঃখে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে আবির্ভূত হইলেন?—'স্মযমান মুখাম্বুজ' হইয়া। তাঁহার শ্রীমুখ স্বভাবতঃই কমলের ন্যায় চিত্তাকর্ষক, আবার পরম মধুর মন্দহাসিও সর্ব্বদা তাঁহার বদনকমলে বিরাজমান থাকিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার মুখের রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। বিরহার্তা গোপীদিগের বিরহ ও আর্তিকে প্রশমিত করার জন্য তাঁহার স্বাভাবিক মন্দহাসিতে আরও অপূর্ব্ব রমণীয়ত্ব প্রকট করিয়া, তাঁহার স্বভাবসুন্দর বদনকমলের এক অপূর্ব্ব মনোহারিতা প্রকটন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেয়সীদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। কিরূপে?—'পীতাম্বরধর' হইয়া। তাঁহার পীতবর্ণ বসনকে গলার উপর ঝুলাইয়া তাহার লম্বমান প্রান্তদ্বয়কে যুগ্মকরে ধারণ করিয়া, গললগ্নী কৃতবাসে—মহা অপরাধীর ন্যায় তিনি আবির্ভূত হইলেন। ব্যঞ্জনা এই যে—'প্রেয়সীগণ! তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইয়া আমি তোমাদের অত্যন্ত দুঃখ জন্মাইয়াছি, তোমরা আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি কষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়াই তাঁহাদের রোষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের এই ভঙ্গী। আবার কিরূপে?—'স্রগ্বী' হইয়া অর্থাৎ পুষ্পমাল্যধারী হইয়া। অন্তর্ধানের পূর্ব্বে তাঁহার প্রেয়সী গোপীগণ তাঁহার গলায় প্রীতিভরে যে সকল পুষ্পমাল্য দিয়াছিলেন, সেই সকল মাল্য তখনও তাঁহার গলদেশে অম্লান থাকিয়া দোলায়মান ছিল। ইহা দ্বারা তিনি জানাইলেন যে, তিনি অন্য কোন রমণীর সঙ্গ করেন নাই; তাঁহাদের প্রীতি-মণ্ডিত মালা যে ভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, ঠিক্ সেই ভাবেই তখনও তাঁহার কণ্ঠে তিনি ধারণ করিয়া আছেন। ইহাও গোপীদের মনঃখেদ দূর করার একটা ভঙ্গী। আর কিরূপে?—'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে'। অনন্ত চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত যে মন্মথগণ, তাঁহারা সাক্ষাৎ মন্মথ—মদন। চতুর্ব্যূহ অন্তর্গত বলিয়া তাঁহারা প্রাকৃত মন্মথ বা প্রাকৃত মদন নহেন, সকলেই অপ্রাকৃত। তাঁহাদের মোহিনীশক্তির আভাস পাইয়াই প্রাকৃত মন্মথ ব্রহ্মাদিকে পর্য্যন্ত বিচলিত করেন। এতাদৃশ যে সাক্ষাৎ মন্মথগণ, তাঁহাদেরও মন্মথরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অশেষ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত করিয়া অপ্রাকৃত মহা-মন্মথরূপে আবির্ভূত হইলেন—তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সুধাধারা দ্বারা প্রেয়সীগণের প্রজ্জ্বলিত বিরহাগ্নিকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ গোপীগণের বিরহার্তি সম্যক্ দূর করিবার জন্যই তাঁহার এই প্রয়াস। কেবল তাহাই নহে, মহা অপরাধীর ন্যায় গললগ্নীকৃতবাসে অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াই তিনি গোপীদিগের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান হইলেন। অপর

কাঁহারও নিকট শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্যবহারের কথা জানা যায় না। কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণপ্রেমের নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরম বশ্যতার কথাও এই শ্লোক হইতে জানা গেল।

('মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' অবলম্বনে)।

(৩) রাসলীলায় উৎসারিত গোপীপ্রেম মহিমার চরম কথা রামানন্দ মুখে মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছেন; যথা—

'কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে॥
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(ভাঃ ১০।৩২।২২)

—হে ব্রজসুন্দরীগণ, দুশ্ছেদ্য গেহশৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া তোমরা যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছ (তোমাদের এই মিলন নিরবদ্য অনিন্দনীয়; যেহেতু তোমাদের কোন সুখের আশায় তোমরা মিলিত হও নাই, সেবাদ্বারা আমার প্রীতিসম্পাদন করাই একমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্য), এইভাবে মিলিত হইয়া সেবা দ্বারা আমার প্রতি তোমরা যে সাধুকৃত্য করিয়াছ, ব্রহ্মার সমান পরমায়ু পাইলেও সেই সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তোমাদের সাধুকৃত্যই তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রতিদান হউক, (আমি তোমাদিগের নিকট চিরঋণী রহিলাম)।

গোপীদিগের প্রেমের অনুরূপ ভজন করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের নিকট চিরঋণ স্বীকার করিলেন—তাহারই প্রমাণ এই শ্লোক। এই শ্লোকদ্বারা কান্তাপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপাদিত হয় এবং ইহাতে যে শ্রীকৃষ্ণবশীকরণীশক্তি সর্ব্বাধিক তাহাও প্রমাণিত হয়। এজন্যই রায় রামানন্দ মুখে—'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে'। —বলাইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু জগৎকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির চরম উপায় জানাইলেন, আর ঐ গোপীপ্রেমও যে কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথ সমস্তই ত্যাগ করিতে পারে—প্রেমের অপূর্ব্ব তীব্রশক্তিত্ব রাসে প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিরঋণী করিয়াছে, তাহাই আস্বাদন করিলেন। (৪) বলগণ্ডিস্থানে শ্রীজগন্নাথের রথের বিশ্রামকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু এক উপবনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রেমাবেশে এক পিণ্ডার উপর প্রভু পড়িয়া আছেন। 'আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন। নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন॥ রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন। 'জয়তি তেঽধিকং' করয়ে পঠন॥ শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার। 'বোল্ বোল্' বলি উচ্চ বোল বারবার॥ তখন প্রতাপরুদ্র পুনঃ শ্লোক পড়িলেন—

'তবকথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ (ভাঃ ১০।৩১।৯)

—শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ বনে বনে অনুসন্ধান করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন যমুনাতীরে ফিরিয়া যে আর্ত্তিযুক্ত বিলাপ করিতেছিলেন—ইহা তাহারই অন্তর্গত একটি শ্লোক। অর্থ এইরূপ যে—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কথারূপ অমৃত তাপিত লোকদিগের জীবনস্বরূপ।

কবিগণও তোমার কথামৃতের স্তব করিয়া থাকেন; তোমার কথামৃত সর্ব্বপ্রকার কল্মষনাশকারী, শ্রবণমাত্রই মঙ্গলজনক, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বব্যাপক, তোমার এতাদৃশ কথামৃত যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা ভূরিদা—বহুদাতা, সর্ব্বার্থপ্রদাতা।

'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন। মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার। দু'জনার অঙ্গে কম্প—নেত্রে জলধার।
(প্রভু) 'ভূরিদা ভূরিদা' বলি করে আলিঙ্গন। ইহা নাহি জানে—'এহো হয় কোন্ জন'॥
প্রভু কহে—কে তুমি করিলে মোর হিত। আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত।
রাজা কহে—আমি তোমার দাসের অনুদাস। ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে—এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল। 'কাঁহা না কহিও ইহা'—নিষেধ করিল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য | ১৪)

যে মহারাজা কোনমতে মহাপ্রভুর দর্শন পর্য্যন্ত পান নাই, ভক্তগণের কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও প্রভু যাহাকে নিকটে আসিতে দেন নাই, শ্রীরাসের সময়োচিত শ্লোক-পাঠে সেই প্রভুর আলিঙ্গন ও স্বরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন ঘটিবার সৌভাগ্য প্রতাপরুদ্রের হইয়াছিল, সুতরাং শ্রীরাসের এই শ্লোকাস্বাদন প্রভুর প্রাণ-প্রিয়তম হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) শ্রীচরিতামৃতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ভক্তপ্রবর রামানন্দ রায়ের ভজন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণসম। আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার। † † †
† † † † শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস। যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্‌রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। তিনগুণ ক্ষোভ নাহি মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায়। আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায়।
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব, কহন না যায়। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়। (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম)

শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে অধিকারকে এত উচ্চ জ্ঞান করিতেন এবং নিজেরও এতাদৃশ অধিকার হয় নাই বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন, প্রশ্ন হইতে পারে, রামানন্দের চিত্তের অবস্থা এরূপ সম্ভবে কি প্রকারে? তাহাতেই বলিতেছেন যে—শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্লোক দেখা যায় ইহা তাহারই ফল। সেই শ্লোকটি কি?—

'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

—ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলার কথা যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা শ্রবণ-কীর্তন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া তিনি অচিরাৎ হৃদ্‌রোগ কাম পরিহার করেন এবং ধীর হয়েন।

এই শ্লোক রাসলীলা বর্ণনের উপসংহারে শ্রীল শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজের নিকট রাসলীলা শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন এবং কলিযুগ পাবনাবতার স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র উহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন পূর্ব্বক ঐ শ্লোকের আচরিত আদর্শ ভক্ত রামরায়কে রাসলীলা শ্রবণ-কীর্তনের ফলস্বরূপে জগৎকে উপহার দিলেন।

বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে রাস আস্বাদন—

যমুনা পুলিনে রাসলীলায় ব্রজগোপীগণের সহিত বিহার-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমান-চারিণী দেবীগণ মোহিত হইয়া পরস্পর বলিতেছেন, ঐ দেখ,—

হরির্নবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত,
স্তদংসবিলসদ্ভুজো ভ্রমতি চিত্রমেকোঽপ্যসৌ।
বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহারিদ্বয়ং মধ্যতঃ,
সখীধৃত করাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে॥

—নবঘনাকৃতি শ্রীহরি একাকী হইলেও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যদেশে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদের স্কন্ধে স্বহস্ত বিন্যস্ত করিয়া অদ্ভুতরূপে ভ্রমণ করিতেছেন। আবার তড়িৎ হইতেও উজ্জ্বলা এবং স্ব-সখী কতৃক ধৃতহস্তা প্রতি বধূও দুই কৃষ্ণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া রাসোৎসবে কি অপরূপ নৃত্য করিতেছেন। পুনঃ স্তবমালায় ১৭ পদ,

কোমল শশিকর-রম্য বনান্তর-নির্মিত-গীতবিলাস।
তূর্ণ সমাগত-বল্লব সৌবতবীক্ষণ-কৃত-পরিহাস॥
জয় জয় ভানুসুতাতট রঙ্গ মহানট সুন্দর নন্দকুমার।
শরদঙ্গীকৃত-দিব্যরসাবৃত মঙ্গল রাসবিহার॥ ধ্রু
গোপীচুম্বিত রাগ করম্বিত মান বিলোকনলীল।
গুণ গর্ব্বোন্নত-রাধাসঙ্গত-সৌহৃদ সম্পদধীন॥
তদ্বচনামৃত-পানমদাহৃত বলয়ীকৃত-পরিবার।
সুরতরুণীগণ-মতি বিক্ষোভন খেলন বল্লিতহার॥
অম্বু বিগাহন-নন্দিত নিজজন মণ্ডিত যমুনাতীর।
সুখ সম্বিদ্‌ঘন পূর্ণ সনাতন নির্মল নীল শরীর॥

—হে নন্দকুমার তুমি জয়যুক্ত হও। এই কোমল চন্দ্র-কিরণ দ্বারা রমণীয় বৃন্দাবনে তুমি গীত বিলাস আরম্ভ করিয়াছ এবং অতিবেগে সমাগত গোপীগণের ভাবদর্শনের নিমিত্ত পরিহাস করিতেছ। তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক, যমুনার তটরূপ রণক্ষেত্রে তুমি মহানৃত্য আরম্ভ করিয়াছ এবং শরৎকালে দিব্য

রসপূর্ণ মঙ্গল রাসবিহার অঙ্গীকার করিয়াছ। হে গোপী-চুম্বিত রাগবর্দ্ধন! তুমি নয়নযুগলের কটাক্ষপাতেই গোপীগণের মানগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছ এবং সমূহ গুণগ্রামসম্পন্না শ্রীরাধার সহিত তুমি সঙ্গত হইয়া তদধীন হইয়াছ। তুমি গোপীগণের বচনামৃত পান জন্য মত্ততাবশতঃ তাঁহাদের মণ্ডলী কতৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছ এবং রাগসম্পন্ন গীতরসে দেবাঙ্গনাদিগের চিত্তবৃত্তিকেও ক্ষুব্ধ করিতেছ ও নৃত্যক্রীড়ায় তোমার মণিময় হার চঞ্চল হইতেছে। তুমি জলে অবগাহন দ্বারা নিজজন সকলকে আনন্দিত করিয়া যমুনাতীর-শোভা বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি আনন্দস্বরূপ তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ এবং তুমি পূর্ণসনাতনস্বরূপ, তোমার শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জয় হউক।

পদাবলীর দ্বারা রাসরসাস্বাদন—

বহু বৈষ্ণব কবি স্বরচিত পদাবলী দ্বারা শ্রীভাগবতের রাস আস্বাদন করিয়াছেন। কয়েকটী পদ ভক্তগণের আস্বাদন জন্য উদ্ধৃত হইল। শ্রীগোবিন্দ দাস (কবিরাজ) রচিত পদ, যথা—

(১)

শারদ সুখদ নিশি রাস পরিচ্ছেদ। মধুর মধুর তাহে গায় নটবাদ॥
বলয়া নূপুর ধ্বনি বাজয়ে অধিক। শশধর উজ্জ্বল প্রকাশ দশদিক॥
নাচে সব ব্রজবধূ অতি উল্লসিত। মিলিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গোপাল সহিত॥
নিপতিত কবরী জড়িত ফুলদাম। গোবিন্দ দাস কহে অতি অনুপাম॥

(২)

বাজত ডক্ষ রবাব পাখোয়াজ, করতল তাল তরল একু মেলি।
চলত চিত্র-গতি সকল কলাবতী, করে করে নয়নে নয়নে করু খেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলী, অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন-হিল্লোল লোল মণিকুণ্ডল, শ্রম-জল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস-ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক, নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুঁহু দুঁহু সরস পরশ-রস-লালসে, তনু তনু আলসে রহত লুলাই।
গোবিন্দদাস পহু মূরতি মনোভব, কত যুবতী রতি-আরতি বাঢ়াই॥

(৩)

সারি সারি মনোহারী নব ব্রজবালা॥
বেঢ়ল গৌরাঙ্গী সব যশোদানন্দন। বিদ্যুতের মালা যৈছে মেঘ সন্নিধান॥
শ্রীগোকুল সুধাকর সঙ্গে সুধাময়ী। প্রেম জ্যোৎস্না ঝলমল কোটীন্দুবিজয়ী॥
বলয়া নূপুর মণি কিঙ্কিণীর বোল। মধ্যে মধ্যে সুমিলিত মুরলী উজোর॥

রাজহাট মাঝে সে পতাকা শশধরে।
রাসহাট গোপিকার পসরা যৌবন।
কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চৈস্বরে।
কোন গোপী রাসহাটে শ্রমযুত হইয়া।
তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন।
কোকিলা কোটাল হইয়া জাগায় কামেরে॥
গ্রাহক তাহাতে ভেল মদন-মোহন॥
সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে॥
আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া॥
গোবিন্দ দাস কহে আনন্দিত মন॥

(৪)

মৌলি মঞ্জুল গুঞ্জ ফল ফুল,
জঘন চঞ্চল বদন শিথিল,
গোপীগণ মাঝে নাগর বিরাজে,
সঞ্চিত অমৃত মুরলী কী ধ্বত,
কণ্ঠে নবদাম দোলে অনুপাম,
কর্ণে ঝলমল মকর কুণ্ডল,
শোভা পরিপাটী কটিদেশে ধটী,
চরণে মঞ্জীর মঞ্জুল বর কর,
কুটিল কুন্তল সোহি।
অখিল-জন-মন-মোহি॥
নাচয়ে নর্ত্তক ধীর।
রঙ্গ বহুত যমুনাকতীর॥
স্বর্ণ মণিময় হার।
রুচির গণ্ড-বিহার॥
রুচির কিঙ্কিণী জান।
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

(৫)

কাঞ্চন-মণিগণ জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত মণি
শ্যামর নটবর রাজ॥

(৬)

নটবর বেশ কেশপাশ
ভূষণ চঞ্চল চম্পক চূর।
তাহে বেড়ি গুঞ্জ পুঞ্জে পুঞ্জে লম্বিত
তাহে বেড়ি রঙ্গিন ফুল॥

বৃন্দাবনে অপরূপ রাসবিহার।

থির বিজুরী সঙ্গে চঞ্চল জলধর
বরিখয়ে রস অনিবার॥ ধ্রু॥

কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই
তিমিরহি কত কত চান্দে।
কনক লতায়ে তমালহুঁ কত কত
দুঁহু দুঁহু তনু তনু বান্ধে॥
কত কত পহুমিনি পঞ্চম গাওত
মধুকর ধ্বনি শ্রুতি-ভাষ।
মধুকর মেলি কত পহুমিনি গাওত
মুগধল গোবিন্দ দাস॥

গোপী রঙ্গে নৃত্যতি গোপাল,
কিং কিং কিঙ্কিণী কিং কিং মন্দিরা
ছন্দর নিনাদ বিশাল॥
তাথৈ থৈ ঝুমকু ঝুমকু
ঝুমদি ঝনা ঝনা দিন্তাথা॥
তাধিক তাধিক থৈ থৈ মধুর মৃদুধ্বনি
রঙ্গে ভঙ্গে পড়ে পা॥
নটুয়া জিনিয়া নটী নটিনী জিনিয়া নট
বিবিধ সুছন্দ গীতশালী।
গোবিন্দ দাস গান পুরন্দর বাখানে
ভালরে ভালরে ভালি॥

(৭)

মরুজ উপাঙ্গ বীণা বেণু মাধুরী, পুরই রাস-বিলাসিনী।
অঙ্গ ভঙ্গ রব কিঙ্কণ কটিতটে, রনু ঝনু কিঙ্কিণী ধ্বনি॥
তাধিনি তাধিনি ধিনতা বাজে মৃদঙ্গ, নর্ত্তক গোকুল রায়।
করতলে তাল মিলিত মধুর, সুস্বর ধনী রস গায়॥
অংগ বিলোলা অংগ বিরাজিত, উড়ই শিখিপুচ্ছ চূড়।
গোবিন্দ দাস কহে অপরূপ, গোপী সঙ্গে বেদ নিগূঢ়॥

(৮)

দুই দুই গোপিনী অন্তরে কৃষ্ণ কেলি। দুই দুই কৃষ্ণ মাঝ গোরি গোরি মেলি॥
অপরূপ রভস রসাল ফুলবনে। শত শত রমণী রময়ে একজনে॥
কনক চম্পক সঙ্গে মরকত মণি। বিশাল মৃণাল যেন বিরল গাঁথুনি॥
সুরতরু বেড়িয়া মণ্ডলী দুঁহু কেরি। তার মাঝে থাকি কৃষ্ণ পুরয়ে বাঁশরি॥
উচ্চৈঃস্বরে গায় গীত বরজ নাগরী। কুবলয় বেড়ি যেন গুঞ্জয়ে ভ্রমরী॥
ঘন ঘন অঙ্গ ভঙ্গে নাচে নন্দবালা। মেঘগণ ঘেরি যেন খেলিছে চপলা॥
রক্তকণ্ঠ সুমাধুর্য্য সকল ভূষিত। দেখিয়া পরমানন্দ পরম পিরিত॥
কেহ শ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণের অঙ্গে ভুজ দিয়ে। মুকত কবরী ভরে রহে দাণ্ডাইয়ে॥
কেহ বা চন্দন বাহু আঘ্রাণের ছলে। মনোরঙ্গে ঘন চুম্ব প্রদানে গোপালে॥
সখীগণ্ডে গণ্ড দিয়া নন্দের নন্দন। গোবিন্দদাস কহে রসিক সুজন॥

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'— (ভা ১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ, তিনি স্বয়ং অনাদি হইয়াও সকলের আদিতত্ত্ব—তাঁহার আদি আর কোন তত্ত্ব নাই। তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রঃ সঃ ৫।১)

এই যশোদানন্দন শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। এই শ্লোকে কৃষ্ণ-শব্দ বিশেষ্য এবং গোবিন্দ, ঈশ্বর প্রভৃতি তাঁহার বিশেষণ। অতএব উপাস্যবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রীকৃষ্ণই অনন্যাপেক্ষী স্বয়ংরূপে নিত্য বিদ্যমান এবং অবতারসকল ইহাঁরই কলা বা অংশ। তাহার মধ্যে যে স্বরূপ স্বয়ংরূপের সহিত ঐক্য হইয়াও আকারাদি দ্বারা অন্য সদৃশ প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলে। ইহা বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। এস্থলে 'বিলাস' বলিতে (শক্তিবিলাসক্রমে) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যখন আত্মসমপ্রায় অন্য আকারে প্রকাশিত, তখন তাহাকে বিলাস বলে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমের

নারায়ণ এবং তাঁহার বিলাস আদি ব্যূহ বাসুদেব। প্রমাণচক্রবর্ত্তীচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি শাস্ত্রোক্ত বিদ্বদনুভবে (শ্রীব্রহ্মার অনুভবে) এই সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বা মূল নারায়ণ, পরব্যোমপতি প্রসিদ্ধ শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি—এই শাস্ত্র বিচারে যুক্তি-তর্ক বা বাদ-প্রতিবাদের কোনও অবকাশ নাই। আবার ভাববৈশিষ্ট্যের ও রসবৈশিষ্ট্যের চমৎকারিতা শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাসলীলাতেই বর্ত্তমান। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রসবিচারের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য পূজ্যপাদ শ্রীরসামৃতকার বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

(ভ, র, সি ১।২।৫১)

পরব্যোমের অধিপতি শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মহানারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ না থাকিলেও রসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়, ইহাই রসের স্বভাব। তাৎপর্য্য এই, যোগ্যভক্তে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত হইতেও প্রেমময়রসের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ উৎকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেহেতু নানাবিধ ভক্তের প্রেমরসের সমাহার একমাত্র মহাভাবরূপ রসে এবং তাদৃশ উৎকর্ষপ্রাপ্ত মহাভাবরসের কেবল শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই আলম্বন—অন্য ভগবদবতার বা শ্রীমহানারায়ণও নহেন। এইজন্য পরব্যোম-অধিপতি শ্রীমহানারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী শ্রীমহালক্ষ্মীদেবীও ঐ জাতীয় রসবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণরেণু আরাধনার লোভে সুদীর্ঘকাল ব্রজে তপস্যা করিয়াছিলেন। একথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩৬) উক্ত আছে। "দেবী শ্রীলক্ষ্মী রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রাসে অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই" (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদি প্রমাণ হইতেও ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। আবার ব্রজদেবীগণের মহাভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। "মহাভাবস্য প্রমাণং তত্রৈব দশমে (৪৭।৫৯) 'কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ' ইতি রূঢ় ভাবস্যাপরপর্য্যায়ো মহাভাবঃ" (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ) এই মহাভাবের প্রমাণ দশমে শ্রীউদ্ধববাক্যে—কি বলিব? পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ব্রজগোপীদিগের ঈদৃশ রূঢ়ভাব স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আর দৃশ্যমান এই রূঢ়ভাব (চরমকোটি আরূঢ় মহাভাব) বিশেষের লেশাভাসও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" তাহাই 'চ'-শব্দবলে এবং 'ক্ব' পদের সহিত সম্বন্ধহেতু (কুত্রাপি এই রূঢ়ভাব বিদ্যমান নাই) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই রূঢ়ভাবের অপর নাম মহাভাব। আর 'স্বাংশ' বলিতে যে স্বরূপ বিলাসের ন্যায় স্বয়ং রূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও বিলাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শক্তি প্রকাশ করেন, তাহাই স্বাংশ। যেমন নিজ নিজ ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতারত্রয় ও মৎস্যাদি লীলাবতারগণ। আর আকার, গুণ ও লীলায় ঐক্য থাকিয়া একই বিগ্রহের যুগপৎ বহুস্থলে প্রকটতা হইলে, তাহাকে প্রকাশ বলে। যেমন শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণ বহু মূর্ত্তিতে কিংবা দ্বারকাতে প্রতিগৃহে একই সময়ে বহুরূপে (শ্রীনারদ কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্য প্রকাশ ভেদমধ্যে গণনীয় নহে।

পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার ভেদে অবতার ত্রিবিধ। এই অবতারসকল স্বাংশ ও আবেশ-ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানশক্ত্যাদির বিভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই মহোত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন,

বৈকুণ্ঠে শেষ, নারদ ও সনকাদি। কখন কখন স্বয়ং ভগবানও বিশ্বকার্য্যার্থ জগতে অবতরণ করেন। শ্রীভগবানের অবতরণের সাধারণ নিয়ম এই যে, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-জনগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন। এখানে আশঙ্কা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রই কিংবা স্বাংশ অবতার দ্বারাই ভূভার হরণ ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার স্বয়ং অবতরণের প্রয়োজন কি? এ সম্বন্ধে (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে) "যদ্যপি নিজাংশেনৈব বা নিজেচ্ছাভাসেনৈব বা ভূভারহরণমীষৎকরং তথাপি নিজ-চরণারবিন্দজীবাতুবৃন্দমানন্দয়ন্নৈব বা লীলাকাদম্বিনী নিজ-মাধুরী বর্ষণায় বিতরিষ্যমানোঽবতরিষ্যতীত্যর্থঃ।"—যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ অবতার দ্বারা বা তাঁহার নিজের ইচ্ছাভাস দ্বারা ভূভার হরণ অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে, তথাপি তাঁহার স্বয়ং অবতারের কোনও এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে; সেই উদ্দেশ্য এই যে, তদীয় চরণারবিন্দগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য অথবা লীলাকাদম্বিনীরূপা নিজ মাধুরী ধারা বর্ষণের নিমিত্তই তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তত্ত্বটী বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা,

"পৃথ্বী যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল। ভারহরণ কাল তাতে হৈল মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ সেই অবতার কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণু দ্বারায় কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই—অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার॥"

—এই যে "রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার"—ইনিই শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ এবং এই শৃঙ্গাররসরাজমূর্ত্তিই রাগানুগা ভক্তের ভজনীয় তত্ত্ব এবং একমাত্র ব্রজ গোপীগণই এই রসামৃত মূর্ত্তির মাধুর্য্যসার আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর সেই শ্রীকৃষ্ণই কলিহত জীবগণকে সেই প্রেমভক্তি প্রদান করিবার জন্য নিজ পরিকর সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আবির্ভাব অর্থাৎ পরম করুণার অভিব্যক্তিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। এই সকল সিদ্ধান্তের সমাহারেই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ। সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কলিযুগের যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের প্রচার করিতে পীতবর্ণ যুগাবতার অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন; কিন্তু ব্রজপ্রেম প্রদান করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু এই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন অবতার ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। "কথং তদিচ্ছাদ্বয়ং জাতমিতি চেত্তত্রাহ—' রসিক শেখর পরম করুণ—এই দুই হেতু ইচ্ছার উদ্গম। "রসিকশেখরত্বং পরম কারুণিকত্বঞ্চ ইতি দ্বয়ং

তত্তদিচ্ছয়া উদ্গমে প্রাদুর্ভাৎ হেতুঃ, রসিকশেখরত্বেন প্রেমরসনির্য্যাসাস্বাদনে তথা পরমকারুণিকত্বেন চ রাগভক্তি প্রচারেণ ইচ্ছা জাতা ইত্যর্থঃ (শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ)—অর্থাৎ প্রত্যেক ভগবদবতারের অসাধারণ লক্ষণ রসিকত্ব। যেহেতু এই রসিকত্বব্যতীত শ্রীভগবানের কোন লীলাই সিদ্ধ হয়না। যদিও শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার, কিন্তু আত্মারাম, আপ্তকাম, নির্বিকার, পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপে কোনও স্পৃহার উদ্গম হয়না। কেবল শ্রীভগবানই ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তিরস আস্বাদন করেন বলিয়া 'রসিক' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সত্ত্বেও কেবল মাধুর্য্যময় ভক্তিরস বা প্রীতি আস্বাদন করেন বলিয়া তিনি রসিকশেখর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এস্থলে 'শেখর' শব্দে নিজ ঐশ্বর্য্যগত আত্মারামত্বাদি ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া কেবল ব্রজবাসীদিগের মাধুর্য্যময় প্রেমরসাস্বাদনে সুচাতুর্য্য বুঝাইতেছে। এই প্রকার 'পরম করুণ' শব্দটীও স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত। কেননা, পরদুঃখনাশের ইচ্ছাই করুণা। যদিও জীব-হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়, কিন্তু কাল, কর্ম্ম, মায়া ও ঈশ্বর-পারতন্ত্র্য-নিবন্ধন জীবের পক্ষে করুণা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে করুণার উদ্রেক হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। ব্রহ্মে করুণা-লক্ষণ ধর্ম্ম স্বীকার করিলে ধর্ম্ম-ধর্ম্মীরূপ ব্যক্ত শক্তিক বিশেষ স্বীকার করিতে হয়। আবার নির্ব্বিকার দ্রষ্টা পরমাত্মস্বরূপেও করুণা-লক্ষণ ধর্ম্মের অভিব্যক্তি নাই। একমাত্র পরম-স্বতন্ত্র শ্রীভগবানেই ধর্ম্ম-ধর্ম্মীরূপ শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে বলিয়া ভক্ত-দুঃখ-কাতরতা-লক্ষণ করুণা ভগবৎস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এই করুণার চরম অভিব্যক্তি ভক্তিদানেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার রাগানুগা ভক্তিদানে পরমকারুণিকত্বের পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত ভক্তিরস আস্বাদন করেন বলিয়া রসিক; কিন্তু স্বয়ংরূপে মাধুর্য্যময় ভক্তিরস আস্বাদন করেন বলিয়া রসিকশেখর। অন্যান্য ভগবৎস্বরূপে বৈধীভক্তি দান করিয়া থাকেন, আর স্বয়ংরূপে রাগানুগাভক্তি প্রদান করেন বলিয়া 'পরম করুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইজন্য 'অনর্পিতচরীং' শ্লোকে 'স্বভক্তিশ্রিয়ম্' পদের 'স্ব' শব্দে উক্ত অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আর স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপেই সেই ব্রজপ্রেম আস্বাদনের বৃত্তি জীবে সঞ্চার করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ পর্য্যন্ত আস্বাদনের বৃত্তি আছে, কিন্তু রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ প্রয়োজন যে প্রেম, তাহা আস্বাদনের বৃত্তি জীবে নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্ব-নামের সহিত প্রেম আস্বাদনের বৃত্তিটী পর্য্যন্ত দান করায় তিনিই অদ্বিতীয় দাতা শিরোমণি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

দার্শনিক সম্প্রদায়ের মূল আলোচ্য বস্তু—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। এই তত্ত্বত্রয়ের তারতম্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু তদীয় সন্দর্ভে। তিনি বলিয়াছেন—'যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাপ্যংশো যস্যাংশকৈঃ স্বৈর্বিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরব্যোম্নি নারায়ণাখ্যং বা শ্রীকৃষ্ণো বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্।' (তত্ত্বসন্দর্ভ ৮) অর্থাৎ যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা আগমাদি শাস্ত্রের কোন স্থানে ব্রহ্মসংজ্ঞায় কথিত হইয়াছেন। যাঁহার অংশ পুরুষাবতাররূপে মায়াকে বশীভূত করিয়া স্বীয় অংশে বৈভব প্রকাশ করিয়া থাকেন

এবং যাঁহার নারায়ণাখ্য বিলাসরূপে পরব্যোমে বিরাজমান, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পদকমলের ভজনকারীদিগকে স্ববিষয়ক প্রেম প্রদান করুন।

উক্ত শ্লোকে দর্শন শাস্ত্রের প্রায় সমুদয় তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। অনুরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (১।২।১১)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—অনুবাদ তিন। অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন॥
অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র বিবরণ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান॥ (চৈঃ চঃ ১।২)

এক অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বই যে প্রকাশবিশেষে তিন নামে অভিহিত হয়েন তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

পরতত্ত্ব ব্রহ্ম নিরূপণ—

প্রথমতঃ ব্রহ্ম শব্দের অর্থবোধ আবশ্যক, শাস্ত্র বলেন—'বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম'। যিনি (বৃংহতি) বড় হয়েন এবং যিনি (বৃংহয়তি) বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম শব্দে যিনি নিজে বড় এবং যিনি বড় করিতে পারেন। অর্থাৎ তিনি নিজে বড় এবং বড় করার শক্তিও তাঁহার আছে। শ্রুতি বলেন—ব্রহ্মের স্বরূপগত বহুবিধ শক্তি আছে, "পরাখ্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮) ব্রহ্মের বিবিধ পরাশক্তি ও স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জ্ঞানের ক্রিয়া এবং বলের (ইচ্ছার) ক্রিয়াও আছে। এই প্রকার বিবিধ শক্তিযুক্ত শক্তিমান ব্রহ্মই স্বীকৃত। অচিন্ত্যশক্তি বলে যুগপৎ তিনি সবিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ হইতে পারেন, এবং সাকার হইয়াও নিরাকার হইতে পারেন। শ্বেতাশ্বতর উপঃ (৪।১) আরও বলিয়াছেন—যিনি স্বয়ং বর্ণরহিত হইয়াও নিজ বিবিধ শক্তিযোগে বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন—এই বিশ্ব আদৌ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তৎকর্তৃক রক্ষিত এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হয়। সেই দেবতা (ব্রহ্ম) আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, শক্তিগত বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ ও অপ্রকাশ-সামর্থ্য যুগপৎ একই কালে যাহাতে সম্ভব হয়, তাদৃশ লক্ষণ ব্রহ্মই শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য। শ্রুতিসকল এতাদৃশ ব্রহ্ম বস্তুকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন,—কোন স্থানে অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মলক্ষণে, কোন স্থানে বা কেবল বিরুদ্ধ ধর্মলক্ষণে, কোন স্থলে বা কেবল অবিরুদ্ধ লক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তস্থলে কেবল অপ্রাকৃত অশেষ কল্যাণগুণবিশিষ্ট স্বরূপলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব এক ও অখণ্ডানন্দস্বরূপ। তাহাতে স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী ও বিলাসাদি নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের চিত্তে ব্রহ্মের শক্তি ও শক্তিমত্তার ভেদ-বৈচিত্র্য উপলব্ধি হয় না এবং ব্রহ্মের তাদৃশ বৈচিত্র্য

প্রভৃতির উপলব্ধির শক্তিত্ব তাঁহাদের নাই। সেইজন্য ব্রহ্মতত্ত্বের যে সামান্যাকারে বা কেবল চিদ্রূপে স্ফূর্ত্তি—তাহাই ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়। ইহাকে কিন্তু শ্রীভগবানের অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ বলিতে হইবে। কেননা, ভক্তিভাবিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই ব্রহ্মতত্ত্ব স্ফুরিত হয়। শুদ্ধ 'ত্বম্' পদার্থের বোধে জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ স্বানুভবানন্দী ও বাহ্যবিকার রহিত হন বলিয়া ঐ চিত্তে ব্রহ্ম প্রকাশ হন। চিৎস্বরূপ 'ত্বম্' পদার্থ (জীব) এবং পূর্ণ চিদাকার তৎস্বরূপ ব্রহ্ম-পদার্থে শক্তিগত পার্থক্য থাকিলেও চিদংশে কোনও ভেদ নাই বলিয়া ত্বম্-পদার্থ জীবের সহিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের ঐক্য-বোধই ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ঐ প্রকার ঐক্য-বোধেচ্ছু সাধকের বাসনা পূর্ত্তির নিমিত্ত শ্রীভগবানই কৃপাশক্তি প্রেরণায় সূক্ষ্ম চিৎকণ জীবের সহিত পূর্ণ চিদ্রূপ ব্রহ্মের আবির্ভাবে পরস্পরের ঐক্য প্রতীতি ঘটাইয়া দেন।

এইরূপ এক অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমৎ তত্ত্ববস্তুকেই ব্রহ্ম বলা হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মদ্বারা যিনি ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনি পরমপুরুষ শ্রীভগবানেরই আবির্ভাববিশেষ। যথা, "ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থ কহে—ভগবান। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধসমান"॥ (চৈঃ চঃ ৭) শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক অনুভূতি বা প্রথম সোপানরূপ বৈশিষ্ট্যহীন দর্শনই ব্রহ্মদর্শন অথবা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাথমিক জ্ঞান। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল জীবস্বরূপের বোধেই দেহাবেশ যায় না, কিন্তু পরতত্ত্বজ্ঞানেই তাহা হইয়া থাকে। আবার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হইলেও জীবস্বরূপ জ্ঞান হয় না; সুতরাং জীবস্বরূপবোধও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেরই অন্তর্গত।

শ্রুতি কর্তৃক স্থলবিশেষে ব্রহ্মকে 'আনন্দং ব্রহ্ম' ও 'সৎ-চিৎ-ব্রহ্ম' প্রভৃতি বলার তাৎপর্য্য এই যে—সৎ ও চিৎ আনন্দের বিশেষণ এবং আনন্দই বিশেষ্য, কেননা সৎ শব্দে সত্ত্ব বা অস্তিত্ব এবং চিৎ শব্দে চেতন বা জ্ঞান বুঝায়। অতএব যে আনন্দ নিত্য বর্ত্তমান এবং নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারে ও অপরকে অনুভব করাইতে পারে, সেই স্বপ্রকাশ আনন্দই ব্রহ্ম। এই আনন্দ স্বতঃই আস্বাদ্য এবং আস্বাদন-বৈচিত্রীও তাহারই প্রভাব। কেননা ব্রহ্মের আনন্দ চেতন বলিয়া নিজে অনুভব করিতে সমর্থ, সুতরাং ব্রহ্মে রসিকত্বও সিদ্ধ হইতেছে। এ কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন—'রসো বৈঃ সঃ'। (তৈত্তিরীয় ২।৭) এই রস শব্দের দুইটি অর্থ—রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ। রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। অতএব যাহা আস্বাদ্য তাহাই রস এবং যিনি আস্বাদন করেন, তিনিও রস বা রসিক। অপিচ রসশাস্ত্রানুসারে 'চমৎকারিত্বই' রসের প্রাণ—রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদভূৎ রসঃ। (অলঙ্কার কৌস্তুভ ৫।৭) আবার কেবল চমৎকৃতি থাকিলেও আস্বাদ্যবস্তুকে রস বলা যায়না, আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অপূর্ব্বতা প্রয়োজন। অতএব আস্বাদ্যবস্তু যখন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব অপূর্ব্বতা ধারণ করে, তখনই তাহাকে রস বলা হয়। সুতরাং যে বস্তুর আস্বাদনে সতত চমৎকারিত্ব ও নবনবায়মানত্ব অনুভূত হয়, তাহাই আস্বাদ্য রস। আর যে বস্তু আস্বাদন করিয়া সতত নবনবায়মান মাধুর্য্য অনুভব হয় ও আস্বাদন স্পৃহা নিরন্তর বর্দ্ধিত হয়, তিনিই আস্বাদক বা রসিক। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, রস দুইভাবে অভিব্যক্ত। একভাবে আনন্দকে আস্বাদ্য ও অপরভাবে আস্বাদক করে। আবার এই উভয় রূপেই নিজের বৈচিত্রী সম্পাদন করেন। অতএব রসাস্বাদন করিতে হইলে যুগপৎ আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-ক্রিয়াশীলতার প্রয়োজন।

যদিও এই এক ও অভিন্ন রসই ত্রিবিধভাবে অভিব্যক্ত, তথাপি উক্ত ত্রিবিধভাবে রসের অভিব্যক্তি না হইলে পূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যে পরোক্ষভাবে সর্ব্ববেদ প্রতিপাদিত ব্রহ্মবস্তু, 'তদ্‌বিষয়ে কোন প্রমাণাভাব সূচিত হয় না। মূল কথা, ব্রহ্মবস্তু বুঝিবার পক্ষে প্রমাণাভাব কারণ নহে, যে ভাগ্যোদয়ে উহা উপলব্ধি হয়—সে ভাগ্যোদয় (ভক্তির সংযোগ) অভাবই উহার কারণ।

পরমাত্মার তত্ত্ব নিরূপণ—

শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ পরমাত্ম সন্দর্ভে বলিয়াছেন—যিনি সত্য-স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, জন্মাদি বিকারশূন্য, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, জীবসমূহের নিয়ন্তা, ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত, বিশ্বের আশ্রয় এবং মায়া ও মায়িকবস্তুতে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা স্বরূপশক্তিযুক্ত, তিনিই পরমাত্মা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মায়াশক্তি নিয়মনযুক্ত অন্তর্য্যামিত্বময় চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট (অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কিঞ্চিৎ প্রকটিত প্রকাশ-বিশেষ) জ্ঞানই পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেন—নির্বিশেষবাদীর ব্রহ্মের ধারণা যেরূপ অদ্বয়তত্ত্বের অসম্যক্ প্রকাশ, যোগীর পরমাত্মাও সেইরূপ অদ্বয়তত্ত্বের আংশিক প্রতীতি-বিশেষ। শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের যে তিনটী প্রকাশের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণতত্ত্ব, পরমাত্মাকে পূর্ণতর এবং শ্রীভগবানকে পূর্ণতম তত্ত্ব বলা যাইতে পারে। কেননা, ভক্তের ভগবৎ প্রতীতিই পূর্ণতম। যদিও তত্ত্ব একই, তথাপি সাধকের উপলব্ধির যোগ্যতার তারতম্যানুসারে উক্ত অদ্বয় তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ হইয়া থাকে। আবার এই তিন প্রকার উপলব্ধির মধ্যে জ্ঞানীর ব্রহ্মস্বরূপের উপলব্ধি—নির্ব্বিশেষ। আর যোগীর পরমাত্মার উপলব্ধি সবিশেষ হইলেও ভক্তের ভক্তিযোগের দ্বারা সবিশেষ ভগবদুপলব্ধির সহিত পার্থক্য আছে। পরমাত্মা ব্রহ্মের তুলনায় কিঞ্চিৎ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলেও শ্রীভগবানের তুল্য নহেন। শ্রীভগবানের সর্ব্বথা প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের তুলনায় পরমাত্মায় তাহা অল্প; সুতরাং পরমাত্মা—ভগবানের অসম্যক্ প্রকাশ। পরমাত্মা উপলব্ধি হইলেও শ্রীভগবানের সহিত সম্যক্ পরিচয় হয় না। কেননা পরমাত্মায় জীবশক্তির ও মায়াশক্তির প্রকাশ থাকায়, পরমাত্মার উপলব্ধি ঘটিলে জীবশক্তি ও মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্মেরই পরিচয় লাভ হইয়া থাকে। পরাখ্যা স্বরূপশক্তি-নিষেবিত শ্রীভগবানের নহে। পরমাত্মা কিন্তু ব্রহ্মের ন্যায় নির্ব্বিশেষ নহেন; তিনি জীবে এবং জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ পরমাত্মায় যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেন—ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেছে সূর্য্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রসরণশীল জ্যোতিঃপুঞ্জ সদৃশ, এবং পরমাত্মা হইতেছেন সূর্য্যরূপ ভগবানের অভ্যন্তরস্থ মণ্ডল সদৃশ বস্তু। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে পরমাত্মা নির্গুণ (অর্থাৎ যাবতীয় গুণ ও বিশেষণাদির অতীত) কেবল সাক্ষীবৎ উদাসীন। অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্মই মায়াযোগে জীব ও জীবনিয়ন্তা পরমাত্মা এবং তাঁহার কার্য্যরূপ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, বস্তুতঃ জীব ব্রহ্ম এবং জগৎ মিথ্যা প্রতীতি মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অন্য বৈদান্তিকগণ গ্রহণ করেন নাই। অন্যান্য বৈদান্তিক মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের মায়াযোগে জীব বা জগৎরূপে প্রতীয়মান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ব্রহ্ম-শক্তিরূপে বর্ণিত ভিন্ন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যুক্তিবিরোধী ও শ্রুতিসম্মত নহে। মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় সশক্তিক ব্রহ্মের উপাধি কল্পনাও নিরর্থক। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে একই অদ্বয়তত্ত্বের তিনটী প্রকাশ স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে ভক্তিযোগের প্রভাবে পরমাত্মার ত্রিবিধ আবির্ভাব স্বীকার

করেন। প্রথম আবির্ভাব—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ। ইনি ঐক্যপ্রাপ্ত মহাসমষ্টিভূত জীব ও প্রকৃতির অন্তর্য্যামী এবং ইনিই সঙ্কর্ষণ মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয় আবির্ভাব—সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী, ইনি সূক্ষ্মান্তর্য্যামীরূপে প্রদ্যুম্ন মহাবিষ্ণু এবং স্থূল অন্তর্য্যামীরূপে অনিরুদ্ধ মহাবিষ্ণু। তৃতীয় আবির্ভাব—ক্ষিরোদশায়ী, ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী, এইরূপে প্রথম পুরুষ—মহৎস্রষ্টা, দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ড অন্তর্য্যামী এবং তৃতীয় পুরুষ—সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামীরূপে পরিচিত। বহু শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি নামে ভগবানের যে শক্তিদ্বয় আছে—তাহা পরমাত্মারই শক্তি। ইহা কাল্পনিক নহে, সত্য ও নিত্য। ইহারা পরমাত্মার শক্তিরূপেই কার্য্য করে। অতএব এই পরমাত্মা যখন শ্রীভগবানের আংশিক প্রকাশ, তখন পরমাত্মার শক্তিকে ভগবানের শক্তিও বলা যাইতে পারে এবং মায়াশক্তি শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল হইলেও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা।

ভগবান—

(শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণযোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেন গুণৈশ্চ যত্রানধিকাতিশয়ঃ সোঽস্য মুখ্যার্থঃ। অনেন চ ভগবানেব আহিতঃ। স চ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি।)

ব্রহ্মশব্দে উপনিষদে মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তিতে মুখ্যতঃ শ্রীভগবানকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র বৃহত্ত্বগুণ যোগেই 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাঁহার সমান কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই—ইহাই মুখ্যার্থ। এই মুখ্যার্থে শ্রীভগবানই অভিহিত হন অর্থাৎ ভগবত্তায়ও বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম শব্দে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। অপিচ কোন কোন স্থলে অর্থ সঙ্কোচ করিয়া শ্রীভগবানের চিন্মাত্র সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়্‌বিধ মহাশক্তির নাম ভগ এবং ষড়্‌বিধ মহাশক্তি সমন্বিত সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই শ্রীভগবান। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য শক্তিতে প্রাকৃত অপ্রাকৃত সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার অধীন। তিনি যে কোনও বস্তুর দ্বারা যে কোনও কার্য্য করিতে পারেন। অণু পরমাণু হইতে মহান্ বস্তু পর্য্যন্ত অচেতন কিংবা সচেতন সর্ব্ববিধ বস্তুই তাঁহার ঐশ্বর্য্য শক্তিতে সর্ব্বদা নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির নামই বীর্য্য। মণিমন্ত্র মহৌষধাদিতে যে অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায়—তাহা শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিরই অস্ফুট বিকাশ। অতএব এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অদ্বয়তত্ত্বের বা পরতত্ত্বের ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবান—এই ত্রিবিধ আবির্ভাবে স্বরূপগত পার্থক্য না থাকিলেও আবির্ভাবগত তারতম্যবশতঃ ব্রহ্ম ও পরমাত্মভাবের আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্‌বিধ ভগবত্তার বা মহাশক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া শ্রীভগবানেই ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। (জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, (পর) আত্মা, ভগবান, ত্রিবিধ প্রকাশে॥—চৈঃ চঃ) আবার শ্রুতি-কথিত—'একমেবাদ্বিতীয়ং' বাক্যে বুঝা যায় যে, এই পরতত্ত্ব একই। একই পরতত্ত্বের সাধনভেদে অনুভূতির তারতম্য হয় মাত্র।

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ। একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥
ঈশ্বর স্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্তরূপে একরূপ নাহি কোনও ভেদ॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তি ভেদ। আকার বস্ত্র বর্ণভেদ নাম বিভেদ॥" চৈঃ চঃ

একই বৈদূর্য্যমণি যেমন নীলপীতাদি বর্ণবিশিষ্টরূপে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নয়নগোচর হইয়া থাকে, তদ্রূপ একই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন ভাবনায় বিভিন্ন লীলার সহিত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্ত মূর্ত্তিতে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই; কিন্তু ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের তারতম্য বশতঃ অংশ কলা বা পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে বিভিন্ন পরিচয় দেখা যায়। অপিচ শ্রীভগবান যখন মৎস্য কূর্ম্মাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপে লীলা করেন, তখন সর্ব্বশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যখন তিনি স্বয়ংরূপে (শ্রীকৃষ্ণরূপে) লীলা করেন, তখন পরিপূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবানরূপে প্রসিদ্ধ, এবং মৎস্য কূর্ম্মাদি তাঁহার স্বরূপের ন্যূন শক্তির বিকাশ। তাহা হইলেও স্বরূপে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সচ্চিদানন্দ, ব্যাপক ও বিভু, কেবল তাঁহাদের মধ্যে শক্তিসমূহের আংশিক বিকাশ বলিয়া 'অংশ' বলা হয়। আর শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহাকে 'অংশী' বলা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ'। (১।২) এখানে অদ্বয় বলিতে দ্বিতীয়-হীন, যিনি একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব এবং যাঁহা ব্যতীত অন্য কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্বও নাই। সুতরাং অদ্বয় বলিতে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য তত্ত্বকে বুঝায়। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাদি মহাশক্তির পূর্ণবিকাশ থাকিলেও মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য বিদ্যমান, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদি সমুদয় শক্তি এই মাধুর্য্যেরই অনুগত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা. নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥'

এই কৃষ্ণমাধুর্য্যেরও এমন এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি আছে যে— তাহাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে চঞ্চল হইয়া উঠেন। যথা— (চরিতামৃতে)

'কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥'

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—'অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ। কলিতশ্যামা-ললিতো রাধা প্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥' (১) শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন— বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীভগবানের যত অবতার আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও যিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়া দ্বারকায় পূর্ণরূপে, মথুরাদিতে পূর্ণতররূপে এবং বৃন্দাবনে পূর্ণতমরূপে প্রকাশিত হইয়া নিরন্তর বিরাজমান আছেন, তিনিই জয়যুক্ত হইতেছেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি—ইহার তাৎপর্য্য পূর্ণতম উৎকর্ষ প্রতিপাদনে। রসময়বিগ্রহ— শান্তদাস্যাদি দ্বাদশ রস হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া যিনি সকল রসেরই বিষয়রূপে আশ্রয় বলিয়া পরমানন্দ। অপিচ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বাল্যাদি বিবিধ প্রকাশ ধর্ম্ম থাকিলেও

কিশোর স্বরূপই ধর্ম্মী বলিয়া নিখিল ভক্তের সুখের হেতুস্বরূপ হইয়াছেন। তাহার মধ্যেও আবার ধাম-বৈশিষ্ট্যে পরিকর-বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহার ব্রজগোপীদিগের সহিত মিলনে যে অনন্য-বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়—তাহা অনির্ব্বচনীয়। আবার সেই গোপীগণের মধ্যেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণমিলনের মহাবৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

গৌর-কৃষ্ণ—

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত তত্ত্ববিশেষরূপে আবির্ভূত হয়েন, তখনই রসাস্বাদনের চরমতম বিকাশ দেখা যায়। শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপেই মাধুর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের চরম অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যে লীলারস আস্বাদন করেন, তাহাতে তাঁহার বিষয়রূপের আস্বাদনেরই প্রাধান্য, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে যে লীলারস আস্বাদন করেন—তাহাতে আশ্রয়রূপের আস্বাদনই প্রাধান্য লাভ করে। যদিও রসের আস্বাদন বিষয় বা আশ্রয়রূপেও হইতে পারে কিন্তু যুগপৎ উভয়রূপে আস্বাদনই চরম উৎকর্ষ। 'নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়'॥ (চৈঃ চঃ) কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র আশ্রয় হইতেছেন শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ সেখানে কেবল বিষয়,—আশ্রয় নহেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলেন 'সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়। সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়'॥ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে বিষয়ত্বের প্রাধান্য এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আশ্রয়ত্বের প্রাধান্য। কেননা, তিনি শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবেরও আশ্রয়। অতএব উভয় স্বরূপে রসাস্বাদনেই লীলার পূর্ণতা এবং রসিকেশখরত্বেরও চরম অভিব্যক্তি; এবং এই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'একই বিগ্রহে ধরে নানাকারূপ', সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপে প্রকাশ হইতেই লীলার পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যেমন অপর ভগবৎস্বরূপে প্রেমদানলীলা দেখা যায় না, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপেও ব্রজপ্রেম দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'রসরাজ ও মহাভাব দুই একরূপ' বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপই শ্রীগৌরাঙ্গ।

গোপীতত্ত্ব—

যে সকল ভক্ত গোপীভাব-মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে রাগমার্গে সঞ্জাত-রুচি হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের নিমিত্ত ভগবান তাদৃশ লীলাবিনোদই করিয়া থাকেন, যাহার শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী জীব তৎ-পরায়ণ হইতে পারেন। মধুর রসাশ্রয়ী ভক্ত ব্যতীত অন্য জাতীয় শান্তাদি ভক্তের রাসলীলার শ্রবণাদি অনুপযোগী। কেননা শান্তাদি ভক্তের ইহাতে বিরসতাই হয়। এই রাগমার্গ পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠার অন্তঃসীমাপ্রাপ্ত, শ্রীব্রজগোপীগণ ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ; সুতরাং মধুর রসাশ্রয়ী ভক্তগণকে পরমানুগ্রহ করিবার জন্যই শ্রীভগবানের এই রাসনার প্রকটন জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র অনুসারে পরমপ্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাধুর্য্য-বৈদগ্ধাদি গুণগণের আশ্রয় এবং পরম রসাবহ বলিয়া রাসনায়িকা শ্রীব্রজদেবীগণেরই সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেহেতু

শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহার অংশ সমূহও তাঁহাতেই অন্তর্ভূক্ত হইয়াছেন, সেইরূপ শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপীগণ তাঁহারই প্রধানা প্রেয়সী বলিয়া মূল লক্ষ্মীস্বরূপা এবং ব্রজদেবীগণেই যাবতীয় লক্ষ্মীগণের স্পষ্ট সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথবা শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পরব্রহ্মত্বের চরম বিকাশ, সেইরূপ তাঁহার প্রধানা প্রেয়সী ব্রজগোপীবর্গেও স্বরূপ-শক্তির চরম অভিব্যক্তি; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের চরম অভিব্যক্তিতেই বৃন্দাবনে রাসলীলা। "সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেৎ"—অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সুবহুল লীলা থাকিলেও কিন্তু রাসলীলার স্মরণে আমার মনে কি ভাব হয়, তাহা জানিনা। বৃহৎ বামন-পুরাণোক্ত এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তচমৎকারক—রাসলীলা। এইরূপে বহুগ্রন্থ বহু প্রকারে এই রাসলীলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তের দ্বারাও বুঝা যায় যে শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির দুইরূপে স্থিতি—শক্তিরূপে অমূর্ত্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। অমূর্ত্তশক্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং মূর্ত্তরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীরূপে অবস্থান করেন; সুতরাং ব্রজগোপীগণই তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। এ বিষয়ে প্রমাণ (ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৩৭) যথা—

আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি—
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

আনন্দস্বরূপ চিন্ময় যে রস, তাহা দ্বারা প্রতিভাবিত, সুতরাং স্ব-স্বরূপভূতা সেই শক্তিগণসহ যিনি নিত্যকাল গোলোকে এবং ভৌম গোকুলে নিবাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গাণাং আত্মভূতঃ পরমশ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যপি তাভিরেব সহ নিবসতীতি তাসামতিশয়িত্বং দর্শিতম্। তত্র হেতুঃ—'কলাভিঃ' হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিরূপাভিঃ; তত্রাপি বৈশিষ্ট্যমাহ,—'আনন্দচিন্ময়ঃ' যো 'রসঃ' পরমপ্রেমময় উজ্জ্বলনামা, তেন 'প্রতিভাবিতাভিঃ'। যদ্বা, পূর্ব্বং তাবদ্যো রসস্তন্ময়া রসেন সোঽয়ং ভাবিত উপাসিতো জাতঃ স্বতশ্চ তস্য তেন রসেন যা প্রতিভাবিতাস্তাভিঃ সহেত্যর্থঃ প্রতিশব্দাল্লভ্যতে; যথা 'প্রত্যুপকৃতঃ সঃ' ইত্যুক্তেস্তস্য প্রাগুপকারিত্বমায়াতি, তদ্বৎ। তত্রাপি 'নিজরূপতয়া' স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্বময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠাপোষণার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ। 'য এব' ইত্যেবকারেণ যৎ প্রাপঞ্চিক-প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা-ব্যবহারেণ নিবসতি, সোঽয়ং য এব তদপ্রকট-লীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপতাব্যবহারেণ নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়তন্ত্রে তদপ্রকট-নিত্যলীলাশীলময়-দশার্ন-ব্যাখ্যানে—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা' ইতি। "গোলোক এব' ইত্যেবকারেণ সেয়ং লীলা তু ক্বাপি নান্যত্র বিদ্যত ইতি প্রকাশ্যতে॥"

ইহার অর্থ—অখিল জীবের আত্মভূত আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দ স্বীয় অনন্ত প্রিয়বর্গের এবং পরমপ্রেষ্ঠ আত্মবৎ প্রেয়সীবর্গের সহিত অনন্ত লীলা প্রকট করিয়া সর্ব্বদাই গোলোকে বাস করিতেছেন। 'তাভিঃ' পদে গোপীগণকেই বুঝাইতেছে। ইহার দ্বারা গোপীগণের প্রেমরস-নির্য্যাসের অতিশয়ত্ব দর্শিত হইল। অর্থাৎ গোপীগণের প্রেমরস-নির্য্যাসের অতিশয়ত্ব হেতু শ্রীভগবানেরও পরমোল্লাস প্রকটিত হয়, যাহাতে তাঁহাদের সহিত রমণেচ্ছা হয়। তাহার হেতু—'কলাভিঃ' অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা। তাহাতে আবার বৈশিষ্ট্য হইতেছে—আনন্দস্বরূপ যে চিন্ময়রস তাহার দ্বারা প্রতিভাবিত অর্থাৎ পরম প্রেমময় উজ্জ্বলরস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত; পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জ্বল রসময় পরমপ্রেম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি গুণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন—ইহাই 'প্রতি' শব্দের তাৎপর্য্য। অর্থাৎ 'প্রত্যুপকৃত' এই উক্তি হইতে পূর্ব্ব বর্ণিত অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণও গোপীগণের সেবা করিয়াছিলেন, বুঝাইতেছে। তাহাতে আবার নিজরূপতুল্যা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা বলিয়া স্বকান্তা, প্রকটলীলার ন্যায় ব্যবহারযুক্তা নহেন। তাঁহার পরমলক্ষ্মীরূপা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরদারত্ব সম্ভব হয় না। কেবল রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রকটলীলায় অপ্রকটের স্বদারত্বময় ভাবই কৌতুকবশতঃ যোগমায়া কর্ত্তৃক পরদারানুরূপ ব্যবহারে আবৃত হইয়া তাদৃশ পরকীয়া ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'স এব' এই এবকার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, প্রাপঞ্চিক প্রকটলীলায় ব্রজগোপীগণের যে পরদারানুরূপ ব্যবহার, সেইরূপ অপ্রকট লীলাস্পদ গোলোকে নিজরূপতা-ব্যবহারে শ্রীগোবিন্দ প্রেয়সীবর্গের সহিত বাস করিয়া থাকেন। গৌতমীয়তন্ত্রে অপ্রকট নিত্যলীলাশীলময় শ্রীমদ্দশাক্ষর মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণকেই গোপীগণের পতি বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। 'গোলোক এব' এই এবকারের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গোলোকে ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি এই লীলার প্রকাশ নাই।

যদি বলা যায়, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইলে, তাঁহাদের কেহ কেহ যে পূর্ব্বজন্মে সাধন করিয়াছিলেন,—এইরূপ কোন কোন শাস্ত্রে দেখা যায়, তাহার হেতু কি? তাহার উত্তর—সাধকচরী গোপীগণই সাধনানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ নহে।

ব্রজের রাসনায়িকা গোপীগণ ত্রিবিধা—নিত্যপ্রিয়া, দেবী ও সাধনপরা। তন্মধ্যে সাধনপরা পুনরায় দ্বিবিধা—যৌথিকী ও অযৌথিকী। যৌথিকীর দুই প্রকার ভেদ—যথা, মুনিচরী ও শ্রুতিচরী। তন্মধ্যে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ পূর্ব্বে গোপালোপাসক ছিলেন, পরে শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং নিজাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সাধন করিয়া ব্রজে গোপীদেহ লাভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক মূর্ত্তি মাত্র রাসলীলায় যোগদানের সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রুতিচরী—যে সকল শ্রুতি সর্বথা সূক্ষ্মদর্শিণী ছিলেন, তাঁহারা গোপীগণের ভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সাধন করেন এবং প্রেমলাভ করিয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ, শ্রুতিস্তবে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে স্বর্গাদিতে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার তুষ্টি বিধানের জন্য নিত্যকান্তাগণের অংশ-সকলও দেবীরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই ব্রজে গোপকন্যা হইয়া সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াগণের প্রিয়সখী হইয়াছেন।

নিত্যকান্তাগণ—শ্রীরাধা, শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীললিতা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের তুল্য। ব্রজে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীই মুখ্যা। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই শত শত যূথ আছে এবং এক এক যূথে লক্ষ লক্ষ গোপী আছেন। ক্রমদীপিকাদি আগমে বর্ণিত আছে যে, যমুনা-পুলিনে যে রাস হয়, সেই রাসস্থলী শত শত কোটি প্রমদাগণে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

গোপালোত্তর-তাপনী শ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনিই ঋক্ পরিশিষ্টে 'রাধা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তিতে এরূপ পাওয়া যায় যে—সর্ব্বগোপীমধ্যে শ্রীরাধাই কেবল সর্ব্বদা সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়তমা। সর্ব্বশক্তিবরীয়সী যে হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তি আছেন, তাঁহারই সারস্বরূপ যে মাদনাখ্য মহাভাব, শ্রীরাধা তাহার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই সিদ্ধান্তই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠা দ্বারা গোপীদের ভাবেরও শ্রেষ্ঠতা দেখা যায়—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং মমেতে দুরূহপদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্?
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভিঃ
যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কৃষ্ণতি॥ (ললিতমাধব ৬।৪)

শ্রীকৃষ্ণের পরমৈশ্বর্য্যজ্ঞাত্রী সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান সূচনা করিয়া শ্রীরাধাকে প্রবোধ দান প্রসঙ্গে যে কিছু বলিলেন, তাহা শুনিয়া শ্রীবিশাখা মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—হে মাত! গোপীগণ শ্রীনন্দনন্দন-বিষয়ে অতি দুর্ব্বোধ যে সদাচার পরিপাটী বিশেষরূপ-স্বভাব বহন করেন, তাহা কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তিও অনুভব করিতে পারেন না। অহো! এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণুবৎ বিরাজমান চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকট করিলেও (যদিও তিনি শ্রীকৃষ্ণ) তথাপি উহাদের তাঁহাতে স্বকান্তবুদ্ধি হয় না; বরং স্বকান্তবুদ্ধিতে যে ভাবোল্লাস হয়, তাহারও তিরোধান হইয়া যায়—ইহাই পরমাশ্চর্য্যের বিষয়!

অতঃপর শ্রীরাধিকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেমমহিমা বর্ণন করিতেছেন—

ভুজাচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মনা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্ণা দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ॥

—কোন সময়ে ক্রীড়াকৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও কিন্তু শ্রীরাধাপ্রেম উহাকে দ্বিভুজ করিয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্চর্য্যপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সম্মুখে কিছুতেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

এইভাবে গোপীগণ নিজ আলম্বন বিভাবের কিঞ্চিৎমাত্র বৈরূপ্য সহ্য করেন না বলিয়া তাহাতে তাঁহাদের ভাবোল্লাস সঙ্কুচিত হয়। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা দ্বারাই তাঁহাদের ভাবের পরমোৎকর্ষ সাধিত হয়, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেয়সীত্বে প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদিতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম, সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও সৌভাগ্যাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

আর একটী প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের স্বকীয়া ও পরকীয়া দুই ভেদ বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে স্বকীয়া—শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ এবং পরকীয়া ব্রজগোপীগণ; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে পরকীয়া ভাব সম্ভব হয় কিরূপে? উত্তর—বস্তুতঃ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-প্রেয়সী, তথাপি প্রকটলীলায় পরকীয় সম্বন্ধের অভিমানবশতঃই উভয়পক্ষের নিরোধজন্য পরস্পর দর্শন, স্পর্শন ও আলাপাদির দুর্লভতা হেতু প্রচ্ছন্ন কামুকত্ব এবং উৎকণ্ঠার প্রাবল্যে তাঁহাদের অনুরাগ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া রসাবহ হয়। এজন্য তাঁহারা নিত্যলীলা হইতে প্রকট প্রকাশে আনীত হইয়াছেন। কেননা, এই ভৌম ব্রজেই অর্থাৎ প্রকটপ্রকাশে পরকীয়াভাবেই পরস্পরে রসাস্বাদনের সহায় হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পরকীয়াভাবকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যাহারা প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি ভাবের উপাদেয়তা বুঝিতে না পারিয়া গোপীগণের পরকীয়াত্বে সাধারণ বুদ্ধি আরোপ করে, সেই সব দুরাশয়গণকে লক্ষ্য করিয়া কোপের সহিত শ্রীপাদ রূপগোস্বামী-প্রভু বলিতেছেন—

আঃ কিংবান্তদ্যতস্তস্তামিদমেব মহামুনিঃ।
জগৌ পারমহংস্যাঞ্চ সংহিতায়াং স্বয়ং শুকঃ॥ (উঃ ৩।২২)

আঃ! (আঃ স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ) (কোপের সহিত বলিতেছেন)— এ বিষয়ে অধিক কি আর বলিব? পারমহংসী সংহিতা শ্রীভাগবতে স্বয়ং মহামুনি শ্রীশুকদেবও ব্রজগোপীগণের পারকীয়ভাবের মহিমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ (ভাঃ ১০।৩৩।১৯)

—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইলেও লীলাবশে যতজন গোপনারী ছিলেন, তত মূর্ত্তিতে তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

এই শ্লোকে 'অপি' শব্দের সার্থকতা এই—'আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদি (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকে আত্মারাম—নির্গ্রন্থ মুনিগণেরও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিকরণে শ্রীহরির সর্ব্বাকর্ষক গুণই কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তদ্রূপ এস্থলেও আত্মারাম হইলেও ভগবানের গোপনারীদিগের সহিত ক্রীড়ায় কেবল তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য, বৈদগ্ধী প্রভৃতি অলৌকিক ও চমৎকারকারী গুণই কারণ, অন্য কিছু নহে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, প্রচ্ছন্নকামুকত্বাদি অলৌকিক গুণাবলীদ্বারা ব্রজগোপীগণ সর্ব্বোত্তমা হইতে পারেন, কিন্তু "শ্রেষ্ঠাগণের আচরণ দেখিয়া ইতরজনও তাহার অনুকরণ করিবে" অথচ "স্বয়ং ভগবান কর্ম্ম না করিলে সকল লোক উচ্ছন্ন হইবে"—ইত্যাদি গীতাবাক্য প্রমাণে সকল লোকই তবে পরকীয়া নায়িকার ন্যায় অনুকরণ করিবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

অনীশ্বর (দেহাদি-পরতন্ত্র মনুষ্যগণ কখনও মনে মনেও ঐরূপ (স্বৈরাচার) করিবেনা, কারণ মূঢ়তার বশে ঈশ্বরের আচরণের ন্যায় আচরণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যেমন শ্রীরুদ্রই সমুদ্রোত্থিত বিষপান করিতে পারেন, কিন্তু অন্য কেহ যদি ঐ বিষ পান করে, তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে যে, মঙ্গলাকাঙ্খী ব্যক্তিগণ ভক্তবৎ আচরণ করিবেন, কদাপি ঈশ্বরবৎ আচরণ করিবেন না।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতেছে, শ্রীভগবান তেজীয়ান ও সর্ব্বান্তর্য্যামী বলিয়া তাঁহার পরকীয়া রসাস্বাদনে দোষলেশের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু, 'প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে' এই ন্যায়ানুসারে তিনি পরমবিজ্ঞ শিরোমণি পরমকৃপালু এবং সর্ব্বভূত-সুহৃৎ হইয়াও কেন অবিবেচক লোকসকলের মোহকর ঐরূপ গর্হিতবৎ আচরণ করিলেন? যেহেতু এই পরকীয়া ব্যবহারই সদাচার, এই মনে করিয়া তাহার আচরণে অথবা তাহাতে দোষ দর্শন করিলে,—এই উভয় প্রকারেই অজ্ঞ ব্যক্তির বিনাশের কারণই ঘটে। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, রসিকশেখর শ্রীভগবানের পরম কৃপালুতা। যেহেতু জীবমাত্রের প্রতি অনুগ্রহবিধান জন্য ভগবান তাদৃশ লীলাবিনোদই করিয়া থাকেন, যাহার শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী জীবমাত্রই ভগবৎ-পরায়ণ হইতে পারেন। যথা— (শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

এস্থলে 'ভূতগণের' বলিতে সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহই বুঝিতে হইবে। কি ভক্ত, কি অভক্ত, সকলকেই অনুগৃহীত করিবার জন্য স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এজন্য টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'অতএব তাদৃশ ভক্ত-প্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যেঽপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমু রাসলীলারূপামিমাং শ্রুতেত্যর্থঃ।'

অতএব তাদৃশ ভক্তপ্রসঙ্গে তাদৃশী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলা শ্রবণ করিয়া অন্য জনও ভগবদ্-পরায়ণ হইয়া থাকেন, সুতরাং পরমচমৎকারকারী রাসলীলার কথা শ্রবণ করিয়া তৎপরায়ণ হইবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? এ স্থলে 'ভগবৎপরায়ণ' বলিতে লীলাকথা শ্রবণ-পরায়ণ হইবেন বুঝিতে হইবে। এতদ্বারা এরূপ স্থির হইল যে, রাসলীলা-কথার শ্রবণের ফলেই অনাদি অবিদ্যাগ্রস্থ জীবের বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইতে পারে এবং ভগবৎ-পরায়ণ অর্থাৎ নিরন্তর এই রাসলীলাকথা-শ্রবণের ফলে শ্রীভগবানে অনুরাগ জাত হইতে পারে—ইহাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। অতএব এই বাক্যের অনুস্মরণেই রাসলীলার অন্তর্নিহিত পরমসত্য বস্তু দর্শন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগোলোকতত্ত্ব—

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (২।৮১-৮২) ধৃত শ্রীহরিবংশপুরাণের "তস্যোপরি গবাং লোকঃ" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—'তস্য ব্রহ্মলোকস্যোপরি গবাং লোকঃ শ্রীগোলোক

ইত্যর্থঃ' অর্থাৎ—সেই ব্রহ্মলোকের উপরি গোসকলের লোক শ্রীগোলোক। যদ্যপি ব্রহ্মঘনত্বহেতু শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকও অপরিচ্ছিন্ন,, সুতরাং 'তাহার উপরি' বলা সঙ্গত হয় নাই, তথাপি যেমন অপরিচ্ছিন্ন মুক্তিপদের উপর শ্রীশিবলোক, এবং শ্রীশিবলোকের উপর ততোধিক কোন উৎকর্ষ-হেতু শ্রীবৈকুণ্ঠলোক পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানেও শ্রীভগবদ্ বিলাসরূপ শক্তিবিশেষের বিলসনহেতু কোনও উৎকর্ষভরে শ্রীবৈকুণ্ঠ-লোকের উপরি শ্রীগোলোকের ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইয়াছে, যাহা সেই সেই মাহাত্ম্যগণেরও সাধ্য। কিংবা সামান্যতঃ সকলেরই অর্থাৎ মাদৃশ ব্রহ্মাদির, সনকাদির, শিবাদির, নারদাদিরও পরমাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বহুতর শ্রেষ্ঠ সাধনদ্বারা প্রাপ্তব্য বা সাধনযোগ্য, নিত্যপ্রিয় শ্রীনন্দাদিই সেই গোলোক পালন করেন। অথবা হে কৃষ্ণ! আপনারই সাধ্য। যেহেতু নানাবিধ ভাববিশেষ দ্বারা সাধনীয়—বশীকরণ যোগ্য। সামান্যতঃ তত্রত্য গোপগোপীসকল কিংবা তাঁহাদিগের মধ্যে প্রিয়তমত্বহেতু প্রধানতঃ শ্রীরাধা-প্রভৃতি গোপীগণের সহিত বিচিত্র বিচিত্র বিহারাদির দ্বারা সেই শ্রীগোলোককে পালন করিয়া থাকেন……সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে, শ্রীগোলোক সর্বগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নিখিল প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। অতএব সর্ব্বব্যাপকতাহেতু শ্রীগোলোক মহান্ ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন। মহাকাশগত মহাকাশপ্রাপ্ত; আর মহাকাশই পরব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকার উদয়ের পর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয় বলিয়া শ্রীগোলোককে মহাকাশ বলা হইয়াছে, অথবা, পরম নিবিড় শ্যামকান্তি মহাকাশ-সদৃশ বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আর 'তদ্গত' বলিতে সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সচ্চিদানন্দ ঘনত্বাদি-হেতু অভিন্ন-স্বরূপ বৈকুণ্ঠলোক এবং তাহার বিশিষ্ট প্রতিপাদন জন্য 'মহান' বিশেষণ প্রয়োগহেতু সেই সুপ্রসিদ্ধ গোলোকই মহান্ আকাশগত। তাহাতেই বলিতেছেন, সমস্ত লোকের উপরি বর্তমান বৈকুণ্ঠ এবং তাহার উপরি বিদ্যমান শ্রীগোলোক, সেই গোলোকই তোমার গতি—বিহারস্থল। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে শ্রীঅর্জ্জুন প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য, যথা—'হে কৌন্তেয়! আমি যে প্রকার বিবিধরূপে পৃথিবীতে ক্রীড়া করিয়া থাকি, সেইপ্রকার ব্রহ্মলোকে এবং সনাতন গোলোকেও ক্রীড়া করিয়া থাকি। কিন্তু সেই ক্রীড়া বৈকুণ্ঠে যেরূপ হয়, গোলোকে তদপেক্ষাও বিলক্ষণ হইয়া থাকে, অতএব গোলোকের যে ক্রীড়া উহা সাধারণী নহে, কিন্তু তপোময়ী—অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী বলিয়া পরম দুর্জ্ঞেয়। সমাধিদ্বারা তাঁহার সেই ক্রীড়া বুঝা যায়, এজন্য উহা অতীব দুর্বিতর্ক্য। তাহাতেই বলিলেন 'যাং ন বিদ্ম'—পিতামহ শ্রীব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও অবগত হইতে পারি নাই। এতদ্বারা তাঁহার গতির দুর্জ্ঞেয়ত্ব ধ্বনিত হইতেছে।'

পুনঃ ২।৭।১৫ শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

'অধুনা সেই স্থান গোলোক নামে প্রসিদ্ধির কারণ প্রকাশ করিবার জন্য নিজ পালকবর্গের সহিত গো-সকলের প্রাধান্যহেতু তথায় গোপ-গোপীগণের নিবাস ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সহিত বর্ণনা করিতেছেন। শম-দমাদি সুকৃত কর্ম্মযুক্ত ব্যক্তিগণ স্বর্গে গমন করেন। এখানে স্বর্গ বলিতে দেবলোক হইতে সত্য-লোক পর্য্যন্ত বুঝায়। ব্রহ্মলোক (বৈকুণ্ঠ) ব্রাহ্ম-তপস্যায় (বৈষ্ণব তপস্যায়) অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়ক মনোভিনিবেশ-যুক্ত বৈষ্ণবগণ অথবা প্রেমভক্তিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠলোকে পরমাগতি লাভ করেন। † † কিন্তু সেই গো-সকলের যে লোক (এখানে উপলক্ষণে গো, গোপ-গোপী প্রভৃতির বসতিস্থল বুঝিতে হইবে, তাহার গতি

দুরারোহ। অন্য কেহ বহু প্রযত্নেও সেইস্থানে গমন করিতে পারেন না। হে কৃষ্ণ! আপনি সেই গোলোকাখ্য লোকে গো-সকলের প্রতি মৎকৃত (ইন্দ্রকৃত) উপদ্রবের দ্বারা ব্যথিত হইয়াই যেন উপদ্রব বিনাশপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। যদ্যপি সেই গোলোক নিত্য এবং আনন্দঘনত্বহেতু কদাপি ইন্দ্রকতৃক উপদ্রব সম্ভব নহে, তথাপি অজ্ঞানবশতঃ ইন্দ্র স্বীয়কৃত উপদ্রব মনে করিয়াই অপরাধ ক্ষমার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলেন। † † শ্লোকস্থ 'স তু লোকঃ' সেই লোক আপনা কতৃক রক্ষিত। এই প্রকারে শ্রীগোলোকের বর্ণনা করিলেও কার্য্যতঃ ভৌম গোকুলেরই কথা বলা হইল। কারণ পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীগোকুলের সহিত বৈকুণ্ঠস্থ গোলোকে তাদৃশ উপদ্রবের সম্ভাবনা নাই। তবে যে 'এই লোক' রক্ষার কথা বলিলেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, বৈকুণ্ঠস্থ গোলোক এবং এই ভৌম-গোকুল অভিন্ন বস্তু; সুতরাং গোকুলের উপদ্রব যাহা, তাহা গোলোকের উপদ্রব বলিলে কোন দোষ হয় না। আর যৌগিক বৃত্তিতে গোকুল শব্দের অর্থ গো-সমূহ, কিন্তু রূঢ়িবৃত্তিতে গোকুল শব্দের অর্থ গো-গোপাদির বাসস্থান। পুনরায় ২।৭।৮৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলেন—

'ইদানীং স্কন্দপুরাণের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ অনুসরণপূর্ব্বক বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! আমি এই প্রকারে শ্রীপুরুষোত্তমাদিতে এই পৃথিবীতে ব্রহ্মলোকে ও সনাতন গোলোকে ক্রীড়া করিয়া থাকি। এখানে 'সনাতন' শব্দ প্রয়োগে নিত্য প্রপঞ্চাতীত সূচিত হইল। আর প্রপঞ্চান্তর্গত সত্যলোকাদিতে যে গোলোকের কথা শুনা যায় এবং গোলোক-বাসিনী সুরভি নিজকুলের আদি কারণ-স্বরূপ গোবর্দ্ধন ধারণের পর মাথুর গোকুল রক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া শ্রীব্রহ্মার আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ অভিষেকের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, সেই গোলোক ব্রহ্মাদি লোকাধিকারীগণের উপভোগ্য যোগ্যস্থানবিশেষ। অর্থাৎ ঐ যে সুরভী প্রভৃতি গো-সকলের আবাস-স্থান, উহা মথুরা মণ্ডলের গো-সকলের আবাস-স্থান হইতে ভিন্ন। কারণ মথুরায় শ্রীহরি নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। অতএব ব্রজবিহারী শ্রীগোপালদেবের সহিত নিত্যসম্বন্ধহেতু এই মথুরামণ্ডলবর্ত্তী গো-সকলের বৈকুণ্ঠোপরি স্থান প্রাপ্তিই সমুচিত হইতেছে। এতদ্বারা সেই প্রসিদ্ধ গোলোক যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে'। (সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত শ্রীবৃঃ ভাঃ সনাতন টীকার অর্থ ও সারশিক্ষা হইতে গৃহীত)

এ স্থলে প্রণিধানযোগ্য এই যে, পৃথিবীতে বিরাজমান শ্রীগোকুল ভক্তগণের ভজনক্ষেত্র হইয়া সিদ্ধ-স্বরূপে শ্রীগোলোক-প্রাপ্তি করায় কি না? —উত্তরে বলা যায় যে, এই গোকুলেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। অতএব ভজন-সিদ্ধিতেও এই গোকুলেই নিজেষ্ট সপরিকর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবেন। অতএব ইহা কেবল ভজনক্ষেত্র নহে, ভজন-সিদ্ধিতেও এই স্থান প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু, উভয় ধামই একবস্তু। কেবল ঊর্দ্ধ ও অধঃ অবস্থানহেতু দ্রষ্টাগত ভেদ-প্রতীতি মাত্র, কিন্তু দৃশ্য বস্তুগত ভেদশূন্য।

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে ব্রহ্মাকৃত স্তবে দেখা যায়—

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবী-মহেশ-হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অর্থাৎ যাঁহার গোলোক নামক নিজ ধাম এবং তাহার সর্ব্ব অধঃদেশে দেবীধাম (দেবী অর্থাৎ দুর্গা বা প্রকৃতি, যিনি অষ্টাবরণের অধিষ্ঠাত্রী) তাহার উপরে মহেশধাম, ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক, তদুপরি হরিধাম শোভা পাইতেছে, সেই সমস্ত ধাম ও নিজ ধামের প্রভাব সমূহ যাঁহা কতৃক বিহিত হইয়াছে—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। উক্ত শ্লোক হইতে শ্রীগোলোকধাম যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পুনঃ উক্ত স্তবের 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ' শ্লোকের অর্থও এইরূপ—ব্রহ্মা বলিতেছেন, 'আদিপুরুষ অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন—আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত (পরম উজ্জ্বল-রস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত। পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জ্বলরসময় পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন। ইহাই 'প্রতি' শব্দের সার্থকতা। —শ্রীজীব) শ্রীকৃষ্ণের কলারূপা (হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিরূপা, হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলা) এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা (স্বরূপতুল্য)। তাঁহারা তাঁহার শক্তি এবং স্বরূপভূতা বলিয়া প্রকটলীলার ন্যায় পরকীয়া ভাবযুক্তা নহেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সিদ্ধান্তও এইরূপ—"এইরূপে দেখা গেল—হরিবংশোক্ত ব্রহ্মলোকশব্দে বৈকুণ্ঠকেই বুঝায়। গোলোক যে ব্রহ্মলোকের উপরে অবস্থিত এবং গোলোকের মাহাত্ম্যও যে বৈকুণ্ঠের মাহাত্ম্য অপেক্ষা অনেক অধিক, তাহাও হরিবংশ হইতে জানা গেল; সুতরাং বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণ অপেক্ষা যে গোলোক-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিক, তাহাও হরিবংশ বাক্যে প্রমানিত হইল"।

শ্রীগোপালচম্পূতে অপ্রকট লীলার বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বলিয়াছেন—'গোকুলের একই পুরীতে রাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং শ্রীনন্দ, যশোদা, শ্রীরোহিণী-মাতা এবং শ্রীবলদেবাদিও সেই পুরীতে বাস করেন।' —এখানে নিত্যধাম শ্রীগোলোকই সূচিত হইতেছে—ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে গোলোক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥ (দঃ বিঃ ১২০)

—ভগবত্তা বিকাশের তারতম্য অনুসারেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতা। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা, সুতরাং মাধুর্য্যের বা ভগবত্তারও চরম বিকাশ। তাই ব্রজে তিনি পূর্ণতম; এইরূপ মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ, অর্থাৎ ব্রজে বা গোকুলে ভগবত্তার পূর্ণতম বিকাশ (এখানে ব্রজ ও গোকুল একার্থবোধক)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্ মহাকাব্যে গোলোক সম্বন্ধে বলেন—

'প্রকৃতির পার—পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে—বিভুত্বাদি গুণবান।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥

তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥' (চৈঃ চঃ ১।৫।১১-১৪)

বিভিন্ন নামে একই ধাম—

ব্রজলোক, গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন—এই সমস্ত গোকুলেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপে লীলাস্থলকেই সাধারণতঃ গোকুল, গোলোক, ব্রজ বা বৃন্দাবন ও শ্বেতদ্বীপ বলা হয়। তথা, 'স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দাপর নাম।'

সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥ (ঐ ২।২০।১৩৩)

এই পয়ারে স্বয়ং রূপের ধামকে 'গোলোক' বলা হইল, আবার, 'ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।' (ঐ ২।২০।১৩২) এই পয়ারে ধামকে ব্রজ বলা হইল। আবার,

'গোলোকাখ্য-গোকুল মথুরা দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য স্থিতি'॥ (ঐ ২।২১।৭৪)

এই পয়ারে গোলোককেই গোকুল বলা হইয়াছে। পুনঃ—

'অন্তঃপুর শ্রীগোলোক বৃন্দাবন। যাঁহা নিত্য-স্থিতি মাতাপিতা বন্ধুগণ॥ এবং 'তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন (ঐ ২। ১৯। ৩৬ উক্ত পয়ারদ্বয়ে শ্রীগোলোককেই বৃন্দাবন বলা হইয়াছে। 'ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্' (ব্রহ্ম সং ৫।৫৬) এই শ্লোকে গোলোককেই শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে।* শ্রীগোকুলকে কৃষ্ণ তনু সম বিভু বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণতনু বিভু বলিয়া তনু ও বিভুবস্তু যেমন স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকট করেন ও করিতে পারেন, তদ্রূপ শ্রীগোকুল বিভু হওয়ায় অনন্ত অভিব্যক্তি সম্ভব। অর্থাৎ বিভিন্ন ভগবৎ স্বরূপের লীলাপ্রকাশ করার উপযোগী ধাম আবিষ্কার করিয়া লীলানুকূল প্রকাশ-বিশেষ স্থলী হয়েন। এইরূপে, শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ধাম শ্রীগোকুলও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইলেন। 'এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্-পুরাবির্ভবতি লোকে, তথৈব ক্বচিৎ কস্যচিৎ তৎপর্দস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে'। (ভগবৎ সন্দর্ভ ৩৮)। —এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্‌বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোনও স্থানে কোনও ধামের আবির্ভাবের কথাও শুনা যায়। আবার এই শ্রীগোকুল বিভু এবং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়াই স্বরূপে অভিন্ন এবং অবিকৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের ন্যায় যুগপৎ বহুস্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন। একই গঙ্গা হরিদ্বার, কাশি, প্রয়াগ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন গতি ও বৈচিত্রী ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ একই শ্রীগোলোকধাম লীলার প্রয়োজনে বিভিন্নতা ও বৈচিত্রী ধারণ করেন।

---

* গো ও গোপবাসরূপ সহস্রদল কমলাকৃতি চিন্তামণিময় স্থানের নাম—গোকুল বা বৃন্দাবন। গোকুলের বহির্মণ্ডল শ্বেতদ্বীপ (চতুষ্কোণ স্থান) এবং শ্বেতদ্বীপের অভ্যন্তরে গোকুল; সুতরাং শ্বেতদ্বীপ ও গোকুল এই উভয় সমষ্টির নাম গোলোক। যথা, সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্। (ব্রঃ সঃ ৫।২)

ধাম চিন্ময়, চিন্তামণি, কৃষ্ণতুল্য—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ১।৫।১৫-১৮ বর্ণিত ধামের স্বরূপ যথা—

'সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায় ॥
চিন্তামণিভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা রাস বিলাস ॥'

পুনঃ, গোলোক পরব্যোম, প্রকৃতির পার ॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম। মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥ (ঐ ২।১।১।৪০-৪১)

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রজধামের বিভুত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রজমণ্ডলের ক্ষুদ্র এক অংশে গোবর্দ্ধনের পাদদেশে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। পূর্ণতম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীগোকুলের পূর্ণ প্রকাশই যে প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীগোকুল পূর্ণ প্রকটিত হইয়া অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে বিভু গোকুলের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। শ্রীগোকুলের ভূমি চিন্তামণি এবং কল্পবৃক্ষ জড় নহে—অপ্রাকৃত, চিন্ময়. শ্রীকৃষ্ণের চিৎশক্তিরই পরিণতিবিশেষ। অতএব তাহারা অপ্রাকৃত নিত্য শাশ্বত ফল দান করিতে সমর্থ। তবে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা ঐ স্বরূপ দর্শন করা যায় না। ভজন করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় চিত্তের মলিনতা দূর হইলে, চিত্তে শুদ্ধ-সত্ত্বের আবির্ভাব যোগ্যতা আসে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার পরিকর-কর্ত্তৃক হ্লাদিনীশক্তি ভজনকারীর হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে ঐ চিত্ত শুদ্ধ-সত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া চিৎধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, তখনই অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি যোগ্যতা আসে। অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ের ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ব্রজলোকের স্বরূপ—তাহার ভূমি যে চিন্তামণিময়, তাহার বন যে কল্পবৃক্ষময় এবং সেই ধামে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত লীলাবিলাস করিতেছেন, তৎসমুদায় দৃষ্ট হয়।

শ্রীগোলোকরূপ ভৌমব্রজেই রাসলীলা—

শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি মধুর মনোহর লীলা—তাঁহার পূর্ণতম অভিব্যক্তির মাধুর্য্যতম লীলা বলিয়া গোলোক-অভিন্ন ব্রজধামেই উহা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেম-বিভাবিত হৃদয়েই মাত্র তাহার উপলব্ধি সম্ভব। বস্তুতঃ নিত্যধাম শ্রীগোলোকই ভৌমমণ্ডলে শ্রীব্রজরূপে প্রকট হইয়া ভূমণ্ডলের জীবকে শ্রীভগবল্লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদন সম্ভব করিয়াছে। পরন্তু প্রকট ব্রজলীলায় শ্রীভগবানের জন্মলীলা, হামাগুড়ি, নবনীত-চুরি তথা লৌকিকভাবে ব্রজ হইতে মথুরাদি গমনজনিত বিরহাদি লীলাদ্বারা যে প্রকার নূতন নূতন রসাস্বাদন হয়—শ্রীগোলোকে উক্ত রস-সমূহের অভাব সূচিত হয়। এ কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় পরিকরগণের প্রেমরস আস্বাদন করিবার ছলে নিজ মাধুর্য্য ব্রজলীলায় নিত্য-নতুন ভাবে ব্রজাশ্রয়ী ভক্তগণকে আস্বাদন করান।

বংশী—

প্রকারভেদ—বেণু, মুরলী ও বংশিকা—এই তিন প্রকারের মধুর ধ্বনি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিস্তার করেন। তন্মধ্যে (১) বেণু বলিলে বুঝায় যে, উহা লম্বায় বার আঙ্গুল, মোটা এক আঙ্গুল এবং ছয়টি ছিদ্রযুক্ত। (২) মুরলী—লম্বায় দুই হাত, মুখে রন্ধ্র আছে এবং চারিটি ছিদ্রযুক্ত। (৩) বংশী—প্রতি অর্দ্ধ অঙ্গুলী অন্তর আটটী ছিদ্রযুক্ত, পরে দেড় অঙ্গুলী বাদে মুখরন্ধ্র, চারি অঙ্গুলী পরিমাণ মস্তক ও তিন অঙ্গুলী পুচ্ছ। তারা ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে দশ, বার ও চৌদ্দ অঙ্গুলীর দূরত্ব অনুযায়ী যে বংশীধ্বনি হয়, তাহাকে যথাক্রমে সম্মোহিনী, আকর্ষিণী ও আনন্দিনী বলে। বেণু মণিময়ী, মুরলী সুবর্ণময়ী ও বংশী বংশ হইতে নির্মিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনির প্রভাব—

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই যে প্রেমভরে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্বিকভাবে বিভোর হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শ্রীরাসলীলার বাসনায় শ্রীকৃষ্ণ যে বেণুনাদ করিয়াছিলেন—'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং' প্রভৃতি শ্লোকে আমরা দেখি যে, ব্রজগোপীগণ কামোদ্দীপক সেই বেণুগীত শ্রবণ করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে আছেন সেখানে অতি দ্রুত আগমন করিলেন। এই বেণুগীত কর্ণকুহরে প্রবেশ হওয়া মাত্রই সকলে আরব্ধ কার্য্য ফেলিয়া এমন কি বসন-ভূষণ-উত্তরীয় বিপরীতভাবে পরিয়াও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণে যে চারিটী গুণ-বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে বেণু-মাধুর্য্য একটী। বেণুমাধুর্য্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুর স্বর-মাধুর্য্যকেই বুঝায়। এ সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃত বলেন—

'যাবতী নিখিলে লোকে নাদানামস্তি মাধুরী।
তাবতী বংশিকানাদপরমাণৌ নিমজ্জতি॥' (৫৩২)

অর্থাৎ নিখিল লোকে যত রকম শব্দ-মাধুরী আছে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এক পরমাণুতেই তৎসমস্ত নিমজ্জিত হইয়া যায়।

শ্রীভাগবতে (১০।২১।৯) কোন কোন গোপী অন্য গোপীকে বলিতেছেন—'হে গোপীগণ! এই বেণু কি অনির্ব্বচনীয় পুণ্য করিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের যে অধরসুধা কেবলমাত্র গোপীদিগেরই উপভোগ্য, এই বেণু স্বয়ং তাহা পান করিতেছে। যে সকল হ্রদের জলে এই বেণু পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহারা এই বেণুর পানাবশিষ্ট রস পান করিয়া অঙ্গে পুলক ধারণ করিতেছে এবং তাহাদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণও (যাহাদের বংশে ঐ বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে) বেণুর ভুক্তাবশিষ্ট ঐ জল পান করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।'

পুনঃ (শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪০), ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—হে প্রিয়! ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছেন, তোমার বেণুর দীর্ঘ মূর্চ্ছিত স্বরালাপভেদযুক্ত মধুর ধ্বনিতে সম্মোহিত হইয়া যিনি আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন?

গোপালচম্পূ গ্রন্থেও দেখা যায়—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বংশী জন্ম প্রার্থনা করিতেছেন, যথা—'হে সখি! আমি উত্তম-কুলবধূ অপেক্ষাও বংশীর কুলে জন্ম প্রার্থনা করি। কারণ শ্রীহরি সর্ব্বদা বংশীর প্রতি সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন এবং তাহার সহিত বিহার করেন (অর্থাৎ বাদন করেন, হস্তে, কোমরে ধারণও করেন)। কুলবধূ-দেহে ঐরূপ বিহারের বহু বাধা, পরন্তু বংশী অচেতন পদার্থ হইয়াও আমাদের বিরহ জাগ্রত করে'।

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূতেও—'বংশী সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম দর্শন ও চুম্বনাদির সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। হায় সখি! শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিয়া আমাদের জন্য অবশিষ্ট কিছুই রাখে না'।

বংশীনাদের বৈশিষ্ট্য—

শ্রীকৃষ্ণ-মুখরিত মোহন মুরলীনাদে ব্রজের গোপগণ কেহ দাস্যে, কেহ সখ্যে, যশোদাদি বাৎসল্যে এবং শ্রীরাধাদি কান্তাভাবে আকৃষ্ট হন। মহাজন পদে যথা—

'বলাই শুনিছে বাঁশী দাদাগো বলাই।
শ্রীদাম শুনিল বাঁশী চল গোঠে যাই॥
যশোদা শুনিছে বাঁশী দে গো ক্ষীর ননী।
রাধিকা শুনিল বাঁশী কোথা বিনোদিনী॥

এইরূপে যাহার যেই ভাব, কলতানে তাহার সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি বা উদ্দীপনাদি হইয়াছে। কোন্ রন্ধ্রের কি শক্তি এ সম্বন্ধে শ্রীশিবরামের একটি পদ—

প্রথম রন্ধ্রের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গিয়ে ধ্যানে, দ্বিতীয়তে যমুনা উজান।
তৃতীয় রন্ধ্রের কথা, শুন বৃষভানুসুতা, পবনের হত হয় জ্ঞান॥
চতুর্থ রন্ধ্রের গানে, ব্রজগোপীর বাজে কানে, উনমত ভ্রমরীর প্রায়।
বসন পরিতে নারে, নীবিবন্ধ খসি পড়ে, এলোকেশে সেই পথে ধায়॥
পঞ্চম রন্ধ্রের স্বরে, আপনে সে ধেনু ফিরে, পুন ধেনু যাইতে না পারে।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, যেখানে বাজায় বেণু, আগে আসি মোর মুখ হেরে॥
ষষ্ঠ রন্ধ্রেতে প্রায় শুষ্কতরু প্রাণ পায়, পাষাণ আপনি দ্রব হয়।
গাভী তৃণ নাহি খায়, চিত্রপুতলীর প্রায়, কোকিলাদির স্বরভঙ্গ হয়॥
সপ্তম রন্ধ্রের গীতে, কদম্বাদি বিকশিতে, ষড় ঋতু বহে একতারে।
অষ্টম রন্ধ্রের গান, গায় সদা তব নাম, অবহেলে বাঁশী এই করে॥
শুনহ আমার ধর্ম্ম, অসাধ্য বাঁশীর কর্ম্ম, ত্রিলোক মোহিত বাঁশীর গানে॥
বাঁশীর কতেক গুণ, কি করিব নিরূপণ, শিবরাম কি কহিতে জানে॥

যোগমায়া—

আপেক্ষিক গতির ফলে যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিভূতা যোগমায়ার প্রভাবেই ব্রহ্মবিগ্রহের আবির্ভাব ; লীলা ও তিরোভাব। যোগমায়া যখন শ্রীবিগ্রহকে প্রকাশ করেন, তখন আবির্ভাব আবার যখন শ্রীবিগ্রহকে আবৃত করেন, তখন তিরোভাব। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন যোগমায়ার এইরূপই প্রভাব। শ্রীগীতার ৪।৬ শ্লোকে যোগমায়া শব্দের টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্তী বলেন—'স্ব-স্বরূপাবরণ-প্রকাশন কর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়া।' যোগমায়া শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায় যথা—(পরাখ্য-সচ্চিদানন্দ) শক্তিবিশেষ বা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দয়া। অথবা যিনি সর্ব্বদা বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা, তিনিই যোগমায়া—লক্ষ্মী, তাঁহাতে (লক্ষ্মীতে) নিত্য বর্ত্তমান বা সেব্যমান। অথবা, যোগে (সংযোগ বিয়োগে) যে মায়া (বঞ্চনা) অর্থাৎ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট প্রকটিত বঞ্চনার ন্যায় বঞ্চনা। অথবা, যোগ (আত্মারামতা) ময়া (আবরণাত্মিকা ও কপট) বা যোগের নিমিত্ত অর্থাৎ সম্ভোগের জন্য ময় (শব্দ) যাহার এমন বংশী। অথবা যোগের (সম্ভোগের) ময় (পর্য্যাপ্তি) হয় যাহাতে অর্থাৎ শ্রীরাধা। কিংবা যোগময়া শ্রীবৃন্দা অথবা যোগের (ব্রজবালাগণের) সহিত নিজমিলনের বা নিজের সহিত তাঁহাদের মিলনের জন্য ময়া (কৃপা)। বিশুদ্ধ দীপিকায় যোগমায়ার ধ্যানে—যোগমায়াকে 'মহাদেবী,' 'পরমেশ্বরী' 'সর্ব্ব-লক্ষ্মীময়ী' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের যে সর্ব্বোত্তম মধুর রাসলীলা, তাহার প্রথম শ্লোকেই 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' দেখি। অর্থাৎ অঘটন-ঘটনপটীয়সী লীলাকার্য্যে নিযুক্তা যোগময়ানাম্নী স্বীয় শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীভগবান রাসলীলা করিয়াছিলেন। এই যোগমায়া আবার অব্যক্তা হইয়াও ব্যক্তস্বরূপে তিনি ব্রজতাপসী—পৌর্ণমাসী।

আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূতে দেখা যায় যে, ইনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিরুপমা শক্তি, অশেষ দুর্ঘটন-ঘটন-পটীয়সী, ভগবৎ প্রেরিতা হইয়া অলক্ষ্য শরীর ধারণ করিয়া গোকুলে (যশোদার কন্যারূপে) অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণকে বদল করিয়া কন্যাকে বসুদেব আনিলেও বসুদেব, দেবকী এবং কংস যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, তিনি যোগমায়ারই অংশরূপা ; পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ ও পূর্ণতমা যোগমায়া কখনও গোকুল ছাড়িয়া অন্যত্র যান না। যদিও শ্রীরাধাদি গোপীগণের বনে অভিসারাদিকালে যোগমায়াই তাঁহাদের প্রতিচ্ছায়া রচনা করতঃ পতিন্যস্য ও শ্বশ্রূ প্রভৃতির বাধাদি নিরসন করিয়া থাকেন, তথাপি গোপীদের স্ব-স্ব-গুরুজনাদির সমাধান-বিষয়ে অজ্ঞান-নিবন্ধন কুঞ্জাদিতে বিহার স্বাচ্ছন্দ্যে সম্ভব হয় না। আবার একথাও বলা যায় না যে, যোগমায়াই তাঁহাদের অভিসারাদিকালে গুরুজন-সমাধানভাবনা উৎপাদন করিতে না পারেন, যেহেতু গোপীগণ নিজেদের পারকীয়াত্ববশতঃ সদাকালের জন্য ভাবনায় বিভাবিত থাকিতেন। আবার কখনও মধুপানাতিরেকাদিবশতঃ দিবারাত্রই বিলাস-বাহুল্যে গোষ্ঠগমন বিস্মরণ হইলে কখনও বা উন্মাদিত গোপীদের বনগমনে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গহেতুক অভিসারাদি বিষয়ে গুরুজনের বিতর্ক আসিলেই যোগমায়া তখন গোপীদের প্রতিরূপ ছায়ামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বসমাধান করেন, যেহেতু তখন আর অন্য উপায় থাকে না।

শ্রীগোপিকাগণ কাত্যায়নী ব্রত করিতেন এবং তাঁহার অর্চ্চনা বিষয়ে নিম্নোক্ত স্তব শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—

কাত্যায়নি মহামায়ে! মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ। (শ্রীভা ১০।২২।২৪)

—হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপ-সুতকে আমার পতি কর, তোমাকে নমস্কার।

এস্থলে গোপিকাদিগের ভাব এইরূপ—হে মহাযোগিনি! তুমি মহাযোগশালিনী; সুতরাং যোগপ্রভাবে অসংযোগ বিষয়েও শীঘ্র সংযোগ সম্পাদন করিতে পার, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের শীঘ্র সংযোগ সম্পাদন কর, কিন্তু পিতামাতার ব্যবধানরূপ উপদ্রব দ্বারা নহে। পরম উৎকণ্ঠাবতী আমরা কালবিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থা; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এখনও উপবীত হয় নাই, হয়ত বিবাহ অসম্ভব হইবে। অতএব হে দেবি! তুমি ক্রীড়াশীলা, সুতরাং মুখ্য বিবাহ ব্যতিরেকেই কেবল গান্ধর্ব্বরীতিতে বিবাহ দ্বারা তাঁহাকে আমাদের পতি কর। হে মহামায়ে! তুমি মায়া দ্বারা আমাদের পিতা মাতাকে মোহন কর, যেন তাঁহারা কখনও আমাদের বিবাহ চেষ্টা না করেন অর্থাৎ কোন গোপের সঙ্গে বিবাহও না দেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ রহস্যও জানিতে না পারেন। অতএব তাদৃশ পতিত্ব বিবাহ বিনাও সিদ্ধ কর ইত্যাদি। গোপকন্যা-গণ সিদ্ধও হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'যাতাবলা! ব্রজং সিদ্ধাঃ ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ। যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ। (ভাঃ ১০।২২।২৭)—অয়ি অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধা হইয়াছ, এখন ব্রজে গমন কর; আগামী শারদীয় রজনীতে আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে। হে সতীগণ! দেবীর আরাধনা কখনও বিফল হয় না। যেহেতু আমার সহিত বিহারাত্মক সংকল্প করিয়া তোমরা দেবীর ব্রত করিয়াছ। এই ব্রতের চরম ফলস্বরূপে রাসলীলার মিলন সুখোৎকর্ষ।

জীবতত্ত্ব—

জীবাত্মাই জীব; মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি জীবাত্ম-বিশিষ্ট দেহকে উপচারে জীব বলে; কিন্তু ইহারা জীবতত্ত্ব নহে। 'জীবয়তি জীবং করোতীতি'—এই অর্থে জীব নিজে চেতন বলিয়া তাহার সংস্পর্শে দেহটিও চেতন হয়; সুতরাং দেহ হইতে চেতন বস্তু জীব অন্তর্হিত হইলে দেহ অচেতন হইয়া পড়ে। এই চেতন বস্তুই জীব। জীব পরমাত্মার অংশ, তাহা দুই প্রকার—সমষ্টি ও ব্যষ্টি। নিখিল জীবাভিমানী বিরাট পুরুষ—সঙ্কর্ষণই সমষ্টি জীব এবং রশ্মি বা পরমাণুস্থানীয় জীবই ব্যষ্টি-জীব। এই জীব পুনঃ ভগবদুন্মুখ ও বিমুখ ভেদে দুইপ্রকার। যে সকল জীব অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তি কর্তৃক অনুগৃহীত, সেই জীবসকল ভগবদুন্মুখ; আর যাহারা ভগবদ্‌বিমুখ, তাহারা মায়াপরাভূত সংসারী।

গীতাশাস্ত্রে—

অপরেয়ম্, ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ (৭।৫)

এই শ্লোকে মায়াকে 'অপরা' এবং জীবকে 'পরা' শক্তি বলা হইয়াছে। এবং এই পরাশক্তি জীবস্বরূপ (চেতনা), ইহার দ্বারাই জগৎ ধৃত হইয়াছে। গীতোক্ত 'প্রকৃতি' এবং সাংখ্যের 'প্রকৃতি' এক নহে। টীকায় শ্রীলস্বামীপাদ বলিয়াছেন—ইহা কিন্তু অপরা অর্থাৎ জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর একটি প্রকৃতি (ক্ষেত্রস্বরূপ চৈতন্যশক্তি) আছে ; এই চৈতন্যশক্তিই জীব এবং এই জীব স্বকর্ম দ্বারা এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে, অর্থাৎ জীবশক্তি চেতনা বলিয়া ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করিয়া কর্মানুসারে দেহাদি ধারণ করিয়া থাকে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ টীকায় বলিয়াছেন—বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তিকে উৎকৃষ্ট বলার হেতু এই যে, জড়ত্বহেতু বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অপরা বা নিকৃষ্টা, কিন্তু চেতনত্বপ্রযুক্ত জীবশক্তি পরা বা উৎকৃষ্টা ; সুতরাং জীবশক্তি চিদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের অর্থের মর্ম্মও এইরূপ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে—তটস্থা শক্তি। তটস্থাশক্তি বলিতে মায়াশক্তি বা স্বরূপশক্তির অন্তর্ভূত নহে। ইহা একটি পৃথক শক্তি বলিয়া তটস্থা শক্তি। এই শক্তি জীবশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ, স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অংশ নহে। ইহা তটস্থা বলিয়া জড়া নহে কিন্তু চৈতন্যরূপা ; তবে স্বরূপ-শক্তির অন্তর্গত চিদ্রূপা নহে। অতএব জীব স্বরূপতঃ পরমাত্মার শক্তি হইলেও জীবে স্বরূপশক্তির অভাব আছে। ভগবৎসন্দর্ভে (১০২) 'হ্লাদিনী স্বরূপভূতেতি যাবৎ সা সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব ন তু জীবেষু" এই বাক্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য জীবের মধ্যে বহু বিশেষগুণের অস্তিত্ব দেখা যায়। জীব নিজের কাছে নিজেই প্রকাশিত (স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ) একরূপ, স্বরূপভাক্, চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ, প্রতিক্ষেত্রে ভিন্ন, অণু, নিত্য, নির্ম্মল, জ্ঞাতৃত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং পরমাত্মার অংশরূপ। এই গুণাবলীর মধ্যে দুইটি প্রধান গুণ সহজেই বুঝা যায় যথা— (১) অপরিবর্ত্তন-শীলতা (২) নানা বৈচিত্রীর মধ্যে ঐক্য সংরক্ষণ। এই দুইটি লক্ষণ একান্ত পৃথক নহে, উহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। জীব-চৈতন্যের অর্থ লৌকিক জ্ঞান মাত্র নহে—লৌকিক জ্ঞানের অতীত আত্ম-নিহিত সম্বিৎ বৃত্তি। জীব 'স্বয়ং প্রকাশ' বলিতে—নিজের চৈতন্যশক্তি বলেই নিজের নিকট নিজে ব্যক্ত ; কিন্তু তাহার এই চৈতন্য অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত নহে—ইহা তাহার নিজস্ব। প্রদীপ যেমন নিজের আলোক দ্বারা আত্মপ্রকাশ ও পরপ্রকাশরূপ দুইটি কার্য্যই করিতে পারে, তদ্রূপ জীবও নিজ চৈতন্য দ্বারা আত্মপ্রকাশ ও পরপ্রকাশ করিতে সমর্থ। অবশ্য পরমাত্মা যে অর্থে স্বয়ংপ্রকাশ সে অর্থে নহে। জীবের চৈতন্য অপর কোন বস্তু হইতে প্রাপ্ত না হইলেও অংশী পরমাত্ম হইতে প্রাপ্ত ; কিন্তু পরমাত্মার চৈতন্য স্বয়ংসিদ্ধ।

জীব জড়াপ্রকৃতির তুলনায় স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও তাহার প্রকাশ পরমাত্মার উপর নির্ভর করে। কেননা স্বাংশ পরমাত্মা স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ অংশী শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ; কিন্তু বিভিন্নাংশ স্বরূপে জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ এবং সামর্থ্যেও সর্ব্বথা পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। জীবের অণুত্ব মুক্তির পূর্ব্বে ও পরে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে, কখনও বিভুত্ব হইবে না। চিদংশে জীব অংশী পরমাত্মার

সহিত অভিন্ন হইলেও বিভুত্ব ও অণুত্বহেতু স্বরূপগত ভেদ থাকিবেই। জগৎকর্তৃত্বাদি পরমাত্মতত্ত্ব ব্যতীত জীবে কখনও সম্ভব হইবে না। এইরূপ জীব ও পরমাত্মার সহিত স্বরূপতঃ ও সামর্থ্যতঃ ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। যে 'অহং' দ্বারা জীবের পরিচয় প্রদান করা হয়, সে অহঙ্কার প্রকৃতিসৃষ্ট নহে—ইহা তাহার স্বরূপগত অহঙ্কার। যদিও জীবের প্রাকৃত দেহসম্বন্ধহেতু প্রাকৃত অহঙ্কার ঘটিয়া থাকে—কিন্তু যে 'অহং' দ্বারা জীবের পরিচয় দেওয়া হয় তাহার সহিত প্রাকৃত দেহাদির কোন সম্পর্ক নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়মূলক অহঙ্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইতে জীবের অহংজ্ঞান পৃথক। জীব জ্ঞাতা হইলেও প্রাকৃত জ্ঞেয় বস্তু হইতে পৃথক; কিন্তু জীব জ্ঞানৈকরূপ বলিয়া কেবল উপলব্ধি-স্বরূপ। দেহের বিকার বা ধ্বংস আছে, কিন্তু আত্মার বিকার ও ধ্বংস নাই। জীবকে দেহ-মন-বিশিষ্ট কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, জীব প্রপঞ্চাধীন বা মায়ার বশীভূত; কিন্তু স্বরূপতঃ জীব মায়ার অধীন নহে—প্রপঞ্চাতীত। জীবের মায়াধীনতা প্রাকৃত মনের অভিমানমাত্র; কিন্তু তাই বলিয়া জীব কখনও মায়ার নিয়ামক হইতে পারে না। একমাত্র শ্রীভগবানই মায়ার নিয়ামক। তবে জীব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে মায়ার অধীনে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত কৃপা প্রভাবে মায়াকেও অতিক্রম করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী হ্লাদিনী বৃত্তি বিশেষকে সর্ব্বদাই ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাহাই ভক্তচিত্তে আসিয়া ভগবৎ প্রীতিরূপে ভক্ত ও ভগবান্—উভয়েরই পরমাস্বাদ্য হইয়া থাকে। এবং তাহাতেই ভক্ত ও ভগবান উভয়েরই পরমাবেশ দেখা যায়। 'তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ প্রীত্যাখ্যায়া বর্ত্ততে, অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি। অতএব তৎসুখেন ভক্তভগবতো পরস্পরম্ আবেশমাহ' (প্রীতিসন্দর্ভঃ)। এইরূপ অনাদিকাল হইতেই শ্রীভগবৎ কর্তৃক প্রীতিদান লীলা চলিতেছে। এই প্রীতি জীবের চিত্তে আসিয়া ভগবৎ সেবায় পরমোৎকণ্ঠা জন্মাইয়া তাহাকে ভগবৎ সেবার উপযোগী অবস্থা দান করেন। বহির্ম্মুখ অবস্থায় জীব যে সুখ ভোগ করে, তাহা মায়ার গুণত্রয়যুক্ত বলিয়া দুঃখবহুল ও ক্ষণস্থায়ী। যদিও সত্ত্বগুণের স্বচ্ছতা বশতঃ কিঞ্চিৎ প্রকাশত্ব ও উপদ্রবশূন্য সুখ উপলব্ধি হয়, কিন্তু ঐ সুখও জীবকে বন্ধন করিয়া রাখে। কেননা, এই সুখও অবিদ্যা হইতে জাত। জীবের সংসার বন্ধন প্রাপ্তির কারণ হইতেছে—'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ' (শ্রী ভাঃ ১১।২।৩৭)—ঈশ্বর হইতে বিমুখ জীবের স্বরূপের বিস্মৃতি জন্মে বলিয়া দেহে অভিনিবেশ হয় অর্থাৎ এই দ্বিতীয় বস্তু যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহাতে অভিনিবেশ হইলেই সংসার ভয় হয়। 'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ" (চৈঃ চঃ ২।১০) অর্থাৎ ভগবৎ স্মৃতিহীন হইলেই সংসারী হইতে হয়। জীবের স্বভাবগত যে সুখবাসনা আছে সেই সুখবাসনার তৃপ্তি জন্য মায়িক বস্তুর অন্বেষণ করিয়া মায়ার কবলে পড়িয়া থাকে; অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে, মায়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেহী জীবকে বন্ধন করেন নাই, দেহী জীবই মায়াকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এ কারণ মায়াদেবী আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত করিয়া বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা মায়িক বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়াদিতে বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, যাহার জন্য জীব সমস্ত ভুলিয়া এই মায়ারাজ্যের সুখভোগে আবিষ্ট

হইয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীব কেন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়? উঃ—জীবের চিৎকণত্বই মায়াবন্ধের অন্যতম হেতু হইলেও জীব যখন নিজ ভোগের জন্য মায়াকে অঙ্গীকার করে, তখনই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়। তখন সে মনে করে—মায়াদেবী তাহার সুখবাসনার চরমতৃপ্তি সাধন করিবেন, তাই মায়া-রচিত বিষয় ভোগের জন্য মায়াদেবীকে বরণ করে; বস্তুতঃ সুখের মূল উৎস হইতেছেন—শ্রীভগবান। শ্রীভগবানকে ভুলিলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবস্বরূপে যে সুখবাসনা আছে, তাহার অপব্যবহার হইতেই মায়াময় দুঃখভোগ: জীব স্বরূপতঃ তটস্থা-শক্তি বলিয়াই মায়া তাহাকে কবলিত করে। অপিচ এই মায়া বিদ্যাবৃত্তিতে বন্ধন-মোচনের কারণও হইয়া থাকেন। জীব স্বরূপতঃ মুক্ত হইলেও অবিদ্যার প্রভাবে যেমন তাহার স্বরূপজ্ঞান আবৃত হয়, তেমনি আবার বিদ্যার প্রভাবে স্বরূপজ্ঞানের আবরণ দূর হয়। যদিও এই বিদ্যা মায়ামুক্তির উপায় হইয়া থাকে, তথাপি মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তই জানিতে হইবে এবং এই বিদ্যাবৃত্তি স্বয়ং মুক্তি ঘটাইতে পারে না, কারণ ইহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি নহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীব স্বরূপতঃ চিৎকণ হইলে অচিৎ মায়াশক্তি কিরূপে তাহাকে পরাভব করিতে পারে বা স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে? উঃ—জীব চিৎকণ বলিয়াই মায়া তাহাকে পরাভব করিতে পারে, তটস্থাশক্তিময় জীবের অণুত্বই মায়াকর্তৃক কবলিত হওয়ার হেতু। কিন্তু যাঁহারা নিত্যমুক্ত জীব, যদিও তাঁহারাও তটস্থাশক্তি—তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না; কেননা, মুক্তজীব স্বরূপশক্তি কর্তৃক অনুগৃহীত। অপরপক্ষে বহির্ম্মুখ জীবে এই স্বরূপশক্তির অভাব আছে বলিয়াই মায়ার বশযোগ্য। ('তৎ পরাঙ্মুখত্বাদ্দোষেণ লব্ধছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী'—পরমাত্মসন্দর্ভঃ) অর্থাৎ ভগবৎ-পরাঙ্মুখতা দোষ হেতু ছিদ্র পাইয়া মায়া সংসারী জীবকে কবলিত করেন। কেবল স্বরূপশক্তির প্রভাবেই মায়ার গুণপ্রবাহ উপরমিত হয়, অন্যরূপে হয় না। জীব স্বরূপতঃ অণু হইলেও স্বরূপশক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেই স্বরূপশক্তির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তখন আর মায়া তাহাকে কবলিত করিতে বা স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদন করিতে পারেনা।

জীব স্বীয় অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছে এবং দেহাদির সুখকে আত্মার সুখ মনে করিয়া প্রাকৃত বস্তুতে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। আমরা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়াছি, কিন্তু আমাদের আনন্দ আস্বাদনের বাসনা জাগ্রত আছে; অপিচ এই বাসনা যে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিলেই চরম সার্থকতা পাইতে পারে—এরূপ বিচারও মনে জাগেনা, ইহাই স্মৃতিভ্রংশ। যদিও কোন সময়ে ভগবদ্-স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তাহা কিন্তু স্থায়ী হয় না। ভগবদ্-স্মরণে মনঃসংযোগের সময় মন বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে প্রবেশ করে; ইহারও হেতু ঐ মায়া। ঐ মায়া ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া মহাপ্রভাবশালিনী। ক্ষুদ্র জীবশক্তি প্রতিপদে মায়ার কাছে পরাভূত হয়। এই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হইতেছে—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা) শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

অতএব মায়াশক্তিবিশিষ্ট জীবের পক্ষে মায়া নিবৃত্তির জন্য পরমেশ্বরই ভজনীয় তত্ত্বরূপে জ্ঞাতব্য। জীবের যে কর্তৃত্ব, তাহাও পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরের কৃপাশক্তি না পাইলে জীব নিজের কর্তৃত্বকেও

বিকাশ করিতে পারে না। পরমেশ্বরের শক্তিতে নিজের কর্তৃত্ব বিকাশের ফলে জীবের যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব জীবেরই, পরমেশ্বরের নহে; ঈশ্বর কেবল কর্ম্মফলদাতা। জীব নিজের ইচ্ছানুসারে (ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিতে) কাজ করে বলিয়া কর্ম্মফলের জন্য দায়ী। জীবের অণুস্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ ইচ্ছাতে, সুতরাং ইচ্ছা করা পর্যন্তই তাহার ক্ষমতা; কিন্তু ঐ ইচ্ছানুরূপ কাজ করিবার শক্তি তাহার নাই। এই প্রকারে জীবের সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য হইলেও সর্ব্বপ্রকার বাসনার সহিত যাবতীয় ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক মন ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মসমর্পণই প্রকৃত শরণাগতি। কেননা, জীব যাহাকে ধর্ম বলিয়া মনে করে—তাহা প্রকৃতিরই ধর্ম, সংসারে যাহা কিছু সব প্রকৃতিই করিতেছে। জীব কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মাতীত পরাপ্রকৃতি, মিথ্যা অভিমানে প্রকৃতির ধর্মকে নিজধর্ম মনে করে। অতএব প্রকৃতির ধর্ম্ম সহিত সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই শরণাগতি। ইহাতে প্রীতির সহিত কর্মানুষ্ঠান মাত্র আছে, কোনরূপ ফলের প্রলোভন নাই; এমনকি ধর্ম্মাধর্ম বোধেরও স্থান নাই। তাই সব পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতিতে সব কিছু করার নামই শরণাগতি। "অন্যাশ্চ পূর্ব্বত্বং তাং বিনা তদিয়াত্বাসিদ্ধেঃ" (ভঃ সঃ ২৩৬)—শরণাপত্তি ব্যতীত তদীয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। এই প্রকার শরণাগত ভক্তদিগের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ লীলার প্রকটনে তাঁহাদিগকে নিজ বিষয়ে প্রেরণ করেন।

ফলশ্রুতি

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের এমনই এক অচিন্ত্য স্বভাব যে, যে কেহ এই মাধুর্য্যের কথা অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করে, তাহারই হৃদয়ে তাহা আস্বাদনের নিমিত্ত তীব্র উৎকণ্ঠা জাগাইয়া দেয়। ক্রমশঃ সেই উৎকণ্ঠার প্রাবল্য এত অধিক হয় যে, সেই লোভে সে অধীর হইয়া শ্রীগুরুপাদাশ্রয়াদিক্রমে ভজনে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু লীলাকথা শ্রবণ সম্বন্ধে ইহাও বিশেষ বিবেচ্য যে, যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য সতত আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহাদের মুখেই মাধুর্য্যের কথা শুনিলে শ্রোতার হৃদয়ে মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্খা জন্মায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ মধুর লীলা বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে ব্রজদেবীগণের সহিত তাঁহার রাসলীলাই সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি বলিয়া উহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও সর্ব্বোত্তম। তাই শ্রীপাদ শুকদেব গোস্বামী শ্রীভগবানের রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (১০।৩৩।৩৯)

—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়ার কথা নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তদনন্তর অচিরেই জিতেন্দ্রিয় হন এবং হৃদয়ের কামাদি রোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হন।

উক্ত শ্লোকে 'যঃ' (যে ব্যক্তি) এই লীলাকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন—এই বাক্যে অধিকারের অপেক্ষা নিরস্ত হইয়াছে; অতএব যে কোনও ব্যক্তি রাসলীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারেন, ইহাতে কোন বিচার বা বাধা নাই। আবার এই লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ বা অনুমোদনের ফলে প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমলাভ হয় এবং পরে চিত্তমল কামাদি বিনষ্ট হয় বলিয়া চিত্তশুদ্ধ্যাদির কোন অপেক্ষা থাকে না। এতদ্দ্বারা ব্রজে শ্রীব্রজবধূসহ রাসাদি লীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজন মহিমার পরমবৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইল। এইরূপে সামান্যতঃ শ্রীব্রজবধূগণের সহিত যে বিহার, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যেও পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত যে রাসাদি লীলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তদাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজন পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু এই রহস্যলীলাটী পৌরুষবিকারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এবং পিতৃ-পুত্র-দাস-ভাবযুক্ত ভক্তগণ যেন উপাসনা না করেন। কেননা তাহাতে স্বীয়ভাবের সহিত বিরোধ অনিবার্য্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণে অধিকার হয় না; কিন্তু উক্ত শ্লোকে "প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া তদনন্তর হৃদয়ের কামাদি রোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হন।"—এই বিরুদ্ধ উক্তির সমাধান কিরূপ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীরাসাদি লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণের এতাদৃশ প্রভাব যে, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির হৃদ্‌রোগ কামনাশ ও প্রেমলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইলেও প্রেমের প্রভাবই প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্য শ্লোকে 'শ্রদ্ধান্বিত' হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন উক্ত হইয়াছে। অপিচ লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের সৌভাগ্য একমাত্র শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ও কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ। শুদ্ধভক্তের কৃপায় শাস্ত্রবিধি-লঙ্ঘনজনিত পাপাদি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহারই কৃপা-প্রভাবে প্রাচীন অপরাধাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়। এইরূপে হৃদয় পাপ ও অপরাধশূন্য হইলেই সেই হৃদয়ে লীলাকথার শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তাদৃশ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই শ্রীরাসাদি লীলাকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তনের ফলে হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে বলিয়া হৃদ্‌রোগ কাম সমূলে নষ্ট হয়। অতএব শ্রদ্ধান্বিত হইয়া লীলাকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে; কিন্তু তদ্‌বিপরীত ভাবিয়া অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কামাদি থাকিতে প্রেমের উদয় হইতে পারে না, এরূপ মনে করিলে অবজ্ঞারূপ অপরাধ হইবে

এবং ঐ অপরাধ নিবৃত্তির জন্য নিরন্তর লীলাকথা শ্রবণ করিতে হইবে। এতাদৃশ লীলার প্রভাব হইলেও যাহারা অপরাধী, তাহাদের নিকট লীলার প্রভাব সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না। তবে অপরাধ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে লীলার প্রভাব বুঝিতে পারিবে।

তাৎপর্য্য এই যে, কামুক ব্যক্তির দেহ-দৈহিক বিষয়াদি কালবশে জীর্ণ-শীর্ণ হইলেও তাহার মনের কাম-পিপাসা কখনও জীর্ণ হয় না। সুতরাং মনের এই কাম যে পর্য্যন্ত থাকে, সে পর্য্যন্ত চিত্ত মলিনই থাকে। যাহাদের হৃদয় পাপকর দুষ্কামভাবে পূর্ণ, তাহারা যেন কদাচ এই রাসাদি লীলার অনুশীলন না করে। তাহারা যদি এই পরম রহস্যময়ী লীলাকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কিছুতেই এই লীলার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না; বরং এই ভুবনপাবন অপ্রাকৃত লীলাকে সাধারণ নায়ক-নায়িকাঘটিত মনে করিয়া অপরাধগ্রস্থ হইবে।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

ভূমিকার সংশোধন—

/০ পৃষ্ঠায় ৮ লাইনে 'নৃত্যবিশেষ' শব্দের পর 'শ্রীভা ১০।৩৩।২' শব্দ সংযুক্ত হইবে এবং ১১ লাইনে 'শ্রীভা ১০।৩৩।২' শব্দ বাদ যাইবে।

।০ পৃষ্ঠায় (ফুটনোটে) ২ লাইনে প্রীতিভাবের স্থলে প্রীতি ভাবের।

।/০ পৃষ্ঠার ৭ ,, ও —

৸০ পৃষ্ঠার ১ লাইনে রসের স্থলে রাসের।

১৷৵০ পৃষ্ঠার ৫ নং পদ্যের ৫ম লাইনে 'বৃন্দাবনে অপরূপ রাসবিহার' হইবে। উহা ৫ ও ৬ নং পদ্যের মধ্যস্থলে হইবে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীরাসলীলা

১ম (২৯শ) অধ্যায়

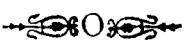

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ। বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥১॥

-ঃ শ্রীধরস্বামী ঃ-

১। ঊনত্রিংশে তু রাসার্থমুক্তিপ্রত্যুক্তয়ো হরেঃ। গোপীভী রাসসংরম্ভে তস্য চান্তর্দ্ধিকৌতুকম্ ॥
ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ় -দর্পকন্দর্পদর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥

নন্থ বিপরীতমিদম্। পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ। মৈবম্। যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ। তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিঞ্চ শৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ। তা রাত্রীঃ। যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ ১।

ঃ মূলানুবাদ ঃ

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীভগবান (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ) হইয়াও (পূর্ব্বে বস্ত্রহরণ সময়ে তিনি গোপীগণকে যে সকল রাত্রিতে ক্রীড়া করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন) সেই শারদীয়া রজনী এবং বিকশিত মল্লিকা পুষ্পসমূহের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া স্বীয়শক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত 'ভাবার্থদীপিকা'র তাৎপর্য্য

১। এই ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে রাসার্থ গোপীগণের সহিত শ্রীহরির উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাসসংরম্ভে ঐ গোপীগণের অভিমান দেখিয়া, তাঁহার অন্তর্দ্ধান-কৌতুক বর্ণিত হইয়াছে।

-ঃ শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ঃ-

১। নমঃ শ্রীরাসরসিকেভ্যঃ। অত্র টীকায়াং রাসসংরম্ভ ইতি, তস্মিন্নিমিত্তে, রাসারম্ভসম্বন্ধিনং মানং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ। কন্দর্পজেতৃত্ব-প্রতীতেরিতি—কন্দর্পকর্ত্তৃকস্যৈব জেতৃত্বস্য প্রত্যয়াদিত্যর্থঃ। অথ মূলে শ্রীবাদরায়ণিরুবাচেতি—বক্ষ্যমাণমহামহিম্নঃ প্রসঙ্গস্যাস্য বলাত্তদিদং লম্ভয়তি, বদরিকাশ্রমে মহাতপশ্চরণাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ, তচ্চ তপঃ শ্রীকৃষ্ণোপাসনলক্ষণমেব, সর্ব্বজ্ঞস্য তস্য পরমোত্তমে তস্মিন্নেব ব্যবসায়ৌচিত্যাৎ। তস্য চ

"ভাবার্থদীপিকা"র তাৎপর্য্য

টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ—

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাদি দেবগণকে পর্য্যন্ত জয় করাতে (স্বীয় প্রভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া ব্রহ্মাদিরও চাঞ্চল্য উৎপাদনে সমর্থ হওয়াতে) যাঁহার দর্প অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি সেই কন্দর্পেরও দর্পহারী, গোপীগণের দ্বারা রাসমণ্ডলে মণ্ডিত সেই শ্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন।

'কন্দর্পেরও দর্পহারী' এই প্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া শ্রীস্বামিপাদ ভাবিলেন,—ইহাতে সাধারণ লোকের মনে একটা বিপরীত ধারণা হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া নিজেই তাহার মীমাংসা করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিতেছেন—যদি বল, ইহা অত্যন্ত বিপরীত। অর্থাৎ পরদার-বিনোদনের দ্বারা ভগবান্ কন্দর্পকে জয় করিবেন কি ! কন্দর্প কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রতীত হইতেছে। (ইহার উত্তর) একথা বলিতে পার না। যেহেতু 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' —শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়াই রাসলীলা নির্ব্বাহ করিয়াছেন,—বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা নহে। আর "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ"—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। যিনি আত্মারাম, তাঁহার কামবাসনা থাকিতে পারে না। এবং যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ"—সাক্ষাৎ মন্মথেরও মনোমথনকারী ও 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ'—সুরতসম্বন্ধি হাব ভাবাদি যিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে বুঝা যায়, এই রাসলীলায় যে শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহা বিশেষ প্রকারে অভিহিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে কামবিজয়ী, ইহা জগতে জানাইবার নিমিত্ত তিনি রাসক্রীড়ার বিড়ম্বনা (অনুকরণ) করিয়াছিলেন। অতএব কামবিজয়-খ্যাপনার্থ ই রাসলীলা, ইহাই রাসলীলার তত্ত্ব। এতদ্ব্যতীত এই রাসপঞ্চাধ্যায়ীতে শৃঙ্গারকথার উপদেশ-ব্যপদেশে প্রবৃত্তির কথা না বলিয়া বিশেষ প্রকারে নিবৃত্তির (কামনিবৃত্তির) কথাই যে বর্ণনা করা হইয়াছে, আমি তাহাই ব্যক্ত করিব।

'তা রাত্রীঃ'—সেই সকল রাত্রি। 'যাতাবলা' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—'হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আগামী রাত্রিসমূহে তোমাদের সহিত বিহার করিব।' সম্প্রতি সেই পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত রাত্রিসকল দেখিয়া।১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তাদৃশস্তপঃফলরূপপুত্র ইতি সর্ব্বজ্ঞত্ব-শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদিকং তত্রাধিকং যদ্যপি স্ফুরতি, তথাপি তন্নামনিরুক্তের্মাহাত্ম্যপর্য্যবসানমত্রৈব জাতং, ততস্তাদৃশভক্তেরেবৈতচ্ছ্রোতব্যমিতি ব্যঞ্জিতম্। শ্রীশুক উবাচেতি পাঠে তু পরমোজ্জ্বলরসস্বাভাব্যেন পরমকোমলালাপতা দর্শিতা। ততস্তাদৃশচিত্ততয়ৈব শ্রোতব্যমিদমিতি ব্যঞ্জিতম্। তথাহি —সর্ব্বাতিশয়প্রেমবতীনাং শ্রীব্রজসুন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণমেব, প্রিয়মাত্রসুখার্থং সর্ব্বং কুর্ব্বতঃ শ্রীভগবতো

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদকৃত 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'র তাৎপর্য্য

১। শ্রীরাসরসিকগণকে নমস্কার। এই অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'রাসসংরম্ভে (রাসসংরম্ভ নিমিত্ত) * অর্থাৎ রাস আরম্ভে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর এবং রাস সম্বন্ধে গোপীগণের অভিমান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান-

* শ্রীল স্বামীপাদ টীকার তাৎপর্য্যে বলিয়াছেন—মূলের 'ভগবানপি' বাক্যে তদীয় লীলাসমূহের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হইলেই রাসলীলার প্রয়োজন এবং তাঁহার বিহারাদির নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব স্বতঃই স্থাপিত হয়, তথাপি কুতার্কিকের মুখ বন্দ করিবার জন্য রাসলীলা বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত এই কয়েকটি বাক্যের উল্লেখ আছে। যথা—(১) 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (২) 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ' (৩) 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ' (৪) 'অবরুদ্ধসৌরতঃ'।

(১) 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ'—এই যোগমায়া পদে শ্রীভগবানের নিজের অচিন্ত্য চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ বুঝায়। এই শক্তি অঘটন ঘটাইতে সমর্থা। এই শক্তির আনুকূল্যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আনুকূল্যে নহে।

(২) 'আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ'—শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। যিনি আত্মারাম, তাঁহার আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিমূলা কামবাসনা বা রমণের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

(৩) 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ'—স্বয়ং মন্মথেরও বিমোহক—মদনেরও মোহনকারী। যিনি কামদেবের মনকেও মথিত করিতে সমর্থ, তিনি কামদেবের দ্বারা পরাজিত হইতে পারেন না। কেননা, তাঁহারই অংশাংশ দেবতা মদন—যিনি জগজ্জীবের মন কামপ্রেরণা দ্বারা মথিত করিয়া সে মনে কেবল দেহেন্দ্রিয় চরিতার্থতার অনুকূল বিষয়েরই স্ফুরণ করেন। তিনিও এই মূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া স্বীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট আকাঙ্খায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

(৪) 'অবরুদ্ধসৌরতঃ'—ব্রজাঙ্গনাগণের সুরতসম্বন্ধী ভাবসমূহকে যিনি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের দ্বারা বিচলিত হয়েন নাই; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই স্বরূপশক্তি গোপীবৃন্দের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন।

'ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ'—ইত্যাদি বচনে তিনি যে স্বাধীন, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল। যে কামের দ্বারা ব্রহ্মাদির স্বাতন্ত্র্যও নষ্ট হইয়াছিল, সেই কামদেব শ্রীকৃষ্ণের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারেন নাই।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মুখ্যতরপ্রয়োজনমিতি দর্শয়ংস্তদেব তস্য সর্ব্বাতিশায়িমুখ্যসুখমিতি চ প্রকটয়ংস্তত্র চ 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।২) ইতি, 'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধৎ' ইতি, 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্' ইতি দৃষ্ট্যা সর্ব্বাত্মারামৈরপি দুর্ল্লভাণাং ভগবদ্রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দানাং বৈশিষ্ট্যেনানুভবাৎ, তদীয়রসস্যাধরামৃতস্য তু সর্ব্বথৈবান্যত্রাসম্ভবাৎ। প্রেম-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কৌতুকাদি বর্ণিত হইবে। 'কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ' (কন্দর্পকর্ত্তৃক জেতৃত্বের জ্ঞান-হেতু)—এ সম্বন্ধে আশঙ্কা তুলিতেছেন—এই রাসলীলা দ্বারা শ্রীভগবান কন্দর্পকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে সাধারণ লোকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরদারবিনোদন দ্বারা কন্দর্পকর্ত্তৃকই শ্রীভগবান যেন বশীকৃত হইলেন—ইহাই প্রতীতি হইতেছে। এই আশঙ্কার নিরসন করিতেছেন—এ কথা বলা চলে না। যেহেতু, শ্রীভগবান যে রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাহার মহিমা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। সেই মহামহিমশালী লীলার প্রভাব প্রদর্শন জন্যই মূলে 'শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ' (শ্রীবাদরায়ণি বলিলেন) উক্ত হইয়াছে। যেহেতু বক্ষ্যমাণ মহামহিমময়ী রাসলীলা প্রসঙ্গের বলে এবং 'বাদরায়ণি' শব্দের নিরুক্তি অনুসারে প্রতিপাদিত হইতেছে, বদরিকাশ্রমে মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ব্যাসদেবই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এবং সেই তপস্যাও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনালক্ষণ বলিয়া সর্ব্বোত্তম। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরমোত্তম, বাদরায়ণও তেমনি সর্ব্বজ্ঞ; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাসের পক্ষে তাদৃশী পরমোত্তমা তপস্যার অনুষ্ঠানই একান্ত সঙ্গত হইয়াছে। আর সেই বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালেই তাঁহার তাদৃশী তপস্যার ফলস্বরূপ শ্রীশুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব 'বাদরায়ণি' নামে খ্যাত। শ্রীবেদব্যাসের তপস্যালব্ধ পুত্র বলিয়া যদ্যপি তাঁহাতে (শ্রীশুকদেবে) স্বভাবতঃই সর্ব্বজ্ঞত্ব ও শ্রীভগবৎপ্রেমরসময়ত্বাদি ভক্তোচিত নানাবিধ গুণ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত রহিয়াছে, তথাপি তাঁহার 'বাদরায়ণি' নামের নিরুক্তির (ব্যুৎপত্তির) মাহাত্ম্য পরিসমাপ্তি শ্রীশুকদেবেই হইয়াছে। অর্থাৎ এই রহস্যময়ী রাসলীলাবর্ণনে তাঁহার মাহাত্ম্যের পর্য্যবসান হইয়াছে। অতএব বক্তার কথা মনে করিয়া ভক্তিপূতচিত্তে এই রাসলীলা শ্রবণ করা উচিত। ইহাই 'বাদরায়ণি' শব্দ নির্দ্দেশের অভিপ্রায় জানিতে হইবে।

কোন কোন গ্রন্থে 'শ্রীশুক উবাচ' পাঠান্তর দেখা যায়। তাহা হইলে অর্থ হইবে যে, শুকপক্ষী যেরূপ স্বভাবতঃ মধুর সুকোমল ধ্বনি করে, তদ্রূপ এই রাসলীলাপ্রসঙ্গে পরমোজ্জ্বল রস শ্রীশুকদেবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া আলাপের পরম কোমলতা প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীশুকদেবই এই পরমোজ্জ্বল-রসাত্মক রাসপ্রসঙ্গের উপযুক্ত বক্তা। অতএব বক্তার ন্যায় উজ্জ্বলরসে আবিষ্টচিত্ত হইয়া এই রাসলীলা শ্রবণ করা উচিত, ইহাই 'শুক' শব্দ প্রয়োগের ব্যঞ্জনা।

অতএব দেখা যাইতেছে, সকলের অপেক্ষা অধিক প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের মনের অভিলাষ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিশেষবিস্তার-সুসিদ্ধ্যা তদ্‌যোগ্যাভিস্তাভিঃ সহ রাসক্রীড়াং পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্যপ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈর্বর্ণয়তি ; যত্র 'পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈঃ' ইত্যাদিনা, 'গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্‌গোবিন্দদর্শনে' ইত্যাদিনা, 'ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলম্' ইত্যাদিনা, 'হেমন্তে প্রথমে মাসি' ইত্যাদিনা চ তাসাং তস্য চ নবরাগবিশিষ্টত্বেন বর্ণিতচরম্। 'শরদুদাশয়ে সাধু-জাত-সৎসরসিজ-' ইত্যাদিনা, 'প্রহসিতং প্রিয় প্রেম-' ইত্যাদিনা, 'দিনপরিক্ষয়ে' 'রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ম্' ইত্যাদিনা চ তাভিঃ স্বয়ং বর্ণয়িষ্যমাণঞ্চ। স্মৃত্বাতিবিশিষ্টতয়া বর্ণয়িতব্যত্বেন নবসঙ্গমং স্মরন্নাহ—ভগবানপীতি ;

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পরিপূরণই, প্রিয়মাত্রের সুখসম্পাদনই ভগবানের মুখ্যতর প্রয়োজন এবং তাহাই তাঁহার সর্ব্বাতিশয় সুখাস্বাদন। এই দুইটী বিষয় প্রকটনার্থ ভগবান বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চেন্দ্রিয়তুল্য ভক্তজনপ্রিয় পঞ্চ অধ্যায় দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ভগবানের রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন।

এই ভগবান 'সাক্ষাৎ মন্মথেরও মন্মথস্বরূপ' অর্থাৎ কন্দর্পেরও মোহনকারী, 'ত্রৈলোক্যের নিখিল সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয়ভূত কলেবর গোপীগণের সম্মুখে প্রকটিত করিয়া, 'গোপীগণ না জানি কি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কেননা, তাঁহারা নেত্রদ্বারা ভগবানের নিরুপম সৌন্দর্য্যসার আস্বাদন করিতেছেন' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যাহা সকল আত্মারাম গণেরও দুর্ল্লভ, সেই ভগবানের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের (কথার) একমাত্র ব্রজদেবীগণই বিশেষরূপে অনুভবহেতু ভগবানের অধররস যাহা সর্ব্বপ্রকারেই অন্যত্র অসম্ভব, তাহাও একমাত্র তাঁহারাই পান করিয়াছেন। এইজন্য গোপীগণে উজ্জ্বলরসের বিস্তারের সুসিদ্ধি রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকার রাসক্রীড়ার যোগ্যপাত্রী। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থানে স্থানে ভগবানের ও গোপীগণের মহিমা শুনা যায়। যে রাসক্রীড়ায় 'ব্রজসুন্দরীগণ নয়নরূপ ভৃঙ্গদ্বারা শ্রীমুকুন্দের মুখ-কমলের সৌন্দর্য্যরূপ মধু পান করিয়া বিরহতাপ দূর করিলেন,' 'শ্রীগোবিন্দের দর্শনে গোপীদিগের পরমানন্দ হইয়াছিল', এই প্রকারে 'শ্রীকৃষ্ণ শরৎকালীন স্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ সরোবরাদি সুশোভিত রম্য বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে, 'ব্রজের গোপ কুমারীগণ হেমন্তঋতুর প্রথম মাসে নিয়মপূর্ব্বক কাত্যায়নি-ব্রত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজসুন্দরীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণের নবানুরাগ পূর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরেও যাহা বর্ণিত হইবে তাহা স্মরণ করিয়া গোপীগণ বলিলেন—'হে সুরতপতে! শরৎকালীন জলাশয়ে সমুৎপন্ন সুন্দর সরসিজের গর্ভশোভা তিরস্কারী তোমার নয়নদ্বারা আমরা বিনামূল্যে ক্রীতদাসী হইয়াছি।' 'হে প্রিয়! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেম নিরীক্ষণ, স্মরণমঙ্গল বিহারশ্রেণী এবং হৃদয়স্পর্শী নর্ম্ম-সঙ্কেতাদি আমাদের মন মোহিত করিতেছে।' 'হে বীর! তুমি সায়ংকালে সুনীল কুন্তলাবৃত গো-রজদ্বারা ধূসরিত বদনকমল আমাদিগকে বারংবার দর্শন করাইয়া আমাদের মনে কাম জন্মাইয়া থাক।' 'তোমার নির্জ্জনপ্রদেশের সঙ্কেতচেষ্টা এবং কামো-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অপি শব্দেন তাসাং পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণিতং নবরাগমনুস্মারয়তি ; পূর্ব্বেণ বাক্যেন তু সঙ্গমস্যাস্য নবত্বমেবাবগময়তি, এতাবন্তং কালং তা অনুরাগচপল-চিত্ততয়া রন্তুং মনঃ কুর্ব্বত্য এবাসন্, ভগবাংস্তু জাতানুরাগত্বেঽপি ধৈর্য্যেণ সময়-বিশেষং প্রতীক্ষমাণো ন চক্রে, সম্প্রতি তাঃ কৈশোরমধ্যপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বসুখপ্রদতয়া সর্ব্বমঙ্গলতয়া প্রকটিত বেণুশিক্ষাদিবিশেষতয়া চ বিলক্ষণাঃ, কুমারীষু চ 'ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ' ইতি প্রতিশ্রুতা রাত্রীর্বীক্ষ্য তত্রাপি রাকারাত্রেরাগমনারম্ভে দীপ্তানুরাগত্বেন গলিতধৈর্য্যতয়া তচ্চক্র এবেতি প্রতিপত্তেঃ। শ্লেষেণ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদিবৎ ভগবান্ সর্ব্বার্থপরিপূর্ণোঽপি তা রাত্রীর্বীক্ষ্য উদ্দীপনত্বেনানুভূয়েতি কৈমুত্যেনালম্বনরূপাণাং তাসাং প্রেমমহিমা দর্শিতঃ। তত এব ব্যক্তসর্ব্বার্থং তস্য কৈশোরমপি মানিতং জাতমিতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্— 'সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতা হি তে॥' ইতি ; হরিবংশে চ— 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ॥'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দ্রেকের হেতুভূত সহাস্যবদন, সপ্রেম নিরীক্ষণ ও লক্ষ্মীর নিকেতন বিশাল বক্ষস্থল দেখিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে। এইপ্রকারে ব্রজসুন্দরীগণ স্বয়ংই বর্ণন করিবেন। এইরূপে বিশিষ্ট স্মৃতি হেতু তাহা বিশেষরূপে বর্ণন করা উচিত মনে করিয়া নবসঙ্গম স্মরণ করত বলিতেছেন—'ভগবানপি'। (ভগবানও গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন) এই 'অপি' শব্দ দ্বারা গোপীগণের পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণিত নবরাগও স্মরণ করাইতেছেন। আর পূর্ব্ব বাক্যদ্বারা বক্ষ্যমাণ সঙ্গমেরও নবত্বই জ্ঞাপন করিতেছেন। গোপীগণ বস্ত্রহরণের সময় হইতে পূর্ব্বরাগস্বভাবে অনুরাগ-চপলচিত্ততা অর্থাৎ অনুরাগে চিত্তের চঞ্চলতা বশতঃ রমণের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াই অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান জাতানুরাগ হইয়াও ধৈর্য্যের সহিত সময়-বিশেষের অর্থাৎ মিলনের পক্ষে প্রয়োজনীয় আগ্রহাদি উৎপাদনের উপযোগী কালবিশেষের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, রমণাভিলাষ কার্য্যে পরিণত করেন নাই। সম্প্রতি ব্রজসুন্দরীগণ কৈশোরের মধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব কৈশোর বয়সের সর্ব্বসুখপ্রদত্ব, সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব ও প্রকটিত বেণুশিক্ষাদি দ্বারা বিশেষত্বহেতু তাঁহারা বিলক্ষণা। বস্ত্রহরণ সময়ে কুমারীগণের নিকট (ভগবান) অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 'হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে ব্রজে গমন কর, আগামী পূর্ণিমায় তোমরা আমার সহিত রমণ করিবে'। —এই প্রতিশ্রুতা রাত্রিসকলকে সমাগতা দেখিয়া। বিশেষ, পূর্ণিমার রাত্রি বিধায় দীপ্তানুরাগ-হেতু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তিনি রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্লেষে ইহাও বুঝাইল যে, যে প্রকার আত্মারাম মুনিগণের পৃথক কোনরূপ কার্য্য না থাকিলেও তাঁহারা শ্রীভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীভগবান সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ হইয়াও সেই সকল রাত্রিকে দেখিয়া এবং উদ্দীপনরূপে অনুভব করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই প্রকারে কৈমুতিক ন্যায়ানুসারে আলম্বনরূপা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইতি। অত্র কালবিদিত্যস্য ব্যাখ্যানং, তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি। সহ তাভির্মুমোদ হ ইত্যস্য সূচকম্। রন্তুং মনশ্চক্রে ইতি আত্মনেপদনির্দ্দেশঃ খল্বয়ং স্বার্থক্রিয়তাং বোধয়তি, 'স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে' ইতি বিশেষবিধ্যাশ্রয়ণাৎ। তদেবং তা ইত্যনেন স্বস্যাপি চমৎকারকরং কালবৈশিষ্ট্যং ব্যজ্য তদুজ্জ্বলিতাং শ্রীবৃন্দাবন-শোভামপি দর্শয়তি—শরদেতি, শরদা হেতুনা উচ্চৈঃ ফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ, পরস্পরযোগাপ্রসিদ্ধেরনেনাস্যাঃ শরদো মল্লিকানাঞ্চাপূর্ব্বত্বং ব্যঞ্জিতং, তেন চ সর্ব্বাণ্যেব পুষ্পাণি লক্ষ্যন্তে, ইত্যালম্বন-কালদেশানাং শ্রীকৃষ্ণায় প্রেমময়পরমসুখপ্রদত্বং দর্শিতম্। যস্মাৎ হ্লাদিনীশক্তি-বিলাস-লক্ষণ-তৎপ্রেমবিশেষময়্যেবৈষা রিরংসা, ন তু প্রাকৃতকামময়ীতি, তেষাং কন্দর্পদর্পহেতি ব্যাখ্যানমপি তথা যুক্তমেব, নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীত্যপি;

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমমহিমা প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ সেই সকল রাত্রি যদি উদ্দীপন হয় তবে আলম্বনরূপা সেই গোপীগণের কথা কি? এস্থলে রাত্রিগত সৌন্দর্য্য দেখিয়া গোপীদের কথা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ স্মরণ-হেতু রাত্রি সকল উদ্দীপন হইল। এই প্রকারে সর্ব্বার্থ প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সও মানিত হইল। অর্থাৎ এই রাসলীলার বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন কিশোর এবং গোপীগণ ছিলেন কিশোরী। ইহা বিষ্ণুপুরাণেও প্রদর্শিত হইয়াছে— 'সর্ব্ববিধ দুঃখহারী অপ্রমেয় ভগবান শ্রীমধুসূদন কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া গোপীগণের সহিত বহুরাত্রি ব্যাপিয়া রমণ করিয়াছিলেন।' শ্রীহরিবংশে— 'কালবিদ্ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের সম্মানপূর্ব্বক রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যাগণকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।' এই শ্লোকে 'কালবিদ্' শব্দের ব্যাখ্যানে 'তা রাত্রীঃ বীক্ষ্য' সেইসকল রাত্রিকে উদ্দীপনরূপে অনুভব করিয়া এবং 'সহ তাভির্মুমোদ হ' পদের ব্যাখ্যায় সূচিত 'রন্তুং মনশ্চক্রে' রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্থলে 'চক্রে' পদে আত্মনেপদী 'কৃ' ধাতুর দ্বারা ক্রিয়ার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ক্রিয়ার ফল কর্ত্তারই বুঝাইতেছে। এই অভিপ্রায়েই আত্মনেপদের ব্যবহার দেখা যায়। অতএব এই রাসরমণ যে কেবল ব্রজসুন্দরীগণেরই সুখার্থ, তাহা নহে; পরন্তু শ্রীভগবানের নিজ সুখও অভিপ্রেত হইতেছে। এই স্থলে উক্ত বিশেষবিধি আশ্রয় করা হইয়াছে।

এইরূপে মূলে তাঃ' (সেই রাত্রিগুলি) এই পদের দ্বারা শ্রীভগবানেরও চমৎকারকর কালবৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তজ্জনিত শ্রীবৃন্দাবনের শোভা প্রদর্শন নিমিত্ত 'শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ' অর্থাৎ মল্লিকাদি বিবিধ শারদীয় পুষ্পবিকাশে ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও শরৎকালে মল্লিকা প্রস্ফুটিত হয় না এবং পরস্পরের সংযোগ অপ্রসিদ্ধ, তথাপি এখানে উভয়ের সংযোগ বর্ণিত হওয়ায় তাহাদের অপূর্ব্বত্ব ব্যক্ত করিতেছে। মল্লিকা পুষ্প উপলক্ষণ-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্রীস্বামিপাদৈশ্চ বক্ষ্যতে— 'দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সান্ত্বয়ামাস মানয়ন্॥ স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ। সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুদ্গতো নন্দনন্দনঃ॥' শ্রীমুনীন্দ্রেণাপীদমেব বক্ষ্যতে— 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ' ইত্যাদৌ। তত্র দুর্ঘটঘটনাং সমাদধদাহ- যোগমায়া পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তিঃ, তামুপ সামীপ্যেনাশ্রিতঃ, যত্র যত্র বিহরতি, তত্র তত্রৈব সূর্য্যঃ স্বদীধিতিমিব সদা প্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিক-তাদৃশশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতম্। তেন চ দুর্ঘট-তত্তল্লীলা চ সেৎস্যতীতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগঃ, তদর্থং মায়া কৃপা, 'মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বঃ। তামুপ আধিক্যেনাশ্রিতঃ। কিঞ্চ, তা বীক্ষ্য ক্রমেণ রাকাপর্য্যন্ত-মধিকমধিকং মনোরথং চক্রে ইত্যর্থত্বে লব্ধে বিশেষোঽয়মপি জ্ঞেয়ঃ। তস্যাং রাকায়াং সায়ং গৃহমাগতো ভোজনাদিকং বিধায় মাতুঃ স্থানাৎ শয্যাগৃহচন্দ্রশালিকাদ্বারমাগতঃ সন্ সদ্যঃ সম্পাদ্যত্বেন নিশ্চিতবানিত্যর্থঃ। ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মাত্র। এই প্রকার অন্যান্য সমস্ত পুষ্পই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল জানিতে হইবে। ইহা দ্বারা আলম্বন (গোপীগণ) উদ্দীপন (কাল ও দেশ) শ্রীকৃষ্ণকে পরম প্রেমময় সুখ প্রদান করিতে পারে—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে কাল-দেশাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার পক্ষে প্রেমময় পরমসুখ-প্রদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু, এই রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি-বিলাসলক্ষণ বলিয়া তৎপ্রেমবিশেষই; সুতরাং সেই প্রেমবিশেষময়ী যে রমণেচ্ছা, তাহা কখনও রিরংসা বা প্রাকৃত কামময় হইতে পারে না। শ্রীস্বামীপাদ যে 'সেই কন্দর্পেরও দর্পহারী গোপীগণের রাসমণ্ডলে মণ্ডিত সেই শ্রীপতি (শ্রীকৃষ্ণ) জয়যুক্ত হউন' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী (রাসলীলাকে) নিবৃত্তিপর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নিজ বাক্যের পোষণার্থ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের টীকার মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—'ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আদর পূর্ব্বক সান্ত্বনা দান করিলেন, স্বীয় প্রেমরূপ অমৃতকল্লোলে তাঁহাদের চিত্ত বিহ্বল হইয়াছে দেখিয়া সদয়ভাবে তাঁহাদিগের হৃদয়ে আনন্দদান করিতে করিতে আবির্ভূত হইলেন।' স্বয়ং মুনীন্দ্রও (শ্রীশুকদেব) রাসলীলা বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিবেন—'ব্রজবধূদিগের সহিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণের এই পরম মধুর রাসলীলা কথা যিনি শ্রদ্ধার সহিত বর্ণণ বা শ্রবণ করিবেন, তিনি প্রথমে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবেন, তাহার পরে শীঘ্রই তাঁহার হৃদ্‌রোগ (কাম) দূরীভূত হইবে'। অতএব এই রাসলীলা যে নিবৃত্তিপর বা ভগবদ্‌পর তাহা প্রতিপাদিত হইল; সুতরাং সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠতমা পরমানন্দরসময়ী রাসলীলা কোন অংশেই কামক্রীড়া নহে।

সেই দুর্ঘটঘটনা সমাধান করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, যোগমায়া—পরাখ্যা অচিন্ত্যশক্তি, তাঁহাকে উপ—সামীপ্যে আশ্রিত; সুতরাং যেখানে যেখানে বিহার করিতেছেন, সূর্য্যের স্ব-কিরণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্নঃ। শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥ প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং। লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে॥ গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সহতিপ্রভূষ্ণবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রাপ্তির মত সেই সেই স্থানেই সর্ব্বদা প্রাপ্ত; ইহা দ্বারা স্বাভাবিক তাদৃশ শক্তিমান—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সেই স্বাভাবিক শক্তিবশতঃ দুর্ঘট সেই সেই লীলা সিদ্ধ হইবে—এই অভিপ্রায়। শ্লেষে 'যোগ'—সংযোগ, তাহার নিমিত্ত 'মায়া'—কৃপা। মায়া অর্থে দম্ভ এবং কৃপা। (বিশ্বকোষ) সেই কৃপাকে উপ—আধিক্যে আশ্রিত, আরও গোপীদিগকে দেখিয়া পূর্ণিমা রাত্রি পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অধিক অধিক ইচ্ছা করিয়াছিলেন—এইপ্রকার অর্থ পাওয়া গেলে 'কৃপাকে অধিক আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ অধিক কৃপাপরবশ হইয়া' এইরূপ অর্থভেদও গ্রহণ করিতে হইবে। সেই রাকা (পূর্ণিমা) রজনীর সন্ধ্যা সময়ে গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমনপূর্ব্বক ভোজনাদি করিয়া মাতার নিকট হইতে শয়নগৃহের উপরিস্থিত কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া সদ্য এই ক্রীড়া সম্পাদন করা কর্ত্তব্য—এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই,—এই রাসলীলায় ভগবানের অঘটন-ঘটনপটীয়সী অচিন্ত্য শক্তিরূপা যোগমায়ার সমধিক প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা দেখাইয়াছেন। অতএব অঘটন-ঘটনপটীয়সী যোগমায়ার ন্যায় তত্তৎলীলাও তাদৃশী অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্না জানিতে হইবে। সূর্য্য-যেরূপ স্বকীয় কিরণমালা হইতে কদাপি বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না. তদ্রূপ ভগবান যোগমায়াকে ছাড়িয়া কোন লীলাই করিতে পারেন না। যে যে স্থলে শ্রীভগবান বিহার করেন, তত্তৎস্থলে সূর্য্যের কিরণের ন্যায় যোগমায়া সর্ব্বদা তাঁহার আশ্রয় করিয়া থাকেন। এতদ্বারা যোগমায়ার স্বাভাবিক তাদৃশ শক্তিত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্লেষে ইহাও বুঝাইল যে, 'যোগ' অর্থাৎ ভগবানের লীলাযোগের জন্য যে মায়া, তাহাই যোগমায়া শব্দে অভিহিত হইয়াছে। বিশ্বকোষে 'মায়া' শব্দে দম্ভ ও কৃপা অর্থ করিয়াছেন। এ স্থলে মায়া শব্দে কৃপা অর্থ গ্রহণ করিয়া 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' বলা হইয়াছে। এই পদের উপাশ্রিত শব্দের উপ—সমীপে, আধিক্যে অর্থাৎ পূর্ণরূপে কৃপাপরবশ হইয়া ভগবান গোপীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। আরও কিছু বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছেন—'তাঃ (রাত্রীঃ) বীক্ষ্য'—সেই সমস্ত রাত্রি দেখিয়া, বিশেষতঃ সেই পূর্ণিমার আরম্ভ হইতেই অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের প্রথম রাত্রি হইতেই ক্রমশঃ চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত মিলনোৎকণ্ঠাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে তিনি গোপীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য পূর্ণ উদ্যমে যত্নবান হন॥ ১

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে॥ অথ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ পঞ্চপ্রাণসমৈর্মুনিঃ। রাসং প্রাহ হরেঃ সর্ব্বলীলাসম্পচ্ছিরোমণিম্। রাসো জয়তি যদ্দত্তসৌভাগ্যা গোপযোষিতঃ। ধরাস্থা অধরীচক্রুঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্থাং রমামপি॥ ঊনত্রিংশে বেণুনাদপারুষ্যবিষবর্ষণম্। গোপিকাচাতকীষ্বাভিঃ ক্রীড়ান্তর্দ্ধিশ্চ বর্ণ্যতে॥

ইহ খলু সপ্তবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্যামাবস্যায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃ কৃতঃ। তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্দ্ধনমখোৎসবঃ। দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াভোজনোৎসবঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেণাবর্ণিতোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈব বর্ণিতা ইন্দ্রকোপোক্তয়শ্চ, তৃতীয়ামারভ্য নবমীপর্য্যন্তং গোবর্দ্ধনধারণম্। দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যং, একাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোকগমনং, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকগমনম্। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরে বর্ষে অষ্টবর্ষবয়স্থে সত্যাশ্বিনপূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ সর্ব্বলীলোৎসবমুকুটমণিস্তং বক্তুমারভতে,—ভগবানপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে রমনস্তোদ্দীপনালম্বনানাং কালদেশপাত্রাণাং শরদ-

---

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'র তাৎপর্য্য

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চপ্রাণতুল্য পাঁচ অধ্যায়ে শ্রীহরির সর্ব্বলীলা-সম্পদ-শিরোমণিস্বরূপ রাসলীলা বর্ণিত হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাত বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্রীনন্দাদি গোপগণের নিকট কর্ম্মবাদ উত্থাপন দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। পর দিবস শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধন মখোৎসব ও দ্বিতীয়াতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভোজনোৎসব করিয়াছিলেন। ইহা মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব বর্ণন না করিলেও জানিতে হইবে। অতঃপর ইন্দ্র কুপিত হইয়া বাত-বর্ষা-বজ্রাদির দ্বারা ব্রজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত সাতদিন ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দশমীতে গোপগণ বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা করিয়াছিলেন। একাদশীতে শ্রীগোবিন্দের অভিষেক। ঐ একাদশীর রাত্রিশেষে বরুণের ভৃত্য-কর্ত্তৃক অপহৃত শ্রীনন্দমহারাজকে আনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বরুণলোকে গমন এবং পৌর্ণমাসীতে তিনি গোপগণকে ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। এইরূপে শরৎকাল সমাপ্ত হইলে তদুত্তর বর্ষে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতে রাসোৎসব হইয়াছিল, জানিতে হইবে।

সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলা বর্ণনার প্রারম্ভে "ভগবানপি রন্তুং মনশ্চক্রে" এই শ্লোকাংশে শ্রীশুকদেবের বচনভঙ্গীর বিশেষ পরিপাটী ও মাধুর্য্য আছে। 'ভগবানপি'—এই 'অপি' শব্দের ধ্বনি এইরূপ—ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ও আত্মারাম, তিনি স্বতঃই সর্ব্বসুখপরিপূর্ণ, সুতরাং সুখভোগের নিমিত্ত কখনও স্ব-ব্যতিরিক্ত কোন দ্রব্যের উপর নির্ভর করিতে হয় না; তথাপি তিনি রমণ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

যামিনী বৃন্দাবনব্রজবনিতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্টমাধুর্য্যেণাকৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। শতকোটিবিলাসিনীনামুজ্জ্বলরসচিন্তামণীনাং সৌস্বর্য্যসৌন্দর্য্যসৌকুমার্য্যসৌরভ্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যতৌর্য্যত্রিকাণি বহুবিধানি পরমরুচিরাণি স্বীয়শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈর্জিঘৃক্ষুঃ স্বীয়সৌস্বর্য্যাদীনি তদীয় শ্রোত্রাদিভিস্তা জিগ্রাহয়িষুশ্চ বভূব, প্রেমবশ্যত্বাদেকস্যামেব রজন্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহরচতুষ্টয়বত্যান্তস্যা এব রাত্রের্মধ্যে তাবদ্বিলাসসমাপয়িত্র্যঃ পরঃ শতকোটিরাত্র্য আনীয় দর্শিতাঃ অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনম্। "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে প্রসিদ্ধার্থতৎপদোপন্যাসান্নানাগুণবতীরিতি রাত্রীণামুৎকর্ষঃ। শরদা টাবন্তঃ শরদায়ামপি উৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তাঃ। শরদ্যপি মল্লিকাঃ "কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতিগন্ধ" ইতি কুন্দাস্যপি। "রেমে তত্তরলানন্দিকমলামোদবায়ুনা"তি রাত্রাবপি কমলানি পুষ্পান্তীতি বৃন্দাবনস্যোৎকর্ষঃ। "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" ইতি পাঠে শারদ্যশ্চ তা উৎফুল্লমল্লিকাশ্চেতি তা রন্তুমারেভে রেমে ইত্যুক্তে আত্মারামস্য স্বতএব পূর্ণকামস্য ভগবতস্তস্য ব্রজবনিতাসু রমণং বাহ্যং নরবিড়ম্বনমেবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতো

'সারার্থদর্শিনী'র তাৎপর্য্য

করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই রমণের দেশ, কাল, পাত্র—বৃন্দাবন, শরৎযামিনী এবং আলম্বন হইতেছেন ব্রজবনিতাগণ; তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাই ভাবার্থ।

এস্থলে শরদ্যামিনীর সৌন্দর্য্যাদি দর্শনে ব্রজবনিতাগণের কথা শ্রীকৃষ্ণের মনে উদিত হওয়ায় রাত্রিসকল উদ্দীপন হইল। "সেই রাত্রিসকল" এই বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা এবং 'ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে' (ইত্যাদি অগ্রে বলিবেন) ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-নিচয় দ্বারা উজ্জ্বলরস-চিন্তামণিস্বরূপা শতকোটি বিলাসিনীদিগের সৌন্দর্য্য-সৌস্বর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌরভ্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্য-তৌর্য্যত্রিকাদি (নৃত্য, গীত, বাদ্য) পরম রুচিকর বহুবিধ বিলাস-মাধুরী আস্বাদন গ্রহণে অভিলাষী হইয়া এবং স্বয়ং ব্রজগোপীগণের প্রেমবশ্যতা-হেতু স্বীয় সৌস্বর্য্যাদি তাঁহাদের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাদিগকে আস্বাদন করাইবার অভিলাষী হইয়াছিলেন।

অতএব ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতারূপ শক্তিদ্বারা প্রেরিতা দুর্ঘটঘটনা-পটীয়সী যোগমায়া-কর্ত্তৃক সেই প্রহরচতুষ্টয় রাত্রির মধ্যেই উক্ত বিলাস সমাপনযোগ্য শতকোটি রাত্রি আনীত হইয়াছিল। অতএব 'তাঃ রাত্রীঃ' এই বহুবচনের প্রসিদ্ধার্থ উপন্যাসপূর্ব্বক গুণবতী রাত্রির উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ' এই কথায় শরৎকালের পূর্ণিমায় মল্লিকা পুষ্পরাশির বিকাশ এবং 'কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ' ইত্যাদি বাক্যে কুন্দপুষ্প এবং 'রেমে তত্তরলানন্দি কমলামোদ বায়ুনা" এই বাক্যে রাত্রিকালেও কমল প্রস্ফুটিত-হেতু বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যোৎকর্ষ লক্ষিত হইয়াছে। এতদ্বারা রাসলীলার উপযোগী দেশ, কাল ও পাত্রাদির যথাযথ সমাবেশ অর্থাৎ মনোরম বৃন্দাবন,

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

"রন্তুং মনশ্চক্র" ইত্যুক্ত্যা রমণমিদমান্তরমেব নতু বাহ্যমিতি জ্ঞাপিতম্। সত্যমান্তরমেবেদং রমণং কিন্তু ব্রজসুন্দরীণাং ভক্তত্বাত্তদনুরোধেনৈবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতশ্চক্র ইত্যাত্মনেপদং প্রযুক্তম্। রমণস্য স্বসুখার্থকত্বং বোধয়তি, ততশ্চ ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো ব্রজসুন্দর্য্যো যত্তাসু ভগবান্ স্বতঃ সর্ব্বসুখপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইত্যত্র "ইত্থম্ভূত গুণো হরি"রিতিবৎ অতো ব্রজসুন্দরীণামপি পরমোৎকর্ষঃ। তথা "সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিত" ইতি। "ঘৃষ্বতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ" ইতি বিষ্ণুপুরাণহরিবংশয়োঃ মানয়ন্ আদৃতং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ বিহারাভাবে স্বীয়কৈশোরবয়োঽপ্যবমানিতং স্যাদত

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য

জ্যোৎস্নাময়ী শারদ পূর্ণিমা রজনী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী যুবতী গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজের কৈশোর বয়স ও মন্মথ-মন্মথ রূপ লাবণ্য প্রভৃতি রমণেচ্ছারই অনুকূল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। "ভগবান্ রন্তুং মনশ্চক্রে" এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভগবান আত্মারাম ও স্বতঃই পূর্ণকাম হইলেও ভক্তাধীনতাবশতঃ ব্রজবনিতাবৃন্দের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কেননা, "তিনি প্রপঞ্চের অতীত হইয়াও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নরলীলার অনুকরণে লীলা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন হয়।" পরন্তু এই রমণে তাঁহার কোনও বস্তুবিশেষ বা ভক্তবিশেষের জন্য ইচ্ছা করিতে হয় না; কিন্তু তিনি মনদ্বারা প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা করেন। আবার শ্রীভগবানের এই রমণেচ্ছা কেবলমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের মনোরথ পূরণের জন্যই নহে, ইহাতে তাঁহারও মনোরথ পূরণের ইচ্ছা আছে। এইজন্য "রন্তুং মনশ্চক্রে" এই বাক্যে আত্মনেপদ প্রয়োগ হইয়াছে। যেস্থলে কর্ত্তা ক্রিয়ার ফলভোগী হন, সেইস্থলে আত্মনেপদ প্রয়োগ হয়। অতএব আত্মনেপদ প্রযুক্ত হওয়ায় রমণকর্ত্তার স্বসুখার্থকত্ব বুঝা যাইতেছে। আবার "ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো ব্রজসুন্দর্য্যো' এই বাক্যে বুঝা যায় যে, ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের এমনই কিছু শক্তি বা বিশেষত্ব আছে যে, যাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃই সর্ব্বসুখস্বরূপ ও আত্মারামগণাকর্ষী স্বয়ং ভগবানও তাঁহাদিগের সহিত রমণ করিলেন। ইহার দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের পরমোৎকর্ষ সূচিত হইল। আর এই রাসক্রীড়া যে কৈশোর বয়সে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীবিষ্ণু পুরাণেও উক্ত আছে। যথা—"সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীমধুসূদন কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত বহুরাত্রি ব্যাপিয়া বিহার করিয়াছিলেন।" এইরূপ শ্রীহরিবংশেও বর্ণিত আছে—'কালবিদ্ শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়সের সমাদরকরত রাত্রিতে যুবতী গোপকন্যা সকলকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।' এই শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীহরিবংশ পুরাণোক্ত 'মানয়ন্' শব্দে সমাদর বুঝায়। অতএব ব্রজসুন্দরীগণের

তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥২

-ঃ শ্রীধরস্বামী ঃ-

২। তদা তস্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীতয়ে উডুরাজশ্চন্দ্র উদগাদুদিতঃ। কিং কুর্ব্বন্ দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়ায়া মুখমরুণেন কুঙ্কুমেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশো মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈ রশ্মিভিররুণেন উদয়-রাগেণ বিলিম্পন্ অরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধ উডুরাজঃ। তথা চর্ষণীনাং জনানাং শুচস্তাপগ্লানীর্মৃজন্ অপনয়ন্।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

এবোক্তমভিযুক্তমহানুভাবৈঃ। "কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরি"রিতি সর্ব্বথৈব ব্রজবনিতা-নামপ্যুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। অত্র চোক্তানুক্তসর্ব্বেতি কৃত্যসমাধানার্থমাহ,—যোগমায়াং স্বীয়াচিন্ত্যচিচ্ছক্তিবৃত্তিং উপ আধিক্যেন আশ্রিত ইতি স্বাশ্রিতানামপি তামাশ্রিত ইতি প্রয়োগাত্তস্যা অপ্যত্র সৌভাগ্যাধিক্যম্ ।১।

মূলানুবাদ

২। দীর্ঘকাল পরে গৃহাগত পতি যেমন স্বপ্রিয়ার বদন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত করেন, সেইরূপ তারকাপতি চন্দ্র পূর্ব্বদিক্‌বধূর মুখমণ্ডল স্বীয় অরুণবর্ণ কিরণে রঞ্জিত এবং জগতের জনগণের সন্তাপ নিবারণ করিতে করিতে উদয় হইলেন।

'সারার্থদর্শিনী'র তাৎপর্য্য

সহিত বিহারাভাবে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সোচিত স্বৈরলীলাও সফল হয় না ; সুতরাং কৈশোর বয়স মানিত হইল। অর্থাৎ এই রাসক্রীড়া কৈশোর বয়স ব্যাপিয়া হইয়াছিল। এজন্য মহানুভব শ্রীল রূপগোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—'কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ" ইতি। এই-প্রকার কুঞ্জে বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর সফল করিতেছেন। ইহার দ্বারাও ব্রজবনিতাগণের উৎকর্ষ ধ্বনিত হইল। এস্থলে উক্ত বা অনুক্ত সর্ব্ববিধ কৃত্য সমাধানার্থ শ্রীভগবান তাঁহার পরমমধুর রাসলীলা সম্পাদন মানসে অঘটন ঘটন-পটীয়সী অচিন্ত্য মহাশক্তির বিশেষত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' অর্থাৎ স্বীয় অচিন্ত্য চিৎশক্তি বৃত্তিকে আধিক্যরূপে আশ্রয় করিয়া, এই অর্থে স্বীয় আশ্রিতা যে মায়া, তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন—এই প্রকার প্রয়োগে তাঁহারও এইস্থলে সৌভাগ্যাধিক্য দেখান হইল।১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২। এবং নিজরিরংসয়া চন্দ্রমপি প্রাচ্য-দিশা সহ প্রিয়ঃ প্রিয়য়েব রন্তুমুদ্যতং মন্যমানস্য শ্রীভগবতো ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ তাসাং রাত্রীণামুত্তমাঙ্গনারূপায়াময়ামভিব্যক্ত-সর্ব্বমঙ্গলসূচকমন্যদপ্যাহ—তদেতি। উড়ুনাং রাজেতি. তা অপি তৎপরিবারত্বেন উদগুরিতি ধ্বনিতম্। রশ্মিভিররুণেন ইতি করণদ্বয়ম্, উভয়েষামপি সাধকতমত্বাৎ রশ্মিধৃতেন রাগেণেত্যর্থঃ। বিশেষেণ লিম্পন্ ইতি পূর্ণচন্দ্রাভিপ্রায়েণৈব তত্রো রাকৈবেয়ং তিথিঃ, পূর্ণত্বঞ্চ তস্য তিথ্যন্তরে শ্রীভগবদিচ্ছাপেক্ষয়া তদেত্যুক্তি-স্বারস্যাৎ, কিংবা উৎফুল্লমল্লিকা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতিবত্তস্যাপ্যুদ্দীপনত্বেন সহজোদ্গমৌচিত্যাৎ,

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

২। যখন শ্রীভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার প্রীতিবিধান জন্য তখনই শারদীয় উড়ুরাজ (উড়ু-নক্ষত্র, রাজা-চন্দ্র) অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন। 'কিং কুর্ব্বন্ ?'—দীর্ঘকাল পরে সমাগত প্রবাসগত প্রিয় ব্যক্তি যেমন স্বকরধৃত অরুণবর্ণ কুঙ্কুম দ্বারা প্রিয়ামুখ লেপন করেন, তদ্রূপ পূর্ব্বদিক্‌বধূর মুখমণ্ডল সুখতম করধৃত অরুণোদয়রাগে লিপ্ত করিয়া লোক সকলের রবিতাপ জন্য গ্লানি অপনোদন করিলেন। 'স'—প্রসিদ্ধ পূর্ণচন্দ্র (উদিত হইলেন।)

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২। এইরূপে নিজ রমণেচ্ছায় প্রিয় যেমন প্রিয়ার সহিত রমণে উদ্যত হয়, সেইরূপ পূর্ব্বদিকরূপ বধূর সহিত চন্দ্রকে রমণে উদ্যত মনে করিলেন অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের উদয় দর্শনে তিনি মনে করিলেন, চন্দ্রও যেন তাঁহার ন্যায় পূর্ব্বদিক্ বধূর সহিত বিহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এইরূপে শ্রীভগবানের হৃদয়ে যে ভাব সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহাই সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিয়া সেই সকল রাত্রির মধ্যে উত্তমাঙ্গনারূপা এই পূর্ণিমার রাত্রিতে সর্ব্বমঙ্গলসূচক অন্যান্য যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন—'তদা' ইত্যাদিতে। 'তদা' বলিতে সেই সময়,—যে সময় ভগবান বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। 'উড়ুরাজঃ'—তারকাপতি চন্দ্র। অতএব এই চন্দ্র এবং তাঁহার সমুদয় পরিবার (তারকা সকলও) সমুদিত হইয়াছিল, এইরূপ অর্থ ধ্বনিত হইতেছে। 'রশ্মিভিঃ' ও 'অরুণেন' এই দুইটী পদই করণ তৃতীয়া, দুইটীই সাধকতম বলিয়া রশ্মিধৃত রাগ দ্বারা—এই অর্থ। অর্থাৎ এই চন্দ্রের উদয়কালীন কোমল রশ্মির অরুণরাগে পূর্ব্বদিক-বধূর মুখমণ্ডল সুরঞ্জিত দেখিয়া শ্রীভগবানের মনে হইল যেন তাঁহার সহিত অনুরাগবতী গোপীগণের মিলন এই পূর্ণচন্দ্রেরও অভিপ্রায়। 'বিশেষেন লিম্পন্'—বিশেষভাবে লিপ্ত করিয়া। এইটী পূর্ণচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব এই তিথি রাকা (পূর্ণিমা)। তবে তাহার পূর্ণত্ব অপর তিথিতেও ভগবদ্ ইচ্ছাকে অপেক্ষা করিয়া। কারণ 'তদা' এই উক্তির সারস্য বা নিজস্ব অভিপ্রায় আছে; কিংবা 'উৎফুল্লমল্লিকা-শোভিত রাত্রিগুলিকে দেখিয়া' এই বাক্যে রাত্রিসকলের মত চন্দ্রও উদ্দীপনরূপে বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং পূর্ণচন্দ্রেরও উদয় সমুচিত হইয়াছে। আর বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান স্বয়ংই বলিবেন,—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

রাকেশকররঞ্জিতমিতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তত্তিথাবেব তাৎপর্য্যাৎ। স ইতি তা ইতিবৎ। ন কেবলমেবমমুনা, প্রাচী-দিশ এব তাপোপহৃতঃ, কিন্তু সর্ব্বেষাং জনানামপীত্যাহ—চর্ষণীনামিতি। শুচঃ শরদর্কজ-সন্তাপদুঃখানি; যদ্বা, মনোদুঃখানি। ভগবতঃ সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়-পরমশক্তিরূপাণাং তাসামুল্লাসোল্লাসাভ্যাং স্বত এব সর্ব্বেষাং তত্তদ্ভাবাৎ শ্রীকৃষ্ণজন্মদিনাদিবৎ। প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইবেতি—সরাগত্ব-সাধুত্বানন্যত্বাদিনান্যোঽন্যং রুচিবিশেষো দর্শিতঃ। অতএব তৎপরিজনানাং শোকাশ্রূণি মার্জ্জয়ন্ যথাঽসৌ পরমসুখকরেণ করেণ লিম্পতি, তথেতি ব্যঞ্জিতম্। 'দীর্ঘদর্শনঃ' ইত্যনেন পরমোৎকণ্ঠ্যং সূচিতম্, এবং সর্ব্বমিদং শ্রীভগবতো রিরংসাবির্ভাবনমেবোক্তম্॥ ২

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

২। তদৈবোদ্দীপনান্তরঞ্চ প্রাদুর্বভূবেত্যাহ,—তদা উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ। কিঞ্চ, ন কেবলময়মুদ্দীপন এব অপি তু গোপস্ত্রীরমণস্য তস্য প্রমাণীভূত ইত্যাহ,—ককুভ ইতি। দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ো রমণঃ প্রিয়ায়া স্বরমণ্যা মুখং অরুণেন কুঙ্কুমেন স্বকরধৃতেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশঃ মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ কিরণৈর্ঘৃতেন অরুণেন উদয়রাগেণ লিম্পন্নরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধ এব চর্ষণীনাং—"অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতে"তি ষষ্ঠোক্তের্মানুষজাতীনাং শুচঃ সন্তাপান্ মৃজন্

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'রাকেশকররঞ্জিতম্' অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের কররঞ্জিত (এই বন তোমাদের দর্শন হইয়াছে?) এই বাক্য অনুসারে পূর্ণিমা তিথিরই উপলব্ধি হয়। প্রথম শ্লোকে 'তা রাত্রীঃ' (সেই সকল রাত্রি) পূর্ব্বে 'তাঃ' শব্দে 'সেই' অর্থের ন্যায় এই শ্লোকে 'স' শব্দেরও 'সেই' অর্থ সূচিত হইয়াছে। কেবল যে পূর্ব্বদিকবধূর তাপ হরণ করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন—তাহা নহে, জগদ্বাসীর শরৎকালীন সূর্য্যতাপজনিত শোক বা মনোদুঃখ অপনোদন করিলেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই,—গোপীগণ ভগবানের পরম শক্তির আশ্রয় বা পরম শক্তিরূপা বলিয়া তাঁহাদের উল্লাস বা অনুল্লাস দ্বারা স্বতঃই সর্ব্বপ্রাণীর উল্লাস ও অনুল্লাস হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি এ বিষয়ে প্রমাণ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হইতেই যেমন সমস্ত প্রাণীরই সুপ্রসন্ন ভাব উদয় হইয়াছিল, তদ্রূপ এই রাত্রিতে সমস্ত প্রাণীর মনোদুঃখ বিদূরিত হইয়াছিল, জানিতে হইবে। 'প্রিয় যেমন প্রিয়ার'—এই বাক্যে পরস্পরের সরাগত্ব, সাধুত্ব ও অনন্যত্বাদি রুচিবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বহুকাল পরে সমাগত প্রিয় যেমন তদীয় পরিজন সকলের শোকাশ্রু মার্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান পরম সুখকর করকমলের দ্বারা কুঙ্কুমরাগ প্রিয়ার বদনকমলে বিলেপন করিলেন—ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'দীর্ঘদর্শনঃ' (বহুকালের পর দর্শন) এই বাক্যে পরম উৎকণ্ঠা সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই প্রকার শ্রীভগবানের যখন বিহার-বাসনা হয়, সেই সময় স্ব-সংকল্পিত অনুকূল অবস্থার আবির্ভাব হয়। এইরূপে এই সমস্ত ভগবানের রমণেচ্ছার আবির্ভাবের কারণ উক্ত হইল॥২॥

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥৩

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

অপনয়ন্। অয়মর্থঃ,—কৃষ্ণস্য স্বকুলাদিপুরুষঃ স পুরাতনোঽপি দ্বিজরাজোঽপি রমণার্হ বহুতরস্বস্ত্রীমানপি প্রাচ্যা দিশঃ ইন্দ্রভার্য্যাত্বাৎ পরস্ত্রিয়ো মুখং স্বকরৈঃ স্পৃশতি, স্পৃশন্নেব স্বয়ং তস্যামনুরক্তস্তামপ্যনুরাগবতীং করোতি যদি তদা কৃষ্ণস্য তদ্বংশ্যস্য নবীনবয়সো গোপজাতেরলব্ধবিবাহত্বাৎ স্বীয় স্ত্রীরহিতস্যাথ চ স্বসৌন্দর্য্যেণ মানুষীর্জাতীরানন্দয়তো গোপস্ত্রীরমণে কঃ খলু দোষ ইতি ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ

৩। নবকুঙ্কুমরাগ-রঞ্জিত রমার আননতুল্য অরুণবর্ণ অখণ্ডমণ্ডল কুমুদ্বান পূর্ণচন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহার কোমল কিরণ-শোভিত বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বামলোচনা ব্রজসুন্দরীগণের বিমোহনকারী মধুর বংশীধ্বনি করিলেন।

'সারার্থদর্শিনী'র তাৎপর্য্য

২। যে সময় শ্রীভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সেই সময়ে তারকাপতি পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন; কিন্তু এই পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখিয়া শ্রীভগবানের রমণেচ্ছা হয় নাই, পূর্ণচন্দ্রের উদয় কেবল রমণেচ্ছারই উদ্দীপন মাত্র। যেহেতু গোপস্ত্রীগণের সহিত রমণই ইহার প্রমাণ। তাহাতেই বলিলেন—'ককুভঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ দীর্ঘকাল পরে আগত প্রিয় ব্যক্তি যেমন স্বকর-ধৃত অরুণ-বর্ণ কুঙ্কুম দ্বারা স্বপ্রিয়ার মুখখানি লেপন করে, সেইরূপ নক্ষত্রপতি চন্দ্র দীর্ঘকালের পর উদয় হইয়া পূর্ব্বদিক্-বধূর মুখমণ্ডল স্বীয় সুখতম করধৃত কোমল কিরণ ও উদয়রাগে রঞ্জিত করিয়া উদিত হইলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, জগৎবাসীর-"অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতা" এই ষষ্ঠস্কন্ধের উক্তি অনুসারে মনুষ্যজাতির সন্তাপ অপনোদন করিয়া থাকেন। ভাবার্থ এই—চন্দ্র যেন শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি মদীয় বংশোদ্ভব। আমি তোমার কুলের আদি পুরুষ দ্বিজরাজ, তাহাতে আবার প্রাচীন এবং বহুতর সুন্দর রমণীর পতি। অর্থাৎ চন্দ্রের বহু পত্নী তারকা সকল থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রপত্নী যে পূর্ব্বদিক্ বধূ, তাহার মুখমণ্ডল স্বীয় করে স্পর্শ করিয়া রঞ্জিত করেন এবং স্বয়ং তাহাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাকেও অনুরাগবতী করিয়া থাকেন। তাই যেন বলিতেছেন,—তুমি মদীয় বংশোদ্ভব। বিশেষতঃ নবীনত্ব-হেতু অবিবাহিত-স্বভার্য্যাদিরহিত ও সর্ব্বদোষবিনির্মুক্ত পরমসুন্দর বিগ্রহ। তাহাতে আবার গোপজাতি, সুতরাং সুন্দরী গোপস্ত্রীদিগের সহিত বিলাসে কি দোষ হইতে পারে? অতএব তাহাদিগের সহিত যথাভিলষিত রমণ কর। তোমার ইহাতে দোষের গন্ধ পর্য্যন্তও হইবে না।

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

৩। কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্ত তং কুমুদ্বন্তম্। ন খণ্ডং মণ্ডলং যস্ত তম্। রমায়া আননস্যাভেব আভা যস্ত তম্। নবকুঙ্কুমমিবারুণম্ এবম্বিধং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা। তথা বনঞ্চ তস্ত কোমলৈর্গোভী রশ্মিভী রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা কলং মধুরং জগৌ অগায়ত। কথম্ বামদৃশাং বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং মনোহরং যথা ॥ ৩ ॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

৩। ততশ্চ তং দৃষ্ট্বা ভাববিশেষাবির্ভাবেণ বনমাগত্য তচ্চ তদ্রশ্মিভী রঞ্জিতং দৃষ্ট্বা তত্র যমুনাতীরভাগম্, অদ্যাপি 'রাসৌলী' ইতি প্রসিদ্ধং শ্রীবজ্রস্থাপিত-গ্রামচত্বরমাগত্য চাকর্ষণবেণুনা কিমপি গীতমগায়দিতি পূর্ব্ববত্তস্যাং রাত্রৌ প্রকটিতবেণু-শিক্ষাবিশেষত্বমপ্যাহ—দৃষ্ট্বেতি। তঞ্চ রমাননাভং, রময়ন্তীতি—রমাণাং পরমরমারূপাণামেব তাসাং তৎপ্রেয়সীনাং মধ্যে পরমপ্রেয়সী যা রাধা, যৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব বেণুশিক্ষাবিশেষং প্রকটয়িতুং নূনমেতাবন্তং কালং তাসামপি সঙ্গমে শিথিলোঽভূৎ, তস্যা যৎ আননং তদাভং দৃষ্ট্বা তত্তয়া বিতর্ক্য তেন তৎ স্মৃত্বা কলং

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৩। 'কুমুদ্বন্তম্'—কুমুদ বিকশনশীল। 'অখণ্ডমণ্ডলম্'—ষোড়শকলাবিশিষ্ট। 'রমাননাভম্'—রমার আননের কান্তিসদৃশ কান্তিময়। 'নবকুঙ্কুমারুণম্'—নবকুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ (উদয়-রাগ-সম্বলিত), এবম্বিধ চন্দ্রকে দেখিয়া এবং তাহার কোমল সুখস্পর্শী কিরণ-রঞ্জিত বনভূমি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কল-সঙ্গীত করিলেন। কি প্রকার কল-সঙ্গীত করিলেন? উত্তর—বামদৃশা অর্থাৎ বামভাগে দৃষ্টিমতী ব্রজগোপীগণের আকর্ষণের নিমিত্ত মনোহর বংশীধ্বনি করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩। অনন্তর শ্রীভগবান সেই পূর্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভাববিশেষের আবির্ভাব-হেতু নিজ গৃহ হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিলেন এবং চন্দ্রকিরণে সেই বনভূমি রঞ্জিত দেখিয়া যমুনাপুলিনে 'রাসৌলি' নামক চত্বরে আসিলেন। এই গ্রাম শ্রীবজ্রনাভ কর্ত্তৃক স্থাপিত। অদ্যাপি যমুনার ঐ পুলিন 'রাসৌলি' নামে প্রসিদ্ধ। এই পুলিনে আসিয়া প্রেমবতী গোপীগণকে আকর্ষণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মোহন বেণু দ্বারা কি এক অনির্ব্বচনীয় গীত গান করিলেন। এই বাক্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় তাঁহার বেণু শিক্ষার বিশেষত্ব বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদিতে। 'রমাননাভং'—যিনি শ্রীভগবানের সহিত রমণ করেন তিনি রমা অথবা যাঁহারা শ্রীভগবানকে রমণ করাইয়া থাকেন, তাঁহারা রমা। এই রমা শব্দের মুখ্য বৃত্তিতে পরম রমারূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে বুঝায় এবং প্রেয়সীগণের মধ্যে পরম প্রেয়সী যে রাধা, সেই রাধাই এই রমা শব্দের বাচ্যা। যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের বেণুশিক্ষাবিশেষের প্রকটন এবং এতকাল সেই প্রেয়সীগণের সহিত সঙ্গমে শৈথিল্য প্রদর্শন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

জগাবিত্যন্বয়ঃ, বিতর্কাদ্যুপপাদনায় সাম্যেন বিশেষণানি—কুমুৎ কুমুদম্। তথা চ বিশ্বঃ—'কুমুদেঽপি কুমুৎ প্রোক্তম্' ইতি। তদ্বন্তমিতি বা স্বপ্রকাশনায় কুমুদানি চ তদানীং বিকসিতানীতি ধ্বন্যর্থঃ। অত্র বিশেষণৈরেব বিশেষ্যশ্চন্দ্রো লভ্যতে; 'অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনাম্' ইতিবৎ। আননস্য পক্ষে কোঃ পৃথিব্যামুৎ কর্ত্তব্যত্বেন বিদ্যতে যস্য তদিতি বিশেষ্যবশাৎ লিঙ্গপরিণামেন জ্ঞেয়ম্; পরমরমারূপত্বাত্তস্যাঃ। অখণ্ডমণ্ডলং ষোড়শকলং, পক্ষে যথাবৎপরিমাণসম্বলিতং মণ্ডলমবয়ববৃন্দং যত্র, নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণম্; পক্ষে নবকুঙ্কুমরাগেণারুণম্। এবং কালস্য রতিযোগ্যতাং প্রদর্শ্য স্থানস্যাপি দর্শয়তি—বনঞ্চেতি। তস্য প্রথমোদয়েনাল্পমাত্রপ্রকাশ-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সম্প্রতি সেই শ্রীরাধার যে আনন, 'তদাভ' (তাহার আভাসতুল্য) মনে করিয়া অর্থাৎ চন্দ্রকে দেখিয়া শ্রীরাধার মুখমণ্ডল স্মরণ-হেতু আপনাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান কলস্বরে (মধুর অস্ফুট স্বরে) বেণু বাদন করিলেন। বিতর্ক (সম্ভাবনা) ও স্মরণাদির উপপাদনের জন্য সমানভাবে বিশেষণ-সমূহ—'কুমুৎকুমুদম্'। অর্থাৎ বেণুগানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কেবল অনুরাগবতী ব্রজসুন্দরী গণেরই কর্ণগোচর হইয়া থাকে, অন্য কাহারও শ্রবণগোচর হয়না। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রদর্শনে যে শ্রীরাধার মুখ সাদৃশ্যাদি দেখিয়া বিতর্ক করিলেন, তাহার হেতুসমূহ নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'কুমুদ্বান্'—অর্থাৎ যাহার কুমুদ আছে সেই কুমুদ্বান্। যেহেতু চন্দ্র উদয় হইলেই কুমুদ নামক জলজ পুষ্প বিকশিত হয়। এই জন্য চন্দ্রের নাম কুমুদ্বান্। ইহাতে এইরূপ অর্থ ধ্বনিত হইতেছে যে, তৎকালে কুমুদ পুষ্পসকল বিকশিত হইয়াছিল। এখানে বিশেষণসমূহের দ্বারা বিশেষ্য চন্দ্রকে পাওয়া গেল। 'পদ্মিনীর মুদ্রিত অবস্থা ভঞ্জনকারী ইনি উদিত হইতেছেন' (অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনাম্) - সাহিত্যদর্পণের এই বাক্য প্রয়োগে যেমন বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্য সূর্য্যকে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'কুমুদ্বন্ত' ইত্যাদি বিশেষণসমূহ দ্বারা বিশেষ্য চন্দ্রকে পাওয়া যাইতেছে। রমার আননের পক্ষে 'কুমুদ্বন্ত' বিশেষণ পদের ব্যাখ্যা—'কু'—পৃথিবী, 'মুৎ'—আনন্দ, পৃথিবীর আনন্দ বর্দ্ধনই যে আননের কর্ত্তব্যরূপে বিদ্যমান, সেই 'কুমুদবৎ'। কেননা, বিশেষ্য আননের অধীন-হেতু বিশেষণ 'কুমুদ্বন্তং' এর পুংলিঙ্গের পরিবর্ত্তনে 'কুমুদ্বৎ' ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধা পরম রমারূপা বলিয়া তাঁহার মুখের কর্ত্তব্য হইতেছে—পৃথিবীর আনন্দবর্দ্ধন করা।

'অখণ্ডমণ্ডলং' ঃ—চন্দ্র পক্ষে—ষোড়শকলাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্র এবং আননপক্ষে—যথাবৎ পরিমাণ-সম্বলিত মণ্ডল (অবয়ববৃন্দ) অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসোচিত হাব-ভাবাদির আবির্ভাবে যে মুখের সৌষ্ঠবাদির কোন অংশেই ন্যূনতা নাই, তাহার নাম অখণ্ডমণ্ডল মুখ।

'নবকুঙ্কুমারুণং' ঃ— চন্দ্রপক্ষে—নবকুঙ্কুমপিণ্ড সদৃশ অরুণবর্ণ। মুখপক্ষে—নবকুঙ্কুমরাগে অরুণ-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ষড়্ভির্গোভী রঞ্জিতং দীর্ঘত্বাভাবশ্ছান্দসঃ। এবং ভাবোদ্দীপনমেব দর্শিতম্। কলং মধুরাস্ফুটং ধ্বনিং জগৌ বেণুনেতি জ্ঞেয়ম্। 'কা স্ত্রাঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত' (শ্রীভা ১০।২৯।৪০) ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাৎ। তত্র মধুরত্বং মনোহরণায়, অস্ফুটত্বং সর্বাসামপি তাসাং স্বস্বনামময়ত্বাদিভ্রমায়, বামদৃশাং মনোহরমিতি—তাদৃশভাববতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথেতি। আদিরসমাত্রোদ্দীপনং রাগবিশেষং জগাবিত্যর্থঃ; বক্ষ্যতে চ—'অনঙ্গবর্দ্ধনম্' ইতি। স চ নূনং মধ্যমাদিনামা, যত উক্তং মায়ূররাগভেদে 'মধ্যমাদির্মগ্রহান্তো মধ্যমগ্রামরাগজঃ। অয়ং সায়ং তু গাতব্যঃ শৃঙ্গারে ঋধবর্জিতঃ॥' ইতি মেতি মধ্যমঃ, ঋধেতি ঋষভধৈবতৌ স্বরৌ। 'গ্রহঃ স্বরঃ স ইত্যুক্তো যো

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বর্ণ মুখমণ্ডল। এইরূপে কালের রতিযোগ্যতা দেখাইয়া সেই স্থানেরও রতিযোগ্যতা দেখাইতেছেন —'বনঞ্চ' ইত্যাদিতে। চন্দ্রের কোমল কিরণে বনভূমি উদ্ভাসিত দেখিয়া অর্থাৎ চন্দ্রের প্রথম উদয়ে মৃদুল কিরণের অল্পমাত্র প্রকাশ দ্বারা রঞ্জিত, তাই কোমল কিরণ বলা হইয়াছে। 'কোমলগোভিরঞ্জিতং'— এখানে 'গোভিঃ' পদের বিসর্গস্থানে 'র' হইয়া তাহার লোপ ও 'ভি'র 'ই' কারের দীর্ঘ হইলে ছন্দের পতন ঘটিত, সেইজন্য দীর্ঘ করা হয় নাই। এইরূপে ভাবোদ্দীপন প্রদর্শিত হইয়াছে।

'কলং'— মধুর অস্ফুট ধ্বনি। ইহা কিন্তু গীতবান শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিবিশেষই জানিতে হইবে। কেননা, 'জগৌ'— বেণু দ্বারা গান করিয়াছিলেন। বক্ষ্যমাণ রাসপ্রসঙ্গে বলা হইবে - 'হে কৃষ্ণ! ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন্ রমণী আছে যে, তোমার মধুরাস্ফুট বেণুগীত শ্রবণে মোহিত হইয়া আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়? মধুর অস্ফুটধ্বনির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন—এই বেণুগান সকলের মন হরণের জন্য মধুর এবং সেই সকল অনুরাগবতী গোপীর স্ব-স্ব নামময়ত্বাদি ভ্রমের জন্য অস্ফুট, অর্থাৎ যাহার নামাদি নির্দ্দেশ করিয়া ধ্বনি করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট নহে বলিয়া অস্ফুট; অথচ প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন, আমাকেই আহ্বান করিতেছেন।

'বামদৃশাং মনোহরং'— তাদৃশ ভাববতীগণেরও যেরূপে মনোহর হয় সেইভাবে। অর্থাৎ অনুরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণেরই মনোমুগ্ধকর। কেননা, ঐ সঙ্গীত কেবল তাঁহারাই শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ঐ সঙ্গীত শ্রবণে কেবল তাঁহারাই আগমন করিয়াছিলেন, অন্য কেহ আগমন করেন নাই। আর শ্রীভগবানও আদিরসমাত্রের অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক রাগবিশেষ গান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শ্লোকেও বলিবেন 'অনঙ্গবর্দ্ধনং' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ যে রাগবিশেষ গান করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই মধ্যমাদি রাগ হইবে। কেননা, ঐ রাগে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গীতাদৌ সমর্পিতঃ' ইতি। পূর্ব্বন্তু 'ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্ (১০।২১।৬) ইতি সামান্যবিষয়কত্বাৎ স্বভাবানুসারেণ তাসাং মোহনমাত্রং জাতম্, অধুনা তু রসবিশেষোদ্দীপনত্বাদাকর্ষণমিতি তত্র তত্র বংশ্যা অপি বৈশিষ্ট্যমস্তি। যথোক্তম্—'অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্। ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্॥ শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সা তু বংশিকা। নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥ দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্চেৎ সা তারমুখরন্ধ্রয়োঃ। মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতি চ॥ ভবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষণী মতা। আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥ গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা। ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥' ইতি। অতো দ্বাদশাঙ্গুলান্তরে তারমুখরন্ধ্রা হৈমীয়ং জ্ঞেয়া। এবং গান-বৈশিষ্ট্যমপি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ব্রজসুন্দরীগণের কামোদ্দীপন করিয়াছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে মায়ূর রাগভেদে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা মধ্যম গ্রামের রাগ হইতে জাত শেষের মধ্যমস্বর তাহা 'মধ্যমাদি'। এইটী সায়ংকালে গান করিতে হয়। শৃঙ্গাররসে ঋষভ্ ও ধৈবত্ স্বর বর্জ্জিত হইয়া থাকে। "মধ্যমাদির্মগ্রহান্তো মধ্যমগ্রামরাগজঃ।" এই শ্লোকে 'ম'—মধ্যম, 'ঋ'—ঋষভ, 'ধ'—ধৈবত স্বর, গীতের আদিতে যে স্বর সমর্পিত হয়, তাহাকে 'গ্রহ' বলে। পূর্ব্বে 'হে রাজন্! সমস্ত প্রাণীর মনোহর বেণুরব'—এইরূপে সামান্যভাবে বেণুরবের পরিচয় প্রদান করিয়া, স্বভাবানুসারে সেই সকল ব্রজসুন্দরীর মোহনমাত্র জাত হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা উজ্জ্বলরসবিশেষের উদ্দীপনত্ব বশতঃ তাঁহাদের আকর্ষক হইয়াছিল, সুতরাং সেই সেই ক্ষেত্রে বংশীরও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহাই বলিতেছেন— অর্দ্ধাঙ্গুলী ব্যবধানে ঊর্দ্ধমানে তারাদি স্বরের জন্য আটটি ছিদ্রযুক্ত এবং ঐ সমস্ত ছিদ্রের প্রথম ছিদ্র হইতে দেড় অঙ্গুলি পরে এক অঙ্গুলি পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ চার অঙ্গুলি এবং পশ্চাদ্ভাগ তিন অঙ্গুলি— মোটের উপর নব ছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুলি পরিমিত বংশই 'বংশী' নামে অভিহিত। বংশীর মুখছিদ্র তার নামক শেষ ছিদ্র হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত ব্যবধান হইলে সেই বংশীর নাম 'মহানন্দা'। কেহ কেহ এই বংশীকেই 'সংমোহিনী' বংশী বলেন। যদি বংশীর তার ছিদ্র ও মুখরন্ধ্র দ্বাদশাঙ্গুল ব্যবধান থাকে, তাহাকে 'আকর্ষণী' এবং চতুর্দ্দশাঙ্গুল ব্যবধান থাকিলে তাহাকে 'আনন্দিনী' বলা হয়। আনন্দিনীর অন্যনাম 'বংশুলী', ইহা শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের অতিশয় প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের এই তিন প্রকার বংশী যথাক্রমে মণিময়ী, হৈমী এবং বৈণবী অর্থাৎ সরল বংশ-নির্ম্মিত। তন্মধ্যে মণিময়ী বংশীর নাম সম্মোহিনী, হৈমী বংশীর নাম আকর্ষিণী এবং বৈণবী বংশীর নাম আনন্দিনী। এই প্রকার বংশীর ন্যায় গানেরও বৈশিষ্ট্য আছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

জ্ঞেয়ম্, বামদৃশামিতি শ্লেষেণ স্বস্মিন্ কুটিলমেব পশ্যন্তীনাং তাসাং মনোরূপমূলাকৃষ্ট্যা দৃষ্ট্যাদিসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃন্দমেবাকৃষ্ট-মিবেত্যর্থঃ। অত্র শ্লেষেণ কামবীজং জগাবিতি রহস্যম্, যতো বামদৃক্সম্বন্ধি যত্তৎ সহিতং কলমিতি প্রথমাক্ষরত্রয়ং ব্যঞ্জিতম্। কীদৃশম্? মনোহরং, মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে, স চ তদাকারত্বেন লবকঃ, তং হরতীতি আকর্ষতীতি তৎসম্বলিতমিত্যর্থঃ। নাদযুক্তত্বন্তু বেণুনাদস্বাভাব্যাদেবেতি ভাবঃ; তদুক্তম্—'কলা তু মায়া লবকা তু মূর্ত্তিঃ, কলকণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ' ইতি ॥৩॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

৩॥ ততশ্চ তদ্দর্শনেনোদ্ভূত কন্দর্পবিকারো "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন" ইতি স্মৃত্বা স্বকুলাদিপুরুষস্য তস্য ধর্ম্মং স্বস্মিন্নপি পশ্যন্ নিঃশঙ্কমেব পরস্ত্রীরানেতুং কমপ্যুপোদ্যমং যত্নমকরোদিত্যাহ,—দৃষ্ট্বেতি। কুমুৎ কুমুদং।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মূলে 'বামদৃশাং' পদে শ্লেষে ইহাও জানা যায়, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুটীল দৃষ্টি করিতেছেন, সেই গোপীগণের মনোরূপ মূল আকর্ষণ অর্থাৎ কুটিল নেত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ গান করিলেন। শ্লেষে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইল যে, শ্রীভগবান শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি আকর্ষণ করিবার জন্য কামবীজ গান করিলেন কেননা, তন্ত্রে 'বামদৃশাং' পদের অর্থ ('ঈ') দীর্ঘ ঈকার, তাহার সহিত 'ক' 'ল'—ইহার দ্বারা প্রথম অক্ষর তিনটীতে 'ক্লী' ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কীদৃশ? উত্তর—মনোহর। এ স্থলে 'মন' শব্দ দ্বারা তাহার অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উক্ত হইতেছে। সেই চন্দ্র মনের আকারত্ব-হেতু লবক, অর্থাৎ চন্দ্রকে হরণ বা আকর্ষণ করে; সুতরাং তাহার সহিত বিন্দু (ং) যুক্ত হয়। অতএব চন্দ্রবিন্দুর (ং) সহিত 'ক্লী' পদের যোগে কামবীজের ('ক্লীং') উদ্ধার হইল। আবার বীজমাত্রেই নাদযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এখানে স্বভাবতঃ বেণুনাদই সেই নাদ। তাহা হইলে নাদযুক্ত কামবীজের উদ্ধার হইল। তাই উক্ত হইয়াছে—'কলা তু মায়া লবকা তু মূর্ত্তিঃ কলকণদ্ বেণুনিনাদ-রম্যঃ'; অর্থাৎ কলা—মায়া বা রাধা, লবক—মূর্ত্তি বা নাদ (ক্লীং)। অর্থাৎ, অস্ফুট মধুর বেণু-নিনাদ দ্বারা রম্য শ্রীরাধার সহিত বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, 'ক' কার ও 'ল' কারের সহিত সম্বন্ধ মায়া বা রাধা এবং লবকযুক্ত ঈ' (ী) কার ও অনুস্বার (ং) ই কামবীজ। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপেই কামবীজরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥৩॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩। অতঃপর শ্রীভগবান পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার হৃদয়ে এক অভিনব

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি

"কুমুদেঽপি কুমুৎপ্রোক্ত"মিতি বিশ্বঃ। তদ্বিকাসনীয়ত্বেন বর্ত্ততে যস্য তম্। কোঃ পৃথিব্যা অপি মুৎকর্ত্তব্যত্বেন বর্ত্ততে যস্য তমাত্মাননঞ্চ দৃষ্টেত্যপি ব্যাখ্যেয়ং, বিশেষ্যবিশেষণানুক্তেঃ ন খণ্ডং মণ্ডলং বিম্বং স্বরূপং যস্য তং পূর্ণমিত্যর্থঃ। রমা লক্ষ্মীস্তদ্ভ্রাতৃত্বাত্তদাননাভম্। যদ্বা, "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে"তি স্মৃতে রমা শ্রীরাধা। রমন্তে রময়ন্তীতি বা রমা গোপ্যশ্চ তাসামাননস্যেবাভা যস্য তমিতি তদ্দর্শনেন তাঃ স্মৃতিপথমারূঢ়া ইতি ভাবঃ। পক্ষে রমাণাং তাসাং আননে আভা অন্তঃকন্দর্পবিকারদ্যোতনী সম্যক্ কান্তির্য্যতস্তমাত্মানং উদয়রাগ-ব্যাপ্তত্বাৎ নবকুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণং, পক্ষে নবকুঙ্কুমচর্চ্চয়া অরুণম্, তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ কিরণৈ রঞ্জিতং ম্রক্ষিতং অভিরঞ্জিতমিতি সমাসো বা। পক্ষে তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্গোভিঃ স্বাঙ্গকান্তিভিঃ স্বপাল্যমানগবীভির্বা অভি-রঞ্জিতং অভিরঞ্জিতচরমিত্যর্থঃ। টজভাবার্ষ। ইত্যুদ্দীপনালম্বনবিভাবৌ দৃষ্ট্বা কলং মধুরমগায়ত বেণুনেতি শেষঃ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কন্দর্প-বিকার প্রকাশ হইল। তাহাতে আবার "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ" এই কথা স্মরণ করিয়া এবং স্ব-কুলের আদিপুরুষ চন্দ্রের ধর্ম্ম দেখিয়া নিঃশঙ্কভাবে পরস্ত্রী আনয়নের কোন এক অমোঘ উপায়বিশেষের যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বলিলেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি।

এই স্থলে 'কুমুদ্বান্' বলিতে যাহার কুমুদ বিদ্যমান আছে, তাহার নাম কুমদবান্। ইহার ধ্বনি এই—তখন কুমুদ সকলও বিকশিত হইয়াছিল। পক্ষে চন্দ্রের উদয়ে সমস্ত জগৎবাসীরই আনন্দ হইয়াছিল। অথবা 'কুমুদ্বৎ—কু—পৃথিবী, মুৎ—হর্ষ, এই অর্থে পৃথিবীর হর্ষ বিধানই কর্ত্তব্যত্বরূপে বিদ্যমান আছে যে আননের। আর এই স্থলের 'অখণ্ডমণ্ডল' এই বিশেষণের দ্বারাই বিশেষ্যপদ যে চন্দ্র, তাহার উপলব্ধি হইতেছে। 'অখণ্ডমণ্ডল' বলিতে ষোড়শকলাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রকে বুঝায়। অথবা যে মুখের মণ্ডল (অবয়ব) অখণ্ড সেই; রমা—স্বভগ্নী লক্ষ্মী। যেহেতু ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রায় তুল্য বদন হইয়া থাকে; সুতরাং চন্দ্রকে লক্ষ্মীর বদনের আভার ন্যায় আভাযুক্ত বলা সঙ্গতই হইয়াছে। অথবা তন্ত্রোক্ত 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা"—এই বাক্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী বলিয়া 'রমা' শব্দে শ্রীরাধা। কিংবা 'রমন্তে রময়ন্তীতি রমা' এই অর্থে গোপীগণ বুঝায়। অতএব 'রমাননাভং' পদে গোপীগণের আননের ন্যায় আভাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপথে গোপীদিগের কথা উত্থিত হয় এবং সেইজন্য তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মধুর বংশীধ্বনি করেন। পক্ষে যাহা হইতে শ্রীরাধার কিংবা সমস্ত গোপীর মুখমণ্ডল এবং আভ্যন্তরিক কন্দর্পের ভাব সম্যক প্রকাশ পায়, এইরূপ নবকুঙ্কুম পিণ্ডের ন্যায় অরুণবর্ণ উদয়রাগ-ব্যাপ্ত, পক্ষে কুঙ্কুমচর্চ্চা দ্বারা অরুণাক্ত আপনাকে এবং প্রসিদ্ধ স্বীয় অঙ্গকান্তি দ্বারা অভিরঞ্জিত বনভূমি, কিংবা স্বীয় পাল্যমান গাভীগণ দ্বারা অভিরঞ্জিতচর বনভূমি দর্শন করিয়া চারুনয়না গোপীগণকে আকর্ষণ জন্য মনোহর মধুর অস্ফুট সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ এইপ্রকার উদ্দীপন-আলম্বন বিভাব

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥ ৪

শ্রীশ্রীধরস্বামী

॥ ৪ ॥ অসাপত্ন্যায় অন্যোন্যমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ স কান্তো যত্র তত্র গীতধ্বনিমার্গেণ জগ্মুঃ। জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

"কাম্ব্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতে"ত্যগ্রিমোক্তেঃ। কথং বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং যুবতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথা "গায়ন্তং স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্ত" ইতি শ্রুতেঃ। শ্লেষেণ কলং ককার লকারং বামদৃশামিতি লুপ্ত-বিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনস আকর্ষকত্বাৎ স্বস্বরূপভূতমহামন্মথমন্ত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ

৪। সেই অনঙ্গবর্দ্ধন বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগৃহীতমনা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর অলক্ষিত উদ্যম হইয়া যেখানে কান্ত শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে আগমন করিলেন। দ্রুতগতিতে আগমনের জন্য তাঁহাদের কর্ণের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪। 'অন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ'—পরস্পর সপত্নীভাবের উদয় না হয়, এজন্য পরস্পরের উদ্যম জ্ঞাপন করেন নাই। যেখানে সেই কান্ত বিরাজ করিতেছেন, গীতধ্বনি মার্গে সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন এবং গমনের বেগ-বশতঃ কুণ্ডলসকল দোলিত হইতে লাগিল।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দেখিয়া মধুর বেণুগান করিলেন। গোপীগণই পরে বলিবেন—"এই ত্রিলোক মধ্যে কোন্ রমণী আছে যে, তোমার কলপদায়ত বেণুগানে বিমোহিতা হইয়া আর্য্যচরিত হইতে বিচলিত না হয়?" ইত্যাদি বাক্যে বেণুদ্বারাই গান করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। "বামদৃশাং মনোহরং কলম্"—ইহার শ্লেষার্থ—কামবীজ। শ্রীকৃষ্ণ বংশীনাদে গোপীগণের হৃদয়ে কামবীজ রোপণ করিয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "গায়ন্তং স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্ত" এই শ্রুতিবাক্যেও উহাই ধ্বনিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহামন্মথমন্ত্র কামবীজ গান করিলেন। কলপদে 'ক' 'ল', বামদৃক্ পদে চতুর্থস্বর 'ঈ' এবং 'মনঃ' পদের মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র অর্থাৎ তদাকার চন্দ্রবিন্দু (ঁ)। ইহাদের সমষ্টিতে 'ক্লীঁ' হয়। ॥৩॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

৪। অন্যে তু তদ্গীতং ন শ্রুতবন্তঃ, কিন্তু তেন তা এবাকৃষ্টা ইতি তস্য শক্তিবিশেষং দ্যোতয়ন্নাহ—নিশম্যেতি। তৎপূর্ব্বোক্তপ্রকারং শ্রীকৃষ্ণবেণূদ্গীতম্, অনঙ্গং শ্রীভগবদ্বিষয়কং কামং প্রাগ্বর্ত্তমানমেবাধুনা বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ। যদ্যপি বামদৃশাং মনোহরমিত্যনেনানঙ্গ-বর্দ্ধনত্বমায়াতমেব, তথাপীয়মুক্তিস্তদতিশয়-বিবক্ষয়া। অনঙ্গ-শব্দ প্রয়োগশ্চ পূর্ব্বং বীজাঙ্কুররূপেণৈব স্থিতঃ, সম্প্রতি তু পল্লবিত ইত্যর্থং বোধয়তি। এতেন তদ্গানস্যামৃতসেকত্ব-মপ্যুৎপ্রেক্ষ্যতে, সদ্যস্তথাভাবাৎ। ব্রজস্থ স্ত্রিয়স্তদ্বিশেষাঃ প্রকরণবলাৎ, অতএব কৃষ্ণেন পরমাকর্ষকেণ পূর্ব্বমেব গৃহীতমাকৃষ্টং মানসং মনস্তদীয়াশেষং বা যাসাং তাঃ. বিশেষতশ্চেদানীং গীতং শ্রুত্বা আজগ্মুঃ। অন্যোঽন্যালক্ষিতত্বে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪। অপর গোপিকাগণ শ্রীভগবানের বেণুগীত শ্রবণ করেন নাই, কেবল তাঁহার প্রেয়সীগণই শুনিলেন এবং তৎপ্রভাবে তাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এতাদৃশ শক্তিবিশেষ সূচনা করিতেছেন—'নিশম্য' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গবর্দ্ধন বেণুগীত শুনিয়া। এখানে অনঙ্গ শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই - ভগবদ্বিষয়ক কাম, যাহা পূর্ব্বে গোপীগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে বীজাঙ্কুররূপে ছিল, অধুনা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে সেই কাম বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যদ্যপি 'বামদৃশাং মনোহরং' এই বিশেষণ দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন অর্থ সহজে প্রতীত হইতেছে, তথাপি তাহার আতিশয্য বিবক্ষায় 'অনঙ্গবর্দ্ধন' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে অনঙ্গ শব্দের প্রয়োগ বীজাঙ্কুররূপে, অর্থাৎ যেরূপ বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, আবার অঙ্কুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হয় এবং ঐ ফল হইতে বীজ হয়, সেইরূপ বংশীগান শ্রবণের পূর্ব্বে গোপীগণের হৃদয়ক্ষেত্রে ঐ অনঙ্গ ধৈর্য্য-লজ্জাদির আবরণে আবৃত ছিল; সম্প্রতি পল্লবিত হইয়া উঠিল—এই অর্থই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ বংশীগান শ্রবণের পর ধৈর্য্য-লজ্জাদির আবরণ ভেদ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহাতে গীতের অমৃতসেকত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে; যেহেতু ঐ গান শ্রবণমাত্রে তাহা পল্লবিত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়স্থিত কামবীজরূপ অঙ্কুর বেণুগীতরূপ অমৃতসেকে সদ্যই পল্লবিত হইল। এস্থলে 'অনঙ্গবর্দ্ধন' বলিতে অঙ্গ—কামকলা, অঙ্গী—প্রেম, সুতরাং নাই অঙ্গ অর্থাৎ কামকলা যাহার, তাহাই অনঙ্গ বা প্রেম। এই প্রেমের বর্দ্ধনই অনঙ্গবর্দ্ধন। এস্থলে 'ব্রজস্ত্রী' বলিতে সমস্ত ব্রজস্ত্রী নহে, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ আছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। কেননা, প্রকরণ-বলে ইহাই প্রতিপাদিত হয়।

অতএব পরম আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই যাঁহাদের মন বা মনের অবশেষ গৃহীত বা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারাই বিশেষত ইদানী সেই গীত শ্রবণ করিয়া পরস্পরের গমন-উদ্যম লক্ষ্য না

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

হেতুস্তৈর্ব্যাখ্যাতঃ। যদ্বা, স্বস্বযূথে মিথঃ সখ্যবতীনামপি তাসাং তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণেতি। তদানীং কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তত্বেন বিচারাপগমাদিতি ভাবঃ। অতএব জবেতি আজগ্মুরিতি শ্রীবাদরায়ণেঃ শ্রীকৃষ্ণান্তিকে সদৈব স্ফূর্ত্তেঃ, কিংবা তাসাং তদ্গমনবার্ত্তয়া ভাববিশেষোদয়েন তাসামিব স্বস্যাপি তত্র গমনস্ফূর্ত্ত্যা, সাক্ষাদিব শ্রীকৃষ্ণান্তিকতায়াঃ স্ফুরণাৎ। অগ্রে তু যযুরিতি চলনার্থকমেব। স ইতি, তাদৃশ-তৎস্মরণোৎকণ্ঠাবচনম্। পরমমোহনরূপগুণবেণুভাবৈঃ প্রাচীনৈস্তদানীন্তনৈশ্চ তাসামস্মাকঞ্চ মুহুরত্যর্থমভীপ্সিত ইত্যর্থঃ। কান্তো রমণো যত্রেতি তত্রৈব পরমসুখময়স্থান ইত্যর্থঃ। তস্য বেণুবাদ্যস্য পরমাকর্ষণবিদ্যারূপত্বাদন্যত্র ভ্রমণাদিকমপি নাসীদিতি ভাবঃ॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করত আগমন করিলেন। পরস্পরের গমন-উদ্যম লক্ষ্য না করিবার হেতু শ্রীল স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীসকল পরস্পর সখ্যবতী হইলেও তাঁহারা স্ব-স্ব যূথে বিভক্তা। (যেমন শ্রীরাধার যূথ, শ্রীচন্দ্রাবলীর যূথ ইত্যাদি) আবার শ্রীকৃষ্ণ এককালে সকলকে আকর্ষণ করাতে কেহই কাহাকেও লক্ষ্য করেন নাই। অতএব পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য না করিবার হেতু হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া। তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি অপগত হইয়াছিল। অতএব তাঁহারা 'বেগে আগমন করিয়াছিলেন' —শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, 'গোপীগণ সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে'—এই প্রকার তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইতেছিল। অথবা গোপীগণ যেভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, শ্রীপাদ বাদরায়ণিরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ গোপীগণের গমনোদ্যম বর্ণনা দ্বারা সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন-বিষয় চিন্তা করিয়া ভাববিশেষের আবির্ভাব-হেতু তিনিও যেন গোপীদের ন্যায় ভগবানের সমীপে অগ্রে গমন করিলেন—এইরূপে ভগবানের সামীপ্য স্ফুরণবশত 'আগমন' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। আর পরবর্ত্তি শ্লোকে যে 'যাইতে লাগিলেন' বলিয়াছেন, তাহা চলনার্থক মাত্র। কেননা, 'যযুঃ' পদের 'যা' ধাতুর অর্থে চলনই বুঝায়, আর এই শ্লোকে 'স' এই পদে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণেই বক্তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। 'স যত্র কান্তো'—যেখানে তাঁহাদের কান্ত আছেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেননা, ভগবান পরম প্রিয়তম বিবিধ নায়কগুণে বিভূষিত ইত্যাদি স্মরণ করিয়া বক্তার হৃদয়ের যে উৎকণ্ঠা, তাহাই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আবার ভগবানও স্বীয় পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন পরম মোহন রূপ, গুণ, বেণু ও ভাব দ্বারা গোপীগণের মুহুর্মুহু ঐ প্রকার অভীপ্সিত বাসনা উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। অতএব যেখানে সেই কান্ত বা রমণ, সেই স্থানই পরম সুখময়; বিশেষতঃ ভগবানের সেই বেণুবাদ্য সাক্ষাৎ পরমাকর্ষণবিদ্যারূপ বলিয়া তাঁহাদের অন্যত্র ভ্রমণাদিও ছিল না—ইহাই ভাবার্থ ॥৪॥

সারার্থদর্শিনী

৪॥ কলগীতসূত্রগুম্ফিতাঃ পঞ্চালিকা ইব তাঃ কৃষ্ণান্তিকমায়াতা ইত্যাহ,— তৎ গীতং মনোহরমপি মনোজবর্দ্ধনম্। কিঞ্চ, কৃষ্ণো হি বেণুগীতাখ্যং মহাচৌরং ব্রজে প্রেষিতবাংস্তেন চ ব্রজস্ত্রীণাং নিষ্কপাটেন কর্ণদ্বারেণান্তঃকরণকোষাগারং প্রবিশ্য মনসা সহ ধৈর্য্যলজ্জাভয়বিবেকাদীনি মহাধনান্যপহৃত্য ঝটিত্যেবানীয় কৃষ্ণায় দত্তানীত্যাহ,—কৃষ্ণেন গৃহীতানি মানসানি মনাংসি চ মানসানি মনঃসম্বন্ধীনি ধৃতিস্মৃতিবিবেকলজ্জাভীতিমত্যাদীনি যাসাং তাঃ আজগ্মুঃ মহাচৌরচক্রবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণাৎ তানি স্ব-স্বধনানি প্রার্থয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তদৈবং মন্যে তং মহাচৌরং ধর্ত্তুং ব্যগ্রাণামন্যোন্যং ন লক্ষিত উদ্যমো যাসাং তাঃ, চৌরস্য পশ্চাৎ পশ্চাদেবাজগ্মুঃ। ক? স কান্তো যত্র, জবেন বেগেন লোলানি কুণ্ডলানি কুণ্ডলোপলক্ষিতানি কঙ্কণকিঙ্কিণ্যাদীন্যপি যাসাং তাস্তেন সহ তাসাং বহিষ্করণগৃহস্থিতানি ধনান্যল্পমূল্যত্ববুদ্ধ্যা চৌরেণ তেন নাপহৃতানীতি ভাবঃ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪। কলগীতরূপ সূত্রগুম্ফিত কাঞ্চন পঞ্চালিকার ন্যায় ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের কান্ত যেস্থানে আছেন, সেইস্থানে আগমন করিতে লাগিলেন। ইহাই বলিতেছেন—সেই গীত মনোহর হইলেও অনঙ্গবর্দ্ধনকর। অর্থাৎ যে অনঙ্গ ব্রজসুন্দরীদের মনে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, সম্প্রতি বেণুগীত শ্রবণে তাহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত বেণুগীত মহাচৌররূপে ব্রজস্ত্রীগণের কপাটশূন্য কর্ণদ্বার দিয়া অন্তঃকরণরূপ কোষাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মন এবং মনের সহিত ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়, বিবেকাদি মহাধন হরণ করিয়া অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছিল। তাহাতেই বলিতেছেন—'কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গৃহীত তাঁহাদের মন এবং মনসম্বন্ধী ধৃতি-স্মৃতি-বিবেক-লজ্জা-ভীতি ও মতি প্রভৃতি। 'আজগ্মুঃ'—এই কথায় এরূপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, ব্রজসুন্দরীগণ দ্রুতগতিতে যেন মহাচৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৃতধন ফেরত পাইবার জন্য সেইস্থানে চলিলেন। ইহাতে বোধ হইল, যেন সেই মহাচৌর চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে স্ব স্ব হৃতধন প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন। আরও মনে হয়, যেন সেই মহাচৌরকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পরস্পরের গমনোদ্যম লক্ষ্য না করিয়া ধাবিত হইতেছেন। কোথায় ধাবিত হইতেছেন? যেখানে তাঁহাদের কান্ত ধন-রত্নাদি হরণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। গমনবেগে তাঁহাদের কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের বহির্গৃহস্থিত ধন বা অন্যান্য দ্রব্যাদি কিন্তু সেই চোর অল্পমূল্যবুদ্ধিতে অপহরণ করেন নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৪

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

৫-৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব ত্রৈবর্গিককর্ম্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত্য ইব অর্দ্ধাবসিতং কর্ম্ম বিহায় যযুঃ। তদাহ দুহন্ত্য ইতি। পয়ঃ স্থালীস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য এতৎকাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিদ্ যযুঃ। সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্কমনুদ্বাস্য অনুত্তার্য্য ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

৫। এবং তৎপ্রাপ্তিমুক্ত্বাপি পরমমোহনতদ্গীতেনাবেগান্নিজদেহদৈহিকাদ্যপেক্ষয়াত্মকর্ম্মলোকধর্ম্মাদিকং পরিত্যজ্য চলিতানাং শ্লোকত্রয্যা বিশেষপ্রতিপত্তয়ে পুনঃ প্রস্থানোদ্যমমেব বর্ণয়ংস্তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতি-কর্ম্ম-পরিত্যাগমাহ—দুহন্ত্য ইতি যুগ্মকমিদম্। দুহন্ত্যো গাঃ অন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ দোহয়ন্ত্য ইত্যর্থঃ। অভিযযুর্বেণুগীতাভি-

মূলানুবাদ

৫। কোন কোন ব্রজসুন্দরী গাভীর দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। কেহ বা চুল্লীতে দুগ্ধকটাহ রাখিয়া, অপর কেহ গোধূমকণার অন্ন পাক করিতেছিলেন, তাহা চুল্লী হইতে না নামাইয়াই চলিলেন।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৫-৬। যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রবণচিত্ত, শ্রীকৃষ্ণসূচক-শব্দ অর্থাৎ বংশীস্বর শ্রবণমাত্র তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ ত্রৈবর্গিক কর্ম্ম নিবৃত্তি হইয়া যায়, ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। এজন্য অর্দ্ধাবসিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাবস্থিত বেশেই বেণুগীতাভিমুখে গমন করিলেন, তাহাই 'দুহন্ত্যো' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইতেছে। স্থালীস্থ দুগ্ধ চুল্লীর উপরিভাগে স্থাপনপূর্ব্বক তাহা উত্তারণের বা কাথের প্রতীক্ষা না করিয়াই, কেহ কেহ সংযাব (গোধূমকণান্ন) রন্ধন করিতেছিলেন, তাহা পক্ক হইলেও চুল্লী হইতে উত্তারণ না করিয়াই বেণুগীতাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৫। শ্রীপাদ শুকদেব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণনিকটে গোপীগণের আগমন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পরম মোহন বেণুগীত শ্রবণের আবেগবশত গোপীগণ যে নিজ নিজ দেহ ও দৈহিক কৃত্যাদি উপেক্ষা এবং লৌকিক ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট চলিয়াছেন, ইহাই বিশেষরূপে প্রতিপত্তির জন্য তিনটী শ্লোকের দ্বারা পুনরায় সমস্ত গোপীর গমনোদ্যম বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমেই কোন কোন গোপীর স্ব-জাতির কর্ম্ম পরিত্যাগের কথা দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মুখং যযুঃ। কাশ্চিদিত্যাদিকং বহুষু যূথেষু কাসাঞ্চিৎ একক্রিয়াসংঘটনাৎ। 'বনিতাশতযূথপঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২৯।৪৪) ইত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ। দোহং দোহনং দুগ্ধং বা, তথাভিযানে হেতুঃ—সমুৎসুকাঃ কালবিলম্বসহনাদ্যসমর্থাঃ। এষ হেতুরগ্রেঽপি সর্ব্বত্রানুবর্ত্ত্যঃ, অপরা ইত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ, এবমগ্রেঽপি ; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পয়শ্চুল্ল্যামধিশ্রিত্যানুদ্বাস্য পক্বমপি ততোঽনবতার্য্য সংযাবঞ্চাধিশ্রিত্যানুদ্বাস্যেতি ॥ ৫

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

৫ ॥ তাসাং তৎপার্শ্বগমনকালে পরমোৎকণ্ঠয়া বিলম্বস্যাসহত্বাৎ মমতাহন্তাস্পদকর্ম্মাপেক্ষাভাবং শ্লোকত্রয্যা বদন্ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতিধর্ম্মপরিত্যাগমাহ,—দুহন্ত্যঃ গা দোহয়ন্ত্যস্তং দোহং দোহনকর্ম্ম হিত্বা অভিযযুঃ অভিসস্রুঃ। পয়ো দুগ্ধং পাত্রস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য অধ্যারোহ্য এতৎ স্কাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিৎ সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্বমপ্যনুদ্বাস্য অনবতার্য্য ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'দুহন্ত্যঃ' ইত্যাদি। এই 'দুহন্ত্যঃ' পদে 'ণিচ্' এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত গাভীগুলিকে দোহন করাইতে করাইতে—এই অর্থ, বেণুগীতের অভিমুখে গমন করিলেন। 'কাশ্চিৎ' বলিবার অভিপ্রায়, বহু যূথের মধ্যে কোন কোন যূথে এক ক্রিয়া সংঘটন হইয়াছিল। 'বনিতাশতযূথপঃ' অর্থাৎ গোপিকাগণের শত শত যূথের পতি, এই বিশেষণ অগ্রে বলিবেন। 'দুহ' শব্দের অর্থ দোহন বা দুগ্ধ দোহন। তাঁহাদের অভিযানের হেতু—'সমুৎসুকাঃ' অর্থাৎ কালের বিলম্ব সহনে অসমর্থা। এই হেতু আগেও সর্ব্বত্র গ্রহণ করিতে হইবে। 'অপরা' এই পদটী পূর্ব্বে ও পরে অন্বয় হইবে। এইরূপ অগ্রেও অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। আর যাহা কিছু শ্রীল স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা কেহ কেহ দুগ্ধ চুল্লীতে স্থাপন করিয়া পক্ক হইলেও চুল্লী হইতে না নামাইয়া, এইরূপ কেহ বা পরিপক্ক সংযাব না নামাইয়া বংশীধারীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৫। শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে গমনকালে পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ ব্রজসুন্দরীগণের বিলম্ব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের অহন্তাস্পদ ও মমতাস্পদ কর্ম্মাদি পরিত্যাগ এবং তাঁহাদের গমনোদ্যমই তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। কেহ কেহ স্বজাতি-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন অর্থাৎ কেহ গো-দোহন করিতেছিলেন, কেহ বা গো-দোহন করাইতেছিলেন, সেই দোহন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। কেহ কেহ চুল্লীতে দুগ্ধ রাখিয়া উহার উত্তোলন অপেক্ষা না করিয়া চলিলেন। অপর কেহ কেহ গোধূম-কণার অন্ন (সংযাব) প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহা পক্ক হইলেও চুল্লী হইতে না নামাইয়া চলিলেন। ॥৫॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥ ৬

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

৬। এবং কাসাঞ্চিৎ সায়ন্তনমুখ্যকর্ম্মত্রয়-পরিত্যাগমুক্ত্বা, তত্রৈব কাসাঞ্চিৎ লোকধর্ম্মত্যাগং পাদত্রয্যা বদন্, তত্রাদৌ কাসাঞ্চিৎ সামান্যবন্ধুভৃত্যাদিপরিত্যাগমাহ—পরীতি পাদেন। পরিবেশয়ন্ত্যো বন্ধুভৃত্যাদিভ্য ইতি শেষঃ। তৎপরিবেশনং হিত্বা যযুরিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অতিস্নেহাস্পদপরিত্যাগমপি কাসাঞ্চিদাহ—পায়য়ন্ত্য ইতি পাদেন। হিত্বেত্যনুবর্ত্ততে। বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভগিনীষাতৃপুত্রাদীন্ হিত্বাঽন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। এবং লোকপরিত্যাগমুক্ত্বা ধর্ম্মপরিত্যাগমাহ—শুশ্রূষন্তঃ শুশ্রূষমাণাঃ স্নানাদ্যর্থোষ্ণোদকার্পণাদিনা সেবমানাঃ। কাসাঞ্চিদ্দেহাপেক্ষা-ত্যাগমাহ—অশ্নন্ত্য ইতি অশ্নন্ত্যো ভুঞ্জানাঃ। অনেন তৎপ্রেমাবিষ্টেষু দৈহিকশুদ্ধ্যশুদ্ধিবিচারো নাস্তীতি গম্যতে॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ

৬। কেহ কেহ আত্মীয়গণকে পরিবেশন করিতেছিলেন; কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন; কেহ কেহ পতির সেবা করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ ভোজন করিতে-ছিলেন; সেই সেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৬। এইপ্রকার কোন গোপীর সায়ংকালগত মুখ্য কার্য্য পরিত্যাগ এবং কাহারও কাহারও লোকধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা তিনপাদে ব্যক্ত করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথমে কোন কোন গোপীর ভোজনরত সামান্য বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিত্যাগের কথা বলিতেছেন—'পরি' ইত্যাদিতে। তৎকালে কেহ কেহ বন্ধু ও ভৃত্যদিগকে অন্নাদি পরিবেশন করিতেছিলেন। কিন্তু সেই পরিবেশন ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। 'যযুঃ' এই পূর্ব্ব পদের সহিত 'পরিবেশয়ন্ত্যঃ' পদের অন্বয় হইয়াছে। এক্ষণে অধিক স্নেহাস্পদ জনের পরিত্যাগের কথা বলিতেছেন—'পায়য়ন্ত্যঃ' ইত্যাদি। এই পদেও 'ত্যাগ করিয়া' অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এস্থলে বক্ষ্যমাণ বাক্য অনুসারে ভগিনীপুত্র, ভাতৃপুত্রকে গো-দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ঐ সকল শিশু কিন্তু বক্ষ্যমাণ গোপীগণের গর্ভজাত নহে। অন্যথা শিশুদের ত্যাগ না করিয়া কিংবা তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান বলিলে রসাভাস দোষ হয়। এইরূপে লোকধর্ম্ম পরিত্যাগ উল্লেখ পূর্ব্বক ধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলিতেছেন—'শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্' ইত্যাদি। কেহ কেহ পতির স্নানার্থ উষ্ণ জল দানরূপ সেবা করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। কাহারও কাহারও দেহাপেক্ষা ত্যাগের কথা বলিতেছেন—'অশ্নন্ত্যঃ' ইত্যাদি।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

৭ ॥ অন্যাঃ প্রমৃজন্ত্যঃ অঙ্গোদ্বর্ত্তনাদি কুর্ব্বন্ত্যঃ। কাশ্চ কাশ্চিৎ কৃষ্ণতুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম তদাসক্তমনসামন্যথা কৃতমপি ফলত্যেবেতি দ্যোতয়ন্নাহ ব্যত্যস্তেতি। স্থানতঃ স্বরূপতশ্চোদ্ধ্বাধোধারণেন বিপর্য্যয়ং প্রাপ্তানি বস্ত্রাভরণানি যাসাং তাঃ॥ ৭ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

৬ ॥ স্ত্রীমাত্রধর্ম্মত্যাগমাহ. পরিবেশয়ন্ত্যস্তৎপরিবেশনং পতীনুষ্ণোদক প্রদানাদিনা শুশ্রূষন্ত্যঃ॥

মূলানুবাদ

৭। কেহ কেহ অঙ্গে কুঙ্কুমাদি লেপন করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গমার্জ্জন করিতেছিলেন; কেহ কেহ আবার নয়নে অঞ্জন দিতেছিলেন; তাঁহারা সেই সেই অবস্থায় চলিলেন। কেহ কেহ দ্রুতগমনহেতু বিস্রস্তবসনা; কেহ বা অনুরাগভরে বিপরীতভাবে বস্ত্রাভরণাদি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে চলিলেন।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৭। কেহ কেহ শরীর সম্মার্জ্জন, কেহ বা নিজ অঙ্গে উদ্বর্ত্তনাদি লেপন করিতেছিলেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষের নিমিত্ত নিজের অঙ্গভূষণরূপ কর্ম্মও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহাদের হৃদয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত, তাঁহারা তাঁহার পরিতুষ্টির নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও সেই কর্ম্ম নিষ্ফল হয় না, সম্পূর্ণ সফল হয়, তাহাতেই বলিতেছেন—'ব্যত্যস্তে'তি। কোন কোন গোপী বসন ভূষণ বিপর্য্যস্তভাবে ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ পরিধেয় বসন উত্তরীয় করিয়াছেন এবং উত্তরীয় পরিধান করিয়াছেন। এইরূপ ভূষণাদিরও বিপর্য্যয় হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কোন কোন গোপী ভোজন করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ভগবৎ প্রেমাবিষ্ট জনের দৈহিক শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার থাকে না ॥৬॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৬। স্ত্রী মাত্রের ধর্ম্ম পরিত্যাগের কথা বলিতেছেন—কেহ কেহ পরিবেশন করিতেছিলেন। কেহ কেহ উষ্ণ জলাদি প্রদানে পতির শুশ্রূষা করিতেছিলেন, সেই কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৭ ॥ কাসাঞ্চিচ্চাহরহস্তৎপ্রত্যাশয়া বিরহেঽপি অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি—বহুশ ইতি। গীতগোবিন্দরীত্যা শ্রীভগবৎ প্রেমবিলসিতস্যাপি নিজাঙ্গবেশস্য পরমোৎকণ্ঠয়া পরিত্যাগমাহ লিম্পন্ত্য ইত্যাদিনা; লিম্পন্ত্যঃ অঙ্গরাগং কুর্বত্যঃ লেপনাদিকমপ্যপাস্তেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যা ইত্যস্য লিম্পন্ত্য ইতি পদদ্বয়েনান্বয়ঃ। তত্রৈব হেতুং দর্শয়ন্ কিং বক্তব্যং দৈহিকদেহাদ্যপেক্ষা পরিত্যক্তেতি, কাসাঞ্চিদ্দেহাবয়ববিশেষানন্বসন্ধানমপি জাতমিতি ব্যনক্তি—ব্যত্যস্তেতি। পূর্বোক্তসর্ব্বত্যাগানুভাবকস্যোৎসুক্যস্য বিভ্রমাখ্যোঽয়মনুভাবঃ। যথোক্তম্—'বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥' ইতি। অনেন তদ্বিধানাং প্রেম যথা ভগবতোঽপেক্ষিতং, ন তথা বেশাদি, ইতি গম্যতে, কিন্তু পশ্চাত্তেনৈব পরিহিতস্য স্বয়ং তথাবৎ পরিধাপিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবং দোহনাদীনামন্যেষামবশ্যাপেক্ষত্বেন যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমূহ্যম্। তদেবং সর্ব্বা অপি কৃষ্ণস্যান্তিকং প্রতিযযুঃ' প্রস্থিতবত্যঃ॥ ৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৭। কোন কোন গোপী অহরহ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় বিরহেও অঙ্গে আভরণ ধারণ করিয়া থাকেন। আবার শ্রীগীতগোবিন্দের রীতি অনুসারে কোন কোন গোপী নিজের অঙ্গসজ্জা শ্রীভগবৎপ্রেমের বিলাসসূচক বলিয়া পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন—ইহাই বলিতেছেন—'লিম্পন্ত্যঃ' ইত্যাদিতে। 'লিম্পন্ত্যঃ' অর্থে অঙ্গরাগ ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, বুঝিতে হইবে। 'অন্যাঃ' এই পদটী 'লিম্পন্ত্যঃ' ও 'প্রমৃজন্ত্যঃ' এই দুইটী পদের সহিত অন্বয় হইবে। এই সকল পরিত্যাগের হেতু প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের যে দেহ ও দৈহিক আদি বিষয়ের অপেক্ষা পর্য্যন্ত ছিল না, এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব। কাহারও কাহারও দেহের অবয়ববিশেষেরও অনুসন্ধান ছিল না; সেইজন্য তাঁহারা বসন-ভূষণাদিও বিপর্য্যয়ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাই বলিতেছেন—'ব্যত্যস্ত' ইত্যাদিতে। যে ঔৎসুক্যের অনুভাব (কার্য্য) পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বত্যাগ। এইটী তাহারই 'বিভ্রম' নামক অনুভাব। যথা, 'নিজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন নিমিত্ত প্রবল মদনাবেগে হার-মাল্যাদি ভূষণের অযথাস্থানে বিন্যাসের নামই বিভ্রম।' ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, গোপীগণের প্রেমে যেমন ভগবানের অপেক্ষা দেখা যাইতেছে, তাঁহাদিগের বেশাদিতে সেরূপ নহে। অর্থাৎ গোপীগণের মত যাঁহাদের প্রেম, তাঁহাদের প্রেম যে প্রকার ভগবানের অপেক্ষিত, সেই প্রকার বেশভূষাদি অপেক্ষিত নহে; কিন্তু পশ্চাৎ মিলন সময়ে ভগবান স্বয়ংই পরিহাস করিয়া যথাযথভাবে তাঁহাদের বসনাদি পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ দোহনাদি অন্যের অবশ্য অপেক্ষনীয় বলিয়া উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ—ইহা অনুধাবন করিতে হইবে। অর্থাৎ গোপীগণের পক্ষে স্বজাতিধর্ম্ম গোদোহন অপেক্ষা দুগ্ধ উদ্বর্ত্তন, দুগ্ধ উদ্বর্ত্তন অপেক্ষা ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের পরিবেশন এবং পরিবেশন

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

৮ ॥ ন চ কৃষ্ণাকৃষ্টমনসাং বিঘ্নাঃ প্রভবন্তীত্যাহ তা বার্য্যমাণা ইতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৮ ॥ অধুনা স্বীয়ৈর্বলাৎকারিত-বাহ্যানুসন্ধানানামপি তাসাং কুলবধূ-স্বাভাবিকত্বেন পরমদুস্ত্যজস্য

সারার্থদর্শিনী

৭ ॥ কাসাঞ্চিদাবশ্যকদৈহিকবেশত্যাগমাহ,— লিম্পন্ত্যঃ দেহে অনুলেপং চন্দনাদিনা কুর্ব্বত্যঃ প্রমৃজন্ত্যঃ উদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ। কাসাঞ্চিদাবেগবশাদ্দেহাবয়ববিশেষপরিচয়স্যাপ্যভাবমাহ,—ব্যত্যস্তেতি। বিভ্রমাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্। যদুক্তং,—"বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থান-বিপর্য্যয়" ইতি ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ

৮। শ্রীগোবিন্দ কর্ত্তৃক হৃতচিত্তা সুতরাং মোহিতা সেই ব্রজসুন্দরীগণ পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণদ্বারা নিবারিতা হইয়াও নিবৃত্তা হইলেন না।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৮। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তাঁহাদের প্রতি বিঘ্নসমূহ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। তাহাই 'তা বার্য্যমাণাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে সূচিত হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণব তোষণীর তাৎপর্য্য

অপেক্ষা স্নেহ ব্যবহারে শিশুকে দুগ্ধ পান করান শ্রেষ্ঠ; আর তাহা অপেক্ষাও রমণীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পতিগণের সেবনাদি। এইরূপ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ ভাবেরও প্রতীতি হইতেছে। অতএব এইরূপ সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন ॥৭॥

সারার্থ দর্শিনীর তাৎপর্য্য

৭। তাঁহারা যে দেহ ও দৈহিক আবেশ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন— কেহ চন্দনাদি দ্বারা স্বদেহ অনুলেপন, কেহ বা উন্মার্জন (উদ্বর্ত্তন) করিতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কাহারও কাহারও গমনবেগবশতঃ দেহের অবয়ববিশেষের অনুসন্ধান পর্য্যন্ত ছিল না। তাহাতেই বলিলেন—'ব্যত্যস্ত' ইত্যাদি। এস্থলে বিভ্রমাখ্য অনুভাব প্রকট হইয়াছে।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

লজ্জাদেরপি ত্যাগমাহ—তা ইতি। সর্ব্বা অপি তাঃ পত্যাদিভিঃ 'ক্ব নু রাত্রৌ বহির্গম্যতে' ইত্যাদিনির্ব্বন্ধেন মুহুর্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত, কিন্তু বন্নুরেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? মোহিতা হৃতবিবেকাঃ; তৎ কুতঃ? গোবিন্দেনাপহৃত আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ। অয়ং পত্যাদীনামপি শৈথিল্যে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তদ্ভক্তিমাত্রস্য সর্ব্ববিঘ্নাপহারিপ্রভাবত্বাৎ। তত্তদন্তিকবর্ত্তিভিঃ পতিভিঃ কাশ্চিৎ, পিত্রাদিভিশ্চ কাশ্চন; তত্র চ পিত্রাদিভির্বিবাহিতাঃ স্ববাসিন্যশ্চেতি; 'রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়াং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধকে। অভাবে জ্ঞাতয়স্ত্বেবং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ॥' ইতি স্মৃতেঃ॥ ৮॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

৮॥ নন্থ, তাঃ প্রেমপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বাপেক্ষাং তত্যজুরিত্যুচিতমেব তাসামপেক্ষাং তৎপত্যাদয়ঃ কথং তত্যজুস্তত্রাহ,—তাঃ কুলবধ্বঃ পতিভিঃ কুলকন্যাশ্চ তাঃ পিত্রাদিভির্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি ভয়লজ্জাদীনাং কা বার্ত্তা তাসামাত্মনামপি গোবিন্দেনাপহৃতত্বাৎ। মোহিতা মূর্চ্ছিতা ইতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৮। (শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্ট-চিত্তা) গোপীগণের বাহ্য কোন বস্তু বা কোন কার্য্যের অনুসন্ধান নাই, তথাপি আত্মীয় নামধারী পতি-পুত্রাদি বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বাহ্যানুসন্ধানে বাধ্য করিতেছে; কিন্তু যাহা কুলবধূগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও পরম দুস্ত্যজ্য সেই লজ্জাদিও তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অধুনা তাহাই বলিতেছেন—'তা' ইতি। সেই কৃষ্ণানুরাগিনী গোপীগণের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ 'এই রাত্রিতে বাহিরে কোথায় যাইতেছ?'—ইত্যাদি প্রকার নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃপুন নিবারণ করিলেও তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না, পরন্তু গমন করিলেন, এই অর্থ। কেন? মোহিতা—বিচারবুদ্ধিরহিতা হইয়াছিলেন। মোহিতা হইলেন কেন? তাঁহাদের চিত্ত শ্রীগোবিন্দ-কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন। ইহাই পতি প্রভৃতির নিবারণে শিথিলতার হেতু জানিতে হইবে। এই শিথিলতার হেতু উভয় পক্ষেই প্রযোজ্য। কেননা, পতি প্রভৃতির চিত্তও শ্রীগোবিন্দকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছিল; এই নিমিত্ত গোপীগণের নিবারণে তাঁহাদের হৃদয়ে শৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবদ্ভক্তিমাত্রেরই সমস্ত বিঘ্ন দূরীকরণের প্রভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের ভক্তিযোগ প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হইয়া যায়। তাই যাঁহারা বিবাহিতা, তাঁহাদের পতিগণ, আর যাঁহারা অবিবাহিতা, তাঁহাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিবারণ করিয়াছিলেন। কেননা, স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কোন সময়েই স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই, শৈশবাবস্থায় পিতা, প্রৌঢ় দশায় পতি, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র, অভাবে জ্ঞাতিগণ রক্ষা করিবেন ॥৮॥

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

৯ ॥ ন লব্ধো নির্গমো যাভিস্তাঃ। প্রাগপি তদ্ভাবনাযুক্তাস্তদা নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥

সারার্থদর্শিনী

সূত্রসঞ্চারিতপঞ্চালিকা ইবেত্যর্থঃ। পত্যাদিভির্গতপ্রাণানামপি ভার্য্যাদিদেহানামপ্রতিষ্ঠাভয়াদেবাত্রত্র সঞ্চারো ন সহত ইতি চেৎ? সত্যং বিপ্রতিপত্তিরিয়ং যোগমায়ৈব সমাহিতা জ্ঞেয়া, তচ্চ সমাধানং তত্রৈব কল্পিতানাং তত্তৎক্ষণ এব তাদৃশগোপীনাং স্বস্বভার্য্যাদিকত্বেন প্রত্যায়িতানাং স্ব স্ব গৃহান্ প্রতি পত্যাদিভিঃ পরাবর্ত্তনমেব ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ

৯। গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা কোন কোন গোপী বাহিরে যাইতে না পারিয়া মুদ্রিতলোচনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৯। যাঁহারা কোনক্রমেই গৃহমধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা তদ্‌ভাবনাযুক্ত অর্থাৎ নিজচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণে বিশেষরূপে মন ধারণ করিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৮। যদি বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম-প্রাবল্য-হেতু ব্রজসুন্দরীগণ সকলের অপেক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের পতি প্রভৃতি তাঁহাদের অপেক্ষা কিরূপে ত্যাগ করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—তাঁহারা কুলবধূ বলিয়া পতিগণ এবং কুলকন্যা বলিয়া পিতা প্রভৃতি বান্ধব-কর্ত্তৃক নিবারিতা হইলেও গমনে নিবৃত্তা হইলেন না। কারণ তাঁহারা গোবিন্দ-কর্ত্তৃক হৃত-চিত্তা, সুতরাং ভয়-লজ্জাদির কথা কি বলিব, তাঁহাদের আত্মা পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দ হরণ করিয়াছেন বলিয়া মোহিতা (মূর্চ্ছিতা) অর্থাৎ সূত্র-সঞ্চালিত পঞ্চালিকার ন্যায় গমন করিলেন। যদি বলা যায়, পতি প্রভৃতি প্রাণান্ত হইলেও ভার্য্যার অপ্রতিষ্ঠা বা কলঙ্কের ভয়ে কখনও তাঁহাদের গমন সহ্য করিতে পারেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্যই? এস্থলে যে বিপরীত হইল, তাহা যোগমায়াই সমাধান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যোগমায়া তৎক্ষণাৎ তাদৃশী গোপীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন, সুতরাং পতিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা এবং পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্ব স্ব কন্যা তাঁহাদের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। পরে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৯। যদি চ তাস্তাদৃশবিঘ্নেন বারিতা অভবিষ্যন্, তর্হি সদ্য এব দশমীদশামিব দশামগমিষ্যন্নিতি, তাসাং সর্ব্বাসামেব ভাববিশেষং দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্, তাসাং প্রস্থিতবতীনামেব মধ্যে কাসাঞ্চিদবস্থাবিশেষমাহ—অন্তরিতি ত্রিভিঃ। অয়মর্থঃ—শ্রীকৃষ্ণস্য ব্রজপ্রেয়স্যস্তাবৎ দ্বিবিধাঃ—নিত্যসিদ্ধাঃ, সাধনসিদ্ধাশ্চ। তত্রৈকাসাং নিত্যসিদ্ধাত্বমষ্টাদশাক্ষরাদৌ আভির্বিশিষ্টৈরেব তদারাধনবিধানাদ্ব্যক্তং, তচ্ছ্রুতীনাং তদারাধনানাং চানাদ্যনন্তভাবিতত্বাৎ। অতো শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৩)—'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ, লক্ষাবৃতেষু' ইতি, 'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিঃ' (৫।৫৩) ইতি, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (৫।৬৭ ইত্যেতা এব তদীয়লক্ষ্মীত্বেনোক্তাঃ। তত্র চ শ্রীশ্রীরাধিকায়া বৈশিষ্ট্যং বৃহদ্গৌতমীয়ে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' ইতি। অতএব ঋক্পরিশিষ্টে চ পরস্পরমব্যভিচারিত্বং প্রোক্তম্—'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু' ইতি; অতো মাৎস্যাদৌ—'রুক্মিণী

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৯। যদি সেই ব্রজসুন্দরীগণ তাদৃশ বিঘ্ন দ্বারা নিবারিতা হইতেন, তাহা হইলে সদ্যই তাঁহারা দশমীদশার (মৃত্যুদশার) মত দশা প্রাপ্ত হইতেন। এইজন্য তাঁহাদের সকলেরই ভাববিশেষ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবার নিমিত্ত যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থাবিশেষ 'অন্তঃ' ইত্যাদি তিনটী শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। (১) গৃহাভ্যন্তরস্থিতা ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা-ভেদে দ্বিবিধা। তাহার মধ্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত একযোগেই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বিধান থাকায় তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রাদিতে 'গোপীজনবল্লভ' এই পদে শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, এইরূপ অনাদিকাল হইতেই বিধান আছে। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের আরাধনা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে যে,—'যিনি চিন্তামণিচয়ে নির্ম্মিত গৃহরাজি-পরিশোভিত লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবৃত গোলোকে কোটী কোটী ধেনু চারণ করেন এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সংভ্রম সহকারে পরিসেবিত হন',—এবং 'যে শ্রীগোবিন্দ আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিত নিজকলা (নিজরূপতা হেতু তদীয় স্বাভাবিক শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি) গোপীগণের সহিত গোলোকে বাস করিয়া থাকেন'। 'সেই গোলোকে পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দ কান্ত এবং লক্ষ্মীগণ তাঁহার কান্তা'। এইরূপ সর্ব্বত্রই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকে লক্ষ্মীরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলা হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে—শ্রীরাধা দেবী (দ্যোতমানা বা কৃষ্ণক্রীড়া-নিকেতনরূপা), কৃষ্ণময়ী (সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিশীলা বা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি শক্তিত্বসাধারণ্যেনানয়োর্গণনেঽপি বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। অথাবরাসাং সাধনসিদ্ধত্বং যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥' ইতি। গোকুল ইত্যস্য হরিং সংপ্রাপ্যেত্যনেনাপ্যন্বয়াৎ; 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (শ্রীগী ৪।১১) ইতি ন্যায়াচ্চ। মহর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তাদৃশভাবেন শ্রীকৃষ্ণোপাসকা ইত্যর্থঃ। অতো রামং দৃষ্ট্বা ইতি সারূপ্যেণ জাতস্বোপাসনাসংস্কারা হরিং স্বোপাস্যং শ্রীকৃষ্ণমেবোপভোক্তুমৈচ্ছন্, লজ্জয়া তু সাক্ষান্ন বৃতবন্তঃ। ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামিষ্টসিদ্ধির্জাতা ইত্যাহ—তে সর্ব্বে ইতি। 'গোকুলে গর্ভতঃ স্ত্রীত্বমাপন্না. গোকুল এব সমুদ্ভূতা, গোকুল এব চ হরিং শ্রীকৃষ্ণং কামেন স্ববাসনানুসারেণ সংপ্রাপ্য তস্মিন্নন্তর্গৃহ এব স্বয়মাবির্ভূতং লব্ধ্বা ততস্তদনন্তরমেব ভবার্ণবান্মুক্তাঃ'ইতি ন চ বক্তব্যম্। গোকুলজাতানাং প্রাপঞ্চিকদেহাদিত্বং ন সম্ভবতীত্যবতারলীলায়াঃ প্রাপঞ্চিকমিশ্রত্বাৎ। শ্রীদেবকীদেব্যামপি ষড়্গর্ভসংজ্ঞকানাং জন্ম শ্রূয়ত ইতি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কৃষ্ণরূপা), রাধিকা (কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিকারিণী), সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী (সর্ব্বলক্ষ্মীগণের আকর শ্রীকৃষ্ণের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী), সর্ব্বকান্তি (সর্ব্ববাঞ্ছাময়ী), সংমোহিনী (কৃষ্ণ-মনোমোহিনী) এবং পরা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা)। এই শ্লোকের 'পরা সম্মোহিনী' এই পদ হইতে শ্রীরাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদিত হইল। ঋক্ পরিশিষ্টে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর অব্যভিচারী ভাব উক্ত হইয়াছে। যেহেতু 'রাধার সহিত মাধব এবং মাধবের সহিত রাধা শোভিতা হন'। শ্লোকস্থ 'এব'কার 'রাধয়া' এই পদের সহিত সম্বন্ধ ক'রতে হইবে। তাহা হইলে 'রাধার সহিতই' তিনি সাতিশয় শোভা পান—এই অর্থবলে 'এব'কার প্রয়োগে অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ অন্যান্য গোপী হইতেও শ্রীরাধাসঙ্গেই নিরতিশয় শোভাতিরেক হইয়া থাকে—ইহাই সূচিত হইল এবং পরস্পর অব্যভিচারত্ব প্রদর্শিত হইল। মৎস্য পুরাণে—'শ্রীরুক্মিণী যেমন দ্বারাবতীতে, শ্রীরাধিকা তেমন শ্রীবৃন্দাবনে'। এস্থলে উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও শ্রীরাধারই বৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে।

অনন্তর সাধনসিদ্ধা গোপীগণের কথা বলিতেছেন—পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাঁহা হইতেও অধিকতর সুন্দরদেহ শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে গোপীস্বরূপে উপভোগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সাক্ষাৎভাবে তাঁহাদের নিকট কোন কথা না বলিলেও কিন্তু কল্পতরুস্বরূপ তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়া এবং গোকুলে গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হইয়া (গোকুলে সমুদ্ভূতা হইয়া) গোকুলেই হরিকে (কৃষ্ণকে) কাম অর্থাৎ নিজ বাসনানুসারে প্রাপ্ত হওত অর্থাৎ অন্তঃপুরস্থ গৃহমধ্যে স্বয়ং আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কদাচিৎ শ্রুতয়ো গোপ্যো জাতা ইতি বৃহদ্বামনপুরাণ-প্রসিদ্ধিঃ। অতএব যথা ব্যাখ্যায়তে—'স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ-ভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা' ইতি। গায়ত্রী চ তাসু জাতেতি পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে যথা ব্রহ্মণা গোপকন্যারূপায়া গায়ত্র্যা উদ্বাহে গোপেষু শ্রীবিষ্ণুবচনম্—'ময়া জ্ঞাতা ততঃ কন্যা দত্তা চৈষা বিরিঞ্চয়ে। যুষ্মাকঞ্চ কুলে চাহং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে। অবতারং করিষ্যামি মৎকান্তা তু ভবিষ্যতি॥' ইতি। অতঃ 'তৎপ্রিয়ার্থং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইলেন। 'হরিকে প্রাপ্ত হইয়া' এই অংশের সহিত 'গোকুল' এই পদের অন্বয় হইয়াছে। 'যাহারা আমাকে যে ভাব লইয়া ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ফল দিয়াই ভজনা করি' (গীতা) এই ন্যায়ানুসারে মহর্ষিগণও পূর্ব্বে তাদৃশ ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য গোকুলে ঐরূপ স্ত্রীজন্ম প্রাপ্ত হইলেন। কেননা, শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া নিজ উপাস্যের সারূপ্যবশতঃ উপাসনা-সংস্কার জাগ্রত হওয়াতে নিজ উপাস্য শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রকে বরণ করিতে পারেন নাই। বাঞ্ছাকল্প-তরু শ্রীরামচন্দ্রের প্রসাদে তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছিল—ইহাই 'তে সর্ব্বে' ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন। সেই সকল মহর্ষি গোকুলে গোপীগর্ভে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত এবং গোকুলে সমুদ্ভূত হইয়া কামবশে (স্ব স্ব বাসনানুসারে) গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে অর্থাৎ গৃহমধ্যে স্বয়ং আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইলেন। অতএব একথা বলিতে পারা যায় না যে, গোকুলে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেই সেই দেহে প্রাকৃতাংশ থাকা সম্ভব নহে। কেননা, অবতার-লীলায় প্রপঞ্চাংশের মিশ্রণ থাকেই; সুতরাং গোকুলজাত উক্ত গোপীদের দেহে কিঞ্চিৎ প্রাকৃতাংশ থাকা অসম্ভব নহে। এইপ্রকার শ্রীদেবকী দেবীর ষড়্গর্ভের সন্তানগুলিও কংসহস্তে নিধন হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৃহদ্বামণ পুরাণে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে—শ্রুতিসকল কোন সময়ে গোপীরূপে গোকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রুতিসকলের গোপকন্যারূপত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যাইতেছে—'শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ আপনার সর্পরাজ দেহসদৃশ ভুজদণ্ডের প্রতি প্রগাঢ় লালসা বহন করিয়া শ্রীচরণকমলের যে সুধা (প্রেমময় মাধুর্য্যরাশি) আস্বাদন করিয়া থাকেন, আমরা শ্রুতিগণও তাঁহাদের সমভাবাপন্ন হইয়া (আনুগত্য করিয়া) গোপীদেহ লাভ করত আপনার চরণসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।' স্বয়ং গায়ত্রীও তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ডে ব্রহ্মার সহিত গোপকন্যারূপা গায়ত্রীর বিবাহে গোপগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'ব্রহ্মাকে এই কন্যা দান করা হইল। আমি জানি, দেবকার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ' (শ্রীভা ১০।১।২৩) ইত্যত্রাপি তথা ব্যাখ্যাতম্। অতএব তাসাং চতুর্ব্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে —'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যাঃ কথঞ্চন॥' ইতি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যাঃ, ন মানুষ্যঃ; কথঞ্চনেতি প্রাকৃতমানুষত্ব-নিষেধাৎ। আসু চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে নির্দ্দিষ্টানাং 'অন্তর্গৃহগতা' ইত্যুক্তানামপ্যেকত্বমুক্তত্বসাদৃশ্যেন লব্ধানাং লভ্যতে। 'এতা এব শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিৎ' ইতি প্রোক্তা জ্ঞেয়াঃ, আসাং দোহনাদি-পৃথক্-কর্ম্মানুক্তেঃ, অন্তর্গৃহগতত্বস্য পতিশুশ্রূষায়ামেব তাৎপর্য্যাচ্চ। এতাসাঞ্চ সাধকত্বং গৃহত্যাগশ্রবণাৎ পাদ্মোত্তরখণ্ডাচ্চ কল্প্যতে। তথা চ সতি যাঃ কাশ্চিদ্গোকুলে সমুদ্ভূতাঃ সাধনবশাৎ সিদ্ধপূর্ণভাবাঃ, ন তু সিদ্ধদেহাঃ। নিতরামন্যা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পতিশুশ্রূষণার্থমন্তর্গৃহগতা গৃহমধ্যস্থিতা এব পত্যাদিভিঃ সাগ্রহদ্বারাদি-নিরোধান্ন লব্ধো বিশেষেণ কেনাপি প্রকারেণ নির্গমো যাভিস্তাঃ। অত্র তাসাং সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দসঙ্গমে তাদৃশদেহ-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তোমাদের কুলে অবতার করিব, গায়ত্রী আমার কান্তা হইবে।' 'অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত দেবগণ, দেবস্ত্রীগণ গোকুলে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন'। এই শ্লোকেও সেইরূপই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব পদ্মপুরাণে গোপীগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'শ্রুতিগণ, ঋষিগণ, দেবকন্যাগণ ও গোপকন্যাগণ—এই চতুর্ব্বিধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, ইহাঁদের মধ্যে কেহই মানুষী নহেন'। তাহার মধ্যে গোপকন্যাগণ নিত্যসিদ্ধা। কেননা, কোনও শাস্ত্রে ইহাঁদের জন্মবৃত্তান্ত, সাধনবৃত্তান্ত শুনা যায় না। তাই ইহাঁদের প্রাকৃত মানুষী নিষেধ করা হইয়াছে। এই চারি শ্রেণী গোপীর মধ্যে পদ্মপুরাণোক্ত সাধনসিদ্ধা (ঋষিচরী) গোপীদের পূর্ব্বজন্মের ও সাধনসিদ্ধির কথা জানিতে পারা যায়। এই সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপীগণের সহিত এই প্রসঙ্গে 'অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিৎ' প্রভৃতি শ্লোকে যে সমস্ত গোপীর কথা পাওয়া যায়, তাঁহাদের সহিত কোন পার্থক্য নাই। যেহেতু উভয় গ্রন্থেই তাঁহাদের মুক্তিলাভের প্রসঙ্গ সমানরূপে উল্লিখিত আছে। এইরূপ মুক্তি-সাদৃশ্যই ঐরূপ একত্ব প্রতিপত্তির কারণ জানিতে হইবে। 'কেহ কেহ পতিশুশ্রূষা করিতেছিলেন' এই বাক্যে ঐ সকল গোপীকে স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। কেননা, তাঁহাদের দোহনাদি পৃথক কর্ম্ম উক্ত হয় নাই; প্রত্যুত তাঁহারা অন্তঃপুরস্থ গৃহমধ্যে নিজ নিজ পতিসেবনে রত ছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাঁহারা সাধনবশে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ণ ভাবসিদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু সিদ্ধ দেহ হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা শ্রীরাধাদির ন্যায় নিত্যসিদ্ধা নহেন। ইহাঁরাই পতিসেবার নিমিত্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা পতিসেবা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহাদের পতিগণ সাগ্রহে দ্বারাদি নিরুদ্ধ করিলেন; সুতরাং তাঁহারা গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

স্থিতেরেব বিঘ্নত্বাৎ পূর্ব্ববত্তদুক্তেঃ প্রতি শৈথিল্যবিধানাদাবপ্রবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্। অলব্ধনির্গমত্বাদেব তদ্ভাবনাযুক্তাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে সমুৎকণ্ঠিতচিত্তাঃ সত্যঃ কৃষ্ণং নিজ চিত্তাকর্ষকং তমেব দধ্যুর্ধ্যাতবত্যঃ। তত্রানুভাবমাহ—দুঃখ-বিশেষেণ ধ্যানাবেশেন চ মুদ্রিতনেত্রাঃ, যদ্বা, মীলিতমন্তর্হিতং লোচনমন্যাশেষজ্ঞানং যাসাং তাঃ॥ ৯

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

৯॥ অনোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তরীত্যা বিবিচ্যতে, গোপ্যস্তাবদ্দ্বিবিধাঃ—নিত্যসিদ্ধা, সাধনসিদ্ধাশ্চ। সাধনসিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ—যৌথিক্যোঽযৌথিক্যশ্চ। যৌথিক্যশ্চ দ্বিবিধাঃ, শ্রুতিযূথভূতত্বাৎ শ্রুতিচর্য্যঃ ঋষিযূথ-ভূতত্বাদৃষিচর্য্যশ্চ। ততশ্চাসাং চতুর্ব্বিধত্বমুক্তং পাদ্মে। 'গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনে"তি গোপীত্বেনৈব মানুষত্বে লব্ধেঽপি ন মানুষ্য ইতি নিষেধস্তাসাং প্রাকৃতমানুষত্বাভাবং জ্ঞাপয়তি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যসিদ্ধাস্তাসাং সাধনাশ্রবণাৎ। গোপীত্বে সত্যপি কাত্যায়নার্চ্চনস্য তু সাধনত্বং নরলীলত্বমেব জ্ঞাপয়তি গোপীত্বস্য সিদ্ধত্বাদেবেতি তৎপ্রসঙ্গ এব প্রপঞ্চিতম্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীগোবিন্দের সহিত মিলনে তাদৃশ দেহ থাকাই বিঘ্ন বলিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দ সঙ্গ লাভ হইল না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন করা হইল না, বিঘ্ন উপস্থিত হইল। আর পূর্ব্ববৎ ভক্তিদেবীও তাঁহাদের পতিগণের হৃদয়ে শৈথিল্য বিধান করেন নাই, জানিতে হইবে। কোন ক্রমেই তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমুৎকণ্ঠিতচিত্তা বা তদ্ভাবনাযুক্তা হইয়া নিজচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই ধ্যানের অনুভব বলিতেছেন—দুঃখ বিশেষে কিংবা ধ্যানের আবেশে তাঁহারা মুদ্রিতনেত্রা হইয়াছিলেন, অথবা এখানে 'নয়ন' বলিতে অন্য বিষয়ক জ্ঞান এবং 'মীলিত' শব্দে অন্তর্হিত। অর্থাৎ ধ্যানাবেশে তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়াছিলেন॥৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৯। এইস্থলে উজ্জ্বল নীলমণির রীতি অনুসারে বিচার করা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা ভেদে দ্বিবিধা। তাহার মধ্যে সাধনসিদ্ধা গোপীগণ যৌথিকী ও অযৌথিকী ভেদে দ্বিবিধা। যৌথিকীর দুই ভেদ—মুনিচরী ও শ্রুতিচরী। অর্থাৎ শ্রুতি-যূথ-ভুক্তা হেতু শ্রুতিচরী এবং মুনিযূথভুক্তা হেতু মুনিচরী। এইরূপ পদ্মপুরাণেও গোপীদিগের চতুর্বিধ ভেদ উক্ত আছে। যথা—হে রাজেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা ও দেবকন্যা-ভেদে চারিপ্রকার, ইহাঁরা সামান্যা মানুষী নহেন।" এই শ্লোকে 'গোপকন্যা' এই বাক্যে মানুষী বুঝাইতে পারে, এজন্য 'মানুষী নহেন', এইপ্রকার নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার

সারার্থদর্শিনী

তাসাং নিত্যসিদ্ধত্বন্তু "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি"রিতি ব্রহ্মসংহিতোক্ত্যা, তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বপ্রতিপাদনাৎ। "হ্লাদিনী যা মহাশক্তি"রিতি বৃহদ্গৌতমীয়াচ্চ। তাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য রমণস্যানাদিত্বাচ্চ, দশাষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রেষু তাসাং নির্দ্দেশাৎ তন্মন্ত্রোপাসনানাং তদ্বিধায়কশ্রুতীনাঞ্চানাদ্যন্তকালভাবিতত্বাচ্চ। "সম্ভবস্ত্বমরস্ত্রিয়" ইতি প্রমাণাবগতানাং দেবকন্যানাং নিত্যসিদ্ধগোপিকাংশভূতত্বং ব্যাখ্যাতমুজ্জ্বলনীলমণৌ, শ্রুতিচরীণাং সাধনসিদ্ধত্বং "কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ॥ যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথে"ত্যাদিবৃহদ্বামনবচনেভ্যোঽবগতং ঋষি-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দ্বারা গোপীগণ যে মানুষী নহেন, তাহাই জ্ঞাপন করা হইল। এই শ্লোকে যে গোপকন্যাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা। কেননা, তাঁহারা সাধন করিয়া কৃষ্ণ পাইয়াছেন, এইরূপ বাক্য কোন শাস্ত্রে শুনা যায় না। যদি বল, তাঁহারা গোপীত্ব প্রযুক্ত নিত্যসিদ্ধা হইলে কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন কেন? উত্তর—গোপকন্যাগণ কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সেই অর্চ্চনাতে নরলীলাত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। যেহেতু গোপীত্ব প্রযুক্তই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা; তাহা বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ—"আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা, সুতরাং স্বরূপভূতা সেই গোপীগণসহ যিনি নিত্যকাল মহাবৈকুণ্ঠের উপরি গোলোকে এবং ভৌম গোকুলে নিবাস করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দেরই ভজন করি।" এই ব্রহ্মসংহিতার বাক্যানুসারে শ্রীব্রজগোপীগণের হ্লাদিনী শক্তিত্বরূপে প্রতিপাদন-হেতু নিত্যসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—'হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ' ইত্যাদি। এই গোকুলকন্যাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। শ্রীঅষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে 'গোপীজনবল্লভ' এই পদে তাঁহাদের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। অতএব তত্তৎ মন্ত্রোপাসনায় তদ্বিধায়ক শ্রুতিসকল অনাদি অনন্তকাল প্রচলিত রহিয়াছে। "সম্ভবস্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ' অর্থাৎ দেবকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে জন্মগ্রহণ করুন।" শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশরূপে দেবগণের মধ্যে অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার তুষ্টিবিধান জন্য নিত্যকান্তাগণের অংশসকলও দেবীরূপে প্রকট হইয়া থাকেন, তাঁহারাই এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে গোপকন্যারূপে আবির্ভূত হইয়া অংশিনী নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের প্রিয়সখী হইয়া থাকেন। শ্রুতিচরী গোপীগণ সাধনসিদ্ধা, ইহার প্রমাণ বৃহদ্বামনপুরাণে শ্রুতিস্তবে এইরূপ খ্যাতি প্রচলিত আছে—(শ্রুতিগণ বলিয়াছেন) হে কৃষ্ণ! কন্দর্পকোটি-লাবণ্যবিজয়ী তোমার দর্শনে আমাদের মন কামিনীভাবে বিভাবিত হইয়া নিশ্চয়ই কামে মোহিত হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

চরীণাঞ্চ "গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তানাং তথাভূতত্বং,—পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। "দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ স্ববিগ্রহম্॥ তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সম্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবা"দিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। অত্র রামং দৃষ্ট্বা হরিং ভোক্তুমৈচ্ছন্নিতি রামসৌন্দর্য্যদর্শনেন স্বোপাস্যস্য হরের্গোপালস্য স্মরণাত্তমেব ভোক্তুমৈচ্ছন্নিত্যর্থঃ। লজ্জয়া তু সাক্ষাত্তং ন বৃতবন্তঃ ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্তেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামভীষ্টসিদ্ধির্জাতেত্যাহ,—তে সর্ব্বে ইতি। হরিং কামেন সম্প্রাপ্যেত্যনুসংহিতং ফলং ততঃ কামাদেব হেতোর্ভবার্ণবাৎ সংসারান্মুক্তা ইত্যননুসংহিতং ফলম্। তত্র "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা" ইতি "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইতি "পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্"ইত্যাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্টেরপত্যবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহনিরুদ্ধা বভূবুরিতি শ্রীকবিকর্ণপুরগোস্বামিকৃতদশমস্কন্ধটীকায়াং দৃষ্টং অতস্তদনুসারেণ সার্ব্বত্রিকং মূলার্থমবাপ্যৈব ব্যাখ্যায়তে,—গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তি-

---

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

গোকুলবাসিনী গোপরমণীগণ যেমন তোমাকে 'রমণ' বুদ্ধিতে কামতত্ত্বে ভজনা করেন, আমরাও তোমাকে সেইভাবে পাইতে উৎকট বাসনা পোষণ করিতেছি।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে শ্রুতিগণ! তোমাদের মনোরথ উত্তম বটে; কিন্তু ব্যাপারটী দুর্লভ ও দুর্ঘট। আমার অনুমোদনে তাহাও সম্যক্ ফলদ হইবে।" অপর মুনিচরী সম্বন্ধে "গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ" এই উজ্জ্বলের উক্তিতে মুনিচরীগণের সাধনসিদ্ধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—"দণ্ডকারণ্যবাসী কতিপয় মুনি পূর্ব্বে গোপালোপাসক ছিলেন; কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারেন নাই। বহুদিন পরে শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং নিজাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা করিলে শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে তাঁহাদের বাসনাপূর্ত্তির অনুরূপ কৃপা প্রকাশ করিলেন। পরে তাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভাবপ্রাপ্তি করত প্রকট লীলায় ব্রজে গোপীদেহ লাভ অর্থাৎ তাঁহারা গোকুলে গর্ভতঃ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত এবং গোকুলেই সমুদ্ভূত হইয়া কামদ্বারা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কামহেতু অননুসংহিত ফলস্বরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রীভাগবতেও উক্ত হইবে যে, "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ" ইতি "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিঃ" ইতি "পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্" ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থ দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে, ইহাঁরা পুত্রবতী ছিলেন। আর এই পুত্রবতী গোপীগণই পতিদের দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত দশমস্কন্ধের টীকানুসারে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।" শ্রীগোপালোপাসক মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের

সারার্থদর্শিনী

মাধুরীদর্শনাদ্রাগময়ভক্তের্নিষ্ঠারুচ্যাসক্তিরত্যঙ্কুরভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ। তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধসম্যকষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়াঃ গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শ দোষাদ্রহিতাশ্চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্তস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদনসময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্যপ্রসাদান্নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসস্রুঃ। কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোপোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খল্ তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্যস্তাসাং কৃপাপাত্রী ভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমা মহাবিপদাপন্নস্তাঃ পতিভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণ-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

মূর্ত্তিমাধুরী দর্শনবশতঃ রাগময় ভক্তির ক্রমবিকাশে অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি বা প্রেমাঙ্কুর ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া সম্যক্ অপরিপক্ক-কষায় অর্থাৎ গুণময়ত্ব সম্যক্ তিরোহিত না হইলেও শ্রীযোগমায়াদেবী তাঁহাদের গোকুলে আনয়ন পূর্ব্বক গোপীগর্ভে জন্ম দেওয়াইলেন; সুতরাং তাঁহারা গোপকন্যা হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গলাভরূপ সৌভাগ্যের ফলে বয়ঃসন্ধি দশা হইতেই পূর্ব্বরাগবতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তবশতঃ সম্যক্ কষায়দগ্ধ অর্থাৎ তাঁহাদের গুণময়ত্ব সম্যক্ তিরোহিত হইল। এজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়াদি ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছিল। অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিবাহ হইল; কিন্তু বিবাহের সময় হইতে যোগমায়াও তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পতিদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মায়াকল্পিত প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা সেই পতিগণের অঙ্গস্পর্শাদি দোষরহিত হইয়া চিন্ময়দেহে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা রাসসঙ্গিনী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা রাসরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য গোপীদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের পতিগণ-কর্ত্তৃক নিবার্য্যমানা হইয়াও যোগমায়ার সাহায্যে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গরূপ ভাগ্য লাভের অভাবে অলব্ধপ্রেমত্ব-হেতু অদগ্ধকষায় অর্থাৎ তাঁহাদের গুণময়ত্ব সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। যাহা হউক, অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিবাহ হইয়া পতি-কর্ত্তৃক উপভুক্তা ও অপত্যবতী হইয়াছিলেন। তদনন্তর নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের বাসনার উদ্রেকহেতু শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতী হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা গোপীদের কৃপাপাত্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গের অনুপযুক্ত অর্থাৎ পতিসম্ভুক্ত বলিয়া

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥১০
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥১১

সারার্থদর্শিনী

বৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথান্যা মাত্রাদিস্ববন্ধুজনং স্মরতি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ,—অন্তরিতি। ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভির্বার্য্যেব সতর্জ্জনং সযষ্ঠিকমুপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। সদৈব তদ্ভাবনয়া যুক্তা অপি তদানীং দধ্যুঃ। হা হা প্রাণৈকবন্ধো, বৃন্দাবনকলানিধে, জন্মান্তরেঽপি ত্বৎপ্রেয়সীভূয়াসমস্মিন্নন্তকালে ত্বন্মুখচন্দ্রং চক্ষুষা নাপশ্যং ভবতু মনসাপি পশ্যানীতি প্রত্যেকং স্বগতমনুলপন্ত্যো মুদ্রিতলোচনাঃ সত্যো নিতরাং দধ্যুঃ ॥৯॥

মূলানুবাদ

১০-১১। প্রিয়-বিরহ জন্য দুঃসহ তীব্র তাপদ্বারা সেই গোপীদিগের অশুভরাশি নাশ হইল এবং ধ্যানযোগে প্রাপ্ত শ্রীঅচ্যুতের আলিঙ্গন জন্য পরমানন্দ দ্বারা তাঁহাদের পুণ্যরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। এইরূপে গোপীগণ জারবুদ্ধি করিয়াও সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া (অভিমান ক্ষীণ হওয়াতে) গুণময়দেহ ত্যাগ করিলেন। ॥১০-১১॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণসেবার অযোগ্য হইয়াছিল। সেইজন্য যোগমায়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনের নিমিত্ত সাহায্য করেন নাই। অর্থাৎ জাতপ্রেম গোপীদের যোগমায়া যেভাবে সাহায্য করেন, তাঁহাদিগকে সেইভাবে সাহায্য করেন নাই। অতএব ইহাঁরা পতিগণ-কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিসারে অক্ষমা হইলেন এবং মহাবিপদগ্রস্থা হইয়া গৃহে অবরুদ্ধা হইলেন। সেই পতি প্রভৃতিকে প্রাণের মহাবৈরীরূপে এবং নিজেদিগকে হতভাগিনী মনে করিয়া মরণদশায় উপনীত হইলেন। এইরূপে মরণদশা উপস্থিত হইলে যেমন কেহ মাতা বা বন্ধুজনকে স্মরণ করে, সেইরূপ ইহাঁরা স্বপ্রাণের একমাত্র বন্ধু মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ বা ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—'অন্তঃ' ইত্যাদি। তাঁহাদের পতিগণ দ্বারদেশে যষ্ঠি হস্তে পথ রোধ পূর্ব্বক তর্জ্জন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না, গৃহেই অবরুদ্ধা রহিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে যাওয়া হইল না। তখন সর্ব্বদাই তাঁহারা তদ্ভাবনাযুক্ত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব স্ব প্রাণের বন্ধু মনে করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন—"হা হা প্রাণৈকবন্ধো! হে বৃন্দাবনকলানিধে! জন্মান্তরেও যেন তোমার প্রেয়সী হইতে পারি; এই

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১০-১১। কিঞ্চ তদানীমেব তং পরমাত্মানং কৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তাঃ সত্যো গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন। দুঃসহেতি। নন্থ কথং জহুঃ পরমাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জারবুদ্ধ্যাপীতি। নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা মত্বাপি পীতামৃতবদিতি ভাবঃ। নন্থ তদপি প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা ইতি। নন্থ কথং ভোগমন্তরেণ প্রারব্ধং কর্ম্ম ক্ষীণং ভোগেনৈব সদ্যঃ ক্ষীণমিত্যাহ দুঃসহেতি। দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন তীব্রতাপেন ধূতানি গতানি অশুভানি যাসাম্। তদপ্রাপ্তিপরমদুঃখভোগেন পাপং ক্ষীণমিত্যর্থঃ। তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ যা নির্বৃতিঃ পরমসুখভোগস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ। অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তেস্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং নিঃশেষকর্ম্মক্ষয়াদ্‌গুণময়ং দেহং জহুরিতি ॥১০-১১॥

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১০-১১। তখন গোপীগণ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইয়া গুণময়দেহ ত্যাগ করিলেন। ইহাই 'জহুঃ' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে। যদি বল, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া জানিতেন না সুতরাং তাঁহাদের গুণময়দেহ কি প্রকারে ত্যাগ হইল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—জারবুদ্ধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের 'কৃষ্ণজ্ঞান ছিল না' একথা বলা যায় না। যেহেতু বস্তুশক্তি কখনও বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। যেমন অমৃতকে বিষ মনে করিয়া পান করিলেও অমৃত-পানেরই ফল হইবে; তেমনি গোপীগণ জারবুদ্ধিদ্বারা কৃষ্ণসঙ্গতা হইলেও কৃষ্ণসঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের গুণময়দেহ ত্যাগ হইয়াছিল। তথাপি যদি বল, প্রারব্ধ কর্ম্মবন্ধন থাকিতে কি প্রকারে দেহত্যাগ হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'সদ্যঃ'—তখনই তাঁহাদের প্রারব্ধকর্ম্মবন্ধন সম্যক্‌রূপে ক্ষয় হইয়াছিল। আচ্ছা, ভোগ না হইলে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভোগদ্বারাই প্রারব্ধকর্ম্মের তৎক্ষণেই ক্ষয় হইয়াছিল। ইহা 'দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত পরমদুঃখ ভোগ করিয়া পাপের ক্ষয় এবং ধ্যানবশে অচ্যুতের আশ্লেষ অর্থাৎ আলিঙ্গন জন্য পরমসুখভোগ দ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল বা পুণ্যবন্ধন ক্ষীণ হইয়াছিল। এইপ্রকারে তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জন্য দুঃসহ তীব্রতাপে অশুভ ধূত হইয়াছিল। আর ধ্যান দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি-হেতু তৎকালগত সুখ ও দুঃখদ্বারা নিঃশেষরূপে কর্ম্মক্ষয় হওয়াতে গুণময় দেহত্যাগ হইয়াছিল। ॥১০-১১॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অন্তিমকালে তোমার মুখচন্দ্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না; না হউক, এখন মন দ্বারাই দর্শন করি।" এইপ্রকার প্রত্যেকে বিলাপ করিতে করিতে মুদ্রিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকেই তীব্রভাবে ধ্যান বা তাঁহাতে মন ধারণ করিলেন। ॥৯॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১০। ততশ্চ সদ্য এব শ্রীকৃষ্ণেন সহ সংযোগং প্রাপ্তা ইত্যাহ – দুঃসহেতি যুগ্মকেন। তত্রোৎকণ্ঠাপরিণামং দুঃসহেত্যর্দ্ধেন ধ্যানপরিণামং ধ্যানেত্যর্দ্ধেন। উৎকণ্ঠয়া দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহঃ বিপ্রলম্ভাখ্যো ভাবঃ, তেন তীব্র-তাপস্তেন ধূতাশুভাঃ ধ্যানেন হেতুনা প্রাপ্তা যাচ্যুতস্য নিজভক্তেষু চ্যুতিরহিতত্বেন, প্রসিদ্ধস্যাশ্লেষনির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণ-মঙ্গলাঃ, অত্র দুঃসহশব্দেন তীব্রশব্দেন চ দুঃখস্য পরাকাষ্ঠা দর্শিতা. অচ্যুতশব্দেন নির্বৃতিশব্দেন চ সুখস্য চ। অশুভং ভগবন্নিত্য-সংযোগপ্রাপ্তি-প্রাচীনদশায়াং দুঃখজনিকা তদ্বিরহস্ফূর্ত্তিঃ। মঙ্গলঞ্চ তদ্দশায়ামেব সুখজনিকা প্রাপ্তব্য-তৎসংযোগস্ফূর্ত্তিঃ। যাবতীভ্যাং তাভ্যাং বৃত্তিভ্যাম্ এব প্রৌঢ়ভাবঃ সাধকঃ সিধ্যতি তাবত্যোশ্চ তয়োঃ শনৈর্ভোগ্যয়োরপি সম্প্রতি যুগপদেব ভোগো জাত ইতি ধূতত্বং ক্ষীণত্বঞ্চোক্তম্ ॥১০॥

১১। অতস্তত্রৈব তং শ্রীকৃষ্ণমেব সঙ্গতা মিলিতাঃ। তথা চ বাসনাভাষ্যধৃতং মার্কণ্ডেয়বচনম্—'তদানীমেব তাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলম্। ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকাঃ ॥' ইতি। তয়োঃ শব্দয়োঃ পাপ-পুণ্যপর্য্যায়ত্বাভাবাৎ। তয়োঃ স্বস্ব-প্রতিনিয়তফলদাতৃত্বাৎ, পাপস্য তু সুতরাং ভগবদ্বিরহময়-প্রেমস্ফোরকত্বাভাবাৎ 'ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে' ইতি পাদ্মকার্ত্তিক-মাহাত্ম্যানুসারেণ তাসাং সুতরাং তৎপ্রারব্ধ জন্মত্বাভাবাৎ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১০। তারপর সদ্যই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ লাভ করিয়াছিলেন। ইহা 'দুঃসহ' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন। তাহার মধ্যে 'দুঃসহ' ইত্যাদি পূর্ব্বার্দ্ধে উৎকণ্ঠার পরিণাম এবং উত্তরার্দ্ধে ধ্যানের পরিণাম বর্ণনা করিয়াছেন। উৎকণ্ঠাবশতঃ দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ বা বিপ্রলম্ভাখ্য ভাববিশেষ, সেই কারণেই তীব্রতাপ। তাহার দ্বারা সকল অশুভ দূর হইয়াছিল এবং ধ্যানহেতু (নিজ ভক্ত-সমূহে চ্যুতিরহিত বলিয়া প্রসিদ্ধ) অচ্যুতের আলিঙ্গন-সুখ প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ অচ্যুতের আলিঙ্গনা-নন্দে তাঁহাদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ক্ষীণ হইয়াছিল। এখানে 'দুঃসহ' ও 'তীব্র' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা দুঃখের পরাকাষ্ঠা এবং 'অচ্যুত' ও 'নির্বৃতি' শব্দদ্বারা সুখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'অশুভ' —ভগবানের নিত্য সংযোগ প্রাপ্তির পূর্ব্ব বস্থায় দুঃখজনক শ্রীকৃষ্ণবিরহের স্ফুরণ। আর 'মঙ্গল' বলিতে সেই অবস্থাতেই সুখজনক প্রাপ্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগের স্ফুরণ। এই দুঃখ ও সুখজনক বৃত্তিদ্বয় যে পরিমাণে স্ফুরিত হইলে প্রৌঢ় সাধক সিদ্ধিলাভ করেন, ইহাঁদের ধীরে ধীরে ভোগ্য সেই সুখ-দুঃখের এককালেই ভোগ হইয়াছিল। এইজন্য ধূতত্ব ও ক্ষীণত্ব উক্ত হইয়াছে। ॥১০॥

১১। অতএব সেই গৃহেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে বাসনাভাষ্যধৃত মার্কণ্ডেয়বচন—'সেইকালেই সেই সমস্ত গোকুলনায়িকা ধ্যানযোগে শ্রীমান্ ভক্ত-বৎসল পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'। পূর্ব্ব শ্লোকের 'অশুভ' ও 'মঙ্গল' শব্দের পাপ ও পুণ্য এই অর্থ হইতে পারে না। কেননা, এই দুই শব্দ পাপ ও পুণ্যের পর্য্যায়বাচক নহে। পাপ ও পুণ্য উভয়েই প্রতিনিয়ত স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব গোপীগণের পাপহেতু

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কিন্তু 'গুরুপুত্রামহানীতম্' (শ্রীভা ১০।৪৫।৪৫) ইত্যাদি ন্যায়েন প্রারব্ধরক্ষণারক্ষণয়োঃ স্বপ্রেমবর্দ্ধনবিদগ্ধ-শ্রীভগবদিচ্ছৈকময়ত্বাৎ নান্যথা ব্যাখ্যাতম্। ননু কিং জারত্বেন সঙ্গতাঃ? নেত্যাহ—তাদৃশ রাগৌৎসুক্যেন সোপানীকৃতয়া জারবুদ্ধ্যাপি পরমাত্মানং সর্ব্বাংশি-পরমস্বরূপত্বেন সর্ব্বেষামপি স্বভাবত এব যদুপত্যাদি-শব্দবৎ পালকত্বেনাপি পতিত্বে সিদ্ধে ভাববিশেষধারিণীনাং তাসাং রমণত্বেনাপি পতিরসাবিতি পতিরূপমেবেত্যর্থঃ। রমণত্বালাভেনৈব জারবুদ্ধ্যাপি তস্মিন্ সঙ্গম্যমানেঽপি রমণত্বলিপ্সায়াঃ প্রগল্‌ভত্বাৎ, জারত্বস্য তস্মিন্ সর্ব্বাংশিন্য-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কখনও ভগবানের বিরহময় প্রেমের স্ফুরণ হইতে পারে না। পদ্মপুরাণবচনে জানা যায়, 'বৈষ্ণবের জন্ম-কর্ম্ম বন্ধন (ফল) জনিত নহে। বিশেষতঃ এই অবরুদ্ধা গোপীগণ গোকুলে জন্মলাভের পূর্ব্বে সাধনদশায় অনর্থ নিবৃত্তির স্তরে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তবে যে 'অশুভ' ও 'মঙ্গল' শব্দে পাপ ও পুণ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, শ্রীভগবান নিজ গুরু সান্দীপনি মুনির পুত্রকে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া স্বয়ং ঐরূপ কর্ম্মবন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রারব্ধরক্ষণ বা অরক্ষণ বিষয়ে স্বতন্ত্র লীলাময় ভগবানের ইচ্ছারই একমাত্র প্রভুত্ব; যেহেতু স্বপ্রেমবর্দ্ধনে ভগবানের সবিশেষ বিদগ্ধতা আছে। অর্থাৎ স্বপ্রেম বর্দ্ধনের নিমিত্তই তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। এজন্য পাপ-পুণ্যের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। আচ্ছা, গোপীগণ উপ-পতিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন কি? —না; তাহা নহে। তাঁহারা তাদৃশ রাগের ঔৎসুক্যবশতঃ জারবুদ্ধিকে সোপান করিয়াছিলেন। পরমাত্মা সকলের অংশী পরমস্বরূপ বলিয়া 'যদুপতি' প্রভৃতি শব্দের মত পালকরূপেও স্বভাবতঃ সকলের পতি। ভাববিশেষধারিণী সেই গোপীগণের রমণরূপে ইনি পতি, এই অর্থ।

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীগণের যে অসমোর্দ্ধ রাগ, সেই রাগের চরমসীমায় আরোহণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণে ব্রজসুন্দরীগণের জারবুদ্ধি সোপানস্বরূপ হইয়াছিল। এইরূপে সোপানী-কৃত জারবুদ্ধি হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রকৃত পতিস্বরূপ। এইজন্য বলিলেন, তিনি পরমাত্মা। 'যেমন 'যদুপতি' বলিলে যদুগণের পালকত্ব নিবন্ধন পতিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলের অংশী; সুতরাং পরমস্বরূপ বলিয়া স্বভাবতঃই সকলের পালক ও পতি। যেমন পরমাত্মারূপে পালকত্ব-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণে পতিত্ব সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ রমণত্ব নিবন্ধন তাঁহারও পতিত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত তাদৃশ রহঃক্রীড়া করিয়াছেন বলিয়া রমণ। পতি-বিনা আর কেহই রমণ হইতে পারেন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের পতি এবং গোপীগণও তদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন অর্থাৎ রমণত্ব বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সম্ভবাৎ। 'জিঘাংসয়াপি হরয়ে' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইত্যাদিবজ্জারবুদ্ধ্যাপীতি হেয়তয়ৈব নির্দ্দেশাৎ প্রাচীনস্য পত্ত্যাদের্হস্য চ ত্যাগাদিতি ভাবঃ। তথা হি—পটোলমূলে রমণং স্যাত্তথা রমণঃ প্রিয়ঃ' ইতি বিশ্বপ্রকাশকোষাৎ। 'ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্ত্তা জারস্তূপপতিঃ সমৌ' ইত্যমরকোষাচ্চ; রমণপত্যাদি-শব্দবাচ্য-জারাদি-শব্দবাচ্যয়োর্নৈকত্বং মন্তব্যং, কিন্তু পূর্ব্বস্য স্বামিত্বাদুত্তরস্য চোপপতিত্বাৎ বিরুদ্ধবস্তুত্বমেব, তত্রাপি সভ্য শব্দান্তরমপ্রযুজ্য প্রযুক্তস্যাসভ্য শব্দস্য জার-শব্দস্য জিঘাংসাশব্দস্যেব নিন্দাতাৎপর্য্যমেব প্রতীয়তে। 'জারঃ পাপপতিঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষাদিকোষালোকাচ্চ। কিন্তু যেন রাগেন তা জারভাবময়ং নিন্দ্যং লোকধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমমপি তাঃ কৃতবত্যস্তং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যদি বলা যায়, রমণ এই অর্থ পাওয়া যায় না বলিয়াই জারবুদ্ধিতেই তাঁহাতে মিলিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলেও অর্থাৎ জারবুদ্ধিতেও মিলিতা হইলে ক্রমে রমণত্ব-লিপ্সাই বলবতী হইয়া উঠে, তখন আর জারবুদ্ধি থাকে না। 'পূতনা হত্যাকামনাতে ভগবানকে স্তন পান করাইয়া সদ্গতি লাভ করিয়াছিল'। এই শ্লোকে যেমন 'হত্যাকামনাতেও' এই পদ হেয়ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তেমনি এস্থলেও 'জারবুদ্ধিতে' এই পদটী হেয়ত্বরূপে প্রয়োগ হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ সকল গোপী যখন প্রগাঢ় ধ্যানবশে ভগবানের সহিত মিলিত হইলেন, তখনই তাঁহাদের পূর্ব্বদেহ ত্যাগ, সুতরাং স্ব-স্ব পতিত্যাগও সংঘটিত হইল। অতএব তাঁহাদের জারত্ব সম্ভাবনা কোথায়? কেননা পতি থাকিতে কুলস্ত্রী যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয় তাহাকেই জার বলা যায়। এখানে যখন গোপীগণের পূর্ব্বদেহ ও পতি ত্যাগ হইল, তখন আর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে জারবুদ্ধি হইতে পারে না। বিশ্বপ্রকাশকোষ অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'পটোল মূলে রমণং স্যাত্তথা রমণঃ প্রিয়ঃ' অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ 'রমণ' শব্দ পটোলমূলকে এবং পুংলিঙ্গ 'রমণ' শব্দ প্রিয়কে বুঝায়। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্ত্তা জারস্তূপপতিঃ সমৌ' অর্থাৎ ধব, প্রিয়, পতি ও ভর্ত্তা এক পর্য্যায় এবং জার ও উপপতি ভিন্ন পর্য্যায়। অতএব রমণ, পতি প্রভৃতি শব্দের অর্থ এবং জার প্রভৃতি শব্দের অর্থ এক মনে করা উচিত নহে; কিন্তু রমণ, পতি প্রভৃতি শব্দে স্বামী এবং জার শব্দে উপপতি বুঝায়। সুতরাং এই দুই বিরুদ্ধ বস্তুই হইতেছে। আচ্ছা, সেইসকল শব্দের মধ্যে সভ্য কোন শব্দ প্রয়োগ না করিয়া অসভ্য জার শব্দ প্রয়োগ 'জিঘাংসয়াপি হরয়ে' ইত্যাদি প্রয়োগের মত নিন্দাতাৎপর্য্যেই অর্থাৎ জারবুদ্ধির হেয়ত্ব নির্দ্দেশই বক্তার তাৎপর্য্য হউক। কেননা, জার শব্দে পাপ-পতি বুঝায়। ইহা ত্রিকাণ্ডাদি কোষ গ্রন্থে এবং লোকসমাজেও প্রসিদ্ধি আছে। না, একথা বলিতে পার না। কেননা, গোপীগণ যে রাগবশতঃ জারভাবময় নিন্দার্হ লোক-মর্য্যাদা ও ধর্ম্মমর্য্যাদার অতিক্রম পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, সেই অনুরাগের সূচনা করিয়া উহারই প্রশস্ততা প্রদর্শিত হইয়াছে। চেষ্টাবিশেষ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সূচয়িত্বা তস্যৈব প্রশস্তত্বং দর্শিতে চেষ্টাবিশেষসাম্যং কামতয়া ব্যপদিষ্টত্বেঽপি প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্যত্বেন প্রেমৈক রূপত্বঞ্চ তথা চ বক্ষ্যতে —'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯) ইত্যাদি। অতএবোক্তং তাদৃশৈরপি —'আসামহো চরণরেণু'-(শ্রীভা ১০।৪৭।৬১ ইত্যাদৌ, 'যা দুস্ত্যজং স্বজনম্' ইত্যাদি ; 'এতাঃ পরং' (শ্রীভা ১০।৪৭ ৫৮) ইত্যাদৌ, 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইতি। এবং হেয়াংশপরিত্যাগপূর্ব্বকমহা-প্রেমরসনীয়-শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ-পরমপুরুষার্থশিরোমণি-প্রাপ্তিদর্শিতা। তত্রানুষঙ্গিকং ফলমাহ গুণময়ঞ্চ দেহং জহুঃ' ইতি, যতঃ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ, এবং সচ্চিদানন্দ-দেহপ্রাপ্তিরপি সূচিতা। এতদুক্তং ভবতি—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সমান বলিয়া প্রেমকে কামশব্দে অভিহিত করিলেও প্রিয়ের অনুকূলতাই তাহার তাৎপর্য্য বলিয়া উহা একমাত্র প্রেমরূপাই। এইরূপ ব্রজসুন্দরীগণের জারভাবময় রমণত্ব বুদ্ধিও স্বরূপাভিন্ন সম্ভোগেচ্ছাময়ী (কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী) বলিয়া স্বরূপ হইতে ভিন্নাকারে প্রকাশ হয় না; সুতরাং ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষই জানিতে হইবে। এইপ্রকারে 'জার' শব্দের হেয়াংশ পরিত্যাগহেতু মহা-প্রেমরসনীয় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমলক্ষণ পুরুষার্থশিরোমণি প্রদর্শিত হইল। গোপীগণের যে কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখেই প্রবৃত্তি, তাহাই আগে বলিবেন—'হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণযুগল আমাদের কর্কশ স্তনমণ্ডলের উপরে সংমর্দ্দন-শঙ্কায় ভীত হইয়া অতি ধীরে ধারণ করি' ইত্যাদি। এইরূপ প্রেমরূপত্বের বহু দৃষ্টান্ত আছে। তাদৃশ প্রেমিক শ্রীমান্ উদ্ধব বলিয়াছেন—'আহা! আমি বৃন্দাবনে গোপীগণের পদরেণুসেবী গুল্ম-লতাদির মধ্যে যেন জন্মগ্রহণ করিতে পারি' এবং 'যাঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি-বিমৃগ্য মুকুন্দপদবী ভজনা-করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি রূঢ় ভাব গ্রহণ করিয়াছেন' ইত্যাদি; 'অবনীর মধ্যে এই গোপবধূরাই যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন, কেননা, নিরুপাধি প্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশী প্রেমবতী হইয়াছেন। সংসারভীরু মুনিগণ মুক্তিলাভ করিবার পরেও এমনকি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গী আমরাও পর্য্যন্ত মহিমাদৃষ্টিতে যে প্রেম বাঞ্ছা করিয়াও পাই না'। এইপ্রকার হেয়াংশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহাপ্রেমে আস্বাদনীয় শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির পরম পুরুষার্থশিরোমণি প্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন—সেই সমস্ত গোপী 'তৎক্ষণাৎ গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন'। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সদ্যই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ বন্ধন ক্ষয় হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহাদের সচ্চিদানন্দদেহ প্রাপ্তিও সূচিত হইল। ইহা উক্ত হইয়াছে যে, 'অপি' শব্দে এখানে জারবুদ্ধির হেয়ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেমন 'পূতনা ভগবানকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্তনদ্বয়ে লিপ্ত বিষপান করাইলেও তাঁহার নিকট হইতে ধাত্রীযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল।' এই

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

অপিরত্র জারবুদ্ধের্হেয়ত্বম্; 'জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইত্যত্র জিঘাংসায়া ইব ব্যনক্তি, গর্হাবচনেন তত্তচ্ছব্দেনান্বয়াৎ; অত্র হেতুঃ—পরমাত্মানমিতি। ন হি পরমাত্মা তাদৃশ-নিন্দ্যশব্দ-বাচ্যোঽপি, অভিব্যক্তির্হীতি, অত্র চ হেতুঃ, হরয়ে ইতি, হরিশব্দোঽয়ং কারুণ্যাদি মহাগুণৈঃ সর্ব্বমনোহরতাপরঃ, ন হ্যেবম্ভূতো জিঘাংস্যো ভবিতুমর্হতি তত্তদ মর্হত্বেঽপি সা সা চ কথঞ্চিজ্জাতা চেত্তর্হি পরমাত্মত্বাদ্ধরিত্বাচ্চ সর্ব্বহিতকারিত্বেনাসৌ পরিত্যাজয়েদেবাযোগ্যাংশং তস্যামিবামুষু, পুনশ্চ, তস্যা ভক্ত্যাভাসত্বেঽং স্তনদানমাত্রেণ ভক্তিং মত্বা তদুপলক্ষিতাং ধাত্রীগতিং দদৌ এব, অমুষু তু দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহেত্যাদিপদ্যোক্তমহাভক্তিবিশেষণান্তঃসঙ্গমমনুভবংস্তদুচিত-নিজপ্রেয়সীং গতিং কথং ন দত্তাদিতি? সঙ্গতিশ্চেয়ম্—পূর্ব্বোক্তগোলোকাখ্যে গোকুলপ্রকাশবিশেষ এব জ্ঞেয়া, অতএবোদ্ধবদ্বারা শ্রীভগবতা সন্দিষ্টম্—'যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপূর্য্যর্থীর্য্যচিন্তয়া।" (শ্রীভা ১০।৪৭।৩৭) ইতি। রাসশ্চায়ং তদ্দিনগত এব জ্ঞেয়ঃ, তস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ; তস্মিন্নপি প্রকাশে গোপলীলত্বেন দিনান্তরেঽপি তৎসম্ভবাৎ. কিন্তত্র 'নাস্থয়ন্ খলু কৃষ্ণায়'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্লোকে যেমন 'জিঘাংসয়াপি' পদের 'অপি' শব্দদ্বারা হত্যা কামনার হেয়ত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তদ্রূপ এস্থলে 'জারবুদ্ধ্যাপি' পদের 'অপি' শব্দের সহিত অন্বয় হইয়াছে বলিয়া উহার হেয়ত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। গর্হাবাচক 'লোকবালয়ী' পদের সহিত 'অপি' অন্বয় হইয়াছে। (অপিও গর্হাদ্যোতক) জিঘাংসার হেয়তার প্রতি কারণ—তিনি পরমাত্মা বলিয়া তাদৃশী নিন্দাশব্দবাচ্য হইতে পারেন না। আর যদি বলা হয় যে 'হরিকে স্তন দান করিয়া', তাহা হইলেও 'হরি' শব্দে কারুণ্যাদি মহাগুণের দ্বারা সর্ব্ব মনোহর সেই পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। সুতরাং তিনি কখনও হত্যাপদবাচ্য হইতে পারেন না। এইপ্রকার উভয়স্থলেই হত্যা কামনার অযোগ্যতা বিদ্যমান থাকিতেও যদি হত্যা কামনা উপস্থিত হয়, তবে ভগবান স্বয়ংই পূতনার ন্যায় গোপীগণের জারবুদ্ধির অযোগ্যাংশ পরিহারই করাইবেন। যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা বা হরি; সুতরাং সকলেরই নিরুপাধি হিতকারী। তাঁহাতে কদাচ কাহারও দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার হইলে তিনি স্বয়ংই তাহা বিনষ্ট করিয়া দেন। এস্থলে তাহাই হইয়াছে। আরও বলিতেছেন, পূতনার ভক্ত্যাভাসরূপ স্তন দানকেই ভক্তি মনে করিয়া ভগবান যখন তাহাকে তদুপলক্ষিতা ধাত্রীগতি দান করিয়াছিলেন, তখন এই গোপীদিগকে 'দুঃসহ-প্রেষ্ঠ বিরহ' পদ্যোক্ত মহাভক্তিবিশেষ দ্বারা অন্তরের সঙ্গসুখ অনুভব করিয়া সেই ভক্তির অনুরূপ নিজ প্রেয়সীগতি কেননা দান করিবেন? অবশ্য করিবেন। এই সঙ্গতি গোকুলপ্রকাশের সহিত অভিন্ন পূর্ব্বোক্ত গোলোকেই হইয়াছিল, জানিতে হইবে। এজন্য শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবের নিকট বলিয়াছিলেন—'যে সকল কল্যাণী (গোপী) ব্রজে থাকিয়াও আমার সহিত সেই রাত্রিতে রাসক্রীড়া করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মদীয় বীর্য্য চিন্তা করিয়াই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন'।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

(শ্রীভা ১০।৩৩।৩৭) ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ তৎপত্যাদিষু দুঃখাদ্যনুৎপত্তয়ে তন্মায়য়ৈব ত্যক্তানাং দেহানা-মন্তর্দ্ধাপনং, তৎসদৃশীনামন্যাসাং স্ফোরণঞ্চ গম্যতে, এবং তাবৎকালমেব তদ্রহস্যং লব্ধরাসাঃ শ্রীভগবৎপ্রেয়স্যোঽপি নাজানন্, যাবদুদ্ধবদ্বারা যথার্থানুভাবকপ্রভাবং 'যা ময়া' ইত্যাদি-সন্দেশং নাশৃণ্বন্নিতি চ। অথবা তাসাং মুরলী-বাদ্যানুসরণেন তদন্তিক-গতৌ কিমাশ্চর্য্যম্? যতঃ কাশ্চিন্নিরুধ্যমানা অপ্যন্তর্গৃহ এব তং প্রাপ্তা ইত্যাহ — অন্তরিতি। তাদৃশতীব্রতাপেন ধৃতং শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া খণ্ডিতমশুভং বিরহরূপং যাসাং তাঃ, তেন জগতামপি ধৃত-মশুভং যাভিস্তা ইতি বা, 'মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি' (শ্রীভা ১১।১৪।২৪) ইতিবৎ। তথা তাদৃশনির্বৃত্যাহক্ষীণং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অতএব যে রাত্রিতে ভগবান ব্রজে রাসক্রীড়া করেন, সেই রাত্রিতেও উক্ত গোলোকে এইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং প্রকটপ্রকাশেও দিনান্তরে ইহাঁদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইয়াছিল। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে নিত্যই এইরূপ লীলা করেন, সুতরাং অন্য দিনেও ঐরূপ লীলা হইতে পারে। না, একথা বলিতে পার না। কেননা, এখানে ঐদিনই বিবক্ষিত। অর্থাৎ এই রাসও সেইদিনেই হইয়াছিল, জানিতে হইবে। অবশ্য সেই প্রকাশের গোপলীলত্ব-হেতু অন্যদিনেও রাস সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু 'এখানে 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের পতিন্যন্যগণ অসূয়া করেন নাই' এই বাক্য অনুসারে তাঁহাদের পতি প্রভৃতির দুঃখাদি না হওয়ার নিমিত্ত ভগবানের মায়া গোপীগণের ত্যক্তদেহ-গুলির অন্তর্দ্ধান করাইয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই গোপীগণের পতি প্রভৃতির যাহাতে দুঃখাদি না হয় এজন্য মায়াই ত্যক্তদেহগুলিকে অন্তর্দ্ধান করাইয়া তৎসমান অন্যদেহের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সী এবং তন্নিবন্ধন রাসক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই রহস্য জানিতে পারেন নাই। অর্থাৎ ভগবান স্বয়ং শ্রীউদ্ধবমুখে যতকাল সংবাদ প্রেরণ করেন নাই, ততকাল ঐ সাধনসিদ্ধা গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের উক্তরূপ রাসলীলার কথা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই অর্থাৎ যথার্থ অনুভবজনক শ্রীভগবানের প্রভাবের কথা শুনেন নাই। অথবা মুরলী বাদ্যানুসরণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন কি আশ্চর্য্য? যেহেতু "কেহ কেহ নিরুদ্ধা হইয়া গৃহমধ্যেই তাঁহাকে পাইয়াছিলেন," একথা "অন্তর্গৃহগতাঃ" শ্লোকে বলিয়াছেন। তাদৃশ তীব্রতাপে ও শ্রীকৃষ্ণকৃপায় বিরহরূপ অশুভ ধৃত অর্থাৎ খণ্ডিত হইয়াছে যাঁহাদের, তাঁহাদের দ্বারা জগতেরও অশুভ খণ্ডিত হইয়াছে। একথা শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"আমার ভক্তিযোগ প্রভাবে ভক্ত কেবল যে আপনাকেই পবিত্র করেন তাহা নহে, তিনি ভুবনেরও পবিত্রতা সাধন করেন।" অতএব তাঁহাদের তাদৃশ নির্বৃতি (আলিঙ্গনসুখ) দ্বারা মঙ্গল অক্ষীণ (পুষ্ট) হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের তাদৃশ ভগবৎসংযোগরূপ মঙ্গল দ্বারা জগতেরও মঙ্গল পুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ক্ষীণতাবিরুদ্ধং পুষ্টং মঙ্গলং নিজ-তাদৃশতৎসংযোগরূপং যাসাং তাঃ, তয়া পুষ্টং জগতামপি মঙ্গলং যাভ্যস্তা ইতি বা পূর্ব্ববৎ গুণময়ং বিরহভাবময়ং দেহমাবেশমিত্যর্থঃ। তথা তৃতীয়ে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মণা দর্শিতম্। অন্যৎ সমানম্। সঙ্গতিস্তস্মিন্নন্তর্গৃহে এব তস্যা প্রাকট্যাৎ, অন্তর্গৃহগতা ইত্যন্বয়াৎ, অতএব সদ্যঃ প্রক্ষীণং বন্ধনং সর্ব্বতৎসঙ্গবিরোধো যাসাং তাঃ, এবম্ অলব্ধরাসা ইতি তস্যামেব রাত্রৌ জ্ঞেয়ং, পূর্ব্বহেতোরেব ॥১১॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১০-১১। অত্র গোপীনাং প্রাপ্যমতিরহস্যং বস্তু বহিরঙ্গলোকেভ্যো গোপয়ংস্তান্ প্রতি বাহ্যমর্থমন্তরঙ্গান্ ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান্ প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তন্ত্রেণাহ,—দুঃসহেতি। তত্র বহির্মুখান্ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো মোক্ষং দদাবিত্যাহ,—দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন তীব্রতাপস্তেন ধূতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তস্যাচ্যুতস্যাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিরানন্দস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ। অতঃ প্রক্ষীণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পূর্ব্ববৎ 'গুণময়' শব্দের বিরহভাবময় দেহাবেশ, এই অর্থ। তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ব্রহ্মারও সেই সেই আবেশ বা ভাবের দেহত্যাগরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর অর্থ সমান। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গতি সেই গৃহমধ্যেই তাঁহার অপ্রাকট্যভাবে অবস্থানবশতঃ হইয়াছিল। কারণ 'অন্তর্গৃহ-গতাঃ' এই পদের অন্বয় হইয়াছে। অতএব যাঁহাদের বন্ধন (শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবিরোধী যাবতীয় অশুভ) সদ্য প্রক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা এইরূপ 'অলব্ধরাসা' (রাস পান নাই)। ইহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে সেই রাত্রিতেই জানিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে, নিরুদ্ধা গোপীগণ ধ্যানমগ্না হইলে শ্রীকৃষ্ণকৃপাপ্রভাবে তাঁহাদের যে গুণময়দেহে প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। অর্থাৎ তাঁহারা সেই গুণময়দেহ ত্যাগ করিয়া (নিজদেহ ত্যাগ করিয়া নহে) নিজ অপ্রাকৃতদেহে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। অতএব নিরুদ্ধা গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রথমতঃ অন্তর্গৃহেই হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্গৃহেই তাঁহাদের নিকট প্রকট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিরহ-রূপ যাবতীয় অশুভ দূরীভূত করিয়াছিলেন। আর 'অলব্ধরাসা' বলিতে তাঁহারা ঐ রাস-রজনীতে কেবল প্রকটভাবে রাসমণ্ডলে যাইতে পারেন নাই, বুঝিতে হইবে ॥১১॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১০। এস্থলে গোপীদের প্রাপ্য অতিরহস্য যে বস্তু, তাহা বহির্মুখলোকের নিকট গোপন পূর্ব্বক বাহ্যার্থের প্রকাশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞ ভক্তগণের প্রতি স্বাভিলষিত আভ্যন্তরীণ নিগূঢ় অর্থ জ্ঞাপন করিতেছেন—'দুঃসহ' ইত্যাদিতে। (প্রথমে বহির্মুখকে লক্ষ্য

সারার্থদর্শিনী

প্রারব্ধবন্ধনাঃ জারবুদ্ধ্যাপি তমেব পরমাত্মানং প্রাপ্যা দেহং জহুরিতি। অন্তর্মুখান্ প্রতি তু তদানীং স্বপ্রেষ্ঠ-বিরহসংযোগোত্থানি দুঃখসুখান্যপরিমিতানি প্রাপ্য লব্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভূবুরিত্যাহ—দুঃসহেন প্রেষ্ঠবিরহেণ যত্তীব্রতাপস্তেন ধূতানি কম্পিতীকৃতান্যশুভানি যাভিস্তাঃ যাসাং প্রেষ্ঠবিরহতাপস্য তীব্রতাং বীক্ষ্য কোটী-ব্রহ্মাণ্ডস্থবাড়বানলমহাকালকূটাদিরূপাণি পরং সহস্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তঃ স্ফূর্ত্ত্যা আগতো যোঽচ্যুতস্তেন তদৈবাভূতস্য প্রেমপূর্ণচিন্ময়স্য তাদৃশস্বভাবাভি-মানাদিমতো দেহস্য যঃ আশ্লেষস্তেনাশ্লেষেণ যা নির্বৃতিস্তয়া ক্ষীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি যাসাং তাঃ, যাসাং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তপ্রেষ্ঠাশ্লেষোত্থসুখং বীক্ষ্য কোটীব্রহ্মাণ্ডগতবিষয়সুখনির্বিবষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহস্রাণি মঙ্গলশব্দ-বাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া নিকৃষ্টান্যেব বভূবুরিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিরহসংযোগোত্থদুঃখসুখাভ্যাং প্রারব্ধপাপপুণ্যানি নষ্টানি তেষাং স্বফলভোগৈকনাশ্যত্বাদিতি ব্যাখ্যাতৃ বৈষ্ণবানাং মতে ন যুজ্যতে। ভগবদ্বিরহসংযোগয়োঃ পাপপুণ্য-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিয়া বলিতেছেন—) "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহজনিত তীব্রতাপে তাঁহাদিগের অশুভ বিধূত হইল এবং ধ্যানে অচ্যুতের আলিঙ্গনানন্দে পুণ্য ক্ষয় হইল। অতএব সর্ব্বপ্রকারে প্রারব্ধবন্ধন ক্ষীণ হওয়ায় জারবুদ্ধি দ্বারাও সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া গুণময়দেহ ত্যাগ করিলেন। (এক্ষণে অন্তর্মুখ ভক্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—) তীব্র ধ্যানকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহ হইতে উত্থিত দুঃখ অর্থাৎ জ্বালাময় উৎকট প্রেষ্ঠবিরহ দুঃখ এবং সংযোগ জন্য অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া লব্ধ-মনোরথ হইয়াছিলেন। অধিক কি, ইহাঁদের দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহজনিত তীব্রতাপে অশুভ সমূহ কম্পিত হইয়াছিল। অর্থাৎ ইহাঁদের প্রেষ্ঠবিরহরূপ তীব্রতাপের সহিত তুলনা করিলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত বাড়বানল ও মহাকালকূটাদিরূপ সদ্য প্রাণহর বস্তু আছে, সেই অশুভসমূহ স্ব স্ব তীব্রতার অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাজয়বুদ্ধিতে কম্পিত হইতেছিল। আবার ধ্যানপ্রাপ্ত স্ফূর্ত্তিবশে সমাগত অচ্যুত-কর্ত্তৃক (তৎকালে সমুদ্ভূত প্রেমপূর্ণ চিন্ময় ও তাদৃশ স্বভাবোচিত অভিমানবিশিষ্ট দেহে) আলিঙ্গনসুখে, তাঁহাদের প্রাকৃতাপ্রাকৃত মঙ্গলসমূহ কৃশীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রিয়তমের আলিঙ্গনজনিত সুখের সহিত তুলনা করিলে মঙ্গল-শব্দ বাচ্য কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়সুখ ও সহস্র সহস্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভব সুখসমূহ অতি নিকৃষ্ট বোধ হয়। অপিচ "শ্রীভগবদ্বিরহ জন্য দুঃখ এবং সংযোগ জন্য সুখই তাঁহাদের প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের অবসান করিয়া দিয়াছিল। যেহেতু প্রারব্ধ একমাত্র স্ব-ফল ভোগের অবসানেই বিনষ্ট হয়।" এইপ্রকার ব্যাখ্যা বৈষ্ণবদের পক্ষে সঙ্গত

সারার্থদর্শিনী

ফলত্বাভাবাৎ। তাদৃশানাং প্রারব্ধনাশস্তু ভজনদশায়ামেবানর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানামিত্যাহুঃ। ততশ্চ তমেব পরমাত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং জারবুদ্ধ্যা অতিনিকৃষ্টয়াপি সঙ্গতাঃ অত্যুৎকৃষ্টপতিবুদ্ধিমতীভ্যো রুক্মিণ্যাদিভ্যঃ সকাশাদপি সম্যক্‌প্রকারেণ প্রাপ্তাঃ। পতিবুদ্ধেঃ সকাশাদপি জারবুদ্ধৌ "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বে-ত্যাদ্যুদ্ধববাক্যনির্দ্ধারিতাৎ নিরঙ্কুশপ্রেমোৎকর্ষাৎ। তথাস্মিন্নবতারে নিকৃষ্টবস্তূন্যপ্যুৎকৃষ্টী কুর্ব্বত্যেব লীলা দৃশ্যতে। যথা মহারাজরাজেশ্বরত্ব লীলাতঃ সকাশাদপি "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তৎশ্রিয়েক্ষণীয়ে" ইতি ভীষ্মোক্তেঃ। পার্থসারথিত্বলীলায়া উৎকর্ষঃ। তথা উৎকৃষ্টাৎ শান্তরসাদপি নিকৃষ্টস্য শৃঙ্গাররসস্য তত্রাপি দাম্পত্যভাবাদপি ঔপপত্যভাবস্য, তথা উৎকৃষ্টাদ্রত্নালঙ্কারাদপি নিকৃষ্টস্য গুঞ্জাগৈরিকশিখিপুচ্ছাদেরুৎকর্ষো দৃষ্ট এবেতি। সঙ্গতাঃ কাশ্চিদ্‌যোগমায়ারুতানুকূল্যান্নিরোধমুক্ত্বা অভিসৃত্য তস্যামেব রাত্রৌ রাসবিহারিণং তং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদন্যস্যামপি। নন্থ, পুরুষান্তরোপভুক্তদেহাভিস্তাভিঃ সহ ভগবদ্বিলাসো ন যুজ্যতে ইতি তত্রাহ,—

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হয় না। কারণ শ্রীভগবদ্‌বিরহের ও শ্রীভগবদ্‌সংযোগের ফল পাপ পুণ্য নহে। যেহেতু উহাদের ফলপ্রদত্ব নাই। অর্থাৎ পাপের ফলে শ্রীভগবানের বিরহময় দুঃখ এবং পুণ্যের ফলে শ্রীভগবৎ-সংযোগের আনন্দ, ইহা বলা যায় না। যেহেতু ভজনদশাতেই অনর্থনিবৃত্তি ভূমিকায় আরূঢ় বৈষ্ণব-গণের প্রারব্ধ নাশ হয়, ইহাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত। ॥১০॥

১১। অনন্তর সেই পরমাত্মা—পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে অতি নিকৃষ্ট জারবুদ্ধি দ্বারাও সঙ্গতা অর্থাৎ ধ্যানযোগে প্রাপ্ত হইলেন। কেননা, অতি উৎকৃষ্ট পতিবুদ্ধিমতী শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষাও সম্যক্ প্রকারে উপপতি বুদ্ধিতে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। যেহেতু পতিবুদ্ধি অপেক্ষাও জারবুদ্ধিতে নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ রহিয়াছে। "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে পরমভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও ব্রজগোপীদের মহামহিমা উচ্চকণ্ঠে গান করিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রবল অনুরাগ-প্রাচুর্য্যে সর্ব্বথা আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং এই আনুগত্য সর্ব্বশ্রুতি বিচারে অথবা স্বয়ং শ্রুতিগণ-কর্তৃকই পরমপুরুষার্থরূপে অন্বেষনীয় হইয়াছে। এজন্য গোপীরা স্বজন (লোকমর্য্যাদা) ও আর্য্যপথ (বেদমর্য্যাদা) ত্যাগ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই অবতার-লীলায় নিকৃষ্ট বস্তুও উৎকৃষ্টরূপে আদৃত হইতে দেখা যায়। যেমন মহারাজ-রাজেশ্বর-লীলা হইতেও "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃত-হয়রশ্মিনি তচ্ছ্রিয়েক্ষণীয়ে" এই শ্রীভীষ্মদেবের বাক্যানুসারে পার্থসারথি লীলার উৎকর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তথা উৎকৃষ্ট শান্তরস হইতে নিকৃষ্ট শৃঙ্গাররসের উৎকর্ষ, তাহাতে আবার দাম্পত্যভাব অপেক্ষাও উপপতিভাবের পরম উৎকর্ষ। অপিচ উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার মণিমুক্তা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গুঞ্জামালা, গৈরিক ধাতু ও

সারার্থদর্শিনী

জহুরিতি। দেহমিতি জাত্যপেক্ষয়া একত্বম্। তস্য দেহস্য যোগমায়য়ৈবালক্ষিতমন্তর্দ্ধাপনমিত্যেকে, অন্যেত্বেবমাহুঃ,—অত্র হেয়ো দেহো গুণময় এব ভবত্যতো গুণময়মিতি বিশেষণস্যাধিক্যাৎ তাসাং দেহা বেণুবাদনাৎ পূর্ব্বং দ্বিধাভূতা গুণময়াশ্চিন্ময়াশ্চাসন্নিতি বুধ্যতে। তত্র যে গুণময়াঃ স্বপত্যুপভুক্তা দেহাস্তানেব জহুঃ। অয়মত্র বিবেকঃ, গুরূপদিষ্টভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদণ্ডবৎপ্রণতিপরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং "নির্গুণো মদপাশ্রয়" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভির্ভগবদ্‌গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োঽপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ততশ্চ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি" রিতি। "তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাস"

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শিখিপুচ্ছাদি ভূষণের উৎকর্ষই দৃষ্ট হইতেছে। এস্থলে 'সঙ্গতা' বলিতে কোন কোন গোপী যোগমায়া-কৃত আনুকূল্যপ্রাপ্তিহেতু নিরোধমুক্ত হইয়া অভিসার করিয়া সেই রাসরজনীতেই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ বা অন্য রজনীতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি বল, পুরুষান্তর-কর্ত্তৃক উপভুক্ত-দেহা গোপীদের সহিত শ্রীভগবানের রাসাদি বিলাস সঙ্গত হইল কিরূপে? উত্তর—"জহুর্গুণময়ং দেহং" অর্থাৎ তাঁহারা গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে 'দেহ' শব্দ এক-বচন হইলেও জাতি অপেক্ষায় বহু দেহ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, ঐ ত্যক্ত দেহগুলি যোগমায়াই অলক্ষিতভাবে অন্তর্দ্ধান করাইয়া তৎসমান অন্যদেহের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সেই ত্যক্ত দেহগুলি হেয় গুণময় অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; সুতরাং 'গুণময় দেহ'। এস্থলে দেহের বিশেষণ গুণময় না বলিলেও গুণময় দেহ বুঝায় অর্থাৎ দেহ বলিলেই নশ্বর গুণময় দেহ বুঝায়, তবে এস্থলে অধিকন্তু 'গুণময়' এই বিশেষণ পদ আধিক্যরূপে প্রয়োগ হইল কেন? উত্তর—এই গোপীদের দেহ বেণুবাদন শ্রবণের পূর্ব্বে গুণময় ও চিন্ময় এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল বুঝিতে হইবে। তাহার মধ্যে যে সকল দেহ গুণময় এবং স্ব স্ব পতি-কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছিল, তাহাই ত্যাগ করিয়াছিলেন। নতুবা গুণময় দেহ শব্দে 'নিজদেহ' অর্থ করিলে 'গুণময়' বিশেষণই ব্যর্থ হয়। যাহা হউক, এস্থলে বিবেচ্য এই—গুরূপদিষ্ট ভক্তির আরম্ভদশা হইতে ভক্তগণের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিচর্য্যাদিময়ী শুদ্ধভক্তি প্রবিষ্ট হইলে "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" (আমার শরণাগত ব্যক্তি নির্গুণ) এই শ্রীভগবদ্বাক্য অনুসারে ভক্তজন স্বীয় শ্রোত্রাদি দ্বারা শ্রীভগবদ্‌গুণাদি গ্রহণ করিয়া নির্গুণ হইয়া থাকেন এবং ব্যবহারিক শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া গুণময়ও হইয়া থাকেন। এইপ্রকারে ভক্তদের মধ্যে এক অংশ নির্গুণ এবং এক অংশ গুণময় হইয়া থাকে। এ-বিষয়ে মহাভাগবত কবি বলিয়াছেন—"যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতি গ্রাসেই ভোজনানুরূপ তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবৎ-

সারার্থদর্শিনী

মিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ সম্পূর্ণপ্রেমণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এব দেহঃ স্যাৎ, তদপি স্থূলদেহপাতস্তু বহির্মুখমতোৎখাতা ভাবার্থং ভক্তিযোগস্য রহস্যত্বরক্ষার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শ্যতে যথা মৌষললীলায়াং যাদবানাম্। ক্বচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষজ্ঞাপনার্থং ন দর্শ্যতে চ যথা ধ্রুবাদীনাম্। অত্র প্রমাণমেকাদশে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে শ্রদ্ধাদয়োনির্গুণা গুণময়াশ্চেতি প্রদর্শয়তা—"যেনেমে নির্জ্জিতা সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে" ইত্যনেন ভক্ত্যৈব গুণময়বস্তূনাং নির্জয়ো নাশ এবোক্তো ভগবতা। অতএব ধুতানি বিধুতানি তানি রন্ধিতানি অশুভানি গুণময়শরীরাণি যাসাং তা ইতি আশ্লেষ নির্বৃত্ত্যা অক্ষীণানি বিবর্দ্ধিতানি মঙ্গলানি চিন্ময়শরীরাণি যাসাং তা ইত্যপ্যর্থশ্চিকীর্ষিতো ভবতি। অতঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ অবিদ্যাবন্ধাৎ পত্যাদিবারণাচ্চ যোগমায়ানুকূল্যং প্রাপ্য বিচ্যুতা ইত্যর্থঃ। মরণবশাদ্দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্—"যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

চরণাশ্রিত ভক্তের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনকালে ভজনানুরূপ প্রেমলক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপ স্ফূর্ত্তি ও মায়িক বিষয়ে বিরক্তি যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে।" এই ন্যায়ানুসারে ভক্তি বৃদ্ধির তারতম্যে নির্গুণ দেহাংশের ক্ষীণত্ব তারতম্য হইয়া থাকে; কিন্তু প্রেম উৎপন্ন হইলে দেহের গুণময় অংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীভগবান যেমন মৌষললীলাতে যাদবগণের দেহপাত দেখাইয়াছেন, সেইরূপ এখানেও মায়াদ্বারা বহির্মুখের মতান্তর উৎখাত করিবার নিমিত্ত এবং ভক্তিযোগের রহস্য রক্ষার্থ এই গোপীদেরও স্থূলদেহপাত দেখাইলেন। আবার ভক্তিযোগের উৎকর্ষ জ্ঞাপনের জন্য কোথাও বা শ্রীধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় স্থূলদেহপাত প্রদর্শন করেন না। ইহার প্রমাণ (শ্রীভাঃ ১১।২৫।৩২ শ্লোকে) শ্রদ্ধাদি গুণসমূহ যে নির্গুণ ও গুণময়, ইহা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'হে সৌম্য! যে ব্যক্তি বিশেষ নিষ্ঠার সহিত মনোজয় এই সমস্ত গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি পরে ভক্তিযোগদ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া মোক্ষ পদবীতে আরোহণ করেন।' অতএব প্রিয়বিরহ জন্য দুঃসহ তীব্রতাপ দ্বারা সেই গোপীদের গুণময় শরীর বিধূত (রন্ধিত) হইয়াছিল এবং ধ্যানযোগে প্রাপ্ত অচ্যুতের আলিঙ্গন জন্য তাঁহাদের চিন্ময় শরীর বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল—এই অর্থ অভিপ্রেত হইতেছে। প্রক্ষীণবন্ধন—অর্থাৎ যোগমায়ার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা-বন্ধন ও পত্যাদির নিবারণ হইতে বিচ্যুত বা মুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যু বা দেহপাত হইয়াছিল, এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে। যেহেতু "যে সকল কল্যাণী (গোপীরা) ব্রজে থাকিয়াও রাসবিহারকালে স্ব স্ব ভর্ত্তৃ-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিতা ছিল, তাহারা আমার বীর্য্য চিন্তা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" (ভাঃ ১০।৪৭।৩৩) এই শ্রীভগবদ্বাক্যে 'কল্যাণী' শব্দের অভিপ্রায়—

সারার্থদর্শিনী

বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যোমাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়ে"তিভগবদ্বাক্যে কল্যাণ্য ইতিপদোপাদানাৎ পতিকৃতবারণান্মদ্বিরহসন্তাপাচ্চ স্বদেহাংস্তদা জিহাসূনামপি তাসাং পরমমঙ্গলরাসোৎসবারম্ভে মরণস্যামঙ্গলস্য মদনভিমতত্বাত্তাঃ কল্যাণবত্য এবাভবন্নিতি ভগবদভিপ্রায়াৎ "তথা তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতী" রিতি শুকবাক্যাচ্চ তা উচুর্যাঃ পূর্ব্বমলব্ধরাসাঃ অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসন্নিতি। তেন মরণং বিনৈব তা গুণময়ান্ দেহান্ জহুরিতি। বিরহতীব্রতাপরন্ধিতস্তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্যাগ ইত্যর্থোঽবগম্যতে। তথা অত্র অলব্ধবিনির্গমা ইতি তত্র ব্রজ আস্থিতা ইতি। তথা অত্র ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষেতি তত্র মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়েতি তুল্যার্থ তৈব। কিন্তুত্র সঙ্গতা ইতি তত্রালব্ধরাসা ইত্যর্থভেদদর্শনাদেবান্তর্গৃহনিরুদ্ধগোপীনাং দ্বৈবিধ্যং ব্যাখ্যাতম্। যথা সপ্তাষ্টানাং ফলানাং সম্যক্ পাকেঽবগতে সত্যাম্রবৃক্ষোঽয়ং পক্কফল ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণ্যেব ফলানি বৃক্ষাদবচিত্য গৃহমানীয়ন্তে আনীয় চ যানি যানি সমুচিতকালেন সৌরকিরণাদিবা চ সৌরূপ্যসৌরভ্যসৌরস্যসৌকুমার্য্যবন্তি রাজ্ঞো ভোগার্হাণি রোচকানি জাতানি তানি ফলানি বিচক্ষণপরিজনেন পরিষ্কৃত্য সময়ে রাজ্ঞো ভোগায়

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

পতি-কর্ত্তৃক যে সকল ব্রজসুন্দরী অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা আমার বিরহ-সন্তাপবশতঃ স্ব স্ব দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও রাসোৎসব আরম্ভে তাহাদের মরণরূপ অমঙ্গলকার্য্য মদীয় অভিপ্রেত নহে বলিয়া তাহারা কল্যাণী হইয়াছিল। অপিচ "তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগত-স্মৃতীঃ" এই শ্রীশুকদেবের বাক্যে "যাহারা পূর্ব্বে আমার সহিত রাসক্রীড়ায় বঞ্চিতা হইয়া অন্তর্গৃহে রুদ্ধা ছিল," সেই বার্ত্তা শ্রবণে পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। অতএব মরণ ব্যতিরেকেই যে তাঁহারা গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা গেল। আর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-তীব্রতাপে রন্ধিত গুণময় দেহগুলি যে গুণময়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। এইরূপে তাঁহাদের গুণময় দেহ ত্যাগ এবং চিন্ময়দেহ প্রাপ্তিই 'দেহত্যাগ' এই অর্থ অবগত হওয়া যায়। আর এইস্থলে 'অলব্ধবিনির্গমা' এই পদ এবং উক্ত শ্রীকৃষ্ণবাক্য "ব্রজ আস্থিতঃ" এবং পূর্ব্বশ্লোকের 'ধ্যানপ্রাপ্তা-চ্যুতাশ্লেষ' ইত্যাদি বাক্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণবাক্য—"মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া" ইহার অর্থ তুল্যই ; কিন্তু এস্থলে 'সঙ্গতা' (কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া) এবং "অলব্ধরাসা" (রাস লাভ করিতে না পাইয়া) এইরূপ অর্থভেদ দেখা যায় বলিয়া অন্তর্গৃহরুদ্ধা গোপীদের দ্বৈবিধ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন কোন উদ্যানরক্ষক আম্রবৃক্ষের সাত আটটী ফল সম্যক্ পরিপক্ক হইয়াছে দেখিলেই সেই বৃক্ষের সমুদয় আম্র পরিপক্ক হইয়াছে জানিয়া সমস্ত ফল বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া গৃহে আনয়ন করে এবং যে যে ফল সমুচিতকালে কিংবা সূর্য্যকিরণাদি দ্বারা সুন্দর বর্ণ, সুগন্ধ, সুরস ও সুকোমল এবং

সারার্থদর্শিনী

পরিকল্প্যন্তে যানিতু অন্তঃপক্কানি বহিরপক্কানি সৌরূপ্যাদিগুণরহিতত্বাদরসনীয়ানি রাজ্ঞোঽনর্হাণি জ্ঞায়ন্তে, তান্যুষ্ণবিশেষযোগেন পরিপক্কীকৃত্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়দিনাদিষু রাজ্ঞে সমর্প্যন্তে। তথৈব গোকুলে জনিতানাং মুনিচরীণাং গোপীণাং মধ্যে যাঃ প্রাকৃতগুণময়শরীরতাং পরিত্যজ্য প্রথমমেব শুদ্ধচিন্ময়ীভূতশরীরা অজনিষত তাঃ পুরুষান্তরাস্পৃষ্টাঃ শ্রীযোগমায়য়া নিত্যসিদ্ধাদি গোপীভিঃ সহৈবাভিসারিতাঃ যাস্তু বহির্গুণময়-শরীরবত্যস্তা অপি শ্রীকৃষ্ণবিরহৌষ্ণ্যপ্রাপণয়া গুণময়শরীরভাবত্যাজনয়ৈব বিনষ্টপুরুষান্তরস্পর্শদোষাশ্চিন্ময়ীভূত-শরীরাঃ, কাশ্চিত্তস্যাং রাত্রাবেব সর্ব্বাসাং পশ্চাদভিসারিতাঃ. কাশ্চিদীষন্মাত্রস্থিতকষায়াঃ প্রেক্ষ্য বিরহৌষ্ণ্যেনৈব তন্নিবর্ত্তনার্থং রাত্র্যন্তরেষ্বেবাভিসারিতাঃ। ততশ্চ তাঃ প্রাপ্তরাসাদিবিলাসাঃ রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধাদিগোপীভিঃ সহ পতিগৃহমাগতাস্তদারভ্য পতিসঙ্গতো যোগমায়ৈব রক্ষ্যমাণাঃ পত্যপত্যাদিষু মমতাশূন্যাঃ কৃষ্ণপ্রেমাতিভর-পরিপ্লুতাঃ শুষ্কপয়স্তন্য স্বাপত্যান্যপুষ্ণত্যো গ্রহগ্রস্তত্বেনৈব তদ্বন্ধুভিঃ প্রতীয়ন্তে স্মেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অন্যে তু অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা অপি নাপত্যবত্যঃ। অগ্রিমগ্রন্থেষু অপত্যাদিশব্দৈঃ সপত্নীপুত্রঃ পোষ্যপুত্রো ভ্রাতৃপুত্রো বা লক্ষণীয় ইত্যাহুঃ ॥ ১০-১১ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

রাজভোগযোগ্য রুচিকর হইয়াছে, তাহা বিচক্ষণ পরিজনের দ্বারা পরিষ্কৃত করাইয়া যথাসময়ে রাজার ভোগের নিমিত্ত প্রদান করে, আর যে ফলগুলি ভিতরে পক্ক অথচ বাহিরে অপক্ক, সুতরাং সৌরভ্যাদি গুণরাহিত্য বলিয়া অনাস্বাদ্য ও রাজভোগের অযোগ্য জানিতে পারে, সেই ফলগুলি উষ্ণবিশেষযোগে পরিপক্ক করিয়া দুই তিন দিন পরে রাজাকে সমর্পণ করে ; সেইরূপ গোকুলজাত মুনিচরী গোপীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃত গুণময় শরীর ত্যাগ করত প্রথমতঃই শুদ্ধ চিন্ময়ভূতশরীরা হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুরুষান্তর-কর্ত্তৃক অস্পৃষ্টা ছিলেন বলিয়া যোগমায়ার সাহায্যে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত অভিসার করিয়াছিলেন ; আর যাঁহারা বাহিরে গুণময় শরীরবতী ছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণবিরহরূপ তাপ প্রাপ্তি দ্বারা গুণময় শরীর-ভাব ত্যাগ করাইয়া ও পুরুষান্তরের স্পর্শদোষ বিনষ্ট করাইয়া চিন্ময়ীভূত শরীর সম্পাদনপূর্ব্বক সেই রাস রজনীতেই সকলের পশ্চাৎ অভিসারিত করাইয়াছিলেন। যাঁহাদের ঈষৎমাত্র কষায় দোষ ছিল, তাঁহাদিগকেও বিরহতাপেই কষায় নিবর্ত্তন জন্য রাত্রিতে অভিসারিত করাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাসাদি বিলাস প্রাপ্ত হইয়া রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণসহ পতিগৃহে আসিয়াছিলেন ; সেই সময় হইতে কিন্তু যোগমায়া-কর্ত্তৃক পতিসঙ্গ হইতে রক্ষিতা হইয়া তাঁহারা পতি-পুত্রাদিতে মমতাশূন্যা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাতিরেকে অভিভূতা হইয়া তাঁহাদের স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গেল, স্বপুত্রাদিকেও আর পালন করিতে পারিলেন না। আত্মীয় স্বজনগণও তাঁহাদিগকে গ্রহগ্রস্তবৎ মনে করিয়া নীরব ছিলেন। এইপ্রকার সিদ্ধান্তে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই। কেহ কেহ বলেন, অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা গোপীগণ পুত্রবতী ছিলেন না। ইহার পরে অপত্যাদি শব্দে সপত্নী-পুত্র, পোষ্যপুত্র বা ভ্রাতৃপুত্র লক্ষণ করিয়াছেন। ॥১১

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্॥ ১২

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১২। নন্থ যথা পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেঽপি ন তদ্ভজনান্মোক্ষস্তথাবুদ্ধ্যভাবাৎ এবং কৃষ্ণেঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ, কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে কৃষ্ণং বিদুরিতি। পরং কেবলং কান্তং কমনীয়ম্ ॥১২॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১২। পরি সর্ব্বতোভাবেন ঈক্ষতে সর্ব্বেষাং ভাবং জানাতীতি পরীক্ষিদিতি। অস্যায়ং ভাবঃ—যদ্যপি স্বয়ং তত্তন্মাহাত্ম্যং জানাত্যেব, তথাপ্যন্তর্মুখসন্দিহানানাং সন্দেহনিরাসার্থমর্থবিশেষেণ সন্দেহবিশেষঃ প্রপঞ্চিতঃ। বহির্মুখসন্দিহানানাঞ্চ সন্দেহান্তরনিরাসার্থং ব্রহ্মজ্ঞানবাদময় ইব সন্দেহঃ প্রপঞ্চিতঃ। রাজোবাচেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

মূলানুবাদ

১২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে মুনে! ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম না ভাবিয়া কান্ত বলিয়া জানিতেন। গুণাসক্ত-চিত্ত তাঁহাদের গুণপ্রবাহের নিবৃত্তি হইল কিরূপে? ॥১২॥

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১২। যদি বল, পতি-পুত্রাদি বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং তাহাদের ভজনা করিয়া মোক্ষ লাভ হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—পতি-পুত্রাদিতে ব্রহ্মত্ব থাকিলেও তাদৃশ ব্রহ্মবুদ্ধি না থাকাতে তাহাদের ভজনে মোক্ষ হয় না। আচ্ছা, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ব্রহ্মবুদ্ধির অভাববশতঃ তৎসঙ্গতি কি প্রকারে মোক্ষহেতু হইল? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'কৃষ্ণং বিদুঃ' শ্লোকে বলিতেছেন—এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিতেন। ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১২। 'পরি' সর্ব্বতোভাবে সকলের ভাব, 'ঈক্ষতে' জানিতে পারেন যিনি, তিনি 'পরীক্ষিৎ'। ইহার অভিপ্রায়—যদিও মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজে সেই সেই মাহাত্ম্য জানেন অর্থাৎ ভগবানের কৃপাশক্তির প্রভাব এবং অচিন্ত্য মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তথাপি অন্তর্মুখ অথচ সন্দিহান অর্থাৎ ভগবানের কৃপাশক্তি এবং ভক্তির অচিন্ত্য মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী কিন্তু ভগবানের নিগূঢ় লীলা-রহস্যে যাঁহারা সন্দিহান, তাঁহাদের সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য অর্থবিশেষ দ্বারা সন্দেহবিশেষ বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিলেন। আর বহির্মুখ সন্দিহান অর্থাৎ যাহারা ভক্তিসিদ্ধান্তে সন্দিহান, তাহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানবাদময়ের মত সন্দেহ প্রপঞ্চিত করিলেন। কোন কোন গ্রন্থে 'রাজোবাচ'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অত্রাপি সর্ব্বভাববৈচক্ষণ্য এব রাজশব্দস্য তাৎপর্য্যাৎ তথৈবার্থঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেণাপি তথৈব প্রতিবক্ষ্যত ইতি, তত্র বহির্মুখরীতিকোঽর্থঃ প্রসিদ্ধ এব। অন্তর্মুখ-রীত্যা তু অয়মর্থঃ—নন্থ গুণময়ং দেহং জহুরিত্যুক্তং,তত্র গুণ-শব্দেন সত্ত্বাদিত্রয়মুচ্যতে, ময়ট্-প্রত্যয়েন বিকারঃ। ততশ্চ হেয়স্য দেহস্য স্বতস্তন্ময়ত্বপ্রাপ্তেঃ কিং তন্নির্দ্দেশেন? তস্মাৎ পূর্ব্বেণ মানসসাদ্‌গুণ্যপরম্পরা, উত্তরেণ তু প্রাচুর্য্যং বাচ্যম্। তত্রেদং পৃচ্ছামঃ—কৃষ্ণং বিদুরিতি। যদি চ প্রাপ্তরাসানামন্যাসাং নিস্ত্রৈগুণ্যদেহতাসূচনার্থমাসামেব বা প্রাপ্তব্যদেহস্য তৎসূচনার্থমত্র গুণময়মিতি বিশিষ্যতে. তদপি তাদৃশস্য দেহস্যোপলক্ষণত্বেন মানসগুণপ্রবাহস্যাপি তাদৃশত্বেন লব্ধিঃ স্যাৎ তত্রাপি পৃচ্ছাম ইত্যাহ—কৃষ্ণং বিদুরিতি। অর্থশ্চায়ম্—কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্তং সর্ব্বাশ্চর্য্যগুণমনোহরতয়া পরমপ্রেষ্ঠং বিদুঃ ন তু ব্রহ্মতয়া নির্গুণতদাবির্ভাববিশেষতয়া তর্হি তাসাং গুণধিয়াং ব্রহ্মনিষ্ঠায়া অপি ত্যাজকতয়া প্রসিদ্ধেষু তদীয়-তাদৃশগুণেষু ধীরন্তঃকরণং যাসাং তথাভূতানাং. তদেকনিষ্ঠত্বেন তদ্গা,ণৈকানুবন্ধ-তৎপ্রেমবৃত্তিগুণত্বাদপ্রাকৃতগুণানামিত্যর্থঃ। ততো দেহস্য তু তাসা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পাঠান্তর দেখা যায়। এই পাঠে অর্থ হইবে—যিনি সকলের ভাব বিষয়ে বিচক্ষণ, তিনি 'রাজা' শব্দের বাচ্য। ফলতঃ এই উভয় তাৎপর্য্যই সমান অর্থ। মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের ভাব বুঝিয়া বহির্ম্মুখকে তিরস্কারপূর্ব্বক অন্তর্মুখগণের সন্দেহ দূর করিলেন। তাহার মধ্যে বহির্ম্মুখরীতিতে যে অর্থ তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অন্তর্মুখরীতি অনুসারে অর্থ এই—'গুণময়দেহ ত্যাগ করিলেন' ইহা যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, সে স্থলে 'গুণ' শব্দে সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং 'ময়ট্' প্রত্যয়ে 'বিকার'। অর্থাৎ গুণময় শব্দে গুণের বিকার বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতে হেয় যে দেহ, তাহা স্বতঃই গুণময়—ইহা পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেহ বলিলেই সত্ত্বাদি গুণময় বুঝায়। তবে পৃথক করিয়া গুণময় শব্দ নির্দ্দেশের কি প্রয়োজন? আর যদি বল, পূর্ব্বের গুণময় শব্দে মানসিক সাদ্‌গুণ্যপরম্পরা এবং 'ময়ট্' প্রত্যয় দ্বারা প্রাচুর্য্য। অর্থাৎ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে মানসিক সাদ্‌গুণ্যাদি আছে, তাহারই নাম গুণময়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণকে পরম কান্ত বলিয়াই জানিতেন, তাঁহাদের কৃষ্ণে ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না. তথাপি তাঁহাদের গুণময়-দেহের অবসান হইল কিরূপে? আবার যদি বল, যে সকল গোপী রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেহ সত্ত্বাদি গুণত্রয়বর্জ্জিত। ইহাই সূচনার্থ। এই স্থলে গুণময় শব্দে গুণাতীত অথবা এই গোপীগণ যে দেহ পাইলেন, তাহাও গুণাতীত। এইরূপ সূচনা করিবার নিমিত্ত এখানে 'গুণময়' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে সকল গোপী রাসমণ্ডলে যাইতে না পারিয়া ধ্যাননগ্ন হইয়া দেহত্যাগ করিলেন, তাঁহাদেরও যে তাদৃশ গুণাতীত দেহ লাভ করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত 'গুণময়' শব্দের প্রয়োগ। তাহা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মসিদ্ধত্বাদ্ভবতু নামোপরমঃ, কথমবিচ্ছিদ্যুর-তাদৃশগুণপরম্পরায়া উপরমঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মোপাসকেষ্বিব ন তৎস্বরূপ-মাত্রাবির্ভাবঃ, কিন্তু গুণৈরপি সহ তদাবির্ভাবঃ; ততো ব্রহ্মোপাসকেষু যে গুণাস্তে প্রাকৃতসত্ত্বময়া এবেতি তেষামেব গুণপ্রবাহোপরমঃ সম্ভবতি, নাবির্ভূত-ভগবদ্গুণানাং তদ্বিধানামিতি বাক্যার্থঃ। শ্লেষেণ চেদং পৃচ্ছতি কৃষ্ণং পরং কেবলং কান্ততয়া বিদুঃ ন তু ব্রহ্মতয়া ব্যাপকতয়া, তর্হি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' (শ্রীগী ৪।১১) ইতি ন্যায়েন তাসু ব্যাপকতাগুণস্যাপ্রকাশাদন্তর্গৃহে প্রাকট্যাভাবেন কথং বিরহাভাবময়-গুণপ্রবাহোপরমশ্চ? গুণধিয়াং সুন্দরোহয়ং বিদগ্ধোহয়মিতিমাত্রবুদ্ধীনাম্, মুনে হে সর্ব্বজ্ঞ। ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইলেও সেই হেয় দেহকে উপলক্ষ্য করিয়া মানসিক সাদ্‌গুণ্যাদি গুণপ্রবাহেরও তাদৃশ হেয়ত্বরূপে উপলব্ধি হয়। সুতরাং ইহাতেও জিজ্ঞাস্য এই—'কৃষ্ণং বিদুঃ' ইত্যাদি। এই শ্লোকের অর্থ—'গোপীগণ কৃষ্ণকে 'পর'—কেবল 'কান্ত'—অনন্ত আশ্চর্য্য গুণপরম্পরায় সকলের মন হরণ করেন বলিয়া সকলের পরমপ্রিয়তম বলিয়াই জানিতেন; 'ন তু ব্রহ্মতয়া' শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণ আবির্ভাব বিশেষরূপে জানিতেন না। তাহা হইলে 'তাসাং গুণধিয়াং'—ব্রহ্মনিষ্ঠারও ত্যাজকরূপে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ গুণসমূহে 'ধী'—অন্তঃকরণ যাঁহাদের, সেই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে একমাত্র নিষ্ঠাহেতু সেই গুণের অনুসারী অর্থাৎ তাঁহার প্রেমের বৃত্তিরূপ সেই গুণসমূহ, এই অর্থ। তাৎপর্য্য এই—যে শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য্যাদি গুণে অন্তঃকরণের আবেশ হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠাকেও তুচ্ছবুদ্ধি হয়, ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত সেই শ্রীকৃষ্ণগুণে নিরন্তর আবিষ্ট আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণে ব্রজ-সুন্দরীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা, ব্রজসুন্দরীগণের সেই জাতীয় গুণে শ্রীকৃষ্ণ তেমনই মুগ্ধ অর্থাৎ তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত; সুতরাং তাঁহাদের এই গুণই কৃষ্ণানুবন্ধীগুণ। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐ সকল গোপীর ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ তদীয় অপ্রাকৃত গুণপরম্পরাতেই তাঁহাদের প্রেমবৃত্তির যাবতীয় ধর্ম্ম অনুবদ্ধ ছিল। তাই তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদি বল, ঐ সকল সাধনসিদ্ধা গোপীর দেহ অসিদ্ধ বলিয়া সেই দেহের ত্যাগ হউক অথবা 'অবিচ্ছিদ্যুর' (যাহা কোনরূপেই ত্যাগ করা যায় না) সেই অবিনাশী তাদৃশ গুণপরম্পরার ত্যাগ কিরূপে হইতে পারে? এই অর্থ। ব্রহ্মোপাসকগণের নিকট যেমন তাঁহার স্বরূপমাত্রেরই আবির্ভাব হয়, গোপীগণের নিকট সেইরূপ নহে, পরন্তু গুণসমূহের সহিতই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। অতএব ব্রহ্ম-উপাসকগণের যে গুণ, তাহা প্রাকৃত সত্ত্বময়, সুতরাং তাঁহাদেরই গুণপ্রবাহের উপরম সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁহাদের স্বরূপে ভগবদ্‌ গুণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই গোপীগণের গুণ-পরম্পরার উপরম সম্ভব নহে—ইহাই বাক্যার্থ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১২। তত্রত্যানাং বহিরঙ্গাণাং কেষাঞ্চিন্মুখদর্শনেনৈব হৃদয়গতং সন্দেহমালক্ষ্য রাজা স্বয়ং শুকবাক্যস্যাভিপ্রেতমর্থং তৎপ্রসাদাজ্জানন্নপি তেষাং সন্দেহনিবর্ত্তনার্থমেব সন্দিহান ইবাহ—কৃষ্ণমিতি। হে মুনে, সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণং পরমাত্মানমপি পরং পরপুরুষং কান্তং স্বরমণং বিদুঃ। ব্রহ্মতয়া তু ন বিদুঃ। অতো গুণধিয়াং কৃষ্ণেন সহ বিহরামেতি গুণবিষয়কবুদ্ধীনাং তাসাং গুণপ্রবাহস্যোপরমঃ কথং "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি "আত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাক্যৈঃ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষপ্রাপকত্বোক্তেঃ ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাৎপর্য্য এই—যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহাদের নিকট নির্গুণ স্বরূপ উদয় হয়েন এবং এই নির্গুণ ব্রহ্মের আবির্ভাবে অনাদিকাল হইতে যে মায়িক গুণপ্রবাহ আছে, তাহা প্রাকৃত সত্ত্বময় বলিয়া উপরম হইতে পারে; কিন্তু ভক্তগণের হৃদয়ে ভগবান স্বীয় অপ্রাকৃতগুণের সহিত আবির্ভূত হইয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ গুণের কিরূপে উপরম হইবে? আবার ব্রজসুন্দরীগণের স্বরূপানুবন্ধী গুণ, যতদিন স্বরূপের অবস্থিতি, ততদিন গুণেরও স্থিতি; কিন্তু স্বরূপের ধ্বংস অসম্ভব বলিয়া গুণের উপরমও অসম্ভব।

শেষে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কান্ত বলিয়াই জানিতেন, তিনি যে ব্রহ্ম (ব্যাপক) এ বোধ তাঁহাদের ছিল না। 'আমিও সেইভাবে তাহাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকি'—তাহা হইলে 'যে যে প্রকারে আমাকে উপাসনা করে' গীতার এই রীতিতে গোপীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকতা গুণের অপ্রকাশহেতু গৃহমধ্যে তাঁহার প্রাকট্য কিরূপে সম্ভব হইল এবং কিরূপেই বা বিরহভাবময় গুণপ্রবাহের উপরম হইল? ইনি সুন্দর, ইনি বিদগ্ধ—এইমাত্র বুদ্ধি যাঁহাদের, তাঁহাদের কিরূপে গুণপ্রবাহের উপরম বা ভগবানের সহিত সংযোগ হইল? হে মুনে! হে সর্ব্বজ্ঞ! ॥১২॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১২। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় কোন কোন বহিরঙ্গ শ্রোতৃবর্গের মুখ দর্শনেই তাঁহাদের হৃদয়গত সন্দেহ লক্ষ্য করিয়া রাজা স্বয়ং শ্রীশুকদেবের কৃপায় তাঁহার বাক্যের অভিপ্রেতার্থ জানিয়াও তাহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য যেন স্বয়ং সন্দিহান হইয়া শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কৃষ্ণং' ইত্যাদি। হে মুনে! (সর্ব্বজ্ঞ) এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা-পরমপুরুষ বলিয়া জানিতেন না, কেবল নিজেদের কান্ত বা রমণরূপে জানিতেন, সুতরাং ব্রহ্ম বুদ্ধির অভাব সত্ত্বেও সেই গোপীদের কি প্রকারে গুণময় দেহের নিবৃত্তি হইল? অর্থাৎ ত্রিগুণের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, তথাপি গুণের উপরতি হইল কিরূপে? অথবা শ্রুতি-

শ্রীশুক উবাচ—

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১৩

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১৩। পরিহরতি উক্তমিতি। অয়ং ভাবঃ। জীবেষ্বাবৃতং ব্রহ্মত্বং কৃষ্ণস্তু তু হৃষীকেশত্বাদনাবৃতম্ অতো ন তত্র বুদ্ধ্যপেক্ষেতি ॥১৩॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৩। শ্রীযুক্তঃ শুক ইতি পরীক্ষিদ্বচনস্য বহির্মুখপ্রতারণবুভুৎসুসন্দেহনিরসনার্থাং প্রবৃত্তিমবগত্যাপি তত্ত্যাজেন বহির্মুখান্ তৎসময়ন্নিব কিঞ্চিৎ সামর্ষত্বেনাব্যক্তবচনত্বাত্তথৈবাহ—উক্তং পুরস্তাদিতি। সিদ্ধিমভীষ্টাং

মূলানুবাদ

১৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—আমি তোমাকে এবিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও শিশুপাল যদি মুক্তি পাইয়া থাকে, অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণ সম্বন্ধে আর কথা কি?

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৩। 'উক্তং' শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের পরিহার করিতেছেন। ভাবার্থ এই—জীব সকলে যে ব্রহ্মত্ব রহিয়াছে, তাহা আবৃত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ—সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়ামক; সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মত্ব অনাবৃত অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রচ্ছন্ন নহে; সুতরাং তাঁহাতে বুদ্ধির অপেক্ষা নাই।॥১৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৩। শ্রীযুক্ত শুকদেব বহির্ম্মুখলোকের প্রতারণা ও জিজ্ঞাসুগণের সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত পরীক্ষিতের এই প্রকার প্রশ্ন জানিয়াও বহির্ম্মুখ জনগণকে ভৎর্সনা করিবার জন্যই যেন কিঞ্চিৎ ক্রোধযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাই অব্যক্তবচনে বলিতেছেন—'উক্তং পুরস্তাৎ' ইত্যাদি। একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

বিরোধ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' অর্থাৎ তাঁহাকে জানিয়া লোকে মোক্ষলাভ করে, মোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই। এবং 'আত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে' ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে পরমাত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ॥ ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গতিং পুনঃ পার্ষদতাং. বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাম্যতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥' ইতি সপ্তমাৎ (১।৪৭)। ততস্তস্য দ্বেষেঽপি জাতে লীনতয়া স্থিতৈরপি পুনঃ স্বগুণৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিতি, সুতরামেবাধোক্ষজ-প্রীতিবিষয়াশ্রয়াণাং তাসাং বর্দ্ধিষ্ণুপ্রেমতয়া প্রকটৈস্তৈরেব সহ তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। ময়া তু গুণময়ং দেহমিতি স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপান্তর্বহির্দেহপ্রাপ্ত্যা সমূলপ্রকৃতিপ্রাকৃতসদ্‌গুণৈঃ সৌন্দর্য্যাদিভিঃ সম্বলিত-মপীত্যেব বিবক্ষিতং, দেহস্যৈব বিশেষণত্বাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নস্য শ্লেষত্বে দ্বিতীয়ার্থে ত্বন্মমুত্তরস্যার্থঃ। 'যে যথা মাম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যত্র তান্ প্রত্যেবাহ্যান্ গুণান্ ন প্রকাশয়ামি, স্বতস্তু মম সর্ব্বেঽপি সন্ত্যেবেতি বিবক্ষিতম্। অতস্তাদৃশ-ভক্ত্যাবেশাত্তস্যানুসন্ধানাভাবেঽপি তত্তচ্ছক্তয় এব স্বাবসরে তান্ প্রকাশয়ন্তি. অন্যথা দূরতো ভজতাং কেবল-তন্মাধুর্য্যনিষ্ঠানাং তদপ্রাপ্তিরেব স্যাৎ। তত্র কৈমুত্যেন দৃষ্টান্তং শৃণ্বিত্যাহ—দ্বিষন্নপীতি; অন্যথা তত্রাপ্যন্তে ন মোক্ষাদিদায়কমৈশ্বর্য্যং প্রকাশেতেতি ভাবঃ। তত্তৎপ্রকাশে নামদ্বয়েন হেতুমাহ—হৃষীকেশমিতি, অধোক্ষ-জেতি চ। উভয়নামনিরুক্ত্যা তজ্জ্ঞানাপেক্ষয়ৈব তেষাং সিদ্ধয়ে তদ্গুণবিশেষঃ প্রকাশিত ইতি দর্শিতম্ ॥১৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এস্থলে সিদ্ধি' বলিতে অভীষ্ট গতি—পুনরায় পার্ষদত্বপ্রাপ্তি। "শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদযুগল বৈরভাবে অভিনিবেশহেতু তীব্র ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতের সারূপ্য লাভ করিয়া পুনরায় হরির পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন।" শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবানের প্রতি তাঁহাদের দ্বেষভাব হওয়াতে সেই অপ্রাকৃত গুণসমূহ লীনভাবে ছিল। আবার যখন দ্বেষভাব দূরীভূত হইল, তখন সেই গুণের সহিত পুনরায় পার্ষদত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল; সুতরাং অধোক্ষজ-প্রীতির বিষয় ও আশ্রয় সেই গোপীগণের প্রেম বর্দ্ধনশীল বলিয়া প্রকট গুণ সমূহের সহিতই ভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়াছে, এই অর্থ। অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবান প্রীতির বিষয় এবং সেই প্রীতির আশ্রয়রূপা সেই সকল গোপী, সুতরাং বর্দ্ধিষ্ণুভাবে প্রকাশমান সেই সেই গুণের সহিত তাঁহাদের ভগবদ্ প্রাপ্তি হইল, বুঝিতে হইবে। আমার (শ্রীশুকদেবের) অভিপ্রেত অর্থ হইতেছে—'গুণময়' শব্দটী দেহেরই বিশেষণ; সুতরাং গুণময় দেহ বলিতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ অন্তর্দেহ ও বহির্দেহ লাভ হওয়াতে গোপীগণের সমূল প্রকৃতি ও প্রাকৃত সদ্-গুণাদির সহিত সৌন্দর্য্যাদি সম্বলিত যে দেহ, তাহাও বিদূরিত হইল। প্রশ্নটী শ্লেষে হইলে দ্বিতীয়ার্থের উত্তরে এরূপ অর্থ হইবে—'যে যথা মাং' ইত্যাদি। যাহারা আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, আমিও সেইভাবে তাহাদের মনোবাসনা পূরণ করিয়া থাকি'—এই রীতিতে তাহাদের নিকট অন্যগুণ প্রকাশ করি না, কিন্তু আমার সমস্ত গুণ আছেই। এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত। অতএব তাদৃশ ভক্তির আবেশে ভগবানের স্ব-স্বরূপের অনুসন্ধান না থাকিলেও তদীয় লীলাশক্তিই

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৩॥ শ্রীমন্মুনীন্দ্রোঽপিনায়ং বস্তুতো রাজ্ঞঃ প্রশ্ন ইতি মনসা জানন্নেব ত্বমেবং পৃচ্ছন্মেধাশূন্য এবাসীতি তদ্ব্যাজেনানভিজ্ঞানেব তান্ ভর্ৎসয়ন্নাহ,—উক্তমিতি। পুরস্তাৎ সপ্তমস্কন্ধে এব দ্বিষন্নপীতি দ্বেষলক্ষণ প্রতিকূলভাবেনাপি যদি সাযুজ্যং লভ্যতে তর্হি কামলক্ষণানুকূলভাবস্য কা বার্ত্তা ইতি ভাবঃ। হৃষীকেশমিতি, নিরুপাধি কৃপয়া স্বয়মবতীর্য্য ব্রহ্মাদীনামপি হৃষীকৈরগ্রাহ্যোঽপি মর্ত্ত্যলোকে পরম-নীচানামপি হৃষীকেষু দৃষ্টেঃ স্বাচিন্ত্যশক্ত্যা বিষয়ীভূতো ভবতি তানুদ্ধর্ত্তুমিতীদমপ্যেকং তস্য কৃপৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। ইমাস্তু অধোক্ষজস্য অতীন্দ্রিয়স্য তস্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াশ্রয়ভূতা এব। অত্র অঘঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিজ সেবার অবসরে সেই গুণগুলি প্রকাশ করিয়া দেন। অন্যথায় যে সকল সাধক অতি দূরে থাকিয়া কেবল তদীয় মাধুর্য্যমাত্রে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তাঁহারা কখনও তদ্বারা অভীষ্টগতি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। এস্থলে কৈমুত্য রীতিতে দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর —'দ্বিষন্নপি' ইত্যাদি। দ্বেষ করিয়া চেদিপতি শিশুপাল যদি সিদ্ধি (পার্ষদত্ব) লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রিয়াগণ যে সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাতে কি বলিবার আছে? অন্যথা সেখানেও শেষে মোক্ষাদিদায়ক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেন না—এই অভিপ্রায়। তত্তৎপ্রকাশে অর্থাৎ সেই সেই ঐশ্বর্য্যাদিগুণ প্রকাশে দুইটী নাম দ্বারা হেতু বলিতেছেন—একটী হৃষীকেশ, অপরটী অধোক্ষজ। এই দুইটী নামের নিরুক্তি দ্বারা প্রতীত হয় যে, ভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ বিষয়ে জ্ঞানের অপেক্ষাতেই তাঁহাদের সিদ্ধির নিমিত্ত সেই গুণবিশেষ স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন॥ ১৩॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৩। শ্রীমুনীন্দ্র জানেন যে, ইহা বাস্তবিক রাজার প্রশ্ন নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন —হে রাজন্! তুমি বোধ হয় ধারণাশূন্য হইয়াই এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছ? এইরূপে রাজাকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত বহির্মুখজনকেই যেন ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন—পূর্ব্বে (৭মস্কন্ধে) বলিয়াছি যে, চেদীরাজ শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিল। দ্বেষরূপ প্রতিকূল ভাবেও যদি সাযুজ্য লাভ হয়, তাহা হইলে শ্রীগোপীগণ কামরূপ অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবে, ইহাতে আর কি বক্তব্য আছে? হৃষীকেশ—যিনি নিরুপাধি কৃপাদ্বারা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এবং ব্রহ্মাদিরও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে অতি অজ্ঞ ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে দৃষ্টিহেতু স্বীয় অচিন্ত্য শক্তিতে বিষয়ীভূত হন, ইহাও তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জানিতে হইবে। অতএব তাঁহারই এই কৃপাময় ঐশ্বর্য্য। অপিচ গোপীগণ

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪

সারার্থদর্শিনী

সিদ্ধিং যথা গত ইতি প্রত্যাসন্নমঘাসুরং হিত্বা বিপ্রকৃষ্টশ্চৈদ্যো যদ্দৃষ্টান্তিতস্তেন রাজানং প্রত্যেতৎ সরহস্যমাহ। চৈদ্যস্যাপি দ্বেষাভিনিবেশোদ্রেকাৎ মুনিশাপনিবন্ধনগুণময়দেহস্যৈবোপরমঃ। অন্তশ্চিন্ময়পার্ষদদেহস্তু তস্যানশ্বরো নিত্যোঽবর্ত্তত এব। যদুক্তং—"বিষ্ণুচক্রহতাংহসৌ" ইতি বিষ্ণুচক্রেণ হতমংহ এব যয়োর্ন তু তাবিতি সিদ্ধিং গতঃ অভীষ্টাং গতিং পার্ষদতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং "বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ"ইতি। ॥১৩॥

মূলানুবাদ

১৪। হে নৃপ! ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণনিয়ন্তা হইয়াও তিনি মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে আত্মপ্রকাশ করেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) শ্রীভগবানের প্রিয়া অর্থাৎ প্রীতির আশ্রয়রূপে তাঁহার প্রীতি বিষয়ভূতা হইয়াছেন, সুতরাং প্রীতির সহিত নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি অবশ্যই সম্ভাবনা করা যায়। এস্থলে 'চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ' (চেদীরাজ শিশুপাল যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে) এই দূরগত দৃষ্টান্তস্বরূপে শিশুপালকে উল্লেখ করা হইল কেন? অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী দৃষ্টান্তস্বরূপে অঘাসুরকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি? উত্তর—উদ্দেশ্য এই—শিশুপালের দৃষ্টান্ত দ্বারা রাজাকে রহস্য সহকারে বলিতেছেন—হে রাজন্! এই শিশুপালের দ্বেষভাবের উদ্রেকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে তাহার চিত্ত আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং মুনিশাপ-ব্যপদেশে গুণময় দেহেরই উপরম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার চিন্ময় পার্ষদ দেহ বর্ত্তমান ছিল। কারণ সেই স্থলেই উক্ত আছে—"বিষ্ণুচক্রহতাংহসৌ" (ভাঃ ৭।১।৪৩) বিষ্ণু-চক্রে তাঁহাদের পাপ হত হইয়াছিল; পরন্তু তাঁহারা হত হয়েন নাই। অর্থাৎ তাঁহাদের নিত্য পার্ষদদেহ বর্ত্তমান ছিল, কেবল গুণময় দেহ ত্যাগ হইয়াছিল। এস্থলে 'সিদ্ধি' বলিতে অভীষ্ট পার্ষদগতি বুঝিতে হইবে। এই প্রকার শ্রীভাগবতেও উক্ত আছে—শিশুপাল ও দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ বশতঃ নিরন্তর তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতেন, এই চিন্তা প্রভাবেই তাঁহারা অসুরভাব-বন্ধন মুক্ত হইয়া পুনরায় শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। ॥১৩

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১৪॥ নন্বু দেহী কথমনাবৃতঃ স্যাদত আহ নৃণামিতি। গুণাত্মনো গুণনিয়ন্তুঃ। ভগবত এবংরূপা অভিব্যক্তিঃ অতো ন দেহিসাদৃশ্যমত্র বক্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৪। তদেবং তদ্ধ্যানপ্রভাব উক্তঃ। তত্র ভগবদ্ব্যক্তিসময়ে তু ভগবৎপার্ষদস্যাগন্তুক দৈত্যভাবস্য চৈত্তস্য তথা তাদৃশ-শ্রীভগবৎপ্রেমবতীনাং তাসাং তত্তৎসম্পাদনায় ভগবতঃ সাহায্যমপ্যস্তি। কৈমুত্যেন কারণমিত্যাহ—নৃণামিতি ; নৃণাং জীবমাত্রাণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় সর্ব্বসাধনফলায় তত্তদ্যোগ্যতাসম্পৎপূর্ব্বক-স্বলীলানন্দপ্রাপ্তিরূপায়, তং সাধয়িতুমেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যম্। তদর্থাবধারণার্থমাহ—ভগবত ইতি, অন্যথা ভ্রূ-বিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূতারহরণমাত্রার্থং ব্যক্তেরনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। হে নৃপেতি—যথা নৃণাং ক্ষেমার্থমেব ইতস্ততো ভবাদৃশস্য রাজ্ঞো গমনমিতি ভাবঃ। ভগবত্ত্বমেবাহ—অব্যয়স্যেত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্বিশেষকৈঃ। নিত্যং

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৪। যদি বল, দেহী কি প্রকারে অনাবৃত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন—'নৃণাম্' ইত্যাদি। নরমাত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত গুণনিয়ন্তা শ্রীভগবানেরই এবংবিধ অভিব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার দেহী-সাদৃশ্য নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ॥১৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৪। এইরূপ ধ্যানের প্রভাব উক্ত হইয়াছে। ভগবানের প্রকটকালে ভগবদ্ পার্ষদদ্বয় (জয়-বিজয়, সনকাদির শাপছলে) আগন্তুক দৈত্যভাব অঙ্গীকার করিয়া শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে অবতীর্ণ হওত শ্রীভগবানের যুদ্ধক্রীড়াদি নির্ব্বাহ করেন। তথা তাদৃশ শ্রীভগবদ্ প্রেমবতী গোপীগণ সেই সেই গুণসকল সম্পাদনে অর্থাৎ তাঁহারা লীলানন্দ সম্পাদনের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং তত্তৎকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ভগবানের সাহায্যরূপ কারণ আছে। কৈমুত্য ন্যায়ে ইহা বলিতেছেন—'নৃণাং' ইত্যাদি। ভগবান যখন জীবমাত্রেরই নিঃশ্রেয়সার্থ সেই সেই যোগ্যতা সম্পাদন পূর্ব্বক স্বকীয় লীলানন্দ প্রাপ্তিরূপ সকল সাধনের নিমিত্তই ব্যক্তি অর্থাৎ প্রকট হইয়াছেন, তখন সেই প্রয়োজনেই, অর্থাৎ নিজ পার্ষদ ও প্রেয়সীগণের যে সাহায্য করিবেন, তাহা আর কি বলিব? ইহাই এস্থলে কৈমুত্য। এইরূপ অবধারণের নিমিত্ত 'ভগবতঃ' (ভগবানের) শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। অন্যথা যিনি ভ্রূকুটি প্রদর্শনমাত্র ব্রহ্মাণ্ডকোটী সংহার করিতে পারেন, তাঁহার কেবল ভূভারহরণের নিমিত্ত প্রপঞ্চে প্রকটন অসঙ্গত হয়। হে নৃপ! এই সম্বোধন পদের তাৎপর্য্য এই যে, আপনার ন্যায় নরপতিসকল যেমন লোকের মঙ্গলের জন্যই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নানাপ্রকাশৈর্নানাভক্তেভ্য আত্মদানাদিনাপি ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ। তস্য কুতঃ? অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য ইত্যর্থঃ; তৎ কুতঃ? নির্গুণস্য মায়াগুণাতীতস্য; তচ্চ কুতঃ? মায়াগুণানামাত্মনঃ প্রবর্ত্তকস্য; যদ্বা, নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় এব ব্যক্তিমাত্রং জন্ম, অন্যথা তু কথঞ্চিন্ন সম্ভবেদিত্যাহ – অব্যয়স্য জন্মাদিবিকাররহিতস্য, কিঞ্চাপ্রমেয়স্য তদর্থত্বে হেতুর্গুণাত্মন ইতি নিজকারুণ্যাদ্যশেষগুণানাং সুপ্তানামিব চেতয়িতুঃ প্রকটনপরস্য ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ অয়ং ভাব ইত্যাদৌ টীকায়াং বহির্মুখসন্দেহনিরাসার্থস্তেষাময়মভিপ্রায়ঃ। নন্বু ব্রহ্মণি কামাদিকমপি চেদর্থকরং, তর্হি জীবেষ্বপি চিৎসামান্যৈক্যাৎ ব্রহ্মত্বমস্তীতি, পত্যাদিষ্বপি তাদৃশং স্যাৎ তত্রাহ—জীবেষ্বিতি। আবৃতত্বে হেতুর্বক্ষ্যমাণ-বৈপরীত্যরীত্যা হৃষীকাধীনজ্ঞানত্বমেব জ্ঞেয়ম্। তত্র স্বস্মিন্না-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ভগবানও সেইরূপ জীবমাত্রেরই মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এক্ষণে 'অব্যয়স্য' ইত্যাদি চারিটী বিশেষণ দ্বারা ভগবত্তত্ত্বই বলিতেছেন। নিত্য নানা প্রকাশ দ্বারা ভগবান নানাবিধ ভক্তকে আত্মদানাদি করিলেও যাঁহার ব্যয় হয় না, তিনি অব্যয়। তিনি যে অব্যয় তাহার প্রমাণ কি? —তিনি অপ্রমেয়—দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। অপ্রমেয় কিরূপে? —অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া—তাঁহার সীমা নাই। অপরিচ্ছিন্ন কেন?—নির্গুণ—মায়াগুণের অতীত, প্রাকৃত গুণরহিত বলিয়া তিনি নির্গুণ। নির্গুণত্বের প্রমাণ কি? মায়াগুণসমূহের আত্মা—প্রবর্ত্তক, অথবা জীবমাত্রের নিঃশ্রেয়সার্থ অর্থাৎ সর্ব্ব সাধনফল দান করিবার জন্য ভগবান জগতে আবির্ভূত হন। অন্য কোন কারণে তাঁহার জগতে আবির্ভাব সম্ভব হয় না। ইহাই প্রতিপাদনের জন্য "অব্যয়স্য' ইত্যাদি চারিটী বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। পুনরায় বলিতেছেন—'অব্যয়স্য'—যাঁহার জন্মাদি বিকার নাই। আরও বলিতেছেন—যাঁহার নিজ কারুণ্যাদি অশেষ গুণ সুপ্তের মত অবস্থান করিলেও লীলাবিশেষে সেই সেই গুণকে যিনি প্রকাশিত করেন, তিনি 'গুণাত্মা'; আর তাঁহাতে যে কারুণ্যাদি গুণ আছে, সে সমস্ত তাঁহার স্বরূপভূত। এইরূপে তিনি নিজের অশেষ কারুণ্যাদি গুণের প্রকটনপরায়ণ। যেমন নিদ্রিতকে লোক জাগায়, সেইরূপ ভগবান নিজ গুণসমূহের প্রকটন করেন। এই প্রসঙ্গে (১৩-১৪ শ্লোকদ্বয়ের) টীকায় শ্রীল স্বামীপাদ লিখিয়াছেন—'অয়ং ভাবঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বহির্ম্মুখগণের সন্দেহ নিরসনের জন্য তাঁহাদের এই অভিপ্রায়। যদি বল, ব্রহ্মে কামাদিভাব যদি অর্থকর বা অভীষ্টদায়ক হয়, তাহা হইলে জীবেও ঐরূপ কামাদির কার্য্যকারিতা না হইবে কেন? যেহেতু, শক্তিগত ভিন্নতা থাকিলেও চিৎসামান্যে জীব ও ব্রহ্মের একতা আছে। অতএব জীবে যদি ব্রহ্মত্ব থাকে, তাহা হইলে পতি প্রভৃতিরও ব্রহ্মত্ব আছে স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং পতি প্রভৃতির প্রতি কামাদিভাবের কার্যকারিতা অর্থাৎ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বৃতত্বং বহির্বিক্ষেপাৎ পরেষু উপাধিমাত্রগ্রহণাৎ, হৃষীকেশত্বাদিতি পূর্ব্ববন্ন হৃষীকবশস্তদুদয়ঃ। অতঃ স্বপ্রকাশতাময় এব ততশ্চানাবৃতমেব ব্রহ্মত্বমিতি স্থিতে কামাদিনা কেনাপি তত্র প্রবৃত্তির্ভবতু, বস্ত্বনুভবস্তু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। নন্থ দেহীতি—পত্যাদিবদ্দেহিত্বেন প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তমাহ—ভগবত এবেতি; তত্তদ্বিশেষেণ বৈলক্ষণ্যাদিত্যর্থঃ। এবংরূপা অনাবৃত-ব্রহ্মরূপা, ন দেহিসাদৃশ্যং, কুতো দেহিত্বমিত্যর্থঃ। তদ্বিগ্রহস্যৈব স্বরূপশক্তিসিদ্ধ-বৈচিত্রিক-পরম-তত্ত্বৈকরূপত্বাৎ, তচ্চ বিদ্বদনুভবসেবিত-তত্তচ্ছাস্ত্রপ্রামাণ্যাৎ। যথা চ ব্যাখ্যাতম্—'নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা ৩।৯।৩) ইত্যাদিষ্বিতি। ॥১৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পতি প্রভৃতিকেও কামভাবে ভাবনা করিলে তন্ময়ত্ব লাভ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল স্বামীপাদ বলিয়াছেন—জীবে ব্রহ্মত্ব আছে সত্য, কিন্তু মায়ার আবরণে ব্রহ্মত্ব আবৃত রহিয়াছে; কারণ ব্রহ্ম স্বয়ং হৃষীকেশ ব্রহ্মাদি সকলের ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়ামক; কিন্তু জীব সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অধীন। এইরূপ বৈপরীত্য রীতিতে জীবের জ্ঞান হৃষীকাধীনত্ব। তাহাতে আবার চিত্তের বহির্বিক্ষেপহেতু বিষয়াবেশে জীবের ব্রহ্মভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইরূপ অপর জীব সম্বন্ধেও; অর্থাৎ তাহাদেরও উপাধিমাত্র গ্রহণবশতঃ ব্রহ্মবস্তুর প্রতি লক্ষ্য হয় না। অতএব জীবের নিজের এবং অপরের ব্রহ্মভাব আবৃত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ বলিয়া তাঁহার উদয় স্বপ্রকাশতাময়; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মত্ব অনাবৃত—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব কামাদি যে কোন ভাবে তাঁহাতে প্রবৃত্তি হইলেই বাস্তব বস্তুর অনুভব হইবে—ইহাই ভাবার্থ। যদি বল, দেহী কিরূপে অনাবৃত ব্রহ্ম হইতে পারেন? ইহার উত্তরে টীকাকার বলিতেছেন—এখানে 'দেহী' বলিতে পতি প্রভৃতির ন্যায় দেহীরূপে প্রতীয়মান—এই অর্থ। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত—'ভগবতো এব' ইত্যাদি। ভগবানের অপ্রমেয় আদি বিশেষণদ্বারা বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ ভগবান বলিলেই অপ্রমেয় আদি স্বরূপভূত তত্ত্ব বুঝায়। কিন্তু পতি প্রভৃতি সামান্য দেহীতে কখনও সেরূপ সম্ভব নহে। এবংরূপা—অনাবৃত ব্রহ্মরূপা বলিয়া দেহীসদৃশ নহে। সুতরাং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাকে দেহী বলা যায় কিরূপে? বস্তুতঃ স্বরূপশক্তিসিদ্ধ বিচিত্রতাময় পরম তত্ত্বরূপ শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ বা সেই তত্ত্ববস্তুই বিগ্রহ; সুতরাং তাঁহার আবার দেহীত্ব কি? এই প্রকার বিদ্বদ্-অনুভব-সেবিত এবং তত্তৎ শাস্ত্রপ্রমাণেও এই বিগ্রহের ব্রহ্মস্বরূপত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে—'নাতঃ পরং পরম যদ্ ভবতঃ স্বরূপম্'। এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—হে পরম, আপনার এই স্বরূপ আনন্দমাত্র—ব্রহ্মাত্মকই, ইহা হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না ॥১৪॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥১৫

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৪॥ যতঃ শ্রেয়ঃসাধনহীনানপি ময়ি যৎকিঞ্চিৎসম্বন্ধমাত্রবতো জনানহৃদ্ধরামীতি মনসি কৃত্বৈব ভগবতাবতীর্ণমিত্যাহ,— নৃণামিতি দ্বাভ্যাম্। নিঃশ্রেয়সং কেষুচিৎ সাযুজ্যং কেষুচিৎ সালোক্যাদিকং কেষুচিৎ প্রেমাচার্থস্তস্মৈ ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূতারভূতকংসাদিবধার্থমেব ব্যক্তিরন্যথা নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অব্যয়স্য প্রতি ভক্তজনং স্বাত্মদানেনাপি ন ব্যতীত্যব্যয়স্তস্য। কেন প্রকারেণেতি চেদত আহ,—অপ্রমেয়স্য প্রমাতুমশক্যস্য কস্তত্র তত্ত্বং জানাতীতি ভাবঃ। যতো নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অথ চ গুণাত্মনঃ স্বরূপভূতকল্যাণগুণময়স্য ন হি অপ্রাকৃত-চিদানন্দময়গুণসাগরঃ প্রমাতুং শক্যো ভবেদিতি ভাবঃ। ১৪॥

মূলানুবাদ

১৫। কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য কিংবা ভক্তি; ইহার মধ্যে যে কোন একটি ভাবের দ্বারা যাহার চিত্ত অচ্যুতের চিন্তায় নিবিষ্ট হয়, তাহার তন্ময়তা হইয়া থাকে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৪। শ্রীভগবানের প্রকাশ—মানুষের শ্রেয়ঃ সাধনের নিমিত্ত; সুতরাং তাহারা যে কোন সম্বন্ধ দ্বারাই নিজের অভীষ্ট সংসাধক ভাববিশেষে, কিংবা সাধনহীন জনও তাঁহার কৃপা-প্রভাবেই তাঁহাকে পাইয়া থাকেন। ইহাই 'নৃণাম্' শ্লোকে বলিতেছেন—নরমাত্রের নিঃশ্রেয়সার্থই শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। নিঃশ্রেয়স বলিতে ভক্তিরূপ শ্রেয় বুঝায়; তবে কেহ কেহ সাযুজ্য, কেহ সালোক্যাদি মুক্তি, কেহ বা সেই মুক্তির ফল প্রেম-ভক্তি বলিয়া থাকেন। অতএব ভক্তগণের কল্যাণ-সাধনেচ্ছা ভিন্ন অসুর-মারণাদি অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব সম্ভব হয় না। কেননা, যাঁহার ভ্রূ-জৃম্ভনমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত অসুর-সংহার হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে কেবল ভূভার হরণ নিমিত্ত, কংসাদি অসুর বধার্থ অভিব্যক্তি—ইহা উপপত্তি হয় না। কারণ তিনি অব্যয়—অসুর দির দৌরাত্ম্যে তাঁহার কিছু হানি হয় না এবং নিত্য নানাবিধ প্রকাশে নানাবিধ ভক্তকে আত্ম পর্য্যন্ত দান করিয়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রমেয়—দুর্ব্বিতর্ক্য, সুতরাং তাঁহার লীলা কেহ বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। তিনি নির্গুণ—প্রাকৃত গুণরহিত অথচ গুণাত্মা—তাঁহাতে যে ঐশ্বর্য্যাদি গুণ আছে, সে সমুদয় তাঁহার স্বরূপভূত। অর্থাৎ স্বরূপভূত কল্যাণ গুণময় বলিয়া অপ্রাকৃত চিদানন্দময় গুণসাগর, সুতরাং তাঁহার গুণ-মহিমা কোন্ ব্যক্তি অনুধাবন করিতে সমর্থ হয়? ॥১৪॥

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১৫॥ অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্তির্মুক্তিকারণমিত্যাহ কামমিতি ঐক্যং সম্বন্ধম্। সৌহৃদং ভক্তিম্॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৫॥ অস্তু তাবদ্ভগবদ্ব্যক্তিসময়গতানাং বার্ত্তা, কিন্তু সর্ব্বদাতনানামপীয়ং রীতিরিত্যাহ—কামমিতি। অত্র কামং দ্বিবিধম্ - শ্রীগোপ্যাদীনামিব প্রেমময়ং, সৈরিন্ধ্র্যাদীনামিব রিরংসাময়ঞ্চ, ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদীনামিব, ভয়ং কংসাদীনামিব, স্নেহং বৃষ্ণিপাণ্ডবানামিব, শ্রীমদ্ব্রজবাসিনামিব বা, ঐক্যমাত্মারামাণামিব, সৌহৃদং ক্রথকৌশিক্যাদীনামিব, তত্র ভয়দ্বেষৌ তু নানুমতৌ, যঃ খলু কল্যাণগুণমপ্যাত্মানং ভীষণং মন্যতে, গূঢ়ং দ্বিষতোঽপি তস্য ভীতস্য তথা মৎসরাদিনা সাক্ষাদপি দ্বিষতো ধৃষ্টস্য ভদ্রায় কল্পতে, তস্মিন্ কঃ পরম-পামরস্তচ্চ কুর্য্যাৎ, কিন্তু স্নেহং সৌহৃদমেব বা সর্ব্বেঽপি কুর্য্যুরিতি হি তাৎপর্য্যম্। তদিত্থমেবোক্তং শ্রীনারদেন— 'তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ' (শ্রীভা ৭।১।২৬) ইতি। কেনাপি ইতি তত্র যোগ্যেনেত্যর্থঃ। অতস্তত্রৈব তদুক্তম্। যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ। ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিরিতি। তত্র চ শাস্ত্রজ্ঞা গৌরবময়-ভক্তিযোগমতিক্রম্য ভাবমার্গে হেয়স্যাপি তস্য

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৫। অতএব শ্রীভগবানে যে কোনরূপে যথাকথঞ্চিৎ আসক্তি জন্মিলেই তাহা মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহাই 'কামং' শ্লোকে বলিতেছেন—ঐক্য—সম্বন্ধ; সৌহৃদ—ভক্তি। ॥১৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৫। শ্রীভগবানের প্রকটকালীন ভক্তগণের কথা থাকুক, কিন্তু সর্বকালীন ভক্তগণেরও এই রীতি; অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট থাকেন, সে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া ভক্ত, অভক্ত যথাযোগ্য ফললাভ করেন; কিন্তু যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রকট থাকেন না, সেই সময়ের রীতি বলিতেছেন—'কামং' ইত্যাদি। এই কাম দ্বিবিধ। শ্রীগোপী-গণের ন্যায় প্রেমময় কাম এবং মথুরাবাসিনী কুব্জার ন্যায় রিরংসাময় কাম। এইরূপ ক্রোধ ও দ্বেষ শিশুপালাদির ন্যায়। ভয়—কংসাদির ন্যায়, স্নেহ—বৃষ্ণি, পাণ্ডবাদি বা শ্রীমদ্ ব্রজবাসির ন্যায় স্নেহ বা আত্মীয়বুদ্ধি; আত্মারামমুনিগণের ন্যায় ঐক্যমনন। ক্রথ ও কৌশিকাদির ন্যায় সুহৃদ্‌বুদ্ধি দ্বারা তন্ময়তা ঘটে। তাহার মধ্যে ভয় ও দ্বেষ অনুমত নহে। যে ব্যক্তি কল্যাণগুণশালী-বিগ্রহ শ্রীভগবানকেও ভীষণ বলিয়া মনে করে এবং ভয়বশতঃ গূঢ়ভাবে দ্বেষ করে, কখনও বা মৎসরতাবশতঃ সাক্ষাৎভাবেও দ্বেষ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শ্রীভগবান সেই ধৃষ্টেরও মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। সুতরাং এমন কে পামর আছে যে, তাঁহাকে ভয় ও দ্বেষ করিবে? অর্থাৎ সকলেই স্নেহ বা শ্রদ্ধা করিবে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তন্ময়তাকারিত্বায় প্রাবল্যং দৃশ্যতে ইতি ব্যজ্য স্নেহসৌহৃদা এবানুমতে, তদিত্থমেবোক্তং দ্বিষন্নপীতি, তদ্বদৈক্যঞ্চ নানুমতং, তত্র তাদৃশ-শতগুণাস্ফূর্ত্তেরিতি এব-শব্দঃ ঐকৈকতঃ কৃতার্থীভাবায়। পাঠান্তরে যে বিদধতে হি নিশ্চিতং তন্ময়তাং তত্তদ্ভাবসমুচিতাবির্ভাবং তদেকস্ফূর্ত্তিং, কিন্তু শ্রীভগবান্ খলু 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্' (শ্রীভা ১১।১৪।২১) ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যাৎ; 'যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ॥' ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনাৎ; 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ' ইতি শ্রীগীতাতশ্চ (৭।২৫)। যদ্যপি দ্বেষ্টৃপ্রভৃতিভিস্তস্য যাথার্থ্যং নানুভূয়তে, কিন্ত্বন্যথৈবেতি, তথাপি তৎপ্রভাবাৎ পরম্পরয়াপ্যুত্তরকালে যাথার্থ্যং স্ফুরতীতি ক্রোধভয়ে অপ্যত্র গণিতে; কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ' ইত্যনেন কামস্তু প্রিয়ত্বাতিশয়াদুৎকর্ষিত ইতি বিবেচনীয়ম্। চেতি বেতি পাঠঃ সমানার্থঃ॥১৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

—ইহাই তাৎপর্য্য। তাই শ্রীনারদও ঐরূপ বলিয়াছেন—'যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করাই সকলের কর্ত্তব্য'। এখানে 'যে কোন উপায়ে' বলিতে যোগ্য উপায়ে বুঝিতে হইবে। এইজন্য সেইস্থানেই বলা হইয়াছে 'লোকে বৈরভাবে যেরূপ তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে সেরূপ নহে—ইহাই আমার নিশ্চিত মতি।' এ বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞগণ ভাবমার্গে তন্ময়তা করিবার নিমিত্ত গৌরবময় ভক্তিযোগকে অতিক্রম করিয়া বৈরভাবের প্রাবল্য দেখাইতেছেন। ইহা প্রকাশ করিয়া স্নেহ ও সৌহৃদ্যকে অনুমোদন করিয়াছেন। এইজন্য 'দ্বেষ করিয়াও' এইরূপই বলিয়াছেন। দ্বেষের মত ঐক্যও অনুমত নহে। কারণ তাহাতে তাদৃশ গুণসমূহের প্রকাশ হয় না। শ্লোকে 'এব' শব্দ এক একটীভাব হইতে কৃতার্থ হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পাঠান্তরে 'হি' শব্দে নিশ্চিত, তন্ময়তা—সেই সেই ভাবের যোগ্য আবির্ভাব, একমাত্র তাঁহার স্ফূর্ত্তি—এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'আমি সাধুদিগের প্রিয় আত্মা, একমাত্র শ্রদ্ধা হইতে প্রকটিত ভক্তি দ্বারা আমি জ্ঞেয় হইয়া থাকি'। পাদ্মোত্তরখণ্ডে উক্ত আছে—'যোগীগণ ভক্তি দ্বারা জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, কিন্তু ভক্তি না থাকিলে যোগী বা ভোগী কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না'। তাহা হইলে বুঝা গেল, দ্বেষ বা মৎসরভাবের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীগীতায় উক্ত আছে—'আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত, সকলের নিকট প্রকাশ হই না'—এই ভগবদ্ বাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইল। যদিও দ্বেষ্টা ব্যক্তিগণ ভগবানের যাথার্থ্যস্বরূপ দেখিতে পান না, আবৃত স্বরূপই দর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি ভগবানের কৃপা-

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৫ ॥ তস্মাৎ ত্বয়া সামান্যতস্তাবদেষ সিদ্ধান্তোঽবধার্য্যতামিত্যাহ—কামং গোপীজনাদয়ঃ, ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ, ভয়ং কংসাদয়ঃ, স্নেহং বাৎসল্যং নন্দাদয়ঃ, ঐক্যং আত্মারামাঃ, সৌহৃদং বৃষ্ণিপাণ্ডবাদয়ঃ নিত্যং বিদধত ইত্যধুনাপি তে তে তং তং ভাবং কুর্ব্বন্তস্তন্ময়তাং যান্তীতি তাসাং তাসাং লীলানাং নিত্যত্বং জ্ঞাপয়তি। তন্ময়তাং গোপ্যাদয়স্তদাসক্ততাং যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি অন্যে সাযুজ্যম্ ॥১৫॥

মূলানুবাদ

১৬। যাঁহা হইতে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের প্রাণীবর্গ বিমুক্ত হয়, সেই যোগেশ্বর-গণেরও ঈশ্বর, জন্মরহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তোমার এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নহে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রভাবে পরম্পরায় ও পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের যাথার্থ্য স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য এখানে ক্রোধ ও ভয় সাধনমধ্যে গণ্য হইয়াছে। আর যাঁহারা 'অধোক্ষজ-প্রিয়া' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী, তাঁহাদের সম্বন্ধে বক্তব্য কি? এই বাক্য দ্বারা ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেয়সী বলিয়া তাঁহাদের কামেরও উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ব্রজগোপীদের যে কামভাব, তাহার অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। ইহাই বিবেচনীয়। এই শ্লোকে 'চ' ও 'বা' পাঠের সমান অর্থ ॥১৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৫। অতএব তুমি সামান্যতঃ এই সিদ্ধান্ত অবধারণ কর, ইহাই 'কামং' শ্লোকে বলিতেছেন—কামে সাধনচরী গোপীগণ, ভয়ে কংস, দ্বেষে শিশুপালাদি, সম্বন্ধে বৃষ্ণিগণ, সৌহৃদ্য বা স্নেহে পাণ্ডবেরা ও শ্রীনন্দ প্রভৃতি বাৎসল্যে এবং ভক্তিতে শ্রীনারদাদি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। আত্মারামগণ ঐক্যবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে বিধানপূর্ব্বক তাঁহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। অধুনাও বহুজন তত্তৎভাবে তাঁহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপে তত্তৎলীলার নিত্যত্ব জ্ঞাপন করিলেন। এস্থলে তন্ময়তা-শব্দে তদাসক্ততা বা তদনুরক্ততা। যেমন স্ত্রীময় কামুক। এস্থলে যেমন কামুকের চিত্তে কেবল স্ত্রী স্ফূর্ত্তি পায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে কাম-স্নেহাদি ভাব হইতে তাঁহাতে প্রগাঢ় আসক্তি হয়, সুতরাং কামহেতু গোপীগণ তদাসক্ত হইয়া থাকেন এবং ক্রোধ, ভয় ও ঐক্যে প্রায় তাঁহাতে মনের প্রলীনতা অর্থাৎ সাযুজ্য হইয়া থাকে ॥১৫॥

ভাবার্থদীপিকা

১৬॥ ন চ ভগবতোঽয়মতিভার ইত্যাহ নচৈবমিতি। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৬॥ ন চেতি। অন্যেন ক্রিয়তাং নাম, ভবতা গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্য এবেত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেণোক্তং, ন তু ত্বয়েতি বিস্ময়াকরণে হেতুবিশেষঃ। ভগবতি অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে। নন্থ কথং তর্হি দেবকীগর্ভতো জন্ম? তত্রাহ—অজে, জীববন্ন জায়তে, কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মাবির্ভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব যোগেশ্বরেশ্বরে, তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ॥১৬॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৬॥ ন চেতি অন্যেন বিস্ময়ঃ ক্রিয়তাং নাম অত্রার্থে ভবতা তু গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্যঃ। গোচারকত্বেঽপি ভগবতি দেবকীপুত্রত্বেঽপ্যজে গোপস্ত্রীলাম্পট্যেঽপি যোগেশ্বরাণামপীশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বাবতারিণি। যৎ এতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ, যদ্বা তল্লীলাপরিকরাদ্ভিন্নমপি-জগদধুনাপি তত্তৎকামস্নেহাদিভাবমনুস্মৃত্য বিমুচ্যতে গুণপ্রবাহান্মুক্তং ভবতি॥১৬॥

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৬। ঐরূপ তন্ময়তা বিধান শ্রীভগবানের পক্ষে অতি ভার নহে, সুতরাং তিনি যে ঐরূপ করিবেন ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত নহে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে স্থাবরাদির সহিত সর্ব্বজগৎ মুক্ত হইয়া যাইতে পারে॥১৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৬। 'নচৈবং' শ্লোকে বলিতেছেন, অপরে বিস্ময় প্রকাশ করে করুক, কিন্তু আপনার করা চলিবে না। কেননা, আপনি মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মহিমা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াছেন। এইজন্য গৌরবে ভবতা' এই পদ উক্ত হইয়াছে, 'ত্বয়া' বলা হয় নাই। এক্ষণে বিস্ময় না করার হেতুবিশেষ হইতেছে—ভগবান অশেষ ঐশ্বর্য্যযুক্ত। আচ্ছা, তাহা হইলে দেবকীগর্ভ হইতে জন্ম কেন? তাহাতে বলিলেন—'অজ', 'জীবের মত জন্মগ্রহণ করেন না, কিন্তু স্বেচ্ছায়; অর্থাৎ ভক্তের প্রতি বাৎসল্য-হেতু স্বয়ংই আবির্ভূত হন—এই অর্থ। আর ভগবান বলিয়াই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বতো-ভাবে পরিপূর্ণ আবির্ভাব—ইহাই অর্থ॥১৬॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৬। অন্য ব্যক্তি বিস্মিত হয় হউক, কিন্তু আপনি কখনও বিস্মিত হইতে পারেন না। কেননা আপনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত আছেন;

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥ ১৭

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১৭॥ প্রস্তুতমাহ তা দৃষ্ট্বেতি। বাচঃ পেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৭। অতঃ পরমরসময়-রাসলীলাপ্রসঙ্গেঽস্মিন্নন্তরায়ানৌচিত্যেঽপি সর্ব্বেষামেকচিত্ততাসম্পাদনার্থমেবেদৃশঃ প্রশ্নো ভবতা কৃতঃ। ময়াপি ভবদনুরোধেনৈব সিদ্ধান্তপ্রক্রিয়েয়ং ব্যঞ্জিতেতি ব্যঞ্জয়ন্ পুনরপ্রার্থিতোঽপি স্বয়-মুৎকণ্ঠয়া সহসা প্রস্তুতমেবাহ - তা বেণুগীতাকৃষ্টাঃ পরমবিহ্বলাঃ। তদেব দর্শয়তি- ব্রজস্থ যোষিতঃ ব্রজ এব স্থাতুং যোগ্যাঃ, ন হি বহির্বনমাগন্তুমিত্যর্থঃ। তত্রাপি নিজান্তিকমেবায়াতাঃ প্রাপ্তাঃ, ন তু লজ্জাদিনা

মূলানুবাদ

১৭। সেই ব্রজসুন্দরীগণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বাগ্‌বিশারদগণের শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মনোহর বাক্‌চাতুরীতে বিমোহিত করিয়া বলিলেন—

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৭। 'তা দৃষ্ট্বা' ইত্যাদিতে প্রস্তুত বিষয়ই বলিতেছেন—বাগ্‌বিলাস দ্বারা।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৭। অতএব এই পরম রসময় রাসলীলাপ্রসঙ্গে কোনপ্রকার অন্তরায় সৃষ্টি করা উচিত না হইলেও সকলের একচিত্ততা সম্পাদনের নিমিত্তই এইরূপ প্রশ্ন আপনি করিয়াছেন। আমিও আপনার অনুরোধেই এই সিদ্ধান্ত-প্রক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছি। ইহা ব্যক্ত করিতে পুনরায় প্রার্থিত না হইয়াও নিজের উৎকণ্ঠাবশতঃ সহসা প্রস্তুত (আরব্ধ) রাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন—'তা বেণুগীতাকৃষ্টাঃ পরমবিহ্বলাঃ'। তাহাই দেখাইতেছেন—ব্রজের যোষিৎ (স্ত্রী)

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সুতরাং কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। তিনি গোচারকত্বেও ভগবান, দেবকীপুত্র হইয়াও অজ, গোপস্ত্রীলম্পট হইয়াও যোগেশ্বর সকলেরও ঈশ্বর। বিশেষতঃ এই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবতারী, তাঁহার প্রতি আপনি সন্দেহ করিবেন না। "এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্থাবর-জঙ্গমাদি পর্য্যন্ত বিমুক্ত হইয়া থাকে।" (শ্রীস্বামিচরণ) অথবা এই জগৎ তদীয় লীলাপরিকর হইতে ভিন্ন হইলেও অধুনা সাধারণ ব্যক্তিও তত্তৎ কাম-স্নেহাদি ভাবের অনুসরণ করিয়া গুণপ্রবাহ হইতে বিমুক্ত হইতেছে। ॥১৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দূরতঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা অবদৎ। বাচঃপেশৈর্বাগ্বিলাসৈঃ; তে চ দ্বিবিধাঃ—শাব্দিকা আর্থিকাশ্চ। পূর্ব্বে তু সুললিতবর্ণবিন্যাস-সুগমসুভগসমুচ্চারণস্মিতবলিত-শ্রীমুখলোচনচিল্লীচালনবিশেষাদয়ঃ, উত্তরে রসভাবালঙ্কারবস্তু-রূপাঃ; এতেঽপি চতুর্ব্বিধা—উপেক্ষাভঙ্গিময়াঃ, প্রার্থনাভঙ্গিময়াঃ, 'তদ্যুগলার্থসন্ধাপনময়াঃ, বাস্তবার্থময়াশ্চ। তথা চ সতি বিমোহয়ন্নিতি হৃতচিত্তা হৃতবিবেকাশ্চ কুর্ব্বন্নিত্যর্থো যথাযথমূহ্যঃ। তত্র পূর্ব্বত্বং শাব্দিক প্রার্থনাময়-বাস্তবার্থময়েষু, উত্তরোত্তরত্বং চান্যয়োঃ; তত্র চ শাব্দিকাঃ স্বভাবেন বিশেষতস্তু ভাবেন, আর্থিকেষূপেক্ষাময়াঃ, স্বস্মিন্নুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব, ন তূপেক্ষার্থং কৃতাঃ; রন্তুং মনশ্চক্রে', 'জগৌ কলং বামদৃশাম্' ইত্যুক্তত্বাৎ। অতএবৈতৎ-পক্ষে বাক্‌পেশমাত্রতঃ, ন তু তাৎপর্য্যত ইত্যর্থঃ। এবং 'মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ' ইত্যবহিত্থয়া তাসামুৎকণ্ঠয়া বিষণ্ণতাসম্পাদনং, তেন চ বিবেকহরণমিতি। তত্রাপি প্রার্থনাময়া নিজৌৎসুক্যমাত্রহেতুকাঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

গণ ব্রজে থাকার যোগ্যা, বাহিরে বনে আসার যোগ্যা নহে—এই অর্থ। তত্রাপি নিজের নিকটেই আগতা, (প্রাপ্তা) লজ্জাদি-হেতু দূরে নাই দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—'বাচঃ পেশৈর্বাগ্‌বিলাসৈঃ'; তাহা দ্বিবিধ, শাব্দিক ও আর্থিক। 'শাব্দিক বাগ্‌বিলাস' বলিতে সুললিত বর্ণবিন্যাস, সুন্দর সমুচ্চারণ, ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীমুখভঙ্গী, রমণীয় লোচন-চালনভঙ্গী, ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্যসিন্ধু উচ্ছলিত করিয়া বাক্যবিলাস বুঝিতে হইবে। 'আর্থিক বাগ্‌বিলাস' বলিতে অখিল অর্থভঙ্গীর দ্বারা অন্তরের ভাববিশেষ প্রকাশিত—অর্থাৎ যাহাতে রস, ভাব, অলঙ্কার, বস্তুর স্বরূপের প্রাচুর্য্যতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তাহাই আর্থিক বাগ্‌বিলাস। এই বাগ্‌বিলাসে আবার চারি প্রকার অর্থ প্রতীয়মান হয়। যথা—উপেক্ষাভঙ্গীময়, প্রার্থনাভঙ্গীময়, তদ্‌যুগলার্থসন্ধাপনময় এবং বাস্তবার্থময়। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরের ভাবে বোধ হয়, যেন ভঙ্গীক্রমে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, কিংবা তাঁহাদের সহিত বিলাসাদি প্রার্থনা করিতেছেন, অথবা প্রার্থনা এবং উপেক্ষা এই দুই ভাবেরই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে পরিহাস করিতে-ছেন, অথবা বাস্তব কথা বলিতেছেন। এইপ্রকারে ব্রজরমণীগণকে বিমোহিত করিয়া—হৃতচিত্ত ও হৃতবিবেক করিয়া বাক্যাবলীর বিন্যাস করিয়াছেন। বাক্যসমূহের শাব্দিক প্রার্থনাময়, বাস্তবার্থময় বাক্যসমূহ পূর্ব্বে এবং অন্যগুলি পরে পরে উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শাব্দিক বাগ্‌বিলাস—স্বভাবে ও ভাবে বিচিত্র। আর্থিক বাক্যসমূহের মধ্যে উপেক্ষাময় বাক্য নিজের প্রতি গোপীগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত—উপেক্ষা নিমিত্ত নহে। কারণ 'রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন', 'স্ত্রীগণের চিত্তহারী মধুর বংশীধ্বনি করিলেন,' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তদ্‌যুগলার্থসন্ধাপনন্তু নর্ম্মকৌতুকার্থমিতি, তথা বচনে যোগ্যতাং কৈমুত্যেনাহ—বদতাং শ্রেষ্ঠঃ, নিখিলবাগ্‌-বৈদগ্ধীবিদাং বরিষ্ঠঃ, যতো ভগবান্ স্বাভাবিকতাদৃশজ্ঞানাদিভিঃ সর্ব্বাতিশয়ী; যদ্বা, সর্ব্বত্রান্তর্ভূতোঽপি-শব্দো দ্রষ্টব্যঃ। তথাহি ব্রজযোষিতঃ সহজনিজপ্রেমপরত্বেন প্রসিদ্ধা অপি, তত্রাপি তাস্তাদৃশং প্রেমবিকারং প্রাপ্তা অপি, তত্রাপি তদানীং নিজান্তিকমায়াতা অপি, সাক্ষাদ্ দৃষ্টা অপি, স্বয়ঞ্চ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞত্বেন তাসাং ভাবাভিজ্ঞোঽপি বাচঃপেশৈঃ কপটবাক্যৈর্বিমোহয়ন্ পরমবৈকল্যং প্রাপয়ন্নবদৎ। কিমর্থম্? বদতাং নর্ম্মোক্তিচতুরাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ, নর্ম্মবিশেষার্থমিত্যর্থঃ॥ ১৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এই যে, ব্রজরমণীগণ যখন ভগবানের প্রার্থনাময় ও বাস্তবার্থময় বাগ্‌বিলাস শ্রবণ করিতেছেন, তখন তাঁহাদের মন আনন্দে অপহৃত হইতেছে। আবার যখন উপেক্ষাভঙ্গীময় বা যুগপৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষাময় অর্থ অনুভব করিতেছেন, তখন তাঁহাদের বিবেক লুপ্ত হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রার্থনাময় ও বাস্তবার্থময় শাব্দিক বাগ্‌বিলাসে নিজ অন্তরের ভাববিশেষের উচ্ছাস এবং আর্থিক বাগ্‌বিলাসের মধ্যে উপেক্ষাময় অর্থসমূহের দ্বারা ব্রজরমণীগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি; কিন্তু বাস্তবিক উপেক্ষার্থ নহে। অতএব এইপক্ষে বাক্‌পেশমাত্রেই উপেক্ষা, তাৎপর্য্যত নহে। তাহা হইলে বুঝা গেল, ইহাঁদের সহিত ভগবানের বাক্যালাপ কেবল বাগ্‌চাতুর্য্যমাত্র; কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। অর্থাৎ 'মনস্যন্যদ্‌বচস্যন্যৎ' (মনে এক, বাহিরে আর এক) ইহার নাম অবহিত্থা। এই অবহিত্থা দ্বারা গোপীগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া বিষণ্ণতা-সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদের বিবেক হরণ করিয়াছিলেন। সেই বাক্যগুলির মধ্যেও যেগুলি প্রার্থনাময়, তাহার উদ্দেশ্য নিজের ঔৎসুক্যমাত্র। আর যে সকল বাক্যে প্রার্থনা ও উপেক্ষা যুগল অর্থের সন্ধান বা সংযোজনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল নর্ম্ম-কৌতুকমাত্র। সেই প্রকার বাগ্‌বিলাসের যোগ্যতা বিষয়ে কৈমুত্যন্যায় প্রদর্শন করিতেছেন—'বদতাং শ্রেষ্ঠ', নিখিল বাক্যের চাতুরী যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের মধ্যে মহান্। যেহেতু 'ভগবান্'—স্বাভাবিক তাদৃশ জ্ঞানাদি দ্বারা সকলের অধিক। অথবা "সর্ব্বত্রান্তর্ভূতোঽপি" পদের 'অপি' শব্দ সকল পদেই অন্তর্ভূত দেখিতে হইবে। 'ব্রজযোষিৎ'গণ স্বভাবসিদ্ধ ভগবদ্‌-প্রেমপরত্বরূপে প্রসিদ্ধা হইয়াও, তাহাতে আবার তাদৃশ প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইয়াও, তাঁহা-দিগকে সাক্ষাৎ দেখিয়াও, স্বয়ং ভগবান সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিলেও বাগ্‌-বিলাস অর্থাৎ কপট বাক্য দ্বারা 'বিমোহয়ন্'—পরম বৈকল্য প্রাপ্ত করাইয়া বলিতে লাগিলেন। কিজন্য? তিনি নর্ম্মোক্তি-বিশারদ্‌গণেরও চূড়ামণি বলিয়া অর্থাৎ পরিহাস বিশেষের নিমিত্ত, এই অর্থ ॥১৭॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৭॥ প্রাসঙ্গিকং বিরোধং সমাধায় প্রস্তুতমাহ,—তা বেণুনাদাকৃষ্টা বদতাং কালদেশপাত্রৌচিত্যেন বচনচাতুর্য্যবতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। পেশৈরবয়বৈঃ "পিশ অবয়বে" ঘঞন্তঃ প্রয়োগঃ। বাচোঽবয়বাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ-বোধকা যে রুক্ষাঃ স্নিগ্ধাশ্চ অংশাস্তৈর্বিমোহয়ন্ বেণুনাদেন মোহিতা অপি তা বিশেষেণ মোহয়িতুং অত্র তাঃ প্রতি রুক্ষোক্ত্যৈব ভগবতস্ত্রয়ো মনোরথাঃ সেৎস্যন্তি প্রীতিবিষয়স্য কান্তস্য মমৌদাসীন্যে দৃষ্টেঽপ্যাসাং প্রীতিলেশোঽপি ন হ্রসতীতি প্রীতিঃ শুদ্ধতাং লোকে দর্শয়িষ্যামীতি তথা সম্প্রয়োগে বৈপরীত্যমিবাঙ্গনায়িকা-ধর্ম্মমবহিত্থাময়ং বাম্যমহং গ্রহীষ্যামি নায়কধর্ম্মমৌৎসুক্যপ্রকটনময়ং দাক্ষিণ্যমেতা গ্রাহয়িষ্যামীতি মিলনেঽপি বৈপরীত্যং রচয়িষ্যামীতি তথা পরমলজ্জাবতীনাং যুবতীনাং স্বাভাবিক্যা অবহিত্থয়া সঙ্গোপিতাভ্যন্তরাণি বচনানি প্রকৃতিবিপর্য্যাসপ্রাপণয়া শ্রোষ্যামীতি যদ্যপি কামিনীনাং কুচাদ্যবয়ববৃন্দং বস্ত্রাবৃতত্বেন গূঢ়মেব চমৎকার-কারকমিব তাসামন্তরীণমৌৎসুক্যমপি বহির্বাম্যেনাবৃতমেব চমৎকারকারকং রসজ্ঞা মন্যন্তে নতূদ্ঘাটিতং তদপি কদাচিৎ কশ্চিন্নায়কঃ সম্ভোগ্যায়া নায়িকায়া অনাবৃতান্যেবাঙ্গানি যথা দিদৃক্ষতে তথৈব বাম্যানাবৃতমান্তরীণ-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৭। প্রাসঙ্গিক বিরোধ সমাধান করিয়া এক্ষণে প্রস্তুত বিষয় সম্বন্ধে 'তা' ইত্যাদি বলিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীভগবান বেণুনাদাকৃষ্ট ব্রজরমণীগণকে নিজ নিকটে উপস্থিত দেখিয়া কাল-দেশ-পাত্রের উপযোগী বিবিধ বচন-চাতুর্য্যবিদ্‌গণেরও শ্রেষ্ঠ বাচঃ-পেশ (বাক্যের অবয়ব) অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গবোধক যে রুক্ষ ও স্নিগ্ধ অংশ, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বিশেষরূপে মোহিতা করিয়া অর্থাৎ তাঁহারা বেণুনাদে মোহিতা হইলেও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে বিমুগ্ধ করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—'তা' ইত্যাদি। এস্থলে তাঁহাদের প্রতি রুক্ষ উক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের তিনটী মনোরথ সিদ্ধ হইবে। প্রথম—"আমি কান্ত, সুতরাং আমার যদি এই ব্রজসুন্দরীদের প্রতি প্রীতিবিষয়ক কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয় এবং সেই ঔদাসীন্য দেখিয়াও যদি ইহাঁদিগের আমার প্রতি প্রীতির লেশমাত্র হ্রাস না হয়, তাহা হইলে সেই বিশুদ্ধ প্রীতির আদর্শ জগতে দেখাইব'। দ্বিতীয়—'আজ আমি সংপ্রয়োগে বৈপরীত্য দেখাইয়া নায়িকা-ধর্ম্মকে অবহিত্থাময় বাম্যভাবে গ্রহণ করিব এবং নায়ক-ধর্ম্মকে ঔৎসুক্য প্রকটনরূপ দাক্ষিণ্যভাব ইহাঁদিগকে গ্রহণ করাইব। আর মিলনেও বৈপরীত্য প্রকাশ করিব।' তৃতীয়—পরম লজ্জাবতী যুবতী ব্রজসুন্দরীগণের স্বাভাবিক অবহিত্থা-সঙ্গোপিত আভ্যন্তরিক উক্তিগুলিকে প্রকৃতির বিপর্য্যাস প্রাপণদ্বারা শ্রবণ করিব।' যদ্যপি কামিনীগণের কুচাদি অবয়ব বস্ত্রাবৃতত্বহেতু গূঢ়ভাবে থাকিয়াই যেরূপ চমৎকারকারক হয়, তদ্রূপ তাঁহাদের আভ্যন্তরিক ঔৎসুক্যও বাম্যভাবদ্বারা আবৃত থাকিয়াই চমৎকারকারক হয়, ইহাই রসজ্ঞসকল মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা উদ্‌ঘাটিত হয় না।

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥ ১৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

১৮॥ সর্ব্বাঃ সসম্ভ্রমমাগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজস্যেতি॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৮॥ প্রথমমবহিথয়ৌদাস্যমবলম্বমানঃ সাদরমাহ— স্বাগতমিতি। বো যুষ্মাকং শোভনমাগমনং বৃত্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, বো যুষ্মাভিঃ সুষ্ঠু আগতং কচ্চিদিতি প্রশ্নঃ, মহান্ ভাগো ভাগ্যং পাতিব্রত্যাদিলক্ষণং যাসাং তাসাং সম্বোধনম্। অতো বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি? অপি তু ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ; যদ্বা, কিং করবাণি, তদাজ্ঞাপয়ন্ত ইত্যর্থঃ। মহাভাগানাং প্রিয়াচরণেন মমাপি ধর্ম্মবিশেষো

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থ দর্শিনী

মৌৎসুক্যবচনঞ্চ শুশ্রূষতে কিন্তু পুরুষান্তরস্য স্ববয়স্যাদেরপি সন্নিধৌ ন দিদৃক্ষতে নাপি শুশ্রূষতে তথৈব কৃষ্ণোঽদৃষ্টচরানাবৃত গোপীসর্ব্বাঙ্গঃ সম্প্রতি তাসাং বাম্যানাবৃতমান্তরীণং বচনবৃন্দং শুশ্রূষতে ইত্যত এব প্রিয়নর্ম্মসখমপি স্বসঙ্গিনং তদানীং ন চকারেতি জ্ঞেয়ম্॥ ১৭

মূলানুবাদ

১৮। শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাভাগা সকল! এস, এস, তোমাদের সুখে আগমন হইল ত'? আমি তোমাদের প্রিয় কি কার্য্য করিব বল? ব্রজের কুশল ত'? এখন তোমাদের আগমনের কারণ বল।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৮। সকলকে সসম্ভ্রমে সমাগত হইতে দেখিয়া যেন সভয়ে বলিলেন—ব্রজের কুশল ত'?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাহা হইলেও কদাচিৎ কোন নায়ক সম্ভোগ্যা নায়িকার অনাবৃত অঙ্গাদি দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আবার সেইরূপ বাম্যতাহেতু আবৃত আভ্যন্তরীণ ঔৎসুক্যময় বচনও শুনিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু পুরুষান্তর এমন কি নিজ বয়স্যাদির সন্নিধানে তাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করেন না। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে ব্রজসুন্দরীগণের অনাবৃত অঙ্গ দেখিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের বাম্যভাব-নির্ম্মুক্ত আভ্যন্তরীণ বচনসমূহ শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এজন্য স্বসঙ্গী প্রিয়নর্ম্ম সখাগণকেও সঙ্গী করেন নাই জানিতে হইবে। ॥১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভাবীতি ভাবঃ। পূর্ব্বং যজ্ঞপত্নীঃ প্রত্যাপ্যেবমেবোক্তং, কিন্তু তত্রাস্তাস্তামিতি গৌরবং বিধায় কিং কর্ত্তুং শক্নোমি? অপি তু ন কিমপীতি কেবলমৌদাস্যম্। অত্র তু প্রিয়ং কিমিতি শ্লেষেণ সাকাঙ্ক্ষত্বমপীতি বিশেষঃ। বস্তুতস্তু এতাসাং তাদৃশাগমনং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীত্যৈবাহ—স্বাগতমিত্যাদি। মহাভাগা ইতি. সর্ব্বপরিত্যাগেন তদেকাপেক্ষয়া তাসামাগমনাৎ। স্বস্য চ নানাপ্রিয়জনাপেক্ষতয়া তাদৃশত্বাভাবমননেন স্বস্মাদপি প্রেমমহত্ত্ববিবক্ষয়োক্তম্। ভাগোঽত্র ভজনমতস্তাসাং প্রেমপরবশঃ সন্নাহ—প্রিয়মিতি। তচ্চ প্রিয়জনবশীকরণ-চতুরস্য বিদগ্ধশিরোমণেঃ স্বাভাবিকমেবেতি দিক্। তদিত্থমেব পরত্র চ বস্তুত ইত্যাদিকম্, ইতি-শব্দ-পর্য্যন্তো বাস্তবার্থো জ্ঞেয়ঃ। তদনন্তরন্তু নর্ম্মাদিময়ো জ্ঞেয়ঃ। তথাহি স্বাগতমিত্যাদিনা নর্ম্মণা সদাচারমিবাশ্রিত্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৮। প্রথমে অবহিত্থা (ভাবগোপন) দ্বারা ঔদাস্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাদরে বলিতেছেন—'স্বাগতম্' ইতি। আপনাদের আগমন শোভন হইয়াছে, এই অর্থ। অথবা প্রশ্ন,—হে মহাভাগ সকল! আপনারা সুষ্ঠুভাবে আসিয়াছেন ত'? 'মহাভাগা'—মহান্—পাতিব্রত্যাদিরূপ 'ভাগ'—ভাগ্য যাঁহাদের, তাঁহাদের সম্বোধন। অর্থাৎ পাতিব্রত্যাদি লক্ষণসম্পন্না মহাভাগ্যবতী ব্রজসুন্দরীগণ। অতএব আমি আর আপনাদের কি প্রিয় আচরণ করিব? কিছুই করিতে পারিব না, এই অর্থ। অথবা কি করিব, তাহা আজ্ঞা করুন। মহাভাগাগণের প্রিয় আচরণ দ্বারা আমারও ধর্ম্মবিশেষ হইবে", এই অভিপ্রায়। ভগবান পূর্ব্বে যজ্ঞপত্নীদিগকেও "স্বাগতং বো মহাভাগাঃ" বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। তবে বিশেষ এই যে, সেস্থলে "আস্যতাং করবানি কিম্"—"আপনারা উপবেশন করুন, আপনাদের কি করিতে পারি? এইপ্রকার গৌরব প্রদর্শন করিয়া "কি করিতে পারি,—কিছুই পারি না", ইহা কেবল ঔদাসিন্য। আর এখানে কি 'প্রিয়' আচরণ করিব?' এই বাক্যে শ্লেষে নিজ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ 'প্রিয়' উক্তি দ্বারা কেবল ঔদাসিন্য নহে, সেই প্রিয় কার্য্যটি সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে ব্রজরমণীগণের তাদৃশ ব্যস্তভাবে আগমন দেখিয়া পরম প্রীতির সহিত বলিলেন—'স্বাগতম্ বো মহাভাগাঃ।" এখানে 'মহাভাগা' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজরমণীগণ সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানের অপেক্ষায় আগমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নানাবিধ ভক্ত আছেন এবং তাঁহাদের প্রতি প্রীতি রাখিতে হয়, সুতরাং ভগবান ব্রজগোপীগণের মত একাপেক্ষী নহেন; এই কারণে নিজের অপেক্ষা তাঁহাদের প্রেমমহিমা অধিক বুঝাইবার নিমিত্ত 'মহাভাগা' এই সম্বোধন। এখানে 'ভাগ' অর্থে ভজন। এজন্য প্রেমপরবশ হইয়া বলিলেন 'প্রিয়ম্' ইতি। বিশেষতঃ প্রিয়জনের বশীকরণে চতুর বিদগ্ধশিরোমণি ভগবানের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা—এই পর্য্যন্ত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সমাগত জনেষু বক্তুং যোগ্যমুক্ত্বা সর্ব্বা এব যুগপৎ সসম্ভ্রমমাগতা বীক্ষ্য স্বয়মপি কৈতবেন সভয়-সসম্ভ্রমমিব পৃচ্ছতি— ব্রজস্যেতি। অনাময়ং মঙ্গলং কচ্চিৎ? ননু চতুরসিংহ! তথা সতি গোপাদয়োঽপ্যাগতাঃ স্যুরিতি চেৎ, সত্যং, তর্হি অঙ্গনাবিষয়কঃ কেষামপ্যুপদ্রবো নূনং ভবেদিতি ধূর্ত্ততয়া আশঙ্ক্যেব সাটোপমাহ—ব্রূতেতি। নিজাগমনস্য কারণং হেতুং প্রয়োজনং বা, অথবা তদুক্ত্যভিপ্রায়ানির্দ্ধারণেন লজ্জয়া চানুত্তরাস্তা বীক্ষ্য মন্যে শোকবেগেনামঙ্গলস্যাশ্রাব্যত্বেন বা কিঞ্চিন্ন বদথেতি ব্যঞ্জয়ন্ কিঞ্চিদন্যদেব চোত্থাপয়ন্ সবৈরগ্র্যমিব পৃচ্ছতি—ব্রজস্যেতি। এবং সর্ব্বমগ্রেঽপ্যাশঙ্কাদিকং কৈতবেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তথাপ্যবদন্তীঃ প্রসন্নমুখীশ্চালোক্যাশ্বস্ততামভিনয়ন্ সলজ্জমিবাহ—ব্রূতেতি। ভবতু, মদ্দুর্ব্বিতর্ক্যত্বং যূয়মেব স্বয়ং ব্রূতেত্যর্থঃ। অত্রৈকৈকৈব বাক্ সমুপেক্ষাময়ী সম্প্রার্থনাময়ী চ ইত্যুক্তম্। তত্র তস্যাঃ সমুপেক্ষাময়ীত্বং প্রপঞ্চিতং, সম্প্রার্থনাময়ীত্বং কথ্যতে—ইদমেব শ্লেষার্থতয়াগ্রেঽপি প্রতিশ্লোকং লেখ্যম্। তথাহি হে মহাভাগাঃ, মহান্ ভাগো ভাগ্যং যাসাম্,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বাস্তবার্থ। অনন্তর নর্ম্মাদিময় অর্থ বিবৃত হইতেছে—'স্বাগতম্' ইত্যাদি। পরিহাস দ্বারা যেন সদাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সমাগত জনগণের সমক্ষে বলার যোগ্য বলিয়া সকলকেই যুগপৎ সসম্ভ্রমে আসিতে দেখিয়া নিজেও ছলে ভয় ও সম্ভ্রম সহকারে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ব্রজস্য' ইতি। ব্রজের মঙ্গল ত'? যদি বল, হে চতুরচূড়ামণি! ব্রজের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিলে গোপসকলও আসিতেন; সুতরাং ব্রজের কোনরূপ অমঙ্গল হয় নাই। তাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্রজস্থ অঙ্গনা সকলেরই কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ধূর্ত্ততার সহিত এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই সগর্ব্বে বলিলেন—'ব্রূত' ইত্যাদি। তোমাদের এখানে আগমনের কারণ বা প্রয়োজন কি বল? অথবা ভগবান্ কি অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, তাহা গোপীগণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া লজ্জাবশতঃ উত্তরদানে বিরত দেখিয়া শ্রীভগবান বলিতে লাগিলেন,—আমার মনে হয়, তোমরা শোকাবেগে অথবা অমঙ্গল শুনান উচিত নহে বলিয়া কোন কথা বলিতেছ না। এরূপ ভাব দেখাইয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতার সহিতই যেন প্রশ্ন করিতেছেন—'ব্রজস্য' ইত্যাদি। এইপ্রকার অগ্রেও যে যে স্থানে আশঙ্কাদিসূচক শব্দাদি লক্ষিত হইবে, সেই সেই স্থানে ভগবান ছলক্রমেই বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। তথাপি শ্রীভগবানের জিজ্ঞাসার উত্তরে গোপীগণ কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না, অধোমুখী হইয়া সম্মুখেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রজরমণীগণের এই ভাবভঙ্গী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নতার সহিত আশ্বস্ততার অভিনয় করিয়া লজ্জার সহিতই যেন বলিলেন, 'ব্রূত' ইত্যাদি। আগমনের কারণ বল। আমি বিতর্ক করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, তোমরাই নিজে বল। এখানে এক একটী বাক্যই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ঈদৃশী জ্যোৎস্নী, তত্রাপি ঈদৃশং বনং, তত্রাপীদৃশং বো নবযৌবনাদি, তত্রাপীদৃশোঽনুবর্ত্তী জনোঽয়মনুকূল ইতি মহদেব ভাগ্যমিতি। অত্রেষ্টপ্রশ্নরূপং প্রার্থনাসোপানমাহ—কচ্চিৎ বো যুষ্মাকং স্বাগতম্? প্রার্থনামাহ—বো যুষ্মাকং কিং প্রিয়ং করবাণি? অতো যদ্ভবতীনাং হৃদ্গতং কিমপি প্রিয়মস্তি, তদেব মম প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ। তত্র নিরুত্তরা বীক্ষ্য পুনঃ প্রার্থনার্থং সোপানান্তরমাহ—ব্রজস্যেতি। প্রার্থনামাহ—ব্রূতেতি। মা লজ্জতেতি ভাবঃ॥ ১৮॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৮। অথ স্ত্রীপুংসাং রসজ্ঞানাং মিলনে তাবদিয়ং রীতির্যৎ পুমাংসো রতৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বতে স্ত্রিয়স্তু তত্রাসহিষ্ণবঃ কুপ্যন্তীত্যতস্তামেব রসরীতিং প্রথমমাশ্রিত্য কৃষ্ণ আহ,— স্বাগতং বো যুষ্মাকং। কচ্চিৎ সুখময়মাগমনং বৃত্তং? ততো যূয়ং মহাভাগাঃ জন্মারভ্য দুঃখস্য মুখং ভবতীভিঃ কদাপি ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সমুপেক্ষাময়ী ও সংপ্রার্থনাময়ীরূপে উক্ত হইল। তাহার মধ্যে উপেক্ষাময়ীর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সংপ্রতি প্রার্থনাময়ী কথিত হইতেছে। ইহাই শ্লেষার্থরূপে অগ্রে ও প্রতি শ্লোকে লিখিত হইবে। হে মহাভাগাসকল! তোমাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব! যাঁহাদের ভাগ্য মহান্, তাঁহারা মহাভাগা: এইরূপ জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, তাহাতে আবার এইপ্রকার নির্জ্জন বন, তাহাতে আবার তোমাদের ঈদৃশ নব যৌবনাদি, তাহাতে অনুবর্ত্তনকারী অর্থাৎ তোমাদের ঈদৃশ অনুবর্ত্তী এবং সর্বতোভাবে অনুকূল এই জন উপস্থিত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা মহাভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? এইপ্রকারে স্বীয় অভীষ্ট প্রশ্নরূপ প্রার্থনার সোপান প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন—'তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত'? প্রার্থনা বলিতেছেন—'আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? তোমাদের মনোগত যে কিছু প্রিয় আছে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়'। তথাপি ব্রজসুন্দরীগণকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় প্রার্থনার নিমিত্ত অন্য সোপান চিন্তা করিয়া বলিলেন 'ব্রজস্য' ইত্যাদি। 'ব্রজের মঙ্গল ত'? প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—আগমনের কারণ কি বল, লজ্জা করিও না ॥১৮॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৮। অনন্তর রসবতী স্ত্রীগণ এবং রসজ্ঞ পুরুষগণ, ইহাদের পরস্পর মিলনের রসরীতি এই যে, পুরুষগণ যদি রতিবিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্ত্রীগণ অসহিষ্ণু ও কুপিতা হয়। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এই রসরীতি অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'স্বাগতং বো' ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমাদের সুখময় আগমন হইল ত'? যেহেতু তোমরা মহাভাগা, জন্ম

সারার্থদর্শিনী

যদ্বা, নায়ং প্রশ্নঃ কিন্তু প্রত্যুক্তিরতো যুষ্মাকং শোভনমাগমনমত্র বৃত্তম্। যদত্রাগতং তৎ সম্যক্ কৃতং যতো মহাভাগা ভাগ্যবতীনাং হি সর্ব্বাঃ ক্রিয়া এব সফলা ভবন্ত্যঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদা ভবন্তীতি ভাবঃ। অতো বঃ প্রিয়ং কিং করবাণি? অধুনা রাত্রাবত্র নির্জ্জনে বনে একাকিনা যূনা ময়া যুবতীনাং বো যৎ প্রিয়মাতিথ্যং কর্ত্তুং শক্যং স্যাৎ তদ্ব্রূত। যুষ্মৎ প্রিয়চিকীর্ষৌ ময়ি সারল্যেন স্বপ্রিয়ং কৃপয়া স্পষ্টং বক্তব্যং যথা নিঃসন্দেহং তত্রাহং প্রবর্ত্তেয়েতি ভাবঃ। ততশ্চ ভো মহাসাহসিক, লম্পট, অস্মানপি পতিব্রতাঃ যদেবং বক্তুমুৎসহসে তৎ কিং ধর্ম্মতো রাজতশ্চ ন বিভেষীতি সমুচিতং প্রত্যুত্তরমপ্রাপ্নুবতা প্রিয়ং কিং করবাণীত্যস্য ব্যঞ্জিতেঽঙ্গসঙ্গরূপেঽর্থে সম্মতিলক্ষণং লজ্জাহেতুকং মৌনমেব দৃষ্টবতা ভগবতা বিচারিতং যত্তেভ্যঃ স্ব-সমুচিতং বাম্যমত্র নাঙ্গীক্রিয়তে তর্হি ময়াপি স্ব-সমুচিতম্ ঔৎসুক্যং ন বহিষ্করণীয়ং, কিন্তু বাম্যমিশ্রমেব। ততশ্চ সম্ভোগভেদে সম্প্রয়োগে যথা বৈপরীত্যমপি চারু ভবতি তথৈব সম্ভোগভেদে সম্মিলনেঽপি বৈপরীত্যং চারু ভবতু। কিন্ত্বাসাং মহামোহনবেণুনাদমাধ্বীকপানোত্থাতিবৈবশ্যাদেব

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইতে কখনও দুঃখানুভব কর নাই, এমন কি দুঃখের মুখ পর্য্যন্ত দেখ নাই। কিংবা এই উক্তি প্রশ্ন না হইয়া প্রত্যুক্তি হইলে — অদ্য তোমাদের শোভন আগমন হইয়াছে। যেহেতু তোমাদের যে এস্থলে আগমন, তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে. যেহেতু তোমরা মহাভাগা। ভাগ্যবতী সকলের রীতি এই—তাহাদের সমস্ত ক্রিয়াই সফল হইয়া নিজের ও পরের সুখপ্রদ হয়। অতএব তোমাদের কি প্রিয় আচরণ করিব? অবশ্য এখন রাত্রিকাল, তাহাতে আবার নির্জ্জন বন, আমি একাকী যুবক এবং তোমারাও যুবতী, সুতরাং আমি তোমাদের কি প্রিয় আতিথ্য সৎকার করিতে সমর্থ, তাহা বল; আর আমি যখন তোমাদের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে অভিলাষী. তখন কৃপাপূর্ব্বক সরলভাবে স্বপ্রিয় বিষয় স্পষ্ট করিয়া বল। যেন আমি নিঃসন্দেহে সেই কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারি। অতঃপর গোপীগণ যদি বলেন, হে মহাসাহসিক! হে লম্পট! আমরা পতিব্রতা, তুমি আমাদিগকে যাহা বলিতে উৎসাহিত হইতেছ, তাহাতে তোমার কি ধর্ম্মতঃ বা রাজদণ্ড হইতে ভয় হইতেছে না? (গোপীগণের এই উক্তিতে) শ্রীকৃষ্ণ সমুচিত প্রত্যুত্তর না দিয়াই বলিলেন— তোমাদের কি প্রিয় আচরণ করিব? এই বাক্যে ব্যঞ্জিত অঙ্গসঙ্গরূপ যে অর্থ, তাহাতে গোপীদের সম্মতি থাকিলেও লজ্জাবশতঃ মৌন রহিয়াছেন দেখিয়া শ্রীভগবান বিচার করিতেছেন—'যদি এই ব্রজসুন্দরীগণ আজ স্ব-সমুচিত বাম্য অঙ্গীকার না করে, তাহা হইলে আমিও স্ব-সমুচিত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না; পরন্তু বাম্যমিশ্র বাক্য প্রকাশ করিব। তারপর সম্ভোগ-ভেদে অর্থাৎ বিবিধ সংযোগ-বিলাসে যেমন বিপরীত ভাবও সুন্দর হয়, সেইরূপ সম্ভোগ ভেদে সম্মি-

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৯

ভাবার্থদীপিকা

১৯॥ লজ্জয়া মন্দহসিতমালক্ষ্যাহ রজন্যেষেতি॥

সারার্থদর্শিনী

প্রকৃতিবিপর্য্যয়স্ততএব দাক্ষিণ্যং মম তু বৈবশ্যাভাবাত্তদনুরোধাদেব কৃত্রিমং বাম্যং বহিরেব কার্য্যমন্তস্তু স্বাভাবিকমৌৎসুক্যমস্ত্যেবেত্যাদিকং বিচার্য্য চ বাম্যপদবীমারোঢ়ুং সভয়সম্ভ্রমং পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। কচ্চিদ্ব্রজস্যানাময়ং মঙ্গলং ন জানে সাম্প্রতং ব্রজে কশ্চিদিন্দ্রাদিকৃত উপদ্রবো বর্ত্ততে যতঃ সর্ব্বা এব ভবত্যো ভীতাঃ পলায্য স্বত্রাণার্থং মদন্তিকামায়াতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ কেয়মদ্যতনস্যাহস্য ধূর্ত্ততা লহরীতি মিথঃসস্মিতসবিস্ময়াবলোকং বিতর্কয়ন্তীষু তাস্বাগো যুষ্মাকং মৌনেনৈবাবগম্যতে নোপদ্রবস্তর্হি ব্রূত কিমর্থমায়াতা অহন্তু নাভ্যুহিতুং সমর্থ ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

মূলানুবাদ

১৯। অয়ি সুমধ্যমাগণ! এই রজনী ঘোররূপা, এসময় এখানে ভয়ঙ্কর প্রাণীগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অতএব এস্থানে বিশেষতঃ অবলাগণের থাকা উচিত নহে; তোমরা সকলে ব্রজে ফিরিয়া যাও।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

লনেও বিপরীত ভাব সুন্দর হউক; কিন্তু মহামোহন বেণুনাদরূপ মাধ্বীকপান-জনিত প্রেমবৈবশ্যহেতু ইহাদের প্রকৃতি বিপর্য্যয় অর্থাৎ দাক্ষিণ্য এবং আমার বৈবশ্যাভাব সত্ত্বেও তদনুরোধেই বাহিরে কৃত্রিম বাম্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অন্তরে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য বিদ্যমানই রহিয়াছে, ইত্যাদি বিচার করিয়া বাম্যপদবীতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সভয়ে সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ব্রজস্য' ইত্যাদি। ব্রজের মঙ্গল ত'? হয়ত অধুনা ব্রজে ইন্দ্রাদি-কৃত কোনরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তাই তোমরা সকলে ভীতা সন্ত্রস্তা হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক স্ব স্ব পরিত্রাণের নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছ। সেজন্য তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি। অতঃপর গোপীগণ পরস্পর সহাস্য বদনে বিস্ময়ের সহিত অবলোকন করিয়া—'আজ ইহাঁর একি ধূর্ত্ততা-লহরী?' এই প্রকার বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ব্রজরমণীগণের এই প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমাদের মৌনভাব দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি যে, ব্রজে কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই। তাহা না হইলেই মঙ্গল। আচ্ছা, তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? আমি তাহা বুঝিতে বা বিতর্ক করিয়া স্থির করিতে অসমর্থ হইয়াছি, ইহাই ভাবার্থ।॥১৮॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

১৯। এষা প্রত্যক্ষেতি, তাঁসাং তর্কবাগ্মিতামাশঙ্ক্য দ্রঢ়য়তি, ততঃ কুলবধূনাং বহির্বনাদাবাগমনং নোচিতমিতি ভাবঃ। নন্থ সমুদিত্য বহ্বীনামাগমনং ন দোষভাক্, যদি চ দোষভাক্, তর্হি ব্রজেঽপি কিমেষা রজনী নাস্তি? তত্রাহ—ঘোরেতি। ইহ বন এব ঘোরং রূপং তামস-স্বভাবাভিব্যক্তির্যস্যাঃ, ন তু ব্রজে, ইহাসহায়ত্বাৎ, তত্র সসহায়ত্বাদিতি ভাবঃ। তথা ইহ ঘোরৈঃ প্রাণিভির্নিতরাং সেবিতা ব্যাপ্তা, চাতো ব্রজং প্রতিযাত, নিবৃত্য গচ্ছত, নাত্র বিলম্বো যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ—নেতি। নন্থ তর্হি কথমত্র ভবতা স্থীয়তে? তত্রাহ—স্ত্রীভিরিতি। ন তু ধ্রিয় ইব পুরুষা অল্পসত্ত্বা ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, হে সুমধ্যমা ইতি 'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি' ইতি ন্যায়েন সুন্দরীণাং গুণবতীনাঞ্চ ভবতীনামত্রা-

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

১৯। গোপীগণ শ্রীভগবানের বাক্যে লজ্জিতা হইয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিলেন—'এই রজনী' ইত্যাদি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৯। এই রাত্রি যে ঘোররূপা, তাহা তোমরা স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিতেছ। 'প্রত্যক্ষ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের তর্ক বা বাক্‌পটুতার আশঙ্কা করিয়া দৃঢ় করিতেছেন অর্থাৎ গোপীগণ যদি বলেন, এই রজনী নির্ভয়জনিকা, মহাগুণে বিভূষিতা ও সর্ব্বকার্য্যসাধিকা, তাহা হইলে এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ এই রজনী যে ভয়জনিকা, তাহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক বলিলেন—এই প্রত্যক্ষ ঘোররূপা রজনীতে কুলবধূগণের বাহিরে বিশেষতঃ বনে আসা উচিত হয় নাই। যদি বল, আমরা বহু নারী মিলিত হইয়া আসিয়াছি। কাজেই কোনও দোষ হয় নাই। আর যদি তাহাতে দোষ হয়, তাহা হইলে ব্রজেও কি এই রাত্রি নাই? তাহাতে বলিলেন—'ঘোর' ইত্যাদি। এই বনেই এই রাত্রি ঘোররূপা, পরিণামে অশেষ দুঃখপ্রদা, তামস স্বভাবের অভিব্যক্তি করিয়া দেয়, কিন্তু ব্রজে এরূপ নহে। এখানে তোমাদের সহায় কেহ নাই, সেখানে সহায় আছে—এই অভিপ্রায়। আরও 'একেই রাত্রি ঘোররূপা, স্বভাবতঃই ভীতিজনক, তাহাতে আবার সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্বভাবভীষণ প্রাণিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে অর্থাৎ ভয়ানক প্রাণীসমূহে পরিব্যাপ্ত, সুতরাং এখানে তোমাদের বিলম্ব করা উচিত নহে, তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও'—এই অভিপ্রায়ে বলিলেন 'ন' ইত্যাদি। যদি বল, তুমি এখানে কিরূপে আছ? তাহাতেই বলিতেছেন—'স্ত্রীভিঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের থাকা উচিত হয় না। আমি পুরুষ, আমার কখনও ভয়ের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকের মত পুরুষ অল্পবলসম্পন্ন নয়। আরও বলিতেছেন—'তোমরা সুমধ্যমা' ইত্যাদি। 'যেখানে যেমন আকৃতি, সেইখানে তেমন গুণসকল বাস করে'—এই ন্যায়ে তোমরা সুন্দরী

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

বস্থানং ন যুক্তমিতি ভাবঃ। অন্যত্রেতঃ। যদ্বা, নন্থ রসিকশেখর! ভবানিব বয়মপ্যত্র বিহর্ত্তুং পুষ্পাদ্যাহর্ত্তুং বা সমাগতাঃ স্ম ইতি ছদ্মনা তাসামবস্থিতিমাশঙ্ক্যাহ—রজনীতি; এষা রজন্যেব, ন তু দিনম্। নন্থ রাত্রিবিলাসিনস্ততঃ কো নাম দোষঃ? তত্রাহ—ঘোরেতি। হে কমললোচন, জ্যোৎস্নীয়ং রাত্রিস্তত্রাহ—ঘোরসত্ত্বেতি। শ্লেষেণ যূয়ং যূথশো বহ্ব্যো ব্রজং তত্র স্থিতান্ স্বপতীন্ প্রতিযাত ভজত, একাকিনা ময়া বহ্বীনাং প্রিয়াচরণস্যাশক্যত্বাৎ, অতোঽত্র ন স্থেয়মিতি নর্ম্মবিশেষঃ। নন্থ ভীরুপ্রবর! ঘোরসত্ত্বেভ্যোঽস্মাকং ন ভয়ং, তত্রাহ—সুমধ্যমাঃ হে কৃশমধ্যাঃ, তনুমধ্যত্বাৎ কৃশাঙ্গীনামবলানাং বলিষ্ঠেভ্যো ভয়ং স্যাদেবেতি ভাবঃ। বস্তুত শ্চৈতত্তাসাং স্ববিষয়কভাবস্য ব্যঞ্জনার্থং নর্ম্মণোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থঞ্চ। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—ভয়সম্ভাবনয়া চ নিজাভীষ্টং মা নিবর্ত্তয়তেত্যাহ—প্রথমার্দ্ধেন। এষা উদিতপূর্ণচন্দ্রা জনান্ রঞ্জয়তীতি রজনী;

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ও গুণবতী, সুতরাং তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। (অপর অংশ শ্রীল স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।) অথবা যদি বল, 'হে রসিকশেখর! তোমার মত আমরাও এখানে বিহার করিতে বা পুষ্পাদি চয়ন করিতে আসিয়াছিলাম'—এই ছলে তাঁহারা বনে অবস্থিতি করিতে পারেন—এই আশঙ্কা করিয়া ভগবান বলিতেছেন—'রজনী' ইত্যাদি। অর্থাৎ, 'ইহা রজনী, দিবস নহে। দিবসে বিহার বা পুষ্পচয়ন সঙ্গত হইলেও রাত্রিতে স্ত্রীলোকের এই বনে আসিয়া বিহারাদি নিতান্ত অসঙ্গত। যদি বল, 'হে রাত্রিবিলাসিন্! ইহা রাত্রি হইলেও দোষ কি? এই ছলে তাঁহারা অবস্থান করিতে পারেন,—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'ঘোর' ইত্যাদি। এই রাত্রি ঘোররূপা। যদি বল, 'হে কমললোচন! এই রাত্রি ঘোররূপা নহে, জ্যোৎস্নাময়ী'। তাহাতেই বলিতেছেন—'ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা' এই রাত্রি জ্যোৎস্নাবতী বটে কিন্তু হিংস্রপ্রাণী সকলে পরিব্যাপ্ত'। এই স্থলে শ্লেষে ইহাই বলিলেন, 'তোমরা দলে বহু—অনেকেই যূথবদ্ধা, সুতরাং ব্রজে ফিরিয়া যাও এবং স্ব স্ব পতির নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে ভজনা কর। একাকী আমার পক্ষে বহু তোমাদের প্রিয় আচরণ করার শক্তি নাই, অতএব এখানে থাকা উচিত নয়'। এইটী পরিহাসবিশেষ। যদি বল, 'ওহে ভীরুপ্রবর! ভয়ঙ্কর প্রাণী সকল হইতে আমাদের ভয় নাই। তাহাতেই বলিলেন—'সুমধ্যমা'। 'হে সুমধ্যমাগণ! তোমাদের মধ্যদেশ কৃশা সুতরাং কৃশাঙ্গী অবলা, তোমাদের আবার বল কোথায়? অবলাগণের বলিষ্ঠ প্রাণী হইতে ভয় হইবেই—এই অভিপ্রায়। বস্তুতঃ ভগবানের এই সকল উক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে—স্ব-বিষয়ক ভাববর্দ্ধন। অর্থাৎ নিজের প্রতি গোপীগণের যে প্রেম, তাহাকে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ও পরিহাসদ্বারা উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ঘোররূপেত্যাদিকয়োস্তস্মাদত্র ন কোঽপ্যায়াস্ততীতি ভাবঃ। তস্মাদিহ মম বীরস্যৈব সন্নিধৌ স্থেয়ম্; যদ্বা, অঘোররূপা তমোঽপগমাৎ, অঘোরৈর্বৃন্দাবনস্বভাবেন মিথো মিত্রত্বপ্রাপ্ত্যা ভয়াজনকৈরেব সত্ত্বৈঃ সর্ব্বপ্রাণিভির্দিবসপ্রায়ত্বাৎ তস্যা জ্যোৎস্না অঘোরৈঃ সত্ত্বৈর্ভ্রমরকোকিলাদিভিরেব বা নিষেবিতা; যদ্বা, ঘোরং দুষ্টানাং ভয়জনকম্, অকারবিশ্লেষেণ অঘোরং, কেষাঞ্চিদপি ভয়াজনকং বা সত্ত্বং বলং যস্য মম, তেন নিষেবিতেতি বালাশ্বাসনার্থং, তচ্ছ্রুত্বা পৃষ্ঠবর্ত্তিনীঃ সখীঃ সস্মিতং পরাবৃত্য পশ্যন্তীঃ প্রত্যাহ—উত্তরার্দ্ধেন। অতঃ সর্ব্বথা ব্রজং প্রতিযাত, ন ইহৈব স্থেয়ং যুষ্মাভিঃ। কুতঃ? স্ত্রীভিঃ স্ত্রী-জাতিনা-মীদৃশস্থান এব স্থাতুং যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি চ হে সুমধ্যমাঃ পরমসুন্দরীত্বান্মদন্তিক এবাত্র স্থাতুং যুজ্যত এবেত্যর্থ ইতি। ॥১৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। শ্লেষার্থ—ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও নিজের অভীষ্ট সাধনে বিরত হইও না। এই অর্থ প্রথমার্দ্ধ দ্বারা বলিতেছেন—'এই রজনীতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে। তাই সকল লোকের হৃদয়ে রাগ প্রকাশ করিতেছে। অতএব এই ঘোররূপা বনভূমিতে এবং *ঘোররূপা রজনীতে অন্য কাহারও আগমনের আশঙ্কা নাই, অর্থাৎ এখানে কেহই* আসিবে না—এই অভিপ্রায়। অতএব হে অবলাগণ! তোমরা নির্ভয়ে আমার নিকটেই অবস্থান কর। কেননা, আমি বীর, আমার নিকটেই থাকা উচিত। অথবা পূর্ণিমার রাত্রি স্বভাবতঃ তমোনাশক বলিয়া অঘোররূপা; আবার ইহা বৃন্দাবন, অঘোর-সত্বনিষেবিত। এখানে স্বভাবতঃ প্রাণীমাত্রেই অঘোর অর্থাৎ পরস্পর মিত্রতা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণীমাত্রের কোন ভয় উৎপাদন করে না, আবার পূর্ণচন্দ্রের উদয়বশতঃ এই রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় ভ্রমর-কোকিলাদি অঘোর প্রাণীসকল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। অথবা 'ঘোর' শব্দে দুষ্টজনের ভয়জনক। ('অ'কার বিশ্লেষ করিলে) অঘোর শব্দে কাহারও ভয়ের জনক নহে, অর্থাৎ প্রাণীমাত্রের অভয়জনক। এইরূপ সত্ব বা বল যাহার, সেই আমার দ্বারা নিষেবিত বন,—ইহা ব্রজবালার আশ্বাস দানের নিমিত্ত। তাহা শুনিয়া পৃষ্ঠবর্ত্তিনী সখীগণ হাসিতে হাসিতে মুখ ফিরিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উত্তরার্দ্ধ শ্লোকে বলিলেন—অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না—এই স্থানেই অবস্থান কর। কেন? তোমরা স্ত্রী। স্ত্রীজাতির ঈদৃশ স্থানই থাকার যোগ্য। তাহাতে সুমধ্যমা—পরমা সুন্দরী বলিয়া আমার নিকটে থাকিবার যোগ্য হইবে—এই অর্থ ॥১৯॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

১৯। হন্ত হন্ত কুলধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাদিকং ধ্বংসয়িত্বা প্রতিদিনমস্মাসুপভুঞ্জানোঽয়মত্র বেণুনাদেনাকৃষ্যানীয় কারণং পৃচ্ছতীত্যপাঙ্গচালনেরেব পরস্পরমাচক্ষাণাসু তাসু সত্যং দেবপূজোপযোগিরজনীবিকাশিপুষ্পাহরণার্থমাগচ্ছাম ইতি কিং লতাস্বপাঙ্গনিক্ষেপেণ রুধ্বে অযুক্তমিদং কালদেশপাত্রানৌচিত্যাহ,—রজনীতি। এষা চন্দ্রিকা বহুলাপি ঘোররূপা রাত্রিত্বাদেবেতি বল্লিমূলপল্লবাদিষু সূক্ষ্মসর্পবৃশ্চিকাদে র্দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ পুষ্পাহরণস্য কালোঽয়মনুচিতো ইতি ভাবঃ। ঘোরসত্ত্বা ব্যাঘ্রাদয়স্তৈর্নিষেবিতেতি কালসম্বন্ধেন বৃন্দাবনদেশোঽপ্যয়মনুচিত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ ব্রজং প্রতিযাত। নন্থ, ক্ষণং বিশ্রম্য যাস্যামস্তত্রাহ,—নেহ স্থেয়মিতি। কালদেশ সম্বন্ধেন যুষ্মল্লক্ষণানি পাত্রাণ্যপ্যনুচিতানীতি ভাবঃ। তত্রাপি হে সুমধ্যমা, ইতি যূয়ং সুন্দর্য্যো যুবতয়ঃ স্থঃ, অহঞ্চ সুন্দরো যুবৈবাত্রাস্মি, যদ্যপি যূয়ং পরমসাধ্ব্য এব অহঞ্চ "কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী"তি গোপালতাপনশ্রুতিপ্রামাণ্যেন ব্রহ্মচার্য্যেবেতি সহাবস্থানেঽপি ন কশ্চিদ্দোষস্তদপি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৯। হায়! কি দুঃখের বিষয়? ইনি আমাদের কুল-ধর্ম্ম-লজ্জাদি ধ্বংস করিয়া সতত আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে উপভোগ করিতেছেন এবং আজও বেণুনাদে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছেন অথচ ইনি আবার আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এই কথা বলিয়া ব্রজদেবীগণ অপাঙ্গ-চালনে পরস্পর অবলোকন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—সত্যই আমরা দেবপূজার উপযোগী রজনী-বিকশিত পুষ্পচয়নের নিমিত্ত বনে আসিয়াছি। এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তাই কি তোমরা লতাগুলির প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপ করিতেছ? ইহা অযুক্ত। কেননা পুষ্পচয়নাদি কাল, দেশ ও পাত্রসাপেক্ষ, তাহাতেই বলিতেছেন—'রজনী' ইত্যাদি। এই রজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে শোভিতা হইলেও ঘোররূপা, যেহেতু ইহা রাত্রি,—দিবা নহে। অতএব লতার মূলে ও পল্লবাদিতে সূক্ষ্ম সর্প-বৃশ্চিকাদি দুর্লক্ষ্যত্বহেতু এখন পুষ্প আহরণের উপযুক্ত সময় নহে। 'ঘোরসত্ত্ব'—ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুগণ নিরন্তর এখানে বিচরণ করিতেছে। যদিও ইহা বৃন্দাবন, তথাপি রাত্রিকাল বলিয়া ভীষণ হইয়াছে, সুতরাং তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। যদি বল, ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যাইতেছি! তাহাতেই বলিলেন—'নেহ স্থেয়ম্' ইত্যাদি। রাত্রিকালে কুলাঙ্গনাদের এখানে থাকা উচিত নহে। কাল ও দেশের ভীষণ-সম্বন্ধহেতু তোমাদের ন্যায় সুমধ্যমাগণের এখানে থাকা উচিত নহে। একে রাত্রিকাল, নির্জ্জন বন, তাহাতে আবার তোমরা সুমধ্যমা সুন্দরী যুবতী এবং আমিও সুন্দর যুবক, একস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছি। যদিও তোমরা পরমা সুশীলা ও পরমা সাধ্বী এবং আমিও 'কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী', এই গোপালতাপনী শ্রুতি-প্রসিদ্ধ প্রমাণ অনুসারে ব্রহ্মচারী হইয়াছি,

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্॥ ২০

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

মনঃ খল্ববিশ্বাস্যং যুষ্মাকং মম চেতি ভাবঃ। এবং ব্যঞ্জিতমন্তরৌৎসুক্যং শ্লিষ্টার্থেনাপি স্পষ্টী ভবতি তদ্ যথা—আগমনকারণং লজ্জয়া ন ব্রূষে চেন্মা ব্রূত তদহং জানাম্যেব তস্মাত্তত্ত্বং শৃণুতেত্যাহ,—রঞ্জয়তীতি। রজন্যেষা চন্দ্রিকাময়ত্বাদঘোররূপা তস্মাদেবাঘোরসত্ত্বৈর্মৃগাদিভিরেব বৃন্দাবনস্বভাবেনাহিংস্রাত্বাদ্ব্যাঘ্রাদিভিরপি বা নিষেবিতেতি তেনাত্র ন ভেতব্যমিতি ভাবঃ। যদ্বা,—নাত্র স্বস্বপত্যাদিভ্যো ভেতব্যং যতো ঘোরসত্ত্ব নিষেবিতেতি তেঽত্র নাগমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। অতো ব্রজং প্রতি ন যাত ইহ মদন্তিকে স্থেয়ম্। কুতঃ, স্ত্রীভিঃ? কিং স্ত্রীমাত্রমেব স্বান্তিকে স্থাপয়সীত্যত আহ,—হে সুমধ্যমা, ইতি। সৌন্দর্য্যে তারুণ্যে চ সতি যাঃ স্ত্রিয়ঃ শোভনমধ্যদেশা ভবন্তি তাভির্ভবতীভিরেব নান্যাভিঃ স্থেয়মিতি ভাবঃ। এবং উপেক্ষময়া অপেক্ষময়াশ্চার্থাঃ কৃষ্ণোক্তীনাং জ্ঞেয়াঃ॥ ১৯

মূলানুবাদ

২০। তোমাদের মাতা, পিতা, পতি, জ্ঞাতিপুত্র ও ভ্রাতাগণ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই অন্বেষণ করিতেছেন, তোমরা বন্ধুগণের ভয়োৎপাদন করিও না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সুতরাং আমার সহিত একত্র বাস করিলে কোনরূপ দোষ হয় না বটে; কিন্তু তাহা হইলেও তোমাদের ও আমার মনকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রকার শ্লিষ্টার্থ দ্বারা ব্যঞ্জিত অন্তরের ঔৎসুক্য স্পষ্ট ব্যক্ত হইল। আবার বলিতেছেন—তোমাদের আগমনের কারণ লজ্জাবশতঃ বলিলে না, নাই বল; তাহা কিন্তু আমি অবগত হইয়াছি। অতএব প্রকৃত কথা শ্রবণ কর—সর্ব্বমনোরঞ্জনকারিণী এই রজনী চন্দ্রিকাময়ী বলিয়া অঘোররূপা। আরও দেখ, এই বনভূমি 'অঘোরসত্ত্বনিষেবিতা' মৃগাদি কর্ত্তৃক কিংবা শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবে অহিংস্র ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক নিষেবিত। অর্থাৎ এই বৃন্দাবনের পশু পক্ষী প্রভৃতি পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন বলিয়া এখানে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অথবা এখানে স্ব স্ব পতি হইতেও ভয় নাই। যেহেতু এই রজনী ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা; সুতরাং তাহারা এখানে আসিবে না, অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না, এখানে আমার সহিত অবস্থান কর। কেন?—তোমরা স্ত্রী। যদি বল, স্ত্রীমাত্রকেই কি নিকটে রাখিয়া থাক? উত্তরে বলিলেন—হে সুমধ্যমাগণ! সৌন্দর্য্যে ও তারুণ্যে যে সকল স্ত্রী তোমাদের ন্যায় শোভন-মধ্যদেশা তাদৃশী অর্থাৎ তোমরাই মৎসমীপে অবস্থানের যোগ্যা অর্থাৎ তোমাদেরই যোগ্যতা আছে—অন্য কাহারও নাই। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-কথিত বাক্যের উপেক্ষাময় ও অপেক্ষাময় অর্থ জানিতে হইবে ॥১৯॥

ভাবার্থদীপিকা

২০। কিঞ্চ মাতর ইতি বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তি। বন্ধূনাং সাধ্বসং কৃচ্ছ্রং মা কৃঢ্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২০। নন্থ পুরুষসিংহ! পরমবলীয়সস্তবান্তিকে স্থিতানাং নঃ কুতো ভয়মিত্যাশঙ্ক্য সশঙ্কমাহ—মাতর ইতি। অত্র মাতরঃ পিতরো ভ্রাতর ইতি কুমারিকা দৃষ্ট্বা ভণিতং, ব্যূঢ়তয়া প্রতীতা দৃষ্ট্বা তু পতয়ঃ পুত্রাঃ' ইতি যদুক্তং, তৎ খলু পরিহাসার্থং কল্পনামাত্রমিতি স্থাপয়িষ্যতে। চ-শব্দঃ উক্ত-সমুচ্চয়ে, হি নিশ্চয়ে, অতো যদি কদাচিত্তেষ্বেকোঽপ্যত্রাগতো মৎপার্শ্বে যুষ্মান্ পশ্যেৎ, তদোভয়েষামপি লজ্জাভয়ে স্থাতামিতি ভাবঃ। অতোঽত্রাবস্থিত্যা নিজবন্ধুভ্যো মমাত্মনশ্চ সাধ্বসং ভয়ং মা কৃঢ্বং নোৎপাদয়ত। যদ্বা, মহামন্ত্রাভিজ্ঞ! তে সুদুর্গমবনমধ্যে নাগমিষ্যন্তি, আগতা অপি ন দ্রক্ষ্যন্ত্যেব, তত্রাহ— যুষ্মাকমপ্রাপ্ত্যা বন্ধূনামনিষ্টাশঙ্কাতো ভয়ং নোৎপাদয়ত, 'সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ' (শ্রীভা ১১।২।৬) ইতি ন্যায়াৎ, অতস্তেষু স্নেহেন

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

২০। আরও দেখ, তোমাদের মাতা প্রভৃতি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন; বন্ধুগণের চিত্তে অনিষ্টাশঙ্কা উৎপাদন করিও না।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২০। ওহে পুরুষসিংহ! তুমি পরম বলবান, আমরা তোমার নিকট আছি, আমাদের কোথা হইতে ভয় হইবে? গোপীগণের এইরূপ মনোভাব আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কিত হইয়া বলিতেছেন—'মাতরঃ' ইত্যাদি। বোধ হয় তোমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা বা পতিগণ তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া নানাস্থানে অন্বেষণ করিতেছেন। এস্থলে কুমারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং বিবাহিতারূপে যাহাদিগকে জানা যাইতেছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, পতি, পুত্র ইত্যাদি। ইহা কিন্তু পরিহাসের নিমিত্ত কল্পনামাত্র, ইহা স্থাপন করিবেন। 'চ' শব্দ উক্ত সমুচ্চয়ে, 'হি' শব্দ নিশ্চয়ার্থে। অতএব মাতা পিতা প্রভৃতির মধ্যে যদি কদাচিৎ কেহ এখানে আসিয়া আমার পার্শ্বে তোমাদিগকে দেখেন, তাহা হইলে কেবল তোমাদের নহে, আমাকে পর্য্যন্ত ভয় ও লজ্জায় পড়িতে হইবে, এই অভিপ্রায়। অতএব এখানে অবস্থান করিয়া নিজ বন্ধুগণের নিকট হইতে আমার ও তোমাদের ভয় উৎপাদন করিও না। অথবা হে মহামন্ত্রাভিজ্ঞ! তাঁহারা দুর্গম বনমধ্যে আসিবেন না বা আসিলেও আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। তাহাতে বলিলেন, তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বন্ধুগণ অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত হইবেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ভয়োৎপাদন করিও না। 'সাধুগণ বন্ধুবৎসল'—এই ন্যায়ানুসারে তোমাদের বন্ধুদের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

চ নিবর্ত্তধ্বমিতি ভাবঃ। অথবা শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্ প্রত্যাবৃত্যেদং ব্যাখ্যেয়ম্—হে সুব্রত, ত্বৎপার্শ্বস্থিতা ন কুতশ্চিদপি বিভীমঃ, ইত্যাশঙ্ক্য চক্ষুর্মুদ্রণপূর্ব্বকং সাভিনয়মাহ—নেহেতি, মৎপার্শ্বে স্ত্রীভির্ন স্থেয়ম্। আবালব্রহ্মচারিত্বেন মম স্ত্রীসঙ্গপরিহারাদিত্যর্থঃ। অহো বত বালিকানাং বৃদ্ধানাং বা কদাচিৎ সহবাসে দোষোঽপি ন কিল ঘটেত. যূয়ন্তু নবযৌবনারূঢ়া ইত্যাহ—হে সুমধ্যমা ইতি। নন্থ মহাকপটপটো ব্রজেঽস্মাভিঃ সঙ্গো ভবতো বহুধা ভবত্যেব, তত্রাহ —ইহেতি, ইহ নির্জ্জনবনে সময়ে চ প্রদোষ ইতি দোষবিশেষং শ্রীমুখ-ভঙ্গীবিশেষেণ সূচয়তি, অত ইহ ইদানীং যুষ্মৎসঙ্গান্নম দুষ্কীর্ত্তিরেব বাঢ়ং স্যাৎ, ইতি সর্ব্বথা প্রযাতৈবেতি। নন্থ সুপ্রতিষ্ঠ, ন কোঽপি জ্ঞাস্যতি, ইতি দুষ্কীর্ত্তের্মা ভৈষীঃ, তত্রাহ—মাতর ইতি। অতো নূনমত্রাগতা দ্রক্ষ্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ। অতো মদ্বন্ধূনাং মদ্দুষ্কীর্ত্তের্ভয়ং মা সম্পাদয়ত। অন্যৎ সমানম্, বস্তুতস্তু তেভ্যো ভয়োৎপাদনেন বংশীবাদনস্থানাৎ দূরে সুগুপ্তস্থানে নেতুং তথোক্তমিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্ ন চাত্র স্বস্ববন্ধুজনা-গমনমাশঙ্ক্যং, যতঃ মাতর ইত্যাদি। এবার্থে হি-শব্দঃ; গহনবনেঽস্মিন্নন্ধা ইবাপশ্যন্ত এ বিচিন্বন্তি, অতো বহুমার্গণেনাপি ন দ্রক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ; অতশ্চ বন্ধুভ্যো ভয়ং মা কুরুত ইতি॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রতি বৎসল হওয়া উচিৎ। তাঁহাদের প্রতি স্নেহবশতঃ বিনিবৃত্ত হও'—এই অভিপ্রায়। অথবা এই শ্লোক দুইটীর এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। (গোপীগণ যদি বলেন) 'হে সুব্রত! তোমার পার্শ্বে অবস্থিতা হইয়া আমরা কাহাকেও ভয় করি না'—এইরূপ আশঙ্কায় ভগবান চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া অভিনয় সহকারে বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার পার্শ্বে স্ত্রীলোকের থাকা উচিত হইবে না। বাল্যকাল হইতে আমি ব্রহ্মচারী, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার করিয়াছি। হায়! কি আশ্চর্য্য!! বালিকা বা বৃদ্ধাগণের সহবাসে কখনও দোষ না হইতে পারে; কিন্তু তোমরা সবেমাত্র নব-যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ'—ইহা বলিতে-ছেন—হে সুমধ্যমাগণ! তোমরা পরমা সুন্দরী যুবতী, তোমাদের সহবাসে অবশ্য দোষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি বল, 'মহাকপটনিপুণ! তোমার মনে হয় না কি? এই ব্রজে আমাদের সহিত তোমার সঙ্গ বহুবারই ত' হইয়াছে? তবে আবার এরূপ ছলনা করিতেছ কেন? তাহাতে বলিলেন—'ইহ' ইত্যাদি। 'এই নির্জ্জন বনে এবং প্রদোষ সময়ে (এই কথা বলিয়া মুখভঙ্গীবিশেষ দ্বারা দোষবিশেষ সূচনা করত বলিতেছেন—ইদানী এরূপস্থানে ঈদৃশ সময়ে) তোমাদের সঙ্গ দ্বারা নিশ্চয়ই আমার দুষ্কৃতিই হইবে, এইজন্য তোমরা ব্রজেই ফিরিয়া যাও'। যদি বল, 'হে সুপ্রতিষ্ঠ! কেহই জানিতে পারিবে না, অতএব দুষ্কৃতির ভয় করিও না'। তাহাতেই বলিতেছেন—'মাতরঃ' ইত্যাদি। 'মাতা, পিতা, পতি প্রভৃতি তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই অন্বেষণ করিতেছেন, এখানে আসিলেই এই ঘটনা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

২০। নন্থ, রাত্রাবপি বনেঽপি যুবতীনামপি সঙ্ঘশোগমনে দোষো ন জনৈরুদ্‌ঘুষ্যতে। সত্যং, তদপি বন্ধবো ভবতীরনিষ্টাশঙ্কয়া সাম্প্রতমবশ্যমন্বিষ্যন্ত্যতস্তান্ মা ব্যাকুলয়তেত্যাহ.—মাতর ইতি। বো যূয়ান্ বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে অত্র পুত্রাঃ বিভ্রমাস্যা এব নান্বেষণ-চতুরাঃ "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়" ইতি "ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ" ইতি পূর্ব্বাপরোক্তেস্তদপি ভগবতা স্বস্মিংস্তত্তদ্বিশেষ জ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ, অতো বন্ধূনাং সাধ্বসং যূয়দর্শনোত্থং ভয়ং মাকৃঢ্বং নোৎপাদয়ত। পক্ষেঽপশ্যন্তো বিচিন্বন্ত্যেব নত্বতিদূরে নিবিড়ে বনেঽস্মিন্ বো ন দ্রক্ষ্যন্তো বন্ধুভ্যঃ সকাশাদ্ভয়ং মাকৃঢ্বং স্বচ্ছন্দেন ময়া সহ রাত্রাবত্র বিলসতেতি ভাবঃ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দেখিতে পাইবেন; অতএব এই দুষ্কৃতির জন্য বন্ধুগণের নিকট আমার ভয়োৎপাদন করিও না'। অন্য অর্থ সমান। বাস্তবার্থ এই—গোপীগণের ভয়োৎপাদন করিয়া যেখানে বংশীবাদন হইতেছিল, সেস্থান হইতে দূরে সুগুপ্ত স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য সেই প্রকার বলিলেন। শ্লেষার্থ—তোমরা যদি গহন বনে প্রবেশ কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমাদের অনুসন্ধান পাইবে না এবং তোমাদের নিজ নিজ বন্ধুজনের আগমনের আশঙ্কাও থাকিবে না। যেহেতু. মাতা ইত্যাদি। 'হি' শব্দ 'এব' অর্থে। এই গহন বনে তাঁহারা অন্ধের মত ভ্রমণ করিলেও তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না; সুতরাং গহন বনে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্ক-চিত্তে স্বচ্ছন্দে বিহার কর—এই অর্থ। অতএব বন্ধুগণের ভয় করিও না ॥২০॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২০। যদি বল, রাত্রিকাল, বনপ্রদেশ ও যুবতী, ইহাতে যদি দোষের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আমরা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাহা দূষনীয় হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তথাপি তোমাদের বান্ধবগণ তোমাদিগকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া অনিষ্ট আশঙ্কায় চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতেছেন, সুতরাং তাহাদের মনে ভয়োৎপাদন করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতেই বলিতেছেন—'মাতরঃ' ইত্যাদি। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ ইত্যাদি। প্রথমে স্নেহপ্রবণতায় মাতা বলিয়া পিতা বলিলেন। যেহেতু স্ত্রীলোকের পক্ষে রাত্রিতে বনে বনে অন্বেষণ অসাধ্য। অতএব অন্বেষণপর মাতা প্রভৃতির মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলিয়া পতিগণের আগমন অবশ্যম্ভাবী—এই অভিপ্রায়। পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ' এবং 'ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ' ইত্যাদি স্থলেও সেইরূপ পরিহাসোক্তি বুঝিতে হইবে। শ্লেষার্থে ইহাও বলিলেন—তোমরা বন্ধুগণ হইতে ভয় করিও না। যেহেতু বন্ধুবর্গ তোমাদিগকে এই নিবিড়বনে অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাইবে না; সুতরাং স্বচ্ছন্দে আমার সহিত রাত্রিতে বিলাস কর, এই অভিপ্রায় ॥২০॥

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্॥ ২১

শ্রীল শ্রীধরস্বামী-কৃতা ভাবার্থ দীপিকা

২১। ঈষৎ প্রণয়কোপেনান্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ দৃষ্টমিতি। রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈ রঞ্জিতম। যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাস্তৈঃ শোভিতম॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

২১। ততস্তাসাং প্রণয়কোপেন যদন্যতো দর্শনং, তদন্যথোৎপ্রেক্ষ্যতে—দৃষ্টমিতি। তদ্ যাতেতি পরেণান্বয়ঃ। কুসুমিতমিত্যাদি-বিশেষণৈর্দৃশ্যতোক্তা, তত্র চ ঈষৎপ্রণয়কোপতো বনাবলোকনে দৃষ্টং বনমিত্যুক্তম্। তত ঊর্দ্ধালোকনে চ রাকেশকর-রঞ্জিতমিতি ততঃ কালিন্দীতীরাবলোকনে তু যমুনেতি বিবেচনীয়ম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নন্থ মহামোহনবাক্যাত্যতিক্রমেণ তেঽস্মাভিরুপেক্ষিতা এবেতি কুতো ভয়মিতি চেৎ, তর্হি তাদৃশ-প্রযত্নেন রাত্রাবত্রাগমনস্য কিং নাম প্রয়োজনমিতি সকৈতবং ক্ষণং ধ্যাত্বা, আং জ্ঞাতং, দিষ্ট্যা পূর্ণচন্দ্রায়াং রাত্রৌ

মূলানুবাদ

২১। কুসুমিত কানন পূর্ণচন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত এবং যমুনার সলিলস্পর্শী পবনের মৃদুগতিতে আন্দোলিত বৃক্ষপল্লবশোভিত এই বন দেখা হইল ত'?

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

২১। ব্রজগোপীগণ ঈষৎ প্রণয়কোপবশতঃ অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—এই বন তোমরা দর্শন করিলে ত'? এই বন বিবিধ কুসুমে এবং পূর্ণচন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত, যমুনা-সংস্পর্শী অনিলের মৃদু সঞ্চারণে কম্পমান তরুপল্লবে সুশোভিত ॥২১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২১। অনন্তর ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ বনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই দৃষ্টিপাতকে অন্যপ্রকার সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন, 'দৃষ্টম্' ইত্যাদি। তোমরা কি বিবিধ কুসুম-পরিশোভিত বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে আসিয়াছ?' এস্থলে 'তদ্‌যাতমাচিরং ঘোষং' এই পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় করিলে অর্থ হইবে—'তোমরা বন দেখিলে, এখন শীঘ্র ব্রজে ফিরিয়া যাও।' এস্থলে 'কুসুমিতং' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বৃন্দাবনের দর্শনই উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আবার ঈষৎ প্রণয়কোপ-হেতু বনশোভা দর্শন অর্থাৎ ভগবানের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বনের দিকে দৃষ্টি করিলে 'দৃষ্টং বনম্ বন দৃষ্ট হইয়াছে' এই কথা বলিলেন। তাহার পর তাঁহারা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করায় ভগবান বলিলেন—'রাকেশকররঞ্জিতং' 'পূর্ণচন্দ্রের কিরণে বনভূমি রঞ্জিত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মদীয়-শ্রীবৃন্দাবনশোভানিরীক্ষণার্থমাগতমিতি, ভবত্, তচ্চ সম্পন্নমেবেত্যঙ্গুল্যাদিনা দর্শয়ন্ সলীলমাহ - দৃষ্টমিতি। অর্থঃ স এব। বস্তুতস্তু সাক্ষাত্তথা তাদৃশবনাদি-প্রদর্শনেন ভাবমেব বিবর্দ্ধয়তি. ইতি শ্লেষার্থশ্চায়ং ন কেবলং তত্রত্যাভাব এবাত্রাপি তু পরমসুখনিধানত্বমপীতি ভাবোদ্দীপনায় স্বয়ং দর্শয়তি—দৃষ্টমিতীদৃশং সর্ব্বগুণযুক্তং বনং দৃষ্টমেব তত্তন্মাদ্ঘোষং মা যাতেত্যন্বয় ইতি॥ ২১

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

২১। ততশ্চ তা লজ্জয়া পরিতো বিলোকয়ন্তীরাহ,—দৃষ্টমিতি। আং জ্ঞাতং বনদর্শনার্থমাগতা ইতি ততশ্চ তাসামূর্দ্ধাবলোকনে সত্যাহ,—রাকেশেতি। যমুনাদিগবলোকনে সত্যাহ যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাঃ পুষ্পিতাস্তৈঃ শোভিতমিত্যভীপ্সিতং বনাদিদর্শনমপি নির্ব্যূঢ়মতো মা বিলম্বধ্বমিতি ভাবঃ। পক্ষে বৃন্দাবনমিদং সর্ব্বোৎকৃষ্টং তত্রাপি পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তত্রাপি চতুর্দ্দিক্ষু যমুনা।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে। সেই শোভা দেখিবার জন্যই কি এইখানে আসিয়াছ?' অনন্তর তাঁহারা যমুনাতীর অবলোকন করিলে ভগবান বলিলেন, 'যমুনানিল' ইত্যাদি। ও! বুঝিয়াছি, তোমরা যমুনার সলিলস্পর্শী অনিলের মৃদু সঞ্চালনে নৃত্যশীল তরু-পল্লবের শোভা দর্শনে আসিয়াছ। ইহা বিচার করিতে হইবে। অন্য ব্যাখ্যা শ্রীস্বামীপাদ করিয়াছেন। অথবা যদি বল, 'হে মহামোহন! আমরা মাতা পিতা প্রভৃতির ব্যাক্যাদির অতিক্রম দ্বারা তাঁহাদিগকে উপেক্ষাই করিয়াছি। অতএব কাহার নিকটে ভয়?' 'ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে তাদৃশ প্রযত্ন সহকারে এখানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ ক্ষণকাল কপটতার সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্থাৎ ধ্যানের অভিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, 'হাঁ' বুঝিয়াছি, এই পূর্ণিমা রজনীতে আমার শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সন্দর্শনের নিমিত্ত তোমরা আসিয়াছ। আচ্ছা, তাহা ত' সম্পন্নই হইয়াছে' —ইহা অঙ্গুলি প্রভৃতি দেখাইয়া লীলাসহকারে বলিতেছেন—'দৃষ্টম্' ইত্যাদি। অর্থ তাহাই।

বাস্তবার্থ এই—বস্তুতঃ সাক্ষাৎভাবে উক্তপ্রকারে তাদৃশ বনশোভাদি প্রদর্শনের দ্বারা নিজ বিষয়ে ভাবেরই পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। তোমরা এখানে থাকিলে কেবল যে বন্ধুগণের নিকট হইতে ভয়ের অভাব, তাহা নহে, পরন্তু এখানে পরম সুখসাধন সামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহা ভাবের উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত স্বয়ংই বনশোভা দেখাইতেছেন 'দৃষ্টম্' ইত্যাদিতে। এতাদৃশ সর্ব্বগুণযুক্ত বনশোভা ত' দেখিলে? (পরবর্ত্তী শ্লোকে 'তদ্‌যাতমাচিরং ঘোষম্' প্রথম পদের সহিত অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে) অতএব ব্রজে যাইও না—এই অন্বয় ॥২১॥

তদ্‌যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥ ২২

ভাবার্থদীপিকা

২২। সতীঃ হে সত্যঃ ॥

সারার্থদর্শিনী

তত্রাপি শৈত্য-মান্দ্য-সৌগন্ধবন্তোঽনিলা ইত্যুদ্দীপনবিভবা এতে আলম্বনবিভাবশ্চাহং বর্ত্তে এবেত্যস্ত যুষ্মাকং রসিকতা পরীক্ষিতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২১

মূলানুবাদ

২২। এখন আর বিলম্ব করিও না, ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমরা সতী, গৃহে গিয়া নিজ নিজ পতির সেবা কর। তোমাদের গৃহে বৎস ও বালকসকল রোদন করিতেছে, গাভী-সকলকে দোহন করাও এবং বালকগণকে দুগ্ধ পান করাও ॥২২॥

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

২২। হে সতীগণ!

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২১। অতঃপর ঐ সকল কথা শুনিয়া ব্রজদেবীগণ লজ্জায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া শ্রীভগবান বলিলেন—'দৃষ্টম্' ইত্যাদি। এখন বুঝিয়াছি, তোমরা বনশোভা দেখিতে আসিয়াছ। ভাল, বিবিধ কুসুমশোভিত এই বন দেখা হইল ত'? এই কথা শুনিয়া ব্রজদেবীগণ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীভগবান বলিলেন—'রাকেশ' ইত্যাদি। ঐ দেখ, এই বৃন্দাবন পূর্ণচন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা যমুনার দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে শ্রীভগবান বলিলেন—যমুনাজল-স্পর্শী সুশীতল সমীরণের মন্দগতিতে বিকম্পিত বৃক্ষের পুষ্পিত শাখা-পল্লবসকল শোভা পাইতেছে। অতএব তোমাদের অভিলষিত বনাদি দর্শন হইল, এখন তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও, এখানে বিলম্ব করিও না। প্রার্থনা-পক্ষে—এই বৃন্দাবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে আবার পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তাহাতেও আবার চতুর্দ্দিকে যমুনার জলস্পর্শী সুশীতল পবনের মন্দগতিতে কুসুমের সুগন্ধ ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্দীপন-বিভাব এবং আলম্বন-বিভাবস্বরূপ আমিও সাক্ষাৎ বিদ্যমান; সুতরাং আজ তোমাদের রসিকতার পরীক্ষা হইবে, ইহাই ভাবার্থ ॥২১॥

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ-কৃতা শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী

২২। তত্তস্মাদ্বনশোভাদর্শনেন নিজমনোরথপূরণাৎ, সদোচ্চৈর্গীত-দধিমন্থন-গবাদিশব্দৈর্ঘোষয়তি শব্দায়ত ইতি ঘোষঃ। শ্লেষেণ তু—সর্ব্বেষাং সর্ব্ববৃত্তং ঘোষয়তীতি তং গোপাবাসং যাত। গোষ্ঠমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্রৈব ভবতীনাং সর্ব্বা সামগ্রীতি, তদেব গন্তুং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। মাচিরমচিরাদেবেত্যর্থঃ; যদ্বা, তত্র বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। কিমর্থম্? পতিং শুশ্রূষধ্বং সেবধ্বম্। কুতঃ? সতীঃ হে সত্যঃ, অন্যথা সাধ্বীত্বভঙ্গং স্যাৎ; অতঃ পরপুরুষস্য মম পার্শ্বে যুষ্মাকমবস্থানমযুক্তমিতি ভাবঃ। নন্থ পরমসেব্য-তৎসেবা-মসহমানাঃ সদাসূয়াবন্তো দুষ্টতরাস্তেঽস্মাভিঃ পরিত্যক্তা এব, পতিব্রতাত্বমপি ত্বৎপাদাব্জং নির্ম্মঞ্জনীকৃত্য দূরতঃ ক্ষিপ্তমিত্যাশঙ্ক্য সকরুণমিব পক্ষান্তরমাশ্রয়ন্ বৎসাদিষু স্নেহং জনয়তি—ক্রন্দন্তীতি। অতস্তান্ বৎসান্ পায়য়ত, বালার্থঞ্চ দুহত দুগ্ধং দোহয়তেত্যর্থঃ। এতচ্চ তত্তৎসন্নিধানমাত্রবিস্রম্ভি-তত্তৎপ্রিয়গবাদ্যপেক্ষয়া। অত্রেদং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২২। 'অতএব বনশোভা দর্শনে নিজ নিজ মনোরথ পূরণ হইল, সুতরাং এখন আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র ঘোষপল্লীতে ফিরিয়া যাও।' 'ঘোষ' অর্থাৎ সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে গীত, দধিমন্থন ও গবাদির হাম্বারব দ্বারা ঘোষণা করিতেছে— অর্থে 'ঘোষ' বলা হইয়াছে। শ্লেষে জানাইলেন যে, সকলের সকল ঘটনা ঘোষণা করিতেছে যে, সে ঘোষ; তোমরা সেই গোপগণের আবাসে ফিরিয়া যাও। কোন কোন গ্রন্থে 'গোষ্ঠং' পাঠ দেখা যায়। তাহা হইলে অর্থ হইবে—গোপগণের আবাস। সুতরাং সেই গোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া বন ভ্রমণ কর্ত্তব্য নহে। সেখানে তোমাদের সকল সামগ্রী রহিয়াছে। এইজন্য সেখানেই যাওয়া যুক্তিসঙ্গত—ইহাই অভিপ্রায়। অবিলম্বে গোষ্ঠে গমন কর, এখানে বিলম্ব করিও না—ইহাই 'মাচিরং' শব্দের তাৎপর্য্য। অথবা যাওয়ার বিলম্ব করিও না—এই অর্থ। কি জন্য?—পতিগণের সেবার জন্য। কেন?—'তোমরা সতী বলিয়া বিখ্যাত, অন্যথা সাধ্বীত্ব ভঙ্গ হইবে। অতএব পরপুরুষ আমার পার্শ্বে তোমাদের অবস্থান করা যুক্তিসঙ্গত নহে'—এই অভিপ্রায়। 'আমরা সেই পতিগণকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহারা দুষ্টতর। পরম সেব্য তোমার সেবা তাহারা সহিতে না পারিয়া সর্ব্বদা তোমার অসূয়া করিয়া থাকে; আর পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও আমরা তোমার পাদপদ্মে নীরাজন বশতঃ দূরে ক্ষেপণ করিয়াছি।' ইহাই আশঙ্কা করিয়া যেন করুণাসহকারে অন্য মত অবলম্বন পূর্ব্বক বৎসাদির প্রতি স্নেহ উৎপাদন করত তাঁহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—'ক্রন্দন্তি' ইত্যাদি। 'তোমাদের পালনীয় গোবৎসগুলি ও বালকগণ রোদন করিতেছে; সুতরাং বৎসগুলিকে দুগ্ধপান করাও এবং শিশুগণের জন্য গোদোহন কর।' বাস্তবিক গোপীগণ যে সমস্ত শিশুকে ও গোবৎসগণকে পালন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তত্ত্বম্—তাঃ খলূদ্দিশ্য 'স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি গোপালতাপন্যাম্, 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৬৭) দশাক্ষরাদিমন্ত্রাশ্চ তথা শ্রুত্যাগমাদৌ; 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি চাত্রৈব। তদেবং শ্রীকৃষ্ণৈককান্তানাং পরমলক্ষ্মীণাং তাসামন্যত্র বিবাহো ন সম্ভবতি, তৎপ্রতীতিশ্চ তাসামুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।১) ইত্যাদৌ তদর্থং নির্দ্দিষ্টয়া যোগমায়য়ৈবেতি গম্যতে। যৈব খলু তৎপ্রতিরূপকল্পনয়া তৎপতিম্মন্যাংস্তান্ বঞ্চয়তি, বক্ষ্যতে হি 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৭) ইত্যাদি। ততস্তৈঃ সহাঙ্গসঙ্গাভাবেনাজাতাপত্যা এব কেবলং স্নেহবিশেষেণ ভ্রাতৃপ্রভৃতিপুত্রান্ যান্ পালয়ন্তি ত এব পুত্রা ইত্যুচ্যতে, তেষামপি লোকে পুত্রতয়া ব্যবহারাদ্বিশেষতস্তথা পাল্যমানত্বাৎ। শ্রীবলদেব সাম্বাবপ্যুদ্দিশ্য 'সম্মুতঃ সম্মুষঃ প্রাযাৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ' (শ্রীভা ১০।৬৮।৫২) ইতি শ্রীশুকবাক্যেঽপি প্রযুক্তত্বাৎ। অতঃ স্তন্যাভাবেন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিয়া থাকেন, সেইগুলি তাঁহাদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তাহাতেই গবাদির উল্লেখ করিলেন। ইহা কেবল গোপীগণের নিকটে অবস্থানমাত্র বিশ্বস্ত সেই সেই গবাদিকে অপেক্ষা করিয়া—এই ভঙ্গী।

এইস্থানে এই তত্ত্ব নিহিত—ব্রজগোপীগণকে উদ্দেশ করিয়া গোপালতাপনীতে উক্ত হইয়াছে, 'স বো হি স্বামী ভবতি' ইত্যাদি। 'সেই কৃষ্ণ তোমাদের স্বামী হইবে'। ব্রহ্মসংহিতায় 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' ইত্যাদি। 'লক্ষ্মীগণই কান্তা, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত। শ্রুতি এবং আগম প্রভৃতিতে দশাক্ষরাদি মন্ত্রসকল এবং এই ভাগবতে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইত্যাদিতে কৃষ্ণবধূগণ উক্ত হইয়াছে। অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণৈককান্তা পরমলক্ষ্মী সেই গোপীগণের অন্যত্র বিবাহ সম্ভব নহে। তাঁহাদের ঐরূপ অন্যত্র বিবাহ-প্রতীতি কেবল তাঁহাদের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টা যোগমায়ার দ্বারা সম্পাদিত—ইহা 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেই যোগমায়া গোপীগণের প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পতি-অভিমানী গোপগণকে বঞ্চনা করিতেছেন। এই ভাগবতের 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—পতি-অভিমানী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই। অতএব সেই পতিম্মন্য গোপগণের সহিত গোপীগণের অঙ্গসঙ্গ হয় নাই, সুতরাং তাঁহাদের অপত্যও জন্মায় নাই। কেবল স্নেহবিশেষে ভ্রাতুষ্পুত্রাদিকে পালন করিতেন। তাহারাই এখানে 'পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। লোকসমাজেও ভ্রাতুষ্পুত্রাদির প্রতি পুত্ররূপে ব্যবহার দেখা যায়, পুত্রের মতই পালন করিয়া থাকে। শ্রীবলদেবও সাম্বকে উদ্দেশ করিয়া 'সম্মুতঃ 'সম্মুষঃ প্রাযাৎ সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গোদুগ্ধমেব তান্ পায়য়ন্তীতি তান্ পায়য়ত দুহত ইত্যুচ্যতে। অতএব মুনিনাপ্যুক্তম্ 'পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৬) ইত্যত্র শিশূনিত্যেব, পয় ইত্যেব চ, ন তু সুতান্ স্তনমিতি। যদি চ তাসামুদরজা এব তে স্যুস্তদা রাসনৃত্যনায়িকানামাদিরসনায়িকানাঞ্চ তাসাং বৈরূপ্যেণ তস্য রাসনৃত্যস্য রসস্য চ বৈরূপ্যং স্যাৎ। 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যে কেষাঞ্চিদ্রাত্রাবপি বনেঽপি মাত্রাদিবিচেতৃত্বেন কাসাঞ্চিদর্দ্ধ-জরতীত্বমপ্যায়াতি, তত্র পুনরতীব তৎ স্যাৎ, তত্তু শ্রীবৈশম্পায়নস্যাসম্মতম্। 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ' ইত্যনেন, তথা তদিদং তাসামালম্বনরূপাণামুদ্দীপনসৌষ্ঠবমপি বর্ণয়তা শ্রীমন্ মুনীন্দ্রেণ ন মতম্। 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ' ইত্যাদাবুদ্দীপনসৌষ্ঠবেনালম্বনরূপাণাং তাসাং সৌষ্ঠবমনুস্মৃত্য রন্তুং মনশ্চক্র ইতি চ গমিতম্। বক্ষ্যতে চ তাসাং সৌষ্ঠবং শ্রীভগবন্তমপেক্ষ্যাপ্রৌঢ়ত্বঞ্চ। 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা' (শ্রীভা ১০।৩৩।৬) ইত্যনেন 'ব্যরোচতৈনাঞ্চ ইবোড়ুভির্বৃতঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৪৩) ইত্যনেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অর্থাৎ বলদেব সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত প্রস্থান করিলেন। এইরূপ শ্রীশুকবাক্যেও উক্ত হইয়াছে। অতএব স্তন্যদুগ্ধের অভাবে গোদুগ্ধই তাহাদিগকে পান করাইতেন। এজন্য 'পান করাও' 'দোহন করাও' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—'পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ'। অর্থাৎ শিশুগণকে দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে। এখানে 'শিশু' ও 'পয়' উক্ত হইয়াছে। 'সুত' ও স্তন' শব্দ উক্ত হয় নাই। যদি শিশুগুলি তাঁহাদের গর্ভজাত হইত, তাহা হইলে রাসনৃত্যের নায়িকা (আদিরসের নায়িকা) সেই গোপীগণের রূপবিকৃতিহেতু অর্থাৎ বৈরূপ্যবশতঃ রাসনৃত্যও বিকৃত হইত। মূলশ্লোকে 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে কেহ কেহ রাত্রিতেও বনে মাতৃ প্রভৃতির অন্বেষণ করায় কোন কোন গোপীর অর্দ্ধ জরতী (অর্দ্ধবার্দ্ধক্য) ঘটিয়াছিল, এরূপ অর্থ আসে। তাহাতে রাসের ও রসের অতিশয় বিকৃতি ঘটে। এজন্য তাহা শ্রীবৈশম্পায়ণের অসম্মত। তিনি বলিয়াছেন, কালজ্ঞ কৃষ্ণ যুবতী গোপকন্যাগণকে রাত্রিতে একত্রিত করিয়া, (যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ'—হরিবংশ) এই উক্তি শৃঙ্গাররসের আলম্বন-রূপা গোপীগণের উদ্দীপন-সৌষ্ঠব বর্ণনকারী মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেবেরও সম্মত নয়; অর্থাৎ কোন কোন গোপীর পুত্র ছিল, ইহা স্বীকার করেন না। 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ' ইত্যাদি শ্লোকে শারদরাত্রিরূপ উদ্দীপনের সৌন্দর্য্য দ্বারা আলম্বনরূপা গোপীগণের সৌন্দর্য্য স্মরণ করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, 'রন্তুং মনশ্চক্রে' এই কথা সংগমিত করিয়াছেন। 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা'—এই বাক্যে স্বর্ণময় মণিসমূহের মধ্যে মহামরকত মণির মত শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইয়াছিলেন এবং 'ব্যরোচিতৈনাঞ্চ ইবোড়ুভির্বৃতঃ'—অর্থাৎ তারাগণে পরিবৃত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

'তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৭) ইত্যনেন চ। তস্মাৎ শ্রীভগবতা তাসাং সপুত্রতয়া নির্দ্দেশস্তু পরিহাসপর এব ন তু দোষোদ্গারপরঃ। 'বাচঃপেশৈর্বিমোহয়ন্' ইত্যত্র, 'প্রহস্য সদয়ং গোপীঃ' ইত্যত্র পরিহাসস্য স্ফুটতরত্বং দৃশ্যতে, অতএব 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদিকঞ্চ কল্পনাময়মেব জল্পিতং পরিহাসং বিনা তু দোষোদ্গারে 'নিন্দামি চ পিবামি চ' ইতি ন্যায়েন তাসাং স্বীকারে পরমবৈরস্যমেব চ স্যাৎ। আস্তাং তাবত্তাসাং স্বয়ং দোষোদ্গারঃ, তাদৃশস্যালম্বনদোষস্যাস্তিত্বমাত্রেঽপি পরমরসব্যাঘাতঃ স্যাৎ। তচ্চান্যত্রাপি সন্নায়কে কবিভির্বর্ণনীয়ত্বেন স্বীকৃতেন সম্ভবতি, কিমুত পরমপুরুষোত্তমে মহাকবিবর্গবর্ণনীয়ে লীলারসবিশেষবর্ষণার্থমবতীর্ণে তস্মিন্। বক্ষ্যতে চ—'ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ইতি (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৬), 'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ, সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।২৫) ইতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

চন্দ্রের মত দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং 'তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ' অর্থাৎ মেঘসমূহ মধ্যে বিদ্যুতের মত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ সমূহ মধ্যে গোপীগণ বিশেষভাবে দীপ্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। ইত্যাদি বাক্যসমূহের দ্বারা গোপীগণের সৌন্দর্য্য এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহাদের অল্প বয়স কথিত হইবে। অতএব শ্রীভগবান পরিহাস অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে পুত্রবতীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দোষ উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে নহে। 'বাচঃপেশৈর্বিমোহয়ন্' অর্থাৎ বচনবিলাসে বিমোহিত করিয়া এবং 'প্রহস্য সদয়ং গোপীঃ' অর্থাৎ সদয়ভাবে প্রকৃষ্ট হাসিয়া'—এই সকল শ্লোকে পরিহাস স্ফুটতর দেখা যায়। অতএব 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদি বাক্যও কল্পনাময়ই। পরিহাস বিনা দোষোদ্গার হইলে 'নিন্দামি চ পিবামি চ' অর্থাৎ নিন্দা করিতেছি এবং পান করিতেছি—এই ন্যায়ানুসারে গোপীগণকে স্বীকার করিলে পরম বৈরস্যই হয়। স্বয়ং তাঁহাদের দোষ উদ্গারের কথা থাকুক, তাদৃশ (পুত্রবতীত্বরূপ) আলম্বন দোষের অস্তিত্ব মাত্রেই পরম রসব্যাঘাত হয়। আর কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণনীয়রূপে স্বীকৃত অন্য উৎকৃষ্ট নায়কেও নায়িকার দোষ খ্যাপন সম্ভব নহে। মহাকবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণনীয় লীলারস বিশেষ বর্ষণ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে যে ইহা অসম্ভব, এ বিষয়ে অধিক কি বলিবার থাকিতে পারে? এই রাসলীলার উপসংহারে বলিবেন—'ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' অর্থাৎ ভগবান তাদৃশী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া লোকে ভগবদ্‌ভজনপরায়ণ হইবে এবং 'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথারসাশ্রয়াঃ' অর্থাৎ 'শ্রীভগবান গোপীগণের সুরত সম্বন্ধীয় হাব-ভাবাদি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া শরৎকালে প্রসিদ্ধ যে কাব্যকথারস, তাহার আশ্রয়-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

চ। তস্মাৎ পতয়োঽপ্যাসাং মায়ামাত্রপ্রতীতাঃ পুত্রাশ্চ গৌণার্থা ইতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—তত্তস্মাদ্ বন্ধুভ্যঃ সাধ্বসাভাবাদুপবনশোভারতিসামগ্রীসদ্ভাবাচ্চ। অচিরং শীঘ্রং মা যাত, যদি যাস্যথ, তদা বিলম্বেন রাত্র্যন্ত এব যাস্যথেত্যর্থঃ। চকারান্মা শব্দস্যাগ্রেঽপি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ। পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং, সতীশ্চ সাধ্বীর্মা শুশ্রূষধ্বং, ন সেবধ্বং, তৎপদবীমপি ন যাতেত্যর্থঃ। স্বাতন্ত্র্যাদি-সুখভঙ্গাদিতি নর্ম্মৈব। বৎসা বালাশ্চ মা ক্রন্দন্তি, তস্মাত্তান্ মা পায়য়ত, মা দুহত, ইতি চ স্বাতন্ত্র্যং সূচিতমিতি। ২২

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ-কৃতা সারার্থদর্শিনী

২২। তত্তস্মান্মা চিরং যাত অপি তু শীঘ্রমেব যাতেত্যর্থঃ। সতীঃ পতিব্রতা অপি শুশ্রূষধ্বং তদ্ধর্ম্মগ্রহণার্থং তা অপি ভজনীয়া এবেতি ভাবঃ। ইতি পরোঢ়া উক্তা কুমারীঃ প্রাহ—বৎসা গবাং ক্রন্দন্তি, তান্ দুহত দোহয়ত। মুনিচরীঃ প্রাহ বালাঃ ক্রন্দন্তি তান্ পায়য়ত। পক্ষে তত্তস্মাচ্চিরং সমস্তামপি রাত্রিং ব্যাপ্য মা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

রূপা সেই সকল নিশা উপভোগ করিলেন।' অতএব এই গোপীগণের পতিসকল মায়ামাত্র প্রতীত এবং পুত্রসকলও গৌণার্থ অর্থাৎ বাস্তবিক নহে।

শ্লেষার্থ—অতএব বন্ধুবৃন্দ হইতে ভয় নাই। উপবন শোভারূপ রতিসামগ্রীও বিদ্যমান। সুতরাং শীঘ্র ব্রজে যাইও না; যদি যাও, তবে বিলম্বে যাইও—রাত্রির শেষে যাইও। 'চ' কারের প্রয়োগ-হেতু 'মা' শব্দ অগ্রেও সর্ব্বত্র সম্বন্ধ জানিতে হইবে। অর্থাৎ মূলে 'মা'চিরং পদে 'মা' শব্দের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ আছে বলিয়া 'পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বম্, সতীশ্চ সাধ্বীর্মা শুশ্রূষধ্বং, ন সেবধ্বং, তৎপদবীমপি ন যাত' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'পতিগণের সেবা করিও না, পতিব্রতাগণেরও সেবা করিওনা,তাহাদের পথে গমন করিও না'—ইহাতে তোমাদের স্বচ্ছন্দতা ও স্বাতন্ত্র্যজনিত সুখ ভাঙ্গিয়া যাইবে'—ইহা পরিহাসমাত্র। অর্থাৎ এই সকল নিষেধবাক্যে স্বাতন্ত্র্য সূচনা করিলেন, কিন্তু ইহা নর্ম্মমাত্র।—এখানেও স্বাতন্ত্র্য সূচনা করিলেন। অতএব বৎস ও বালকগণ ক্রন্দন করিবে না, তাহাদের দুগ্ধপান করাইও না, বালকদের জন্য দুগ্ধ দোহন করিও না—ইত্যাদি বাক্যে স্বাতন্ত্র্য সূচনা করিলেন ॥২২॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২২। অতএব তোমরা এখন শীঘ্র নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাও। হে সতীগণ! তথায় গমন করিয়া নিজ নিজ পতির শুশ্রূষা কর। অর্থাৎ পতিব্রতাগণের পতিসেবারূপ ধর্ম্ম গ্রহণ নিমিত্ত তাহাদের ভজনা কর।—ইহা বিবাহিতা গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। পরে কুমারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তোমাদের পালিত গাভীর বৎসগুলি ক্ষুধিত

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥ ২৩

ভাবার্থদীপিকা

২৩। সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীঃ প্রত্যাহ অথবেতি। যন্ত্রিতাশয়া বশীকৃতচিত্তাঃ উপপন্নং যুক্তম্। প্রীয়ন্তে প্রীতা ভবন্তি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৩। অথ সংরম্ভক্ষুভিতদৃষ্টীস্তা নিবর্ত্তয়িতুমিব জন্তুমাত্র-সাধারণতা-নির্দ্দেশেনাতিক্ষোভয়ন্নাহ—অথবেতি। পক্ষান্তরমিদম্—দৃষ্টং বনমিত্যাদি। নিরসনাপেক্ষয়া ময়ি যোঽভিস্নেহঃ প্রীতিসামান্যাতিশয়ঃ তস্মাদিতি রত্যাখ্যঃ পুংস্ত্রীভাববিশেষো ন গৃহীতঃ, বিশেষণাভাবাৎ। অতএব মহৌদাস্যমাহ—হি যতঃ সর্ব্বেঽপি

সারার্থদর্শিনী

যাত ময়া সহ রমধ্বমিতি ভাবঃ। পতীন্ সাধ্বীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং, বিধাত্রা দত্তস্যৈতাদৃশসৌন্দর্য্যস্য যৌবনস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রাপণানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। এবং মা দোহয়ত মা পায়য়ত মদনুরাগিণীনাং ভবতীনাং কিং তৈরিতি ভাবঃ॥ ২২

মূলানুবাদ

২৩। অথবা আমার প্রতি স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই যদি এখানে আসিয়া থাক, তাহাতেও দোষ নাই। কেননা সকল প্রাণীই আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

২৩। সংরম্ভবশতঃ ক্ষুভিতদৃষ্টি সেই গোপীদিগকে যেন প্রতিনিবৃত্তা করিবার জন্যই বলিলেন—'অথবা' ইত্যাদি। যন্ত্রিতাশয়া—বশীকৃতচিত্তা হইয়া আগমন করিয়া থাকিলে, সেই আগমন উপযুক্তই হইয়াছে। কেননা প্রাণীমাত্রই আমাকে প্রীতি করিয়া প্রীত হইয়া থাকে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে, গাভী সকলকে দোহন করাও। মুনিচরী গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমাদের বালকগুলি ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করাও। প্রার্থনাপক্ষে—অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া আমার সহিত বিহার কর। পতি ও সাধ্বীগণের পদবীর শুশ্রূষা করিও না। বিধাতা-প্রদত্ত এতাদৃশ সৌন্দর্য্য ও যৌবনের মাধুর্য্য ব্যর্থ করিও না। গাভী সকলকে দোহন করাইও না। শিশুগুলিকে দুগ্ধ পান করাইও না। মদনুরাগিনী তোমাদের তাহাতে কি হইবে? ॥২২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রাণিনো ময়ি প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি। মদভিস্নেহাদিতি, সাক্ষাদুক্ত্যা তমপি শিথিলয়তি। অতএব গৌরবেণ ভবত্য ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, অহো বত পরিত্যক্তা এব তে সর্ব্বে, তৎ কিং পুনস্তন্নামগ্রহণেনেত্যাশঙ্ক্য সশ্লাঘং পক্ষান্তরমাহ—অথবেত্যর্থস্তথৈব বস্তুতস্ত্বেবমৌদাসীন্যং চাতুর্য্যভঙ্গ্যাভাববিবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—এবং যদ্যপ্যন্যপ্রয়োজনায়াগতাস্তথাপি মৎপ্রার্থনয়া কিয়ন্তং ক্ষণমত্র বিশ্রাম্যতেত্যেবমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৩। অনন্তর সংরম্ভবশতঃ ক্ষুভিতদৃষ্টি সেই গোপীদের প্রণয়কোপে চক্ষু চঞ্চল হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাদিগকে যেন প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত প্রাণীমাত্রের সহিত সাধারণভাবে তাঁহাদের প্রীতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক অতিশয় ক্ষোভ উৎপাদন নিমিত্ত বলিলেন, 'অথবা' ইত্যাদি। এস্থলে 'অথবা' শব্দের অর্থ পক্ষান্তরে। অর্থাৎ 'তোমরা এই সুশোভিত বন দর্শন করিলে'—এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যকে নিরসন করিয়া পক্ষান্তরে অন্য কথা বলিতেছেন। 'তোমরা যদি আমার প্রতি অভিস্নেহ অর্থাৎ প্রীতিসামান্যবশত বশীকৃতচিত্ত হইয়া আসিয়া থাক, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। যেহেতু, আমার প্রতি প্রাণীমাত্রই প্রীতি করিয়া থাকে। শুধু তোমরা কেন, ব্রজের সকলেই আমাকে এইভাবে প্রীতি করে। তোমরা না হয় তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রীতি করিয়া থাক।' এখানে 'অভিস্নেহ' শব্দ দ্বারা রত্যাখ্য পুরুষ ও স্ত্রীর ভাববিশেষ গৃহীত হয় নাই। কারণ, স্নেহের বিশেষণ উক্ত নাই। যেহেতু সকলেই আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে, এজন্য তোমরাও প্রীতি করিয়াছ কিন্তু রত্যাখ্য প্রীতি কর নাই; ইহাতে আর গৌরব কি? এই প্রকারে মহা ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—'হি'—যেহেতু সকল প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে। 'মদভিস্নেহাৎ' এইপ্রকার স্নেহ শব্দের সাক্ষাৎ উক্তি দ্বারা ঐরূপ প্রীতিসামান্যাতিশয়কেও শিথিল করিয়া দিলেন। অতএব গৌরব প্রদর্শনার্থ 'ভবত্যঃ' আপনারা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। (অন্য কথা শ্রীল স্বামিপাদ বলিয়াছেন) অথবা পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, পুনরায় তাহাদের নাম গ্রহণের কি প্রয়োজন? এই আশঙ্কা করিয়া প্রশংসা সহকারে অন্য পক্ষ বলিতেছেন—'অথবা' ইত্যাদি। (অর্থ সেইরূপই) তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান চাতুর্য্য ভঙ্গিক্রমে ব্রজদেবীগণের প্রীতির প্রশংসা করিয়াও পক্ষান্তরে ঔদাস্যই প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু ইহা বজ্র হইতেও কঠিন হইয়া তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল। বস্তুতঃ এই প্রকার ঔদাসীন্য তাঁহাদের ভাব বিবর্দ্ধনের নিমিত্তই, অন্য কারণে নহে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অথবেতি। অভি-শব্দেন স্নেহস্য সম্যক্ত্বোক্ত্যা রত্যাখ্যভাব এব সূচ্যতে, ততশ্চ যদি বা মদভিস্নেহাদাগতাস্তর্হি তদেতৎ উপপন্নং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণ্যপি মম মৎসম্বন্ধে প্রীয়ন্তে, ময়ি প্রীতা ভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তাদৃশভাববতীনাং বা ভবতীনাং কা বার্ত্তেতি ভাবঃ। অতএব প্রেমাদরেণ ভবত্য ইতি, অতোঽধুনা ময়া সহ স্বচ্ছন্দং রমধ্বমিতি ভাবঃ॥ ॥ ২৩॥

সারার্থদর্শিনী

২৩। অথবেতি। হন্ত ময়া বৃথৈবৈতান্যাগমনকারণানি কল্পিতান্যধুনৈব কারণমবগতমিত্যাহ,—ময়ি। যোঽভি সর্ব্বতোভাবেন স্নেহস্তস্মাৎ যন্ত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ অতএবাগত্যাস্তদুপপন্নং মদ্দর্শনলাভাৎ সিদ্ধং যতো ময়ি জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণি প্রীয়ন্তে ইত্যৌৎপত্তিকং মে সৌভাগ্যং নত্বৌপাধিকমিতি ভাবঃ। তেন ভবত্ত্যা ময়ি প্রীতিসামান্যবত্য এব নতু কামোপাধিকপ্রীতিবিশেষবত্য ইতি ধ্বনিতম্। পক্ষে—মদভিস্নেহঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্লেষার্থ—এইরূপে যদিও তোমরা অন্য প্রয়োজনে আসিয়াছ, তথাপি আমার প্রার্থনায় এখানে কিছুকাল বিশ্রাম কর, এই কথা বলিয়া পক্ষান্তর বলিলেন—'অথবা' ইত্যাদি। যদি বা আপনারা আমার প্রতি 'অভিস্নেহ'-হেতু আগমন করিয়াছেন, (এস্থলে অভি'—শব্দ দ্বারা স্নেহের সম্যকত্ব নির্দ্দেশ করিয়া রত্যাখ্য ভাবেরই সূচনা করিলেন) তাহা হইলে এই আগমন উচিতই হইয়াছে, এই অর্থ। তাহাতে হেতু প্রদর্শন করিতেছেন --প্রাণীমাত্রই আমার সম্বন্ধে প্রীত হয়,—আমার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হয়, এই অর্থ। অতএব তাদৃশী ভাববতী আপনাদের কি কথা? এই অভিপ্রায়। অতএব প্রেমবশতঃ আদরে 'ভবত্যঃ' (আপনারা) এই উক্তি। অতএব এখন স্বচ্ছন্দে আমার সহিত বিহার কর, এই অভিপ্রায়। ॥ ২৩॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৩। হায়! আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের আগমনের কারণ বৃথাই কল্পনা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের আগমনের কারণ অবগত হইয়াছি। ইহাই বলিতেছেন—'ময়ি' অথবা আমাতে তোমাদের সর্ব্বতোভাবে অধিক যে স্নেহ, সেই স্নেহহেতু বশীকৃতচিত্তা বলিয়াই আমার নিকটে আগমন করিয়াছ এবং আমার দর্শনলাভে তাহাও সম্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য সকলেই আমাকে প্রীতি করিয়া থাকে, ইহা আমার স্বাভাবিক সৌভাগ্যই বলিতে হইবে; পরন্তু এই সৌভাগ্য ঔপাধিক নহে—স্বাভাবিক। অতএব তোমরা আমাতে সাধারণ প্রীতিমাত্রই বহন করিয়া থাক; কামোপাধিক প্রীতিবিশেষ বহন কর নাই, ইহাই ধ্বনিত

২৪। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥

ভাবার্থদীপিকা

২৪—২৫। দৃষ্টাদৃষ্টভয়প্রদর্শনেন নিবর্ত্তয়তি ভর্ত্তুরিত্যাদিশ্লোকত্রয়েণ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৪। নন্বু যত্তস্মাকং ভবদভিস্নেহো নিশ্চিতস্তদা ভবদ্ভুশ্রূষাপি যুক্তেত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রেণ ভাষয়তি—ভর্ত্তুরিতি ত্রিভিঃ। ভর্ত্রাদীনামেব শুশ্রূষণাদিকং ধর্ম্মঃ, ন তু তদিতরেষামস্মাকং, স চান্যধর্ম্মাপেক্ষয়া পরঃ।

সারার্থদর্শিনী

কান্তভাবময়ঃ প্রেমা তস্মাদ্ধেতোর্যন্ত্রীকৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ভবতীনাং মনসা যন্ত্রেণৈবাহমাকৃষ্টো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। তৎ আগমনং উপপন্নং উচিতমেব। নতুপপত্তিরহিতমিত্যর্থঃ। ময়ি জন্তবোঽপি প্রীয়ন্তে কিমুত ভাববত্যো ভবত্য ইতি ভাবঃ॥ ২৩॥

মূলানুবাদ

২৪। অয়ি কল্যাণিসকল! অকপটে স্বামীর এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের শুশ্রূষা ও প্রজাগণের প্রতিপালন করাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৪—২৫। 'ভর্ত্তুঃ' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভয় প্রদর্শন দ্বারা গোপীদিগকে নিবর্ত্তিত করিতেছেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৪। যদি আমাদের আপনার প্রতি স্নেহ নিশ্চিত হইয়াছে, তাহা হইলে ত' আপনার শুশ্রূষা করা উচিত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা ভয় প্রদর্শন

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইতেছে। প্রার্থনাপক্ষে—মদভিস্নেহ—কান্তভাবময় প্রেম। আমাতে তোমাদের স্বতঃই কান্ত-ভাবময় প্রেম রহিয়াছে, সেইজন্য বশীকৃতচিত্তা হইয়া আগমন করিয়াছ এবং আমিও তোমাদের মনোরূপ যন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই বিদ্যমান রহিয়াছি। অতএব তোমাদের আগমন সমুচিতই হইয়াছে। কোনরূপ উপপত্তিরহিত হয় নাই। যেহেতু প্রাণিমাত্রই আমাকে এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে; সুতরাং ভাববতী তোমাদের কথা আর কি বলিব? ২৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নন্থ তদপ্যস্মাভির্যথাযুক্তং ক্রিয়ত এব, তত্রাহ—অমায়য়েতি। পরপুরুষস্য মম ভজনে তত্তু সকপটমেব স্যাৎ, ততঃ সোঽপি দুষ্যেদিতি ভাবঃ। কল্যাণ্যো হে সাধ্ব্যস্তদেব যুষ্মাকমুচিতমিতি ভাবঃ। এতচ্চ কৈতবেন প্রোৎসাহনং, বস্তুতস্তু উপহাস এব, তস্য পরমধর্ম্মত্বাভাবাৎ। 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥' (শ্রীভা ৬।৩।২২) ইতি শ্রীধর্ম্মরাজবাক্যাদিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—ন কেবলং মদভিস্নেহহেতোরেবোপপন্নম্, অপি তু ধর্ম্মহেতোরপীত্যাহ—ভর্ত্তুরিতি। অমায়য়া কল্যাণীভির্নিজসদ্ভাববৃতত্বেনৈব ন তু বলাদাপাদিতত্বেন; যো ভর্ত্তা তস্যৈব শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ তথা তদ্বন্ধূনাঞ্চেত্যাদি, অন্যত্র পরমধর্ম্মবিদা শ্রীভীষ্মেণাপ্যারাঃ পরিত্যাগাদ্ধর্ম্মতো ভর্তৃত্বাসিদ্ধেঃ। তদেবং সদ্ভাববৃতত্বেন তে মায়য়া কপটেনৈব ভর্ত্তারঃ, সদ্ভাববৃতত্বেন ত্বদর্থমেব সত্যস্তর্ত্তা ভবতীভিঃ শুশ্রূষণীয় ইত্যর্থঃ। অত্র তু বাল্যমারভ্য ভবতীনাং হৃদয়মেব মম সাক্ষীতি ভাবঃ। বস্তুতশ্চ স এষ এবার্থঃ স্থাপয়িষ্যতে॥ ২৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিতেছেন—'ভর্ত্তুঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। ভর্ত্তা প্রভৃতির শুশ্রূষাই স্ত্রীগণের পরমধর্ম্ম, আমাদের ন্যায় অপর পুরুষের সেবা করা ধর্ম নহে; কিন্তু সেই পতিসেবা অন্যধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদি বল, তাহা ত' আমরা যথাযোগ্য করিয়া থাকি। তাহাতে বলিলেন—'অমায়য়া'। পরপুরুষ আমার ভজনে তাহা সকপটই হইবে তাহাতে সেই পতিসেবারূপ ধর্মও দূষিত হইবে, এই অভিপ্রায়। 'কল্যাণ্যঃ'—হে সাধ্বীগণ! অকপটে স্বামী-সেবা করাই তোমাদের উচিত, যেহেতু তোমরা সাধ্বী। এইরূপ কৈতবপূর্ণ উপদেশ দ্বারা ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভর্ত্তা প্রভৃতির সেবায় উৎসাহিত করিলেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদিগকে ঐ বাক্যে উপহাস করা হইল। কেননা, তাহা পরধর্ম নহে। স্বয়ং ধর্মরাজ বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের নাম গ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তিযোগ, ইহলোকে ইহাই জীবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্লেষার্থ—কেবল যে আমার প্রতি অভিস্নেহ-হেতুই যুক্তিসঙ্গত তাহা নহে, ধর্ম্মহেতুও সঙ্গত। ইহা বলিতেছেন—ভর্ত্তুঃ' ইত্যাদি। 'অমায়য়া' কল্যাণী অর্থাৎ সাধ্বীগণ নিজ সদ্ভাব দ্বারা যাহাকে বরণ করিয়া থাকে সেই ভর্ত্তা এবং সেই ভর্ত্তার সেবাই স্ত্রীলোকগণের পরম ধর্ম্ম; পরন্তু পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আপাদিত যে ভর্ত্তা, তাহার শুশ্রূষা পরম ধর্ম্ম নহে। তাৎপর্য্য এই—বলপূর্ব্বক অভিভাবকসকল যাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করে, কন্যা তাহাকে পতিরূপে বরণ করিলেও আন্তরিক সদ্ভাবের অভাব-হেতু তাহার সহিত কপটভাবে সম্বন্ধ স্থাপন হইল বলিয়া প্রীতির অভাবে তাহাকে প্রকৃত ভর্ত্তা

সারার্থদর্শিনী

২৪। নন্থ, ভবদভিস্নেহবত্যো বয়ং ভবাম ইতি চেজ্জানাসি তর্হি "তদ্যাত গোষ্ঠ"মিতি মুহুঃ কিং ব্রবীষি? ন হি স্নেহাশ্রয়ো জনঃ স্নেহবিষয়ং জনং ত্যক্তুং শক্নুয়াৎ সত্যং যেন ধর্ম্মঃ সিধ্যেৎ তদেব স্নেহবতাপি ব্রজজনেন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রমত এতদ্ব্রবীমি ইত্যাহ,—ভর্ত্তুরিতি। পরঃ উৎকৃষ্টঃ। অমায়য়েতি নতু পুংশ্চলীত্বে সতীত্যর্থঃ। তদ্বন্ধূনাং শ্বশ্রূাদীনাং পক্ষে স্ত্রীণাং প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীবিশেষাণাং ব্রজসুন্দরীণাং ভবতীনামিত্যর্থঃ। ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ নত্বাত্মীয়ঃ। অতঃ সনানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ। যদুক্তং "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস-উপমা ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ" ইতি মম বিষ্ণুত্বাদ্ভবতীনাঞ্চ বৈষ্ণবীত্বান্মদ্ভজনমেব ভবতীনাং স্বধর্ম্মোঽন্যস্ত পরধর্ম্ম এব। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তম" ইতি ধর্ম্মান্তরত্যাগপূর্ব্বকস্য মদ্ভজনস্য বিধিরিতি ভাবঃ॥ ২৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলা যায় না। শ্রীমহাভারতেও ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পরম ধার্ম্মিক শ্রীভীষ্মদেব অম্বাকে পরিত্যাগ করায় ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহার ভর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় নাই। কেননা, অম্বাদেবী স্বয়ংই সদ্ভাবপ্রণোদিতা হইয়া মনে মনে পূর্ব্বে জয়দ্রথকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব এই প্রকার সদ্ভাব দ্বারা তোমরা নিজ নিজ পতি বরণ কর নাই বলিয়া তাহারা কপটভাবেই ভর্ত্তা। সদ্ভাব দ্বারা বৃত বলিয়া আমি-ই সত্য ভর্ত্তা। তাহা হইলে আমার সেবা করাই তোমাদের পরম ধর্ম্ম। এ বিষয়ে বাল্য কাল হইতে আরম্ভ করিয়া তোমরা যেমন আমাকে প্রীতি কর, আমিও তোমাদিগকে তেমনি প্রীতি করি। এ বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ই সাক্ষী—ইহাই ভাবার্থ। বস্তুতঃ এই অর্থই তিনি পরে স্থাপন করিবেন॥ ২৪॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৪। ভাল, আপনার প্রতি আমাদের অভিস্নেহ আছে ইহা যদি জানেন, তাহা হইলে 'ব্রজে ফিরিয়া যাও' এই কথা বারবার বলিতেছেন কেন? স্নেহের আশ্রয়জন কখনও কি স্নেহের বিষয়-জনকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? উত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তথাপি যে প্রকারে স্নেহবতীগণের ধর্ম্ম সিদ্ধি হয় এবং শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্যও প্রতিপালন হয়, তাহাই বলিতেছি—'ভর্ত্তুরিতি'। স্ত্রীগণের পক্ষে একমাত্র পতিসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিমত। অতএব তোমরা অমায়ায় (কপটতা ত্যাগ করিয়া) একনিষ্ঠভাবে (পুংশ্চলীবৎ নহে) পতিসেবাতেই রত হও। স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবা যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ শ্বশুর প্রভৃতি পতির বান্ধবগণেরও যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য। তবে তাহার মধ্যে পতিসেবাই সর্ব্বপ্রধান; সুতরাং অনাত্মীয়ের সেবানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৫। নন্থ পরোপদেশপণ্ডিত! সর্ব্বথা পতয়ঃ পরিত্যক্তা এবাধুনা কিং তদীয়-শুশ্রূষাদ্যুপদেশেন? অত্রাহ—দুঃশীল ইতি, চৌর্য্যাদিরতঃ। দুর্ভগঃ ভাগ্যাদিহীনঃ নিষ্ফলোত্তম ইত্যর্থঃ, বৃদ্ধো জরাভিভূতঃ জড়ঃ কর্মাদিষু সামর্থ্যহীনঃ, রোগী মহারোগগ্রস্তঃ, অধনোঽতিদরিদ্রঃ নিজোদরভরণেঽপ্যসমর্থ ইত্যর্থঃ। অপি-শব্দস্য প্রত্যেকমন্বয়ঃ। দোঃশীল্যাদিযুক্তোঽপি ন হেয়ঃ। ব্রজবাসী তু সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত এবেতি কথং ত্যাজ্যঃ স্যাদিত্যপি-শব্দার্থঃ। লোকেপ্সুভির্লোকদ্বয়াপেক্ষাবতীভিঃ, অন্যথা ইহলোকে পরত্র চ দুঃখমেবেত্যর্থঃ।

মূলানুবাদ

২৫। স্বামী যদি দুর্ব্বিনীত, দুর্ভাগা বৃদ্ধ জড়, রোগী বা নির্ধন হন, তথাপি অপাতকী পতি ত্যজ্য নহেন; বিশেষতঃ পতিলোক-অভিলাষিণী স্ত্রীলোকদিগের নিকট কখনই পরিত্যাজ্য নহেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৫। ওহে পর উপদেশে পণ্ডিত! আমরা যখন সর্বপ্রকারেই স্ব-স্ব পতিগণকে পরিত্যাগই করিয়াছি, তখন আর তাহাদের শুশ্রূষাদির উপদেশে কি হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন—'দুঃশীলঃ' ইত্যাদি। স্বামী দুঃশীল অর্থাৎ চৌর্য্যাদিরত, দুর্ভগ অর্থাৎ ভাগ্যাদিহীন নিষ্ফলোত্তম, বৃদ্ধ—জরাগ্রস্ত, জড়—কর্ম্মাদিতে সামর্থ্যহীন। রোগী—মহারোগগ্রস্ত, অধন—অতি দরিদ্র, এমনকি নিজ উদর ভরণেও অসমর্থ। মূলে 'অধনোঽপি' পদের 'অপি' শব্দের সহিত প্রত্যেক পদের অন্বয় হইবে। অর্থাৎ দুঃশীল হইলেও, দুর্ভগ হইলেও ইত্যাদি। এইরূপ দুঃশীলাদি হইলেও

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে—"ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম, এই পাঁচটি অধর্মশাখাকেও অধর্ম্মের ন্যায় ত্যাগ করিবেন।" আরও দেখ শাস্ত্রে আমি বিষ্ণু এবং তোমরা বৈষ্ণবী বলিয়া প্রসিদ্ধ সুতরাং আমার ভজনই তোমাদের স্বধর্ম্ম, অন্য সমস্তই পরধর্ম্ম, এই পরধর্মানুষ্ঠানে কদাচ কাহারও মঙ্গল লাভ হয় না। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।" এই স্মৃতিবাক্যেও তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যাহারা সর্ব্ববিধ ধর্মের সম্বন্ধ ছাড়িয়া আমার ভজন করে, তাহারাই সত্তম। অতএব ধর্ম্মান্তর ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার ভজনই তোমাদের কর্ত্তব্য, ইহাই ভাবার্থ।২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তত্র চ পাতক্যেব পরিত্যাজ্য ইত্যাহ—অপাতকীতি। পাতকং পতনহেতুপাপবিশেষঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—'পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ' ইতি, অতোঽত্রত্যানাং সর্ব্বেষামপি পাপমাত্রাভাবান্ন হাতুং যোগ্যা এবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু, তাসাং নিশ্চিতেঽপি দৃঢ়ভাবে উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেব তথোক্তমিতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—তস্মাদ্বস্তুতোঽহমেব পতিরিতি স্থিতে দুঃশীলেত্যাদিবচনানুসারেণ তত্তদ্দোষযুক্তোঽপি পতি র্ন হাতব্য ইতি সিদ্ধে নিখিলকল্যাণ-গুণযুক্তঃ পতিরহং কথং হাতব্যস্তে পুনস্তত্তদ্দোষযুক্তা, ন চ পতয় ইতি কথং ন হাতব্যাঃ? ইত্যাহ—দুঃশীল ইতি ॥২৫॥

সারার্থদর্শিনী

২৫॥ নন্বু ভবদভিস্নেহবতীনামস্মাকমননুরূপা প্রতিকূলশীলা অরোচকাস্তে পতয়ঃ কথং সেব্যা ভবিষ্যন্তীত্যত আহ,—দুঃশীল ইতি। অপাতকীতি "পতিস্ত্বপতিতং ভজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ। পতনহেতুপাতকবানেব পতিস্ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ। লোকেপ্সুভিঃ পতিলোকসুখবাঞ্ছাবতীভিঃ। পক্ষে, লোকেপ্সুভিঃ ইহলোকে পরলোকে চাতিক্ষুদ্রকীর্ত্তিসুখাদ্যপেক্ষাবতীভিরেব ন হাতব্যঃ যুষ্মাভিস্তু লোকদ্বয়ায় জলাঞ্জলীর্দত্ত্বা মন্মাধুর্য্য-সুখবারিধৌ খেলন্তীভিঃ প্রথমত এব পতিস্ত্যক্ত এব। ॥ ২৫ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যখন পতিকে ত্যাগ করিতে নাই, তখন তোমাদের পতি ব্রজবাসী, সর্ব্বসদ্‌গুণযুক্তই; সুতরাং কিরূপে ত্যাজ্য হইবে? 'অপি' শব্দের এই অর্থ। 'লোকেপ্সুভিঃ—লোকদ্বয়ের অপেক্ষা-বতী রমণীগণের পক্ষে পতিসেবা করাই একমাত্র ধর্ম্ম। অন্যথায় ইহলোকেও পরলোকে দুঃখই ভোগ করিতে হইবে—এই অর্থ তাহার মধ্যে পতি পাতকী হইলেই পরিত্যাজ্য। এইজন্য 'অপাতকী' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে 'পাতক' বলিতে পতন-হেতু পাপবিশেষ, তাহা যাহার নাই, তাহাকেই স্মৃতিবচনে 'অপাতকী' বলা যায়। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—'অপতিত পতিকে ভজনা করিবে'। কিন্তু এস্থলে সমস্ত ব্রজবাসীর পাপের লেশও নাই সুতরাং তাহাদিগকে কিছুতেই তোমরা ত্যাগ করিতে পার না—এই অভিপ্রায়। বস্তুতঃ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়ভাব নিশ্চিত হইলেও উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্লেষার্থ—বস্তুতঃ আমিই তোমাদের পতি, ইহাই যখন স্থির হইল এবং 'দুঃশীল' ইত্যাদি বচন অনুসারে সেই সেই দোষযুক্ত পতিও ত্যাজ্য নহে, ইহাও যখন সিদ্ধ হইল, তখন আমিই তোমাদের নিখিল কল্যাণগুণযুক্ত পতি, অতএব আমাকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? আবার তাহারা যখন তত্তদ্ দোষযুক্ত, বিশেষতঃ তাহারা প্রকৃত পতিও নহে; সুতরাং কেন তাহারা ত্যাজ্য হইবে না?—ইহাই দুঃশীল ইত্যাদি শ্লোকে বলিলেন॥ ২৫॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥ ২৬

ভাবার্থদীপিকা

২৬॥ ফল্গু তুচ্ছম্ কৃচ্ছ্রং দুঃসম্পাদ্যম্ ঔপপত্যং জারসৌখ্যম্॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৬। নন্বু শ্রীব্রজযুবরাজ! ভবদাজ্ঞয়া নৈব পতয়স্ত্যাজ্যাঃ, কিন্তু সদা নাম্নৈব তেষাং পতিত্বং, পতিত্ব্যবহারস্তু ত্বয়া সহৈবাস্তামিত্যাশঙ্ক্য তাসাং দীর্ঘাভীষ্টনিন্দনেন পরমাপ্রিয়মবহিথয়া সাভ্যসূয়মিবাহ—অস্বর্গ্যমিতি, স্বর্গপ্রাপ্তৌ প্রতিকূলম্; অয়ি কামিন্যো! দৃষ্টত্বাভাবান্নাস্ত স্বর্গাপেক্ষা, ইহ লোকে যশোঽপেক্ষাস্ত্যেব, তত্রাধকঞ্চেত্যাহ—অযশস্যমিতি, পূর্ব্বসঞ্চিতযশসোঽপি লোপকম্। নন্বু সুগুপ্তমেবৈতৎ কো নাম

মূলানুবাদ

২৬। কুলস্ত্রীর পক্ষে ঔপপত্য সম্বন্ধ স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল, অযশস্কর, তুচ্ছ, দুঃখজনক, ভয়াবহ এবং সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৬। কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য (জার-হেতু যে সুখ) অতি তুচ্ছ ও দুঃসম্পাদ্য।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৬। হে ব্রজযুবরাজ! আপনার আজ্ঞা না হয় শিরোধার্য্য করিলাম, কিছুতেই পতিগণ ত্যজ্য নহে, তাহাও বুঝিলাম; কিন্তু চিরদিন তাহারা নামেমাত্র আমাদের পতি, বাস্তবিক

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৫। যদি বল, আপনাতে অভিস্নেহবতী আমাদের সেই পতিগণ প্রতিকূলশীল বলিয়া অরোচক; সুতরাং তাহারা কি প্রকারে সেবাযোগ্য হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—দুঃশীল ইতি. পতি পাতকী হইলেই তাহাকে ত্যাগ করিবে এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—অপাতকী। পাতকী পতিত্যাগে স্মৃতিবচন রহিয়াছে—পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ," (অপতিত পতিকে ভজনা করিবে) সুতরাং পতন হেতু পাতকী পতি পরিত্যজ্য। "লোকেষ্বপি"—পতিলোকে সুখবাঞ্ছাবতী অর্থাৎ যে রমণীগণ ইহলোক ও পরলোকে অতি ক্ষুদ্রকীর্তি সুখাদির অপেক্ষা করে. তাহারাই দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, অতি রোগী কিংবা দরিদ্র পতিকে ত্যাগ করে না। পরন্তু তোমরা লোকদ্বয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মদীয় মাধুর্য্য-সুখবারিধিতে সন্তরণ করিতেছ, সুতরাং প্রথম হইতেই তোমরা পতি-পরিত্যক্ত হইয়াছ॥ ২৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

জানাতু? তত্রাহ—তথাপি ফল্গু তুচ্ছমস্থিরত্বাৎ। নন্থ ভো অচ্যুত! ত্বয়া সহাস্মাকং তৎ সুস্থিরমেব, তত্রাহ—তথাপি কৃচ্ছ্রং দুঃখসাধ্যম্। নন্থ স্বৈরসিংহ! ব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে চ স্বচ্ছন্দবিহরণাৎ সুখসাধ্যমেব, তত্রাহ—তথাপি ভয়ং পরলোকাৎ কদাচিৎ স্বাম্যাদিভ্যশ্চ তৎ আ সম্যক্ বহতি প্রাপয়তীতি তৎ। নন্থ অমৃতনির্মঞ্ছনীয়মধুরাধর! ত্বদপেক্ষয়াহস্মাভিঃ সর্ব্বমুপেক্ষিতমিতি কুতোঽপি ন ভয়ং, তত্রাহ—তথাপি সর্ব্বত্র স্বদেশপরদেশয়োর্ব্যবহারপরমার্থয়োশ্চ জুগুপ্সিতং নিন্দিতম্; হি নিশ্চিতম্। নন্থ তত্ত্বজ্ঞেন্দ্র! নিজাভীষ্ট-সিদ্ধ্যা জুগুপ্সাপি সুসহৈব, তত্রাহ—কুলস্ত্রিয়া ইতি; জাতাবেকত্বং, কুলকলঙ্কতোঽপি কুলস্ত্রীণাং পরমানুচিতমিতি সর্বথা পরিহার্য্যমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু পূর্ব্ববদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ং পূর্ব্ববদেব।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পতিত্ব ব্যবহার আপনার সহিতই হওয়া উচিত—এরূপ আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদের দীর্ঘকালের অভীষ্ট নিন্দাদ্বারা পরম অপ্রিয় কথাটী অবহিথা অর্থাৎ নিজের অন্তরের ভাব গোপন করিয়া অসূয়া পরবশ হইয়াই যেন বলিতেছেন—'অস্বর্গ্যম্' ইত্যাদি। কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য বা উপপতির সহিত সম্বন্ধ করা স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল। অয়ি কামিনীগণ! স্বর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তোমাদের স্বর্গের অপেক্ষা না থাকুক কিন্তু ইহলোকে ত' যশের অপেক্ষা আছেই—তাহারও বাধক। এই কথাই বলিতেছেন—'অযশস্যম্' পূর্ব্বসঞ্চিত যশেরও লোপকারী। যদি বল, ইহা সুগুপ্ত বিষয়, কে-ই বা জানিতে পারিবে? তাহাতে বলিলেন, তথাপি 'ফল্গু তুচ্ছম্'. যেহেতু উহা অস্থির। যদি বল হে অচ্যুত! আপনার সহিত যে আমাদের মিলন তাহা সুনিশ্চিতই। তাহাতে বলিলেন—তথাপি 'কৃচ্ছ্রম্'—দুঃখসাধ্য। ওহে স্বেচ্ছাচারিশ্রেষ্ঠ! আপনি স্বাধীন, ব্রজে ও শ্রীবৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার হেতু ইহা সুখ-সাধ্যই—দুঃখসাধ্য নহে। তাহাতে বলিলেন—'তথাপি 'ভয়ং'—তথাপি ভয়াবহ। ইহলোকে পতি প্রভৃতি হইতে এবং পরলোকে নরকাদির ভয় আ—সম্যকরূপে বহন বা প্রাপণ করাইয়া থাকে। যদি বল. হে অমৃতনির্ম্মঞ্ছনীয় মধুরাধর! (যাঁহার মধুর অধর অমৃত দ্বারা নীরাজন-যোগ্য, সেই আপনি) আপনার অপেক্ষায় আমরা সব উপেক্ষা করিয়াছি। অতএব আমাদের কাহারও নিকট হইতে ভয় নাই। তাহাতে বলিলেন—তথাপি সর্ব্বত্র— স্বদেশ ও পরদেশে, ব্যবহারে ও পরমার্থে, জুগুপ্সিত—নিন্দিত, 'হি'—নিশ্চিত। যদি বল, হে তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ! নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিন্দাও অনায়াসে সহ্য করা যায়। তাহাতেই বলিলেন—'কুলস্ত্রিয়াঃ' কুলবতী স্ত্রীর। (জাতি বুঝাইতে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে) কুলের কলঙ্ক হেতুও কুলস্ত্রীগণের উপপতি-ভজন অত্যন্ত অনুচিত; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যাগ করাই উচিত, এই অভিপ্রায়,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ধর্ম্মোপাত্তঃ পতিস্তদ্বিপরীতস্তূপপতিরিতি, অথচ লোকেঽপ্যন্যথাপ্রসিদ্ধিমালক্ষ্য স্মৃতিবাক্যমিদং ছলার্থতয়া সনর্ম্ম ব্যঞ্জয়তি। উপ সমীপে পতির্যস্যাঃ সা উপপতিস্তস্যা ভাব ঔপপত্যং পত্যুঃ সামীপ্যমিত্যর্থঃ। তৎ সর্ব্বথা অস্বর্গ্যাদি দোষযুক্তমিতি, এবং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যত্র পরঃ সর্ব্বাধিক এবাধর্ম্ম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ২৬

সারার্থদর্শিনী

২৬। ময়ি স্নেহসামান্যবত্যো ভবত্যঃ স্বভাবাদ্ভবন্ত্যেব, কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিকূলস্নেহবিশেষস্তু সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য ইত্যাহ,—অস্বর্গ্যমিতি। নাস্তু স্বর্গ ইতি চেদযশস্যং যশোঽপি নাস্ত্বিতি চেৎ ফল্গু মিথ্যৈব ব্রূষে নেদং ফল্গু সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেনানুভূতত্বাদিতি চেৎ কৃচ্ছ্রং পত্যাদিবারণকষ্টময়ং নন্থ, "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধ" মিতি "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে" ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ প্রত্যুত তৎ কৃচ্ছ্রং রাগবতীনামস্মাকং সুখাতিশয়হেতুরেবেতি চেৎ ভয়াবহং লোকশাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাদ্ঐহিকপারত্রিকভয়-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বস্তুতঃ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্ত এই উক্তি। শ্লেষার্থও পূর্ব্বের মতই। অর্থাৎ পূর্ব্বে "সদ্ভাববৃতত্বেনৈব" বলা হইয়াছে। সেই ধর্ম্মানুসারে পরিগৃহীত পুরুষ পতি, তদ্‌বিপরীত উপপতি বলা হইয়াছে। অথচ লোকব্যবহারে তাহার বিপরীত প্রসিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া এই স্মৃতিবাক্যের ছলার্থ (অন্যপ্রকার অর্থ) পরিহাসের সহিত ব্যক্ত করিতেছেন। উপ—সমীপে পতি যাহার সে উপপতি, তাহার ভাব ঔপপত্য। এইরূপ পতির সামীপ্যই স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল। তাহা সর্ব্বদা দোষযুক্ত, এইরূপ উহার শুশ্রূষা করাও অধর্ম্ম (সুতরাং আমারই সেবা কর) এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। ॥ ২৬ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৬। আপনারা আমাতে সামান্য স্নেহবতী হইলেও সদ্ভাববতী; কিন্তু ধর্ম্ম-প্রতিকূল স্নেহবিশেষ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ইহাই বলিতেছেন—অস্বর্গ্যমিতি। কুলস্ত্রীর উপপতি-সংক্রান্ত সুখ স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল, যশোহানিকারক, অতি তুচ্ছ মিথ্যা ইত্যাদি। যদি বল, এই সুখ অতি তুচ্ছ বা মিথ্যা হয় হউক, কিন্তু কষ্টসাধ্য পত্যাদি নিবারণ রসশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত এবং রুদ্রবাক্যেও প্রমাণিত হইয়াছে। যথা—স্ত্রীগণের বামতা, দুর্লভতা ও নিবারণত্বই কন্দর্পের অসাধারণ আয়ুধ অর্থাৎ বশীকরণোপায় বলিয়া মনে করি।" বিশেষতঃ "প্রণয়োৎকর্ষবশতঃ যে স্থলে চিত্তে অতিদুঃখকেও অতি সুখরূপে অনুকূল করে, সেই রাগ হইতে পরমদুঃসহ দুঃখও প্রিয়তমের দর্শনাদি জন্য সুখাতিশয় হইয়া থাকে।" এই রসশাস্ত্রের নিয়মানুসারে তাদৃশ কষ্টসাধ্য পত্যাদির নিবারণও দুঃখের নিমিত্ত না হইয়া প্রত্যুত

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥ ২৭

সারার্থদর্শিনী

প্রদম্। নন্থ, "যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদুর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং তত্রৈব নাগরীণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়" মিতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রত্যুত রসাধায়কমেবৈতদিতি তত্রাহ,—জুগুপ্সিতমিতি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঔপপত্যং উপপতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম কুলস্ত্রিয়াঃ জুগুপ্সিতমিতি সর্ব্বত্র তদ্বতী কুলস্ত্রী নিন্দ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র যদ্যপি যুষ্মাভিঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যা স্বনিন্দাপি সুসহৈব তথাপি মৎপ্রণয়াস্পদানাং যুষ্মাকং নিন্দা ময়া কথমুৎপাদনীয়েতি অতো গোষ্ঠমেব যাতেতি ভাবঃ। পক্ষে, সর্ব্বত্রেতি জুগুপ্সিতমিদং সার্ব্বত্রিকমেব প্রস্তুতে তু মম নারায়ণসমত্বং গর্গমুখপরম্পরয়া যুষ্মাভিঃ শ্রুতমেবেত্যতো মমৌপপত্যেঽপি নৈব নিন্দা পরমেশ্বরত্বেন শুভাশুভকর্ম্মাতীতত্বাদিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

মূলানুবাদ

২৭। আমার বিষয় শ্রবণ, দর্শন ও ধ্যান এবং নিরন্তর কীর্ত্তন দ্বারা আমার প্রতি যেরূপ ভাবোদয় হয়, আমার নিকটে বাস করিলে সেরূপ হয় না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

রাগবতী আমাদের পক্ষে সুখাতিশয় হইয়া থাকে। আর তাহা যদি লোকশাস্ত্র নিষিদ্ধ হেতু ভয়াবহ এবং ঐহিক-পারত্রিক ভয়প্রদ হয়, তাহা হইলেও শ্রীবিষ্ণুগুপ্তকৃত সংহিতানুসারে বলা যাইতে পারে, "যে নায়িকার প্রতি নিষেধ-বিশেষ থাকে, যে হরিণনয়না সুদুর্লভা হয়, তাহাতেই নাগরের চিত্ত সাতিশয় আসক্ত হয়।" এই রসশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ঐ নিষেধ বিধি দোষের না হইয়া বরং প্রিয়তমের সুখের নিমিত্ত পরম রসাবহ হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিলেন—জুগুপ্সিতমিতি। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য অর্থাৎ উপপতি-সংক্রান্ত সুখ সর্ব্ববিষয়ে নিন্দিত। এস্থলে যদিও আপনাদের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত স্বনিন্দাদি সহ্য করিতে পারি, তথাপি আমার প্রণয়াস্পদ আপনাদের নিন্দা আমি সহ্য করিব কিরূপে? অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। প্রার্থনা পক্ষে—এই উপপত্য সর্ব্বতোভাবে নিন্দিত, ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে সত্য; কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে "আমি নারায়ণ সম" ইহা তোমরা শ্রীগর্গাচার্য্যের মুখে এবং লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছ। অতএব আমি যদি নারায়ণ সম হইলাম, তাহা হইলে আমি তোমাদের উপপতি হইলেও কোনও নিন্দার কথা নাই; বরং প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। যেহেতু আমি পরমেশ্বর বলিয়া সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের অতীত হইয়াছি॥ ২৬॥

ভাবার্থদীপিকা

২৭॥ কিঞ্চ শ্রবণাদিতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৭। এবং বহুধা প্রত্যাখ্যানেঽপ্যনিবৃত্তিমাশঙ্ক্য ভাবাপলাপেনাপ্যৌদাস্যং বিধত্তে—শ্রবণাদিতি শ্রবণাদিনা যথা ভাবো ভবতি, তথা সন্নিকর্ষেণাঙ্গসঙ্গেন ন স্যাৎ; বিরহে সমুৎকণ্ঠয়া ঝটিতি তদ্বৃদ্ধিঃ, সংযোগে তূৎকণ্ঠাশৈথিল্যাদিতি ভাবঃ। এবং পরাং কাষ্ঠামাপন্নোঽপি তাসাং ভাবোঽসিদ্ধতা-নির্দ্দেশ-ভঙ্গ্যাপলপিত এব। তত্র পূর্ব্বরাগে প্রায়ঃ পূর্ব্বং শ্রবণং, ততো দর্শনং, ততঃ সংযোগাপ্রাপ্ত্যা নিরন্তরা তৎস্ফূর্ত্তিঃ, ততশ্চ তৎকথৈবেতি ক্রমেণৈব নির্দ্দিষ্টম্। বস্তুতস্তু পরমকৌতুকিত্বান্নিরন্তরপ্রেমভরসুকোমলিতদক্ষিণস্বভাবানাং তাসাং প্রেমবৈয়গ্র্যদর্শনার্থমেবেতি। শ্লেষার্থশ্চায়ম্—নন্বু যেন সদ্ভাবেন স্বস্য ভর্ত্তৃত্বং, তদ্বৈপরীত্যেন তেষামভর্ত্তৃত্বং স্থাপিতং, স এব ন

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৭। আরও বলিলেন—'শ্রবণাৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার কথা শ্রবণাদিতে যেমন আমাতে প্রীতি লাভ হয়।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৭। এইরূপে বহুপ্রকারে প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইবেন না আশঙ্কা করিয়া তাঁহাদের ভাবের অপলাপ দ্বারা উদাসীনতা প্রদর্শন করিতেছেন—'শ্রবণাৎ' শ্লোকে। আমার কথা শ্রবণাদি দ্বারা আমার প্রতি যেরূপ ভাব হয়, 'সন্নিকর্ষেণ'—অঙ্গসঙ্গাদি দ্বারা সেরূপ হয় না। বিরহে সমুৎকণ্ঠা দ্বারা শীঘ্র তাহা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সংযোগে উৎকণ্ঠা শিথিল হওয়ায় তাহা হয় না, এই অভিপ্রায়। এইরূপে ব্রজসুন্দরীগণের পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ভাবকেও অসিদ্ধ নির্দ্দেশের ভঙ্গীতে অপলাপ করিলেন। সেই পূর্ব্বরাগে প্রায় প্রথমে শ্রবণ, পরে দর্শন, পরে সংযোগের অপ্রাপ্তিতে ধ্যান-হেতু নিরন্তর নায়কের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর তাঁহার কথা, এই ক্রমানুসারেই ভাবোদয়ের রীতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ভগবান পরম কৌতুকী বলিয়া নিরন্তর প্রেমাতিশয়ে সুকোমলহৃদয়া দক্ষিণা (অনুকূলা) ব্রজদেবীগণের প্রেমব্যগ্রতা দর্শনের জন্যই এই প্রকার বলিলেন।

শ্লেষার্থ—তোমার নিকটে না থাকিয়া নিজ নিজ ভর্ত্তার নিকটে থাকিলে, পূর্ব্বে যে সদ্ভাব দ্বারা তোমার ভর্ত্তৃত্ব এবং তদবৈপরীত্য দ্বারা তাহাদের অভর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই সদ্ভাব সম্ভাবিত হইবে কিরূপে? কেন না, তোমার বিপ্রকৃষ্টত্ব ও তাঁহাদিগের সন্নিকৃষ্টত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বলিলেন—'শ্রবণাৎ। অর্থাৎ যে রসবিশেষ প্রকারে আমার

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সম্ভবতি, তব বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ, তেষান্তু সন্নিকৃষ্টত্বাদিত্যত্রাহ—শ্রবণাদিতি। যথা যেন রসবিশেষপ্রকারেণ ময়ি শ্রবণাদিতোঽপি ভাবো ভবতি তথা সন্নিকর্ষেণাপি ন; যেঽন্যে সন্নিকৃষ্টাঃ, পতিন্মন্যাঃ, তেষ্বপি ন স্যাদিত্যর্থঃ। মিথঃ প্রেমযোগ্যয়োর্যথা সন্নিকর্ষেণ প্রণয়বন্ধো ভবতি, তথা ন শ্রবণাদিনেতি লোকপ্রসিদ্ধত্বাদন্যপদমর্থান্তরং, প্রথমত এব তথোপক্রান্তত্বাৎ প্রকরণপ্রাপ্তঞ্চ; তস্মাৎ গৃহান্ প্রতি ন যাতেত্যুভয়ত্রাপি নঞোঽন্বয়ঃ। যদ্বা, ততো গৃহানিতি সন্ধৌ অকারপ্রশ্লেষঃ কার্য্যঃ। তস্য চ 'অভাবেন হ্যনোনাপি' ইতি নঞ্ পর্য্যায়স্য অযাতেত্যন্বয়ঃ ন যাতেত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রতিষেধ-প্রত্যাখ্যান-প্রতিপক্ষাদিষু প্রকৃত্যর্থবিরোধেঽপি প্রতি-শব্দো দৃষ্টঃ, ততশ্চ প্রতিযাত গমনবিরোধিবিষয়ান্ কুরুতেত্যর্থঃ। এবং তাসাং পূর্ব্ববৎ সংলাপো দ্বিধা—কাসুচিদ্যথার্থমেব কাসুচিচ্চানুরাগ-বিবর্ত্তেন নবনবীভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কথা শ্রবণাদি হইতে আমাতে যেরূপ ভাব হয়, সন্নিকর্ষের দ্বারা সেরূপ হয় না; সুতরাং অন্যে যাহারা নিকটাবর্ত্তী সেই পতিন্মন্য (নিজেকে পতি বলিয়া মনে করে) সকলের নিকটে বাস করিলেও তাহাদের প্রতি তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হয় না, এই অর্থ। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ আছে যে, 'পরস্পর প্রেমযোগ্য স্ত্রী-পুরুষের সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রণয় বন্ধন যেরূপ হয়, শ্রবণাদি দ্বারা সেরূপ হয় না।' প্রকরণপ্রাপ্ত 'ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্" এই শ্লোকার্দ্ধের 'ন' শব্দটির সহিত 'প্রতিযাত' শব্দের অন্বয় করিয়া বলিলেন—'তস্মাৎ গৃহান্ প্রতি ন যাত'। অতএব তোমরা আমাকে ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া যাইও না। অথবা 'প্রতিযাত ততো গৃহান্' এই পদের 'ততো গৃহান্' এই সন্ধিতে ততো+অগৃহান্=ততোগৃহান্' 'অ'কার বিশ্লেষ করিতে হইবে। তারপর 'যাত' পদের সহিত 'অ'কার অন্বয় করিলে 'অযাত' হইল। তাহার অর্থ—গৃহে ফিরিয়া যাইও না। অথবা 'প্রতি' শব্দে প্রকৃতিগত ধাতুর বিরোধ হইলেও প্রতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রত্যাখ্যান, প্রতিপক্ষ প্রভৃতি। এখানেও সেইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে 'প্রতি'-শব্দ প্রতিষেধার্থ। এইরূপে ব্রজদেবীগণের প্রেমসংলাপ পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা ও উপেক্ষা, এই যুগলার্থ সন্ধাপনময় ভঙ্গীর দ্বারা নব নব ভাবের উন্মেষ হইলেও তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবচনের উপেক্ষাভঙ্গীই স্থান পাইয়াছিল। এইরূপে তাঁহাদের সম্বন্ধে সংলাপ দুইপ্রকার—কোন কোন ব্রজদেবী সম্বন্ধে যথার্থই। আর কোন কোন ব্রজদেবীর পক্ষে অনুরাগবিবর্ত্তে নব-নবায়মান ভাবের সূচনার্থ জানিতে হইবে। ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮

সারার্থদর্শিনী

২৭। নন্থ, কথমন্যথা সম্ভাবয়সি? ন বয়ং ত্বদঙ্গসঙ্গার্থমাগতাঃ কিন্তু গর্গোক্তিপ্রামাণ্যান্নারায়ণস্ত সমো নাস্ত ইত্যতস্ত্বামেব নারায়ণং জ্ঞাত্বা ত্বদ্ভক্তিকামা বয়মাগতাস্তদদ্যতনীং রাত্রিং স্বসমীপ এবাস্মান্ স্থাপয়িত্বা কৃপয়া স্বচরণসরোজং পরিচারয়েতি চেত্তত্রাহ,—শ্রবণাদিতি। শুদ্ধভক্তাঃ খলু সামীপ্যসালোক্যাদিকমপি ন কাময়ন্তে যথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমিতি প্রসিদ্ধির্ভবতীভি বৈষ্ণবীভিঃ শ্রুতৈবেতি ভাবঃ। পক্ষে, শ্রবণাদিভ্যো ভাবঃ কন্দর্পস্তথা ন ভবতি যথা সন্নিকর্ষেণেত্যতো গৃহান্ প্রতি ন যাতেতি নঞ্ আবৃত্ত্যান্বয়ঃ। যদ্বা, নঞ্ পর্য্যায়স্তাকারস্য প্রশ্লেষেণ অগৃহান্ ন গৃহান্ প্রতিযাতেত্যর্থঃ ॥২৭॥

মূলানুবাদ

২৮। শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীগোবিন্দের তাদৃশ অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া গোপীগণ নিতান্ত বিষণ্ণ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা দুর্ব্বার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৭। যদি বল, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্যপ্রকার সম্ভাবনা করিতেছ কেন? আমরা তোমার অঙ্গ সঙ্গ জন্য আসি নাই; কিন্তু তুমি 'নারায়ণের সমান" এই শ্রীগর্গোক্তি অনুসারে অর্থাৎ সেই প্রামাণ্যবলেই তোমাকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া এবং তদীয় চরণে ভক্তি কামনায় আমরা এখানে আসিয়াছি। অতএব অদ্য রাত্রিতে স্বসমীপে আমাদিগকে রাখিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বচরণসরোজের পরিচর্য্যা দান করিয়া আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর। তাহাতেই বলিতেছেন—শ্রবণাদিতি। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্ত্তনে যেরূপ আমাতে প্রীতি লাভ হয়, অঙ্গ সঙ্গে তাহা হয় না। আমার শুদ্ধভক্তগণ যেরূপ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেরূপ সামীপ্য, সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করেন না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। আর তোমরা যখন বৈষ্ণবী, তখন ইহা নিশ্চয়ই অবগত আছ। প্রার্থনা পক্ষে—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি হইতে আমাতে যেমন ভাব বা কন্দর্পোদ্দীপন না হয়, সন্নিকর্ষের দ্বারা তাহা হয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। মূলে "প্রতিযাত ততো গৃহান্" পাঠ আছে, এস্থলে 'ততঃ অগৃহান্ প্রতিযাত' পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'অ'কার বিশ্লেষহেতু নিষেধার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৮। ইতি এতদ্গোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রত্বেন গোকুলমাত্রহিতস্যাপি, কিমুত স্বেষু; ভাষিতং স্ফুটমেব বচনং, বিপ্রিয়মিতি অর্থদ্বয়স্য স্পর্শিত্বেনানিশ্চিতাশয়ত্বাৎ. উৎকণ্ঠাস্বভাবেন তাসামুপেক্ষৈব স্ফুরিতেতি। বিষণ্ণা অন্তস্তপ্তাঃ সত্যঃ, যতো ভগ্নঃ সঙ্কল্পস্তদঙ্গসঙ্গবিষয়শ্চিরন্তনমনোরথো যাসাং তাঃ. অতো দুরত্যয়ামনতিক্রম্যাং চিন্তামনিষ্টাপ্তীষ্টানবাপ্তিজন্যং ধ্যানমাপুঃ। অয়ং প্রেমার্দ্রকোমলস্বভাবোঽপি পরমকাঠিন্যমস্মদ্দৌর্ভাগ্যেন গতঃ, তদধুনা কিং সপাদগ্রহণকাকুভিরমুমনুনয়েম উত প্রতিবচনেন বা, প্রযত্নতঃ ক্ষণং ধৈর্য্যাবলম্বনেন বা, শাঠ্যতো ব্রজং প্রতিনিবৃত্ত্যা বা, দুরবগাহগাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম? কিংবা সদ্য এব প্রাণাংস্ত্যজেম, অত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনাপ্রবেশাদিনেত্যাদি চিন্তয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥২৮॥

সারার্থদর্শিনী

২৮। গাঃ নানাবিধান্ বাগ্বিলাসান্ প্রয়োক্তুং বিন্দতে লভত ইতি গোবিন্দস্তস্য ভাষিতং "ভাষ ব্যক্তায়াং বাচী"ত্যতো ব্যক্তবাক্যং বিপ্রিয়মাকর্ণ্য তদেব ধ্বনিশ্লেষযুক্তং অব্যক্তবাক্যং তস্য প্রিয়ত্বে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৮। 'ইতি' শ্লোকে বলিতেছেন, এই গোবিন্দের অর্থাৎ ইনি গোকুলের ইন্দ্র বলিয়া যখন গোকুলবাসীমাত্রের হিতকারী কিংবা হিত সাধন করিয়া থাকেন তখন গোপীগণের ন্যায় স্বজনের প্রতিও যে সেইরূপ হিতসাধন করিবেন, তাহা কি বলিতে হইবে? 'ভাষিতং'—স্পষ্ট বাক্যই বিপ্রিয়। কারণ প্রতি বাক্যই অর্থদ্বয়স্পর্শী বলিয়া বাক্যের অভিপ্রায় অনুকূল কি প্রতিকূল নিশ্চয় হয় না। উৎকণ্ঠার স্বভাবে তাঁহাদের কাছে উপেক্ষা অর্থই স্ফুরিত হইতেছিল।

'বিষণ্ণা'—অন্তরে তপ্তা, যেহেতু তাঁহাদের সঙ্কল্প কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ বিষয়ক চিরন্তন মনোরথ ভঙ্গ হইয়াছে। অতএব দুরত্যয়া—অনতিক্রমনীয়া চিন্তা। এখানে চিন্তা বলিতে অনিষ্ট প্রাপ্তি এবং ইষ্ট বিষয় অপ্রাপ্তি জন্য ধ্যান। অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমার্দ্র কোমল স্বভাববিশিষ্ট হইলেও আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অতিশয় কঠিন হইয়াছেন। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাঁহার পাদগ্রহণ পূর্ব্বক কাকুবাক্য দ্বারা কি অনুনয় করিব? অথবা বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহার কথার অযৌক্তিকতা বুঝাইয়া দিব? কিংবা প্রযত্ন দ্বারা ক্ষণকাল ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এইখানেই থাকিব? কিংবা কৃত্রিম শঠতা অবলম্বনে ব্রজের দিকে যাইয়া তাঁহার প্রকৃত মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিব? অর্থাৎ ইঁহার দুর্ব্বোধ গাম্ভীর্য্য নিশ্চয় করিব? কিংবা অদ্যই প্রাণত্যাগ করিব? কিন্তু এই প্রাণত্যাগ কোথায় কি ভাবে করিব? ইঁহার সাক্ষাতে না অসাক্ষাতে? যমুনা প্রবেশাদি দ্বারা? কিংবা যে কোন প্রকারে প্রাণ বিসর্জন করিব? ইত্যাদি প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

সারার্থদর্শিনী

বুদ্ধ্যা সম্যগবগতেঽপীত্যর্থঃ। ব্যক্তবাক্যস্য বিপ্রিয়ত্বে কারণমদৃষ্ট্বা অব্যক্তবাক্যস্যাপি প্রিয়ত্বে সন্দিহানাস্তা অনুরাগস্থায়িভাবোত্থদৈন্যোদয়াৎ সত্যমযোগ্যা অস্মানয়মুপেক্ষেতেঽস্মৈবেতি নিশ্চিত্য বিষণ্ণা যদর্থমহোপতিকুল-পিতৃকুল-ধর্ম্ম--ধৈর্য্য ভয়-লজ্জাদিকমুপেক্ষ্যায়াতাঃ স খল্বস্মানুপেক্ষত ইতি ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুঃ কিং সকাকু-পাদগ্রহণমিমমনুনয়েম, কিম্বা প্রযত্নতো ধৈর্য্যমবলম্ব্য কৃত্রিমশাঠ্যেন ব্রজং প্রতি নিবৃত্ত্যা দুরবগাহ-গাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম, কিম্বা প্রাণান্ পরিত্যজেম। তত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনা প্রবেশাদিনা বা। হন্ত প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাস্য শ্রীমুখং কথং পশ্যেম। অত্যক্ত্বা বা কথমত্র স্থাতুং প্রাপ্যাম এতদাদিষ্টং পত্যাদিভজনরূপং বান্তর্ভক্ষণং কর্ত্তুং বা কথং প্রভবাম ক্ব যাম কিং করবামেত্যাদীতিকর্ত্তব্য-মূঢ়া বভূবুরিত্যর্থঃ। "আদ্যং গোপীতি চাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন ববর্ষ বর্ষিষম্। কৃষ্ণস্তদেবাপ্ত পপুঃ সুবিস্মিতাঃ বিশ্বস্য তাঃ কা জহতি ব্রতং নির্জ্জম্" ॥২৮॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৮। গী—যিনি নানাবিধ বাগ্‌বিলাস প্রয়োগ করিতে জানেন, তিনিই গোবিন্দ নামে অভিহিত হন। তাঁহারই ভাষিত (ব্যক্তরূপে কথিত বচন) বিপ্রিয় (অপ্রিয়) শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের বাক্য সাক্ষাৎ বাগধিষ্ঠাত্রীর গোচর না হইলেও প্রেমবতী ব্রজদেবীগণের পক্ষে তাঁহার বাক্যভঙ্গির মর্ম্মগ্রহণ কঠিন নহে; কিন্তু তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে উপেক্ষাময় অর্থই প্রকাশ পাইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের শ্লেষ ও শ্লেষযুক্ত অব্যক্ত বাক্য, তাঁহার প্রিয় বলিয়া ব্রজদেবীগণের পক্ষে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ কঠিন না হইলেও ব্যক্তবাক্যের বিপ্রিয়তায় কোনরূপ কারণ দেখিতে না পাইয়া অব্যক্ত বাক্যেরই প্রিয়ত্বে সন্দিহান হইলেন। তখন অনুরাগবতী ব্রজদেবীগণের স্থায়িভাব হইতে দৈন্যের উদয় হওয়ায় তাঁহারা নিশ্চয় করিলেন--সত্য সত্যই আমরা তাঁহার সেবার অযোগ্যা, তাই তিনি আমাদিগকে উপেক্ষা করিলেন। এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হেতু বিষণ্ণ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! যাঁহার জন্য পতিকুল, পিতৃকুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ভয় ও লজ্জাদি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তিনিই কিনা আজ আমাদিগকে উপেক্ষা করিলেন? এইরূপে ভগ্নসঙ্কল্পা হইয়া অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্না হইলেন। আমরা এখন কি করিব? আমরা কি এখন ইঁহার চরণ ধারণ করিয়া কাকুতি মিনতি দ্বারা ইহাঁকে পরিতুষ্ট করিব? কিংবা প্রযত্ন সহকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৃত্রিম শঠতা অবলম্বন পূর্বক ব্রজাভিমুখে যাইবার অভিনয় ছলে দুরবগাহ গাম্ভীর্য্যশালী ইহাঁর মনোগত অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করিব? কিংবা এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব? বা যমুনায় প্রবেশ করিব? কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিব?

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমষিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্॥ ২৯

ভাবার্থদীপিকা

২৯। চিন্তাং প্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ কৃত্বেতি। শুচঃ শোকাদুদ্গতেন শ্বসনেন শুষ্যন্ত্যো বিম্বফলসদৃশা অধরা যেষু মুখেষু তানি অব অবাঞ্চি কৃত্বা তথা অঙ্গুষ্ঠেন মহীং লিখন্ত্যঃ তথা গৃহীতকজ্জলৈরশ্রুভিঃ কুচকুঙ্কুমানি ক্ষালয়ন্ত্যস্তূষ্ণীং স্থিতাঃ যত উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ॥ ২৯॥

মূলানুবাদ

২৯। তাঁহারা গুরুতর শোকে মুখ আনত করিলেন। দীর্ঘ উষ্ণশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইতে লাগিল; বামপদের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তাঁহারা ভূমিগাত্রে লিখিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাদের কজ্জলাক্ত অশ্রুধারায় কুচকুঙ্কুম ধৌত হইতে লাগিল। তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৯। চিন্তাপ্রাপ্ত গোপীগণ যে ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাই 'কৃত্বা' শ্লোকে বলিতেছেন —অত্যন্ত শোক জন্য সুদীর্ঘ উষ্ণশ্বাসে তাঁহাদের বিম্বফল সদৃশ অধর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাই তাঁহারা বদন অবনত করিয়া বামপদাঙ্গুষ্ঠে ভূমি খনন, তথা কজ্জলাক্ত অশ্রুধারায় স্তনগত কুঙ্কুম প্রক্ষালন করিতে করিতে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেহেতু তাঁহারা গুরুতর দুঃখভার-পীড়িতা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হায়! হায়! কি কষ্ট! প্রাণত্যাগ করিলে ইহাঁর শ্রীমুখ কি প্রকারে দেখিব? আর যদি প্রাণত্যাগ নাও করি, তাহা হইলেও বা কি প্রকারে ইহাঁর সাক্ষাতে অবস্থিতি করিতে পারি? এইরূপ চিন্তার শত শত তরঙ্গাঘাতে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। আর ইহাঁর আদেশানুসারে পত্যাদি ভজনরূপ বান্তভক্ষণ (বান্ত – বমু উদ্গীরণে + ক্ত = উদ্গীর্ণ) অর্থাৎ বমনভোজন করিতেই বা কি প্রকারে সমর্থা হই? কোথায় যাইব? কি করিব? ইত্যাদি চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইস্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। সেইজন্য শুনিতে পাওয়া যায়—"শ্রীকৃষ্ণ-জলধরের বংশীনাদরূপ মেঘগর্জ্জনে আহূত হইয়া গোপী-চাতকীকুল জলধরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু জলধর লীলামৃত বর্ষণ না করিয়া উপেক্ষাময় বচনরূপ বিষবর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহারা সুবিস্মিত হইয়া তাহাই পান করিতেছেন। কেন না জগতের কেহই নিজ স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না"।২৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৯। অতএব তূষ্ণীঃ তস্থুঃ ক্ষণং পরমচিন্তাবেশেন বাগিন্দ্রিয়বৃত্ত্যস্ফূর্ত্তেঃ। শুচ ইত্যনেন, শুষ্যদিত্যনেন চ শ্বাসস্য দীর্ঘতোষ্ণতা চ ধ্বনিতা। শতৃ-প্রয়োগেণ তু শোষাবিচ্ছেদঃ। বিম্বেত্যরুণতা কোমলতা চ, অতোঽধরাণামতিশোষো ম্লানতা চ সূচিতৈব; চরণেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠেন ভূলিখনং চিন্তানুভাবঃ; হে ভূমে বিদীর্ণা ভব, প্রবিশামো বয়মিত্যস্য ভাবঃ। এবমূর্দ্ধাবস্থিতিরেব গম্যতে। উপাত্তমসিভিরিতি—কুচকুঙ্কুমানি মৃজন্ত্য ইতি চাস্রাণাং ধারা সূচ্যতে; তস্যা অপি বাহুল্যবিবক্ষয়া বহুত্বম্। অত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ—উরুদুঃখস্য বিষাদস্য ভরো ভারো যাসু তাঃ। অনেনানুক্তমন্যদপি সন্তাপরুমাদিকং গৃহ্যতে, তেন বৈবর্ণ্যস্তম্ভাদয়োঽপি জাতা ইত্যর্থঃ। স্মেতি প্রসিদ্ধৌ নর্ম্মোক্ত্যাপি তাসাং তাদৃশশোকে ত্বসম্ভাবনা ন কার্য্যা ইতি ভাবঃ, যদ্বা, বিস্ময়ে—ঈদৃশীপি তাদৃশদুঃখমভূদহো প্রেমমহিম্নেতি। এতে চ চিন্তানুভাবা ন তাসাং বক্ষ্যমাণনিষেধরূপ-প্রতিবচনার্থবিশেষভঞ্জকাঃ, কামিকৃতপ্রার্থনায়াং কুলবতীনাং তৎসত্ত্বাৎ তাসাং রসাবিরোধিভাবোদয়-স্বভাবাচ্চ। ॥২৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৯। অতিশয় দুঃখভরে ব্রজদেবীগণ মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। ক্ষণকাল অতিশয় চিন্তার আবেশে বাগিন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফূর্ত্তি রোধ হইয়াছিল। 'শুচঃ' এবং 'শুষ্যৎ' এই দুইটি পদ প্রয়োগ দ্বারা শ্বাসের দীর্ঘতা ও উষ্ণতা ধ্বনিত হইতেছে। 'শুষ্যৎ' এইপদে 'শতৃ' প্রত্যয় প্রয়োগ দ্বারা শোষের অবিচ্ছেদ সূচিত হইতেছে। পক্কবিম্বফলতুল্য তাঁহাদের অরুণ অধর শুষ্ক হইতে লাগিল। এখানে 'বিম্ব' শব্দ অধরের অরুণতা ও কোমলতা জ্ঞাপন করিলেও অতিমাত্র শুষ্কতা ও ম্লানতা সূচিত হইয়াছে। চরণের দ্বারা—বামপদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি খনন আরম্ভ করিলেন। ইহা প্রগাঢ় চিন্তার অনুভাব-দ্যোতক বা কার্য্য। হে পৃথিবী! তুমি বিদীর্ণা হও, আমরা প্রবেশ করি—এই অভিপ্রায়। এরূপে ভূমির ঊর্দ্ধে অবস্থিতিই বোধ হইতেছে, অর্থাৎ এখন আমাদের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করা অপেক্ষা ভূগর্ভে প্রবেশ করাই শ্রেয়স্কর। 'উপাত্তমসিভিঃ'—কজ্জলমিশ্রিত অশ্রুপ্রবাহে বক্ষঃলিপ্ত কুঙ্কুম প্রক্ষালিত হইতেছে। এখানে 'কজ্জলমিশ্রিত' ও 'প্রক্ষালিত' এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা প্রবল-বেগে অশ্রুধারা সূচিত হইতেছে এবং এই ধারার বাহুল্য বিবক্ষায় বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্র হেতু—তাঁহাদের হৃদয়ে উরুদুঃখ—বিষাদের ভার আতিশয্য হেতু সন্তাপ রুম প্রভৃতি অন্য যে লক্ষণগুলি উক্ত হয় নাই, তাহাও ইহা দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। সেইজন্য বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে, এই অর্থ। মূলে 'স্ম' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। ইহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মোক্তি (পরিহাস বাক্য) দ্বারাও তাঁহাদের

সারার্থদর্শিনী

২৯। চিন্তায়া অনুভাবানাহ, কৃষ্ণেতি। মুখানি অব অধঃ কৃত্বেতি লজ্জা ধ্বনিতা। প্রেয়ো২নুরোধাদস্মাকং স্বাভাবিকলজ্জাত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ যতঃ কুলবত্তীনাং পুঞ্জীভূতলজ্জানামপ্যস্মাকং লজ্জাত্যাগঃ খলু প্রেমহেতুক এব। সচ প্রেমরসবিদাং মতে সঙ্গীত এব নতু বিগীতঃ। প্রেয়স্তু লক্ষণমেতদেব যৎ, স্ববিষয়ং পরমেশ্বরমপ্যতিশয়েন বশীকরোতি তৎ প্রেমেতি। ততশ্চ যদস্মাকং প্রেমবিষয়োহয়ং কৃষ্ণো ন বশোহভূত্তদাস্মাকং প্রেমৈব নাস্তীত্যবগতং লজ্জাত্যাগোহয়ং কিং হেতুকোহভূদিত্য-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শোকের অসম্ভাবনা করিতে হইবেনা। অথবা 'স্ম' শব্দের অর্থ বিস্ময়। এই বিষয়ে বিস্ময়ান্বিত হইও না। অহো! তাঁহাদের প্রেমের কি মহিমা! শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্যেও তাদৃশ দুঃখের আবির্ভাব হেতু তাঁহারা কি যে অনির্ব্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বর্ণণার ভাষা নাই। ইহা প্রগাঢ় চিন্তারই অনুভাব। পরে তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিষেধাত্মক বচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, সেই প্রতিবচনে কোনরূপ অনিষ্টকর হয় নাই অর্থাৎ এতাদৃশ চিন্তা জন্য অনুভাববিশেষ হইতে বক্ষ্যমাণ প্রতিবচনের নিষেধপর অর্থসঙ্গতির কোন ব্যাঘাত হইবে না। কারণ কামীজন-কৃত প্রার্থনায় কুলবতীগণের ঐরূপ চিন্তা জন্য তাদৃশ প্রত্যুত্তরদান সম্ভব না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অনুভাব (চিহ্ন) অসম্ভব নহে। এইরূপে তাঁহাদের স্বাভাবিক রসের অবিরোধে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রজরমণীগণের প্রত্যুত্তরে যে নিষেধার্থ আছে, সেই নিষেধপক্ষে অশ্রুপতনাদি অনুভাবেরও ঐরূপ অর্থবিশেষ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা, রসবস্তু স্বতঃই স্বীয় স্ফূর্ত্তির অবিরোধে অনুভাবাদির অভিব্যক্তি করাইয়া দেয়। সুতরাং ব্রজরমণীগণের নিষেধপক্ষে উক্ত অনুভাবাদির এই প্রকার তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে রসবিরোধ উপস্থিত হইবে ॥২৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৯। চিন্তার অনুভাব বর্ণন করিতেছেন—'কৃত্বেতি'। গোপীগণ অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাতে লজ্জাই ধ্বনিত হইল। হায়! প্রেমের অনুরোধে আমাদের স্বাভাবিক লজ্জাত্যাগও এক্ষণে লজ্জার কারণ হইল? আমরা কুলবতী, পুঞ্জীভূত লজ্জাশীলা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু আমাদের সেই লজ্জাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই প্রেমই প্রেমরসবিদ্‌গণের মতে সম্যক্ সঙ্গীত হইয়া থাকে, কদাচ বিগীত বা নিন্দিত হয় না। প্রেমের লক্ষণ এই যে, প্রেম উদয় হইলে সেই প্রেমের বিষয় যে

সারার্থদর্শিনী

মৃতাপো লজ্জাচিন্তা চ তত্রানুতাপং বিবৃণ্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি। মুখানি কীদৃশানি? শুচঃ শোকানুভূতেন খসনেনোষ্ণশ্বাসেন শুষ্যন্তো বিম্বাধরা যেষু তানি, সূর্য্যাতপেন পক্কবিম্বফলানাং শোষে সতি স্থৌল্যস্যাপগমঃ স্পষ্টমলিনত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথা অধরাণামপ্যভূদিতি ভাবঃ। লজ্জাচিন্তে বিবৃণোতি,—চরণেন বামপদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত্য ইতি। হে ধরিত্রি, বিদীর্ণা ভব ত্বয়ি বয়ং প্রবিশাম ইতি ভাবঃ। শোকসন্তাপৌ বিবৃণোতি,—উপাত্তমসিভিঃ কজ্জলাক্তৈরস্রৈঃ কুচয়োঃ কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ তেন বিচ্ছেদবর্দ্ধকেন মহানুতাপক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। অস্রৈরিতি বহুবচনেন মৃজন্ত্য ইতি বর্ত্তমানকালেন চাস্রাণাং প্রবাহবতী ধারা সূচিতা। তাবদ্ভির্বাসৈরন্তরীয়বস্ত্রাণ্যপ্যার্দ্রয়ন্তি ইত্যনুক্ত্যা এবং সম্ভাব্যতে। নয়নোত্থযমুনাদ্বয়হৃদয়োত্থসন্তাপানলয়োর্নির্ব্বাপণশোষণকাময়ো বিবাদে ন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ো বা দৃষ্ট ইতি। উরুভারস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ। তূষ্ণীমিতি ভারাসহিষ্ণুত্বয়েব চেতনায়া অপগমাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ তত্পূরিতি তাসাং গতচেতনানাং পাঞ্চালিকানামিবোর্দ্ধাবস্থিতিরবগম্যতে ॥২৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

পরমেশ্বর, তাঁহাকে পর্য্যন্ত বশীভূত করিয়া থাকে। অতএব আমাদের প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমরা প্রেমে বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয়ই আমাদের প্রেম নাই। অতএব আমাদের লজ্জা ত্যাগের হেতু কি হইল? অর্থাৎ বৃথা হইয়াছে। এই প্রকারে ব্রজদেবীদের অনুতাপ, লজ্জা ও চিন্তা উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে অনুতাপ বিবৃত হইতেছে—অনুতাপে গোপীগণের বদন মলিন হইয়া গেল। সেই মুখ কীদৃশ? শোকাবেগজনিত শুষ্ক। যেমন সূর্য্যের তাপে পক্ক বিম্বফলসকল শুষ্ক হইলে স্থূলত্বের অপগম ও মলিন হইয়া থাকে সেইরূপ গোপীগণের মুখমণ্ডলে শোকের আবেগে প্রখর রবিতুল্য উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে সুকোমল বিম্বাধর শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। লজ্জা ও চিন্তা বিবৃত হইতেছে—গোপীগণ লজ্জায় ও চিন্তায় অধোমুখ হইয়া বামচরণের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমিলিখন (ভূমিতে রেখাঙ্কন) করিতে লাগিলেন। ভূমি লিখনের ভাবার্থ এই—হে ধরিত্রি! তুমি বিদীর্ণা হও। আমরা তোমাতে প্রবেশ করি। অতঃপর শোক ও সন্তাপ বিবৃত হইতেছে—গোপীগণ কজ্জলাক্ত অশ্রুধারায় কুচলিপ্ত কুঙ্কুম প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন বিচ্ছেদবর্দ্ধক মহা অনুতাপরূপ ক্রকচ (করাত) দ্বারা স্ব স্ব কলেবরকে দ্বিধা বিদারণ করিবার নিমিত্ত শ্যামবর্ণ সূত্র রেখাদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। ইত্যাদি সম্ভাবনা ধ্বনিত হইল। 'অস্রৈঃ' এই বহুবচনে এবং 'মৃজন্ত্যঃ' এই বর্ত্তমানকালের ক্রিয়া প্রয়োগে তাঁহাদের কজ্জলাক্ত নেত্রদ্বয়ের প্রবাহবতী ধারাদ্বারা অন্তরীয় বস্ত্র আর্দ্র করিয়া কুচলিপ্ত কুঙ্কুম প্রক্ষালন সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন,—নয়নযুগল হইতে নিঃসৃত যমুনাদ্বয় ও হৃদয় হইতে

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০

ভাবার্থদীপিকা

৩০। কিঞ্চ প্রেষ্ঠমিতি। কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ অব্রুবত স্ম। সংরম্ভে কারণং প্রেষ্ঠমিত্যাদি। প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং প্রত্যাচক্ষাণম্ ॥৩০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩০। প্রেষ্ঠং প্রিয়তমমপি প্রিয়েতরমিব প্রিয়মাত্রাদিতরমিব প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তম্। নন্থ তর্হি তস্মান্নয়ঃ কথং ন ন্যবর্ত্তয়ন্? তত্রাহ—তদর্থং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তয়ে বিশেষেণ নিবর্ত্তিতাঃ, পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিরস্তাস্ত্ব্যতিরিক্তা অশেষাভিলাষা যাভিস্তাঃ। অতস্তন্নিবর্ত্তয়িতুং নাশক্নুবন্নিতি ভাবঃ কুতঃ? কৃষ্ণং পরমানন্দঘনতয়া সর্ব্বচিত্তাকর্ষকতয়া চ তন্নাম্না প্রসিদ্ধং শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনম্। নন্থ উরুদুঃখাক্রান্তাঃ

মূলানুবাদ

৩০। অনুরক্ত গোপীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অপ্রিয়ের ন্যায় বাক্যে নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাদের নয়নযুগল শোকাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহারা এক্ষণে নেত্রমার্জন করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩০। আরও, 'প্রেষ্ঠং' শ্লোকে কিঞ্চিৎ কোপাবেশ বশতঃ গদ্‌গদ বচনে অপ্রিয়বৎ প্রত্যাখ্যানকারী প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সংরম্ভের কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম হইয়াও অপ্রিয়বৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন বলিয়াই সংরম্ভ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

উত্থিত সন্তাপানল, ইহারা পরস্পর নির্ব্বাপণ ও শোষণ কামনায় বিবাদ করিতেছে। অর্থাৎ যমুনা কলেবরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গোপীদের নয়নযুগলের আশ্রয় গ্রহণরূপে ধারাদ্বয়ে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়োত্থ সন্তাপানলকে নির্ব্বাপণ করিবার কামনা করিতে লাগিল। পরন্তু এতাদৃশ বিবাদে যমুনাদ্বয় ও সন্তাপানল উভয়ের মধ্যে কাহারই জয় বা পরাজয় দৃষ্ট হইল না। আর তখন গোপীগণ গুরুতর দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং সেই মহা-দুঃখভার সহনে অসমর্থাহেতু হতচৈতন্য অর্থাৎ পাঞ্চালিকাবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ॥ ২৯ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কথং বক্তুমপি শক্তাঃ? তত্রাহ—সংরম্ভেতি। অমর্ষেণ বিষাদকার্য্যেণৈব বিষাদাবরণাদিতি ভাবঃ। তত্র নেত্রমার্জ্জনং ভাবদ্বয়সন্ধিজং, তচ্চ প্রণয়কোপস্বভাবতঃ। কিঞ্চিচ্ছ্রীমুখাবলোকনপূর্ব্বকবচনার্থমিতি পরমার্ত্ত্যা লজ্জাশৈথিল্যমপি গম্যতে কিঞ্চিদিতি বিষাদাংশস্যান্তর্ভূতত্বাৎ। তদ্দ্বয়কার্য্যং গদ্গদত্বম্, অনুরক্তা ইতি বিষণ্ণতাদৌ সর্বত্রৈব হেতুঃ ॥৩০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩০। 'প্রেষ্ঠ'—(শ্রীকৃষ্ণ) প্রিয়তম হইয়াও যখন অপ্রিয়ের ন্যায় প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন ব্রজদেবীগণ তাঁহা হইতে নিজ নিজ মনকে নিবর্ত্তন করিলেন না কেন? তাহাতে বলিতেছেন 'তদর্থম্'—শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি নিমিত্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি লালসায় তাঁহারা সর্ব্ববিধ কামনা-নিবর্ত্তিতা, পুনরায় যে প্রকারে তাঁহাদের সংসারে সম্বন্ধলেশও না হয় সেই-প্রকারে নিরস্ত হইয়াছে কৃষ্ণ ভিন্ন সকল অভিলাষ যাঁহাদের। অর্থাৎ এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন পতি-পুত্রাদির সকল অভিলাষ জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এইজন্য মনকে তাঁহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। কেন? 'কৃষ্ণ' পরমানন্দঘন ও সর্ব্বচিত্তাকর্ষক-হেতু সেইনামে প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। অর্থাৎ তাঁহাতে একবার মন অর্পণ করিলে পুনরায় সেই মনকে প্রত্যাহরণ করা যায় না। যদি বল তাঁহারা অতিশয় দুঃখে আক্রান্ত হইয়া কিরূপে কথা কহিতে সমর্থা হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'সংরম্ভ' ইত্যাদি। বিষাদ দ্বারাই বিষাদের আবরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রণয়কোপ-হেতু অমর্ষ, ইহা বিষাদের কার্য্য। এস্থলে বিষাদের কার্য্য অমর্ষের দ্বারাই বিষাদ আবরণ হওয়ায় কথা বলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাময় বচনে তাঁহাদের হৃদয়ে যে বিষাদ হইয়াছিল, প্রার্থনাভঙ্গী-স্মৃতি আসিয়া সেই বিষাদকে আবরণ করিয়া প্রণয়কোপের প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা নয়ন মার্জ্জনা করিয়া প্রণয়কোপবশতঃ অপ্রিয় বা প্রত্যাখ্যানকারী শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া গদ্গদবচনে বলিতে লাগিলেন। এস্থলে নয়নমার্জ্জনরূপ কার্য্য হইতেছে অমর্ষ ও বিষাদরূপ-ভাবদ্বয়ের সন্ধি হইতে জাত। তাহা প্রণয়জনিত কোপের স্বভাব হইতে, কিঞ্চিৎ শ্রীমুখ দর্শন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবচনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার জন্যই তাঁহারা নেত্র মার্জ্জনা করিলেন। । ইহাতে বুঝা গেল যে, পরম আর্তিহেতু তাঁহাদের লজ্জাও শিথিল হইয়াছিল। ইহাতে বিষাদাংশ অন্তর্ভূত আছে বলিয়া 'কিঞ্চিৎ' বলিয়াছেন—অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন না। বিষাদ ও লজ্জার কার্য্য হইতেছে গদগদভাব। 'অনুরক্তা' এই বিশেষণটী বিষণ্ণতাদি সকল ভাবের হেতু॥ ৩০ ॥

সারার্থদর্শিনী

৩০। ততশ্চ কিমরণ্যরোদনং কুরুধ্বে প্রসন্নমুখ্যঃ সত্যঃ স্বস্বগৃহং কিং ত্বরিতং ন গচ্ছতেত্যুচ্চৈরুচ্চরিতেন ভগবদ্বাক্যেন কর্ণাধ্বনান্তঃপ্রবিষ্টেবত্যা মূর্চ্ছাতস্তাঃ প্রবোধিতাঃ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্যাহ,—প্রেষ্ঠং পূর্বং বহুশঃ কৃতাঙ্গসঙ্গত্বাৎ প্রিয়তমং অথচ কারণং বিনৈব প্রিয়েতরমিব প্রতিকূলং স্বস্বপতিং ভজধ্বমিত্যতিকঠোরং ভাষমাণম্। এতচ্চ নৈব সম্ভবেৎ যতস্তদর্থং বিশেষেণ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কামা যাভিস্তাঃ। অত্রান্যশব্দস্যাপ্রয়োগাৎ সর্ব্বশব্দপ্রয়োগাচ্চ ভগবৎসুখার্থকঃ কামঃ কামশব্দেন নোচ্যতে ইতি শ্রীশুকাভিপ্রায়ঃ। রুদিতেনোপহতে অন্ধীভূতে নেত্রে বিমৃজ্যেতি অয়মন্তকালোঽস্মাকমাগতস্তং সকৃদপ্যেতস্য মুখকমলং দৃষ্ট্বা ম্রিয়ামহে ইত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত প্রেয়সাপি ভূত্বা বিনৈবাপরাধং কথমেতাবান্ প্রাণান্তো দণ্ডঃ ক্রিয়তে ইতি সংরম্ভস্তথা বয়মেতদনুরূপগুণাদ্যভাবাদঙ্গসঙ্গাযোগ্য এব ভবামঃ অতস্ত্যজ্যামহে ইতি মননাৎ সংরম্ভাভাবশ্চেত্যতঃ কিঞ্চিৎ সংরম্ভেন গদ্গদা গিরো যাসাং তাঃ। নন্থ, উভয়থাপি প্রেমশূন্যাস্তস্মান্নিবৃত্তিরেবোচিতেত্যত আহ,—অনুরক্তা ইতি। অনুরাগান্ধা হি বিচারং ন সহন্ত ইতি ভাবঃ ॥৩০॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩০। এইরূপে তোমরা বৃথা অরণ্যে রোদন করিতেছ কেন? প্রসন্নমুখে নিজ নিজ গৃহে শীঘ্র গমন কর,—এই কথা যখন শ্রীভগবান উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, তখন ব্রজদেবীদের কর্ণে সেই কথা প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা মূর্চ্ছা হইতে প্রবোধিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। (শ্রীশুকদেব প্রথমে তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থার কথা বলিতেছেন।) শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে বহুবার গোপীদিগের অঙ্গসঙ্গ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বলিয়া জানেন। অথচ এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বিনা কারণে "তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও এবং স্ব স্ব পতির ভজনা কর"—এই অতি কঠোর অপ্রিয় বাক্য গোপীদিগকে বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার সংসারে কোনপ্রকারে বিষয়সম্বন্ধের গন্ধমাত্রও না থাকে, সেই প্রকারে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। "বিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামাঃ" এস্থলে 'অন্য' শব্দের অপ্রয়োগ এবং 'সর্ব্ব' এই কথার প্রয়োগে ভগবৎসুখার্থ কামকে কাম না বলাই সঙ্গত, শ্রীশুকদেবের এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্রজদেবীসকল রোদন হেতু বাষ্পভরে অন্ধপ্রায় লোচনযুগল হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন। অভিপ্রায় এই—আমাদের অন্তিমকাল আগত, এসময় একবার শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিয়া মরিব। হায়! হায়! শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম হইয়াও বিনা অপরাধে এই প্রাণান্তকর দণ্ড করিয়াছেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ ।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥ ৩১

ভাবার্থদীপিকা

৩১। নৃশংসং ক্রূরম্। হে দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ। তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব মা ত্যজেতি ॥৩১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩১। শ্রীগোপ্য ঊচুরিতি। তত্রৈবং বিবেচনীয়ম্—যদ্যপি সমানভাবাপন্নত্বেন যুগপৎ-সমান-বচনস্ফূর্ত্তিরপি সম্ভবতি, তথাপ্যেকদোক্তৌ অতিকোলাহলতয়া নাতিরসাধায়কত্বাৎ, কাসাঞ্চিন্মুখ্যানামেব বচনং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ যুগপদ্বা তত্তন্মহাবাক্যোপসংহারে 'তন্নঃ প্রসীদ বরদ' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৩) ইতি 'সিঞ্চাঙ্গ' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৫) ইতি, 'তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনা'-(শ্রীভা ১০।২৯।৩৮) ইতি, 'তন্নো নিধেহি' (শ্রীভা ১০।২৯।৪১)

মূলানুবাদ

৩১। শ্রীগোপিকারা বলিলেন—হে বিভো! তোমার এইপ্রকার নিষ্ঠুর কথা বলা উচিত হয় না। আমরা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজনা করিয়াছি। আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। আদিপুরুষ নারায়ণ যেরূপ তাঁহার ভজনরত মুমুক্ষুগণকে ভজনা করেন, তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে ভজনা কর।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩১। গোপীগণ বলিলেন – হে নৃশংস! (ক্রূর), হে দুরবগ্রহ! (স্বচ্ছন্দবিহারিন্) আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল সেবা করিয়াছি। আমাদিগকে গ্রহণ কর। পরিত্যাগ করিও না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

প্রতি গোপীগণের কোপাবেশের কারণ। আর আমরা ইহাঁর অনুরূপ রূপ-গুণাদিহীনা বলিয়া অঙ্গসঙ্গের অযোগ্যা হইয়াছি, এজন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন—ইহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবেশ বশতঃ গদগদবচনে অপ্রিয়বৎ প্রত্যাখ্যানকারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যদি বল, গোপীগণ উভয়পক্ষেই প্রেমশূন্যা, সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য? তাহাতেই বলিতেছেন—অনুরক্তা। অনুরাগান্ধ জন বিচার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না। ॥ ৩০ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইতি স্বস্ববিবক্ষিতবচনচতুষ্টয়ান্তং ক্রমশো বা পূর্ব্বপূর্ব্বাসাং বাক্যস্থাপনপূর্ব্বকমেবোপন্যস্তমস্তি. চতুষ্টয়ত্বঞ্চ যূথশো দিক্‌চতুষ্টয়স্থিতত্বাত্তাসাম্। তথাপি সর্ব্বাসাং তৎসম্মুখত্বঞ্চ—'কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ' (শ্রীভা ১০।১৩৮) ইতিবৎ। 'যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে। জল্পতত্ত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শ্রীনাগরেশ্বরীঃ॥' শ্রীগোপীগণপ্রাণবল্লভায় ভগবতে নমঃ। অথ পত্যাদিপরিত্যাগেন ত্বদ্ভজনেঽস্মাকমধর্ম্মো

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩১। শ্রীগোপীগণ বলিতে লাগিলেন। তাহাতে এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে—যদিও তাঁহারা সমভাবাপন্ন বলিয়া সমান বাক্য স্ফূর্ত্তিও সম্ভব হয়, তথাপি একসময়ে বলিলে অত্যন্ত কোলাহল বশতঃ অতিশয় রসজনক হয় না। অতএব কোন কোন মুখ্যাগণেরই বচন বলিয়া জানিতে হইবে। সেই বচন এককালে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই সেই মহাবাক্যের সমাপ্তিতে বা উপসংহারে—'হে বরদ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন" এবং "অধরামৃত প্রবাহে আমাদিগকে সেচন করুন" এবং "হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন" "অতএব আমাদের বক্ষঃস্থলে আপনার করকমল স্থাপন করুন" এই প্রকার নিজ নিজ বিবক্ষিত বচনচতুষ্টয় (ঐ চারিটি দলের মধ্যে) এক এক যূথেশ্বরীর উক্তি জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই, শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতা গোপীগণ চারিটি দলে বিভক্তা ছিলেন এবং চারিদলের প্রধানা গোপী যুগপৎ বলিলেন কিম্বা পূর্ব্বদলের সেই সেই মহাবাক্যের উপসংহারে তাঁহাদের বাক্যস্থাপনপূর্ব্বকই বলিলেন, এই উভয় প্রকারই সম্ভব হইতে পারে। তাহার মধ্যে 'হে বরদ' ইত্যাদি উক্তি চতুষ্টয় এক একটি যূথেশ্বরীর উক্তি জানিতে হইবে। এজন্য বিবক্ষিত মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের শেষ শ্লোকগুলি ক্রমশঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যূথেশ্বরীগণের বাক্যস্থাপন পূর্ব্বক উদাহৃত হইয়াছে। আর তাঁহারা দলে দলে শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া বাক্যও চারিটি। তথাপি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে ছিলেন। যেমন যমুনাপুলিনে সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বন্যভোজন লীলাতে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেও সকলেই সম্মুখভাগেই ছিলেন—"ব্রজের বালকগণ বহু পঙ্‌ক্তি মণ্ডলের সহিত নিরন্তর উপবিষ্ট, সকলের মুখ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে।" এই প্রকার গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিলেও সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন।

(শ্রীগোপীগণের বাক্যার্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ টীকাকার তাঁহাদের শ্রীচরণবন্দন করিতেছেন)—

"যাঁহাদেরই প্রসাদে যাঁহাদের শ্রীনাগরেশ্বর কৃষ্ণবিষয়ক জল্পতত্ত্ব জানা যায়, সেই শ্রীনাগরেশ্বরীগণকে বন্দনা করি।"

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ধর্ম্মো বেতি পশ্চাদ্বিচারয়িষ্যতে। অহো তবৈব তাবদস্মৎপরিত্যাগে ধর্ম্মদোষো দুষ্পরিহর ইত্যাহুঃ—মৈবমিতি; মেতি নিষেধস্যাদৌ প্রয়োগঃ পরমার্ত্তিবৈয়গ্র্যেণ। এবমীদৃশং কথঞ্চিদেতদ্বচনসদৃশমপি, কিমু বক্তব্যম্ এতদিত্যর্থঃ। কুতঃ? নৃণংসং বজ্রসারবৎ কাঠিন্যেন হৃদয়বিদারকমিত্যর্থঃ। যদ্বা, সাক্ষান্মারকম্; নৃণংসো ঘাতুকঃ ক্রূরঃ' ইত্যমরঃ; গদিতুং ব্যক্তং বক্তুং কিংবা গদিতুমপি; কিমুত ব্যবহর্ত্তুমর্হতি! তত্র চ ভবান্ প্রেমার্দ্রস্বভাবতয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি বিভো হে অস্মৎপ্রাণনাথ, অতোঽস্মান্ প্রতি নার্হত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র সংরম্ভ-গদ্গদ ইত্যুক্তত্বাৎ সর্ব্বত্র-শব্দেন স্বরেণ বা দৈন্যাদাবপি প্রণয়কোপো ব্যঞ্জনীয়ঃ। এবং স্বাগতং বো মহাভাগাঃ' (শ্রীভাঃ ১০।২৯।১৮) ইত্যাদিকং ভবতা সাদরং সন্যায়ং মৃদূক্তমপি নিবর্ত্তনার্থমেবেতি রসবিঘাতকত্বাদর্থতো বিপরীতমেবেতি ভাবঃ। অনেন স্বাগত-মিত্যাদ্যপাদস্যোত্তরমুক্তম্। নন্ত ভোঃ প্রিয়বাদিন্যস্তর্হি কিং কর্ত্তুমর্হথেতি? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ অস্মান্

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীগোপীগণ-প্রাণবল্লভ ভগবানকে নমস্কার। অনন্তর শ্রীগোপীগণ বলিলেন, পতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভজনে আমাদের ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা হইবে, তাহা পরে বিচার করা যাইবে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে তোমারই ধর্ম্মদোষ দুষ্পরিহার্য্য হইবে। ইহাই গোপীগণ বলিতেছেন 'মৈবম্' ইত্যাদিতে। 'হে বিভো! আমাদের প্রতি তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় নাই'। এজন্য প্রথমে নিষেধার্থ মৈবম্' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা অবশ্য পরম আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা বশতঃ। 'এবং'—এই প্রকার প্রত্যাখ্যানাত্মক কিছুটা বা এই বাক্যের সদৃশ বাক্যও বলা উচিত নয়, এই প্রকার কথা কি? এই অর্থ। কেন? 'নৃশংস'—বজ্রের সারাংশের মত কঠিনতায় হৃদয়বিদারক, এই অর্থ। অথবা সাক্ষাৎ মারক। "নৃশংস, ঘাতক, ক্রূর—একার্থ" (অমরকোষ) 'গদিতুং'—ব্যক্তরূপে বলিতে কিংবা বলিতেও যোগ্য নয় ব্যবহারের কথা কি? তাৎপর্য্য এই যে, মূলে 'গদিতুং' শব্দ আছে। গদ্ ধাতুর অর্থ ব্যক্তরূপে বলা। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরূপ মর্ম্মবিদারক নিষ্ঠুরবাক্য স্পষ্টভাবে বলা উচিত নহে, কিংবা তাদৃশ বাক্যের অনুরূপ ব্যবহার করা দূরে থাকুক, এরূপ বলাও উচিত হয় না। তাহাতে আবার তুমি প্রেমার্দ্র স্বভাবে প্রসিদ্ধ আমাদের প্রাণবল্লভ, সুতরাং আমাদের প্রতি কোনমতেই এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা সঙ্গত নহে; ইহাই ভাবার্থ। এখানে পূর্ব্ব শ্লোকে 'সংরম্ভ গদ্গদগিরা'—ইহা উক্ত হওয়ায় 'সর্ব্বত্র' শব্দ দ্বারা ও স্বর দ্বারা দৈন্যাদিতেও প্রণয়-কোপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে এবং এইরূপ 'স্বাগতং বো মহাভাগাঃ' অর্থাৎ 'হে মহাভাগ্যবতীগণ! আপনাদের শুভাগমন হইয়াছে ত? ইত্যাদি বাক্য সাদরে ন্যায়ের সহিত মৃদুভাবে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভজস্ব, মনোরথপূরণেন অনুবর্ত্তস্ব ; কুতঃ ? তব পাদয়োর্মূলং তলং, ভক্তা ইতি দৈন্যোক্তিঃ। অজাদিরূপ-কানুক্তির্নৃশংসতোক্ত্যা কাঠিন্যাদ্যভিপ্রায়েণ অনেন প্রিয়ং কিমিতি পদস্যোত্তরম্। নন্থ শ্রীগোপগৃহিণ্যঃ সত্যমেব ভজামি, কিন্তু ভবৎপত্যাদিহিতাচরণরূপমেব যুক্তং, ন ত্বীদৃশমিতি তত্রাহুঃ - সংত্যজ্যেতি। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ার্থান্ পত্যাদিরূপান্ সম্যক্ অপুনরঙ্গীকারদার্ঢ্যেন ত্যক্ত্বা তেষাং তদ্ভজনপ্রাতিকূল্যাৎ, অনেন 'ব্রজস্থানামরম্' (শ্রীভা ১০।২৯।২৮) ইত্যাদিকস্তু দুহ্যতেত্যন্তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরং তেষাং সর্ব্বেষামপি বিষয়ান্তঃপাতাৎ, তত্ত্যাগেন দেহেঽপি গলিতপ্রেমত্বাৎ। তৎপ্রেম বিনা 'রজন্যেষা' ইত্যাদি বাক্যাস্যাপ্যনু-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিলেও তাহা আমাদিগকেই ফিরিয়া যাইবার জন্যই বলিয়াছ। ইহা রস-বিঘাতক বলিয়া তাহার অর্থও বিপরীত হইতেছে। ইহার দ্বারা 'স্বাগতং' ইত্যাদি প্রথম পাদে উত্তর প্রদান করা হইল। যদি বল 'হে প্রিয়বাদিনীগণ! তাহা হইলে কি করিব বল ?' এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'আমাদিগকে ভজনা কর—মনোরথ পূরণ দ্বারা অনুবর্ত্তন কর।' কেন ? যেহেতু 'আমরা সর্ব্বত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলের সেবিকা,' ইহা দৈন্যোক্তি। এস্থলে পদকমল না বলিয়া অর্থাৎ চরণের সহিত কমলের রূপক না করিবার হেতু এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নৃশংস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে চরণে আর কমলতুল্য কোমলতা গুণ নাই। চরণ এখন কাঠিন্যাদি গুণের আধার হইয়াছে। এতদ্বারা 'প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণোক্তির উত্তর হইল। যদি বল, 'হে গোপগৃহিণীগণ! সত্যই ভজনা করিব কিন্তু তোমাদের পতি প্রভৃতির হিতাচরণরূপ ভজনই সঙ্গত, পরন্তু তোমাদের অভিলষিত ভজন নহে।' তাহাতে বলিতেছেন, 'সংত্যজ্য' ইত্যাদি। 'পতি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সম্যক্ ত্যাগ করিয়াই, (সং—সম্যক্, পুনরায় স্বীকার করিব না, এইরূপ দৃঢ়তার সহিত ত্যাগ করিয়া) কেননা, তাহারা তোমার ভজনের প্রতিকূল।' ইহা দ্বারা 'ব্রজস্থ অনাময়ং কুরু' এই তৃতীয় পাদ হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক 'দুহ্যত' ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত সকল বাক্যেরই উত্তর হইয়াছে জানিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ 'রজন্যেষা ঘোররূপা' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাদিগকে যে ভয় দেখাইয়াছেন এবং 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদি বাক্যে আত্মীয়গণকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে বলিয়া ব্রজরমণীগণকে ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, ইহাতে এই সকল বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হইল কিরূপে ? (ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তাঁহারা সকলেই উক্ত বিষয়ের অন্তর্গত ; সুতরাং তত্তদ্বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে) তাঁহাদের ত্যাগে দেহেও প্রেমগলিত-হেতু অর্থাৎ সেই প্রেম বিনা 'রজন্যেষা' অর্থাৎ 'এই রজনী' ইত্যাদি বাক্য অনুপাদেয় হয়।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

পাদেয়ত্বাৎ ব্যতিরেকেণাহুঃ—হে দুরবগ্রহ দুরাগ্রহ! অস্মান্ অনন্যগতীর্মা ত্যঙ্ক্ষীত্যর্থঃ, অন্যথৈব দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ। কথমিত্যাশঙ্ক্য ধর্ম্মাধর্ম্মাতীতস্য ঈশ্বরস্যাপি তত্তদ্ধর্ম্মপালনাবশ্যকত্বাদর্শনাদিত্যাহুঃ - দেব ইতি। তত্রাপি মুমুক্ষূনপি, কিমুত তদেকেপ্সূন্। কিংবা অমুমুক্ষূন্ মোক্ষমপ্যনিচ্ছূন্ ভক্ত্যৈকনিষ্ঠানিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুমুক্ষূন্ তস্মাদন্যৎ সর্ব্বং ত্যক্তুমিচ্ছূন্। যথাসৌ ভজনমাত্রাপেক্ষয়া সর্ব্বানেব ভজতে স্বীকরোতি, তথা ত্বমস্মান্ ভজস্বেতি। ভজত ইতি দ্বিতীয়ান্তঃ ক্বচিৎ পাঠঃ। তত্র মুমুক্ষূনিতি বিশেষণং সাধনসাধ্যয়োর্দ্বয়োরপ্যবস্থয়োস্তেষামাত্মসাৎকরণাৎ সকামান্ ব্যাবর্ত্তয়তি, যথা তান্ ভজতে ন ত্যজতীত্যর্থবশাদ্ভজস্বেত্যস্য বিভক্তিং বিপরিণম্য ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনত্বেনৈব কৃষ্ণে লব্ধনিষ্ঠানামপি 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাৎপর্য্য এই, 'রজন্যেষা ঘোররূপা' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের দেহপ্রীতিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু গোপীগণ 'সন্ত্যজ্য সর্ব্ব বিষয়ান্' এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কথারই উত্তর তাঁহারা প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা সমস্ত বিষয় এবং দেহের প্রতি মমতা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ নিকটে আসিয়াছেন, তাঁহাদের আবার দেহ-প্রীতি কোথায়? তাই তাঁহারা ব্যতিরেকভাবে বলিলেন। 'হে দুরবগ্রহ! (দুরাগ্রহ) অনন্যাগতি (তোমা ভিন্ন আমাদের অন্যগতি নাই) আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।' ত্যাগ করিলে দোষভাগী হইবে—এই অভিপ্রায়। কেন? এইপ্রকার আশঙ্কা করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত ঈশ্বরেরও সেই সেই ধর্ম্মপালনের আবশ্যকতা দেখা যায়। এইজন্য অধর্ম্ম কখনও তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাতেই বলিতেছেন, 'দেব' ইত্যাদি। তাহাতেও মুমুক্ষুদিগকেও ভজন করেন। অর্থাৎ আদিপুরুষ নারায়ণ যখন মুক্তিকামীগণকেও ভজন করিয়া থাকেন, তখন যাঁহারা সেই আদিপুরুষকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে যে তিনি ভজনা করিবেন একথা আর অধিক কি বলিতে হইবে? কিংবা অমুমুক্ষুদিগকে (মোক্ষ-পর্য্যন্ত যাঁহারা ইচ্ছা করেন না. একমাত্র ভক্তিতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা তাঁহাদিগকে) অথবা 'মুমুক্ষু' বলিতে তিনি ভিন্ন অপর সকল ত্যাগ করিয়াছেন যাঁহারা অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক যাঁহারা, তাঁহাদিগকে যেরূপ আদিপুরুষ ভজনমাত্র অপেক্ষা করিয়া সকলকেই স্বীকার করেন, সেইরূপ তুমি আমাদের ভজন কর। কোন কোন গ্রন্থে 'ভজতে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'ভজতঃ' এই দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত পাঠ আছে। তাহা হইলে 'মুমুক্ষূন্' পদটি 'ভজতঃ' পদের বিশেষণ হইবে। অতএব মূলে যে 'ভজস্ব' পাঠ আছে, তাহার বিভক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—আদিপুরুষ যেরূপ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভা ৫।১৮।১২) ইত্যুক্তত্বাৎ। 'হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদিসিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চাদ্ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতা ॥' ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রোক্তানুসারাচ্চানাদৃতমপি সর্ব্বং জ্ঞানাদিকং, তাঃ পরিচরতি, তস্মাৎ কেবলপ্রেমময়েঽপি বচসি পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানময়োঽপ্যয়মর্থস্তাসামেব মহিমসূচনার্থং জ্ঞানাদিশক্তি-প্রেরিততয়া ভক্তিবিশেষাণাং চমৎকারায় স্ফুরতি; অথবা দৈন্যেন মহিমস্ফূর্ত্তেরীশ্বরত্বং সম্ভাব্যেদৃশং বচনম্। তথাহি বিভো হে বহিরন্তর্ব্যাপক! ইতি ভবানস্মাকং সর্ব্বং ভাবং জানাত্যেব, অতস্তব পাদমূলং ভক্তা আশ্রিতা অস্মান্ ভজস্ব, অন্যথা 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (শ্রীগী ৪।১১) ইত্যাদিবচনানাং বৈয়র্থ্যাপত্তিঃ। নন্থ তত্ত্বজ্ঞপূজ্যপাদাঃ কথং বিষয়সুখমিচ্ছথ? তত্রাহুঃ—সংত্যজ্যেতি। অতো বয়ং পরমার্থ-সুখমেবেচ্ছাম ইতি ভাবঃ। ত্বয়া সহ ক্রীড়াবিশেষস্য তস্য প্রেমপরিপাক-বিলাসরূপত্বেনাশেষপুরুষার্থসার-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিজ ভজনকারীকে সাধন ও সাধ্য এই উভয় অবস্থাতেই আত্মসাৎ করেন, (এখানে সকাম ব্যক্তিগণ ব্যাবৃত্তই হইয়াছে) এবং তাঁহাদের ভজন (অনুবর্ত্তন) করেন—ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে ভজনা কর।—এইরূপ অর্থবশতঃ 'ভজস্ব' এইপদে 'লোট্' বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিলে এইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। এখানে শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা গোপীগণের অনাদৃত জ্ঞানাদিও তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, জানিতে হইবে। যেহেতু যাঁর ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, দেবতারা বশীভূত হইয়া সকল গুণের সহিত তাঁহার শরীরে বাস করেন। (শ্রীভাঃ) আর শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে, 'ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি অদ্ভুত ভোগসমূহ চেটিকার ন্যায় হরিভক্তি মহাদেবীর অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন'। এই সকল প্রমাণ অনুসারে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি শ্রীগোপীগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত হইলেও তাঁহারা এই ভক্তিরূপিনী ব্রজদেবীগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের কেবল প্রেমময় বাক্যের মধ্যেও যে পরম ঐশ্বর্য্য জ্ঞানময় অর্থও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, ইহা তাঁহাদের মহিমা সূচনার্থ জ্ঞানাদি শক্তি দ্বারা প্রেরিত এবং ভক্তিবিশেষের চমৎকারের জন্য স্ফুরিত হইয়াছে। অথবা দৈন্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় ঈশ্বরত্ব সম্ভাবনা করিয়াই গোপীগণ কর্তৃক ঐশ্বর্য জ্ঞাপক অর্থ প্রকাশ হইয়াছে। 'হে বিভো!—হে সর্ব্বব্যাপক! আপনি আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই অবস্থিত রহিয়াছেন। আমাদের সকল মনোভাব জানেন। 'অতএব আপনার পাদমূলাশ্রিতা আমাদিগকে ভজন করুন'। অন্যথা 'যে আমাকে যে প্রকারে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই প্রকারে ভজন করিয়া থাকি'—এই গীতাবাক্য ব্যর্থতায় হয়। যদি বল, 'হে তত্ত্বজ্ঞা পূজ্যপাদাগণ! কেন বিষয়সুখ ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সর্ব্বস্বাত্মকত্বাৎ ইতি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যেতন্নিজবচনস্য সত্যতাপেক্ষয়া ত্বমপ্যস্মদ্দত্তাশেষত্যাগেনাস্মান্ ভোক্তুমর্হসীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। হে দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ. অস্মান্ প্রপন্নান্ যা ত্যজ পরমেশ্বরত্বাত্ত্বামধর্ম্মো ন স্পৃশত্যেব, সত্যসংকল্পত্ব-শ্রুতিবিরোধাৎ, প্রতিজ্ঞাহানিস্তু পরমানুচিতৈবেতি ভাবঃ। সর্ব্বান্ বিষয়ান্ সাম্রাজ্যপ্রভৃতিবৈকুণ্ঠাবধি-পদানি সংত্যজ্যাপি তে ত্বাং অমুমুক্ষূন্ মোক্তুমনিচ্ছূন্ অশক্নুবতো জনানন্যানপি ভজ স্বীকুরু, দ্বিতীয়ায়াং ষষ্ঠী। তে তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তুং মুমুক্ষূ নিতি চতুর্থী বা। যতো দেবো জগৎপূজ্যস্ত্বং, অন্যথা দেবত্বাসিদ্ধিঃ; তথাপি যথা যথাবৎ সম্পূর্ণতয়া আদিপুরুষো ভগবানিতি। অত্র চাভিরপি যজ্ঞপত্ন্যুক্ত্যাদ্য-পন্থানুবাদানুবাদ আর্ত্তিসাম্যাংশেন জ্ঞেয়ঃ। 'আর্ত্তাবপি স্বভাবেন বৈদগ্ধীবলিতাত্মনাম্। প্রার্থনে গোপরামাণাং নিষেধার্থোঽপি বীক্ষ্যতে॥'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'সংত্যজ্য' ইত্যাদি। আমরা কেবল পরমার্থ সুখই ইচ্ছা করি—এই অভিপ্রায়। কেননা, তোমার সহিত যে ক্রীড়াবিশেষ, তাহা প্রেমপরিপাকের বিলাসরূপ বলিয়া সকল পুরুষার্থসার সর্ব্বস্বস্বরূপ। অতএব 'যে আমাকে যে প্রকারে ভজন করে' ইত্যাদি নিজবাক্যের সত্যতা রক্ষা নিমিত্ত আপনিও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ভোগ করিতে পারেন'—ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। হে দুরবগ্রহ! হে স্বেচ্ছাচারিন্! আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাহাতে আপনার কোনপ্রকার অপেক্ষা নাই। অতএব শরণাপন্না আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। আপনি পরমেশ্বর, আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না। শ্রুতি আপনাকে 'সত্যসঙ্কল্প' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদিগকে ত্যাগ করিলে শ্রুতিবাক্যে বিরোধ উপস্থিত হইবে। শ্রুতিবাক্যের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা অতিশয় অনুচিত। "সকল বিষয়-সাম্রাজ্যাদি হইতে বৈকুণ্ঠ অবধি পদসমূহ ত্যাগ করিয়াও 'অমুমুক্ষুন্' অর্থাৎ আপনাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ এই অনন্য জনসকলকে স্বীকার করুন"। এখানে 'তে' শব্দটী দ্বিতীয়াতে ষষ্ঠী বিভক্তি হইলে অর্থ হইবে—'যে যে ভক্তগণ সমস্ত বিষয়-সাম্রাজ্যাদি এবং বৈকুণ্ঠপদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও আপনার চরণসেবা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই অনন্যা আমরা আমাদিগকে ভজনা করুন'। অথবা 'তে' শব্দটী চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত হইলে অর্থ হইবে—'আপনার জন্য বা আপনাকে পাইবার জন্য মুমুক্ষু (সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক) অনন্য জনকেও ভজন করুন'। যেহেতু আপনি 'দেব' অর্থাৎ জগৎপূজ্য। অন্যথা দেবত্ব সিদ্ধ হইবে না। একে 'দেব' তাহাতে আবার 'আদিপুরুষ' যথাবৎ (সম্পূর্ণরূপে) অর্থাৎ আপনি জগৎপূজ্য দেব এবং স্বয়ং ভগবান। গোপীগণের ন্যায় 'নৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্' ইত্যাদি বাক্য পূর্ব্বে যজ্ঞপত্নীগণও বলিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ পন্থানুবাদ-সাদৃশ্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তথাহি এবমীদৃশং কিঞ্চিৎ প্রিয়ং করবাণি, ময়া সহ কিঞ্চিদ্ব্রূতেত্যাদিকং নৃশংসং বক্তুং নার্হতি। তত্র হেতুঃ—সন্ত্যজ্যেতি ; যাঃ সর্ব্ববিষয়ান্ সন্ত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাস্তা এব দুরবগ্রহং স্বচ্ছন্দং যথা ভবতি তথা ভজস্ব, অস্মান্ আ সর্ব্বাংশেনৈব ত্যজ, প্রভবো ভক্তজনানেব ভজন্তে, ন ত্বভক্তানিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ—দেব ইতি ; অস্মিন্নর্থে—বস্তুতস্তু সর্ব্বমেতন্নর্ম্মৈবেতি ভাব এব ব্যঞ্জিত ইতি ॥৩১॥

সারার্থদর্শিনী

৩১। অস্মান্ ধর্ম্মমুপদিশস্যথচ স্বয়ং পাপরাশিং চিকীর্ষসীত্যনুচিতমিত্যাহুঃ,—মৈবমিতি। নৃশংসং ঘাতুকং সাক্ষান্মারকং যথা স্যাত্তথা গদিতুং ভবান্ প্রতিপুরুষং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিমতো নন্দস্য পুত্রঃ সন্নার্হতি অন্যস্য প্রতিপুরুষং মানুষমারণবৃত্তিকো বরমর্হতু নামেতি ভাবঃ। "নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর" ইত্যমরঃ। ত্বয়া কোটিসংখ্যা অপ্যস্মান্ প্রতি বাক্শরাস্তথা একদৈব নিক্ষিপ্তা যথাধুনৈব শরীরাণি পরিত্যজ্য যমপুরং সর্ব্বা এব বয়ং যামো নতু ত্বদুপদিষ্টং গোষ্ঠপুরং। ত্বস্তু শতকোটিস্ত্রীবধপাতকানি গৃহীত্বা স্বথমেব গোষ্ঠং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কেবল আর্ত্তিসাম্যেই বুঝিতে হইবে। স্বভাবতঃ বৈদগ্ধীমণ্ডিতা গোপললনাগণের দুঃখেও যে প্রার্থনা, তাহাতে নিষেধার্থও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ পরমদুঃখেও স্বভাবসিদ্ধ রসচাতুর্য্যে বিদগ্ধা বলিয়া তাঁহাদের দৈন্যবচনের অন্তরাল হইতেও প্রার্থনাভঙ্গীতে নিষেধার্থ পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন, 'এবং'—ঈদৃশ 'কিঞ্চিৎ প্রিয় করিব', 'আমার সহিত কিছু কথা বল' ইত্যাদি। 'নৃশংস বাক্য বলিতে পার না', তাহাতে হেতু—'সংত্যজ্য' ইত্যাদি। 'যাহারা সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূলসেবিকা, তাহাদিগকেই,' 'দুরবগ্রহম্'—স্বচ্ছন্দে ভজন করুন। 'অস্মান্' আমাদিগকে, 'আ'—'সর্ব্বাংশেই,' 'ত্যজ'—'ত্যাগ কর'। প্রভুগণ ভক্তগণকেই ভজন করেন, অভক্তকে নহে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'দেব' ইত্যাদি। এই অর্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি পরিহাসই, এই অর্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই নিষেধার্থেই সমস্ত নর্মভাব বা গোপীগণের হৃদয়ের ভাব ব্যঞ্জিত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩১। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূল বাক্যে কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া গোপীগণ বলিতেছেন,—তুমি আমাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছ, অথচ স্বয়ং রাশি রাশি পাপানুষ্ঠান করিতেছ ; ইহা তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য। ইহাই বলিতেছেন—'মৈবমিতি'। হে বিভো! কেন এইপ্রকার নৃশংস বচন প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে হত্যারূপ পাপকার্য্য করিতেছ ? নৃশংস

সারার্থদর্শিনী

যাহি, স্ত্রীবধান্নো চেদ্ভিন্নরুক্ষসি তর্হি সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব। অত্রান্যবিষয়ানিত্যনুক্ত্বা সর্ব্ববিষয়ানিত্যুক্ত্যা ভগবদঙ্গসঙ্গে হি বিষয়ো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্। নন্থ, ভোঃ কামিন্যঃ, কিং স্বস্বপতিভ্যো ভবতীনাং কামো নোপশাম্যতি যতস্তান্ পরিত্যজ্য মামেব ভজধ্বে তত্রাহুঃ,—হে দুরবগ্রহ, "অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ" ইতি পাণিনিস্মরণাৎ দুষ্টো দোষযুক্তোঽবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধোঽনাবৃষ্টির্যস্যেত্যত্রান্যপদার্থস্য মেঘস্যৈবোপযুক্তত্বাৎ, দুঃশব্দপ্রয়োগাচ্চ হে বিষমাত্রবর্ষুক, মেঘেত্যর্থঃ। তেন চাতকীনামস্মাকং দূরস্থোঽপি ত্বমেব কৃষ্ণমেঘো বন্ধুস্ত্বং দৈবদোষাদস্মভ্যং বিষং বর্ষসি অবগ্রহবত্ত্বাৎ সলিলং ন চেদ্বর্ষসি তর্হি মা বর্ষ তদ্দৃষ্টং বিষমেব পীত্বা বরং ম্রিয়ামহে নতু নিকটস্থানাং হ্রদাদীনামপি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অর্থে সাক্ষাৎ মারক। তুমি আমাদের প্রতি যে নৃশংস বাক্যরূপ শর নিক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে আমাদের নিশ্চয় দেহান্ত হইবে এবং আমরা শরীর ত্যাগ করিয়া যমপুরে গমন করিব; কিন্তু তোমার উপদিষ্ট ব্রজে গমন করিব না। আমরা সংখ্যায় শতকোটি। এই শতকোটি স্ত্রীবধের পাপ তোমার উপর বর্ত্তিবে। তুমি ধার্মিক বলিয়া খ্যাত শ্রীনন্দ মহারাজের পুত্র হইয়া এইরূপ পাপকার্য্য করিতেছ, ইহা তোমার উচিত নহে। আর যদি স্ত্রীবধের পাতক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না কর, তবে তুমি আমাদের ভজনা কর অর্থাৎ গ্রহণ কর। আমরা যেরূপ সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজনা করিতেছি, সেইরূপ তুমিও সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ভজনা কর। এইখানে 'অন্যবিষয়' না বলিয়া 'সমস্ত বিষয়' এই কথার প্রয়োগে শ্রীভগবানের অঙ্গসঙ্গ যে বিষয় নহে, তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। যদি বল, হে কামিনীসকল! স্ব স্ব পতির দ্বারা তোমাদের কি কাম নিবৃত্তি হয় না? যেজন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই আসক্ত হইতেছ? তাহাতেই বলিলেন—হে দুরবগ্রহ! (এই স্থলে 'দুরবগ্রহ' শব্দের অর্থ দুষ্ট বৃষ্টি-প্রতিবন্ধ। যেমন বারি-প্রত্যাশী কৃষকের প্রতি বারির পরিবর্ত্তে যে মেঘ বিষ বর্ষণ করে, তাহাকে দুরবগ্রহ বলে। তাহা হইলে অর্থ হইল এই যে, হে বিষমাত্র বর্ষণকারী মেঘ!) অতএব হে বিষমাত্র বর্ষুক! আমরা চাতকী, তুমি মেঘস্বরূপ। মেঘ যদিও চাতকী সকল হইতে দূরে অবস্থান করে, তথাপি সেই মেঘই তাহাদের পিপাসার জল এবং প্রাণের বন্ধুস্বরূপ। এজন্য চাতকীসকল মেঘ-নির্ম্মুক্ত জল ব্যতীত অমৃতপূর্ণ সমুদ্র পাইলেও তাহার জল পান করে না। সেইরূপ আমরা কৃষ্ণমেঘের চাতকী, তুমি আমাদের দূরস্থ হইলেও তুমিই আমাদের বন্ধু; কিন্তু দৈববিপাকে আজ বিষ বর্ষণ করিতেছ—আমাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তুমি জল বর্ষণ করিতেছ না। অবগ্রহ-হেতু যদি

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ৩২ ॥

সারার্থদর্শিনী

জলং পিবামেত্যস্মাকং স্বভাবং জানীহীতি ভাবঃ। অতোঽস্মান্না ত্যজ যত্তাত্মনঃ কৃতজ্ঞত্বং দধাসীতি ভাবঃ। নন্থ, চ সত্যং চাতক্যো মেঘমপেক্ষন্তাং নাম মেঘস্তু চাতকীর্নাপেক্ষতে চাতক্যো ম্রিয়ন্তাং জীবন্তু বা মেঘস্য ন কোঽপি হানিরিতি চেৎ সত্যং ন ত্বং জড়াত্মকো মেঘ এব কিন্তু বিদগ্ধচূড়ামণির্নারায়ণ-সমো নারায়ণবদেব বর্ত্তস্বেত্যাহ,—দেব ইতি। মুমুক্ষূন্ তদুপাসনার্থং সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্তুমিচ্ছূনপি তদভীষ্টোপপাদনয়া ভক্তবশ্যত্বাৎ ভজতে। অস্মাংস্তু ত্বদর্থং সংত্যক্তসর্ববিষয়শ্রেণীকা অপি ত্বং কথং ন ভজসীত্যর্থঃ ॥৩১॥

মূলানুবাদ

৩২। হে প্রভো! "পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম" বলিয়া তুমি ধর্ম্মবেত্তারূপে যে উপদেশ দিয়াছ, আমরা তাহাই করিব। এই উপদেশকর্ত্তা ভগবান

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

জল বর্ষণ করিতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে জল বর্ষণ করিও না, তাহাতে আমরা দুঃখিতা নহি; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তোমার বর্ষিত এই বিষ পান করিয়া আমরা বরং মৃত্যু বরণ করিব, তথাপি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অন্যত্র গমন করিব না। অর্থাৎ নিকটস্থ পতিরূপ হ্রদাদির জল পান করিব না। ইহাই আমাদের স্বভাব জানিও; সুতরাং যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাদের ত্যাগ করিও না। যদি বল, চাতকী মেঘের অপেক্ষা করিয়া থাকে সত্য; কিন্তু মেঘ কখনও চাতকীর অপেক্ষা করে না। চাতকীসকল বাঁচুক বা মরুক, তাহাতে মেঘের কোনরূপ ক্ষতি বা লাভ নাই। উত্তর—সত্য বটে, কিন্তু মেঘ জড়বস্তু, চাতকীর মৃত্যু বা জীবন বিষয়ে উদাসীন হইতে পারে; কিন্তু তুমি ত' সেরূপ জড় নও। তুমি 'নারায়ণ সম' এবং বিদগ্ধ চূড়ামণি; সুতরাং নারায়ণের ন্যায় কার্য্য কর। অর্থাৎ তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর—ত্যাগ না করিয়া গ্রহণ কর। মুমুক্ষুগণ সর্ব্ববিষয় ত্যাগ করিয়া আদি পুরুষ নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকে। সেইজন্য নারায়ণ কৃপা করিয়া গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের অভীষ্ট সম্পাদন দ্বারা মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ তুমিও তোমার পদসেবার নিমিত্ত সর্ব্ববিষয়ত্যাগিনী আমাদের মনোরথ পরিপূরণ করিতেছ না কেন? ৩১ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৩২। অপিচ যদুক্তং পত্যপত্যেত্যাদি ত্বয়া ধর্মবিদেতি সোপহাসম্ এবমেতদুপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্বয্যেবাস্তু। উপদেশপদত্বে হেতুঃ ঈশ ইতি। বিবিদিষাবাক্যেন সর্বোপদেশানামীশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ। ঈশত্বে হেতুঃ আত্মা কিল ভবানিতি। ভোগ্যস্য হি সর্বস্য ভোক্তা আত্মৈবেশ ইত্যতঃ প্রেষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ববন্ধুষু করণীয়ং ত্বয্যেবাস্ত্বিত্যর্থঃ। অথবা ধর্ম্মোপদেশানাং পদে স্থানে ধর্মোপদেষ্টরি ত্বয়ি সতি অস্মসু চ ধর্মং জিজ্ঞাসমানাসু সতীষু ত্বয়া ধর্ম্মবিদা যদুক্তম্ এবমেতদস্ত ন তু ত্বং ধর্মোপদেষ্টা কিন্তু ভবানাত্মেতি। অথবা যদুক্তমেতদুপদেশপদে তদ্গোচরে পুরুষেঽস্ত নাম ত্বয়ি তু ঈশে স্বামিনে

মূলানুবাদ

তোমাতেই ইহা পর্য্যবসিত হউক। তোমার সেবা করিলেই পতি-পুত্রাদির সেবা করা হইবে। কারণ তুমিই দেহধারী প্রাণীগণের প্রিয়তম আত্মা ॥ ৩২ ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩২। গোপীগণ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি ধর্ম্মবেত্তা (ইহা উপহাস) সেজন্য 'পতি-পুত্র-সুহৃদ্গণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম' বলিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ; কিন্তু তোমার উপদেশবাক্য তোমাতেই থাকুক। আচ্ছা এই উপদেশপদত্বের হেতু কি? তুমি ঈশ্বর। তত্ত্বজ্ঞাপক শাস্ত্রবাক্য দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত উপদেশই ঈশ্বরপর; সুতরাং তুমি যখন ঈশ্বর, তখন তুমিই একমাত্র উপদেশের যোগ্যপাত্র। যদি বল, আমি যে ঈশ্বর, তাহা কিরূপে জানিলে? তাহাতেই বলিলেন—তুমি নিশ্চয়ই আত্মা—সমস্ত ভোগ্য সামগ্রীর ভোক্তা, ঈশ্বর। অতএব তুমি প্রাণিগণের প্রেষ্ঠ, বন্ধু ও আত্মা; সুতরাং বন্ধুর প্রতি আমাদের যে করণীয়, তাহা তোমাতেই পর্য্যবসিত হউক। অথবা তুমি যদি ধর্মোপদেশক হইতে এবং আমরা তোমার নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করিতাম, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, তুমি ধর্ম্মবেত্তা, সুতরাং তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা তদনুরূপ অনুষ্ঠিত হউক; কিন্তু তুমি ত' ধর্মোপদেশক নহ বা তোমার নিকট আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিতে আসি নাই; কিন্তু তুমি আত্মা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি সর্ব্বধর্ম্মের ফলস্বরূপ, তোমাকে যখন আমরা পাইয়াছি, তখন আমাদের অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সন্ধানের প্রয়োজন কি? অথবা 'ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং' ইত্যাদি যে উপদেশ দিয়াছ, সেই উপদেশবাক্য, উপদেশকর্ত্তা তোমাতেই থাকুক। তুমি কি জান না, যাহার উপদেশের অপেক্ষা আছে, তাহাকেই এই উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য; পরন্তু তুমি ঈশ্বর—স্বামী হইয়াও কি এইরূপ? যাহারা তোমাকে স্বামী বলিয়া বরণ করিয়াছে, তাহাদের প্রতিও কি এতাদৃশ উপদেশ? 'না, কখনও নহে'।

ভাবার্থদীপিকা

সত্যেবম্। কাকা নৈবমিত্যর্থঃ। যতস্তনুভৃতাং ত্বমাত্মা ফলরূপ ইতি। যদ্বা যদুক্তং পত্যাদিশুশ্রূষণং ধর্ম্ম ইতি এবমেতৎ ত্বয্যেবাস্ত। কুত উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাদীনাং পদে অধিষ্ঠানে। কুতঃ ঈশে। ন হীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোঽপি পতিপুত্রাদির্ভবিতুমর্হতি। অন্যৎ সমানম্। অলমতিবিস্তরেণ ॥৩২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩২। নন্থ উক্তো "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণমিত্যাদিনা স্বধর্ম্মঃ কথমতিক্রম্যত ইতি তস্য কর্ম্মমীমাংসামতমাশঙ্ক্য তদুপমর্দ্দিব্রহ্মমীমাংসামতমালম্ব্য প্রতিভাবলেন তস্মিন্নাত্মত্বমারোপয়ন্ত্যস্তন্মত-দূষণেন নাস্মাকমধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদয়ন্তি —যৎ পত্যতি। ধর্ম্মবিদেতি,—সোপহাসমেব সর্ব্বশাস্ত্রোপদেশানাং পদে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ', 'তত্তু সমন্বয়াৎ'

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

যদি বল, আমি যাহাদের স্বামী, তাহাদের প্রতি এরূপ উপদেশ প্রদান যে উপযুক্ত নহে, তাহার কারণ কি? তাহাতেই বলিলেন—যেহেতু তুমি দেহীগণের আত্মা, সুতরাং ফলস্বরূপ। অথবা পত্যাদির শুশ্রূষাই নারীগণের স্বধর্ম, এই কথা বলিয়াছ; ইহা এইরূপে তোমাতেই থাকুক। কেন? যেহেতু উপদেশপদ অর্থাৎ যাহাকে শুশ্রূষার যোগ্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, সেই পতি প্রভৃতির পদ (অধিষ্ঠান) তুমি। কেন? যেহেতু তুমি ঈশ্বর। ঈশ্বর হইতেছেন পতি-পুত্রাদি সকলেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বরে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে. ঈশ্বরাধিষ্ঠান ব্যতীত পতি-পুত্রাদি কি? কিছুই নহে। (ইহার তাৎপর্য্য এই—রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, ভ্রমের সময় রজ্জু সর্পের অধিষ্ঠান; কিন্তু যাহারা অধিষ্ঠানভূত রজ্জুর সত্তা নিশ্চয় করিয়াছে, তাহার নিকট আরোপিত সর্প-স্ফূর্ত্তি হয় না। এইরূপ যাহারা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে তোমাকে জানিয়াছে, তাহার নিকট কি আর পতি-পুত্রাদির সত্তা স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে?) অন্য অংশ সমান। আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই। ॥৩২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩২। "ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত স্বধর্ম্ম কেন অতিক্রম করিতেছ? অর্থাৎ যদি বল, তোমাদের মত কুলরমণীগণের পক্ষে ভর্ত্তার শুশ্রূষা পরমধর্ম্ম, তথাপি তোমরা তাহা অতিক্রম করিতেছ কেন? শ্রীকৃষ্ণের এই কর্ম্মমীমাংসা-মত আশঙ্কা করিয়া তাহার বাধক ব্রহ্মমীমাংসা-মত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিভাবলে শ্রীকৃষ্ণে আত্মত্ব আরোপ করিয়া সেই মতের দোষ প্রদর্শনে 'নিজেদের অধর্ম্ম হয় না' ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'যৎপতি' ইত্যাদিতে। "ধর্ম্মবিদা" ইহা উপহাসের সহিতই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পতি-শুশ্রূষা করাই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

(শ্রীব্রঃ সূঃ ১।১।৩-৪) ইতি ন্যায়েন তত্তাৎপর্য্যবিষয়ে তত এবেশে ত্বয্যেকস্মিন্নেব এবং শুশ্রূষণপ্রকারেণ এতদুপদেশবাক্যমস্তু। নন্থ তৎপদত্বমেব ময়ি কথম্? তত্র সচ্ছলমাহুঃ—কিল বিতর্কে, ভবানাত্মা পরমাত্মা, কথং তাদৃশত্বমপি? তত্রাহুঃ—তনুভৃতাং সর্ব্বেষামেব প্রেষ্ঠঃ, নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং হ্যাত্মত্বং তত্তস্মাদাত্মা, তত্রাপি সর্ব্বেষাং প্রেষ্ঠত্বাৎ পরমাত্মেতি, তথা বন্ধুঃ সর্ব্বেষাং নিরুপাধিহিতকারী পরমাত্মা চ, সর্ব্বাবভাসকত্বেন তাদৃশঃ, ততশ্চ ভবানেব স, ইতি অনেনেশত্বমপি সিদ্ধম্। তস্মাত্ত্বমেব শুশ্রূষণীয় ইতি ভাবঃ। অথবা নন্থ সদাচারবর্গপূজ্যা যুষ্মাভিস্তজ্যন্তাং নাম বিষয়াঃ, স্বধর্ম্মস্ত্বনপেক্ষ্যস্তত্র সাসূয়মাহুঃ—যৎপতীতি। এবমুপদেশকর্ত্তরি ত্বয্যেবৈতদুপদেশাস্পদত্বমস্তু, ত্বমেব তদ্‌যোগ্যো ভবসীত্যর্থঃ। নন্থ কথমেতত্তত্রাহুঃ—প্রেষ্ঠ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নারীজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া তুমি যে উপদেশ করিয়াছ, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার ন্যায় ধর্ম্মবিদের যথার্থই নিরূপণ করা হইয়াছে; কিন্তু সকল শাস্ত্রের 'উপদেশ' সমূহের 'পদে'—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" তিনি বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বা বেদাদি শাস্ত্র তাঁহাকে প্রমাণ করে। অতএব 'তত্তু সমন্বয়াৎ" (ব্রহ্মসূত্র) সকল শাস্ত্রের তাঁহাতেই সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্যাবধারণ হইয়াছে। এই ন্যায় দ্বারা সেই সেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতএব 'ঈশ্বর' এক তোমাতেই 'এবং' অর্থাৎ শুশ্রূষাপ্রকার অনুসারে এই উপদেশ বাক্য থাকুক। যদি বল, আমাতে শাস্ত্রতাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব কিরূপে আছে? তাহাতে ছলের সহিত বলিতেছেন—'কিল অর্থে বিতর্ক। আপনি 'আত্মা'—পরমাত্মা, পরমাত্মাই বা কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন—তনুভৃতাং, দেহধারী প্রাণিমাত্রেরই প্রিয়তম—উপাধিরহিত প্রেমাস্পদ আত্মা অর্থাৎ যাহা নিরুপাধি প্রেমের আস্পদ, তাহাই আত্মা; কেননা যিনি যাহাকেই প্রীতি করুন না কেন, তিনি কেবল আত্মা-প্রীতির জন্য করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি যখন প্রিয়, তখন আপনিই আত্মা। তাহাতে আবার সকলের প্রিয়; সুতরাং আপনি পরমাত্মা। আবার আপনি সকলের উপাধিরহিত হিতকারী বন্ধু। পরমাত্মাও সকলের অবভাষক (প্রকাশক) বলিয়া তাদৃশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিতে চেতনাশক্তি সঞ্চার করেন বলিয়া তিনি সকলের বন্ধু। অতএব আপনিই সেই পরমাত্মা।' ইহা দ্বারা ঈশ্বরত্বও সিদ্ধ হইল। সেই কারণে আপনিই সেবনীয়—এই অভিপ্রায়। অর্থাৎ আপনার সেবাতেই সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান বা সেবার ফল লাভ করা যায়, ইহাই ভাবার্থ। অথবা যদি বল, 'হে সদাচারবর্গের পূজ্যাগণ! তোমরা বিষয়সমূহ ত্যাগ করিতে পার কিন্তু এখনও স্বধর্ম্মের অপেক্ষা আছে, তাহাতে অসূয়ার সহিত বলিতেছেন, 'যৎপতি' ইত্যাদি। এইরূপ উপদেশকর্ত্তা আপনিই উপদেশের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইত্যাদি। তদ্ভূতাং প্রাণিমাত্রাণাং প্রেষ্ঠশ্চিত্তাকর্ষকো বন্ধুঃ সর্ব্বাভিলষিতকারী, অতএবাত্মা, স এব হৃদয়াধিষ্ঠাতা তৎপ্রেরয়িতা বা তস্মাদস্মাকং বা কো দোষঃ? কিন্তু ভবত এবেতি, প্রত্যুত তবানেব তাদৃশদোষপরিত্যাজনায়োপদেশ্য ইত্যর্থঃ। অথ পূর্ব্ববদৈশ্বর্য্যপক্ষোঽপি যুজ্যতে, স চ তৈর্য্যাখ্যাত এব, তত্র বিবর্ত্তবাদমবলম্ব্যার্থদ্বয়মবিশেষেণাত্মাভ্যুপগমাৎ, তথাপ্যত্র ভোক্তৃত্বমীশিতৃত্বমেব জ্ঞেয়ং, রাজনির্দ্দেশ-ভোক্তৃত্ববৎ. অন্যথা জীবত্বাপাতে বিবক্ষিতত্বাসিদ্ধেঃ। সামান্যতো নির্দ্দেশস্তু জীবস্য দৃষ্টান্তত্বাপেক্ষয়া তস্য সর্ব্বস্বরূপত্ব-স্থাপনাপেক্ষয়া চ। দ্বিতীয়ে ন দ্বিত্যাদিকং কাকুগম্যং. তথা পর এবোপদেষ্টা ভবতি, ন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বিষয় হউন, আমরা নহি। অর্থাৎ আপনার উপদিষ্ট ধর্ম্ম আপনাতেই থাকুক। আপনিই এইরূপ উপদেশের যোগ্যপাত্র হইতেছেন, এই অর্থ। যদি বল, কিরূপে তাহা হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন, 'প্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। আপনি দেহধারী প্রাণীমাত্রেরই প্রেষ্ঠ—চিত্তাকর্ষক—বন্ধু অর্থাৎ সকল অভিলাষ পূরণকারী, অতএব আত্মা। অর্থাৎ আপনিই আত্মার ন্যায় হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ও প্রেরয়িতা। অতএব আমাদের দোষ কি? কিন্তু দোষ আপনারই; সুতরাং তাদৃশ দোষ পরিত্যাগ করাইবার জন্য আপনাকেই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। আপনিই উপদেশ্য—এই অর্থ।

পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যার মত ঐশ্বর্য্যপক্ষেও সঙ্গত অর্থ আছে। তাহা শ্রীস্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাতে প্রথমে বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যায় 'অভ্যুপগম' ন্যায়ে কেবল আত্মা স্বীকৃত হইয়াছে। জীবাত্মা বা পরমাত্মা এরূপ কোন বিশেষ বোধ হয় না। তথাপি তিনি আত্মার যে ভোক্তৃত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ভোক্তৃত্বকে ঈশিতৃত্ব বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যেমন 'রাজনি দেশ ভোক্তৃত্ববৎ'। অর্থাৎ রাজা দেশ ভোগ করেন না দেশবাসীরাই দেশ ভোগ করে; তথাপি রাজাকে ভোক্তা বলা হয়। এইস্থলে 'ভোক্তা' শব্দের অর্থ যেমন অধীশ্বর, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত আত্মার ভোক্তৃত্বও ঈশিতৃত্ব অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে তাঁহার জীবত্ব আসিয়া পড়ে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবত্বাপাত-হেতু বিবক্ষিতের অসিদ্ধি হইয়া যায় অর্থাৎ অভিপ্রেতত্ব সিদ্ধ হয় না। (এখানে ঈশ্বরই বিবক্ষিত, জীব নহে) তাহা হইলে 'তিনি বিষয়ের ভোক্তা'—ইহার অর্থ হইবে—'তিনি বিষয়ের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা'। তবে তিনি যে বিশেষ করিয়া না বলিয়া কেবল 'আত্মা' শব্দের দ্বারা জীবের সহিত সাধারণভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল জীবের দৃষ্টান্তত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বরূপত্ব সংস্থাপনের অপেক্ষায় বুঝিতে হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

হ্যাত্মন আত্মৈবেত্যনুপদেষ্টৃত্বং, ততশ্চাস্মাকমুপদেষ্টৃত্বাভাবে সাক্ষাৎ কৃতাত্মত্বে চ ন পতিশুশ্রূষণাদি-বিধিগোচরমিতি ভাবঃ। শ্রীবৈষ্ণবমতেনান্তদর্থদ্বয়ম্। 'অথবা যদুক্তমি'তি - তত্র প্রথমার্থে স্বামিনি আশ্রয়ত্বেন বৃত ইত্যর্থঃ; 'দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাম্' (শ্রীভা ১১।৫।৪১) ইত্যাদেঃ। তদেবং তদুপাসনমহিম্নৈবা ধর্ম্মং প্রত্যাখ্যায় বস্তুবিচারদ্বারাপি প্রত্যাখ্যায়তে। যদ্বেতি অধিষ্ঠানত্বং, তত্তৎস্ফূর্ত্ত্যাশ্রয়ত্বং, যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' (শ্রীকঠ ২।২।১৫, শ্রীমু ২।২।১০, শ্রীশ্বে ৬।১৪) ইতি শ্রুতেঃ। অত্রৈশ্বর্য্যার্থেষু কিলেতি নিশ্চিতম্। উপদেশ-পদে ইতি শাস্ত্রগুরূপদেশ্য-চরণারবিন্দ ইত্যর্থঃ ইত্যপি ব্যাকুর্ব্বন্তি। অত্র নর্ম্মেদং তত্ত্বয্যেবাস্তু ত্বমেব মোহিনীরূপেণাজিতবৎ স্ত্রী ভূত্বা পত্ন্যাদিসেবাধর্ম্মমাচরেত্যর্থঃ। কুতঃ? উপদেশপদে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দ্বিতীয় অর্থ—'তুমি ধর্ম্মোপদেশক নহ' এই সকল বাক্য কাকু দ্বারা জানিতে হইবে। তুমি উপদেষ্টা নও, পরই ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া থাকে। আত্মার (নিজের) উপদেষ্টা আত্মা (নিজে) হয় না। অতএব তুমি উপদেষ্টা নও। তারপর আমরা যখন আত্মার (আপনার) উপদেশযোগ্যা হইতে পারিতেছি না অথচ যখন আত্মার সাক্ষাৎকারও লাভ করিয়াছি, তখন আমরা পতিসেবাদি বিধির বহির্ভূত হইয়াছি।

শ্রীবৈষ্ণবমতের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'অথবা যদুক্তম্' ইত্যাদি। সেইস্থলে প্রথম অর্থে 'স্বামিনি' শব্দে 'আশ্রয়রূপে বৃত' অর্থ। অর্থাৎ যিনি ভগবানকে আশ্রয় করেন, তাঁহার ধর্মাধর্ম্মাদি কোন উপদেশের অপেক্ষা থাকে না। একথা শ্রীভাগবতেও উক্ত আছে—'যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণ্য মুকুন্দের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃগণের কিঙ্কর বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন'। এইরূপে ভগবদুপাসনার মহিমা দ্বারা ধর্ম প্রত্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে বস্তুবিচার দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। এখানে 'যদ্বা' এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অধিষ্ঠানত্ব—সেই সেই (পতি-পুত্রাদি) স্ফূর্ত্তির আশ্রয়ত্ব। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'যাঁহার প্রকাশ দ্বারা এইসকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে'। এ শ্লোকে ঐশ্বর্য্যপর অর্থসমূহে 'কিল'—নিশ্চিত। 'উপদেশপদে' শাস্ত্র-গুরুর উপদেশ্য চরণারবিন্দ, এই অর্থ। এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই—আপনিই সেই সমস্ত পতি-পুত্রাদির মূল অধিষ্ঠান। এস্থলে অধিষ্ঠান বলিতে কেহ পতিরূপে, কেহ বা পুত্ররূপে স্ফূর্ত্তি পায়। কিন্তু স্ফূর্ত্তির আশ্রয় আপনিই। কেননা আপনিই আত্মা ও পরমাত্মারূপে পতি-পুত্রাদির অধিষ্ঠানে থাকেন; সুতরাং তাহাদের দেহেও আপনিই একমাত্র সেব্য। শাস্ত্রসমূহ এবং গুরুবর্গ, যাঁহারা শ্রীভগবদ্‌চরণারবিন্দ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গুরাবিত্যর্থঃ, অন্যথা গুর্ব্বননুষ্ঠিতে কর্ম্মণি শিষ্যাণাম প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তত্র চ ত্বমেব সমর্থ ইত্যাহুঃ—ঈশে সর্ব্বকলাসমর্থে. ন তু কৃত্রিমস্ত্রীত্বে ন কোঽপি ত্বয়ি প্রীতিং কুর্য্যাদিতি মন্তব্যম্। স্বভাবত এব তব সর্ব্বপ্রেষ্ঠত্বাদিত্যাহুঃ—প্রেষ্ঠ ইতি। বন্ধুরাত্মা মনোহরস্বভাবঃ। নিষেধার্থশ্চায়ম্—অজ হে কৃষ্ণ পত্যাদীনা-মনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্মঃ সুষ্ঠু অধর্ম, ইতি যদ্ধর্ম্মবিদাপি ত্বয়োক্তম্, অন্যাদৃশযোজনয়া চ্ছলেন প্রতিপাদিত-মিত্যর্থঃ। অমায়য়া যো ভর্ত্তা ইত্যাদ্যভিপ্রায়াৎ। এবমেতৎ ঈশ এব সত্যুপদেষ্টরি সর্ব্বং বক্তুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ সমর্থ ইত্যর্থঃ তস্মিংস্ত্বয্যেবাস্ত, তেন ত্বমেবোপদেশ্যো ভব ইত্যর্থঃ। কথম্? তত্রাহুঃ—তনুভৃতাং শ্রীবৃন্দাবনাদিস্থিত-চতুর্ব্বিধপ্রাণিনামপি প্রেষ্ঠঃ প্রেমবিষয়ো বন্ধুঃ প্রেমকর্ত্তা, অতএবাত্মা; 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্' (শ্রীভা ৯।৪।৬৮) ইতিবৎ পরস্পরবন্ধুদয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্যদি ত্বমেব তেষ্বনন্তেষু

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ভজনের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্বারা ভগবদ্ভজন ব্যতীত কৃত্রিম ধর্ম্মাদির উপদেশ ব্যাবৃত্ত হইয়াছে।

এখানে এই মর্ম্ম। পরিহাস)—সেই উপদেশবাক্য আপনাতেই থাকুক। আপনি না কি অজিতের ন্যায় মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ অর্থাৎ স্ত্রী হইয়া পত্যাদির সেবাধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন? কেন? আপনি 'উপদেশ-পদ' অর্থাৎ গুরু। অন্যথা গুরু-কর্ত্তৃক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হয়, তাহাতে শিষ্যের প্রবৃত্তি হয় না। সেই ধর্মাচরণে আপনিই সমর্থ। ইহা বলিতেছেন—'ঈশ'—সকল কলাবিদ্যায় সমর্থ। 'কৃত্রিম স্ত্রী হইলে আমার প্রতি কেহ প্রীতি করিবে না' এরূপ মনে করিবেন না। কেননা, আপনি সকলের প্রিয়তম। ইহা বলিতেছেন—'প্রেষ্ঠ' ইতি। 'বন্ধুরাত্মা'—মনোহর স্বভাব। নিষেধার্থ—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি ধর্ম্মবিদ্ বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছেন—পতি-পুত্রাদির অনুবৃত্তি স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম—(সু + অধর্ম্ম) সুষ্ঠু (অতিশয়) অধর্ম্ম, এই অর্থ। "যো হি অমায়য়া" ইত্যাদি অভিপ্রায় অনুসারে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, 'এবম্'—এই প্রতিপাদন—'ঈশ এব'—উপদেষ্টা, সকল বলিতে ও ব্যবহার করিতে সমর্থ, সেই হেতু আপনাতেই হউক—আপনিই উপদেশ্য হউন, এই অর্থ। অর্থাৎ আপনি যে কাপট্যময় ছলধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর বলিয়া উপদেশক, সমস্তই বলিতে পারেন সমস্তই করিতে পারেন, সুতরাং এই উপদেশ আপনাতেই অবস্থান করুক তদ্দ্বারা আপনিই উপদেশ্য হউন। কেন? তাহাতে বলিতেছেন—'তনুভৃতাং'—দেহধারী প্রাণিমাত্রেরই অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে স্থিত চতুর্বিধ প্রাণীরই, 'প্রেষ্ঠ'—প্রেমের বিষয়, 'বন্ধু'—প্রেমকর্ত্তা (প্রেমের আশ্রয়) অতএব আত্মা। যেমন সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিরক্তঃ স্যাত্তদা বয়মপি স্বেষু স্বল্পপ্রমাণেষু যথাস্থিতযোজনয়া ধর্ম্মপ্রাপ্তেষু চ স্যামেত্যর্থঃ। তত্র চাস্মাস্বেব তাবদ্বিরক্তো ভবেতি নর্ম্ম-তাৎপর্য্যম্। যদ্বা তথা বা যোজনা ভবতু, 'ভর্তুঃ শুশ্রূষণম্' ইত্যাদিনা যৎপত্যাদীনামনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বীয়ো ধর্ম ইত্যুক্তম্, এতদুপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ীশে এবমস্তু, অনুজ্ঞায়াং লোট্, ভবিতুং যোগ্যমিত্যর্থঃ। যতঃ প্রেষ্ঠ ইত্যাদি ভর্তুর্বিচারস্ত্বস্মাভিরেব জ্ঞায়ত ইতি ভাব ইতি ॥৩২॥

সারার্থদর্শিনী

৩২। অথ কাশ্চিৎ প্রখরাস্তদ্বচনেনৈব তং পরাজেতুকামা আহুঃ,—যদিতি। পত্যাদীনাং অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি যত্ত্বয়োক্তং এতদেবমস্তু অনেন প্রকারেণ ভবতু। নাত্র বিবদামহে এতদেবাস্মাভিঃ প্রতিক্ষণং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। নন্থ, কেন প্রকারেণ? তত্রাহুঃ—উপদেশস্থ পদে আস্পদে ধর্ম্মোপদেশ-কর্ত্তরি ত্বয়ি অনুবর্ত্তিতে সত্যেব পত্যাদীনামনুবৃত্তি রুচিতেত্যর্থঃ। প্রথমং ধর্মোপদেষ্টা আচার্য্যঃ উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্মঃ সিধ্যেদিতি চ শাস্ত্রং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সাধুগণের হৃদয়।' এই মত পরস্পর হৃদয়ের আশ্রয় ও বিষয়। অতএব যদি আপনিই সেই অনন্ত সাধুর প্রতি বিরক্ত অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরাও না হয় অতি অল্প পরিসর পত্যাদির মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিব। অতএব আপনি আমাদের প্রতি সেইরূপ বিরক্ত হউন, ইহাই নর্ম্ম তাৎপর্য্য। অথবা 'যথাস্থিত' ব্যাখ্যায় অর্থাৎ যেমন তেমন করিয়া শব্দ যোজনা করিলেও 'ভর্তুঃ শুশ্রূষণং' ইত্যাদি পদে নিষেধার্থ এইরূপ হইবে।—আপনি যে পতিপ্রভৃতির অনুবৃত্তি স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন, ইহা উপদেশকর্ত্তা ঈশ্বর আপনাতেই থাকুক। এখানে 'অনুজ্ঞা' পদে লোট্ বিভক্তি হেতু হওয়ার যোগ্য, এই অর্থ। যেহেতু 'প্রেষ্ঠ' ইত্যাদি। আর ভর্ত্তার সম্বন্ধে বিচার অর্থাৎ ভর্ত্তার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমরা জানি, তাহার সম্বন্ধে আর আপনাকে উপদেশ করিতে হইবে না। ॥ ৩২ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩২। অনন্তর কোন কোন প্রখরা গোপী শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথার সাহায্যেই তাঁহাকে পরাজিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছেন—যদিতি। "পতি প্রভৃতির অনুবৃত্তি করাই স্ত্রী-গণের স্বধর্ম্ম" এই বলিয়া তুমি আমাদের যে উপদেশ করিয়াছ, সে বিষয়ে আমরা কোন বিতর্ক বা প্রতিবাদ করিতেছি না; পরন্তু প্রতিক্ষণ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। যদি বল, কি প্রকারে অনুসরণ কর? উত্তরে বলিতেছেন—'উপদেশস্থ পদে'। তাহা উপদেশকর্ত্তা

সারার্থদর্শিনী

তত্রাপি ঈশে পরমেশ্বরে যদ্যাচার্য্য এব পরমেশ্বরঃ স্যাত্তর্হি কিমুতেতি। কিঞ্চ, ঈশ্বরত্বাদেব তনুভৃতাং ত্বমাত্মা আত্মত্বাদেব প্রেষ্ঠঃ প্রেষ্ঠত্বাদেব বন্ধুরিতি। অয়মর্থঃ,—পত্যাদীনাং পরমাত্মসহিতানামেবানুবৃত্তিঃ শাস্ত্রোক্তা। আত্মরাহিত্যে তু সতি সদ্য এব গৃহান্নিঃসারিতানাং তেষাং নদ্যাদেস্তটে মুখানি দহন্তে ইতি ধর্মশাস্ত্রম্। অতো মূর্ত্তস্যাত্মনস্তবৈবানুবৃত্ত্যা পত্যাদ্যনুবৃত্তি সিদ্ধিঃ কিমন্যৈস্তৎপ্রতিকূলত্বাদেব নিরাত্মকৈর্দগ্ধমুখৈঃ পত্যাদিভিরিতি। নন্বু, পূর্ণপ্রেম্ন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাবরকত্বাদাসাঞ্চ সম্পূর্ণপ্রেমবত্ত্বাং কথমেতাদৃশমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্ভবেৎ? উচ্যতে, নারদপঞ্চরাত্রাদ্যুক্তলক্ষণো ভক্তিরসামৃতাদিষু ব্যাখ্যাতঃ প্রেমাহ্যনিশনৈসর্গিকৌষ্ণ্যশৈত্যবান্ বিরহসংযোগরসান্যভাবকোঽপি। "ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তোমাতেই থাকুক। অর্থাৎ, যিনি পতিভক্তির উপদেশ শিক্ষা দিতেছেন, তাঁহাকে যখন সেবা করিতে আসিয়াছি, তখন আর কি অন্য পতি সেবার অপেক্ষা থাকে? শাস্ত্রে উক্ত আছে, প্রথমে ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যের সেবা, পরে উপদিষ্ট ধর্ম আচরণ কর্ত্তব্য। এই ন্যায়ানুসারে আচার্য্যের অনুবৃত্তি দ্বারাই নিষ্কপট ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ আচার্য্যের অনুবৃত্তির দ্বারাই ঈশ্বর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাহাতে আবার সেই আচার্য্য যদি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হন, তাহা হইলে অধিক আর কাহার ভজন হইতে পারে? অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি যদি স্বয়ং উপদেষ্টা বা গুরু হন তাহা হইলে তাঁহাকে ভজনা করিলে কি আর অন্য পতি শুশ্রূষার অপেক্ষা থাকে? আরও বলিতেছেন—তুমি ঈশ্বরত্ব-হেতু প্রাণিমাত্রেরই আত্মা—প্রাণিমাত্রের আত্মা বলিয়া সকলেরই প্রিয়। আবার সকলের প্রিয় বলিয়া বন্ধুও হইয়াছ। তাৎপর্য্য এই—পরমাত্মাযুক্ত পত্যাদির অনুবৃত্তি করাই ধর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আত্মরহিত পত্যাদির শুশ্রূষা কখনও শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ তোমা ব্যতীত পতি-পুত্রাদি কিছুই নহে—মৃত। অতএব পতি প্রভৃতি যদি বিগতাত্মা অর্থাৎ মৃত হয়, তাহা হইলে পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণ গৃহ হইতে বাহির করিয়া নদীতটে বা শশ্মানে লইয়া গিয়া মৃতদেহের সৎকার (দাহ) করিয়া থাকে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি। অতএব মূর্ত্তিমান পরমাত্মস্বরূপ তোমার অনুবৃত্তি করিলেই যদি পত্যাদির অনুবৃত্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতিকূল অন্য আত্মহীন দগ্ধমুখ পতি প্রভৃতির সেবার কি প্রয়োজন? যদি বল, পূর্ণপ্রেম স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে, সুতরাং প্রেমবতী গোপীদের হৃদয়ে এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে কথিত যে লক্ষণ, তাহাই শ্রীভক্তিরসামৃতাদি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

সারার্থদর্শিনী

নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপী"তি রসামৃতোক্তের্ব্রহ্মানন্দানুভব পরঃ পরার্দ্ধাধিকোঽপি বিরহে তীব্রাংশুকোটেরপ্যধিকং সন্তাপয়ন্নৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসম্বন্ধিনঃ সর্বানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়ত্যেব নতু কাংশ্চিদাবৃণোতি, বিরহস্য সূর্য্যতুল্যত্বেন সর্ব্বপ্রদ্যোতকত্বাৎ, সংযোগে তু সুধাংশুকোটেরপ্যধিকমাহ্লাদয়ন্মাধুর্য্যময়ানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তি। সংযোগস্য সুধাংশুতুল্যত্বেন সুধয়া মাদনাদৈশ্বর্য্যাবরণাৎ; যত্র সংযোগেঽপ্যৈশ্বর্য্যং প্রদ্যোততে তত্র প্রেম্ণ এবাপূর্ণত্বমবগন্তব্যং, অত্র ত্বাসাং ভাবিবিরহভাবনাবতীনাং বিরহ এব ইয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তিরপি প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি। কিমুত সৎ; অতস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—"কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা, যদিয়মবনিরিত্যাদী'তি শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ ॥৩২॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

"প্রেম সতত নৈসর্গিকরূপে উষ্ণ ও শৈত্যযুক্ত এবং বিরহ বা সংযোগের সম্পর্কে ভিন্নরসের উৎপাদক হইলে কোন এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। যথা—"পরর্দ্ধকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়মাণ সমাধিবলে সিদ্ধ ব্রহ্মসুখ-প্রাপ্তিও ভক্তিরূপ সুখ-সমুদ্রের পরমাণুর তুল্যই হইতে পারে না।" এই রসামৃত-বচনে বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তিসুখ ব্রহ্মানন্দানুভব হইতে পরার্দ্ধাধিক এবং সেই সুখই গোপীদিগের বিরহকালে শতকোটি সূর্যতাপ হইতে অধিকতর তীব্র সন্তাপ উৎপাদন করাইয়া ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় শ্রীভগবানের গুণকেই প্রদ্যোতিত করাইয়া থাকে—কোন গুণই আবৃত থাকে না। অর্থাৎ বিরহজ-প্রেম সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদ্যোতক, উষ্ণতাবশতঃ প্রিয়তমের মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত গুণই অতিশয়রূপে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিছুই আবৃত রাখে না। তাহা হইলে বুঝা গেল—বিরহজ প্রেম সূর্য্যতুল্যত্ব-হেতু সর্ব্বপ্রকাশক। আবার ব্রজদেবীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংযোগ-সময়ে কোটি সুধাংশু হইতেও আহ্লাদ উৎপাদন করাইয়া শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময় গুণনিচয় প্রকাশিত করিয়া থাকে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ, সুধাংশুতুল্যত্ব-হেতু সংযোগ-সময়ে সুধা দ্বারা মাদকতা বশতঃ ঐশ্বর্য্য আবৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংযোগজ প্রেম শৈত্যবশতঃ চন্দ্রের ন্যায় কেবল মাধুর্য্যময় গুণগুলি প্রকাশ করে। চন্দ্রের সুধার যেমন মাদকতা আছে, যদ্দ্বারা ঐশ্বর্য্যানুভবকে জড়িমায় আচ্ছন্ন করে, কিন্তু বিরহজ প্রেমে সেরূপ জড়িমা নাই, উহা সদাই উজ্জ্বল। আবার সংযোগ-সময়ে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইলে প্রেমেরই অপূর্ণত্ব জ্ঞাপন করিয়া দেয়। পরন্তু প্রস্তাবিত স্থলে ভাবি বিরহবতী ব্রজদেবীগণের বিরহে যে মাহাত্ম্য স্ফূর্ত্তি হইল, তাহা প্রেমকৃতই জানিতে হইবে। যেহেতু প্রেমের এতাদৃশ প্রভাব যে, অবিদ্যমান মাহাত্ম্যকেও স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে; সুতরাং বিদ্যমান মাহাত্ম্যকে

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্ নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র॥ ৩৩॥

ভাবার্থদীপিকা

৩৩। এতৎ সদাচারেণ দৃঢ়য়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্তে কুর্ব্বন্তীতি। কুশলাঃ শাস্ত্রনিপুণাঃ। তথাচ শাস্ত্রম্। কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মা লোক ইতি ॥৩৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৩। এবং শাস্ত্রবলেন পত্যাদৌ শুশ্রূষণং প্রত্যাখ্যায় সদাচারবলেনাপি প্রত্যাচক্ষাণা মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।২০) ইত্যাদিনা প্রপঞ্চিতং তৎস্নেহনিগড়ং বিশেষতঃ পরিহরন্তি—কুর্ব্বন্তি হীত্যর্দ্ধেন; হি প্রসিদ্ধৌ। কুশলাঃ 'য এতস্মিন্মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ' (শ্রীভা ১০।২৬।২১)

মূলানুবাদ

৩৩। হে পরমাত্মন্! শাস্ত্রকুশল ব্যক্তিরা নিত্য প্রিয়রূপে তোমাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। দুঃখদায়ক পতি-পুত্রাদিতে কি প্রয়োজন? অতএব হে বরদ! হে ঈশ্বর! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন! তোমাকে প্রাপ্ত হইব বলিয়া বহুকাল হইতে যে আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, আমাদের সেই চিরবর্দ্ধিত আশালতা ছেদন করিও না।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৩। এই সমস্ত সদাচার দ্বারা দৃঢ় করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন—'কুর্ব্বন্তি' ইত্যাদি শ্লোকে। কুশল—শাস্ত্রনিপুণ। তথাহি—'আমরা প্রজা অর্থাৎ পুত্রাদি লইয়া কি করিব? যাহাদের এই 'আত্মদর্শন' হইয়াছে, তাহাদের পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ রাখার কোনই প্রয়োজন নাই।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৩। এইরূপে শাস্ত্রবলে পত্যাদির শুশ্রূষা প্রত্যাখ্যান করিয়া সদাচারবলেও প্রত্যাখ্যান করিতে 'মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বিস্তারিত তাঁহাদের স্নেহ ও শৃঙ্খলা 'কুর্ব্বন্তি হি' ইত্যাদি অর্দ্ধ শ্লোকে বিশেষভাবে পরিহার করিতেছেন। এখানে 'হি' প্রসিদ্ধি অর্থে। 'কুশলাঃ'

সারার্থদর্শিনীর তৎপর্য্য

স্ফূর্ত্তি করিবে, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে? বাস্তবিকপক্ষে মাহাত্ম্য না থাকিলেও অতিশয়রূপে মাহাত্ম্য স্ফূর্ত্তির বিষয় শ্রীভরতমহারাজের চরিত্রে দেখা যায়—(মৃগশাবকের খুরচিহ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন) "আহা! এই ভূমি অতিশয় ভাগ্যবতী, এ কি তপস্যা করিয়াছিল যে, হরিণ শাবকের পদচিহ্ন ধারণ করিয়া দ্বিজগণের যজ্ঞস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে?" এই কথা শ্রীল জীবগোস্বামিচরণও বলিয়াছেন॥ ৩২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইতি শ্রীগর্গ-বাক্যানুসারেণ সারাসারবিবেকচতুরাস্বয়ি নিত্যপ্রিয়ে স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদরূপে রতিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তীতি তস্য স্বস্মিন্ পরস্মিংশ্চ সুখময়স্ফূরণমভিপ্রেতম্। পত্যাদীনাং তদ্বৈপরীত্যমাহুঃ—স্বে আত্মীয়ে, আত্মন্ আত্মনি চ, আর্ত্তিদৈঃ দুঃখপ্রদৈঃ। তাদৃশভগবদ্বিমুখতাপাদকাস্মন্নিবারণ-তাৎপর্য্যাৎ, অতস্তৈঃ পত্যাদিভিরস্মাকং কি প্রয়োজনম্? স্ব ইতি সর্ব্বনামত্বেঽপি পূর্ব্বাদিত্বেন স্মাৎ স্মিনোর্বিকল্পাৎ। তদেবং প্রথমদিক্স্থিতা 'ভক্তা' ভজস্ব. ইত্যুপক্রমানুরূপং বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি, তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধেঽস্মান প্রতীত্যর্থঃ। প্রসাদস্যৈবাবশ্যকার্য্যতাভিপ্রায়েণ ব্যতিরেকমুখেনাভিব্যঞ্জয়ন্তি—মাস্মেতি। চিরাৎ আবোধোদয়াৎ ধৃতাং নৈশ্চল্যেন কৃতামিতি পতিভিঃ সহ তৎসম্বন্ধো নিরস্তঃ। মা ছিন্দ্যা', কিন্তু সফলয়েত্যর্থঃ; অন্যথা তচ্ছেদেন তদেকালম্বনজীবানামস্মাকং সদ্যো জীবনচ্ছেদঃ স্যাদিতি ভাবঃ। আশামেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

—'যে মহাভাগ্যশালী মানবগণ ইঁহার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন' ইত্যাদি গর্গ বাক্য অনুসারে সার-অসার বিবেকচতুর মানবগণই কুশল। এতাদৃশ কুশলগণ 'নিত্যপ্রিয়ে'—স্বাভাবিক প্রেমাস্পদরূপ আপনাতে, 'রতিং'—প্রীতি করিয়া থাকেন, তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আপনাতে ও অপরে সুখময় স্ফুরণ অভিপ্রেত হয়। 'পতি' প্রভৃতি কিন্তু ইহার বিপরীত। ইহাই বলিতেছেন, 'স্বে'—আত্মে, 'আত্মনি'—আত্মায়, 'আর্ত্তিদৈঃ'. দুঃখপ্রদ। তাদৃশ ভগবদ্‌বিমুখতার আপাদনকারী পতি-পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ নিবারণ করাই কর্ত্তব্য। কেননা, সেই পতি-পুত্রাদি তাদৃশভাবে নিবারণ করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রতি বিমুখ করিতে চাহে। সুতরাং সেই পতি প্রভৃতিতে আমাদের কি প্রয়োজন? কিছুই প্রয়োজন নাই। এইস্থলে 'স্ব' পদটী সর্ব্বনাম হইলেও সপ্তমীর একবচনে 'স্বে' ও 'স্বস্মিন্' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কারণ 'স্ব' শব্দ পূর্ব্বাদিগণের অন্তর্গত। পূর্ব্ব, পর, অপর প্রভৃতি শব্দের উত্তর পঞ্চমীর একবচনে বিকল্পে 'স্মাৎ' ও সপ্তমীর একবচনে 'স্মিন্' হয়। এইরূপে প্রথমদিগ্‌বর্ত্তিনী ব্রজরমণীগণ যে বলিয়াছেন. 'ভক্তাঃ ভজস্ব' অর্থাৎ আমরা তোমার পাদমূল ভজনা করিয়াছি, সুতরাং তুমিও আমাদিগকে ভজনা কর—এই উপক্রম বাক্যের অনুরূপ বিবক্ষিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। 'তৎ'—সেই হেতু, 'নঃ'—আমাদের সম্বন্ধে—আমাদের প্রতি, এই অর্থ। প্রসাদই কর্ত্তব্য এই অভিপ্রায়ে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে অভিব্যক্ত করিতেছেন. 'মাস্ম' ইত্যাদি। অর্থাৎ তুমি আমাদের আশালতা ছেদন করিও না। আমরা শিশুকাল হইতে তোমাতে অনুরক্তা। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তোমাতে যে আশা নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়াছি, সেই আশালতার ছেদন করিও না। এতদ্দ্বারা পতি প্রভৃতির সম্বন্ধ নিরস্ত হইল, অতএব আমাদের আশালতা ছেদন করিও না—কিন্তু সফল কর।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিশেষেণ ব্যঞ্জয়ন্তি—হে বরদ, কুমারীষু 'সঙ্কল্পো বিদিতঃ' (শ্রীভা ১০।২২।২৫) ইত্যাদিনা দত্তবরবিশেষ! হে ঈশ্বর! অন্যেষামপি দুর্ঘটং মন-আদিঘটনাবিশেষসমর্থেতি চিরাদ্ধতামিত্যত্র হেতুঃ। হে অরবিন্দনেত্রেতি, 'শরদুদাশয়ে' (শ্রীভা ১০।৩১।৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণাং, অরং চক্রপ্রান্তং তদিব অরং তৎপত্রাগ্রভাগঃ, হৃদয়চ্ছেদকত্বেন তদ্বিদ্যতীতি তু সংরম্ভস্যান্তঃস্থিতেঃ; শ্লেষশ্চ—অরবিন্দবত্রাত্রাবপ্রকাশমানে নেত্রে যস্যেত্যতঃ পরমসুন্দরীষ্বপি অস্মাসু সম্প্রতি তবোপেক্ষা যুক্তৈবেতি নর্মগ্রোতনা চ। কিঞ্চারবিন্দরূপকেন দৃষ্ট্যাপি সর্ব্বেষাং তাপহারিত্বং ধ্বনিতম্; অতোঽস্মাসু তদ্বৈপরীত্যমযুক্তমিতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যার্থস্তু—হি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৌ,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অন্যথা সত্যই আমাদের জীবনচ্ছেদ হইবে। কারণ আমাদের জীবন একমাত্র তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে। এই আশাকেই বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতেছেন—'হে বরদ! বস্ত্র-হরণের দিবস তুমি কুমারীগণকে বলিয়াছিলে যে, "তোমাদের সঙ্কল্প বিদিত হইয়াছি"—এই বলিয়া তুমি বরবিশেষ দান করিয়াছিলে, এখন তুমি আবার নিজেই ছেদন করিতেছ। তুমি সকলই করিতে পার, যেহেতু তুমি ঈশ্বর। অর্থাৎ অন্যের পক্ষে দুর্ঘট মন প্রভৃতির ঘটনা-বিশেষে সমর্থ। অতএব আমরা চিরকাল হইতে যে আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, সেই আশা তুমিই উৎপাদন করিয়াছ, এখন তুমি ভিন্ন আর কে তাহা সফল করিবে? (যদি বল, তোমরা আশা ধারণ করিয়াছ কেন? তাহাতেই বলিলেন—) 'হে অরবিন্দনেত্র'! অর্থাৎ তোমার কমললোচন দেখিলে কোন্ নারী তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আশা না করিয়া থাকে? (পরে যাহা বর্ণিত হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া বলিলেন) 'শরদুদাশয়ে' ইত্যাদি। "হে সুব্রতপতে! শরৎকালীন স্বচ্ছ জলে সুজাত অথচ বিকশিত কমলের গর্ভকোষের শোভা-তিরস্কারী তোমার লোচন দেখিয়া আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী হইয়াছি"। প্রেমস্বভাববশতঃ ব্রজরমণীগণের প্রার্থনার মধ্যে সংরম্ভ (প্রণয়কোপ) অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই 'অরবিন্দনেত্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শ্লেষে ইহাও জানাইলেন যে, তোমার ঐ নেত্র চক্রপ্রান্তের ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্রাগ্রভাগ ধারণ করিতেছে। কারণ ঐ নেত্র হৃদয়চ্ছেদক বা হৃদয় বিদীর্ণকারক হইয়াছে। আবার এইরূপ শ্লেষোক্তির ইঙ্গিত প্রকাশ করিলেন যে, কমল যেমন রাত্রিতে মুদ্রিত থাকে, প্রস্ফুটিত হয় না; তদ্রূপ তোমার কমল-লোচনও রাত্রিতে মুদ্রিত থাকে। অর্থাৎ বোধ হয় রাত্রিতে তুমি দেখিতে পাও না। কাজেই আমরা পরমাসুন্দরী হইলেও আমাদের প্রতি তোমার উপেক্ষা সঙ্গতই হইয়াছে। আরও বলিতেছেন, এই অরবিন্দ রূপকের দ্বারা ইহাও ব্যঞ্জিত হইল যে তুমি দৃষ্টি দ্বারাও সকলের সকল তাপ হরণ করিয়া থাক, কিন্তু আমাদের প্রতি তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছ, ইহা অযুক্ত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কুশলাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ, রতিং ভাবং, ন তু শ্রদ্ধামাত্রম্; তচ্চ যোগ্যমিত্যাহুঃ—নিত্যপ্রিয়ে। কুতো নিত্যত্বং প্রিয়ত্বঞ্চ? তত্রাহুঃ—স্বে আত্মন্যপি বিষয়ে আত্মনি পরমাত্মনীত্যর্থঃ। 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৫৫) ইত্যুক্তেঃ। এতেন তস্য সুখরূপত্বঞ্চ ধ্বনিতম্, অন্যথা নিরুপাধিপ্রেমাস্পদত্বং ন স্যাৎ; অতোঽস্মাকং পত্যাদিভিঃ কিম্? অপি তু ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। নন্বু ভবতীনাং পত্যাদয়োঽপি মাদৃশা নিত্যপ্রিয়া এব, নেত্যাহুঃ—আর্ত্তিদৈস্তাদৃশকুশলবৃন্দাভিলষিতাস্মদীয়-ভগবদ্ভজন বিরোধিভিঃ কিম্? হে বরদেশ্বরেতি বরস্যাব্যভিচারিত্ব দর্শিতমিতি, এবমুত্তরত্রাপ্যূহ্যম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্—নন্বহং তনুভৃতাং প্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি স্বস্বোচিতপ্রেমকর্ত্তারস্তে ইব ভবত্যোঽপি স্বোচিতং রত্যাখ্যং ভাবমেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ঐশ্বর্য্যপক্ষে অর্থ—'হি'—শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে যে, 'কুশলাঃ'—শ্রীনারদ প্রভৃতি যে শ্রদ্ধামাত্রই করিয়া থাকেন, তাহা নহে, রতি—ভাববিশেষের দ্বারা ভজনা করিয়া থাকেন, তাহা উপযুক্তই। ইহা বলিতেছেন, 'নিত্যপ্রিয়ে' হে নিত্যপ্রিয়! আমরা যে তোমাকে প্রীতি করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। কেন নিত্যতা ও প্রিয়তা? তাহাতেই বলিতেছেন, 'স্বে'—আত্মবিষয়ে, ও 'আত্মনি'—পরমাত্মায়, এই অর্থ। অর্থাৎ তুমি আত্মারও আত্মা—পরমাত্মা। শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—'হে মহারাজ! এই শ্রীকৃষ্ণকে সকল আত্মার আত্মা বলিয়া অবগত হও।' ইহা দ্বারা তাঁহার সুখরূপতা ধ্বনিত হইতেছে। অন্যথা অর্থাৎ সুখরূপত্ব না হইলে কিরূপে নিরুপাধি প্রেমের আস্পদ হইতে পারেন? অতএব আমাদিগের পতি প্রভৃতিতে কি প্রয়োজন? কিঞ্চিন্মাত্রও প্রয়োজন নাই। যদি বল, তোমাদের পতি প্রভৃতিও আমার নিত্যপ্রিয়। তাহাতেই বলিলেন, না, তাহা নহে। তাহারা আর্ত্তিদ। শ্রীনারদাদি তাদৃশ কুশলবৃন্দ যাহা অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ ভগবদ্ভজন করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের পতি প্রভৃতি সেই ভগবদ্-ভজনে বিরোধী; সুতরাং সেই পতি প্রভৃতিতে কি প্রয়োজন? হে বরদেশ্বর! এই বিশেষণে বরের অব্যভিচারীত্ব দর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ তুমি যাবতীয় বরদাতৃগণের ঈশ্বর। তোমার প্রদত্ত বরে কদাপি ব্যভিচার হয় না। তোমার নিকট যে যাহা চাহে, সে তাহাই পাইয়া থাকে। আমাদের প্রার্থনা কি নিস্ফল হইবে? পরবর্ত্তী ব্যাখ্যায়ও এইরূপ তাৎপর্য্য উহ্য করিয়া লইতে হইবে।

নিষেধার্থ—যদি আমি দেহধারী প্রাণীমাত্রেরই প্রিয়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রাণীগণ যেমন আমাতে স্ব-স্বভাব অনুসারে প্রেম করিয়া থাকে, তদ্রূপ তোমরাও নিজেদের যোগ্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ময়ি কুর্ব্বতামিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—কুশলা মঙ্গলরূপাঃ সাধ্ব্য ইতি যাবৎ। আর্ত্তিদৈর্দুঃখাবখণ্ডকৈঃ পত্যাদিভির্হেতুভিঃ স্বে গৃহাদৌ আত্মনি চ নিত্যপ্রিয়ে সতি কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি? অপি তু ন, তত্র স্বাদিনাশাপত্তেঃ; তত্তস্মাৎ হে বরদ বাঞ্ছিতপ্রদ, ঈশ্বর গোকুলস্বামিন্, নঃ প্রসীদ; প্রসাদমেবাহুঃ— চিরান্বয়মত্র মাস্ম ন তিষ্ঠাম, অস্তের্লুঙি লঙ্বৎপ্রয়োগ আর্ষঃ। শীঘ্রং গৃহগমনায়ানুজ্ঞাং দেহীত্যর্থঃ। তথা ত্বয়ি ধৃতাম্ অবস্থিতাম্ আশাঞ্চাস্মদঙ্গসঙ্গেচ্ছারূপাং ছিন্দ্যাশ্ছিন্ধি। 'ধৃঞ্ অবস্থানে' ইতি। অত্র বরদেশ্বরেত্যত্র পরমেশ্বরেতি পাঠোঽপীশ্বরবৎ সঙ্গমনীয়ঃ ছিন্দ্যা ইত্যত্র ছিন্দ্যাদিতি পাঠে তু ভবানিত্যধ্যাহার্য্যম্ ॥৩৩॥

সারার্থদর্শিনী

৩৩। কাশ্চিত্তদনুবাদিন্যস্তমেবোক্তমর্থং সদাচারেণাপি দ্রঢ়য়ন্তি কুর্ব্বন্তীতি কুশলাঃ—"য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা" ইতি গর্গোক্তিবিশ্বাসাচ্চতুরাঃ। নচ রতিং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

রতি নামক মধুর ভাব আমাতে বিধান কর—এই আশঙ্কাতেই বলিতেছেন,—'কুশলাঃ'—মঙ্গলরূপা। মঙ্গলরূপা সাধ্বী রমণীগণের সর্ব্ববিধ দুঃখচ্ছেদক পতি প্রভৃতির জন্য অর্থাৎ তাদৃশ পতি আছে বলিয়াই এই গৃহাদি ও আত্মা নিত্য সুখময় হওয়াতে কখনও কি তোমাতে তাহারা রতি বিধান করিবে? কখনই নহে। তাহা করিতে গেলে 'স্ম' অর্থাৎ ঐ গৃহাদিসুখ নাশ প্রাপ্ত হইবে। তাৎপর্য্য এই, সাধারণ পতিব্রতা রমণীগণ কখনও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় না এবং তাহাদের গৃহাদি বৈভব যাহা আছে, তাহাতে কোনও অভাববোধও হয় না। সুতরাং তাহাদের পতি-পুত্রাদি গৃহবৈভব থাকা সত্ত্বে কি তাহারা ভগবদ্ভজন করিতে পারে? কখনও নহে। তুমি তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিও না। অতএব হে বরদ! (বাঞ্ছিতপ্রদ) হে ঈশ্বর! (গোকুলস্বামিন্) আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, অর্থাৎ অনৌচিত্য কর্ম্ম হইতে বিরত হও। প্রসাদ কিরূপ বলিতেছেন—বেশীক্ষণ আমরা এখানে থাকিব না। 'অস্' ধাতুর 'লুঙ্'এ 'লঙ্' বৎ প্রয়োগ আর্ষ হইয়াছে। শীঘ্র গৃহে যাইবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুমতি দান কর, এই অর্থ। তোমার হৃদয়ে অবস্থিত যে আমাদের সহিত অঙ্গসঙ্গবাসনা তাহা ত্যাগ কর। অর্থাৎ তোমাতে ধৃত—অবস্থিত (ধৃঙ্-অবস্থানে) যে আমাদের অঙ্গসঙ্গের নিমিত্ত আশা পোষণ করিয়াছ, তাহা ছেদন কর—সেই আশা পরিত্যাগ কর। এইস্থলে 'বরদেশ্বর' স্থানে 'পরমেশ্বর' এবং 'ছিন্দ্যাঃ' শব্দের-পরিবর্ত্তে 'ছিন্দ্যাৎ' পাঠ আছে, সমাধান করিতে হইবে। 'ছিন্দ্যাঃ' স্থলে 'ছিন্দ্যাৎ' পাঠ হইলে 'ভবান্' এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তৃপদ উহ্য করিতে হইবে॥ ৩৩ ॥

সারার্থদর্শিনী

কুর্ব্বন্তীত্যপি বক্তুতো বাচ্যম্। যতস্ত্বয়ি রতিঃ স্বাভাবিক্যেব কুশলানামিত্যাহুঃ—স্বে স্বীয়ে ইতি ত্বমেব তেষাং মমতাস্পদং, আত্মনীতি ত্বমেবাহন্তাস্পদং চাতএব নিত্যপ্রিয়ে ইতি প্রীতিরপি ত্বয়ি নিত্যৈব। পতিসুতাদিষু তু ঔপাধিকী, অতএবানিত্যা অস্মাকন্তু সাপি নাস্তীত্যাহুঃ, আর্ত্তিদৈস্তদভিসার বারকত্বাদ্দুঃখদৈঃ। তত্তস্মান্নোঽস্মভ্যং অস্মান্ জীবয়িতুং প্রসীদ। যদি বা অস্মান্ অন্যোঢ়া মা জীবয় এতাঃ অনূঢ়াস্তু কিং রোদয়সীত্যাহুঃ,— হে বরদ, "সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্বী" ইত্যাদিনা এতাভ্যস্ত্বং বরমদা এবেত্যর্থঃ। নন্থ, এতাসু প্রসাদে কাত্যায়ন্যর্চ্চনমেব কারণং ভবতীষু মৎ প্রসাদে কিং কারণং তত্র নিষ্কারণমেব প্রসীদেতি সকাকুপ্রার্থনমাহুঃ—হে ঈশ্বর, স্বচিকীর্ষিতে স্বপরতন্ত্র, চিরাৎ বাল্যমারভ্য ত্বয়ি ধৃতাং আশাং আশাকল্পলতাং সম্প্রতি ফলবতীং মাচ্ছিন্দ্যাঃ ফলবতী লতা হি সৎপুরুষেণ ছেদং নার্হতীতি, চিরাদিতি ছিন্দ্যাঃ ইতি পদাভ্যাং দ্যোতিতম্। এষা হ্যাশালতাপ্যস্মন্মনঃ

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৩। পূর্ব্বোক্ত গোপীদের বাক্যের অনুবাদ করিয়া কোন কোন গোপী সেই বাক্যের অর্থকেই সদাচার দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। যথা—'কুশলাঃ' অর্থাৎ "যে মানবগণ এই মহাভাগে (শ্রীকৃষ্ণে) প্রীতি করিয়া থাকে, তাহাদের কখনও কোন শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব হয় না। শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিত সুরগণকে যেমন শ্রীবিষ্ণু অসুরহস্ত হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কেহ পরাভব করিতে পারে না।" এই গর্গোক্তি অনুসারে বিশ্বাস-চতুরগণ তোমাতে রতি বিধান করিয়া থাকেন। "তোমাতে রতি বিধান করিয়া থাকেন' একথা বলা যায় না; বস্তুতঃ তোমাতে তাঁহাদের রতি স্বাভাবিক অর্থাৎ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাতেই বলিতেছেন—'স্বে—স্বীয়ে' ইতি। তুমিই তাহাদের মমতাস্পদ এবং তুমিই তাহাদের আত্মা—অহন্তাস্পদ. সুতরাং নিত্যপ্রিয় এবং তোমাতে তাঁহাদের যে প্রীতি, তাহাও নিত্য বলিতে হইবে; পরন্তু পতি-পুত্রাদিতে যে প্রীতি, তাহা ঔপাধিক, অনিত্য। আর পতি-পুত্রাদির প্রতি আমাদের কখনও প্রীতি নাই। কেননা তাহারা আর্ত্তিপ্রদ; সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার নিকট অভিসারকালে আমাদিগকে বাধা প্রদান করে। অতএব জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। যদি বা আমরা অন্য-কর্ত্তৃক বিবাহিতা, সুতরাং আমাদের জীবনের প্রত্যাশা না করিলেও করিতে পার; কিন্তু এই অনূঢ়া অবলা সকলকে কেন রোদন করাইতেছ? হে বরদ! তুমিই বরদান করিয়াছিলে—"তোমাদের সঙ্কল্প বিদিত হইয়াছি, আগামী রজনীসমূহে তোমাদের মনোরথ পূরণ করিব।" এই সকল কথা কি বিস্মৃত হইলে? যদি বল, তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার কারণ হইতেছে কাত্যায়নীর অর্চ্চনা; কিন্তু

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্ যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩৪ ॥

সারার্থদর্শিনী

কেদারিকায়াং ত্বয়ৈবারোপিতেত্যাহুঃ—হে অরবিন্দনেত্র, অস্মদ্বয়ঃসন্ধ্যারম্ভে প্রথমদর্শনসময়ে অরবিন্দতুল্যাভ্যাং নেত্রাভ্যাং ত্বংপ্রেষিতাভ্যামস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবাভিধানমাশালতা বীজমাহিতমিতি ধ্বনিতম্। "চক্ষূরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প" ইতি রসশাস্ত্রোক্তরীত্যা সৈবাশালতা গুণরূপশ্রবণদর্শনাদিনা বর্দ্ধিতা ফলবতী ভুক্তভুজ্যমানফলাপি কঠোরোক্তিকুঠারিকয়া কথমত্র ছিদ্যতে, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রত" মিতি ন্যায়ং জানাস্যেবেত্যনুধ্বনিতম্ ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ

৩৪। আমাদের যে চিত্ত, যে করদ্বয় পরমসুখে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহা তুমি হরণ করিয়াছ। তোমার পদমূল হইতে আমাদের পাদদ্বয় একপদও চলিতেছে না; আমরা কিরূপে ব্রজে যাইব? আর সেখানে গিয়া কি-ই বা করিব?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তোমাদের প্রতি আমার প্রসাদের কারণ কি? উত্তরে বলিতেছেন—তাহার কোন কারণ না থাকিলেও তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, (ইহাই কাকুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন) হে ঈশ্বর! তুমি নিজ ইচ্ছাবিষয়ে স্বতন্ত্র—তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। পরন্তু বাল্যকাল হইতেই আমরা তোমাতে অনুরক্ত এবং জ্ঞান বিকাশের সঙ্গেসঙ্গেই তোমার সেবাবিষয়ে আশা ধারণ করিতেছি। সম্প্রতি সেই ফলবতী আশা-কল্পলতা ছেদন করিও না। যাঁহারা সৎপুরুষ, তাঁহারা কদাচ ফলবতী লতা ছেদন করেন না। ইহাই 'চিরাদিতি' পদে দ্যোতিত হইয়াছে। আরও দেখ, তুমিই আমাদের মনোরূপক্ষেত্রে এই আশালতা রোপন করিয়াছ; অতএব হে অরবিন্দলোচন! আমরা চিরদিন তোমার চরণসেবার আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের বয়ঃসন্ধির আরম্ভে প্রথম দর্শন সময়ে তুমি তোমার কমল সদৃশ কোমল নয়নের দৃষ্টি দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ভাবনামক আশালতার বীজ রোপন করিয়াছিলে, অধুনা সেই লতা ফলবতী হইয়াছে। অর্থাৎ 'চক্ষূরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ' এই রসশাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে নয়ন-সম্মিলনে প্রথমতঃ চিত্ত আসক্ত হয়, পরে মিলন বিষয়ে বিবিধ সঙ্কল্প হয়। এক্ষণে সেই আশালতা তোমার রূপ-গুণাদির শ্রবণে এবং সাক্ষাৎ দর্শনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ফল-ফুলে সুশোভিতা হইয়াছে এবং ভুক্ত—ভুজ্যমান ফল ধারণ করিয়াছে;

ভাবার্থদীপিকা

৩৪। কিঞ্চ প্রতিযাতেতি যদুক্তং—তদশক্যং ত্বয়ৈব চিত্তাদীনামপহৃতত্বাদিত্যাহুঃ চিত্তমিতি। যদস্মাকং চিত্তমেতাবন্তং কালং সুখেন গৃহেষু নির্ব্বিশতি তৎ ত্বয়া অপহৃতম্। করাবপি যৌ গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতস্তাবপি। সুখাত্মনা ত্বয়েতি বা॥ ৩৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৪। নন্বু গৃহবাসসুখরক্ষার্থমপি ন পত্যাদিত্যাগো বিধেয় ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাপি তস্যৈব দোষোট্টঙ্কনপূর্ব্বকমাহুঃ—চিত্তমিতি, সুখেন সুখরূপতয়া স্বদর্শকেনেতি তদানীং গৃহাদীনাং দুঃখরূপতা-স্ফূর্ত্তির্ধ্বনিতা; সুখেন সহিতমিতি বা পাদৌ যৌ গৃহকৃত্যে গমনে বা নির্বিশতস্তাবপ্যপহৃতৌ অতস্তব পাদমূলাৎ পদমেকমপি ন চলতঃ, গন্তুং ন শক্নুত ইত্যর্থঃ। করয়োঃ পাদয়োশ্চাপহারস্তত্তদিন্দ্রিয়শক্ত্যপহারাৎ, অত আগমনঞ্চ ত্বদ্গীতাকর্ষণ-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৪। আর তুমি যে আমাদিগকে 'ব্রজে ফিরিয়া যাও' এই কথা বলিতেছ, তাহা কিন্তু আমাদের অসাধ্য। কেননা, তুমিই আমাদের চিত্তাদি সমস্ত অপহরণ করিয়াছ। ইহাই 'চিত্তং' শ্লোকে বলিতেছেন—আমাদের যে চিত্ত এতকাল সুখে গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট ছিল, তাহা তুমি অপহরণ করিয়াছ। যে করযুগল গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট ছিল, তাহা সুখাত্মক হইলেও তুমি তাহা অপহরণ করিয়াছ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৪। যদি বল, গৃহবাসের সুখ রক্ষার নিমিত্তও পতি প্রভৃতির ত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। এই আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহে ও সেই সুখেরই দোষ উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক বলিতেছেন, 'চিত্তম্' ইত্যাদি। 'সুখেন'—নিজেকে সুখরূপে প্রদর্শনকারী, এই অর্থ। সেইকালে গৃহাদির দুঃখরূপতা স্ফূর্ত্তি ধ্বনিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই—আমাদের যে চিত্ত এতকাল পরমসুখে গৃহকার্য্যে রত ছিল, তাহা তুমি হরণ করিয়াছ। কেন? তুমিই আপনাকে সুখস্বরূপে দর্শন করাইয়াছ। এইরূপে তদানীন্তন গৃহাদির দুঃখরূপতা স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, অথবা 'সুখেন' পদটী সহার্থে তৃতীয়া হইলে অর্থ হইবে—তুমি সুখের সহিত আমাদের চিত্তকে হরণ করিয়াছ এবং যে করদ্বয় গৃহকৃত্যে ও যে পদদ্বয় গমন কার্য্যে রত ছিল, তাহাদের শক্তিও তুমি হরণ করিয়াছ। তজ্জন্য সেই পদদ্বয়

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কিন্তু সম্প্রতি কঠোর বাক্য-কুঠার দ্বারা কেনই বা তাহা ছেদনে উদ্যত হইয়াছ? তুমি কি জান না যে, সদাচারবিশিষ্ট কোনও লোক স্বহস্তে রোপিত ও ফলবান্ বৃক্ষকে ছেদন করে না? নীতিশাস্ত্রেও আছে—'বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্' ইতি॥ ৩৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মাত্রেণেতি ভাবঃ। অথো অস্মাদ্ধেতোঃ কথং ব্রজং যামঃ? নন্থ অবলা এবঞ্চেন্ময়ৈবাগ্রে গচ্ছতা সহ গম্যতাং, তত্রাহুঃ—তত্র গত্বা কিংবা করবামেতি। বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে। যদ্যপি চিত্তাপহারেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াপহারোঽপ্যায়াতি, তথাপি বিশেষতঃ করপাদাপহারোক্তিঃ পতিশুশ্রূষণাদি-গৃহকৃত্যস্যান্যত্র নিজগমনস্য চ পরিহারায়। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা যচ্চিত্তং সুখে নিমিত্তে সুখে বিষয়ে বা পূর্ব্বং স্থিতং, তদ্ধরতাপহৃতং সৎ উতাপি ন প্রবিশত্যপি; কুত? তস্মিন্ কৃত্যে করাদিকং প্রবেশয়েদিত্যর্থঃ। নন্থ গৃহেশ্বর্য্যস্তথাপি তদ্বিচারবলেন প্রবেশ্যতাং, তত্রাহুঃ—করাবপ্যপহৃতৌ গৃহসম্বন্ধিকৃত্যে ন নির্ব্বিশতঃ। নন্থ তথাপাত্র তু স্থাতুমযুক্তমিতি গচ্ছতৈব; তত্রাহুঃ পাদৌ চ ভবতাপহৃতৌ স্বাভিমুখ্যেনাকৃষ্টৌ পদমপি ন চলত ইতি, অন্যৎ সমানম্। অতস্ত্বয্যেব চিত্তং, ত্বদর্থকৃত্যে এব করৌ, ত্বৎস্থান এব পাদৌ, প্রবিশন্তি নান্যত্রেতি সূচিতম্। অত্র নর্ম্মেদম্—বনেঽস্মাকং প্রয়োজনাভাবাৎ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তোমার পাদমূল হইতে একপদও অগ্রসর হইতেছে না। যেহেতু তাহাদের গমনশক্তি নাই। এস্থলে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তির হরণ-হেতু করদ্বয় ও পদদ্বয়ের হরণও উক্ত হইয়াছে। তবে আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কেবল তোমার গীতের আকর্ষণ-হেতু, ইহাই ভাবার্থ। 'অথো' অর্থাৎ এই হেতু কি করিয়া ব্রজে যাইব? যদি বল, 'অয়ি অবলাসকল! যদি তাহাই হয়, তবে আমিই আগে যাইতেছি, আমার সহিত চল।' তাহাতে বলিতেছেন, সেখানে গিয়া কি করিব? মূলের 'বা' শব্দ সমুচ্চয় অর্থে। যদ্যপি চিত্তের অপহরণের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের অপহরণ হইয়া থাকে, তথাপি বিশেষ করিয়া হস্ত ও পদের অপহরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশের কারণ কি? করদ্বয় পতিসেবাদি গৃহকার্য্য সমাধান করিতে অসমর্থ এবং পদদ্বয় অন্যত্র গমন করিতে অসমর্থ হইয়াছে, ইহাই ব্যক্ত করিলেন। অন্য যাহা কিছু, শ্রীস্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা যে চিত্ত পূর্ব্বে সুখের নিমিত্ত বা সুখবিষয়ে নিযুক্ত ছিল, তাহা তোমা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া আর গৃহে প্রবেশ করিতেছে না; সুতরাং কিরূপে গৃহকৃত্যে আর কর-চরণাদিকে প্রবেশ করাইব? যদি বল, হে গৃহেশ্বরীগণ! তথাপি বিচারবলে সেই কর-চরণাদিকে গৃহকার্য্যে প্রবেশ করাও। তাহাতে বলিলেন, সেই করদ্বয়ও তোমা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া গৃহকার্য্যে আর প্রবিষ্ট হইতেছে না। যদি বল, তথাপি এখানে থাকা উচিত নহে—গৃহে চলিয়া যাও। তাহাতে বলিতেছেন, পদদ্বয় তোমা কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া—তোমার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া একপদও চলিতে চাহিতেছে না। (অপর অর্থ সমান) অতএব যে চিত্ত তোমাতেই আছে, যে করদ্বয় তোমারই কার্য্যে, যে পদদ্বয় তোমারই অবস্থিতিস্থানে রহিয়াছে, তাহা অন্যত্র যাইতেছে না, ইহাই সূচিত হইল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ত্বদ্দর্শনার্থং নাগতাঃ স্মঃ, চিত্তবিত্তস্য ভবতাপহরণাৎ। তদুদ্দেশেনাত্রাগতাশ্চৌরং ভবন্তং প্রাপ্তা অপি গ্রহীতুং নেতুঞ্চ তথাক্রোশনার্থং কুত্রাপি গন্তুমপি ন শক্নুমঃ, ভবতা করপাদাপহরণাৎ। অতো হৃতধনাঃ কথং ব্রজং যামঃ? কিং বা করবামঃ? স্তম্ভনাদিমহামন্ত্রজ্ঞচৌরবরে কস্যাপ্যুপায়স্যাপ্রভাবাদিতি ভাবঃ। নিষেধার্থশ্চায়ম্—ননু বেণুগীতেন ময়া গৃহাদাকৃষ্টাঃ সুষ্ঠু শ্রান্তাশ্চ কথং গন্তুং শক্নুথ? তত্রাহুঃ—গৃহেষু ভবতা উদ্ভবতা সুখেনাপহৃতং চিত্তং যদ্যস্মাৎ গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতি। যদ্বা, চিত্তং সুখে এবং, ন তু ভবতাপহৃতং, যস্মাদ্ গৃহেষু নির্ব্বিশতি, এবং করাবপি গৃহকৃত্যে নির্ব্বিশতঃ। পরিশ্রান্তত্বমাশঙ্ক্যাহুঃ—পাদৌ পদমপি কথং ন চলতঃ, অপি তু দূরমপি চলত এব; ততঃ কথং ন যামঃ? অপি তু যাম এব, অত্র চ কিং করবামেতি ॥ ৩৪ ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৪। অস্ত্যাস্তু স্বীয়ং প্রেমাণং সরসং দ্যোতয়ন্ত্যো ভোশ্চৌরচক্রবর্ত্তিন্, ন বয়মন্যার্থমাগতাঃ কিন্তু ত্বয়া চোরিতং প্রতি স্বং ধনমেব জিঘৃক্ষব ইত্যাহুঃ—চিত্তং ভবতা অপহৃতং ন চ তত্রান্যচোরস্যেব তব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এস্থলে মর্ম্মার্থ এই—বনে আমাদের প্রয়োজন ছিল না, তোমাকে দেখিবার জন্যও আসি নাই। কোন এক অদৃশ্য চোর আমাদের চিত্তরত্ন অপহরণ করিয়াছে। আমরা সেই অপহৃত চিত্তের অনুসন্ধানেই এখানে আসিয়া চোর তোমাকে পাইয়াছি; কিন্তু তোমাকে ধরিতে বা চিত্ত-বিত্ত কাড়িয়া লইতে পারিতেছি না; অথবা অভিযোগের জন্য কোথাও যাইতে পারিতেছি না; কারণ তুমি আমাদের কর-পদাদি অপহরণ করিয়াছ। অতএব হৃতধন না পাইলে আমরা কিরূপে গৃহে ফিরিয়া যাইব? 'হে স্তম্ভাদি মহামন্ত্রজ্ঞ! মহা চোরের নিকট কোন উপায়ই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। হায়! আমরা এখন কি করিব? —ইহাই ভাবার্থ।

নিষেধার্থ—যদি বল, বেণুগীতের আকর্ষণে তোমাদিগকে গৃহ হইতে আকর্ষণ করিয়া এখানে আনিয়াছি, সুতরাং তাহাতে তোমরা অতিশয় পরিশ্রান্তা হইয়াছ; এখন কিরূপে গৃহে গমনে সমর্থা হইবে? তাহাতে বলিলেন, হে মোহন্! তুমি কি মনে করিতেছ যে, আমাদের চিত্ত গৃহসুখে অপহৃত হইয়া গৃহকার্য্যেই নিবিষ্ট হইয়াছে? অথবা চিত্ত সুখেই আছে; পরন্তু তুমি তাহা অপহরণ করিতে পার নাই। আমাদের সেই চিত্তকে আকর্ষণ করা কদাপি তোমার সাধ্যায়ত্ত হইবে না। যেহেতু সেই চিত্ত গৃহকার্য্যেই নিবিষ্ট রহিয়াছে। এইরূপে করদ্বয়ও গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট আছে। পরিশ্রান্তত্ব আশঙ্কা করিয়া বলিলেন, পদদ্বয় একপদও চলিবে না কেন? পরন্তু বহু দূর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। অতএব গৃহে যাইব না কেন? অবশ্যই যাইব। এখানে থাকিয়াই বা কি করিব? কিছুই না ॥ ৩৪ ॥

সারার্থদর্শিনী

কোঽপ্যধিকঃ প্রযত্নোঽভূদিত্যাহুঃ—সুখেনেতি। বেণুরন্ধ্রেষু ফুৎকারমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ। ন চ তচ্চিত্তধনমস্মাকমল্পতরমিত্যাহুঃ,—যচ্চিত্তং গৃহেষু সর্ব্বেষ্বেব নিঃ নিঃশেষেণ বিশতি, অতস্তদপহারেণ ত্বয়াস্মাকং সর্ব্বাণ্যেব গৃহাণি লুণ্ঠিতানীতি ধ্বনিতম্। বস্তুতো গৃহেষ্বস্মাকং চিত্তাভাবাত্তানি জ্বলন্তু সমৃদ্ধ্যন্তু বা কিমস্মাকং তৈরিত্যনুধ্বনিতং অতিশয়োক্ত্যা গৃহেষু শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েষু তত্তৎসাফল্যার্থং যৎ নিবিশতি যদ্বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি বিফলীভবন্তীতি ভাবঃ। অতশ্চিত্তাপহারাদেব সর্বেন্দ্রিয়াণ্যপি ত্বয়াপহৃতানীত্যাহুঃ—করাবপি যৌ গৃহকৃত্যেষু নিবিবশতঃ। উতেতি নেত্রে শ্রোত্রে অপি যে এতানি সর্ব্বাণ্যপ্যপহৃতানীত্যর্থঃ। নন্থ, ভো অদ্য তাবদ্গচ্ছত শ্বঃ পরশ্বো বা বিবিচ্য বশ্চিত্তং দাস্যামীতি তত্রাহুঃ,—পাদাবস্মাকং পদমেকমপি ন চলতঃ যদ্বিনেত্যর্থঃ। অতশ্চিত্তং দেহি তত এব যাম ইতি ভাবঃ ॥৩৪॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৪। অন্য গোপীগণ সরস প্রেমের সহিত বলিলেন - হে চৌরচক্রবর্ত্তি! আমরা অন্য কিছু প্রার্থনা করিবার জন্য তোমার নিকট আসি নাই; কিন্তু তুমি আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছ এবং তাহাতে অন্য চোরের ন্যায় তোমাকে অধিক প্রযত্ন করিতে হয় নাই, ইহাই বলিতেছেন—'সুখেন' ইত্যাদি। আমরা সুখে গৃহকর্ম্মে রত ছিলাম, তুমি কেবল বেণুরন্ধ্রে ফুৎকার করিয়াই তাহা হরণ করিয়াছ; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সেই চিত্তরূপ ধনকে অল্পতর মনে করিও না; তাহাতেই বলিতেছেন— যৎ চিত্তং', যে চিত্ত সমস্ত গৃহে নিঃশেষরূপে নিবিষ্ট ছিল, তুমি সেই চিত্ত হরণ করিয়াছ; সুতরাং সেই ধন অপহরণেই আমাদের যাবতীয় গৃহ-সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই ধ্বনিত হইল। বস্তুতঃ সেই চিত্তবৃত্তির অভাবে অর্থাৎ আমাদের গৃহে চিত্ত নাই বলিয়া গৃহ জ্বলিয়া পুড়িয়া যাউক বা সমৃদ্ধিযুক্ত হউক, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, ইহাই অনুধ্বনিত হইল। গৃহের কথা কি আমাদের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও তুমি হরণ করিয়াছ। অর্থাৎ চিত্ত ব্যতিরেকে আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিফল হইয়াছে, সুতরাং এক চিত্তাপহরণ দ্বারা তুমি আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ও হরণ করিয়াছ। তাহাতেই বলিতেছেন—'করাবপি' যে করদ্বয় গৃহকর্ম্মে নিবিষ্ট ছিল, যে নেত্র ও শ্রোত্র গৃহে ব্যাপৃত ছিল, তাহাও তুমি অপহরণ করিয়াছ। যদি বল, হে সুন্দরীগণ! অদ্য তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, কল্য কিংবা পরশু দিবসে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাদের চিত্ত প্রদান করিব। তদুত্তরে বলিতেছেন—'পাদৌ' ইত্যাদি। আমাদের পদদ্বয় একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আমাদের সেই অপহৃত চিত্ত ফিরিয়া না পাইলে ব্রজে ফিরিবই বা কেমন করিয়া? অতএব আমাদের চিত্ত ফিরাইয়া দাও, তাহা হইলেই আমরা চলিয়া যাইব।

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৩৫॥

ভাবার্থদীপিকা

৩৫। অতোঽঙ্গ হে কৃষ্ণ নোঽস্মাকং তবাধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়াগ্নিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ। নো চেদ্বয়ং তাবদেকোঽগ্নিস্তথা বিরহাজ্জনিষ্যতে যোঽগ্নিস্তেন চোপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন ইব তে পদবীমন্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়ামঃ ॥৩৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৫। তদেবং দ্বিতীয়দিক্স্থিতা অপি পুনরাশামেবোৎকণ্ঠা স্ফুটমেব স্বদন্তাঙ্গুৎপূর্ত্তেরপ্যবশ্যম্ভাবিতাং প্রৌঢ্যা নির্দ্দিশন্ত্যস্তদাপাত-প্রত্যাখ্যানেন ত্বয়ি দোষমাত্রং পর্য্যবস্যতীতি রীত্যা বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি—সিঞ্চেতি, নির্ব্বাপয়েত্যর্থঃ। আদৌ ক্রিয়ানির্দ্দেশঃ পরমার্ত্তিবৈরগ্র্যেণ, ন ইত্যস্য হৃচ্ছয়াগ্নিনৈব সম্বন্ধঃ। তৎপুরুষস্যোত্তরপদপ্রধানত্বাৎ, হাসস্য সম্বন্ধিপদং তবেত্যেব লভ্যতে প্রকরণবলাৎ, বিনাপি তৃচ্ছদমর্থবোধে

মূলানুবাদ

৩৫। তোমার সহাস্য অবলোকন ও মধুর বেণুরবের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে কামানল উদ্দীপিত করিয়াছ, তাহা তোমার অধরামৃত সিঞ্চন দ্বারা নির্ব্বাপন কর; নতুবা হে সখে! তোমার বিরহজনিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া ধ্যানযোগে তোমার চরণপদবী লাভ করিব।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৫। হে অঙ্গ (কৃষ্ণ)! তোমার অধরামৃত-পূরক দ্বারা সেই কামাগ্নি নির্বাপিত কর। তোমার সহাস্য অবলোকন এবং মুরলীর কলগীতে আমাদের হৃদয়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত কর। যদি অধরামৃত সেচন না কর, তাহা হইলে এই এক অগ্নি এবং বিরহজাত অগ্নি, তদ্দ্বারা দগ্ধদেহা হইয়া যোগীগণের ন্যায় ধ্যানযোগে তোমার পদবী সন্নিধানে উপস্থিত হইব।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৫। অনন্তর দ্বিতীয় দিকে অবস্থিতা গোপীগণও পুনরায় আশাকেই উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক স্পষ্টভাবেই হৃদয়ের অভিলাষ প্রকাশ এবং তাহার পূরণেরও অবশ্যম্ভাবিতা (প্রৌঢ়ি) নিরঙ্কুশ কল্পনা দ্বারা নির্দ্দেশ করত ও সেই আশার 'আপাত প্রত্যাখ্যানে তোমাতেই সমুদয় দোষ পর্য্যবসিত হইবে' এই রীতিতে অভিপ্রেত বাক্যের উপসংহার করিতেছেন—'সিঞ্চ' ইত্যাদিতে। সিঞ্চ—নির্ব্বাপিত কর, এই অর্থ। অতিশয় দুঃখে ব্যগ্রতাবশতঃ প্রথমে ক্রিয়ার নির্দ্দেশ। 'নঃ' এই পদের 'হৃচ্ছয়াগ্নির' সহিতই সম্বন্ধ; তৎপুরুষ সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধান বলিয়া

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সতি তন্নির্দ্দেশস্তয়া জনিতাগ্নেস্তয়ৈব নির্ব্বাপণং যুক্তমিতি বিবক্ষয়া। পূর শব্দেনাগ্নের্মহত্ত্বমপি ধ্বনিতং, স্বার্থে কঃ। হাসাবলোক-কলগীতয়োঃ ক্রমেণ ঘৃতবাতত্বং ধ্বনিতম্। হৃদি শেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ, অতস্তন্নিবর্ত্তনৌষধস্যাপি অন্তঃপ্রবেশনাপেক্ষয়াঽধরামৃতপূরস্য পানং, তথানন্তপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ সূচিতম্; ইদঞ্চ সম্ভোগস্য সাক্ষাৎপ্রার্থনং তদীয়বেণুতন্মাধুর্য্য-মধুমত্তচিত্তানাং লোকোত্তরপ্রৌঢ়ানুরাগার্ত্তিনির্ভিত-মহোৎকণ্ঠাব-গুণ্ঠিতানাং রসেনাপি ন বিরুধ্যতে, নিষেধার্গাচ্ছরতয়ৈবোক্তত্বাত্তু নিতরামিতি ব্যতিরেকেণ দ্রুবন্তি, নো

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'হাস' এর সম্বন্ধি পদ 'তব', প্রকরণবলে ইহা পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু 'তৎ' শব্দ ব্যতীতও অর্থবোধ হইলে তাহার নির্দেশ—তোমা-কর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নিকে তোমারই নির্ব্বাপণ করা উচিত, এই অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য এই—হে প্রাণবল্লভ! তোমার অধরামৃতপূর্ণ বেণুগীত শ্রবণে আমাদের অন্তরে যে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে তোমার অধরামৃতধারায় নির্বাপণ কর। 'তোমার অধরামৃত' পদে 'তোমার' শব্দপ্রয়োগ না করিলেও উক্ত-প্রকার অর্থবোধ হইত, তবে বিশেষ করিয়া উক্তপদ প্রয়োগের হেতু এই যে, তোমা-কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত অগ্নির তোমার দ্বারাই নির্ব্বাপণ যুক্তিসঙ্গত। 'পূর' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা অগ্নির মহত্ত্ব ধ্বনিত হইতেছে। 'পূরক' এখানে স্বার্থে 'ক'-প্রত্যয়। হাস্যের সহিত অবলোকন ও মুরলীর কল-গীতের ক্রমে ঘৃতত্ব ও বায়ুত্ব ধ্বনিত হইতেছে। যেমন ঘৃত ও বায়ুর সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ আমাদের হৃদয়স্থ কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। তোমার সহাস অব-লোকন ঘৃতসিক্ত ইন্ধন এবং তোমারই মুরলীর কলগানরূপ অনুকূল প্রবল বায়ুর সংযোগেই হইয়াছে। 'হৃদি শেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ'—হৃদয়ে শয়ন করে—বাস করে যে, সে 'হৃচ্ছয়' —কাম। এই কাম যখন হৃদয়ে (অন্তরে) শয়ন করিয়া আছে, তখন তন্নিবর্ত্তক ঔষধ অন্তরেই প্রবেশ করাইতে হইবে। কেননা, অন্তরের অগ্নি অন্তরে প্রবিষ্ট ঔষধ ব্যতিরেকে বাহ্য প্রলেপের দ্বারা তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব। অতএব তাহার নিবর্ত্তক ঔষধের অন্তরে প্রবেশের অপেক্ষা করিয়া অধরামৃত-প্রবাহের পান এবং ইহা যে অন্যের প্রতিকারের বিষয় নহে, ইহা সূচিত হইয়াছে। ব্রজরমণীগণের এই যে সম্ভোগের সাক্ষাৎ প্রার্থনা, তাহা রসবিরুদ্ধ হয় না। কেননা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্য ও তনুমাধুর্য্য মধুমত্তা চিত্তা, অর্থাৎ তাঁহারা মাধুর্য্যরূপ মধুপানে এমনই মত্ত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহাদের বিচারশক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহাদের লোকাতীত প্রবৃদ্ধ অনুরাগজনিত আর্ত্তি ও মহতী উৎকণ্ঠা নৃত্য করিতেছিল, সেই উৎকণ্ঠায় আবৃতা গোপীগণের সাক্ষাৎ সম্ভোগ প্রার্থনা রসের বিরুদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

চেদ্‌যদি ন সিঞ্চসি, তদাপি ধ্যানেনেতি 'মরণে যা মতিঃ, সা গতিঃ' ইত্যাদি-ন্যায়েন যাম সম্প্রত্যেব প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থঃ; প্রাপ্তকালে লোট্। তত্র চ সখে ইতি সম্বোধ্য স্বেষু স্নেহমুদ্বোধয়ন্তি। অত্রান্বয়ক্রমেণাভিপ্রায়াশ্চৈতে। নন্বু হাসাদিজ-হুচ্ছয়াগ্নিসেকে সাধনং মম জলভাজনমত্র কিমিব দৃশ্যত ইতি পরিহাসমাশঙ্ক্যাহুঃ —অমৃতেতি, অমৃতেনৈব তৎসিক্তং স্যান্ন তু জলাদিনা, তত্রাপি তস্য পূরেণ, ন তু যৎকিঞ্চিন্মাত্রেণ। স্বার্থে কন্। তেনৈবেত্যর্থঃ। নন্বু তদপি দুর্ল্লভং কুত্র লপ্স্যে? তত্রাপি তস্য পূরস্যাত্যন্তাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্য কথমিদং গোপয়সি? ইত্যাহুঃ—ত্বদধরেতি। অহো নান্যেনামৃতেন ভচ্ছান্তিঃ স্যাৎ. কিন্তু ত্বদধরসম্বন্ধিনৈব, তত্রাপি তস্যাগ্নেরত্যন্তবৃদ্ধের্যুবতীকোটিভিরপ্যপরিসমাপ্যেন তৎপূরেণৈবেতি মহাতৃষ্ণা সূচিতা। এবমগ্রে বক্ষ্যমাণস্যামৃতস্য চ পরমবৈলক্ষণ্যম্। নন্বু ধ্যানেন যামেতি ঝটিতি দেহত্যাগং সূচয়ন্তীনাং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হয় নাই, পরন্তু নিষেধার্থ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া উক্ত হওয়ায় অধিক চমৎকারী হইয়াছে। এক্ষণে ব্যতিরেক (নিষেধ) দ্বারা তাহাই (সম্ভোগ প্রার্থনাই) দৃঢ় করিতেছেন—'নো চেৎ'—যদি সেচন (নির্ব্বাপণ) না কর, তাহা হইলেও ধ্যানের দ্বারা "মরণে যে মতি, সেই গতি" এই ন্যায়ে তোমার পদবী সদ্যই প্রাপ্ত হইব। এস্থলে 'যাম' পদে প্রাপ্তকালে 'লোট্' বিভক্তি। তাহাতে তুমি আমাদের সখা, হে সখে! এই সম্বোধন করিয়া নিজেদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্নেহকে উদ্রিক্ত করিতেছেন। 'অত্র'—এস্থলে অন্বয় (বিধি) ক্রমে এই সকল অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইতেছে। যদি বল, আমার হাস্যাদি হইতে উদ্ভূত যে কামাগ্নি, সেই কামাগ্নি সেচনের (নির্ব্বাপণের) সাধন (জলপাত্র) কিছু কি আমাতে দেখা যাইতেছে? এইরূপ পরিহাসোক্তি আশঙ্কা করিয়া ব্রজরমণীগণ বলিতেছেন, 'অমৃত' ইত্যাদি। 'অমৃত দ্বারা তাহার সেচন হইবে, জলাদি দ্বারা নহে। তাহাতেও তাহার পূর (প্রবাহ) দ্বারা, যৎকিঞ্চিৎমাত্র দ্বারা হইবে না।' এখানে 'পূরক' পদে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়। যদি বল, 'তোমরা যেরূপ দুর্ল্লভ অমৃতের কথা বলিতেছ, তাহা কোথায় পাইব? তাহাতে আবার প্রবাহ, তাহা আরও দুর্ল্লভ ও অসম্ভব।' এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, 'কেন ইহা গোপন করিতেছ? তোমার অধরামৃতই। অহো! অন্য অমৃতে তাহা শান্তি হইবে না। কিন্তু তোমার অধর-সম্বন্ধীয় অমৃতেরই আবশ্যক। আবার সেই কামাগ্নি যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে কোটী কোটী যুবতী অপরিসীম পানেও যাহাতে ফুরাইতে না পারে, এতাদৃশ অমৃতপ্রবাহ দ্বারা সেচন করিতে হইবে'। এতদ্বারা মহাতৃষ্ণা সূচিত হইয়াছে। এইরূপ (আগে যাহার কথা বলা হইবে) সেই অমৃতেরও অতিশয় বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। আচ্ছা, তোমরা যে বলিলে, 'ধ্যান দ্বারা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভবতীনাং তৎসাধনং ন দৃশ্যতে, তত্রাহুঃ—বিরহেতি। অয়ে অন্যা ইব কিং বয়মনুরাগহীনাঃ, যেন বাহ্যমগ্ন্যাদিকং তৎসাধনং মৃগ্যামঃ? কিন্ত্বন্তরেব স্বত এব তদুদেষ্যতীতি ভাবঃ। অন্তর্ভৈঃ। যদ্বা, এবং বিবক্ষিতমুপসংহরন্ত্যঃ, নন্থ দুর্ঘটেঽস্মিন্নর্থে কথমতিত্বরয়থেত্যাশঙ্ক্যাতিদুঃখাৎ দুর্ঘটত্বমেব সত্যমিত্যাহুঃ—নোচেদিতি। ধ্যানেঽপি নৈব যাম, যতঃ বিরহজাগ্নেরেব উপযুক্তা উচিতা দেহা, ন তু সংযোগামৃতযোগ্যা যাসাং তাঃ। অধুনা এতদসিদ্ধ্যা কালান্তরে জন্মান্তরেঽপি বিরহস্যৈব নিশ্চিতত্বাদিতি ভাবঃ। সখে ইতি তস্যাপি তত্র ভাবিদুঃখং দর্শয়ন্তি। যদ্বা ঝটিতি তৎপ্রাপ্ত্যভাবেন দেহত্যাগং সূচয়ন্ত্য আহুঃ—জন্মান্তরেঽপি ধ্যানেনাপি তে পদয়োরন্তিকং মার্গমপি বা যামেতি প্রার্থনম্। তত্র চ সখীত্বেনৈবেত্যাশয়েন সম্বোধয়ন্তি—সখে ইতি। অনেন সুমধ্যমা ইত্যস্যোত্তরম্। ভবদাশয়েদৃশসদ্গুণদেহোঽপি ত্যাজ্যস্ত্যক্তেঽপি তস্মিন্ ভবান্ ত্যাজ্য ইতি। শ্লোকদ্বয়মিদমৈশ্বর্য্যময়ার্থেঽপি প্রায়ঃ সমানম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্— তস্মাৎ অঙ্গ হে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তোমার নিকট যাইব', ইহা দ্বারা ঝটিতি দেহত্যাগের সূচনা করিলে; কিন্তু তৎসাধক কোন 'উপকরণাদি ত' দেখিতেছি না? তাহাতে বলিতেছেন, 'বিরহ' ইত্যাদি। 'ওহে! অন্যের মত কি আমরা অনুরাগহীনা, যাহাতে দেহত্যাগসাধক বাহ্য অগ্ন্যাদির অনুসন্ধান করিব? কিন্তু অন্তরেই আপনা হইতেই তাহা উদ্ভূত হইবে'—এই অভিপ্রায়। অন্য যাহা কিছু, শ্রীল স্বামীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা, এইরূপে শ্রীগোপীগণ নিজ অভিপ্রেত বাক্যের উপসংহার করিতে যাইয়া এই (দেহত্যাগরূপ) দুর্ঘট বিষয়ে কেন এত তাড়াতাড়ি করিতেছেন, এই আশঙ্কায় অতি দুঃখের সহিত বলিলেন, সত্য সত্যই দুর্ঘট বটে—ইহা 'নো চেদ্' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন। হে প্রভো! তোমার সহিত আমাদের মিলন সুলভ নহে; সুতরাং আমরা ধ্যানেও লাভ করিতেছি না; কারণ আমাদের দেহ সংযোগামৃতে যোগ্য নহে, অতএব তোমার বিরহাগ্নিতেই দগ্ধ হইবার উপযুক্ত। এজন্মে তোমার মিলনসুখ অনুভব করিতে পারিলাম না; সুতরাং জন্মান্তরে বিরহই নির্দ্ধারিত রহিল,—এই অভিপ্রায়। 'সখে' এই পদের প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারও ভাবী দুঃখ প্রদর্শন করিতেছেন। অথবা তাঁহার শীঘ্র প্রাপ্তি না হইলে দেহত্যাগ সূচনা করিয়া বলিতেছেন, জন্মান্তরেও যেন ধ্যান দ্বারা তোমার পদযুগলের নিকটবর্ত্তী মার্গও প্রাপ্ত হই—ইহাই প্রার্থনা। কিন্তু তাহা যেন সখীভাবেই লাভ করি, এই অভিপ্রায়ে 'সখে' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহা দ্বারা 'হে সুমধ্যমা' ইত্যাদি শ্লোকের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। হে সখে! তোমার আশায় আমাদের ঈদৃশ সদ্‌গুণসম্পন্ন দেহও ত্যাজ্য। কিন্তু সেই দেহ ত্যাগ করিলেও তুমি ত্যাজ্য নও। এই শ্লোক দুইটী ঐশ্বর্য্য অর্থে প্রায়ই সমান।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মহালম্পট, নোঽস্মাকং হাসাবলোক-কলগীতেন সহজেন জাতো যস্তব স্মরচ্ছয়াগ্নিস্তং ত্বদধরামৃতপূরকেণৈব সিঞ্চ, অস্মাকং মধ্যে সা কাচিন্নাস্ত্যেব, যস্যা অধরামৃতেন স্বকামাগ্নিং সেক্ষ্যসীত্যর্থঃ; ইতি স্ববর্গ্যাণাং সর্ব্বথা নৈরপেক্ষ্যং সূচিতম্। অথচ স্বাভীষ্ট-পরমমধুরবস্তুনি দুর্ল্লভে সতি লুব্ধৈঃ স্বস্যাধরপুটী লিহ্যত ইতি নর্ম্মভঙ্গী ব্যঙ্গ্যা, নোচেদস্মত্তোবমশ্রুত্বা পন্থানমস্মাকং নিরুন্ধন্ দুরাগ্রহান্ন বিরমসি, তদা বয়ং স্বপতি-বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা ভবেম, বয়ং ম্রিয়েমহীত্যর্থঃ। তথাপি ধ্যানে চিন্তনেঽপি তব পাদয়োঃ পদবীমপি ন যাম, ন যাস্যামঃ। সখে ইতি বাল্যক্রীড়ায়াং প্রাপ্তসখ্যত্বেনাস্মদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাং জানাস্যপীতি ভাবঃ। যদ্বা, চেদিতি নিশ্চয়ে। 'ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি' (শ্রীভা ১১।৪।১০) ইতিবৎ। ততশ্চ নৈব বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা বয়ং, ততো ধ্যানেঽপি নৈব যামেতি ॥৩৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিষেধার্থ—সেই হেতু হে মহালম্পট! আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হাস্য, কটাক্ষপাত ও মধুর গীত দ্বারা সহজে জাত যে কাম, তাহাকে তোমার অধরামৃতপ্রবাহের দ্বারা সেচন কর। আমাদের মধ্যে এমন কোন কামিনী নাই যে, তাহার অধরামৃতে তোমার কামাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। ইহা দ্বারা নিজ বর্গীয় ব্রজরমণীগণের সর্ব্বপ্রকারে নিরপেক্ষতা সূচিত হইয়াছে। অথচ নর্ম্ম-বচনভঙ্গীর ইঙ্গিতে ও ব্যঙ্গোক্তিক্রমে এরূপ পরিহাস করিলেন যে, স্বাভীষ্ট পরম মধুর বস্তু যদি দুর্ল্লভ হয়, তাহা হইলে লুব্ধ ব্যক্তি নিজ অধরপুটই লেহন করিয়া থাকে। তুমিও সেইরূপ কর। কেননা, তোমার নিজ অধর লেহন করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। হে সখে! ইহা শুনিয়াও যদি হঠপূর্ব্বক আমাদের পথরোধ করিয়া দুর্ল্লভ আশা হইতে বিরত না হও, অর্থাৎ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হও, তাহা হইলে আমরা দেহকে নিজ পতি বিরহ হইতে উদ্ভূত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অর্থাৎ আমরা মরিব, তথাপি কায়, মন ও বাক্যের উপাদান দ্বারা তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইব না। কিংবা ধ্যানে---চিন্তায়ও তোমার পদযুগল যে পথে ভ্রমণ করে সে পথেও যাইব না। অতএব হে সখে! আমরা শিশুকাল হইতে তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়াছি এবং সেই ক্রীড়ায় আমাদিগের সহিত তুমি সখ্যভাবও প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠাও বিশেষভাবে অবগত আছ, ইহাই ভাবার্থ। অথবা 'চেৎ' শব্দ নিশ্চয়ার্থে। 'ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি' অর্থাৎ তুমি যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সে নিশ্চয়ই বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করে'। এই শ্লোকে যেরূপ 'যদি' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়' তদ্রূপ আলোচ্য শ্লোকেও 'চেৎ' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়'। তাহাতে ব্রজরমণীগণ বলিলেন—আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধও হইব না কিংবা তোমার চরণপথে ধ্যানেও উপস্থিত হইব না ॥ ৩৫ ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৫। অহো সংপ্রয়োগসময়াদ্যসময়েঽপি সুন্দরীণাং নির্ব্বস্ত্রাঃ কায়া দিদৃক্ষিতা যে আসংস্তে চীরহরণদিনে দৃষ্টাস্তথৈব মধুপানাদ্যসময়েঽপি ভাববতীনামাসাং নির্লজ্জং বচনং শুশ্রূষিতমাস্তে তদধুনাপি ন শ্রূয়তে। হন্ত হন্ত বেণুনাদেন কামময়েন নোন্মাদিতাঃ পুনশ্চ বাচঃ পেশৈর্বিহ্বলীকৃতাঃ, যচ্চালভ্য লজ্জাবিবেকধর্ম্মধৈর্য্যাদীনি তিষ্ঠন্তি তচ্চিত্তমপ্যপহৃতং, তদপ্যেতাঃ প্রায়ঃ সলজ্জমেব ভাষন্তে নত্বাভ্যন্তরভাবমধুনাপি বাচা সম্যগুদ্ঘাটয়ন্তীতি মনসি পরামৃশতি সতি শ্রীকৃষ্ণে কাশ্চিন্মুখ্যতমা উন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিপর্য্যস্তীকৃতপ্রকৃতয় আহুঃ,—সিঞ্চেতি। অত্র হাসেত্যস্য সম্বন্ধিপদমর্থাত্তবেত্যেব লভ্যতে। ততশ্চ অঙ্গ হে কৃষ্ণ তব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতঃ প্রোদ্বুদ্ধঃ প্রোদ্দীপ্তো যো হৃচ্ছয়ঃ কাম এবাগ্নিস্তং তবৈবাধরামৃতপূরেণ সিঞ্চ নির্ব্বাপয়। স্বার্থে কঃ। যেনৈবাগ্নিঃ প্রোদ্দীপ্যতে তেনৈব প্রাপ্তবিবেকেন যদি নির্ব্বাপ্যতে তদৈব তদপরাধোপশমঃ, অন্যথা অগ্নিদাতা গৃহাদিদাহোত্থং পাপং প্রাপ্নোত্যেবেতি ভাবঃ। অত্র কামমিত্যপ্রযুজ্য হৃচ্ছয়পদপ্রয়োগেনৈবং ধ্বন্যতে,- অস্মাকং কামো হি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৫। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—সংপ্রয়োগ সময় ভিন্ন অন্য সময়েও যে সমস্ত ব্রজসুন্দরীর উন্মুক্ত দেহ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাও বস্ত্রহরণ দিনে তাহাদিগের উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছি; কিন্তু উন্মুক্ত হৃদয় দেখিতে পাই নাই। যদিও মধুপান ভিন্ন অন্য সময়েও যে সমস্ত ভাববতীগণের ভাবাবেশে নির্লজ্জ মধুর বচন শ্রবণ করা এপর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই, তথাপি তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমি কামময় বংশীনাদে উন্মাদিত করিয়া তাহাদিগকে এই বনে আনয়ন করিয়াছি এবং বাক্যের কৌশলে সুবিহ্বলা করিয়াছি। এমনকি যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাদের লজ্জা, বিবেক, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, সেই চিত্ত পর্য্যন্ত হরণ করিয়াছি; কিন্তু তাহাদের স্বভাব এমনই বামাদ্বারা আবৃত যে, তাহা কিছুতেই উন্মুক্ত হইতেছে না, এখনও সলজ্জভাবে কথা বলিতেছে। অহো! কি আশ্চর্য্য! এপর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ ভাব সম্যক্ উদ্ঘাটিত অর্থাৎ বাক্যের দ্বারাও মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেছে না? এমন সময়ে কোন এক মুখ্যতমা গোপী শ্রীকৃষ্ণের মনোবাসনার অনুরূপ ভাবাবেশে উন্মত্তা হইয়া অর্থাৎ উন্মাদলক্ষণ সঞ্চারীভাবের প্রাবল্যে প্রকৃতি বিপর্য্যয়হেতু বলিলেন—'সিঞ্চাঙ্গ নস্বদধরামৃতপূরকেন'। এইরূপে স্পষ্টভাষায় মিলন প্রার্থনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কামনা পূর্ণ করিলেন। যথা—হে অঙ্গ! তোমার সহাস্য অবলোকন ও মোহন মুরলীগীতে আমাদের হৃদয়ে যে কামাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই অধরামৃতপ্রবাহ সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত কর। তাহা হইলেই তোমার বিবেকপ্রাপ্ত অপরাধের উপশম হইবে, অন্যথা অগ্নিদাতার গৃহাদি দগ্ধ করার পাপ উপশান্ত হইবে না।

সারার্থদর্শিনী

হৃদি শেতে এব। তঞ্চ ত্বয়া বিনা কোঽপি প্রবোধয়িতুং ন শক্নোতি। তঞ্চ বংশীনাদেন সহাস্যুৎকর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ং প্রবিশ্য তত্র শয়ানং কামাগ্নিং প্রবোধ্য হাসাবলোকঘৃতমধুভ্যাং কলগীতবাতেন চ প্রোদ্দীপ্য তত্রত্যানরমৎ প্রাণান্ দগ্ধুমুপক্রমসে, অতস্তদ্ভাহপাপাদ্বিভেষি চেৎ তং নির্ব্বাপয় নচ তৎপ্রোদ্দীপনে তন্নির্ব্বাপনে বা তবায়াসলেশোঽপি, যতস্তে হাসাবলোকস্তস্যাগ্নেরুদ্দীপকঃ অধরামৃতঞ্চ তস্য নির্ব্বাপকমিতি। তদ্বস্তুদ্বয়ং তব মুখচন্দ্র এব বর্ত্ততে অতো দুর্লীলরাজপুত্রস্য তবাগ্নিজ্বালননির্ব্বাপনাদ্বিকৈব খেলা ভূয়সী ভূরিশো দৃষ্টা নত্বগ্নিজ্বালনময্যেব এষা ত্বত্তৈব দৃশ্যত ইতি। নন্থ, এতানি মে সাহজিকান্যেব হাসাবলোককলগীতানি এতৈর্যদি যুবতয়ো জ্বলেয়ুস্তদা কুত্র কুত্র কতিশোবা ময়া স্বাধরামৃতৈশ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যেতি চেৎ সত্যং পরঃসহস্রস্ত্রীবধে প্রাপ্ত এব তব তদ্ভূতাদনুতাপাদয়ং হঠো যাস্যতীত্যাহুঃ, —নোচেদিতি। বিরহাগ্নিনা উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন্য ইব ধ্যানেন তব পাদয়োঃ পদবীং যাম অধুনৈব পাপ্নুয়াম। অয়মর্থঃ—বয়ং পূর্ব্বজন্মস্বকৃততপস্কানেবাত্মনো জানীমঃ যদেতজ্জন্মনি ত্বং নাঙ্গীকুরুষে তস্মাদধুনা

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এই শ্লোকে 'কাম' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'হৃচ্ছয়' শব্দ প্রয়োগ করায় এই ধ্বনিত হইতেছে যে, আমাদের যে কাম, তাহা হৃদয়শায়ী, সুতরাং সেই কামের নিবর্ত্তক একমাত্র তুমি। তুমিই বংশীনাদরূপে কর্ণপথ দিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সেই হৃদয়শায়ী কামকে প্রদীপ্ত করিতেছ। অর্থাৎ তোমার অবলোকনরূপ ঘৃত এবং হাস্যরূপ মধুদ্বারা এবং কলগীতরূপ বায়ু দ্বারা সেই শায়িত কামকে উদ্দীপিত করিয়া সেই স্থানস্থিত আমাদের প্রাণ দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছ। অতএব যদি সেই দাহ-পাপ হইতে ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই প্রদীপ্ত কামাগ্নিকে নির্ব্বাপিত কর। আরও দেখ, সেই কামাগ্নির প্রদীপনে বা নির্ব্বাপনে তোমাকে কোনরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না, কেবল তোমার শ্রীমুখের হাস্য ও অবলোকনই যেমন তাহার উদ্দীপক, তেমনি আবার সেই অধরামৃতই তাহার নির্ব্বাপক এবং এই দুইটি বস্তু তোমার শ্রীমুখচন্দ্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলেও দুর্লীল রাজপুত্রের এই খেলা অগ্নি জ্বালা নিবারক ভিন্ন উদ্দীপক কখনও দেখি নাই; কিন্তু আজ ইহা তোমার নূতন আচরণ। যদি বল, হাস্য, অবলোকন ও কলগীত প্রভৃতি আমার স্বাভাবিক; ইহা দ্বারা যদি যুবতি সকলের কামাগ্নি প্রোদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে কতস্থানে কত যুবতী আছে, প্রত্যেককে নিজ অধরামৃত দ্বারা চিকিৎসা করিতে পারা যায় কি? উত্তর—একথা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সহস্র সহস্র স্ত্রীবধে উৎপন্ন অনুতাপ হইতে তোমার এ-চাতুরী দূর হইবে। ইহাই বলিলেন—'নো চেৎ' ইত্যাদি। না হইলে আমরা তোমার বিরহাগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিয়া যোগিনীর ন্যায় ধ্যানে তোমার চরণ সমীপে যাইব অর্থাৎ সদ্যই তোমাকে প্রাপ্ত হইব।

সারার্থদর্শিনী

তপশ্চরণার্থং ন বাহ্যং লৌকিকং বহ্নিং গৃহ্লীমঃ। হৃচ্ছয়াগ্নিস্ত্বদ্বিরহাগ্ন্যোঃ স্বত এব সত্ত্বাৎ। তত্রাপি তদ্বিরহাগ্নিনাতি-প্রবলীভবিষ্ণুনা হৃচ্ছয়াগ্নিরপি মন্দীকরিষ্যতে এবাতো বিরহাগ্নাবেব প্রাণেষু হূয়মানেষ্বস্মাকম্। সঙ্কল্পশ্চায়ং ভোঃ কৃষ্ণবিরহাগ্নে, কৃষ্ণপাদস্পর্শমাশাসানা বয়ং ত্বয়ি স্ব প্রাণান্ জুহুমস্তস্মাৎ কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ পদব্যামন্যজনৈরলক্ষিতা অস্মাংস্তথা স্থাপয় যথা অস্মৎকুচয়োরুপর্য্যেব তস্য পাদৌ পতেতাং নতু ভূমাবিতি। ততশ্চ ত্বৎপাদ ভারেণৈবোপ-শান্তহৃচ্ছয়াগ্নয়ো বয়ং সিদ্ধমনোরথা এব ভবিষ্যামস্তঞ্চানিচ্ছন্নপ্যস্মৎকুচস্পর্শসুখং প্রাপ্নুবন্নপি স্ত্রীবধানুতাপমেব ভূয়াংসম্প্রাপ্স্যসীতি সখে ইতি সখ্যাদেবৈবং চিকীর্ষামঃ। সখীরপ্যস্মাংস্ত্বমেব সন্তাপয়সি চেদ্বয়মপি ত্বাং সখায়মেবং কথং নানুতাপয়াম ইতি ধ্বনিঃ। কিন্তু প্রেমহতকঃ খলু তদপি ত্বদনুতাপদুঃখং কোটিগুণীকৃত্যাস্মভ্য-মেব দাস্যতে ইতি জানীমঃ। কিং কুর্ম্মোঽস্মাকং দগ্ধললাটমেবম্বিধমেব বিধাত্রা সৃষ্টং তস্মাদপরিণামদর্শিন্, কৃপাসিন্ধো, স্বানুতাপবল্লিবীজং কিমর্থং বপসি? কথং বা তৎফলভোগিনীরস্মাংশ্চ করোষি মুঞ্চ হঠমস্মানঙ্গী-কুর্ব্বিতি ভূয়াংস এবানুধ্বনয়ঃ ॥৩৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাৎপর্য্য এই—আমরা জানি, পূর্বজন্মকৃত আমাদের এমন কোন তপস্যা নাই, যদ্দ্বারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করিব বা তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিবে। অতএব অধুনা তপস্যাচরণ নিমিত্ত বাহ্য লৌকিক অগ্নি আর গ্রহণ করিব না। কারণ আমাদের হৃচ্ছয়াগ্নি ও তোমার বিরহাগ্নি, এই উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে আবার হৃচ্ছয়াগ্নি হইতে বিরহাগ্নির উষ্ণতা অধিক অর্থাৎ এই বিরহাগ্নির উষ্ণতা হৃচ্ছয়াগ্নির উষ্ণতাকে মন্দীভূত করিয়া দেয়। অতএব বিরহাগ্নিতে প্রাণের আহুতি দিবার সময়ে আমাদের প্রার্থনা বা সঙ্কল্প এইরূপ—"হে কৃষ্ণবিরহাগ্নি! শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ-সুখ লাভ করিবার আশয়ে আমরা আজ তোমাতে প্রাণ অর্পণ করিতেছি। অতএব তুমি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করিবার পথে এবং অন্যজনের অলক্ষিতভাবে আমাদিগকে এইরূপে স্থাপন করিবে যেন আমাদের কুচযুগলের উপরে তাঁহার পদকমল পতিত হয়, কিন্তু ভূমিতে নহে। তাহা হইলে তাঁহার পদভরে আমাদের হৃচ্ছয়াগ্নি শান্ত হইবে, আর আমাদের মনোরথও সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের কুচস্পর্শসুখ অনুভব করিবেন। তাহা না হইলে বহু স্ত্রীবধের অনুতাপ প্রাপ্ত হইবেন।" হে সখে! তুমি আমাদের সখা বলিয়াই এই প্রকার বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু তুমি যদি সেই সখ্যতা সত্ত্বেও আমাদিগকে সন্তাপিত কর, তবে আমরাও তোমাকে কেন সন্তাপিত করিব না? ইহাই ধ্বনি। কিন্তু প্রেমহতক আমরা তোমার অনুপাত জনিত আমাদের দুঃখ কোটিগুণীকৃত করিয়া অনুভব করায়। কি করিব! বিধাতা আমাদের দগ্ধললাট এইরূপই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে অপরিণামদর্শিন্! হে কৃপাসিন্ধো!

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥৩৬॥

ভাবার্থদীপিকা

৩৬। নন্বু স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি চেৎ তত্রাহুঃ যর্হীতি। রমায়া লক্ষ্ম্যা দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং দত্তাবসরং বা। তদপি ক্বচিদেব ন সর্ব্বদা। অরণ্যজনাঃ প্রিয়া যস্য তস্য তব। অরণ্যজন-প্রিয়ত্বাদরণ্যে ক্বচিদ্ যর্হি অস্প্রাক্ষ্ম স্পৃষ্টবত্যো বয়ং তত্র চ ত্বয়া অভিরমিতা আনন্দিতাঃ সত্যস্তদারত্ত্যান্যসমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামঃ। তুচ্ছাস্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ ॥৩৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৬। নন্বু কথং নিরপরাধে ময্যপরাধঃ কল্প্যতে? মদীয়স্বাভাবিক-সৌন্দর্য্যাদিদর্শনেন কামিনীনাং যশ্চিত্তাদিকং ক্ষুভ্যতি, তত্রাহং কিং করবাণি? কিঞ্চ যদি গৃহকৃত্যেষু ন শক্তিস্তথাপি কুলবধূনাং যুষ্মাকং

মূলানুবাদ

৩৬। হে অম্বুজাক্ষ! তোমার পদতল কমলার আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার পদতল স্পর্শের অবসর অতি অল্প। তবে এই অরণ্যবাসীরা তোমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া কোন সময়ে এই অরণ্যের কোন এক নির্জ্জনস্থানে তোমার দ্বারা অভিরমিত হইয়া আমরা তোমার চরণতলের স্পর্শলাভ করিয়াছি; সুতরাং সেই অবধি আর অন্যের নিকটে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেছি না।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৬। যদি বল, তাহা হইলে তোমরা স্ব স্ব পতির নিকটই গমন কর, তাহারাই এই অগ্নিকে সিঞ্চন (নির্বাপিত) করিবে? তাহাতেই বলিলেন—হে কমললোচন! আপনার পদতল লক্ষ্মীদেবীরও কদাচিৎ উৎসব প্রদান করিয়া থাকে অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী কদাচিৎ তোমার চরণের সেবা করিতে পান, তাহাও সর্ব্বদা নহে। পরন্তু অরণ্যবাসিগণ তোমার প্রিয় বলিয়া যদবধি আমরা অরণ্যে ক্বচিৎ তোমার পাদতল স্পর্শ করিতে পাইয়াছি এবং তোমা-কর্ত্তৃক অভিরমিত (আনন্দিত) হইয়াছি, সেই অবধি আমরা অন্যসমক্ষে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। তাহারা অতি তুচ্ছ বলিয়া আমাদের রুচিপ্রদ নহে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কেন তুমি নিজের অনুতাপ-লতার বীজ রোপন করিতেছ? আর কেনই বা আমাদিগকে তাহার ফলভাগী করিতেছ? এখন অনুগ্রহ করিয়া হঠ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রহণ কর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তত্রৈবাবস্থানং যুক্তং, তত্রাহুঃ—যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষ, যর্হি যদা অস্মদনির্ব্বচনীয়পুণ্যোদয়সময়ে ক্বচিদপি দুর্ল্লভে দেশে ত্বয়াভিরমিতা নিজভাবব্যঞ্জনয়া নন্দিতাঃ সত্যস্তব পাদতলং অস্প্রাক্ষ্মেতি সূচকেন বাক্যেন—'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ. শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন' (শ্রীভা ১০।২১।১৭) ইত্যত্র পূর্ব্বকৃতব্যাখ্যানুসারেণ কয়াপি তয়া যথাকথঞ্চিল্লব্ধস্য পাদতলস্পর্শস্য তদ্দোষ্টীষ্বেব প্রসিদ্ধেঃ, কৃতকাত্যায়নীব্রতানান্তু তৎস্পর্শস্যাঙ্গীকারমাত্র-তাৎপর্য্যাচ্চাপ্রাপ্তসঙ্গা অপি প্রাপ্তসঙ্গাভিরাত্মৈক্যং প্রকল্প্য তাভির্মিলিত্বা প্রোচুরিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশং পাদতলম্? রমায়া দত্তক্ষণং, তস্যামপি নূনমর্পিতমহোৎসবমিত্যর্থঃ। ননু স্বপ্ন এবায়ং ভবতীনাম্, অন্যথা নিত্যমপি তথাত্বাপি তৎ স্যাত্তত্রাহুঃ—অরণ্যজনেষু পুলিন্দীহরিণ্যাদিষ্বেব সন্ততনিজদর্শনাদিদানেন শ্রীতিং কর্ত্তুন্ ব্রজজনেষু। ততো অস্মাকন্তু সুতরামেব দুর্ল্লভস্যেত্যর্থঃ। ইতি রমায়া অস্মাকঞ্চ যোগ্যানাং পরিত্যাগাত্তাদৃশানাঞ্চ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৬। যদি বল, আমি নিরপরাধ, আমাতে কেন অপরাধ কল্পনা করিতেছ? আমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যাদি দর্শন করিয়া কামিনীচিত্তাদি স্বভাবতঃই ক্ষুভিত হয়, তাহাতে আমি কি করিব? আর যদি গৃহকার্য্যে তোমাদের শক্তি নাই-ই থাকে, তথাপি কুলবধূ বলিয়া সেই গৃহেই অবস্থান করা উচিত। তাহাতেই বলিতেছেন—'যর্হি' ইত্যাদি। হে কমললোচন! যে কালে আমাদের অনির্ব্বচনীয় পুণ্যের উদয় হইয়াছিল, সেই সময়ে কোন দুর্ল্লভ স্থানে ক্বচিৎ তোমা কর্ত্তৃক অভিরমিতা হইয়া অর্থাৎ তুমি নয়নাদির ইঙ্গিতে নিজ মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে আমরা আনন্দিত হইয়া তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছিলাম। এই সূচক বাক্য বলিতেছেন—'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের দয়িতার স্তনলিপ্ত কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণ রাগে রঞ্জিত হইয়াছিল। তাহারে পরে পুলিন্দ্য রমণীগণ সেই শ্রীকুঙ্কুম বদনে ও কুচতটে অনুলেপন করিয়া স্মরব্যথা নাশ করিয়াছিলেন।" এই শ্লোকের পূর্ব্বকৃত ব্যাখ্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কোন এক প্রসিদ্ধা ব্রজদেবী যথাকথঞ্চিৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের পদতলের স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা সেই ব্রজদেবীর গোষ্ঠীমধ্যেই প্রসিদ্ধ ছিল। সম্প্রতি ঐ ব্রজদেবীর অনুগতা গোপীগণ তাঁহারই স্পর্শে আপনাদের স্পর্শাভিমান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদতল স্পর্শলাভের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু যে সকল গোপকুমারী কাত্যায়নীব্রতের সমাপন দিনে শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শের বাসনামাত্র করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদতল অঙ্গীকারমাত্রই তাৎপর্য্য। যদিও তাঁহারা অপ্রাপ্তসঙ্গা, তথাপি প্রাপ্তসঙ্গা ব্রজরমণীগণের সহিত আপনাদের ঐক্য কল্পনা করিয়া 'আমরা তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছিলাম' এই কথা বলিলেন। পদতল কীদৃশ? এই পদতল রমাবাঞ্ছিত, অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীরও উৎসবপ্রদ। যদি বল, তোমরা যে পদতল স্পর্শ করিয়াছ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

স্বীকারাদুপালম্ভশ্চ সূচিতঃ। তদেবং যর্হ্যপ্রাক্ষ্ম, তৎপ্রভৃতি নান্যেষাং সমক্ষং স্থাতুমূর্দ্ধ্বাবস্থানমপি কর্ত্তুং পারয়ামঃ। অন্যদর্শনমপ্যভ্যং ন রোচত ইত্যর্থঃ। অতএব এষ কোঽপ্যুচ্চাটন-বিদ্যাময়ঃ স্পর্শগুণ ইতি ভাবঃ। নন্থ মিথ্যাবাদিন্যঃ সদা গোষ্ঠজনমধ্যে বসথৈব, তত্রাহুঃ অঞ্জঃ সুখেনানায়াসেন, ততো বলাদেব তত্র বসাম ইতি ভাবঃ। অথৈশ্বর্য্যপক্ষে ক্বচিৎ স্পর্শনে হেতুঃ—ক্বচিৎ কেষুচিদাবির্ভাবেষু রমায়া দত্তক্ষণং, স্বয়ন্তু অরণ্যজনপ্রিয়স্য বৃন্দাবনবাসিনাং শ্রীগোপাদীনাং প্রেম্ণা তদব্যভিচারিণঃ, অহো অভাগ্যং, তথাপি যর্হি কদাচিদেবাপ্রাক্ষ্ম; অন্যৎ সমানম্। অত্র তেষাং ব্যাখ্যানেঽরণ্যেতি—তজ্জনসম্বন্ধেনৈবেত্যপি দৈন্যমেবেতি। অনেনাথবেত্যস্যোত্তরং স্বাভাবিক-প্রেমবিশেষেণৈবাগতাঃ স্ম, ন ত্বন্যজনবৎ সাধারণপ্রেম্ণেতি। নিষেধার্থশ্চায়ম্—অয়ে সাধু স্মারিতং,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিতেছ, ইহা তোমাদের স্বপ্ন, অন্যথা সত্য ঘটনা হইলে নিত্যই এবং অন্যও তাহা সংঘটিত হইত। তাহাতেই বলিলেন—'অরণ্যজনপ্রিয়স্য' অর্থাৎ 'তুমি অরণ্যজনপ্রিয় অর্থাৎ পুলিন্দা রমণী ও হরিণী প্রভৃতিকে সর্ব্বদা দর্শনাদি দান করিয়া তাহাদেরই প্রীতিবিধান করিয়া থাক; কিন্তু ব্রজজনের প্রতি প্রীতিকারী নহ। সুতরাং আমাদের পক্ষে নিতান্তই দুর্ল্লভ। কি আশ্চর্য্য! আমরা সম্পূর্ণ উপযুক্তা হইলেও তুমি আমাদিগকে এবং লক্ষ্মীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া তাদৃশী বনচারিনী হরিণী ও পুলিন্দ্য রমণী প্রভৃতিকে স্বীকার করিতেছ? এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপালম্ভ (তিরস্কার) সূচিত হইতেছে। যেদিন হইতে আমরা তোমার চরণতল স্পর্শ করিয়াছি, সেই অবধি আমরা অন্যের সমক্ষে (ঊর্দ্ধাবস্থান) দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না। অন্য কাহারও নিকট অবস্থান করিতে বা অন্য কাহাকেও দেখিতে আর আমাদের অভিরুচি হয় না। অতএব ইহা কি উচ্চাটন বিদ্যাময় অথবা তোমার স্পর্শগুণ? ইহাই ভাবার্থ। যদি বল, হে মিথ্যাবাদিনীগণ! (তোমরা সর্ব্বদা গোষ্ঠজন মধ্যেই বাস করিতেছ, তথাপি বলিতেছ—অন্যের সমক্ষে থাকিতে পারিতেছ না। ইহা কিরূপ? তাহাতেই বলিলেন, 'সেই গোষ্ঠে যে বাস করিতেছি, তাহা অনায়াসে বা সুখের সহিত নহে,—বলপূর্ব্বক অনিচ্ছাসত্ত্বেই বাস করিতেছি।' ঐশ্বর্য্য পক্ষে—ক্বচিৎ স্পর্শনের হেতু, অর্থাৎ কোন আবির্ভাবে লক্ষ্মীর উৎসবদায়ক; কিন্তু তুমি স্বয়ং অরণ্যজনপ্রিয়—বৃন্দাবনবাসী শ্রীগোপাদির প্রেমে সেখানে নিত্য বাসকারী অর্থাৎ বৃন্দাবনবাসীর প্রেমবশে তাঁহাদেরই অব্যভিচারী নিজস্ব সম্পত্তি। অহো! কি অভাগ্য! তথাপি কোন সময়ে তোমার চরণস্পর্শ আমাদের ঘটে নাই। ক্বচিৎ একবার মাত্র স্পর্শ করিয়াছিলাম। অন্য অর্থ সমান। এখানে শ্রীল স্বামীপাদের ব্যাখ্যায় 'অরণ্য' ইত্যাদি পদে অরণ্যজনের সম্বন্ধেই, ইহা দৈন্যই। ইহা দ্বারা 'অথবা'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সখে ইত্যনেন যতো বাল্যক্রীড়াসখ্যেন ভবতীনাং স্পর্শোঽপি জাতোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—যর্হীতি ; যর্হি যদা ভব বাল্যে বানরাদিপ্রিয়স্যৈব সতঃ পাদতলং রমায়া রমণ্যা দত্তাবসরং তদভিসারোন্মুখং বভূবেত্যর্থঃ, তৎপ্রভৃতি তদপি নাস্পাক্ষ্ম কিমুতান্যদঙ্গম্, কথম্ভূতা অপি ? ত্বয়াভিরমিতা বাল্যে কারিতক্রীড়া অপি, অতএবান্যেষাং শ্বশ্রূাদীনামপি সমক্ষং স্থাতুং পারয়ামঃ অন্যথা তৈরপি দ্বিষ্যেমহীতি ভাব ইতি ॥৩৬॥

সারার্থদর্শিনী

৩৬। নন্বু তর্হি স্ব স্ব-পতীনেবোপগচ্ছত ত এবৈনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুস্তত্রাহুঃ,—যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষেতি ত্বন্নয়নদর্শনক্ষণমারভ্যৈব বয়ং ভ্রমরীভূয় স্থিতাঃ স্ম ইতি 'চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প" ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রথমং লোচনা-লোচনি দর্শনমেবাত্মাকং পূর্ব্বরাগপ্রবর্ত্তকমিতিভাবঃ। তত্রাপি যর্হি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইহার উত্তর—'স্বাভাবিক প্রেমবিশেষ হেতুই আসিয়াছি, অন্যের মত সাধারণ প্রেমে নহে'। অর্থাৎ আমরা অরণ্যজন সম্বন্ধেই তোমার পাদস্পর্শ লাভ করিয়াছিলাম'। ইহা কেবল দৈন্য বিনা আর কিছুই নহে। 'অথবা আমার প্রতি অভিস্নেহবশতঃ' ইত্যাদি শ্লোকের উত্তর প্রদত্ত হইল।

নিষেধার্থ—অয়ে সখে! এই সম্বোধন দ্বারা ভালভাবে মনে করাইয়া দিয়াছ। যেহেতু আমার বাল্যক্রীড়ায় সখ্য বশতঃ তোমাদের অঙ্গ স্পর্শও হইয়াছে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'যর্হি' ইত্যাদি। হে অম্বুজাক্ষ! আমরা তোমা কর্ত্তৃক অভিরমিত অর্থাৎ তোমার সহিত বাল্যকালে ক্রীড়া করিলেও যখন তুমি অরণ্যজনপ্রিয় অর্থাৎ বানরাদির প্রিয় ছিলে, সেই সময়ে তোমার পদতল রমার (রমণীর) অভিসারে উন্মুখ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে তাহাও স্পর্শ করি নাই। অন্য অঙ্গ স্পর্শের কথা দূরে থাকুক, তোমার পদতলও স্পর্শ করি নাই। কীদৃশী হইয়া? বাল্যে তুমি ক্রীড়া করাইলেও (বালিকা হইয়াও) স্পর্শ করি নাই। অতএব শ্বশ্রূ প্রভৃতি অন্য সকলের সমক্ষেও থাকিতে পারি। অন্যথা (বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইলেও) তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিলে শ্বশ্রূ প্রভৃতিও দ্বেষ করিতেন, এই অভিপ্রায় ॥৩৬॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৬। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমরা স্ব স্ব পতির নিকটেই গমন কর, তাহারাই এই অগ্নিকে সিঞ্চন করিবে। তাহাতেই বলিতেছেন—'যর্হীতি'। হে কমললোচন! যেদিন তোমার নয়নকমল দর্শন

সারার্থদর্শিনী

যস্মিন্নেব ক্ষণে তব পাদতলং ক্বচিদ্গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে অস্প্রাক্ষ্ম কুচাভ্যাং স্পৃষ্টবত্যো বয়ং কীদৃশং? রমায়া দত্তক্ষণং বৈকুণ্ঠবাসিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা নারায়ণপ্রিয়ায়া অপি রমণাভিলাষময়োৎসবদায়কং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইতি নাগপত্নীবচনাদ্গর্গাদিমুখতঃ শ্রুতাৎ। অতো বনবাসিনীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং অভিলাষোৎসবদায়কম্, তত্রাভিলাষে কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ নন্থ লক্ষ্ম্যা অপ্যভিলষণীয়ে বস্তুনি কুতো বঃ প্রাপ্তিযোগ্যতেত্যত আহুঃ,—অরণ্যজনা গোপজাতয় এব প্রিয়া যস্য তব তৎপ্রভৃতি তৎক্ষণমারভ্য অন্যেষাং স্বস্বপতীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং সমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামস্তান্ দৃষ্ট্বা মনসি ঘৃণোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, ন কেবলং বয়মস্প্রাক্ষ্ম এব অপি তু ত্বয়া অভি সর্ব্বতোভাবেন রমিতা যথেষ্টং সংভুজ্য পুরুষায়তীকৃতা অপীত্যর্থঃ, তেন সম্ভুক্তপূর্ব্বাঃ অস্মানন্যত্র ন প্রস্থাপয় পাদয়োস্তে পতাম ইতি কাকুর্ধ্বনিতঃ ॥৩৬॥

সারার্থ দর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমরা ঐ নয়নকমলের মধু পান করিবার নিমিত্ত ভ্রমরীর দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। "চক্ষূরাগঃ প্রথম চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ" এই রসশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রথমে পরস্পরের নয়নে নয়নে দর্শন, তৎপরে চিত্তের আসক্তি এবং পরে মিলনের সঙ্কল্প হইয়া থাকে। এইরূপে আমাদের প্রথমতঃ নয়নে নয়নে দর্শনই পূর্ব্বরাগের প্রবর্ত্তক, তাহাতে আবার কোনও নির্জ্জন প্রদেশে অর্থাৎ গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে কুচযুগল দ্বারা তোমার চরণতল স্পর্শ করিয়াছিলাম। সেই চরণতল কীদৃশ? 'রমায়া দত্তক্ষণং'—শ্রীনারায়ণ-প্রেয়সী লক্ষ্মীরও আকাঙ্খনীয় ও পরমানন্দপ্রদ। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের প্রিয়া হইলেও তাঁহার রমণাভিলাষময় উৎসবদায়ক। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" অর্থাৎ তোমার চরণধূলি স্পর্শ কামনায় লক্ষ্মী পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন। এই প্রকারে নাগপত্নীগণ তোমার চরণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রজে আমরাও গর্গমুখে শুনিয়াছি। অতএব বনবাসিনী গোপস্ত্রী আমাদেরও যে তদভিলাষময় উৎসবদায়ক হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। যদি বল, লক্ষ্মীর অভিলষনীয় বস্তুতে তোমাদের প্রাপ্তির যোগ্যতা কি প্রকারে হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন—অরণ্যজনপ্রিয়। অর্থাৎ অরণ্যজন গোপজাতি তোমার বড় প্রিয়, আমরা গোপজাতি, সুতরাং তোমার চরণধূলি পাইবার আমাদের যোগ্যতা রহিয়াছে। বিশেষতঃ যেদিন তোমার ঐ চরণতল স্পর্শ করিয়াছি, সেইক্ষণ হইতে আর স্ব স্ব পতিগণের নিকটে থাকিতে পারি না। তাহাদিগকে দেখিলে মনে ঘৃণা বোধ হয়। আরও বলিতেছেন—কেবল যে আমরাই তোমার চরণতল স্পর্শ করিয়াছি, এমনও নহে; পরন্তু তুমিও স্বয়ং আমাদিগকে যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছ; সুতরাং পূর্ব্বেও আমরা তোমা-কর্ত্তৃক অভিরমিতা হইয়াছি। এক্ষণে বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদিগকে অন্যত্র প্রেরণ করিও না, তোমার চরণতলে আমরা পতিত হইয়া থাকিব ॥৩৬॥

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণউতাত্যসুরপ্রয়াসস্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥৩৭॥

ভাবার্থদীপিকা

৩৭। ত্বৎপাদসৌভাগ্যন্তু অতিচিত্রমিত্যাহুঃ শ্রীরিতি। বক্ষসি অসাপত্ন্যং স্থানং লব্ধ্বাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ তব পদাম্বুজরজঃ কাময়তে স্ম। ভৃত্যৈঃ সর্ব্বৈর্জুষ্টমিতি সৌভাগ্যাতিরেকোক্তিঃ। যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতে শ্রীরাত্মানং বিলোকয়ত্বিত্যেতদর্থম্ অন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ সা। তদ্রজস্তদ্বদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি ॥৩৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৭। নন্থ মাদৃশতুল্যকুল্যা এব যূয়ং, ততো বত কথং পাদতলমস্পাক্ষ্মেতি বদথ? ইত্যাশঙ্ক্য নিজাভীষ্টোৎকণ্ঠাবগুণ্ঠিততয়ৈবাতিদৈন্যেনাহুঃ শ্রীরিতি। যৎ যস্য নারায়ণস্য বক্ষসি পদং লব্ধ্বাপি পদাম্বুজরজঃ শ্রীশ্চকমে, প্রেয়স্যুচিতং সেবাভিলাষবিশেষং পরিত্যজ্য দাসোচিতমেবেষ্টবতীত্যর্থঃ। অতএব দাসানাং বহূনাং

মূলানুবাদ

৩৭। যে কমলার কৃপাদৃষ্টির বাসনায় ব্রহ্মাদি দেবগণের তপস্যা, সেই কমলা তোমার বক্ষে স্থানলাভ করিয়াও তুলসীর সহিত ভক্তগণসেবিত তোমার চরণকমলের রেণু কামনা করেন; সেইরূপ আমরাও তোমার পদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৭। তোমার চরণসেবা সৌভাগ্যও আবার অতি বিচিত্র। এই আশয়ে বলিলেন—'শ্রী' ইত্যাদি সেই লক্ষ্মী নারায়ণের বক্ষে স্থান লাভ করিয়াও, তাহাতে সপত্নী-যন্ত্রণা না থাকিলেও কিন্তু পাদপদ্মে সপত্নী তুলসীর ভয় থাকায়, লক্ষ্মীদেবী সেই সপত্নী-যন্ত্রণা অঙ্গীকার করিয়া তুলসীর সহিত এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ভৃত্যগণসেবিত পাদপদ্মের রজঃ কামনা করিয়া থাকেন। এতদ্বারা চরণের সৌভাগ্যাতিশয় উক্ত হইল। স্ববীক্ষণ—অর্থাৎ "লক্ষ্মী আমাদের প্রতি তাদৃশ কৃপাদৃষ্টি করুন।' এই নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রয়াস। আমরাও তদ্বৎ তোমার পাদরজের শরণাপন্ন হইয়াছি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৭। যদি বল, তোমরাও আমার তুল্য সমানকুলে উদ্ভূতই, তবে কেন পদতল স্পর্শ করিয়াছিলাম—একথা বলিতেছ? এই আশঙ্কা করিয়া নিজের অভীষ্ট বিষয় উৎকণ্ঠা দ্বারা অবগুণ্ঠিতা বলিয়াই অতি দৈন্যে বলিতেছেন—'শ্রী' ইত্যাদি। যে শ্রী—লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তত্র সংঘট্টমপ্যঙ্গীচকার ইতি ভাবঃ। কীদৃশ্যপি সা? তত্রাহুঃ—যস্যা ইতি তদেবং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহুঃ—তদ্বদিতি। তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে নারায়ণসমো গুণৈঃ' (শ্রীভা ১০।৮।১৯) ইত্যুক্তত্বাৎ স নারায়ণ ইব, যস্ত্বং তস্য তব পাদরজো বয়ঞ্চ সংকুলাদিসম্পত্ত্যা প্রেয়সীপদযোগ্যতাং লব্ধ্বাপি প্রপন্নাঃ, তস্য তব চ গুণমহিমৈবায়ং, যত্তস্যাহস্মাকং চ লব্ধতাদৃশ-পদত্বেঽপি ন্যূনতাভিমানমেব কারয়তীত্যর্থঃ। তত্র শ্রীবন্ধুজসাদৃশ্যমুপাধিমবলম্বমানা তস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে, বয়ন্তু তদুপাধিমনপেক্ষ্যমাণাস্তব পাদরজঃপ্রপন্না ইতি স্বেষাং তৎপাদস্য চ বৈশিষ্ট্যমম্বুজরূপকারূপকাভ্যাং দর্শিতম্। এবং ক্ষীরোদমথনে যথান্যপরিত্যাগেন শ্রিয়াস্তদেক-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বক্ষে স্থানলাভ করিয়াও পাদপদ্মের ধূলি কামনা করিয়াছিলেন। প্রেয়সীর উচিত সেবার অভিলাষবিশেষ পরিত্যাগ করিয়া দাসোচিত সেবাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি বহু সংখ্যক ভৃত্যের সংঘট্টও সেখানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়। তিনি কীদৃশী হইয়াও? তাহাতে বলিতেছেন—'যস্যাঃ' ইতি। লক্ষ্মীর এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন —'তদ্বৎ'—সেই হেতু শ্রীগর্গ মুনি বলিয়াছেন "হে নন্দ, তোমার এই পুত্র গুণে নারায়ণের সমান" এইরূপ উক্ত হওয়ায়, সেই নারায়ণের মত যে তুমি তোমার পদধূলি, আমরা সৎকুলাদি সম্পদে প্রেয়সী-পদের যোগ্যতা লাভ করিয়াই প্রাপ্ত হইয়াছি; সেই তোমার গুণের মহিমা এই যে, লক্ষ্মীর এবং আমাদের তাদৃশ পদ লাভ হইলেও ন্যূনতার অভিমানই করাইতেছে, এই অর্থ। তাহাতে শ্রী (লক্ষ্মী) পদ্মের সাদৃশ্যরূপ উপাধি অবলম্বন করিয়া নারায়ণের পাদপদ্মের ধূলি কামনা করিয়াছিলেন। আমরা তাহার অপেক্ষা না করিয়া তোমার পদধূলি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা দ্বারা নিজেদের এবং তাঁহার পদের বৈশিষ্ট্য পদ্মের রূপক ও অরূপকের দ্বারা দর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই শ্লোকে 'শ্রীপদাম্বুজরজঃ' এবং 'তদ্বপাদরজঃ' উক্ত আছে। প্রথমে পদ্মের সহিত চরণের রূপক এবং দ্বিতীয়ে তাহা নাই। এই রূপক ও অরূপকের দ্বারা গোপীগণের এবং শ্রীকৃষ্ণচরণের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কেননা, শ্রী (লক্ষ্মী) শ্রীনারায়ণের অম্বুজ সাদৃশ্য এই উপাধি অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরণরূপ পদ্মের রজঃকণা কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃমাত্রেরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, লক্ষ্মী স্বভাবতঃ কমলালয়া ও কমলপ্রিয়া; সুতরাং তিনি কমলের সহিত চরণের সাদৃশ্যরূপ উপাধি বুদ্ধিতে তাঁহার চরণরেণু কামনা করেন; পরন্তু গোপীগণ সেরূপ কোন উপাধির অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণের মাধুরী অনুভববশতঃ সেই চরণরজেরই প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে ক্ষিরোদসমুদ্র মন্থনে যে প্রকার

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভজনং, তথাস্মাকমপি তদেকভজনমিতি জ্ঞাপিতম্। অথবা নন্বু নাহং স্বপ্নেঽপি ভবতীস্পর্শনং স্মরামি, ভবতু বা, তথাপ্যবিচারেণ সকৃৎস্খলনেঽপি ন ভূয়ঃ কর্ত্তুমুচিতং, তচ্চানৌচিত্যং ভবতীনাং সাধ্বীকুলাচার-লঙ্ঘনেন, মম চ তাদৃশভবদাচারধ্বংসনেনেত্যত্র সাধ্বীকুলশিরোমণিং শ্রিয়মেব দৃষ্টান্তয়ন্ত্যঃ প্রত্যুত্তরয়ন্তি শ্রীরিতি। বক্ষসি স্বভর্ত্তুর্হৃদয়ে পদং স্থানং লব্ধ্বাপি শ্রীঃ কিল প্রসিদ্ধৌ, অসমোর্দ্ধমাধুরী-ভরমোহিতত্বাত্তথাপি তবাঙ্গসঙ্গে নিজাযোগ্যতামননাচ্চ; যদিতি যস্য বৃন্দাবন-সম্বন্ধি-পাদরজোমাত্রং যদ্বচ্চকমে, তদ্বত্তস্য তব পাদরজো বয়মপি প্রপন্না ইত্যন্বয়ঃ। তদুক্তম্—'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইতি তাদৃশ-প্রসিদ্ধিশ্রবণাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়ম্—'জয়তি তেঽধিকম্' (শ্রীভা ১০।৩১।১) ইতি। পাদরজঃ-শব্দস্য পুনরুক্তিরত্যুৎকণ্ঠয়া জ্ঞেয়া। তদুক্তং পঞ্চদ্বয়েঽপি, রূপকাপ্রয়োগশ্চ পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়ঃ। সা চ ন কেবলা কিন্তু তুলস্যা লীলারূপয়া বৃন্দয়াপি সহ, সা চ তুলসী তৎপ্রেয়স্যাপি চকমে। পাদ্মে কার্ত্তিক-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

লক্ষ্মীদেবী অন্যকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীনারায়ণকে ভজনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদেরও একমাত্র তোমার ভজন—ইহা জ্ঞাপিত হইয়াছে। অথবা যদি বল, আমি স্বপ্নেও তোমাদের অঙ্গস্পর্শ করি নাই, যদি বা অবিচারে কোনদিন করিয়া থাকি, তাহা হইলে একবার স্খলন হইলেও পুনর্ব্বার তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। আর তোমাদের পক্ষেও তাহা অনৌচিত্য অর্থাৎ তাহাতে সতীকুলের আচার লঙ্ঘন করা হইবে এবং আমি তোমাদের তাদৃশ আচার ধ্বংশ করিলে তোমাদের পক্ষে ও আমার পক্ষে অনুচিত হইবে। ইহাতে সাধ্বীকুলশিরোমণি লক্ষ্মীকেই দৃষ্টান্ত করিয়া গোপীগণ প্রত্যুত্তর দিতেছেন—'শ্রী' ইত্যাদি। বক্ষে—নিজ ভর্ত্তার হৃদয়ে স্থানলাভ করিয়াও লক্ষ্মী, কিল—প্রসিদ্ধি অর্থে, অসমোর্দ্ধ মাধুরীর আতিশয্যে মোহিতা হইয়াছিলেন, তথাপি তোমার অঙ্গসঙ্গে নিজের অযোগ্যতা মনে করিয়াছিলেন। সেইজন্য 'যৎ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যে বৃন্দাবনসম্বন্ধী পাদরজমাত্র সেরূপ কামনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাদরজে আমরাও শরণাপন্ন হইয়াছি, এই অন্বয়। তাহা উক্ত হইয়াছে—'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' অর্থাৎ 'পরম সুকোমলাঙ্গী লক্ষ্মীও তোমার চরণরেণু প্রাপ্তির জন্য সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যায় রত হইয়াছিলেন'। এই ভগবতীগণও স্বয়ং বলিবেন, 'হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা ব্রজের উৎকর্ষের সীমা নাই, লক্ষ্মীও ইহাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর এই ব্রজে বাস করিতেছেন। এই শ্লোকে 'পাদরজঃ' শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা গোপীগণের অতিমাত্র উৎকণ্ঠাই বিবৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কেবল যে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মাহাত্ম্যে জালন্ধরোপাখ্যানে তস্যা অপি তৎপ্রেয়সীত্ব-শ্রবণাৎ। তথা চ স্কান্দে মথুরা-মাহাত্ম্যে 'বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥' ইতি বারাহে তন্মাহাত্ম্যে চ —'বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্। মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥' ইতি তদাশ্রিতত্ব-শ্রবণাচ্চ। কথম্ভূতমপি রজঃ? ভৃত্যজুষ্টং, ত্বদ্ভৃত্যগণসেবিতাবশিষ্টমপি পুনঃ রজ এব চ বিশেষয়িতুং তস্যা বৈশিষ্ট্যান্তরমাহুঃ — যস্যা ইতি। স্ববীক্ষণে স্বপতিপ্রেমপর্য্যন্ত সম্পত্তিপ্রদে, অন্যসুরাঃ শ্রীবিষ্বক্সেন-গরুড়াদয়ঃ, তেষামপি প্রয়াসঃ যদি তস্যাস্তস্যাশ্চাপ্যেবং, তদাস্মাকমেব কো দোষঃ? ইতি ভাবঃ। ঐশ্বর্য্যপক্ষেঽপি, প্রায়ঃ পূর্ব্ববদেবার্থঃ, কিন্তু পূর্ব্বত্র প্রেমকৃতোৎকর্ষদৃষ্টিপ্রাপ্তত্বেনোত্তরত্র তু জ্ঞানপ্রাপ্তত্বেনেতি ভেদঃ। তদেবং ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

লক্ষ্মীদেবীই তোমার চরণরেণু কামনা করিয়া থাকেন, তাহা নহে ; কিন্তু তুলসীর (লীলারূপিনী বৃন্দাদেবীর) সহিত, অর্থাৎ এই তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়াও তাঁহার চরণরেণুমাত্রই কামনা করিয়াছিলেন। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে জলন্ধরের উপাখ্যানে তুলসীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, একথা শুনা যায়। স্কন্দ পুরাণে মথুরা-মাহাত্ম্যে উক্ত আছে—'বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দ্বাদশ বনই বৃন্দাবন। শ্রীহরি এইস্থানে নিত্য অধিষ্ঠান বাস) করেন এবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবগণ এই ধামকে সেবা করেন।' বরাহপুরাণে উক্ত আছে 'বৃন্দাবন'—দ্বাদশবন, ইহা বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত এবং আমার প্রিয় ও সর্ব্বপাপনাশক।' ইহাতে বুঝা গেল, বৃন্দাদেবীও এই বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া আছেন। আচ্ছা, সেই রজঃকণা কিরূপ? 'ভৃত্যজুষ্টং' অর্থাৎ তোমার ভৃত্যগণের সেবিতের অবশিষ্ট পুনরায় সেই রজকণারই বিশেষত্ব খ্যাপন জন্য বলিতেছেন—'যস্যাঃ' ইতি। 'স্ববীক্ষণে'—নিজের দৃষ্টিদান দ্বারা নিজ পতির প্রেম পর্য্যন্ত সম্পত্তিপ্রদ। সেইজন্য 'অন্যসুরাঃ'—শ্রীবিষ্বক্সেন, গরুড় প্রভৃতি তাঁহাদেরও প্রয়াস। যদি লক্ষ্মী ও তুলসীর এইরূপ হয়, তবে আমাদের কি দোষ? এই অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য এই যে, লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি স্বপতি শ্রীনারায়ণের পদকমলে প্রেমসম্পত্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন। সেই কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিবার জন্য অন্য সুরগণ অর্থাৎ শ্রীবিষ্বক্সেন ও গরুড়াদিরও প্রয়াস দেখা যায়। সেই লক্ষ্মীদেবী এবং বৃন্দাদেবীও যখন সর্ব্বদা তোমার চরণরেণু স্পর্শ কামনা করেন, তখন আমাদেরই বা তাহাতে দোষ কি? ইহাই ভাবার্থ।

ঐশ্বর্য্যপক্ষের অর্থ প্রায় পূর্ব্ববৎ, তবে পূর্ব্বপক্ষের প্রেমকৃত উৎকর্ষপ্রাপ্ত দৃষ্টি এবং উত্তর পক্ষের ভাব জ্ঞানপ্রাপ্ত দৃষ্টি হইতে উদ্ভূত—এইমাত্র প্রভেদ জানিতে হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

স্ত্রীণাম্' (শ্রীভা ১০।১৯।২৪) ইত্যাদেরুত্তরং জ্ঞেয়ম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্- ননু শ্রী-বৃন্দে অপি স্বপতিপরিত্যাগেন মদাশয়া মদ্বনে তিষ্ঠতঃ, কাঃ যূয়ম্? ইত্যত্রাহুঃ—শ্রীরিতি; যৎ যা শ্রীঃ তুলস্যা বৃন্দয়া সহাত্র বনে স্থিতং তব পদাম্বুজরজশ্চকমে, তৎকামনয়াত্র বাসং কৃতবতীত্যর্থঃ, তদ্বদিতি সহৈব বয়ঞ্চ, বয়মপি তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ. কাকা নৈবেত্যর্থঃ। চপলাত্বেন খ্যাতায়া লক্ষ্ম্যা যচ্চাপলং, তথা জালন্ধরভার্য্যাত্বমপি লব্ধায়া বৃন্দায়া যদ্ব্যভিচারিত্বং তত্তদ্যুক্তমেব, নাস্মাকমেতাদৃশীনামিতি ভাবঃ। অত্রাপি ভর্ত্তুরিত্যস্যৈবোত্তরং জ্ঞেয়মিতি ॥৩৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিষেধার্থ—যদি বল, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ও বৃন্দাদেবীও যখন নিজ নিজ পতি পরিত্যাগ করিয়া আমার আশায় আমার বনে বাস করিতেছেন; সুতরাং তাহাদের তুলনায় তোমাদের আর কথা কি? ইহাতে বলিতেছেন—'শ্রী' ইত্যাদি। 'যৎ'—যে শ্রী তুলসীর সহিত—বৃন্দার সহিত এই বনে স্থিত হইয়া তোমার পাদপদ্মের রজঃ কামনা করিয়াছিলেন—তাহার কামনায় এখানে বাস করিয়াছিলেন, এই অর্থ। 'তদ্বৎ' ইত্যাদি। তাঁহাদের সহিতই আমরা তোমার পদরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। কাকুস্বরে না প্রপন্ন হই নাই, এই অর্থ। * চপলতা দ্বারা খ্যাতা লক্ষ্মীর যে চাপলা, সেইরূপ জলন্ধরের ভার্য্যাত্বপ্রাপ্তা বৃন্দারও যে ব্যভিচারিতা, তাহা ত্যাগযুক্তই। আমাদের এতাদৃশী চপলতা ও ব্যভিচারিতা উচিত নহে, এই অভিপ্রায়। সেই পক্ষেও 'ভর্ত্তুঃ' শুশ্রূষণং' ইত্যাদি অর্থাৎ অমায়ায় ভর্ত্তৃ-শুশ্রূষা স্ত্রীগণের স্বধর্ম্ম ইত্যাদি বাক্যেরও উত্তর প্রদত্ত হইল, বুঝিতে হইবে ॥৩৭॥

* সকল প্রাণীই আমাকে প্রীতি করে, ইহাতে কামিনী তোমাদের আমার প্রতি কান্ত-ভাবোচিত স্নেহ করাই সমীচিন, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লক্ষ্মী প্রভৃতি যেরূপ স্নেহ করেন -এই দৃষ্টান্ত যদি উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় বলিলেন—'শ্রীর্যৎপদাম্বুজ'।

লক্ষ্মী বক্ষে—তাদৃশ শ্রীবিষ্ণুর বক্ষে স্থান পাইয়াও যে, তোমার গোকুল-বৃন্দাবনস্থিত চরণকমল-রজঃ তুলসী বৃন্দার সহিত কামনা করিয়াছেন, তাহা 'তোমার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দব্রজ রমার ক্রীড়াস্পদ হইয়াছিল এবং তুলসীলক্ষণ অন্যরূপা বৃন্দাদেবী বৃন্দাবনে নিত্য বাস করিয়াছেন—এই মুনিজনপ্রসিদ্ধ কথা হইতে জানা যায়। কিরূপ রজঃ কামনা করিয়াছেন? ভৃত্য—ব্রজসম্বন্ধি ভৃত্যগণ-কর্ত্তৃক জুষ্ট—তাঁহারা মস্তকে ধারণ প্রভৃতি দ্বারা যে রজঃ উপভোগ

সারার্থদর্শিনী

৩৭। তদেবং ত্বয়ৈব বয়ং স্বপ্রেয়সীকৃতাঃ, কিন্তু ত্বচ্চরণসেবামেব বয়মাশাস্মহে ইতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ,—শ্রীলক্ষ্মীর্যস্য নারায়ণস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে তদ্বত্তত্তুল্যস্য তবাপি বয়ং পদাব্জরজঃ প্রপন্নাঃ ততশ্চ গর্গোক্তিগম্যেন তব নারায়ণতুল্যত্বেনাস্মাকমপি শ্রীতুল্যত্বং স্বতএবায়াতমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বক্ষসি সর্ব্বোত্তমে স্থলে পদং আস্পদং লব্ধ্বাপি তুলস্যাঃ সপত্ন্যাঃ পদমপি ভৃত্যৈর্জুষ্টং সেবিতমিতি পুরুষজনসঙ্ঘট্টবদপি তস্য পাদরজশ্চকমে স্বাভাবিকীং প্রেয়সীভাবসমুচিতাং লজ্জামপি পরিত্যজ্য স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য কাময়তে স্মেতি। তস্যাঃ প্রেয়সীভাবাদপি দাসীভাবো যথাভীপ্সিতস্তথৈবাস্মাকমপীত্যতস্তব রক্তক-পত্রকাদিদাসৈঃ সহাপি লজ্জাং পরিত্যজ্য পাদৌ সম্বাহয়িতুমিচ্ছামঃ। তথা বৃন্দাবনীয়পুলিন্দীনাং কর্ম্মতৃণলগ্নত্বচ্চরণকুঙ্কুমেন স্বীয়ভালপ্রলেপনমপি স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য চিকীর্ষামঃ। কিঞ্চ, শ্রীমন্নারায়ণদেবেন প্রত্যুদ্যতা নিত্যনিবাসার্থং তস্যৈ স্ববক্ষ এব দত্তং ত্বয়া

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৭। এই প্রকারে তুমিই আমাদিগকে স্ব-প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমার চরণ-সেবাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'শ্রীর্যৎ' ইত্যাদি। শ্রী-লক্ষ্মী যেরূপ শ্রীনারায়ণের পদাম্বুজ-রজঃ কামনা করেন, সেইরূপ আমরাও 'নারায়ণতুল্য' তোমার পদাব্জ--রজের শরণাপন্ন হইয়াছি। "নারায়ণসমো গুণৈঃ' এই শ্রীগর্গোক্তি অনুসারে তুমি শ্রীনারায়ণের তুল্য বলিয়া আমরাও লক্ষ্মীতুল্যা, ইহা স্বতঃই সিদ্ধ হইয়াছে। আরও দেখ, লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বোত্তমস্থল অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও সপত্নী তুলসীর সহিত ভৃত্যগণ সেবিত; সুতরাং পুরুষসংঘট্টযুক্ত হইলেও তদীয় পাদরজ সেবনের কামনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রেয়সীভাব সমুচিত লজ্জা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া, এমনকি নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও পদরজ কামনা করিতেছেন। এস্থলে লক্ষ্মীর যেমন প্রেয়সীভাব অপেক্ষাও দাসীভাব অভীপ্সিত হইতেছে, সেইরূপ আমাদেরও। অতএব তোমার দাস—রক্তক ও পত্রক প্রভৃতির সহিত আমরাও

করিয়াছেন। (লক্ষ্মী তুলসীর সহিত সেই রজঃ কামনা করিয়াছেন) সেই লক্ষ্মী কীদৃশী মহিমাশালিনী? নিজ বিষয়ে যাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য অন্য দেবতা—ভগবৎপার্ষদাদিরও প্রয়াস, লক্ষ্মী তাদৃশী প্রভাবশালিনী। অর্থাৎ নিজের কল্যাণের জন্য ভগবৎপার্ষদাদি যে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে যত্ন করেন, সেই লক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণের চরণরজঃ কামনা করেন। 'বয়ঞ্চ'-পদের 'চ'—শব্দ কাকুসূচক; অপি শব্দের সমান অর্থ প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে অর্থ—লক্ষ্মীর মত বৃন্দা, সেই প্রকার আমরাও কি মুগ্ধা হইয়া সেই তোমার পদরজের শরণাপন্ন হইয়াছি? কখনই নহে। (সন্দর্ভের ব্যাখ্যা)

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ ৩৮॥

সারার্থদর্শিনী

তু রসিকশেখরেণাস্মভ্যং স্বপদতলনিকটপ্রদেশেঽপি ক্ষণমপি স্থাতুমপি ন দীয়তে ইত্যস্মাকমেব দগ্ধললাটমিতি ধ্বনিঃ। স্ববশঃপ্রেপ্সুর্গর্গোক্তিপ্রামাণ্যেন যদি নারায়ণতুল্যো বুভূষসি তদাস্মান্ বক্ষসা বহেত্যপি ভাবগাম্ভীর্য্যস্পর্শী ধ্বনিঃ। নন্থ সা লক্ষ্মীর্যথা চঞ্চলা তথৈব যূয়মপি পুণ্যবতাং জনানাং গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্মমপ্যঙ্গীকুরুতেতি নর্ম্মাশঙ্ক্য কেন মূর্খেণোচ্যতে শ্রীশ্চঞ্চলেতি? সা তু পরমধীরৈরেবেত্যাহুঃ,—যস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বেষু বীক্ষণকৃতে বাৎসল্যরসময়কৃপাবলোকনপ্রাপ্তিকৃতে অন্য সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তৎপুত্রতুল্যানাং প্রয়াস এব, সাতু তদপি তানপি প্রায়ো নাবলোকতে, কিন্তু তচ্ছক্তিরেব কাচিত্তেভ্যোঽভীপ্সিতাং সম্পদং দাত্তি ইতি ॥৩৭॥

মূলানুবাদ

৩৮। অতএব হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তোমার চরণ সেবার অভিলাষে আমরা গৃহত্যাগ করিয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়াছি, তোমার সুন্দর সহাস্য বদনকমল অবলোকনে তীব্র কাম উদ্দীপিত হইয়া আমাদের হৃদয়কে তপ্ত করিয়াছে। হে পুরুষভূষণ! আমাদিগকে তোমার দাসী হইতে দাও। ৩৮

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া চরণযুগল সম্বাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তথা বৃন্দাবনের পুলিন্দা রমণীগণ যেরূপ তৃণলগ্ন তোমার চরণতল-সংলগ্ন কুচকুঙ্কুম স্ব স্ব ললাটে লেপন করে, আমরাও সেইরূপ স্ব স্ব ন্যূনতা স্বীকার করিয়া তাহা লেপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আরও বলিতেছেন—শ্রীনারায়ণদেব সন্তোষের সহিত নিত্যনিবাসের নিমিত্ত লক্ষ্মীদেবীকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে স্থান প্রদান করিয়াছেন। আর তুমি রসিকশেখর হইয়াও আমাদিগকে স্বীয় পদতলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও ক্ষণকাল অবস্থান করিতেও কি দিবে না? ইহাতে ধ্বনিত হইল যে, আমাদের দগ্ধ-ললাট। তুমি যদি যশোভিলাষী হইয়া গর্গোক্তি-প্রামাণ্য বলে নারায়ণতুল্য হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদিগকে বক্ষে ধারণ কর—ইহা ভাবগাম্ভীর্য্যস্পর্শী ধ্বনি। যদি বল, সেই লক্ষ্মী যেরূপ চঞ্চলা, সেইরূপ তোমরাও পুণ্যবান্ জনের গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্ম অঙ্গীকার কর।" এই নর্ম্ম-পরিহাস আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কোন্ মূর্খ ব্যক্তি লক্ষ্মীকে চঞ্চলা বলে? লক্ষ্মী চঞ্চলা নহেন—পরম ধীরা। ইহাই বলিতেছেন—যে লক্ষ্মীর বাৎসল্যরসময় কৃপাদৃষ্টি লাভ করিবার জন্য তৎপুত্রতুল্য ব্রহ্মা-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রয়াস-

ভাবার্থদীপিকা

৩৮॥ হে বৃজিনার্দ্দন দুঃখহন্তঃ ত্বদুপাসনে ত্বদ্ভজন এবাশা যাসাং তা বয়ং বসতীর্গৃহান্ বিসৃজ্য হিত্বা যোগিন ইব প্রাপ্তাঃ। তব সুন্দরস্মিতবিলসিতনিরীক্ষণেন ঘর্ম্মীব্রঃ কামস্তেন তপ্তচিত্তানাম্ হে পুরুষরত্ন দাস্যং দেহি ॥৩৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৮॥ তদেবং তৃতীয়দিক্স্থিতা অপি বিবক্ষিতমুপসংহরন্তি—তন্ন ইতি। তত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতোরেব প্রসাদং কুরু। তমেবাহুঃ—দাস্যমেব দেহীতি। নন্থ নবযৌবনোন্মত্তা দাস্যমপি তাদৃশং দুর্ল্লভমিতি চেৎ, কথং দেয়মিত্যত্র সদৈন্যমাহুঃ প্রাপ্তা ইত্যাদি। অতঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন প্রপন্নানামাশামবশ্যং পূরয়িতুমর্হসীতি ভাবঃ; অন্যথা চাস্মাকং মহদ্দুঃখং স্যাৎ, তচ্চ তবানুচিতমিত্যাহুঃ—হে বৃজিনার্দ্দনেতি। তত্র চ নিজভাবোচ্ছলিতচিত্তাঃ সত্যো হে রসিকশেখর রসবিশেষময়মেব দাস্যং দেয়মিত্যাশয়েনাহুঃ- ত্বদিতি। যদ্বা, ত্বত্তাদৃশনিরীক্ষণ-তপ্তাত্মনামপি

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৮। হে বৃজিনার্দ্দন! হে দুঃখহন্ত!। আমরা তোমার ভজনেই আশা ধারণপূর্ব্বক বসতি-গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া যোগীজনের ন্যায় তোমার চরণমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে পুরুষরত্ন! তোমার সুন্দর হাস্যবিলসিত অবলোকন দ্বারা তীব্র কামতাপে আমাদের চিত্ত অভিতপ্ত হইয়াছে, সুতরাং দাস্য প্রদান কর।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৮। তৃতীয় দিকে অবস্থিতা গোপীগণও এইরূপে যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার উপসংহার করিতেছেন—'তন্নঃ' ইত্যাদিতে। 'তৎ'—পূর্ব্বোক্ত কারণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও—প্রসাদ বিতরণ কর। সেই প্রসাদ কি? তাহাই বলিতেছেন—দাস্যই দান কর। হে নব-যৌবনোন্মত্তাগণ! তাদৃশ দাস্যও দুর্লভ যদি হয়, কিরূপে তাহা দেওয়া যায়? ইহাতে সদৈন্যে বলিতেছেন—'প্রাপ্তা' ইত্যাদি। 'অতএব সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার আশ্রিতাগণের আশা অবশ্য পূরণ করিবে, এই অভিপ্রায়। অন্যথা আমাদের অতিশয় দুঃখ হইবে তাহা তোমার পক্ষে উচিত হইবে না।' এই আশায় সম্বোধন করিলেন—'হে বৃজিনার্দ্দন! তাহাতে আবার নিজভাবে উচ্ছলিতচিত্তা হইয়া 'হে রসিকশেখর! রস বিশেষের দাস্যই দান কর। এই অভিপ্রায়ে বলিতে-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

মাত্র দেখা যায়। কেননা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি না হইলে কাহারও কোন সম্পদ লাভ হয় না, তাহা হইলেও লক্ষ্মীদেবী তাঁহাদের প্রতি প্রায়ই কৃপাদৃষ্টি করেন না তবে তাঁহারই কোন শক্তিবিশেষ তাঁহাদিগকে অভীপ্সিত সম্পদ দান করিয়া থাকেন। ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দাস্যমেব দেহীত্যর্থঃ। তত্তাপহরণেঽপ্যাশা পরিত্যক্তেত্যর্থঃ। দাস্যং চোচিতমেবেত্যাহুঃ—হে পুরুষভূষণেতি। সর্ব্বত্রৈবার্থে তবোপাস উপাস্তিস্তস্য নাশো যাস্তু তা ইতি। শ্লেষেণ বসতিবিশেষণঞ্চ; কিংবা, হে সুন্দর স্মিতনিরীক্ষণ, অতো ধূর্ত্ততয়ৈবেদং বদসীত্যবহিত্থয়া গৃহ্যমাণং ভাবং বাক্‌চাতুর্য্যাদিভির্ব্ব্যঞ্জয়ন্তি। ত্বৎ ত্বত্তো যস্তীব্রঃ কামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসাং নঃ, অনেন দুঃশীল ইত্যস্যোত্তরং ত্বৎকামতপ্তাত্মনাং তত্ত্যাগে কথং বিচারো দোষো বা? ন হি মহাভুজঙ্গগ্রস্তানাং তয়োরেকতরোঽপি সম্ভবতীতি। নিষেধার্থশ্চ—তত্তস্মান্নোঽস্মাকং সম্বন্ধে প্রসীদ আগ্রহং ত্যজেত্যর্থঃ। হে বৃজিনার্হেতি চ্ছেদঃ। অতস্ত্বদুপাসনাশাঃ সত্যো বসতীর্বিসৃজ্য তবাঙ্ঘ্রিমূলং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ছেন—'ত্বৎ' ইতি। 'তোমার সুন্দর হাস্যময় দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয়ে তীব্র কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। অথবা তোমার তাদৃশ দৃষ্টিপাতে আমাদের হৃদয় কামাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, তথাপি আমরা তাহার প্রতিকার চাহি না, সেই তাপহরণেও আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, কেবল তোমার দাস্যই দান কর। এই অর্থ, আবার সেই দাস্যদানও তোমার পক্ষে উচিতই। ইহা বলিতেছেন—হে পুরুষভূষণ! দাস্য দানে আমাদের আশা পূর্ণ কর। সর্ব্বত্র এই অর্থে তোমার 'উপাস'—উপাস্তি, তাহার নাশ যাহাদের নিকট তাহারা, শ্লেষে এই পদ 'বসতির বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—তোমার উপাস—নাশ, তোমার উপাস (উপাসনা) নাশ হয় যাহাতে, তাদৃশ বসতিতে থাকিলে তোমার উপাসনা নাশ হয়, ইহাই শ্লেষার্থ। কিংবা হে সুন্দর স্মিতনিরীক্ষণ! তোমার সুন্দর মধুর হাস্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি,—তুমি ধূর্ত্ততাবশতই এই প্রত্যাখ্যানবাক্য বলিতেছ। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবহিত্থা (আকার গোপন) দ্বারা নিজ হৃদয়ের যে ভাব গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাকে বাক্ চাতুর্য্যাদি দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন—"ত্বৎ"—তোমা হইতে যে তীব্র কাম, তাহা দ্বারা আমাদের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছে, সেই কাম নিবৃত্তির জন্য দাস্য দান কর। ইহার দ্বারা 'দুঃশীল' ইত্যাদি বাক্যেরও উত্তর প্রদত্ত হইল। তোমার কামে যাহাদের চিত্ত তপ্ত, তাহাদের পরিত্যাগে বিচার কি? দোষ বা কি? তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণের জন্যই তীব্রকামে গোপীগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছে—তাঁহার চরণরেণু প্রাপ্তির আশায় গোপীগণ আত্মহারা হইয়াছেন, সুতরাং পতি ত্যাগ বিহিত কি অবিহিত, তাঁহারা কিরূপে বিচার করিবেন? অর্থাৎ ত্যাগ করিলেই বা কি দোষ? যদি কোন রমণী মহাভুজঙ্গগ্রস্তা হয়, তাহার পক্ষে সেই বিচার বা দোষ কোনটিই সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহার সর্ব্ববিধ বিচার ও বুদ্ধির অপগম হইয়াছে।

নিষেধার্থ—'তৎ'—সেইহেতু (আমরা যখন তোমার পদরজঃ কামনা করি না) আমাদের সম্বন্ধে প্রসন্ন হও—আগ্রহ ত্যাগ কর। 'হে বৃজিনার্হ (র্দ) এইরূপ ছেদ (পাপার্হ বা পাপ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ন প্রাপ্তা বয়ং, তস্মাদ্যাস্ত্বংসুন্দরেত্যাদিলক্ষণাস্তাসাং তাঃ প্রতি দাস্যং দেহি। অস্মাকন্তু ন তেন প্রয়োজনমিত্যর্থঃ, তাসামপি নাত্যন্ত-তদঙ্গীকারাৎ। সম্প্রদানত্বাভাব ইতি ষষ্ঠ্যভিপ্রায়ঃ। পুরুষান্ সখীনেব তত্তদুৎকণ্ঠয়া তত্তদ্গোকুলবধূবেশেন ভূষয়সি, নাদ্যাপি তা ইতি তত্রাপ্যসম্ভাবনা দর্শিতা। যদ্বা, পুরুষভূস্তৎসত্তা পুরুষসামান্য ইত্যর্থঃ, হে তস্য ঊষণ পীড়ক, তজ্জাতিমাত্র-কলঙ্ককারিন্নিতি সকোপ-সম্বোধনম্। 'ঊষ রুজায়াম্' ইতি ॥৩৮॥

সারার্থদর্শিনী

৩৮। তস্মাদ্গৃহকুটুম্বাদিকং পরিত্যজ্য নারায়ণস্য ভক্তা ইব বয়ং তব দাস্যমেব কাময়ামহ ইত্যাহুঃ,—তন্ন ইতি। যতস্ত্বং নারায়ণতুল্যস্তস্মাদস্মান্ প্রতি প্রসীদ। নন্থ, মৎপ্রসাদপ্রতিকূলং দুঃখাদৃষ্টং ভবতীনামস্তীত্যর্থঃ কথং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রার্থন) দুঃখের দ্বারা অর্দ্দিত (পীড়িত) করে যে, এই অর্থে বৃজিনার্দ্দ—হে দুঃখপ্রদ! (ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন, তোমরাও গৃহাদি ত্যাগপূর্ব্বক এস্থানে আগমন করিয়া লক্ষ্মী প্রভৃতির মতই আমার পদরজের শরণাপন্ন হইয়াছ, এই আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—'নতেঽঙ্ঘ্রিমূলং' আমরা তোমার উপাসনার আশাতেই সে প্রকার গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণমূলে আসি নাই। আমরা কৌতুকের বশবর্ত্তিনী হইয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বৃন্দাবনের শোভা দর্শনের জন্য আসিয়াছি] অতএব আমাদের সম্বন্ধে আগ্রহ ত্যাগ করিয়া সেই সকল রমণীকেই দাস্য দান কর। অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় তোমার সুন্দর মধুর হাস্য নিরীক্ষণে তীব্রকামে-সন্তপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে দাস্য দান কর; আমাদের সেই দাস্যে প্রয়োজন নাই। পরন্তু তাহারাও তোমার দাস্য সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করিতে পারিবে না। (কেননা, এই শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে—'সুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ-তীব্রকামতপ্তাত্মনাং" এই পদ সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত না হইয়া ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে)। এইজন্য তীব্র কামতপ্তা রমণীদের সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব হে পুরুষভূষণ! তুমি তত্তৎ গোকুলবধূর জন্য উৎকণ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া তোমার পুরুষ সখাগণকে গোকুলবধূর বেশে সাজাইয়া থাক; কিন্তু অদ্যাপি গোকুলের বধূগণকে নিজের মনোমত বেশে ভূষিত করিতে পার নাই। [এই হেতু তোমার দৃষ্টিজাত কামসন্তপ্তা রমণীর কথা যে আমরা বলিয়াছি, বাস্তবিক তেমন কোন রমণী নাই। উহা কল্পনা মাত্র] তাহাতেও অসম্ভাবনা দর্শিত হইয়াছে। অথবা 'পুরুষভূ' শব্দের অর্থ পুরুষ-সত্তা—পুরুষসামান্য (পুরুষজাতি)। অতএব হে পুরুষভূ! তোমার এই স্বভাবে পুরুষ জাতিমাত্রই কলঙ্কিত হইয়াছে। অতএব হে কলঙ্ককারিন্!—ইহা সকোপ সম্বোধন। আর 'ঊষণ' শব্দের অর্থ পীড়ক—সন্তাপক। ঊষ' ধাতু রুজা অর্থে॥ ৩৮ ॥

সারার্থদর্শিনী

প্রসাদঃ ? নারায়ণোঽপি কিং সর্ব্বত্রৈব প্রসীদতীত্যত আহুঃ—হে বৃজিনার্দ্দন, তদপি দুঃখং ত্বমেবার্দ্দয় নারায়ণোঽস্বমেব প্রপন্নমানানাং দুঃখমর্দ্দয়তি বয়ঞ্চ তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ, তত্রাপি কামনান্তররাহিত্যেনৈবেত্যাহুঃ,—বিসৃজ্য বসতীরিতি। নন্থ, গার্হস্থ্যসুখং পরিত্যজ্যাপি মত্তঃ সুখং কিঞ্চনাবশ্যমর্থয়ধ্বে ইতি জানীমস্তত্রাহুঃ,—ত্বদুপাসনায়ামেবাশা নতূপাসনায়াঃ ফলে কস্মিংশ্চন সুখে ত্বয়া দাস্যমানে আশা যাসাং তাঃ। অয়মর্থঃ—উপাসনয়া ত্বাং সুখয়াম ইত্যেবাভিপ্রায়েঽপি ত্বন্মুখদর্শনোর্থং যদি নঃ সুখমাকস্মিকং ভবেত্তর্হি কো দোষ ইতি। নন্থ, তর্হি কথমস্মাকং হৃচ্ছয়াগ্নিং সিঞ্চেতি সত্যং তদগ্নিজ্বালায়া অপি ত্বমেব কারণমিত্যাহুঃ,—তব সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসামপ্যস্মাকং দাস্যং দাসীত্বমেব দেহি নতু পত্নীত্বম্। অত্র শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যচরণানামপি ব্যাখ্যা- "অতো দাস্যার্থিন্য এব বয়ং নতু বিবাহার্থিন্যঃ অতঃ উপনয়নাদ্যপেক্ষাপি ন লোকব্যবহারেণে"ত্যেষা। ততশ্চাস্মাকং কন্যাত্বে পরোঢ়াত্বে বা ন কাপি ক্ষতিঃ। উভয়ী-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৮। অতএব গৃহ-কুটুম্বাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণের ভক্তের ন্যায় আমরা তোমার দাস্যমাত্র কামনা করিতেছি, ইহাই বলিতেছেন -'তন্নঃ' ইতি। যেহেতু তুমি নারায়ণতুল্য; সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। যদি বল, আমার প্রসাদের প্রতিকূল দুরদৃষ্ট তোমাদের রহিয়াছে; সুতরাং কি প্রকারে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইব? তাহাতেই বলিতেছেন—হে বৃজিনার্দ্দন! তাহা হইলে তুমি আমাদের সর্ব্ববিধ দোষ খণ্ডন কর। যেহেতু শ্রীনারায়ণ অবশ্যই শরণাগত জনের দুঃখনাশ করিয়া থাকেন। আমরা তোমার চরণতলের শরণ লইয়াছি। তাহাতে আবার অন্যান্য কামনারহিত হইয়া। ইহাই বলিতেছেন—'বিসৃজ্য বসতীরিতি।' অর্থাৎ আমরা পতি-পুত্রাদিময় গৃহত্যাগ করিয়াছি। যদি বল, তোমরা গার্হস্থ্য-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছ সত্য; কিন্তু আমা হইতে অবশ্য কোনও সুখ প্রার্থনা করিতেছ? ইহাই জানিলাম। তাহাতেই বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! আমাদের আশা কেবল তোমার উপাসনা; পরন্তু উপাসনার ফলে কোনরূপ সুখে আশা নাই। ভাবার্থ এই—আমরা উপাসনা দ্বারা তোমাকে সুখী করিব—এই অভিপ্রায় আমাদের থাকিলেও তোমার দর্শনাদি জন্য যদি কখনও কোনরূপ আকস্মিক সুখ হয়, তাহাতে আমাদের দোষ কি? যদি বল, তোমাদের যদি দোষই না থাকিবে, তাহা হইলে "আমাদের হৃচ্ছয়াগ্নি তোমার অধরামৃত সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত কর'—একথা বলিলে কেন? (উত্তর) সত্য, বলিয়াছি বটে; কিন্তু তুমি সেই অগ্নি জ্বালাইয়াছ অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলিতের কারণও তুমিই। তাহাই বলিতেছেন—তোমার সুন্দর সহাস্য নিরীক্ষণ হইতে উদ্ভূত কামানলে আমাদের দেহ মন দগ্ধ হইয়াছে। অতএব আমাদিগকে দাসীত্বই প্রদান কর; কিন্তু আমরা তোমার পত্নী হইতে চাহি না।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

সারার্থদর্শিনী

ভাবেঽপি ত্বদ্দাস্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ। প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণানামপি "বিবাহে সতি পত্নীত্বেন ভজনাদপ্যৌপপত্যেন ভজনং পরমমহাসুখং তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতকাব্যাদৌ চ প্রসিদ্ধমেব। অতএবাত্র দাস্যবিশেষ এব প্রার্থিতঃ অধুনা চ প্রার্থ্যতে "দাস্যো ভবাম" ইত্যেষা কথম্ভাবঃ। কামমহোদধিত্বাদেব স্ত্রীলম্পটস্য তবাস্মাভির্যুবতিভিরুপাসনা স্বাঙ্গৈরেব ত্বৎসুখোৎপাদনলক্ষণা খল্বেবৈবেত্যতো হৃচ্ছয়াগ্নিসেক প্রার্থনাপি ত্বদুপাসনাপ্রার্থনৈব কামাগ্নিরপ্যস্মাকং ত্বদুপাসনোপকরণমেব মুখ্যমিত্যত এব সমুচিতমেব সম্বোধনপদং—হে পুরুষরূপভূষণ, গৌরাঙ্গীনামস্মাকমিন্দ্রনীলমণিময়সর্ব্বাঙ্গালঙ্কারেতি ॥৩৮॥

মূলানুবাদ

৩৯। তোমার কুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল, সুধাপূর্ণ অধর, সহাস অবলোকন, অলকদামে সুশোভিত শ্রীমুখমণ্ডল এবং তোমার অভয়প্রদ ভুজযুগল ও লক্ষ্মীদেবীর প্রধান রমণস্থান তোমার বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এস্থলে শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যপাদ স্বকৃত সুবোধিনী টীকায় লিখিয়াছেন—"অতো দাস্যার্থিন্য এব বয়ং নতু বিবাহার্থিন্যঃ অত উপনয়নাদ্যপেক্ষাপি ন লোকব্যবহারেণ" অর্থাৎ, অতএব আমরা দাসীত্বেরই প্রার্থী হইয়াছি; কিন্তু বিবাহার্থিনী হইয়া আসি নাই। অতএব উপনয়নাদি লোকব্যবহারের অপেক্ষা নাই; সুতরাং আমাদের কন্যাত্বে বা পরোঢ়াত্বে তোমার কোন ক্ষতি নাই। কারণ উভয়ভাবেই তোমার দাসী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অর্থাৎ তোমার দাসীত্ব গ্রহণ আমাদের পক্ষে কোন অবস্থাতেই অসম্ভব বা দূষনীয় নহে। প্রকৃত (বৃহৎ) বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—'বিবাহে সতি পত্নীত্বেন ভজনাদপৌপপত্যেন ভজনং পরমমহাসুখং তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতকাব্যাদৌ চ প্রসিদ্ধমেব অত এবাত্র দাস্যবিশেষ এব প্রার্থিতঃ অধুনা চ প্রার্থ্যতে দাস্যো ভবাম" ইতি। অর্থাৎ গোপীদের বিবাহ হইলেও পত্নীত্বরূপে ভজন অপেক্ষাও ঔপপত্যরূপে ভজন পরম মহাসুখপ্রদ। তাহা শ্রীভাগবতামৃত কাব্যাদিতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এজন্য গোপীগণ দাস্যবিশেষই প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাবার্থ এই—তুমি কামমহোদধি সুতরাং স্ত্রীলম্পট। আর আমরা যুবতী হইয়াও স্বীয় অঙ্গসমূহের দ্বারা তোমার যে উপাসনা করিতে চাই, তাহাও তোমারই সুখোৎপাদন লক্ষণ উপাসনা। অতএব আমরা যে হৃচ্ছয়াগ্নি নিবারণের জন্য তোমার অধরামৃত প্রার্থনা করিয়াছি,

ভাবার্থদীপিকা

৩৯। নন্থ গৃহস্বাম্যং বিহায় দাস্যং কিমিতি প্রার্থ্যতে অত আহুঃ বীক্ষ্যেতি। অলকাবৃতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতমুখম্। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ। তব মুখং বীক্ষ্য দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়াঃ একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দাস্য এব ভবামেতি ॥৩৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৯। নন্থ ভবত্যো ন ধনাদিনা মূল্যেন ক্রীতা, ন বা দত্তভৃতয়ঃ, কুতো দাস্যো ভবেয়ুঃ? উচ্যতে —অন্যত্রৈব খল্বসাবন্যোঽন্যেন স ব্যবহারঃ, ভবতি তু স্বমুখাদি-দর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহুঃ— বীক্ষ্যেতি বিশেষেণ দৃষ্ট্বা; বিশেষমেবাহুঃ—অলকাবৃতেত্যাদি-বিশেষণৈঃ। তত্র চালকৈর্ললাটোপরি বিলসদ্ভি-রাবৃতমিত্যূর্দ্ধ্বভাগস্য, কুণ্ডলশ্রীরিতি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ হসিতেনাবলোকো যস্মিন্নিতি তলমধ্যভাগয়োরিত্যেবং

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৯। যদি বল, তোমরা গৃহস্বামী পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার দাস্য প্রার্থনা করিতেছ? তাহাতেই বলিলেন—তোমার অলকাবৃত মুখ, কুণ্ডলদ্বয়ের শোভাসম্পন্ন গণ্ডস্থল ও সুধাময় অধর এবং সহাস অবলোকন, অভয়প্রদ ভুজযুগল, ও লক্ষ্মীর রতিজনক বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৯। যদি বল, তোমরা ধনাদি মূল্য দ্বারা ক্রীতা নও, কিংবা তোমাদিগকে বেতন দেওয়া হয় না। তাহা হইলে তোমরা কেন দাসী হইবে? তাহাতে বলিতেছেন, অন্যত্র এই নিয়মে দাস্য ব্যবহার—পরস্পরের সহিত সেই ব্যবহার হইয়া থাকে; অর্থাৎ মূল্য বা বেতনের বিনিময়ে সর্ব্বত্র দাস বা দাসীগণ তাহাদের প্রভুর সেবা করে। কিন্তু তুমি নিজ মুখাদির দর্শন দানেই দাসীত্বের মূল্য বা বেতন প্রদান করিয়া থাক। তাহাই বলিতেছেন— 'বীক্ষ্য' ইত্যাদি। বীক্ষ্য—বিশেষরূপে দেখিয়া। এক্ষণে বিশেষই বলিতেছেন—'অলকাবৃত' ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা, অর্থাৎ অলকাবৃত শ্রীমুখ, কুণ্ডলশোভায় শোভিত দুই গণ্ডস্থল, সহাস্য কটাক্ষ দৃষ্টি, অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল ও রতিপ্রদ বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। এস্থলে 'অলক' ললাটের উপরে শোভা পাইতেছে এবং চূর্ণ কুন্তল তাহার দ্বারা

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাহাও তোমারই উপাসনা। যেহেতু আমাদিগের কামাগ্নিও তোমার উপাসনার উপকরণস্বরূপ এবং তাহাতেই মুখ্য তাৎপর্য্য, সুতরাং হে পুরুষভূষণ! এই সম্বোধন পদটিও সমুচিত হইয়াছে। হে পুরুষরূপ ভূষণ! আমরা গৌরাঙ্গী, তুমি আমাদের ইন্দ্রনীলমণিময় সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কারস্বরূপ। ৩৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সর্ব্বত্র শোভোক্তা। স্থলরূপকেণ গণ্ডয়োর্বিস্তীর্ণত্বং কুণ্ডলশ্রীত্যনেন স্বচ্ছত্বঞ্চ ধ্বনিতম্, অধরে চ সুধানুমানং দর্শনমাত্রাল্লোভবিশেষোৎপত্তেঃ, সৌরভ্যবিশেষানুভবাচ্চ। তথা দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেনেত্যাদি-বলিষ্ঠত্বাদিগুণস্তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যো ভয়ং পরিহৃতং, বস্তুতস্তু গাঢ়াশ্লেষেণ কামাদিভয়হরত্বমভিপ্রেতম্। দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্ত পৃথুদীর্ঘত্বাজ্ঞাকারসৌষ্ঠবং, তত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্যমুক্তম্। তথা শ্রিয়া বামভাগস্থ-স্বর্ণবর্ণলক্ষ্মী-রেখারূপয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা একং শ্রেষ্ঠং রমণং যস্মিন্নিতি—পরমসৌন্দর্য্যাদি-সম্পত্তিনিধানত্বমুক্তম্। চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজবামভুজবক্ষসোর্বিশেষাশ্রয়তাবিবক্ষয়া। তথোত্তরয়োর্দ্বয়োরেকা ক্রিয়া চৈক-সংপ্রয়োজনজনকত্বাৎ। তাদৃশগণ্ডাধরমণ্ডিতে শ্রীমুখে হি চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গনমাত্রমভিলষিতমিতি। অত্রালকাদীনামুক্তিক্রমেণেদং গম্যতে—প্রথমতো মুখস্য তত্তৎসৌন্দর্য্যদর্শনে জাতেঽপি লজ্জয়া ন চাতুরক্ষ্যেণ দর্শনং, কিন্ত্বত্যুৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব। তত ইচ্ছাবিশেষেণ যেন ভুজৌ দৃষ্টৌ, তস্য তু বিশ্রামো বক্ষস্যেবেতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আবৃত। ইহা দ্বারা ঊর্দ্ধভাগ এবং 'কুণ্ডলশ্রী' দ্বারা দুই পার্শ্ব। 'হসিত'—হাস্য সহিত অবলোকন যাহাতে। ইহা দ্বারা তলভাগ ও মধ্যভাগে, এইরূপ সর্ব্বত্র শোভা উক্ত হইয়াছে। স্থলরূপক দ্বারা গণ্ডযুগলের বিস্তার এবং 'কুণ্ডলশ্রী' দ্বারা স্বচ্ছতা ধ্বনিত হইয়াছে। অধরে সুধার অনুমান দর্শনমাত্রে লোভবিশেষ উৎপন্ন হয় এবং সৌরভ্যবিশেষ অনুভব হয়। তাৎপর্য্য এই যে—গমনবেগে যখন শ্রীকৃষ্ণের চঞ্চল অলকাবলী ললাটোপরি পতিত হয়, তখন তাঁহার সেই অলকাবৃত বদন এবং কুণ্ডলদ্বয়ের শোভায় দুই গণ্ডস্থল এবং সহাস্য কটাক্ষ-পাতে আরও অধিক শোভা বিকশিত হইয়া থাকে। এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অতুলনীয় শোভা বর্ণন করিলেন। যিনি ভক্তগণকে দৈত্যবধাদি দ্বারা অভয় দান করিয়াছেন, সেই বলিষ্ঠত্বাদি গুণযুক্ত ভুজদ্বয় থাকিতে আমাদের আর পতি প্রভৃতি হইতে ভয় কি? ইহার দ্বারা পত্যাদি হইতে ভয়াদি পরিহৃত হইয়াছে। ইহাই চাতুর্য্যের সহিত বলিলেন। বস্তুতঃ গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা কামাদি-ভয়হরত্ব অভিপ্রেত। 'দণ্ড'রূপক দ্বারা বাহুযুগলের সুবৃত্তত্ব ও আজানুলম্বিত্ব প্রভৃতি আকার-সৌষ্ঠবাদির বৈশিষ্ট্য উক্ত হইল। 'শ্রিয়া'—(ইনি লক্ষ্মীদেবী নহেন) শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে যে স্বর্ণবর্ণরেখা আছে, সেই রেখারূপা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ রমণ। ইহা দ্বারা বক্ষঃস্থলকে পরম সৌন্দর্য্যাদি সম্পত্তির নিধান বলা হইয়াছে। মূল শ্লোকে 'চ' কার ও 'বিলোক্য' এই বাক্যদ্বয়ের পুনরুক্তি দেখা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাম ভুজ এবং বক্ষঃস্থলের বিশেষ আশ্রয়ত্ব অপেক্ষা করিয়া। পরবর্ত্তী 'বিলোক্য' ক্রিয়া পদে সংপ্রয়োজন জনকত্ব হেতু পুনরুক্তি হইয়াছে। অর্থাৎ এইস্থলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া তাঁহার তাদৃশ গণ্ড ও অধর দ্বারা ভূষিত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তথা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ, পরমমোহনতৈব ইতি ধ্বনিতম্। কিঞ্চ, ভৃতির্মূল্যঞ্চ খলু বিষয়দানমেব লোকে দৃশ্যতে তত্তু ত্বয়ি তত্তদ্রূপশোভাবতি মধুরাধরসুধে লোভনীয়ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণলক্ষ্মীনিধানবক্ষসি লব্ধে স্বতঃসিদ্ধমেবেতি। তথাপি বীক্ষ্যেতি হেষাং নেত্রখঞ্জনবন্ধোঽপি ধ্বনিতঃ। তত্রালকানাং পাশত্বং, কুণ্ডলয়োস্তদন্তিমকুণ্ডলিকারূপত্বং, গণ্ডয়োস্তন্নিধানস্থলত্বং,অধরসুধায়া লোভ্যাহারত্বং হসিতাবলোকস্য বিশ্বাসজনকস্বপালিত-খঞ্জনদ্বয়-বিলাসত্বম্; তত্র ভুজদণ্ডযুগস্য চ দত্তাভয়ত্বমেব, করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশবক্ষসশ্চ সুখচারপ্রদেশত্বমিত্যপি জ্ঞাপিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ শোভা যেন তন্মুখম্। কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীতি দীর্ঘঃ পাঠঃ। ততশ্চ কুণ্ডলয়োঃ শ্রীহেতুগণ্ডস্থলে চাধরসুধা চ তাসাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। তথা হসিতং চাবলোকশ্চ তত্তচ্চ বীক্ষ্যেতি সর্ব্বেষাং প্রাধান্যং দ্যোতিতং বিলোক্যং সুদৃশ্যমিতি। নিষেধার্থস্তু—নন্থ যদ্যেবং তর্হি কথং মমাঙ্গানি মুহুর্বীক্ষমাণা এব তিষ্ঠথ? তত্র সাটোপমাহুঃ—বীক্ষ্যেতি। অত্রাপি কাকৈব নিষেধো ব্যঙ্গ্য ইতি ॥৩৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীমুখ চুম্বন, অধরসুধাপান, ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থল দ্বারা আলিঙ্গনের সূচনা করিয়াছেন। এইখানে অলকাদির উক্তিক্রম দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ মুখের সেই সেই সৌন্দর্য্য দর্শন হইলেও লজ্জায় চারিটী চক্ষুর দর্শন বা মিলন হয় নাই, কিন্তু উৎকণ্ঠাবশতঃ পরেই হইয়াছে। তাহার পর যে ইচ্ছাবিশেষে ভুজযুগল দেখিয়াছেন, তাহার বিশ্রাম বক্ষেই। এখানেও সেইরূপ ক্রম জানিতে হইবে। এইরূপ দাসীত্বের প্রতি হেতু হইতেছে— শ্রীকৃষ্ণের পরম মোহনতাই, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। আরও বেতন, মূল্য ও বিষয়দানই লোকে দেখা যায়; কিন্তু সেইরূপ শোভাবান শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ মধুর অধরসুধা, লোভনীয় ভুজাদির স্পর্শ, পূর্ণ লক্ষ্মীর আশ্রয় বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গনাদি সমস্ত রমণীকে চিরতরে দাসী করিবার মূল্য ও বেতন। তথাপি 'বীক্ষ্য'—(দেখিয়া) এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অলকাকৃত শ্রীমুখমণ্ডল রমণীগণের নয়নখঞ্জন বন্ধনের অচ্ছেদ্য পাশ ধ্বনিত হইল। ইহা দ্বারা গোপীগণের নিজ নিজ নেত্রস্বরূপ খঞ্জনের বন্ধন সূচিত হইল। এস্থলে অলকাবলীই সুবিস্তৃত পাশ। তাহার দুই পার্শ্বে দুই কর্ণের কুণ্ডলই জালের দুই পার্শ্বস্থ কুণ্ডলিকা, দুই গণ্ড সেই কুণ্ডলিকার নিধানস্থল, অধরসুধা লোভনীয় আহার (চার), সহাস্য দৃষ্টি হইতেছে পালিত ও শিক্ষিত খঞ্জনদ্বয়ের বিলাস। অভয়প্রদ বাহুযুগলের অগ্রভাগে সংন্যস্ত করপল্লবযুগল এবং তাদৃশ বাহুযুগলের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে স্বতঃই তৎসংলগ্ন বক্ষঃস্থলে দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে কাহার না ইচ্ছা হয় যে, সর্ব্বত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে? অন্য যাহা কিছু শ্রীল স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা যাহার দ্বারা কুণ্ডলের শোভা হইয়াছে, সেই মুখ। কেহ

সারার্থদর্শিনী

৩৯। যূয়ং যন্নঃ দাস্যো ভবথ তৎ কিং ময়া মূল্যেন ক্রীতাঃ স্থঃ স্বীয় দত্তভৃতয়ো বা তত্র ভবতা অস্মৎ সমুচিতমূল্যাং কোটিকোটিগুণিতেন অস্মদদৃষ্টাশ্রুতচরেণ মহানর্ঘ্যেণ হসিতাবলোকচিন্তারত্নেনাস্মান্ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভ এব ক্রীত্বা স্বীয়কুঞ্জমন্দিরমানীয় নীলনিধি-পদ্মনিধিজাম্বুনদ-মকরযুগলচিন্তামণিময়স্থলী-মণিস্তম্ভ-লক্ষ্মীবিলাসাস্পদ-নীলমণি-মন্দিরাণ্যলকাদিব্যাজেন স্বসম্পত্তীর্দর্শয়িত্বা দেবৈরপি দুর্ল্লভমমৃতং প্রতিদিনং ভোজয়সীত্যাহুঃ— বীক্ষ্যেতি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কেহ 'কুণ্ডলশ্রি' পরিবর্ত্তে 'শ্রী' এইরূপ দীর্ঘ ঈকারান্ত পাঠ নির্দেশ করেন। তাহাতে অর্থ হইবে—যাহা কুণ্ডলদ্বয়ের শোভার আস্পদ হইয়াছে, তোমার সেই গণ্ডস্থল দেখিয়া, তোমার অধরসুধার উচ্ছলিত হাস্য দেখিয়া, তোমার অলকাবৃত মুখ দেখিয়া তোমার দাসী হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। 'বিলোক্য' পদের পরিবর্ত্তে 'বিলোক্যং' পাঠ হইলে 'বিলোক্যং বক্ষঃ' এবং 'বিলোক্যং ভুজদণ্ডযুগং' এইরূপ অন্বয় হইবে। 'বিলোক্য'—দর্শনযোগ্য বা সুদৃশ্য। সুতরাং প্রাধান্য দ্যোতিত হইল।

নিষেধার্থ—আচ্ছা, যদি এইরূপই হয়, অর্থাৎ তোমরা লক্ষ্মীদেবী বা বৃন্দাদেবীর ন্যায় আমার চরণরজের শরণাপন্না না হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমরা বারংবার আমার অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কেন? আর কেনই বা এখানে অবস্থান করিতেছ? এই আশঙ্কায় ব্রজরমণীগণ সগর্ব্বে বলিলেন—'বীক্ষ্য' ইত্যাদি? আমরা কি তোমার এতাদৃশ মুখাদি দর্শনের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি? বা উক্তপ্রকার হাস্য, অবলোকন, ভুজদ্বয় ও লক্ষ্মীর আবাস বক্ষঃস্থল দেখিয়া আমরা কি তোমার দাসী হইব? কখনই নহে। একথা কদাপি মনে করিও না। [এই শ্লোকে যে দুইটি 'চ'— শব্দ আছে (দত্তাভয়ং+চ, রমণং+চ) তন্মধ্যে শেষের 'চ' কাক্বা (নিষেধব্যঞ্জক) পূর্ব্বের 'চ' শ্রীকৃষ্ণের মুখাদির যে বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকলের সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য—(তোমার অলকাবৃত মুখ, কুণ্ডলশোভিত গণ্ড, সুধাময় অধর, সহাস অবলোকন, অভয়দ ভুজদণ্ডযুগল) ইহার একটি—কেবল একটি নহে, সবগুলি দেখিয়াও কি আমরা তোমার দাসী হইব? কখনই না।—সন্দর্ভের ব্যাখ্যা] এখানে কাকুস্বর দ্বারা নিষেধই ব্যঙ্গ হইয়াছে॥ ৩৯ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৯। তোমরা যে আমার দাসী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমি কি তোমাদিগকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়াছি যে তোমরা আমার দাসী হইবে? কিংবা কোন বেতনও প্রদান করি নাই। (ভগবান এই কথা বলিতে পারেন, তজ্জন্য গোপীগণ বলিতেছেন) আমাদের

সারার্থদর্শিনী

যদা শোণবক্রোষ্ণীষং শিরসি বধ্নাসি তদা দাসীজনেন কঞ্চুতিকয়োৎকৃষ্যোৎকৃষ্যোর্দ্ধ্বনয়নাৎ ত্বয়া চ স্বাঙ্গুল্যা যত্নান্নিরুদ্যোন্নীয়োষ্ণীষান্তঃপ্রবেশনাৎ ভালবামদক্ষিণপ্রান্তয়োরেব দৃশ্যমানমূলভাগৈরলকৈরাবৃতমনাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্যেতি যদা চ চূড়াং বধ্নাসি তদা ভালাগ্রবামদক্ষিণভাগেষ্বপি কুঞ্চিতৈরনতিদীর্ঘৈরলকৈরা ঈষদাবৃতং মুখং বীক্ষ্য অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিসময়ে সম্প্রয়োগভরসময়ে চ অলকৈরাসম্যক্ প্রকারেণৈব আবৃতমাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্য ঈক্ষণাভ্যামাস্বাদ্যমানমাধুর্য্যভরীকৃত্য বয়ং দাস্যো ভবামঃ। মুখং কীদৃশং ? কুণ্ডলাভ্যাং সময়ভেদেষ্বলকৈরনাবৃতাভ্যামীষদাবৃতাভ্যাং সম্পূর্ণাবৃতাভ্যাঞ্চ অচপলাভ্যামীষচ্চপলাভ্যামতিচপলাভ্যাঞ্চ শ্রীঃ পৃথক্ পৃথক্ শোভা যত্র তৎ। হসিতপ্রহসিতসময়ে গণ্ডয়োরপি সুকর্ণ্যোর্বিততত্বাৎ গণ্ডস্থলেঽপি অধরসুধা অধরমাধুর্য্যাচ্ছলনং যস্য তৎ। গণ্ডস্থলাৎ গণ্ডস্থলমধিরুহ্য গোপীনয়নচকোরৈঃ পীয়মানা অধরসুধা যস্য তৎ রহস্যসময়ভেদে তু গোপীনাং গণ্ডস্থলে অধরসুধা যস্য

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সমুচিত মূল্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক মূল্য অর্থাৎ যাহা আমাদের অদৃষ্টচর ও অশ্রুতচর, তাদৃশ মহা অনর্ঘ—সহাস্য অবলোকনরূপ অচিন্ত্যরত্নের দ্বারা আমাদের বয়ঃসন্ধির আরম্ভেই ক্রয় করিয়া স্বীয় কুঞ্জমন্দিরে আনয়নপূর্ব্বক নীলনিধি, পদ্মনিধি, জাম্বুনদস্বর্ণের মকর-কুণ্ডলযুগল, চিন্তামণিময় স্থান, মণিস্তম্ভ, লক্ষ্মীর বিলাসাস্পদ নীলমণি মন্দিরাদি এবং অলকাদি সম্বরণছলে নিজসম্পত্তি দেখাইয়া দেবতাদেরও দুর্লভ অমৃত প্রতিদিন ভোজন করাইয়াছ। তাহাই বলিতেছেন—'বীক্ষ্যেতি'। আর যখন তুমি রক্তবর্ণ বক্র উষ্ণীষ মস্তকে বন্ধন কর, তখন দাসীগণ চিরুণী দ্বারা কেশপাশ বিন্যাস করত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে এবং তুমিও যত্ন সহকারে নিজ অঙ্গুলি দ্বারা সেই নিবদ্ধ কেশপাশ উষ্ণীষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। সেই সময় ললাটের বাম ও দক্ষিণভাগে পতিত দৃশ্যমান মূলভাগ অলকাবৃত তোমার বদন অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। আবার যখন তুমি চূড়া বন্ধন কর, তখন ললাটের অগ্রভাগে ও বামে দক্ষিণে পতিত কুঞ্চিত দীর্ঘ অলকাবলী তোমার ঈষদাবৃত মুখ দেখিয়া অথবা অভ্যঙ্গ উদ্বর্ত্তনাদি সময়ে বা সম্প্রয়োগভরে কেশকলাপ বিস্রস্ত হইয়া ললাটোপরি বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়া বদন আবৃত করে, সে সময় তোমার বদনের মাধুর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা চিরতরে তোমার দাসী হইয়াছি। সেই বদন কীদৃশ ? অলকাবলী পরিশোভিত বদনারবিন্দ। অর্থাৎ সময়ভেদে কখনও অনাবৃত, কখনও ঈষদাবৃত, কখনও বা সম্পূর্ণ আবৃত। এইপ্রকার কখনও অচঞ্চল, কখনও ঈষৎ চঞ্চল, কখনও বা অতিশয় চঞ্চল কুন্তল দ্বারা বদনকমলের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। আবার হাস্য-প্রহাস্যের সময় বিকশিত অধর-প্রান্তভাগ অবলম্বনে গণ্ডস্থলে অধরসুধা প্রসৃত হয় এবং গোপীগণ নয়ন-চকোরদ্বারা গণ্ডস্থলে উচ্ছলিত অধরসুধা পান করিয়া থাকেন। অথবা রহস্যের সময়ভেদে যাঁহার অধরসুধা গোপীদিগের গণ্ডস্থল-সংযোগহেতু উচ্ছলিত

সারার্থদর্শিনী

তৎ গণ্ডস্থলয়োর্গোপীনামধরসুধা যস্য তৎ। যদ্বা,কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ প্রতিবিম্বরূপা শোভা যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ তদিত্যেকপদম্। হসিতবুক্তোঽবলোকো যত্র তৎ হসিতং প্রফুল্লতা গোপীনাং কুমুদানাঞ্চ অবলোকাদ্ যস্মাদিতি বা। নন্থ যুষ্মৎপতয় এতদসহিষ্ণবঃ ফুৎকারেণ কংসরাজতো মম ভবতীনাঞ্চ ভয়মুৎপাদয়িষ্যন্তি তত্রাহুঃ। দত্তমভয়ং মহেন্দ্রদর্পকাদিভ্যোঽপি পর্ব্বতধারণাদিনা যেন তথাভূতং ভুজদণ্ডযুগমিতি তথা চেত্ত্বংভুজদণ্ড এব কংসপশোঃ প্রাণহারকো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবঞ্চ ব্যঞ্জিতেন বীররসেন শৃঙ্গাররসং পুষ্টো ভবতি স্ম। নন্থ, পরনারীরহং ধর্মাত্মা স্বদাসীর্ন করোমীতি তর্জ্জন্যা কোঽয়মিতি পৃচ্ছন্ত্যঃ সত্যং ভো ধার্মিকচূড়ামণে, গোপানাং নারীর্ন দাসীকরোষি, কিন্তু নারায়ণস্য নারীং লক্ষ্মীমপি বৈকুণ্ঠাদ্বলাদানীয় স্ববক্ষসা বহসীত্যাহুঃ—বক্ষ ইতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা লজ্জাবশাৎ সুবর্ণরেখারূপয়া একং মুখ্যং রমণং যত্র তৎ। তস্মাদধুনা তে কিয়দ্বয়ো বভূব চতুর্দ্দশভুবনেষু মধ্যে তদূর্দ্ধলোকেষ্বপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহির্ম্মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থেষ্বপি মধ্যে কস্যাপি কামপি সুন্দরীং নারীং ত্বং ন ত্যক্ষ্যসীতি জানীম ইতি ব্যঞ্জিতং ভবতি ॥৩৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হয়, অথবা গোপীদের অধরসুধা যাঁহার গণ্ডস্থলে নিপতিত হয় সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিয়া অথবা শ্রবণস্থিত মকর কুণ্ডলযুগলের শোভায় উদ্ভাসিত যে গণ্ডস্থল, যাহাতে অধরসুধার উচ্ছলন হয়, তাহা আর কি বলিব? আবার সহাস অবলোকনবিশিষ্ট বদনচন্দ্র দেখিয়া গোপীরূপ কুমুদের প্রফুল্লতা। যদি বল, ইহা তোমাদের পতিগণ সহ্য করিবে না, অসহিষ্ণু হইয়া কংসরাজের নিকট বলিয়া তোমাদের ও আমার ভয় উৎপাদন করিতে পারে? তাহাতেই বলিলেন—তোমার ভুজদ্বয় অভয়প্রদ। মহেন্দ্র প্রভৃতির দর্প হইতে পর্ব্বতধারণাদি দ্বারা যে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এই ভুজদণ্ড দ্বারা তুমি কংসকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে, সুতরাং সামান্য পশু কংসের নিকট হইতে আর ভয় কি? যেহেতু কংসের প্রাণ-হারক তুমি স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছ। এইরূপে ব্যঞ্জিত বীররসের প্রকাশ দ্বারা শৃঙ্গার রসই পুষ্ট হইল। যদি বল, তোমরা পরনারী, আমি ধার্মিক; সুতরাং তোমাদিগকে দাসী করা কর্ত্তব্য নহে। (ইহা লক্ষ্য করিয়া গোপীগণ তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বলিলেন) সত্য, হে ধার্মিক চূড়ামণে! গোপনারীগণকে দাসী করিবে না বটে; কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীনারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীকে সবলে আনিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছ। অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ সেই লক্ষ্মী-দেবীও সুবর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষে থাকিয়া তোমার সহিত নিরন্তর রমণ করিতেছেন। অতএব তোমার এখন কি পরিমাণ বয়স হইয়াছে যে, চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে ও ঊর্দ্ধলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বৈকুণ্ঠলোকে কাহারও কোন সুন্দরী রমণীকে তুমি পরিত্যাগ করিবেনা? ইহা আমরা জানি। ॥ ৩৯ ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৪০॥

ভাবার্থদীপিকা

৪০। নন্বু জুগুপ্সিতমৌপপত্যমিত্যুক্তং তত্রাহুঃ কা স্ত্রীতি। অঙ্গ, হে কৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিংস্তদায়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। কলপদামৃতবেণুগীতেতিপাঠে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা কা বা স্ত্রী আর্য্যচরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ ন চলেৎ। যন্মোহিতাঃ পুরুষা অপি চলিতাঃ। কিঞ্চ ত্রৈলোক্য-সৌভগমিতি। যদ্ যতঃ। অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তদ্দ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কিং পুনস্তদনুভবেনেতি ভাবঃ ॥৪০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪০। নন্বেবং পতিব্রতাভিরুপহসনীয়া ভবিষ্যথ, তত্র স্ফুটমেব সরোষদৈন্যমাহুঃ—কা স্ত্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানা কা স্ত্রী ন চলেৎ, অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ 'দেব্যো বিমানগতয়ঃ' (শ্রীভা ১০।২১।১২)

মূলানুবাদ

৪০। তোমার মধুর বেণুগীত শ্রবণে ও ত্রিভুবনে সৌন্দর্য্যসার এই মোহন রূপ দর্শনে গাভী, পক্ষী, বৃক্ষ ও মৃগগণেরও পুলক রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। ত্রিলোকের মধ্যে এমন কোন্ নারী আছে যে, তোমার ঐ মধুর বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং রূপ দেখিয়া স্বীয় নারীধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪০। যদি বল, কুলবধূগণের ঔপপত্য নিন্দনীয়, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতেই বলিলেন—'কা স্ত্রী' ইত্যাদি। হে অঙ্গ কৃষ্ণ! (এই ত্রিলোকমধ্যে কোন্ স্ত্রী) তোমার কল-পদ ও আয়ত, এই অর্থে কলপদায়ত। আয়ত—দীর্ঘমূর্চ্ছনা (স্বরালাপভেদ)। 'কলপদায়ত' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'কলপদামৃত' এইরূপ পাঠও আছে। ইহার অর্থ, কলপদ যে অমৃতময় বেণুগীত, সেই গীতে বিমোহিত হইয়া কোন্ স্ত্রী আর্য্যচরিত (স্বধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? অর্থাৎ বেণুগীত শ্রবণে যখন পুরুষগণও বিচলিত হয়, তখন সেই গীত শ্রবণে এবং ত্রৈলোক্য সৌভগ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শনে কোন্ স্ত্রী বিচলিত না হয়? অর্থাৎ সকল স্ত্রীই বিচলিত হয়। আবার তৎদ্যোতক শব্দ, যাহা তোমার অবস্থিতি স্থান ও মাধুর্য্যাদি জানাইয়া দেয়, সেই শব্দ শ্রবণমাত্রও যখন নিজ নিজ গৃহত্যাগ অনুচিত হয় না, তখন সাক্ষাৎ তোমাকে দর্শন ও মাধুর্য্য অনুভব করিবার প্রভাব যে কতদূর, তাহা কি আর বলিব? অর্থাৎ আমাদের কথা আর কি বলিব?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইত্যাদিনা সূচিতম্। কলেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতম্। পদেতি—প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি; আয়তেতি—তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নির্ব্বন্ধং বোধয়ন্তি, স্ববাঞ্চ ধৈর্য্যেণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি; পাঠান্তরে তস্যালৌকিক-স্বাদুত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি, তত্রাদর্শন এবং বার্ত্তাদর্শনেঽপি তথৈবেত্যেবং সর্ব্বতো মার এবেতি সভয়মিবাহুঃ—ত্রৈলোক্যেতি, ত্রৈলোক্যস্য ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানযাবল্লোকস্য সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা যস্মিন্ যদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ; তদিদং প্রত্যক্ষবর্ত্তমানমিত্যন্যথাত্বং নিরস্তম্। যদ্বা ইদমেতাদৃশমসাধারণমিত্যর্থঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪০। যদি বল, এরূপ হইলে তোমরা পতিব্রতাগণের নিকট উপহসনীয়া হইবে, তাহাতে রোষ ও দৈন্যের সহিত স্পষ্টই বলিতেছেন—'কা স্ত্রী'। তিন লোকে বর্ত্তমানা কোন্ স্ত্রী বিচলিতা হইবে না? পরন্তু সকলেই বিচলিতা হইবে, এই অর্থ। তাহা 'বিমানচারিণী দেবীগণ' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'কল' এই পদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। 'পদ' এই শব্দ দ্বারা প্রতিটী পদ তাদৃশ (বিচলনে) সমর্থ বুঝাইতেছেন। 'আয়ত' এই পদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বন্ধ বুঝাইতেছেন এবং নিজেদের ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কালক্ষেপণ বারণ করিতেছেন। পাঠান্তরে 'কলপদামৃত বেণুগীত' এই পাঠে তাঁহার অলৌকিক সাধুতা ব্যক্ত করিতেছেন। তাহাতে অদর্শনে এইরূপ বৃত্তান্ত, দর্শনেও সেইরূপই। এই প্রকার সকল দিক হইতে মরণই, ইহা যেন সভয়ে বলিতেছেন—'ত্রৈলোক্য' ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যের উপরে, মধ্যে ও নীচে বর্ত্তমান যত লোক, তাহাদের 'সৌভগ'—সৌভাগ্য, জনপ্রিয়ত্ব বা সৌন্দর্য্য যাহাতে অন্তর্ভুত সেই এই প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা অন্যত্র প্রকাশতা নিরাশ হইয়াছে।

তাৎপর্য্য এই—ত্রিভুবনমধ্যে বর্ত্তমান কোন্ স্ত্রী আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতের মধুর অস্ফুট ধ্বনির আকর্ষণরূপ ব্যবসায় যাহা অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও মাদক, তাহাতে বিবেকশূন্য হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই যে দৃশ্যমান সৌন্দর্য্য-সার, সর্ব্ববিলক্ষণ রূপরাশি, ইহার সম্যক্ দর্শন করিয়া কে না বিচলিত হয়? অপিচ, সকলে বিচলিত হয়। এমনকি বিমানচারিণী দেবরমণীগণও স্ব-স্ব পতির ক্রোড়ে থাকিয়া মদনাবেগে অস্থির হইয়া উঠেন। এই বাক্যে তাহা সূচিত হইয়াছে। পূর্বে 'কলপদ' শব্দের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে 'আয়ত'—দীর্ঘ মূর্চ্ছিত স্বরালাপ সমন্বিত বেণুধ্বনি যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, তাহার আর ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কালক্ষেপের সামর্থ্য থাকে না। ইহা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই নির্ব্বন্ধ বুঝা যাইতেছে। আর যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পায় না, দূর হইতে কেবল বেণুগান মাত্রই শ্রবণ করে, তাহারাও বিমোহিত হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা রূপরাশি দর্শন করে,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নিরীক্ষ্যেতি—যস্য শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্যাদিতি কৈমুত্যং বোধয়ন্তি—কা স্ত্রীতি। যত্র পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহ্যেয়ুরিতি ভাবঃ। 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, 'বিস্মাপনং স্বস্য চ' ইতি তৃতীয়োক্তেশ্চ (১।১২)। অহো! অস্ত তাবত্তাদৃশসারাসারবিদাং তেষাং বার্ত্তা, যদ্যাভ্যাং বেণুগীতরূপাভ্যাং গবাদয়োঽপীতি। অনেন লোকেষ্বভিরিত্যস্যোত্তরম্। নিষেধার্থশ্চায়ম্—নন্থ যদি মমাঙ্গদর্শনে যুষ্মাকং ন ক্ষোভস্তর্হি কথমিতশ্চলিতুমিচ্ছথ? তত্রাহুঃ—কা স্ত্রীতি; কা স্ত্রী তজ্জাতিমাত্রং,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহারা যে কিভাবে আত্মহারা হয় তাহা বলা যায় না। তাই সভয়ে বলিলেন—'ত্রৈলোক্য-সৌভগরূপ'। ত্রিলোকের অর্থাৎ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যভাগে যত লোক আছে, সকল লোকের যাহা কিছু সৌভাগ্য (জনপ্রিয়ত্ব ও সৌন্দর্য্য) আছে, তাহা কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্যসিন্ধুর অন্তর্গত রহিয়াছে। এতাদৃশ রূপরাশি গোপীগণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাই বর্ণন করিতেছেন—এতাদৃশ অসাধারণ রূপ দর্শন করিয়া বা যে রূপের কথা শ্রবণাদি করিলেও মোহ হয়, তাহা সাক্ষাৎ দর্শন করিলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না। ইহা কৈমুত্য ন্যায়ে বুঝাইতেছে। অতএব ত্রিভুবনে এমন কোন্ রমণী আছে যে, কৃষ্ণরূপ দর্শনে বিমোহিতা না হয়? অধিক কি, বিজ্ঞশিরোমণি পুরুষগণও, এমনকি স্বয়ং ভগবানও মুগ্ধ হন। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে 'ইন্দ্র, শঙ্কর, ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণও মোহ প্রাপ্ত হন' এবং তৃতীয় স্কন্ধে 'বিস্মাপনং স্বস্যচ' ইত্যাদি বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অহো! তাদৃশ সারাসারবিবেকগণের কথা দূরে থাক্, কৃষ্ণের বেণুর কলনাদ ও রূপমাধুরীতে মোহিত হইয়া গবাদি পশুগণ, পক্ষীগণ এবং স্থাবরও পুলকান্বিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা 'গোপকামা স্ত্রীগণ' এই বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হইল।

নিষেধার্থ—যদি বল, আমার অঙ্গ দর্শনে তোমাদের চাঞ্চল্য বা চিত্ত ক্ষুভিত হয় নাই, তাহা হইলে (সমগ্র রজনী এখানে অবস্থান না করিয়া) কেন এখান হইতে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'কা স্ত্রী' ইত্যাদি। [হে অঙ্গ! হে কলপদায়ত বেণুগীত! হে সম্মোহিত! হে সম্মোহন নামক কামবাণে মোহিত! পরম সাধুব্রতধারিণী আমাদের কথা দূরে থাকুক, ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার নিকট হইতে আর্য্যচরিত হেতু বিচলিতা না হয়? অর্থাৎ তোমার মত কামুকের কাছে থাকিলে সদাচার—পবিত্রতা নষ্ট হইবে ভাবিয়া ত্রিলোকের সমস্ত রমণীই ভয়ে অস্থির। আমাদের মত সাধুশীলা রমণীর ত' কথাই নাই। এইরূপে আর্য্যচরিত হইতে বিচলনের হেতুভূত তদীয় গুণগত ও ভাবগত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কলেত্যাদিলক্ষণাপি আর্য্যচরিতাৎ সদাচারাদ্ধেতোঃ তে ত্বত্তঃ সকাশাৎ ন চলেৎ, নাপযায়াৎ ? তথা যদ্যস্মাৎ গবাদয়োঽপি পুলকাদ্যবিভ্রন্ তত ইদমীদৃশং রূপং নিরীক্ষ্য চ সমবলোক্যাপি তস্মাদেব হেতোঃ কা নাপযায়াৎ ? অপি তু সর্বৈবাপযায়াদিত্যর্থঃ। সুন্দরীণাং সুন্দর-পরপুরুষনিকটে স্থিতির্হি বাঢ়ং লোকবিগান-হেতুরিতি, তদেবং যদ্যপি ন তৎ সম্মোহিতা, নাপি সম্যক্ তদ্বীক্ষণকারিকাস্তথাপ্যপযাস্যাম ইতি ভাবঃ ॥৪০॥

সারার্থদর্শিনী

৪০। নন্থ, যুষ্মাভির্ধর্মমার্গায় জলাঞ্জলির্দ্দত্ত এব তৎ কিমন্যা অপি পতিব্রতা "বিদূষয়তি নির্ল্লজ্জঃ স্বয়ং দুষ্টঃ পরানপী"তি ন্যায়েন দূষয়থ। মদ্বক্ষস্যোৎপত্তিক্যেব যেয়ং লক্ষণবিশেষরূপা সুবর্ণরেখা ভ্রাজতে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা পতিব্রতাশিরোমণিং লক্ষ্মীমপি দূষয়ন্ত্যস্তস্যামপ্যপরাধিন্যঃ কথং ভবথেতি। তত্র ন কামপি দূষয়ামঃ, কিন্তু ত্রিজগতামপি ধর্মধ্বংসনায় বিধাত্রা ত্বং সৃষ্টোঽসীতি। সরোষচাপলমাহুঃ—কা স্ত্রী। অঙ্গ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দোষ দুইটি সম্বোধনে উল্লেখ করিয়া, রূপগত দোষ "ত্রৈলোক্য সৌভগ" ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমার গুণ ও ভাব যেমন নারীগণের সদাচার ভ্রংশনের হেতু, তোমার রূপও তেমন তাহাদের সদাচার ধ্বংসের কারণ। তোমার যে রূপ দেখিয়া গো, পক্ষী ও বৃক্ষ পুলকিত হয়, সেই রূপ দেখিয়া আর্য চরিত-হেতু সদাচার নষ্ট হইবে শঙ্কায় কোন্ রমণী বিচলিতা না হয়? অর্থাৎ সকলেই হইয়া থাকে। কেননা, সুন্দরীগণের সুন্দর পুরুষের নিকট অবস্থান অত্যন্ত লোকনিন্দার বিষয় হইয়া থাকে।—সন্দর্ভের ব্যাখ্যা] স্ত্রীজাতিমাত্র অর্থাৎ ত্রিলোকে স্ত্রীজাতির মধ্যে এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদায়ত বেণুগানে বিমোহিতা হইয়াও 'আর্য্যচরিতাৎ' অর্থাৎ সদাচারবশতঃ 'তে' তোমার নিকট হইতে 'ন চলেৎ' চলিয়া না যায়? এসব স্ত্রী জাতির কথা দূরে থাক্, গবাদি পশু, পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হয়। সেই কারণে এই রূপ দর্শন করিয়া কোন্ স্ত্রী চলিয়া যাইবে না? পরন্তু সকলেই চলিয়া যাইবে। এইরূপে যদিও আমরা সম্মোহিতা হই নাই, তোমার রূপও সম্যক্ দেখি নাই, তথাপি চলিয়া যাইব অর্থাৎ তোমার নিকট হইতে প্রস্থান করিতেছি, এই অভিপ্রায় ॥৪০॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪০। যদি বল, তোমরা নিজে ধর্মপথে জলাঞ্জলি দিয়াছ, এবং "স্বয়ং দুষ্ট ব্যক্তি যেমন নির্লজ্জ হইয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও সেই দোষে লিপ্ত করে" এই রীতি অনুসারে তোমরা কি জন্য অন্যান্য পতিব্রতা রমণীগণের প্রতি দোষারোপ করিতেছ? আমার বক্ষঃস্থলে জন্মাবধি স্বাভাবিক সুলক্ষণ চিহ্নবিশেষ যে সুবর্ণরেখা বিরাজিত, তাহা দেখিয়া তোমরা পতিব্রতা-

সারার্থদর্শিনী

হে শ্রীকৃষ্ণ, কলানি পদানি যত্র তদমৃতরূপং যদ্বেণুগীতং তেন "কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন" ইতি পাঠে আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন সম্মোহিতেতি, ন স্ত্রী দৃষ্যতে কিন্তু ত্বৎকর্তৃকং গীতমেবেতি ভাবঃ। আর্য্যচরিতাৎ পাতিব্রত্যলক্ষণনিজধর্ম্মান্ন চলেৎ অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিতি। ধর্ম্মত্যাজনলক্ষণপ্রত্যবায়ং ত্বং প্রাপ্স্যস্যেবেতি ভাবঃ। ন কেবলং ত্বদ্গুণস্যৈব ধর্ম্মধ্বংসকতা অপি তু তদ্রূপস্যাপীত্যাহুঃ,—ত্রৈলোক্যেতি। ঊর্দ্ধাধোমধ্যদেশবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষ্বপি সৌভগমেব যস্য তৎ ন তু ধর্মধ্বংসকত্বহেতুকঃ কস্যাপ্যত্র দ্বেষ ইতি ভাবঃ। নচ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকঃ কামোঽপি মোহে হেতুরস্তীতি বাচ্যম্। যতো জঙ্গমস্থাবরাণাং সর্ব্বেষামপি বৈবশ্যপ্রাপকৌ তব রূপগুণাবিত্যাহুঃ,—যৎ যতো গীতরূপাভ্যাং অবিভ্রন্ অবিভরুঃ তস্মাৎ হে রাজন্ কিং বহুনা "শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযু"রিতি বেণুগীতাধ্যায়াৎ পরমতত্ত্ববিদামপি মোহং "বিস্মাপনং স্বস্যে"তি চ তব তস্যাপি চমৎকারো দৃষ্ট ইতি শ্রীশুকোক্তিরপ্যাসীদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৪০॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শিরোমণি লক্ষ্মীর প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহার নিকট কেন অপরাধিনী হইতেছ ? উত্তর—আমরা কাহাকেও দোষী করিতে চাহি না, কিন্তু ত্রিজগতের ধর্ম্ম ধ্বংসের নিমিত্ত বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (ইহাই সরোষ চাপল্যের সহিত বলিতেছেন—) 'কা স্ত্র্যঙ্গ তে'—হে অঙ্গ! হে কৃষ্ণ! ত্রিভুবনে এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদামৃত বেণুগীতে সম্মোহিতা হইয়া পাতিব্রত্য লক্ষণ নিজধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হয় ? 'কলপদায়তমূর্চ্ছিত" পাঠে অর্থ হইবে, দীর্ঘ মূর্চ্ছিত স্বরালাপ সমন্বিত বেণুগীত শ্রবণে আর্য্যপথ অর্থাৎ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? অপিচ সকলেই বিচলিত হয়, কিন্তু নিজধর্ম্ম বিচলন বিষয়ে তাহাদের কোন দোষ নাই, পরন্তু তোমার বেণুগীতই তাহাদের ধর্ম্মনাশের হেতু; সুতরাং ধর্ম্মত্যাগ-লক্ষণ প্রত্যবায় তোমারই হইবে। আর কেবল যে তোমার বেণুবাদনে পারদর্শিতারূপ গুণই পতিব্রতাগণের ধর্ম্ম ধ্বংস করে তাহা নহে, তোমার রূপও ধর্ম্মনাশ করিয়া থাকে। তাহাই বলিতেছেন—'ত্রৈলোক্যেতি'। ত্রিলোকের ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যদেশবর্ত্তী প্রাকৃতলোকে এবং বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত লোকের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তোমারই সৌন্দর্য্যসিন্ধুর কণিকামাত্র; সুতরাং সেই সৌন্দর্য্যে কাহারও যদি ধর্ম্ম ধ্বংস হয়, তাহাতে দোষ হয় না; কিংবা স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক কামও মোহের কারণ হয় না। যেহেতু তোমার রূপ-গুণ স্থাবর-জঙ্গমাদি সকলের পক্ষে বৈবশ্যপ্রাপক হইয়াছে। আবার তোমার গীতে ও রূপে গো, পক্ষী, মৃগ, এমন কি বৃক্ষ পর্য্যন্ত পরমানন্দে পুলকিত হইয়া যায়। 'অতএব হে রাজন্! অধিক আর কি বলিব—ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত সেই গীতালাপ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যান।' (ইহা পরে বলিবেন) "সেই ভগবান্ স্বয়ংই আপন রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হন।" অতএব তোমার ন্যায় তোমার রূপেরও চমৎকারত্ব দৃষ্ট হয়, এই প্রকার শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন জানিতে হইবে ॥৪০॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্॥ ৪১

ভাবার্থদীপিকা

৪১। ব্যক্তং নিশ্চিতম্॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪১। এবং চতুর্থদিক্স্থিতা অপ্যাত্মনি ধর্ম্মাদিদোষং পরিহৃত্যোপক্রমবদেব, প্রত্যুত তস্মিন্নেব ধর্ম্মদোষাপত্তিমুপসংহরন্ত্যঃ পুনর্বিবক্ষিতমেবাহুঃ। কিঞ্চ, নন্থ ভবভু তত্তৎ সর্ব্বং, মম তু নারায়ণসমগুণত্বেন পূর্ণকামত্বান্নান্যত্র প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, কিমুতেদৃশে কর্ম্মণীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—ব্যক্তমিতি। ব্রজস্য যদ্ভয়ং পূতনাদিভ্যো দাবাদিভ্যশ্চ, তদর্থস্ত্রাসঃ

মূলানুবাদ

৪১। যেরূপ আদি পুরুষ নারায়ণ সুরলোকের রক্ষক হইয়া অবতীর্ণ হয়েন, তুমিও নিশ্চয় সেইরূপ ব্রজের ভয় ও বিপদ দূর করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি আমাদের তপ্ত স্তনে ও শিরে তোমার করকমল স্থাপন কর, আমরা তোমার কিঙ্করী।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪১। ব্যক্ত—নিশ্চিত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪১। এইরূপ চতুর্থ দিকে অবস্থিতা গোপীগণও উপক্রমবৎ নিজ বিষয়ে ধর্ম্মাদি দোষ পরিহার করিয়া বিপরীতভাবে তাঁহাতেই (শ্রীকৃষ্ণেই) ধর্মাদি দোষের আপত্তি উপসংহার করিবার নিমিত্ত পুনরায় যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন। আরও, 'আচ্ছা, সেই সেই সফল হউক; কিন্তু আমার ত' নারায়ণের সমান গুণত্ব হেতু পূর্ণকাম; সুতরাং অন্যত্র আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই রকম কাজে যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহা আর কি বলিব?—শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার উক্তির আশঙ্কা করিয়া গোপীগণ বলিতেছেন।

তাৎপর্য্য এই—গোপীগণ বলিতেছেন, আমরা তোমার সেই রসবিশেষময়ী দাসী হইলে ধর্মাদি ত্যাগ দোষে লিপ্ত হইব না; বরং আমাদের আশা পূর্ণ না করিলে তুমিই তাদৃশ ধর্ম্মত্যাগদোষে লিপ্ত হইবে। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মাদি ত্যাগজনিত দোষ পরিহারের উপক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে উহার অনিবার্য্যতা প্রতিপাদন করিলেন এবং উপসংহারে পুনরায় অবতারণা করিতেছেন। আদিপুরুষ নারায়ণ যেরূপ আপন ইচ্ছানুসারে দেবলোকের রক্ষক, সেইরূপ তুমিও

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

আর্ত্তিশ্চ বর্ষবাতাদিভ্যঃ পীড়া, তথা ভয়ং ত্বদ্বিরহশঙ্কয়া, আর্ত্তিত্বদ্বিরহেণ তদুভয়হরঃ সন্ তে খণ্ডয়িতুমিত্যর্থঃ। 'তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্। গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥' (শ্রীভা ১০ ২৫।১৮) ইতি স্বয়মতীব বিভাব্য পর্ব্বতভারস্য গ্রহণাৎ। ক্বাচিৎকে পাঠান্তরে ব্রজজনানামার্ত্তির্বাহ্যান্তরাশেষবাধা, অভিজাতঃ সৎকুলাজ্জাত ইতি তত্রাপি বৈশিষ্ট্যম্, অতোঽস্মাকং নাশে তত্রাপি ত্বদেকহেতুকনাশকত্বে ব্রতভঙ্গাপত্তিতোঽপ্যধিকোঽধর্ম্মদোষঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরস্য পূর্ণকামস্যাপি তাদৃশব্রতরক্ষা তাদৃশকামনা চ দৃশ্যত এবেত্যাহুঃ—দেব ইতি। সর্ব্বথা দীব্যতি বিরাজত ইতি দেবঃ, আদিপুরুষঃ সর্ব্বপুরুষেষু শ্রেষ্ঠঃ, সোঽপি যথা সুরলোকগোপ্তা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ব্রজের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও ভয় হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব তোমার এই দাসীগণের উত্তপ্ত হৃদয়ে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর। আরও যদি বল, তোমাদের কথা না হয় স্বীকার করিলাম; কিন্তু আমাকে দেখিয়াই যখন রমণীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম হইতে বিচলিত হয়, তখন তোমাদিগকে আমার রসময় দাস্য দান করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি যখন নারায়ণের সমান গুণসম্পন্ন—পূর্ণ কাম, তখন আমার অন্যত্র, বিশেষতঃ এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিলেন, 'ব্যক্তং'। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তুমি ব্রজের ভয়ার্ত্তিহারী, পূতনাদি হইতে ও দাবানলাদি হইতে তোমার জন্য যে ব্রজবাসীগণের ত্রাস এবং ব্রজের আর্ত্তি বলিতে বর্ষাবাতাদি হইতে যে উপদ্রবাদি। বিশেষতঃ তোমার বিরহ-আশঙ্কায় অর্থাৎ তোমার বিরহে ব্রজবাসীগণের যে ভয় ও আর্ত্তি, এই উভয়প্রকার ভয় ও আর্ত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত তুমি ব্রজে আবির্ভূত হইয়াছ। একথা তুমি নিজমুখে বলিয়াছ,—'আমিই গোষ্ঠের শরণ্য ও নাথ। গোষ্ঠে যাহারা বাস করে, তাহারা আমারই পরিবার, আমি স্বীয় ভুজবলে এই গোষ্ঠ রক্ষা করিব। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি'। এই বলিয়া তুমি স্বীয় বামহস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন করিয়াছিলে। অতএব আমাদিগকে সেই রসবিশেষময় দাস্য দান না করিলে তোমার ঐ ব্রত ভঙ্গ হইবে। কোন কোন পুঁথিতে 'ব্রজভয়ার্ত্তি' পাঠের পরিবর্ত্তে 'ব্রজজনার্ত্তি' পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে এই 'আর্ত্তি' শব্দের অর্থ হইবে, অন্তরের ও বাহিরের বাধা। তাহাতে আবার 'অভিজাত' (সৎকুলজাত), সুতরাং তোমার কুলগত বৈশিষ্ট্যও আছে। আবার আমরা যদি তোমার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাই, তাহা হইলে তুমি ব্রজের ভয়ার্ত্তিহরণরূপ যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহা ব্যর্থ হইবে; সুতরাং তোমাকে সেই ব্রতভঙ্গদোষে লিপ্ত হইতে হইবে। আমরা কিন্তু সকল প্রকার দোষনির্ম্মুক্ত। পূর্ণকাম ঈশ্বরেরও তাদৃশ ব্রতরক্ষা এবং তাদৃশ কামনা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

স্বেচ্ছয়ৈব তজ্জনমাত্রস্য রক্ষিতা সন্, অদিত্যাদাবভিজাতো ভবতি, তত্তস্মাৎ করস্য পঙ্কজত্বং তাপহারিতামাত্রাংশে রূপিতম্। বস্তুতস্তু তাপস্য তদপ্রাপ্তিমাত্রনিদানত্বাত্তদারম্ভ এবাপগমঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্যৈব তপ্তেষ্বপি স্তনেষু পরমস্নিগ্ধাভিরপি তাভিস্তন্নিধানপ্রার্থনমিতি জ্ঞেয়ম্; পূর্ব্ববৎ সদৈন্যমপ্যাহুঃ—শিরঃসু চ কিঙ্করীণামিতি ইত ঊর্দ্ধং চাস্মানাত্মসাৎ কুর্ব্বিতি বিবক্ষিতম্। হে আর্ত্তবন্ধো ইতি আর্ত্তবন্ধো সাক্ষাদ্বিরাজমানে ত্বদ্দাসীনাং তাপোঽনুচিত ইতি সূচিতম্, তথা কামেন চ মা নিধেহি, কিন্ত্বার্ত্তবন্ধুত্বেনৈব নিধেহীতি চ গূঢ়োঽয়মভিপ্রায়ঃ। অবহিত্থয়াচ্ছাদ্যমানোঽপি মনোভাবোঽস্মদঙ্গেষু হস্তার্পণেন স্বয়মেবোদ্ভবিতেতি। নিষেধার্থশ্চায়ম্—তথাপি তং বলাদিব স্পৃশন্তমাশঙ্ক্যাহুঃ—ব্যক্তমিতি, তত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন ততো ধর্ম্মভয়াদিতোঽপি রক্ষা তবোচিতা, ন তু তন্নাশ ইতি ভাবঃ। নো নিধেহি, মা নিধেহি; আর্ত্তবন্ধো ইতি স্বেষাং ধর্ম্মভয়ার্ত্তিং ব্যঞ্জয়ন্তি, তপ্ত হে কামাগ্নিসন্তাপিতহৃদয় কিঙ্করীণাং স্বগৃহদাসীনামপি. কিমুত মাদৃশীনাম্; তত্রাপি শিরঃসু চ মা নিধেহি, কিমুত স্তনেষ্বিত্যর্থঃ। তদেবং স্বাগতমিত্যাদিপ্রকরণং সংলাপাখ্যোঽনুভাবো জ্ঞেয়ঃ; 'উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে' ইত্যুক্তেরিতি ॥৪১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দেখা যায়। এই অভিপ্রায়ে বলিবেন—'দেব' ইতি। 'সর্ব্বথা দীব্যতি বিরাজত ইতি দেবঃ'। সর্ব্বপ্রকারে বিরাজমান। আদিপুরুষ কিংবা দেব জগৎপূজ্য। সেই সর্ব্বপুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব যেরূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই সুরলোকবাসীমাত্রেরই কিংবা সুর (দেবগণ) এবং লোক (তদতিরিক্ত নিজ জনের) রক্ষক হইয়া অদিতি প্রভৃতির গর্ভে অভিজাত হন, তদ্রূপ ইত্যাদি। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-করের পঙ্কজত্ব কেবল তাপহারিত্ব অংশেই রূপক হইয়াছে। অতএব আমাদের আর্ত্তিহরণের নিমিত্ত তপ্ত স্তনে হস্তার্পণ কর। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় করকমল অর্পণে উদ্যত হইবামাত্র স্তনমণ্ডলের তাপশান্তি হইয়া যাইবে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাপ লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই অভিপ্রায়েই ব্রজরমণীগণ পরম প্রেমবতী হইয়াও তপ্ত স্তনে হস্তার্পণের প্রার্থনা করিলেন জানিতে হইবে। তাই দৈন্যের সহিত বলিলেন, কিঙ্করীগণের মস্তকে করকমল নিধান কর অর্থাৎ আমাদিগকে আত্মসাৎ কর। হে আর্ত্তবন্ধো! তুমি সাক্ষাৎ বিরাজমান থাকিতে তোমার কিঙ্করীগণ যে তাপ ভোগ করিবে, তাহা উচিত নহে; কিন্তু তুমি আর্ত্তবন্ধুরূপেই আমাদের মস্তকে করকমল অর্পণ কর, যেন কামভাবে করিও না। ইহার গূঢ় অভিপ্রায়, আমরা অবহিত্থায় অর্থাৎ আকার গোপন দ্বারা মনোভাব আচ্ছাদন করিলেও আমাদের অঙ্গে তোমার হস্তার্পণমাত্র তাহা স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন আমরা আর তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে পারিব না।

সারার্থদর্শিনী

৪১। তস্মাদলং চাতুরীপ্রপঞ্চেন মুঞ্চাবহিত্থামিত্যাহুঃ,—ব্যক্তং নতু কুত্রাপ্যেতদাখ্যানং গুপ্তমিত্যর্থঃ। কিন্তুং ভবান্ ব্রজস্য যদ্ভয়ং দাবানলাদিভ্যঃ আর্ত্তিঃ পীড়া চ বর্ষবাতাদিভ্যস্তে হরতীতি সঃ। "ব্রজজনার্ত্তিহর" ইত্যপি পাঠঃ। অতি সর্ব্বতোভাবেন নন্দগৃহে জাতো যথা নারায়ণ ইতি সর্ব্বলোকৈরুদ্ঘুষ্যতে অদ্য যদি শতকোটিসঙ্খ্যা এতা গোপ্যো মরিষ্যন্তি তদা ব্রজজনানামেতৎ পিত্রাদীনামার্ত্তিঃ কথমেকদৈবৈতা বনমধ্যে মৃতা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিষেধার্থ—তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যেন বলপূর্বক অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—'ব্যক্তম্' ইত্যাদি। (পূর্ব্বার্দ্ধে বলা হইয়াছে) আমাদিগকে ধর্ম্মনাশের ভয়াদি হইতে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য, ধর্ম্মনাশ করা নহে—ইহাই ভাবার্থ। 'হে আর্ত্তবন্ধো! এই সম্বোধনের দ্বারা নিজেদের ধর্ম্মনাশের ভয়ে যে আর্ত্তি, তাহাই জানাইলেন। অর্থাৎ আমরা ধর্ম্মনাশভয়ে অতিশয় আর্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি। হে আর্ত্তবন্ধু! তোমার কর্ত্তব্য সেই আর্ত্তি বিনাশ করা, অধিকতর উৎপাদন করা নহে। অতএব হে তপ্ত! হে কামাগ্নিসন্তপ্তহৃদয়! কামানলে তোমার চিত্ত সন্তাপিত হইয়াছে; সুতরাং তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই। মাদৃশী পতিব্রতা রমণীগণের কথা কি, তোমার গৃহদাসীগণকেও কদাপি স্পর্শ করিও না। তাহাদের (স্তনের কথা দূরে থাকুক) মস্তকেও তোমার কামাগ্নিতপ্ত হস্তার্পণ করিও না। (তাহা করিলে তাহাদের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে। এইরূপ ব্যবহারই যখন তোমার সঙ্গত হইতেছে, তখন আমাদের মত সৎকুলজাত পরম সতীগণ সম্বন্ধে সে কথা মনেও স্থান দিও না—ইহাই তাঁহাদের কথার মর্ম্ম।) এতদ্দ্বারা 'স্বাগতং বো মহাভাগাঃ' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত যে প্রকরণ, তাহাকে 'সংলাপাখ্য' অনুভাব বলে। উত্তর-প্রত্যুত্তরবিশিষ্ট যে বাক্য, তাহাই 'সংলাপ' নামে কথিত ॥৪১॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪১। এইজন্যই বলিতেছি, চাতুর্য্য বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অবহিত্থা ত্যাগ কর। ইহাই গোপীগণ বলিতেছেন—'ব্যক্তং' ইত্যাদি। তুমি ব্রজবাসিগণের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখ দূর করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি নিজেই ইহার পরিচয় দিয়াছ। পূর্ব্বে তুমি ব্রজবাসীদিগকে দাবানলাদি হইতে এবং বর্ষা-বাতাদি বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছ। 'ব্রজজনার্ত্তিহর' পাঠান্তরও দেখা যায়। তাহাতে অর্থ হইবে, ব্রজবাসিজনের ভয় ও দুঃখ হরণের জন্যই গোকুলে শ্রীনন্দগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহা কোথাও গুপ্ত নাই, সর্ব্বত্র ব্যক্ত আছে। অর্থাৎ আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ যেমন সুরলোকের রক্ষিতা, তদ্রূপ তুমিও ব্রজের পীড়াহারী হইয়া

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২

ভাবার্থদীপিকা

৪২। বিক্লবিতং পারবশ্যপ্রলপিতম্। গোপীঃ অরীরমৎ রময়ামাস ॥

সারার্থদর্শিনী

ইতি ভয়ঞ্চ ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। তর্হি কিমভীপ্সিতং বস্তত্রাহুঃ—তত্তস্মাৎ হে আর্ত্তবন্ধো অস্মাকং তপ্তেষু স্তনেষু করপঙ্কজং অর্পয়। ননু, তর্হি মৃদুলমেতন্মে জলিষ্যতীতি তত্রাহুঃ—কিঙ্করীণামিতি। ত্বৎপরিচারিকানামস্মাকং তপ্তাবপ্যেতৌ ত্বৎপরিচর্য্যাসাধনাবেব পঙ্কজস্যাপি সূর্য্যোদয়তাপো ন তাপকঃ প্রত্যুত সুখদ এবেতি ভাবঃ। শিরঃসু চেত্যতঃ পরং বো মত্ত্যাগভয়ং মাস্ত্বিতি জ্ঞাপয়িতুম্ ॥৪১॥

মূলানুবাদ

৪২। শ্রীশুকদেব বলিলেন—যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াও গোপীগণের তাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি হাসিয়া সদয়ভাবে তাঁহাদের সহিত রাসবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সর্ব্বতোভাবে নন্দগৃহে আবির্ভূত হইয়াছ। এক্ষণে তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে শতকোটি গোপী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা দেখিয়া ব্রজবাসিগণের ভয় হইবে। অর্থাৎ "একসময়ে কি প্রকারে ইহারা বনমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল?" এই আশঙ্কায় ইহাদের পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের ভয় হইবে। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রায় কি? 'হে আর্ত্তবন্ধো! অতএব আমাদের তপ্ত স্তনে ও শিরে তোমার করকমল অর্পণ কর। যদি বল, তোমাদের উত্তপ্ত স্তনে আমার মৃদুল হস্ত দগ্ধ হইবে। তাহাতেই বলিলেন—আমরা তোমার কিঙ্করী (পরিচারিকা)। অতএব আমাদের তপ্ত স্তনও তোমার পরিচর্য্যা-সাধনই জানিও। যেমন সূর্য্য-তাপ পঙ্কজের পক্ষে সন্তাপপ্রদ হয় না, প্রত্যুত সুখপ্রদই হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদের স্তন তপ্ত হইলেও তোমার করপঙ্কজের সুখদই হইবে, ইহাই ভাবার্থ। আর আমাদের শিরে, এই বলিয়া করকমল অর্পণ করিবে যে, অতঃপর তোমাদের আর আমার পরিত্যাগ-ভয় থাকিবে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪২। ইতি নিজোক্তিবদুভয়ার্থ-স্পর্শাত্মকমেতদ্বিক্লবিতং প্রেমবৈক্লব্যময়রোষদৈন্যোক্তং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ; ততঃ প্রহস্য পরিহাসেঽপি তাসাং বৈকল্যবিশেষোদয়াৎ, ততো নিজাভীষ্টশ্রবণ-সিদ্ধেস্তত্রাপি স্ববচনসদৃশপ্রতিবচনসৌষ্ঠবাত্তোঽবহিথাপগমেন রত্যাখ্যভাবোদয়াচ্চ। প্রকর্ষেণ চেতোবিকাশি-রূপতয়া রসশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং মুখপ্রসাদানুভাবং ভাববিশেষং লব্ধেত্যর্থঃ। তদেব চ সপ্রেমদৈন্যবচনং শ্রুত্বা সদয়ং চিত্তার্দ্রতাসহিতং যথা স্যাত্তথা গোপীররীরমৎ. রন্তুং স্বয়মেব প্রযোজয়ামাস, অত্যাগ্রহঞ্চকার ইত্যর্থঃ। এবং

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪২। 'বিক্লবিতং'—প্রেমবৈক্লব্যময় দৈন্যবচন। 'গোপীররীরমৎ'—গোপীগণকে বিহারে প্রবর্ত্তিত করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪২। 'ইতি' শ্লোকে বলিতেছেন, নিজের উক্তির মত উভয়ার্থস্পর্শী, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজ উক্তির মত ব্রজরমণীগণের প্রার্থনা ও উপেক্ষাময়াত্মক উভয়ার্থযুক্ত প্রেমবৈক্লব্যময় রোষ ও দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও নিজের অভিলাষ পূরণ করিয়া অর্থাৎ স্বকীয় বচনানুরূপ প্রতিবচন শ্রবণে রসশাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভাববিশেষের উদয়হেতু হাস্য করিতে করিতে বলিতেছেন। পরন্তু এই পরিহাসেও তাঁহাদের বিকলতা বিশেষের উদয় হওয়ায় তাহাতে নিজের অভীষ্ট শ্রবণ সিদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি নিজ বাক্য সদৃশ প্রতিবচন-সৌষ্ঠব হইতে অবহিত্থা (ভাবগোপন) তিরোহিত হওয়ায় তাঁহাদের 'রতি' নামক ভাবের উদয় বুঝিতে পারিয়া প্রকৃষ্টরূপে চিত্ত-বিকাশরূপ রসশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মুখের প্রসন্নতারূপ অনুভাব (কার্য্য) দ্বারা অনুমেয় ভাববিশেষ লাভ করিয়া, এই অর্থ। এইরূপে সেই প্রেমযুক্ত দৈন্যবচন শ্রবণ করিয়া চিত্তের আর্দ্রতার সহিত 'গোপীররীরমৎ'—গোপীগণকে রমণ করাইয়াছিলেন। 'রন্তুং'—নিজেই রমণ করিবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—অতিশয় আগ্রহ করিয়াছিলেন, এই অর্থ।

তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণ নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রজরমণীগণের সহিত মিলিত হইলেন। কিরূপে?—পরিহাসপূর্ব্বক হাস্যবদনে। অর্থাৎ ব্রজরমণীগণের প্রেমবৈকল্য দর্শনে এবং স্বীয় অভীষ্টময় প্রার্থনাবচন শ্রবণে বিশেষতঃ স্ববচন সদৃশ প্রতি-বচনের সৌষ্ঠবতা হেতু অবহিত্থার অপগমে স্বাভাবিক রত্যাখ্য-ভাবের উদয় ও চিত্তের সম্যক্ বিকাশবশতঃ মুখের প্রফুল্লতা যাহার অনুভাব. রসশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ তাদৃশ ভাববিশেষ। সদয়ভাবে—হৃদয়ের আর্দ্রতার সহিত, অর্থাৎ ব্রজরমণীগণের তাদৃশ সপ্রেম দৈন্য বচন শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল বলিয়া গোপীগণকে রমণে প্রবর্ত্তিত করিলেন—বিহার করিবার জন্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তস্যৈব চ তত্রেচ্ছাবৈশিষ্ট্যং লক্ষ্যতে সমানমপি ক্রীড়ৎসু বালকেষু প্রযোজকবালকস্যেবেতি ভাবঃ। অতএব পরস্মৈপদম্, 'অণাবকর্ম্মকাচ্চিত্তবৎ কর্ত্তৃকাৎ' ইতি কর্ত্রভিপ্রায়ে তদ্বিধানাৎ। নন্ন কিমেতদাশ্চর্য্যং নাগরেষু? তত্রাহ—আত্মারামোঽপি, অহো তাসাং প্রেমগুণপ্রাবল্যং, যতঃ 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (শ্রীভা ১।৭।১০) ইত্যাদৌ হরিগুণেনাত্মারামগণ ইব, তেন সোঽপ্যাত্মবশীচক্রে ইতি ভাবঃ। অতএবাপি-শব্দঃ সার্থকঃ স্যাদন্যথা তু প্রত্যুত বিরুদ্ধ এব। যদ্যপি 'নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইতি সামান্য-ভক্তপরমপ্যস্তি বচনং, তথাপ্যত্র বৈশিষ্ট্য-বিবক্ষয়া তথোক্তমিতি ন পৌনরুক্ত্যবৈয়র্থ্যম্। নন্ন কথমেকঃ সন্নসংখ্যা রময়ামাস? তত্রাহ—যোগেশ্বরেশ্বর ইতি, যোগেশ্বরা অপি কায়ব্যূহাদিকং বিধায় যুগপন্নানাকৃত্যং বিধাতুং শক্নুবন্তি. স তু তেষামপীশ্বরত্বেনাচিন্ত্যস্বাভাবিকশক্তিত্বাত্তদাদিকং বিনাপি শক্নোতীতি। বক্ষ্যতে চ শ্রীনারদেন—'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥' (শ্রীভা ১০।৬৯।২) ইতি ভাবঃ। গোপী-শব্দেন তত্তন্মহামন্ত্রপ্রসিদ্ধং তাসাং তদীয়নিত্যবল্লভাত্বং স্মারয়িত্বা তত্রাপি নাত্যাশ্চর্য্যতাং সূচয়তীতি ॥৪২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

স্বয়ংই প্রযোজক হইলেন এবং অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যদিও সেই ব্রজরমণী-গণের বিহারেচ্ছা ছিল, তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছারই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে। সকল বালক সমান ক্রীড়া করিলেও প্রযোজক বালকেরই যেমন ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় গোপীগণ তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য 'অরীরমৎ' এই 'পরস্মৈপদ' প্রয়োগে কর্ত্তারই বৈশিষ্ট্য দ্যোতনা করিয়াছেন। কেননা, অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা চেতন হইলে 'নিচ্' প্রত্যয় প্রয়োগে (ক্রিয়ার ফল কর্ত্তার অভিপ্রেত হইলে) পরস্মৈপদের বিধান হইয়া থাকে। এখানে 'রম্' ধাতু অকর্মক। অতএব গোপীগণকে রমণে প্রবর্ত্তিত করিলেন। যদি বল, নাগরগণের নিকট ইহা কি আশ্চর্য্য? তাহাতে বলিতেছেন—'আত্মারামোঽপি'—আত্মারাম হইয়াও। অহো! তাঁহাদের প্রেম-গুণের প্রবলতা! যাহা হইতে আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির গুণে বশীভূত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই—হরির গুণ যেমন আত্মারাম মুনিগণকেও আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ব্রজদেবীগণের অনির্ব্বচনীয় প্রেম-গুণ স্বয়ং ভগবানকেও পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করিয়া থাকেন। এই কারণে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ সার্থক হয়, অন্যথা বিরুদ্ধ হইয়া যায়। যদ্যপি 'সেই সমস্ত ভক্ত ব্যতীত আমি নিজের আত্মাকেও স্পৃহা করি না।' এই বাক্য সামান্য ভক্তপর হইলেও, ভক্তের বৈশিষ্ট্য বিবক্ষায় উক্ত হইলেও, এখানে বিশেষ বলিবার অভিপ্রায়ে সেইরূপ কথিত হইয়াছে। এজন্য পুনরুক্তি নিরর্থক হয় না। কেননা ভগবানের আত্মা অপেক্ষা ভক্তের

সারার্থদর্শিনী

৪২। বিক্লবিতং বৈক্লব্যব্যঞ্জকং বাক্যং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পূরয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রহস্য অহো ভাববত্যো যূয়ং প্রতিদিনমেব মিলনসময়ে বাম্যমপারং কুরুধ্বে এব। অহন্ত্বেকস্মিন্নেব দিনে অত্যৈবাবহিত্থয়া যৎ কিঞ্চিদ্বাম্যমকরবং তদপি দাক্ষিণ্যগর্ভমেব। তেনাপ্যেতাবদ্বৈক্লব্যবত্যো লজ্জায়াঃ শ্রাদ্ধং কৃতবত্যো মাং হাসয়ধ্বে। তস্মাৎ যূয়ংপ্রাত্যহিকাবহিত্থা সিন্ধুচুলুকীকরণচুঞ্চুনা ময়ৈব জিতাঃ স্থ। ভোঃ সুবুদ্ধিশেখরন্যস্যাঃ, জিতাঃ স্থ তৎ স্বয়মেবাগত্য প্রতিবন্ধকলজ্জাধৃত্যাদ্যভাবান্মৎকণ্ঠে কনকমণিমালায়িতা ভূত্বা স্বাধরসুধাঃ পায়য়ত, চিরাদুদ্ভূত-মহাতৃষ্ণোঽহমিতি পরিহস্য সন্ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্মত্র তৎ সন্নেহং বা যথাস্যাত্তথা আত্মারামোঽপি তা গোপস্ত্রীঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রেমাধীনতাই যে অধিকতর সুখকর, তাহা এই বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া কিরূপে অসংখ্য গোপীগণকে রমণ করাইলেন? তাহাতে বলিতেছেন, 'যোগেশ্বরেশ্বর' ইত্যাদি। যোগেশ্বরগণও যখন যোগপ্রভাবে কায়ব্যূহাদি বিস্তার করিয়া বহু শরীর ধারণ পূর্ব্বক যুগপৎ নানাকার্য্য সাধন করিতে পারেন, তখন যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ তাঁহাদেরও ঈশ্বর, সুতরাং ইনি নিজ অচিন্ত্য স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে (কায়ব্যূহাদি বিনাও) তৎসম্পাদনে সমর্থ। শ্রীনারদ কর্ত্তৃক দৃষ্ট যোগমায়া-প্রভাব বর্ণনে—(দ্বারকার অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকাশ সম্বন্ধে)—'এ বড়ই আশ্চর্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহে যুগপৎ ষোলহাজার গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে ষোলহাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।' এই শ্লোকে 'গোপী' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা সেই সেই মহামন্ত্রপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণে তাঁহাদের নিত্যবল্লভত্ব স্মরণ করাইয়া তাঁহাদের নিকট তাহা যে অতি আশ্চর্য্য নহে, ইহার সূচনা করিলেন ॥ ৪২ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪২। গোপীগণের এইরূপ বিক্লবিত অর্থাৎ দৈন্যব্যঞ্জক কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া (সেই বাক্য শ্রবণে নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া) শ্রীভগবান হাস্য করিয়া বলিলেন—তোমরা ভাববতী গোপকন্যা হইয়াও প্রতিদিন মিলন সময়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাক। অর্থাৎ তোমরাই আমার প্রতি অপার বাম্যভাব প্রদর্শন করিয়াছ। আজ একদিন মাত্র আমি বাম্যভাব দেখাইয়াছি বটে, কিন্তু ইহাও বাহ্যিক, অন্তরে দাক্ষিণ্যগর্ভ। যেহেতু আমি তোমাদিগকে কামনাই করিয়া থাকি। তোমরা কাতর হইয়া লজ্জার শ্রাদ্ধ করিয়া আমাকে হাসাইতেছ। অতএব আমার প্রতি তোমাদের প্রাত্যহিক অবহিত্থারূপ সিন্ধুজল গণ্ডুষে শোষণ করিতে সমর্থ আমিই জয় করিয়াছি। হে সুবুদ্ধি-শিখরিনীগণ! তোমাদিগকে জয় করিয়াছি, সুতরাং তোমরা স্বয়ং আসিয়া মিলনের প্রতি-বন্ধক লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কণ্ঠে মণিমালা স্বরূপ হইয়া অধরসুধা পান করাও।

সারার্থদর্শিনী

রময়ামাস ইত্থম্ভূতপ্রমাণো গোপস্ত্রিয় ইতি। "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইতি পদ্যে "ইত্থম্ভূতগুণো হরি" রিতিবৎ গোপীনাং তদীয়স্বরূপভূতহ্লাদিনীশক্তিবৃত্তিত্বাৎ তা অপ্যাত্মান ইত্যাত্মভূতাভিস্তাভি রমণং সম্ভবত্যেব যদ্যপি "নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ইতি "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনে" ত্যাদি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বাত্মতোঽপি ভক্তানামানন্দপ্রদত্বাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপীনাং সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বাদাত্মারামস্যাপি তস্যানন্দাধিক্যার্থমেবৈতাভী রমণমিতি জ্ঞেয়ম্। নন্থ, প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিত ইতি ক্রমদীপিকাদ্যাগমদৃষ্ট্যা শতকোটি সঙ্খ্যাভিস্তাভিরেকত্রৈব একদৈব একস্য তস্য রমণং নোপপদ্যতে তত্রাহ,—যোগিনঃ সৌভর্য্যাদয়ঃ যোগেশ্বরা রুদ্রাদয়স্তেষামপীশ্বর ইতি। সৌভর্য্যাদয়ঃ কায়ব্যূহং কৃত্বৈব রমন্তে কৃষ্ণস্ত্বতর্ক্যচারত্বস্তং বিনা। যদ্বক্ষ্যতে "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষে"ত্যাদীতি ॥৪২॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কেননা আমি বহুকাল হইতে মহাতৃষিত হইয়াছি। এইরূপে পরিহাস পূর্ব্বক সস্নেহে শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইপ্রকারে শ্রীভগবান প্রেমবতী ব্রজদেবীগণের প্রেম-প্রভাবে স্বীয় আত্মারামতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া প্রেমাধীনতার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। "আত্মারামাশ্চ মুনয়" ইত্যাদি পদ্যে এবং 'ইত্থম্ভূত গুণো হরিঃ' এই উক্তি অনুসারে গোপীগণ তদীয় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহাঁরাও শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপা, সুতরাং আত্মভূতা গোপীগণের সহিত রমণে কোনই দোষ হইতে পারে না। আর এই রমণে শ্রীভগবানের অধিকতর আনন্দ হইয়াছিল। শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—"হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়, সেইরূপ সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং আমার বিগ্রহও প্রিয় নহে।" আরও বলিতেছেন—'আমি আমার ভক্তগণকে ছাড়িয়া স্বীয় আত্মাকেও প্রশংসা করি না।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, শ্রীভগবানের আত্মা অপেক্ষা ভক্তই প্রিয়। আর গোপীগণ হইতেছেন সর্ব্ব-ভক্তশিরোমণি, সুতরাং তাঁহার আত্মরামতা অপেক্ষা প্রেমাধীনতা-হেতু গোপীগণের সহিত বিহারে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে। যদি বল, 'প্রমদা-শতকোটিভিরাকুলিত" এই ক্রমদীপিকার উক্তি হইতে দেখা যায়, শতকোটি সংখ্যক গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া এক সময়ে রমণ করিলেন কি প্রকারে? তাহাতেই বলিয়াছেন—'যোগেশ্বরেশ্বরঃ।' সাধারণ যোগী সৌভরি প্রভৃতি যখন কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া বহু রমণীর সহিত বিহার করিতে পারেন, তখন শ্রীভগবান ইহাঁদের ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং তিনি যে অচিন্ত্যশক্তিবলে শরীর রচনা ব্যতিরেকেও নানাকার্য্য সাধনে সমর্থ হন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকাশ সম্বন্ধে—"এ বড়ই আশ্চর্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহে একই কালে ষোলহাজার গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে ষোলহাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ॥ ৪৩॥

ভাবার্থদীপিকা

৪৩—৪৫। প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ। উদারহাসশ্চ দ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দকুসুম-বদ্দীধিতির্যস্য সঃ। এণাঙ্কশ্চন্দ্রঃ॥ ৪৩—৪৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৩। রমণপ্রকারমেব তাভিরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভির্ব্বর্ণয়ন্ তৎপ্রযোজককর্ত্তৃতাঞ্চ দর্শয়ন্নাদৌ তাভিঃ সহ প্রেমসঙ্গমেন তস্যাপি শোভাবিশেষং সদৃষ্টান্তমাহ—তাভিরিতি। সমেতাভিঃ স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন কর্ত্রা সমাগতাভিঃ অরীরমদিত্যুক্তেঃ; ততস্তাভিস্তাদৃশীভির্বৃতঃ পরিতো বেষ্টিতঃ সন্ ব্যরোচত বিশেষেণাশোভত। তত্রাপ্যচ্যুতঃ সর্ব্বাভিঃ প্রত্যেকমপি সঙ্গমে চ্যুতিরহিতঃ সন্, অতএব উদারচেষ্টিতঃ—উদারাণি রসবিশেষো-

মূলানুবাদ

৪৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই উদার, তাঁহার সুমধুর হাস্যে দন্তপঙ্‌ক্তি হইতে কুন্দকুসুমের আভা বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লবদনা সেই গোপীদিগের সহিত তারাগণ বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় বিশেষভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৩—৪৫। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সেই সকল গোপীর মুখকমল উৎফুল্ল হইল, তাঁহার উদার হাস্য ও কুন্দকুসুমবৎ দন্তসকলের কান্তি বিকশিত হইল। এণাঙ্ক—পূর্ণচন্দ্র।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৩। 'তাভিঃ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে রমণের প্রকারই বর্ণনা করিয়া তাহাতে প্রযোজক-কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাদের সহিত প্রেমসঙ্গম দ্বারা তাঁহারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শোভাবিশেষ দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'তাভিঃ'। পূর্ণচন্দ্র যেরূপ তারকাগণে পরিবৃত হইয়া অধিক শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণে পরিবৃত হইয়া শোভমান হইলেন। 'সমেতাভিঃ'—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকই সমাগতা, এই অর্থ। কেননা 'অরীরমৎ' শ্লোকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই কারণে তাদৃশী গোপীগণের সহিত বেষ্টিত হইয়া বিশেষভাবে শোভিত হইয়াছিলেন। তাহাতে আবার 'অচ্যুত',—সকল গোপীর প্রত্যেকের সহিত সঙ্গমে চ্যুতি-রহিত হইয়া, এই কারণেই 'উদার চেষ্টিতঃ'। উদার—রসবিশেষের উদ্দীপনার হেতু বিচিত্র বৈদগ্ধ্যাদিময় বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বা পরমসুখপ্রদ; চেষ্টিত—স্পর্শ, পুষ্পাদিদান ও কটাক্ষাদিরূপ চেষ্টাসমূহ যাঁহার, তিনি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও স্পর্শন, কাহারও হস্তে পুষ্পসমর্পণ, কাহারও প্রতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দ্দীপনবিচিত্রবৈদগ্ধ্যাদিময়ত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টানি পরমসুখপ্রদানি বা চেষ্টিতানি স্পর্শনপুষ্পাদ্যর্পণ-কটাক্ষাদিরূপাণি যস্য সঃ, অতএব প্রিয়স্য বীক্ষণং স্বকর্ত্তৃকং তৎকর্ত্তৃকং বা জ্ঞেয়ম্। উৎফুল্ল-শব্দেন মুখস্য কমলত্বং ব্যঞ্জিতং, তদীক্ষণে তদন্তঃকরণতমোঽপগমেন তদীয়দিবসতাপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। এবং তাসাং রসবিশেষ উক্তঃ। তস্যাপি তমাহ—উদারো হাসো যয়া সা, দ্বিজকুন্দদীধিতির্যস্যেতি শ্রীমদ্দন্তানাং প্রকাশেন হাসস্যাধিকশোভোক্তা; স্বতঃ পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তনিত্যশোভাময়স্যাপি তাভিঃ শোভাবিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—এণাঙ্ক ইতি। চন্দ্রস্য পূর্ণত্ব এণাঙ্কস্যৈণাকারত্বেনোপলম্ভাদেণাঙ্কঃ পূর্ণচন্দ্রস্তারাভিঃ সর্ব্বতো বিরাজমানাভিঃ সতীভির্বৃতঃ সন্ যথা বিরোচতে তদ্বদিতি। এবং তাভিঃ সহ তস্যান্যোঽন্যং শোভনত্বং প্রেষ্ঠত্বং নিত্যসাহিত্যং, তাসাং ততস্তন্বীত্বং চ সূচিতম্ ॥৪৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কটাক্ষনিক্ষেপ, এইরূপ উদার চেষ্টায় গোপীগণের হৃদয়ে ভাববিশেষ উদ্দীপিত করিয়া দিলেন। অথবা 'উদারচেষ্টা' বলিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমসুখপ্রদ রসবিশেষ-উদ্দীপক বিচিত্র বৈদগ্ধ্যাদিময় চেষ্টাবিশেষ। অতএব প্রিয়ের বীক্ষণ নিজ-কর্ত্তৃক বা তৎকর্ত্তৃক। অর্থাৎ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের উৎফুল্ল মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টি করিতে লাগিলেন কিংবা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উৎফুল্ল মুখের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এস্থলে 'উৎফুল্ল' শব্দের দ্বারা মুখের কমলত্ব ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কেননা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃকরণের অন্ধকার (দুঃখ) অপগত হওয়ায় তাঁহার দিবসত্ব পাওয়া যাইতেছে। অর্থাৎ কমলমুখ দর্শনে গোপীগণের অন্তঃকরণে বাম্য ও অবহিত্থায় আচ্ছাদিত তমের অপগমে দিবসতা প্রাপ্তির ন্যায় স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধভাবের প্রকাশ হইল এবং রসবিশেষও উক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণেরও রসবিশেষ বলিতেছেন—যাহার দ্বারা উদার হাস্য হয়, সেই কুন্দপুষ্প সদৃশ দন্তকান্তি যাঁহার তিনি, শোভাবিশিষ্ট দন্তরাজির প্রকাশে হাস্যেরও অধিক শোভা উক্ত হইয়াছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত নিত্যশোভায় শোভিত, তথাপি ব্রজসুন্দরীগণের দ্বারা তাঁহার শোভাবিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধন করিতেছেন—'এণাঙ্ক'। চন্দ্রের পূর্ণতা হইলে হরিণ চিহ্নই হরিণ আকারে উপলব্ধি হয় বলিয়া এণাঙ্ক বলিতে পূর্ণচন্দ্র বুঝায়। তারাগুলি চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত হইলে তাহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভিত হয়, সেইরূপ। এইরূপে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর শোভা, প্রিয়তমতা, নিত্যসাহিত্য এবং তাঁহা হইতে গোপীগণের তন্বীত্ব (কৃশতা) সূচিত হইয়াছে॥ ৪৩ ॥

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্॥ ৪৪
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তদ্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা॥৪৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৪। ইত্থং শোভাবিশেষোদয়েন শ্রীবৃন্দাবনমপি শোভয়ন্ গীতেন পুষ্পাদি-প্রদর্শনেন চ ভাবমুদ্দীপয়িতুং, রতিযোগ্যং যমুনাপুলিনং গন্তুঞ্চ গমনক্রমেণ বভ্রাম্যেত্যাহ—উপগীয়মান ইতি। উদ্গায়ন্ ভাবোদ্দীপনং চন্দ্রাদিকং হর্ষেণোচ্চৈর্গায়ন্ তাভিশ্চোপগীয়মান উপগায়নরীত্যা তৈরেব গীতৈরনুক্রিয়মাণৈর্বর্ণ্যমানঃ,

সারার্থদর্শিনী

৪৩। উদারং তাসাং রতিসুখপ্রদং ভাবভক্তানাং তচ্ছ্রবণাদ্যৈঃ প্রেমপ্রদঞ্চ চেষ্টিতং লীলা যস্য সঃ। অচ্যুতঃ যুগপদেব তৎপ্রত্যেকং রমণনিষ্ঠাচ্যুতিরহিতঃ উদারৈস্তাসাং সুখপ্রদৈর্মহদ্ভির্বা হাসৈর্দ্বিজানাং দন্তানাং কুন্দানামিব প্রকাশিতা দীধিতির্যস্য সঃ॥৪৩॥

মূলানুবাদ

৪৪—৪৫। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শতশত বনিতাদলের অধিনায়করূপে গোপীগণসহ যমুনা পুলিনে প্রবেশ করতঃ বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া, কখনও গোপীগণ কর্তৃক উপগীত হইয়া আবার কখনও নিজেই গান করিয়া বনপ্রদেশ শোভিত করতঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। যমুনার জ্যোৎস্না-স্নাত সেই পুলিন শীতল বালুকাসমূহে পূর্ণ ছিল এবং কুমুদামোদী বায়ু দ্বারা সেবিত হইতেছিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৪। এইরূপে শোভাবিশেষের উদয়ে শ্রীবৃন্দাবনকেও শোভিত করিয়া, গীত গাহিয়া ও পুষ্পাদি প্রদর্শন করিয়া ভাবকে উদ্দীপ্ত করিবার নিমিত্ত এবং রতিযোগ্য স্থান যমুনাপুলিনে গমন করিবার জন্য গমনক্রমে (যমুনাপুলিনের পথ অবলম্বন করিয়া বন হইতে বনান্তরে) ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইহা বলিতেছেন—'উপগীয়মান' ইত্যাদিতে। ব্রজসুন্দরীগণের ভাবের উদ্দীপক

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৩। উদার—ব্রজদেবীগণের রতিসুখপ্রদ এবং ভাবভক্তগণের সেই লীলা শ্রবণাদি দ্বারা প্রেমপ্রদ, চেষ্টিত—গোপীগণের স্পর্শন, পুষ্পাদি সমর্পণ ও কটাক্ষবিক্ষেপাদি লীলা যাঁহার আছে, সেই অচ্যুত,—প্রত্যেক গোপীর সহিত বিহার করিয়াও চ্যুতিরহিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ উদার হাস্যজনিত দন্তপ্রভায় বিকশিত কুন্দকুসুমকেও জয় করিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্লেষেণ তত্রৈব সঙ্গমিতার্থত্বাৎ তচ্চৈবং জ্ঞেয়ম্; যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ (১।১)—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ কলিতশ্যামাললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জ্জয়তি॥' ইতি। ক্বচিদেকদ্ব্যক্ষরপরিবর্ত্তনাচ্চ; যথা—'যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। ষট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ, পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥ যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ॥' ইতি। যদ্বা, তদীয়স্বরতালাদিযুক্তেন তন্নামৈব তদুপগায়ন্ তয়া গীয়মানঃ,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

চন্দ্রাদিবিষয়ে হর্ষে উচ্চগান করিতেছেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক উপগীয়মান—উপগায়ন (দোহার) রীতিতে সেই গীতের অনুকরণ দ্বারা বর্ণিত শ্লেষে তাঁহাতেই অর্থ সঙ্গমিত হইতেছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই নাম ও গুণাদি ব্রজসুন্দরীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। যেমন শ্রীরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে—'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ'। এই শ্লোকে দুইটি অর্থ আছে, একটী কৃষ্ণপক্ষে, অপরটী চন্দ্রপক্ষে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রপক্ষে অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র বর্ণনা করিয়া গান করিলেন—(চন্দ্রপক্ষে)—বিধু—চন্দ্র, তাঁহার মূর্ত্তি অমৃতপীযূষময়ী, সেই অমৃতে অখিল রস-অখণ্ড আস্বাদ আছে; প্রসরণশীল কান্তি দ্বারা তারকাশ্রেণীকে আবৃত করিয়া থাকেন। যৎ কর্ত্তৃক শ্যামা-রাত্রির, ললিত-বিলাস, কলিত—অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। রাধা—বিশাখানাম্নী তারকায় অধিক প্রীতিমান, ঋতুরাজ পূর্ণিমায় তাহার অনুগামী হইয়া থাকেন।

পরে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে গান করিলেন—(শ্রীকৃষ্ণপক্ষে)—'অখিল রসামৃতমূর্ত্তিঃ'—অখিল—শান্ত প্রভৃতি দ্বাদশ রস যাহাতে বর্ত্তমান, তাদৃশ অমৃত-পরমানন্দই যাঁহার মূর্ত্তি, 'প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ'—যাঁহার প্রসরনশীল কান্তি দ্বারা তারকা ও পালিনাম্নী গোপীদ্বয় রুদ্ধ ও বশীকৃত, 'কলিতশ্যামাললিতঃ—যাঁহার কর্ত্তৃক শ্যামা—শ্যামলা ও ললিতা নাম্নী গোপীদ্বয় আত্মসাৎকৃত হইয়াছেন, 'রাধাপ্রেয়ান্'—রাধার প্রতি অতিশয় প্রীতিমান, 'বিধুঃ'—শ্রীকৃষ্ণ, 'জয়তি'—জয়যুক্ত হইয়াছেন—সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান আছেন।

কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণবর্ণিত গীতের দু'একটী অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমহিমা গোপীগণ গান করিয়াছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। ষট্পদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ"॥ শ্রীব্রজদেবীগণের উক্তি—'কামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রকাবলিবিভা বিকচশ্রীঃ। সৎপদালিকলিতৈঃ কলগীতৈঃ পশ্য ভাতি কুমুদাকর এষঃ"। এই শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে 'যামিনীকৃতরুচিঃ শুচিকান্তিশ্চন্দ্রিকা-বলিবিভা বিকচশ্রীঃ' ইত্যাদি। 'যামিনীকৃতরুচিঃ' স্থলে 'কামিনীকৃতরুচিঃ' হইয়া 'যামিনী' স্থলে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মনসি তদেকাবিষ্টতয়া বচসি তদেকস্ফূর্ত্তেঃ। যথোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্। জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ॥' ইতি তত্রার্থদ্বয়মপি রসনীয়মিতি—কৃষ্ণশ্চ নাম চ কৃষ্ণনাম, তদেবৈকং কেবলং জগাবিতি চ ব্যাখ্যেয়ম্। 'বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াঞ্চ যোষিতি' ইত্যমরঃ। তাসাং শতানি যূথানি পাতীতি তন্নায়ক ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ তানি পিবতি 'পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাম্' ইত্যাদিবৎ, আসক্ত্যা সেবতে অধরামৃতপানাদিনা সাক্ষাৎ পিবতি বেতি তথা সঃ। তাসাং নিজনিজভাব-সাজাত্যানুসারেণ বর্গশো যূথত্বম্; বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং, 'পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তী' ইতি বচনাৎ। যদ্যপি 'বলয়ানাং নূপুরাণাম্' (শ্রীভা ১০।৩৩।৫) ইতি বক্ষ্যমাণাদন্যান্যপি ভূষণানি বিভ্রন্তে, তথাপি তাং বিভ্রদিতি বনবিহারযোগ্যাঙ্গত্বেনোক্তম্, স চ তাভিরেবাশু নির্ম্মায় সমর্পিতা, তদ্বনদেব্যা বৃন্দয়ৈব বা, তদর্থং তত্র তত্র কুঞ্জাদৌ স্থাপিতেতি জ্ঞেয়ম্; ব্যচরৎ পরিবব্রাম ॥৪৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'কামিনী' পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'ষট্পদালিকলিতৈঃ' ও 'সৎপদালিকলিতৈঃ' এই শব্দ দুইটীতে 'ষট্' ও 'সৎ' এই দুই অক্ষরের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অথবা সেই গোপীযূথের স্বর-তালাদি শ্রীকৃষ্ণেরই স্বর-তালাদির অনুগামিনী হইয়া কেবল তাঁহার নাম ধরিয়াই গীত হইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের কর্ত্তৃক উপগীত হইতেছেন। এইপ্রকারে ব্রজসুন্দরী-গণের মন একমাত্র তাঁহাতে আবিষ্ট হওয়ায় বাক্যেও একমাত্র তাঁহারই স্ফূর্ত্তি হইতেছে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'শ্রীকৃষ্ণ শরতের চন্দ্র, জ্যোৎস্না ও কুমুদাকর (জলাশয়) বিষয়ে গান করিয়াছিলেন, আর গোপীগণ এক কৃষ্ণনাম পুনঃপুনঃ গান করিয়াছিলেন'। সেখানে দুইটী অর্থই আস্বাদনীয় কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম। তাহাই (এক নামই) গান করিয়া-ছিলেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'বনিতা'—অত্যন্ত অনুরাগযুক্তা রমণী (অমরকোষ) তাঁহাদের শত যূথকে পালন করেন যিনি, তিনি 'বনিতাশতযূথপঃ'—তাঁহাদের নায়ক, এই অর্থ। শ্লেষে—চক্ষুর দ্বারা যেন পান করিতেছেন' ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য এই—এই ব্রজরমণীগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণে পরম অনুরক্তা বলিয়া 'বনিতা' শব্দে উক্ত হইয়াছেন এবং ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণে পরম অনুরাগবতী হইয়াও স্ব স্ব ভাবানুসারে স্বপক্ষা, বিপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা ও তটস্থাপক্ষা—এই চতুর্বিধ যূথের অবান্তর ভেদে শতশত যূথে বিভক্তা; আবার নিজ নিজ ভাবের সাজাত্য অনুসারে এই শতশত বনিতা এক এক দলে বিভক্তা; কিন্তু সকলেই নিজ নিজ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবিধ বিলাসাদির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অধরামৃত পান করিয়া ও করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

সারার্থদর্শিনী

৪৪। তাভিরুপ আধিক্যেন গীয়মানঃ রাগস্বরতালাদ্যৈঃ। তত্র তালত্রয়েণ গীতং যথা—'বদনং মধুরিমসদনং চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্ত্তীনাম্। হসিতং সুদৃগভিলষিতং তব সবয়ঃ পাতুমামনিশ"মিতি। স্বয়ঞ্চ বনিতানাং শতযূথানি পান্তি যাস্তা মুখ্যতমাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যাস্তদনুগানরীত্যা তেনৈব গীতেন প্রত্যেকমুদ্গায়ন্। ক্বচিদেকস্বরপরিবর্ত্তেন পরস্পরগানং উদ্গীতং যথা "ত্বদনং সদনং মধুরিম্নাং তত্র হন্ত দৃগন্তবিলাসাঃ। তেস্বসমাং সুষমামুপজগ্মুঃ সুন্দরি, "কামকলাঃ সকলাস্তা" ইতি। "কান্তে ত্বদাস্যোদয়-দত্তমিন্দুমৃগচ্ছলাদ্ধূর্শএব ধত্তে। জনোপহাসা সহ নোহথবা কিং দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরলং জঘাসে"তি। অত্র সুন্দরীত্যত্র সুন্দরেতি কান্তে ইত্যত্র কান্ত ইতি প্রযুঞ্জানঃ প্রেয়সীজনোঽনুগায়তি স্মেতি রীতিঃ। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তীতি বচনাৎ ॥৪৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'বৈজয়ন্তী'—পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা গ্রথিত মালা। যদিও বলা হইবে, 'বলয়াণাং নূপুরাণাম্' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলয় ও নূপুরাদি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত ছিলেন, তথাপি বনবিহারযোগ্য বলিয়া বনবিহার সময়ে ব্রজবনিতাগণই বন হইতে পঞ্চবর্ণের পুষ্প চয়ন করিয়া বৈজয়ন্তী মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ করিয়াছিলেন। অথবা বনদেবী শ্রীবৃন্দাই শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই মালা রচনা করিয়া তত্তৎ কুঞ্জাদিমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। 'ব্যচরৎ' অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৪। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বরতালাদিযোগে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। গীত যথা—

বদনং মধুরিমসদনং চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্ত্তীনাম্।
হসিতং সুদৃগভিলষিতং তব সবয়ঃ পাতুমামনিশং ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীজনবল্লভ। তন্মধ্যে মুখ্যতমা শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলীর সহিত সংমিলিত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরের অনুগামিনী হইয়া তাঁহারই নাম ও গুণাদি বর্ণন করিয়া গান করিতে লাগিলেন। ক্বচিৎ দু' একটি অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়াও পরস্পর গান করিতে লাগিলেন। যথা—

ত্বদনং সদনং মধুরিম্নাং তত্র হন্ত দৃগন্তবিলাসাঃ।
তেস্বসমাং সুষমামুপজগ্মুঃ সুন্দরি! কামকলাঃ সকলাস্তাঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৫। ততঃ শ্রীযমুনাপুলিনে তাঃ প্রাপয্য বৈদগ্ধীবিশেষেণ রময়ামাসেত্যাহ—নদ্যা ইতি যুগ্মকেন। হিমবালুকা —কর্পূরঃ, তদ্বদ্বালুকা যত্র ভৎ. শাকপার্থিবাদি; এবং পূর্ব্বত্র বনমপি বৃন্দাবনমেব। তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দী সুখবিহারী চাসৌ কমলামোদযুক্তবায়ুশ্চ, তেন নিশায়ামপি কমলবিকাশঃ শরদি মল্লিকাবিকাশ ইব তদীয়-তাদৃশলীলারসময়-প্রভাবেণানন্দীতি জুষ্টমিতি চ মান্দ্যং, সৌরভ্যশৈত্যে স্পষ্টে। কুমুদেতি আনন্দেতি চ পাঠ একেষাং জুষ্টমিত্যত্র রেম ইতি ক্বচিৎ অতএব পৃথগঙ্কঃ কৃতঃ ॥৪৫॥

সারার্থদর্শিনী

৪৫। তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দীতি শৈত্যমান্দ্যাভ্যামানন্দদায়কশ্চ রাত্রাবপি প্রফুল্লানাং কমলানামামোদো যতঃ সচ তেন বায়ুনা রেমে। "জুষ্ট"মিতি পাঠে রময়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। "কুমুদামোদেতি তরলানন্দেতি" চ ক্বচিৎ পাঠঃ ॥৪৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৫। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযমুনাপুলিনে তাঁহাদিগকে পাইয়া বৈদগ্ধীবিশেষ দ্বারা রমণ করাইয়াছিলেন। ইহা বলিতেছেন--'নদ্যাঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'হিমবালুকা'—কর্পূরের মত যেখানে বালুকা সেই, (শাক পার্থিবাদি মধ্যপদলোপী সমাস) এবং এইরূপ বনও বৃন্দাবনই; সেই নদীর তরল তরঙ্গে আনন্দী, সুখবিহারী, এমন যে কমলামোদযুক্ত বায়ু, সেইজন্য রাত্রিতেও কমলের বিকাশ। শরৎকালে মল্লিকাবিকাশের মত তাঁহার তাদৃশ লীলারসময় প্রভাবে আনন্দী—এই বিশেষণ। 'জুষ্টং'—এই বিশেষণে মান্দ্য, সৌরভ্য ও শৈত্য স্পষ্ট। কাঁহারও কাহারও মতে 'কুমুদ' ও 'আনন্দ' পাঠ। তাহাতে 'জুষ্টম্' স্থলে 'রেমে' এই পাঠও দেখা যায়। এই পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কমলের গন্ধামোদী সমীরণে পরিসেবিত যমুনাপুলিনে প্রবেশপূর্ব্বক ব্রজরমণীগণ সহ বিবিধ বিলাস করিয়াছিলেন। এজন্য এ শ্লোকে পৃথক অঙ্ক করা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এইরূপ :—

কান্তে! ত্বদাস্যোদয়দত্তমিন্দুর্মৃগচ্ছলার্দ্দুর্যশ এব ধত্তে।
জনোপহাসা সহ নোঽথবা কিং দ্বিজোঽপি মূঢ়ো গরলং জঘাস॥

উক্ত গীতে 'সুন্দরী' স্থলে 'সুন্দর' এবং 'কান্তে' স্থলে 'কান্ত' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং পরস্পর অনুগায়কের রীতি অনুসারে গান করিয়াছিলেন। বৈজয়ন্তীমালা—পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা গুম্ফিত মালা। অথবা পঞ্চবর্ণ মণি-মুক্তা-খচিত মালার নাম বৈজয়ন্তীমালা॥ ৪৪ ॥

বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু নীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৬ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৪৬। বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভশ্চ করাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ মর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া। অবলোকৈশ্চ হসিতৈশ্চ কামং তাসামুদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥৪৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৬। সহজলজ্জাদিনাচ্ছাদ্যমানমপি রতেঃ কান্তোচিতপ্রীতিলক্ষণায়াঃ পতিং তদুচিত-মহাভাবাহ্বয়-পরমপ্রেমাণং বা বাহুপ্রসারাদিভিরুত্তম্ভয়ন্ ইতি তস্য রত্যাসক্তির্বৈদগ্ধী চ পরমা দর্শিতা। তত্র বাহুপ্রসারঃ পরিরম্ভারম্ভঃ; যদ্বা, বাহুপ্রসারেণ পরিরম্ভঃ গাঢ়ালিঙ্গনমিত্যর্থঃ। ক্ষ্বেলিঃ প্রস্তোভনাদিরূপ, ব্রজসুন্দরীণা-

মূলানুবাদ

৪৬। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত যমুনার তরঙ্গ স্পর্শে সুশীতল বালুকাসমূহে পূর্ণ পুলিনে প্রবেশ করিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন, হস্তধারণ, অলকা, উরু, নীবি ও স্তনস্পর্শ, নখাঘাত, ক্রীড়াকটাক্ষ এবং হাসি দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের কাম উদ্দীপিত করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৬। (শ্রীভগবান) বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক পরিরম্ভ (আলিঙ্গন), করগ্রহণ, অলকাদি, উরু, নীবি ও স্তনাদির স্পর্শ, নখাগ্রপাত এবং নর্ম্ম পরিহাস, বিবিধ ক্রীড়া, কাহারো কাহারো প্রতি অবলোকন দ্বারা তাঁহাদের (ব্রজসুন্দরীদের) কামোদ্দীপন করিয়া রমণে প্রবৃত্ত করাইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৬। ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমস্বভাবসুলভ সহজ লজ্জাদি দ্বারা আচ্ছাদিত রতি বা কান্তোচিত প্রীতিলক্ষণা রতির পতিকে অর্থাৎ তদুচিত মহাভাব নামক পরম প্রেমকে বাহু-প্রসারাদি দ্বারা উদ্দীপিত করিয়া। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আসক্তি ও পরম বৈদগ্ধী

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৫। পুলিন প্রদেশের রাস-যোগ্যতার স্বাভাবিক সম্পদ—যমুনার তরল তরঙ্গে স্বচ্ছ কোমল সদ্‌গন্ধপূর্ণ কর্পূরচূর্ণন্যায় বালু এবং প্রফুল্ল কুমুদ-সৌরভবাহী মন্দ সমীরণ, আনন্দদায়ক পূর্ণিমা রাত্রি, মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমরকুলের গুঞ্জন ইত্যাদি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মিতি তদ্‌যোগ্যং সৌন্দর্য্যমত্র বিবক্ষিতম্; তেন চ—'যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি' ইতি ন্যায়াত্তাদৃশং বৈদগ্ধ্যমপ্যুপলক্ষ্যতে, রমণঞ্চ নিজমোহনতাশক্তিবিশেষেণান্যোঽন্যমলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্ ॥৪৬॥

সারার্থদর্শিনী

৪৬। বাহুপ্রসারস্তাসাং স্ব-স্ব-বক্ষসি স্বস্তিকীভূতানাং ভুজানাং প্রসারণং সচ পরিরম্ভশ্চ করাদীনামালম্ভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়োক্ত্যা অবলোকৈশ্চ হসিতশ্চ রতিপতিং প্রেমাত্মকং কামং তাসাং স্বস্য চ উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্ তাবদ্ভিরেব স্বপ্রকাশৈঃ প্রত্যেকং রময়াঞ্চকার। নন্থ, চ তাবত্যেব পুলিনে বহুগোপীজনসঙ্ঘট্টে নিরাবরণত্বাৎ সৌরততল্পাস্তৃতাবাচ্চ প্রত্যেকং তাভিঃ শতকোটি প্রমদাভিঃ সহ সম্প্রয়োগলীলা ন সংগচ্ছতে? সত্যং, ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমেরপি বিভুত্বাৎ তিলমাত্রপ্রদেশস্যাপ্যতিস্ফারত্বং, সাবরণবিবিধকুঞ্জবত্ত্বং, গন্ধমাল্যতাম্বূলাদিসহিতবিচিত্রসৌবল্লপুষ্পতল্পবত্ত্বঞ্চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা যোগমায়য়ৈব প্রকাশিতং লীলান্তে পুনরাবৃত্তঞ্চেতি সুসঙ্গতিকমেবৈতৎ ॥৪৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে বাহুপ্রসার বলিতে 'পরিরম্ভাবস্তু'। অথবা বাহুপ্রসার পূর্ব্বক পরিরম্ভ—গাঢ় আলিঙ্গন, এই অর্থ। 'ক্ষ্বেলিঃ'—প্রস্তোভনাদিরূপা বিবিধা ক্রীড়া, যেমন—গাঢ় আলিঙ্গন ও অবগুণ্ঠন মোচন আদি। 'ব্রজসুন্দরীণাম্'—এই পদে তাঁহার যোগ্য সৌন্দর্য্য, ইহা বক্তার অভিপ্রেত অর্থ। অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসযোগ্য সৌন্দর্য্য আছে বুঝাইতেছে। কেননা, 'যেখানে আকৃতি, সেখানে গুণসমূহ বাস করে' এই ন্যায় অনুসারে ব্রজসুন্দরীগণেরও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি উপলক্ষিত হইতেছে। রমণও নিজের মোহনতা শক্তিবিশেষ দ্বারা পরস্পরের লক্ষিত হন নাই; অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটে দেখিয়াছিলেন এবং কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করেন নাই বা লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই ॥ ৪৬ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৬। শ্রীভগবান্ বাহু প্রসারণ করিয়া কাহাকেও বক্ষে ধারণ করিলেন, কাহারও করধারণ, কাহারও নীবি স্পর্শ, কাহারও সহিত নর্মপরিহাস, কাহারও অঙ্গে নখচিহ্নপাত, কাহারও সহিত বিবিধ ক্রীড়া (ক্ষেলি), কাহারও দিকে সহাস্য অবলোকনাদির দ্বারা তিনি ব্রজসুন্দরীগণের রতিপতি কাম উদ্দীপন করিয়া প্রত্যেকের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। যদি বল, সেই পরিমিত যমুনা পুলিনে বহু গোপীসংঘট্ট, অর্থাৎ আবরণশূন্য সুরতক্রীড়ার উপযোগী শয্যাহীন এবং শতকোটি প্রমদার প্রত্যেকের সহিত শ্রীভগবানের বিহার কি

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽভ্যধিকং ভুবি ॥ ৪৭ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৪৭। মহাত্মনো বিমুক্তচিত্তাৎ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৭। অধুনা 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥' ইতি ভরতন্যায়াৎ। প্রেমবিশেষোদ্রেকাদগ্রে ক্রীড়াবিশেষ-বর্ণনার্থং বিপ্রলম্ভরূপরসবিশেষং বক্তুমারভতে এবমিতি। মহাত্মনো দিব্যাতিদিব্য-সর্ব্বনায়কবৃন্দেভ্যঃ পরমাৎ। তত্র হেতুঃ- ভগবতঃ স্বয়ং ভগবত ইত্যর্থঃ, কৃষ্ণাৎ তথৈব প্রসিদ্ধাত্তস্মাদিত্যর্থঃ। এবং পূর্ব্বোক্ত-তৎপ্রেমবশতাপ্রকারেণ লব্ধো

মূলানুবাদ

৪৭। গোপীগণ এইরূপে অনাসক্তচিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্মান লাভ করত মানিনী হইয়া প্রত্যেকেই পৃথিবীতে সকল রমণীর মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৭। মহাত্মা—অনাসক্তচিত্ত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৭। 'কাষায়িত বস্ত্রাদিতে যেমন পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতারই বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না'। এই ভরত-ন্যায়ানুসারে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে প্রেমবিশেষের উদ্রেক-হেতু অগ্রে ক্রীড়াবিশেষ বর্ণন নিমিত্ত অধুনা বিপ্রলম্ভরূপ রসবিশেষ বর্ণন করিতেছেন,—'এবং' ইত্যাদি। 'মহাত্মনঃ' দিব্য অতি দিব্য, সকল নায়কবৃন্দ হইতে পরম শ্রেষ্ঠ। তাহার হেতু 'ভগবতঃ'—স্বয়ং ভগবান হইতে, এই অর্থ। 'কৃষ্ণাৎ'—সেই প্রকারেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ হইতে। 'এবম্'—পূর্ব্বোক্ত সেই প্রেমবশতা প্রকারে লব্ধ

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

প্রকারে সম্ভব হইল? উত্তর—শ্রীভগবদ্‌মূর্ত্তির ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনভূমিও বিভুবস্তু। এই বিভুত্বহেতু তিলমাত্র পরিমিত স্থানের অতিস্ফারত্ব সম্ভব হয় এবং লীলান্তে পুনরায় সঙ্কোচিত হইয়া যায়। আর সাবরণ বিবিধ কুঞ্জ ও গন্ধ-মাল্য-তাম্বুলাদি সহিত বিবিধ পুষ্পশয্যা রচিত হইয়াছিল এবং শ্রীভগবান্ যে একাকী শতকোটি গোপীদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গনাদি দ্বারা রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও দুর্ঘট ঘটনাপটীয়সী যোগমায়ার সাহায্যে জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মানঃ সম্মানঃ সৌভাগ্যং যাভিস্তথাভূতা ভূত্বা মানিন্যো লব্ধপ্রণয়মানাঃ সত্যো ভুবি অন্যত্র চাত্রচ যাঃ স্ত্রিয়স্তাসাং সর্ব্বাসাং মধ্যে প্রত্যেকমাত্মানমেবাধিকং মেনিরে, তং প্রতি মানিন্যো বভূবুঃ, স্ত্রিয়ঃ প্রতি গর্ব্বিতচিত্তা বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র মানঃ—দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যন্যরক্তয়োঃ। স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদি-নিরোধী মান উচ্যতে॥ অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ। অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥' ইতি রসশাস্ত্রানুসারাৎ। গর্ব্বশ্চান্যত্রত্যানাং তাদৃশ-নায়কালাভাৎ তত্রত্যানাং তল্লাভেঽপি স্বসদৃশসৌভাগ্য-লাভামননাৎ। যথোক্তম্ 'সৌভাগ্যরূপতারুণ্য-গুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ। ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে॥' ইতি। এবং 'সঞ্চারয়ন্তি যে ভাবং তে তু সঞ্চারিণো মতাঃ। উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যম্বুনিধাবিব॥ ইতি রসতত্ত্বাৎ। গর্ব্বোঽপি তাদৃশতৎপ্রেমবিশেষস্য স্থায়িনঃ সঞ্চারিভাবত্বাত্তন্ময় এব জ্ঞেয়ঃ। অস্য হি রসস্যৈবমেব স্থিতিরুৎকর্ষশ্চেতি॥৪৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে 'মান' (সম্মান বা সৌভাগ্য) যাঁহাদের কর্তৃক, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ব্বোক্ত প্রেমবশ্যতার প্রকারে সম্মান (সৌভাগ্য) লাভে ব্রজসুন্দরীগণ মানিনী (প্রণয়মাণে অভিমানিনী) হইলেন এবং প্রত্যেক ব্রজসুন্দরী পৃথিবীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রী এবং যমুনাপুলিনে যে সকল সুন্দরী রমণী আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা নিজেকেই অধিক সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও মানিনী হইলেন এবং যাবতীয় স্ত্রীগণের প্রতিও গর্বিতচিত্তা হইলেন বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের এই মান প্রেমসিন্ধুরই তরঙ্গবিশেষ। কেননা, ইহাতে প্রণয়েরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। যেহেতু প্রণয় ব্যতীত মানের অভিব্যক্তি শোভন হয় না। যথা মানলক্ষণ—'পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্র বা পৃথক্ অবস্থিত হইলেও যুবক-যুবতীর অভীষ্ট আলিঙ্গন ও দর্শনাদির প্রতিবন্ধক ভাবকে 'মান' বলে।' এই মান বিপ্রলম্ভেরই একটী ভেদ এবং প্রেমের পরবর্ত্তী প্রগাঢ় স্তর বা প্রণয়েরই এক উৎকর্ষময় অবস্থাবিশেষ। এজন্য বিভাবাদির সম্মিলনে প্রকৃষ্ট মাধুর্য্যময় স্থায়ীভাবরূপ মানই রস হয়। 'সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, তদ্রূপ প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। এজন্য কোনও হেতু থাকিলে বা না থাকিলেও নায়ক-নায়িকার মানের উদয় হয়'। ইহা রসশাস্ত্রানুসারে উক্ত হইল। অন্যত্র স্থিত রমণীগণের তাদৃশ নায়ক লাভ না হওয়ায় এবং এইস্থানে অবস্থিত তাঁহাদের তাদৃশ নায়ক লাভ হইলেও নিজের মত তাহাদের সৌভাগ্য লাভ না হওয়ায় গর্ব হইয়া থাকে। যেমন উক্ত হইয়াছে—'সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয়, ইষ্টলাভ প্রভৃতি দ্বারা অন্যের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে।' এইপ্রকার যাহারা ভাবকে সঞ্চারিত করে, তাহাদিগকে 'সঞ্চারী' বলে। 'এই সঞ্চারী ভাবসকল স্থায়ীভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া স্থায়ীভাবকে বৃদ্ধি

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ভগবতো রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সারার্থদর্শিনী

৪৭। অধুনা "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবর্দ্ধতে" ইতি ভরতন্যায়াদ্রসপুষ্ট্যর্থং লীলাশক্ত্যাবির্ভাবিতম্। বিপ্রলম্ভব্যাজমাহ,—এবমিতি। মহাত্মন দিব্যাতিদিব্যনায়কবৃন্দেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাৎ ভগবতস্তত্রাপি কৃষ্ণাৎ স্বয়ং রূপাৎ লব্ধমানাঃ প্রাপ্তাদরাঃ। শ্রীকৃষ্ণরমণপ্রাপ্ত্যা ভুবি ভূতলস্থানামেব স্ত্রীণাং মধ্যে আত্মানং প্রত্যেকমেব স্বং অভ্যধিকং মেনিরে। মানিন্যঃ প্রত্যেকং অহমেবাতিসুভগেতি মানবান্মানিন্যঃ গর্ব্ববত্যঃ ॥৪৭॥

মূলানুবাদ

৪৮। শ্রীকেশব তাঁহাদের সেই সৌভাগ্যমত্ততা, গর্ব্ব ও অভিমান দেখিয়া তাহার প্রশমনের নিমিত্ত এবং তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করত তাহাতেই লীন হইয়া যায়।' অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রকেই বর্দ্ধিত করত তাহাতেই লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাবগুলি স্থায়ীভাব (শ্রীকৃষ্ণপ্রেম) হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়ীভাবের বৃদ্ধি করত শেষে তাহাতেই মিশিয়া যায়। ইহাই রসশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। এইপ্রকারে গর্ব্বকেও প্রেমবিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে। কেননা স্থায়ীভাব যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষ, তাহারই সঞ্চারীভাব—গর্ব্ব; সুতরাং এই গর্বও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমেরই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়—উৎকর্ষময়ী রসাবস্থা লাভ করে জানিতে হইবে। অতএব ইহার এইরূপ স্থিতিও উৎকর্ষ ॥ ৪৭ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৭। অধুনা—"বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না। রঞ্জিত বস্ত্রাদির পুনর্ব্বার রঞ্জন হইলে তার রাগ (উজ্জ্বলতা) যেমন অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ"। এই ভরতন্যায়ানুসারে লীলাশক্তি কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত বিপ্রলম্ভ ব্যপদেশে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণরূপে মিলনরস আস্বাদন করাইবার জন্য বিয়োগের অবতারণা নিমিত্ত বলিতেছেন—'এবমিতি'।

ভাবার্থদীপিকা

৪৮। তৎ সৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্। মানং গর্ব্বম্। কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তীতি তথা সঃ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৮। তাসাং তাদৃশীনাং, তদিতি তৎ, সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বম্। তথাচ বিশ্বঃ—'মদো রেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োঃ' ইতি। তং মানঞ্চ বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা, তত্র গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যং মত্বা, মানপক্ষে কৃতৈরপ্যনুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্বং প্রতিপ্রশমায় মানস্য প্রতিপ্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ। ধীঞ্ অনাদরে ইতি হি দৈবাদিকঃ। ন ত্বন্যত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ম্, তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যৈর্ষামানস্যৈব শান্তয়ে ক্বচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষ্যতে, 'হেতুজোঽপি শমং যাতি যথা যোগং প্রকল্পিতৈঃ। সাম-ভেদ-ক্রিয়াদান-নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ॥' ইত্যুক্তেঃ। নির্হেতুকস্য প্রণয়-মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ যৎকিঞ্চিৎ

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৮। সৌভাগ্যমদ—সৌভাগ্য-হেতু মদ, অস্বাধীনতা। মান—গর্ব্ব, কেশব—যিনি 'ক' (ব্রহ্মা) ও ঈশ (ঈশ্বর) গণকেও বশীভূত করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে মান-গর্ব্বভঞ্জনে কিছুই প্রয়াস নাই।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৮। তাদৃশী ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্যমদ বা সৌভাগ্য-হেতু গর্ব। বিশ্বকোষে 'মদ' শব্দের অর্থ—রেতঃ, কস্তুরী, গর্ব্ব ও হর্ষজনিত চিত্তবিকার। এই গর্ব কিন্তু কোনপ্রকার প্রাকৃত চিত্তবিকার নহে। সেই মানকে বিশেষভাবে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, গর্ব্বপক্ষে—অন্য যুক্তিদ্বারা অসাধ্য মনে করিয়া, মানপক্ষে—কৃত অনুনয়াদি দ্বারাও অসাধ্য দেখিয়া, গর্ব্বের প্রশমনের জন্য এবং মানের প্রসাদনের নিমিত্ত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন। অন্যত্র যাইতে

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবশ্যতা প্রকারে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ মহাত্মা অর্থাৎ দিব্যাতিদিব্য নায়কবৃন্দ-বরিষ্ঠ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সম্মান লাভ করিয়া এবং অভিমানিনী হইয়া মনে করিলেন—'এই ভূতলে যাবতীয় স্ত্রীগণের মধ্যে, এমনকি এই যমুনা-পুলিনে সমাগতা শ্রীকৃষ্ণরমণপ্রাপ্তা রমণীগণের মধ্যেও আমি শ্রেষ্ঠ।' এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মানিনী এবং অন্যান্য রমণীগণের প্রতি গর্ব্বিতা হইলেন। ৪৭।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রতিকারেণ বা, তথাপি তচ্ছান্ত্যর্থমুপেক্ষেয়ং, পরস্পর-গর্ব্বসম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ। তত উভয়ভাবশান্ত্যর্থমেব সা প্রেমবিপাকয়োরপি তয়োঃ শমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া যুগপদেব সর্ব্বা এব প্রতি মহারসদানময়রাসেচ্ছয়া চ। তথা চায়ং বিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব যোক্ষ্যতীতি বক্ষ্যতে চ 'নাহন্তু সখ্যঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।২০)

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দেখা যায় নাই, এই অর্থ। তাৎপর্য্য এই—ব্রজরমণীগণের মান দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, অন্তর্দ্ধান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বা যুক্তিতে এই গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে না; আর অনুনয়াদি দ্বারা এই মানের উপশান্তি অর্থাৎ তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন হইবে না। অতএব ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য-হেতু সেই গর্ব্ব প্রশমন এবং শ্রীরাধার প্রসন্নতা সম্পাদন ভিন্ন কোন প্রকারেই তাঁহাদের সহিত রসাস্বাদন করা সম্ভব হইবে না—এই কথা মনে করিয়া তিনি সেইস্থলেই সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

'অন্তরধীয়ত'—এইস্থলে 'ধীঞ্' অনাদরে। দিবাদিগণীয় 'ধী' ধাতু। অতএব যদিও তাঁহার অন্যত্র গমন কেহই দেখিতে পান নাই, তথাপি বক্ষ্যমাণ প্রক্রিয়া অনুসারে শ্রীরাধার সহিতই অন্তর্দ্ধান জানিতে হইবে, পরে এরূপ বলা হইবে। তাহা তাঁহার ইচ্ছা বশতঃ যোগমায়াই সম্পাদন করিয়াছিলেন। যদিও সহেতুক ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন মানের উপশম নিমিত্ত কখনও নায়কের উপেক্ষা অপেক্ষিত হয় দেখা যায়, কেননা, রসশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও অন্য রসের অবতারণা যথাযোগ্যভাবে বিহিত হইলে সহেতুক মান উপশান্ত হয়; কিন্তু নির্হেতুক মান আপনা আপনি উপশান্ত হয়। কখনও বা যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকার পর্য্যন্তই নির্হেতুক প্রণয়মাণের স্থিতি। এস্থলে ব্রজরমণীদিগের যে মান, তাহা নির্হেতুক; সুতরাং উপেক্ষা বা অন্তর্দ্ধানের কারণ কি? তথাপি তাহা শান্তির নিমিত্তই এই উপেক্ষা, জানিতে হইবে। কেননা, পরস্পরের গর্ব্ব সম্বন্ধে মান গাঢ়তা প্রাপ্ত হইতে পারে। সেইজন্য মান ও গর্ব প্রেমের বিপাক হইলেও উভয়ের শান্তির জন্য অন্তর্দ্ধানের প্রয়োজন। অর্থাৎ উপেক্ষা না করিলে পরস্পরের যে গর্ব ও মান, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। এই ভাবিয়া ভগবান অন্তর্দ্ধান দ্বারা উপেক্ষা ও প্রেমের বিকারস্বরূপ মান ও গর্ব্ব এই উভয়ের শান্তিবিধান করিলেন। 'প্রেমবিপাক' বলিতে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমপরিণাম। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে শৃঙ্গাররস আস্বাদন এবং ব্রজরমণীগণের পক্ষে মহারসময় রাসলীলায় যোগদান—এই দুইটি লীলা যুগপৎ সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাময় এবং তাঁহার পক্ষে ব্রজরমণীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব প্রশমন কঠিন কার্য্য নহে, তথাপি তাঁহাদিকে পরমপ্রেম-পুষ্টিকারক উৎকণ্ঠাময়

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইত্যাদি। অন্তর্দ্ধানে মূলং কারণন্তু একয়ৈব ত্বয়া সহ লীলায়া লালসৈব। তত্র কেশব ইতি 'অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তম॥' ইতি ভারতীয়তদ্বাক্যাৎ পরমদীপ্তিমানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্তর্দ্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহসৈব শোভারাহিত্যং ব্যঞ্জিতমিতি ॥৪৮॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পন্যাং ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সারার্থদর্শিনী

৪৮। ততশ্চ সর্ব্বাসু তাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যকষায়িতাক্ষী মানিনা বভূব। ততো নূন্যা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুরিত্যুদ্ভূতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ,—তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং তস্যা বৃষভানুকুমার্য্যাশ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তৎ সৌভগমদং মানঞ্চ বীক্ষ্য স চাসৌ সৌভগমদশ্চ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বিপ্রলম্ভরস আস্বাদন করাইবার নিমিত্ত তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। একথা স্বয়ংই বলিবেন—'নাহন্তু সখ্যো' ইত্যাদিতে। অর্থাৎ 'ধনহীন ব্যক্তির দৈবলব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে সে ধনেরই চিন্তায় অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়।' হে সখীগণ! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছ, তথাপি তোমরা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিবে—এইজন্য আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। কিন্তু অন্তর্দ্ধানের মূল কারণ—একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিতই লীলার লালসায়। কেননা, তিনি কেশব। সেখানে 'কেশব' পদের অর্থ পরম দীপ্তিমান। যেহেতু মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, 'হে মুনিসত্তম! আমার যে অংশুসমূহ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার নাম 'কেশ'; সেজন্য সর্ব্বজ্ঞগণ আমাকে 'কেশব' বলিয়া থাকেন। তাই তাঁহার অন্তর্দ্ধানে সমস্ত শোভা বর্ত্তমান থাকিলেও সেখানে শোভারাহিত্যই ব্যঞ্জিত হইয়াছে॥ ৪৮॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৮। অনন্তর শ্রীভগবান শতকোটি ব্রজসুন্দরীর সহিত সাধারণভাবে প্রেমব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমভাবে আদর ও প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এই সমস্ত গোপীর মধ্যে সর্ব্বমুখ্যতমা যে বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধিকা সহসা ঈর্ষান্বিতা ও মানিনী হইলেন। আর অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণ সৌভাগ্যগর্ব্ববতী হইলেন। অতএব সকলে বৈমত্য হইলে শ্রীভগবান যেভাবে সামঞ্জস্য করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'তাসাং' ইত্যাদিতে।

সারার্থদর্শিনী

তমিতি সমাসো বা। "তং সৌভগমদ"মিতি বা পাঠঃ। প্রশমায় তাসাং সৌভগমদং প্রশময়িতুং প্রসাদায় তাং মানবতীং প্রসাদয়িতুঞ্চ, কেশবঃ কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাস্তীতি তস্য সৌভগমদপ্রশমনে কঃ প্রয়াস ইতি ভাবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাধনাদিনা তস্যাঃ প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্য চাতুর্য্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অন্তরধীয়তেত্যার্ষং অন্তরদধাদিত্যর্থঃ। "ধীঞ্ অনাদরে" ইতি দৈবাদিকস্য বা রূপম্। অত্রাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং বলাদ্গৃহীত্বৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নত্বন্যত্র গচ্ছংস্তাভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়ৈব সম্পাদিতম্ ॥৪৮॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ঊনত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সেই ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যমদ এবং বৃষভানুকুমারীর মান দেখিয়া সেই সৌভাগ্যমদের প্রশমন এবং মানবতী বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন অর্থাৎ প্রসন্নতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকেশব শ্রীবৃষভানুকুমারীকে বলপূর্ব্বক লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অর্থাৎ সেইস্থানেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন; কিন্তু অন্য কোন স্থানে যাইয়া তাঁহাদের অদৃশ্য হইলেন না। তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়াই সম্পাদন করিলেন। কেশব—যিনি ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে শাসন করিয়া থাকেন, সুতরাং কেশবের পক্ষে ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যমদ প্রশমনে কিছুমাত্র প্রয়াস নাই। অথবা 'কেশব' বলিতে যিনি কেশ-প্রসাধনাদি দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রসাদনে রসিকশেখর, অর্থাৎ বিশেষ চাতুর্য্য আছে, জানিতে হইবে। 'অন্তরধীয়ত' আর্ষ প্রয়োগ। 'শ্রীরাধিকাকে বলপূর্ব্বক লইয়া অন্তর্হিত হইলেন'—অগ্রিম-গ্রন্থদৃষ্টে বলা হইয়াছে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে সর্ব্বশোভা অন্তর্হিত হইল। ইহা চিন্তা করিয়া দুঃখবশতঃ শ্রীশুকদেবও এখানে অধ্যায় শেষ করিলেন। ৪৮।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্দে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর-কৃত শ্লোক, ভাবার্থদীপিকা, শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শিনী টীকার ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

২য় (৩০শ) অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।

অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১

ভাবার্থদীপিকা

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্। উন্মত্তবদ্দীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভির্ব্বনে বনে ॥

১ ॥ অচক্ষাণা অপশ্যন্ত্যঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১। তদন্তর্দ্ধান-কথনেন শ্রীবাদরায়ণেরপ্যার্ত্তিভরোদয়াৎ কথাবিচ্ছেদেনাধ্যায়াপাতঃ। তদেবং জাতদুঃখ-ত্বেঽপি তাসামেকাং সর্ব্বতঃ পরমাং যামাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিতঃ, তস্যাঃ সৌভাগ্যং ক্ষণাদনুসন্ধায় ধৈর্য্যমবলম্বমান আহ—অন্তরিতি। সহসৈবান্তর্হিতইত্যন্তর্দ্ধানস্য প্রকারাদ্যতর্কণাৎ ; 'অতর্কিতে তু সহসা'—ইত্যমরঃ। অয়ং তাপাধিক্যে

মূলানুবাদ

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহসা অন্তর্হিত হইলে করিণীগণ যেমন যূথপতি করীকে না দেখিয়া ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্রজাঙ্গনাসকল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত অধীরা হইয়া উঠিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১। ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্তা গোপীগণের দীর্ঘরাত্রি উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মার্গ অন্বেষণ বর্ণিত হইয়াছে। অচক্ষণা—(শ্রীকৃষ্ণকে) না দেখিয়া।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১। তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অন্তর্দ্ধান বৃত্তান্ত বর্ণনে শ্রীবাদরায়ণির অতিশয় আর্ত্তির উদয় হওয়ায় কথার বিচ্ছেদ হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি আর কথা বলিতে পারেন নাই। সেইজন্য পূর্ব অধ্যায়ের সমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার দুঃখ হইলেও সেই গোপীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, যাঁহাকে লইয়া শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকারও

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

হেতুরূঢ়ঃ। ব্রজস্যাঙ্গনা ইতি—তাসাং তদেক-প্রিয়ত্বেন বিরহতাপস্যৌচিত্যমাধিক্যঞ্চাভিপ্রেতম্। যূথপং মত্তগজেন্দ্রং করিণ্য ইবেতি—তদেকালম্বনত্বেন তাসাং তদ্বিচ্ছেদাত্তাপাধিক্যে দৃষ্টান্তঃ ॥১॥

সারার্থদর্শিনী

১। ত্রিংশেতু বিরহোন্মত্তাঃ কৃষ্ণং পৃষ্ট্বা নগান্ স্ত্রিয়ঃ। তল্লীলামনুচক্রুস্তাঃ সম্ভুজ্য সচ তাং জহৌ ॥
অচক্ষণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ ॥১॥

মূলানুবাদ

২। রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের গতি, অনুরাগ, হাস্যময় সবিলাসদৃষ্টি, প্রিয়-সম্ভাষণ, মনোরম আলাপ ও বিলাস-বিভ্রমাদিতে আকৃষ্টচিত্তা প্রমদাগণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তনে এতই আত্মহারা হইয়া পড়িলেন যে, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারই বিবিধলীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সৌভাগ্য ক্ষণকালের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতেছেন—'অন্ত' ইতি। শ্রীভগবান সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। অন্তর্দ্ধানের প্রকারাদি তর্ক করেন নাই। কেননা সহসা শব্দের অর্থ—অতর্কিত (অমরকোষ)। অর্থাৎ অতর্কিতভাবে কোন্ পথ দিয়া কিরূপভাবে অন্তর্হিত হইলেন, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই ইহাই তাপের আধিক্য কারণ। অর্থাৎ এতাদৃশ অতর্কিতভাবে অন্তর্দ্ধানের জন্য ব্রজললনাগণের অধিক তাপের কারণ হইয়াছে। ব্রজাঙ্গনা—ব্রজের অঙ্গনা বলিবার অভিপ্রায় এই—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র প্রিয়া। এইজন্য বিরহতাপের আধিক্য অভিপ্রেত। এই সন্তাপের আধিক্য প্রকাশের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—'যূথপতি মত্ত গজেন্দ্রের অদর্শনে হস্তিনীগণের মত'। তাঁহাদের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। এই কারণে তাঁহার বিচ্ছেদে অধিক তাপ হইয়াছিল ইহা বুঝিতে হইবে ॥১॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১। শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা হইয়া ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ এবং বৃক্ষাদির নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাই ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। অচক্ষণা—তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া।

ভাবার্থদীপিকা

২। গত্যা চানুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা আলাপাশ্চ বিহারাঃ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসাস্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরেতৈরাক্ষিপ্তান্যাকৃষ্টানি চিত্তানি যাসাং তাঃ অতস্তস্মিন্নে-বাত্মা যাসাং তাস্তস্য বিবিধা চেষ্টা জগৃহুস্তদনুকরণেনাক্রীড়ন্। ২।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২। তাপমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গত্যেত্যাদিনা পঞ্চাধিকাধ্যায়দ্বয়েন। গতিঃ সামান্যা, অনুরাগঃ—স্ববিষয়কঃ কান্তযোগ্যো ভাবঃ, স্মিতং বিভ্রমেক্ষিতানি চ তৈঃ। বিভ্রমঃ অত্র ভ্রূ-প্রভৃতীনাং তত্তন্মধুরচেষ্টাঃ, বিহারঃ শৃঙ্গারচেষ্টা, উত্তরো বিভ্রমঃ শৃঙ্গারভাববিশেষঃ; তথা চোক্তম্—'চিত্তবৃত্তানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মতঃ' ইতি। তত্রানুরাগ-চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানে মানসে, গতি-স্মিত-বিভ্রমযুক্তেক্ষিতবিহারাঃ কায়িকাঃ; আলাপো বাচিক ইতি জ্ঞেয়ম্। এতদুপলক্ষণত্বেনান্যেঽপি ভাবা জ্ঞেয়াঃ। অত্র চ গতেঃ সামান্যত্বেন পৃথগুক্তিঃ। স্মিতা-দিকয়োরনুরাগারম্ভমাত্র-জায়মানত্বেন তৎসমুদিতোক্তিঃ। আলাপবিহারয়োর্বিভ্রম-জন্মনৈব জায়মানত্বেন তৎসমুদিতেতি। তৈর্গত্যাদিভিস্তাভিঃ সমেতাভিরিত্যাদিবর্ণিতৈঃ পূর্ব্বাচরিতৈরাক্ষিপ্তচিত্তাঃ, ততশ্চ তদাত্মিকাস্তন্ময্যঃ

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২। শ্রীকৃষ্ণের গতি, অনুরাগ ও হাস্য দ্বারা বিভ্রমযুক্ত অবলোকন, (সবিলাস নিরীক্ষণ), মনোরম আলাপ, বিহার (শৃঙ্গারচেষ্টা) ও বিভ্রম, (শৃঙ্গার ভাববিশেষ) ও অন্যান্য বিলাস চেষ্টা দ্বারা রমাপতির (শ্রীকৃষ্ণের) গমনভঙ্গি আদিতে আক্ষিপ্তা অর্থাৎ আকৃষ্টচিত্তা ব্রজ-সুন্দরীগণ তন্ময় হইয়া (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের আত্মা সমর্পিত হওয়ায় তাঁহারা) তত্তৎ বিবিধ চেষ্টার অনুকরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২। তাপকেই অভিব্যক্ত করিতেছেন—'গত্যা' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আর এক অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত। গতি—সামান্যা গতিভঙ্গি, অনুরাগ—স্ববিষয়ক কান্তযোগ্য ভাব, স্মিত—মৃদুহাস্য ও বিভ্রমযুক্ত সবিলাস নিরীক্ষণ। এস্থলে বিভ্রম বলিতে ভ্রূ প্রভৃতির চালনাহেতু সেই সেই মধুরচেষ্টা। বিহার—শৃঙ্গারচেষ্টা, পরবর্ত্তী বিভ্রম—শৃঙ্গার ভাববিশেষ। রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"শৃঙ্গারবশতঃ চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে বিভ্রম বলে।" তাহার মধ্যে অনুরাগ হইতে চিত্তবৃত্তির অনবস্থান—মানসিক-গতি, স্মিত, বিভ্রমযুক্ত দর্শন। কায়িক—বিহার, এবং বাচিক—আলাপ জানিতে হইবে। ইহাদের দ্বারা অন্য ভাবসমূহ উপলক্ষিত হইয়াছে জানিতে হইবে। এস্থলে গতির সামান্যতা হেতু পৃথক উক্তি। স্মিত ও বিভ্রমযুক্ত দর্শন অনুরাগের আরম্ভমাত্র জন্মায়, এইজন্য একসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। আলাপ ও বিহার বিভ্রমের উৎপত্তিতেই জন্মে, এইজন্য মিলিতভাবে উক্তি। 'তাভিঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সত্যঃ প্রমদাস্তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ, তত্র প্রমদাঃ যৌগিকার্থপুরস্কারেণ জাতিত এব প্রকৃষ্টমদযুক্তাঃ, কিং পুনস্তৎপ্রেমবত্যস্তা ইত্যর্থঃ। রমায়াঃ সর্ব্বরূপ-গুণ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যসম্পদধিষ্ঠাতৃশক্তেঃ। পত্যুরধ্যক্ষস্য ইতি—সর্ব্বাতিশায়িতা সূচিতা; যদ্বা, রমা শ্রীরাধা ইতি পূর্ব্ববৎ, ইতি বক্ষ্যমাণতৎসাহিত্যং সূচিতম্। তাস্তা বাহুপ্রসারেত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বা বিবিধচেষ্টা জগৃহুঃ প্রাপ্তাঃ ॥২॥

সারার্থদর্শিনী

২। ততস্তমিতস্ততঃ কুঞ্জেষন্বিষ্যন্তীনাং তমপ্রাপ্নবতীনাং প্রতিক্ষণবিবর্দ্ধমানবিরহপীড়য়া যঃ খলূন্মাদঃ সঞ্চারী প্রাদুর্ভূতস্তস্য প্রাকট্যপ্রকারং বর্ণয়তি,—গত্যেতি দ্বাভ্যাম্। রমাপতেঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পত্তিস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য গত্যা স্বাভাবিকেন পদবিন্যাসেন প্রথমং স্বান্তিকাগমনং আগত্য যানি অনুরাগযুক্তানি স্মিতানি চ বিশিষ্টো ভ্রমো ভ্রমণং তারকায়াং যত্র তথা ভূতানীক্ষিতানি চ তৈঃ। ততশ্চ মনোরম আলাপঃ—অয়ি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সমেতাভিঃ' শ্লোকে বর্ণিত পূর্বের আচরিত সেই গতি ও অনুরাগ দ্বারা আকৃষ্টচিত্তা, সেই কারণে তন্ময়ী হইয়া প্রমদাগণ 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেখানে 'প্রমদা' শব্দ যৌগিকার্থ-পুরস্কারে—প্রকৃষ্ট মদযুক্তা রমণীজাতিকে বুঝায়; সুতরাং সেই কৃষ্ণপ্রেমবতীগণের কথা আর কি? এই অর্থ। তাৎপর্য্য এই, গতি ও অনুরাগ হইতে ভগবানের কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ চেষ্টাতেই সেই ব্রজরমণীগণের চিত্ত তন্ময় হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সেই গতিভঙ্গি, আলাপ, বিহার, বিভ্রম ইত্যাদির স্মৃতির আক্ষেপে তাঁহাদের চিত্ত (শ্রীকৃষ্ণলীলাবেশে) তন্ময় হইয়া তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না হইয়াছিল। তদাত্মিকা—তন্ময়ী (কৃষ্ণময়ী) অর্থাৎ তাঁহাদের কৃষ্ণতন্ময়তা এতই প্রগাঢ় যে, তাহাতে গৌরবর্ণা গোপীগণও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের আকার, ভাব ও গতি প্রভৃতি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হইয়াছিল। এইরূপ প্রেমলীলাস্বভাবেই প্রমদাগণের তাদৃশী তন্ময়তা এবং এই প্রেমস্বভাবেই 'বাহুপ্রসার' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ প্রেমব্যবহারের অনুকরণ অর্থাৎ তাঁহারা নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন।

'রমায়াঃ'—(রমার) সকল রূপ-গুণ মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির, 'পতির'—অধ্যক্ষের, ইহার দ্বারা সর্ব্বাতিশায়িতা সূচিত হইয়াছে। অথবা 'রমা'—শ্রীরাধা, (পূর্ব্বের মত যথাশাস্ত্র প্রতিপাদিত) অতএব এই রমাপতি—শ্রীরাধা এবং তাঁহার পতি। এতদ্বারা শ্রীরাধার সাহিত্য সূচিত হইয়াছে। আর যাহা বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে পরে বলিবেন, তাহারই সূচনা করিলেন ॥ ২ ॥

সারার্থদর্শিনী

স্থলকমলিনি. অতিতৃষ্ণার্ত্তায় মধুপায় স্বমকরন্দং দাস্যসি ন বা? ভো ভ্রমর, পদ্মিন্যাঃ পতিঃ সূর্য্য এব নতু ভ্রমরস্তৎ কথং ত্বাং স্বং স্বীয়ং মধু পায়য়িষ্যতি ভোঃ পদ্মিনি, পদ্মিনীনাং ভবতীনাং স্বভাব এবায়ং যত্তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয় মধু নৈব পায়য়ন্তি কিন্তূপপতিং ভ্রমরমেবেতি। ততস্তদালাপেনৈব পরাজিতয়া বিহসন্ত্যা তয়া সহ অধরমধুপানাদি বিহারঃ। এবম্বা আং জানামি মৎসমীপস্থ নীপতরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পোঽদশৎ। তদ্বিষং তে বক্ষস্থলপর্য্যন্তমুদসর্পৎ। তদপি ত্বং কুলবধূত্বাদেব মাং তদুপশমং ন পৃচ্ছসি তদ্রহং দয়ালুত্বাৎ স্বয়মেব ত্বদন্তিকমেত্য তদ্বিষোপশমকং মন্ত্রং পঠন্ করতলাভ্যাং ত্বদঙ্গং সঙ্ঘট্টয়ামি। ভো ভো জাঙ্গলিক, ন মাং সর্পোঽদশৎ। যাং সর্পো দশতিস্ম তদ্গাত্রমেব করতলাভ্যাং সঙ্ঘট্টয়। ভো কুলাঙ্গনে, ত্বদীয়গদ্গদস্বরাদেব বিষজ্বালাকুলত্বং তব জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞাত্বাপি যদ্যপ্যহং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২। অনন্তর ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে কুঞ্জে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া প্রতিক্ষণ-বিবর্দ্ধমান বিরহপীড়ায় তাঁহাদের যে উন্মাদলক্ষণ সঞ্চারীভাব প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার প্রকার 'গত্যা' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। রমাপতি—সর্ব্বসৌন্দর্য্য-সম্পত্তির স্বামী শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার স্বাভাবিক পাদবিন্যাসভঙ্গি, প্রথমে স্ব-সমীপে আগমনভঙ্গি, সানুরাগ মৃদুমধুর হাস্য, চপল চাহনি, মনোরম আলাপ। মনোরম আলাপের দৃষ্টান্ত—অয়ি স্থলকমলিনীগণ! অতি তৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরকে কি তোমাদের মকরন্দ পান করিতে দিবে না? তাহার উত্তরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—ওহে ভ্রমর! পদ্মিনীর পতি সূর্য্য—ভ্রমর নহে। অতএব আমরা কেন তোমাকে আমাদের মধু পান করিতে দিব? শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতেছেন—'অয়ি সুন্দরী পদ্মিনীগণ! পদ্মিনীর স্বভাবই এই যে তাহারা স্বীয় পতি সূর্য্যকে মকরন্দ পান করায় না; কিন্তু উপপতি ভ্রমরকেই তাহা পান করাইয়া থাকে।" এই কথায় গোপীগণ পরাজিতা হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ হাস্যময়ী গোপীগণের অধরসুধা পানরূপ বিহার করিলেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণও বলিলেন—হাঁ জানিয়াছি, তোমরা যখন আমার সমীপস্থ কদম্ব বৃক্ষের তলদেশ দিয়া গমন করিতেছিলে, তখন তোমাদের মধ্যে ইহাঁকে এক মহাদর্পক সর্প দংশন করিয়াছিল, সেই বিষ ইহাঁর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু কুলবধূ বলিয়া লজ্জাভয়ে সেই বিষের উপশমকারী আমাকে বলেন নাই। পরন্তু আমি দয়ালু বলিয়া স্বয়ংই ইহাঁর সমীপে গমন করিয়া সেই বিষ-উপশমক মন্ত্র পড়িয়া দুই হস্তে অঙ্গ সংমর্দন করিয়াছিলাম। তখন সেই ব্রজদেবী বলিলেন—ভো ভো জাঙ্গলিক! (ওঝা) আমাকে সর্প দংশন করে নাই, যাহাকে সর্প দংশন করিয়াছে, তুমি তাহার নিকট গমন করিয়া স্বীয় করযুগল দ্বারা গাত্র সম্বাহন কর। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ॥ ৩

সারার্থদর্শিনী

ত্বামুপেক্ষে তদা মাং স্ত্রীবধো লগিষ্যতীত্যতস্তদ্বিষমুপশময়িষ্যামেবেত্যুক্ত্বা তস্যা বক্ষঃস্থলে নখরার্পণাদিকং চকার। ততো বিহারঃ সম্প্রয়োগঃ ততো বিভ্রমঃ কামোন্মত্ততা। যদুক্তং,—'চিত্তবৃত্তানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত" ইতি। তৈর্বিরহাবস্থায়ামতিশয়েন স্মৃত্যারূঢ়ৈরাক্ষিপ্তানি,—অরে কিমিহ কুরুধ্বে বহির্ভূয় প্রাণপ্রেষ্ঠমন্বেষ্টুং গচ্ছতেতি তিরস্কৃত্য দেহতো নিঃসারিতানীব স্বচিত্তানি যাভিস্তাঃ যতঃ প্রমদাঃ প্রকর্ষেণ মাদ্যন্তীতি তাঃ। ততশ্চোন্মাদং প্রাপ্য তদাত্মিকাস্তস্যৈবাত্মনো মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যাসাং তাঃ অতস্তাস্তাঃ তদীয়া বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকগ্রহণাদনুচক্রুরিত্যর্থঃ॥৩॥

মূলানুবাদ

৩। প্রিয়ের গতি, হাস্য, ঈক্ষণ ও সম্ভাষণাদিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীসকলের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়াছিল। অতএব তাঁহাদের বিহার-বিভ্রমাদি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া-বিলাসসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণগতচিত্তা সেই গোপীগণ "আমিই সেই কৃষ্ণ "এই কথা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

বলিলেন—হে কুলাঙ্গনে! তোমার গদ গদ স্বরেই আমি জানিলাম যে, তুমি বিষজ্বালায় আকুল হইয়াছ। ইহা জানিয়াও যদি আমি তোমাকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্ত্রীবধের পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে; সুতরাং আমি এই বিষের উপশম করিবই করিব, এই বলিয়া সেই ব্রজদেবীর বক্ষঃস্থলে নখরার্পণাদি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সম্প্রয়োগ বিহার, তদনন্তর বিভ্রম কামোন্মত্ততা, অর্থাৎ রসশাস্ত্রোক্ত চিত্তবৃত্তির অনবস্থানহেতু বিভ্রম শৃঙ্গার চেষ্টা ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সেই বিহারলীলাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিরহাবস্থায়ও তত্তৎ লীলা স্মৃতিপথে আরূঢ় বা আক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অর্থাৎ ওরে চিত্ত! এখানে আর কি করিতেছ? বাহির হইয়া প্রাণপ্রিয়ের অন্বেষণ কর" এই প্রকারে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতে বোধ হইল যেন দেহ হইতে চিত্ত নিঃসারিত হইয়াছে। এস্থলে 'প্রমদা' শব্দের দ্বারা গোপীগণের প্রকৃষ্ট বা অত্যুগ্র মত্ততা ধ্বনিত হইয়াছে এইরূপে সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্তা হইয়া গোপীগণ নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ২।

ভাবার্থদীপিকা

৩। অপিচ গতিস্মিতেতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্ত্তয়ো যাসাং তাঃ অতঃ কৃষ্ণ-বিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ। অহমেব কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ ॥৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩। তত্র তদাত্মকত্বমেবাভিব্যঞ্জয়তি—গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু উক্তেষু। আদি-শব্দাদ্বিহারবিভ্রমৌ উক্তানুবাদিত্বেন পূর্ব্বোক্ততত্তদ্বিশেষণানি নোক্তানি, তেষু প্রতিরূঢ়াঃ সদৃশীভূতা মূর্ত্তয় ইন্দ্রিয়াদি-সংঘাতাত্মকদেহা যাসাং তাঃ ইত্যন্তর্ব্বহিস্তদ্ভাবাপত্তিরুক্তা। অবলাঃ স্ত্রিয় ইতি স্ত্রীচেষ্টানুকরণমেব যুক্তমিতি ধ্বনিতম্। তথাপি তু এব যত্র বুষ্মাকমুৎকণ্ঠা 'অহমেবাসৌ তত্তদ্বিহারনাগরঃ' ইতি, প্রত্যেকং সর্ব্বা মিথো ন্যবেদয়ন্ত। কীদৃশ্যঃ সত্যঃ? কৃষ্ণবদ্বিহারে বিভ্রমো বিলাসো যাসাং কৃষ্ণবিহারস্য বিভ্রমো ভ্রান্তির্যাভ্যো বা তাদৃশ্যঃ। তন্ময়ত্বঞ্চ প্রেমলীলাভর স্বভাবেনৈব, ন তু অহংগ্রহোপাসনাবেশেনেত্যাশয়েনাহ—প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেতি।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩। অপিচ প্রিয়তমের গতি প্রভৃতিতে তাঁহারা প্রতিরূঢ়—আবিষ্ট মূর্ত্তি, সুতরাং কৃষ্ণবিহারবিভ্রমা। অর্থাৎ কৃষ্ণের ন্যায় হইয়াছে বিহারবিভ্রম—ক্রীড়াবিলাস যাঁহাদের, সেই ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরকে "আমিই কৃষ্ণ' বলিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩। এই শ্লোকে তদাত্মকত্ব (তন্ময়ীভাব) অভিব্যক্ত করিতেছেন—'গতি' ইত্যাদিতে। গতি, হাস্য, ঈক্ষণ ও কথনাদিতে। আদি শব্দে বিহার ও বিভ্রম, ইহারা পূর্ব্বোক্ত অনুভাবের অনুবাদ করে বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। সেই সকল প্রতিরূঢ় হইয়াছে সদৃশীভূত মূর্ত্তি—ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতরূপ দেহসকল যাঁহাদের তাঁহারা. এই বিশেষণ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে কৃষ্ণভাব প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—ব্রজরমণীগণের বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্যাদি ও ভাবভঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে শ্রীকৃষ্ণভাবে পূর্ণ হইয়াছেন। 'অবলা'—স্ত্রীসমূহ, ইহার দ্বারা স্ত্রী-চেষ্টার অনুকরণই যুক্তিসঙ্গত, ইহা ধ্বনিত হইতেছে। তথাপি যাঁহার জন্য তোমাদের উৎকণ্ঠা, "আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই সেই বিহার-নাগর। তোমরা আমার জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছ?" এইরূপ প্রত্যেকে পরস্পরের নিকট আপনাকেই শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কীদৃশী হইয়া? কৃষ্ণের মত বিহারে 'বিভ্রম' বিলাস যাঁহাদের তাদৃশী; অথবা শ্রীকৃষ্ণের বিহার বলিয়া ভ্রম হয় যাঁহাদের হইতে, তাদৃশী। প্রেমলীলার

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রিয়াস্তস্মিন্ স্বাভাবিকপ্রেমবত্যঃ, প্রিয়স্য স্বস্মিন্নপি স্মর্য্যমাণতাদৃশপ্রেমকস্যেত্যর্থঃ। লীলাখ্যশ্চানুভাবোঽয়ম্ – 'প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশ-ক্রিয়াদিভিঃ' ইত্যুক্তেঃ। যথা চ প্রয়োগঃ—'মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা' ইতি ॥৩॥

সারার্থদর্শিনী

৩। তস্যৈবোন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে সতি তাসামবস্থামাহ, গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু পূর্ব্বোক্তেষু প্রতিরূঢ়া মূর্ত্তয়ো দেহা যাসাং তাঃ। আদৌ প্রিয়স্য গতিস্মিতাদয় আসাং প্রত্যেকং মূর্ত্তৌ চিত্তেন্দ্রিয়াদি-ময্যামারূঢ়াঃ ততস্তেষু গতিস্মিতাদিষু আসাং মূর্ত্তিশ্চ প্রত্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চোন্মাদাদেকীভাবে সতি অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিম্বা অহমেব কৃষ্ণ ইত্যাদিসাবধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অতিশায়ী স্বভাববশতঃই তন্ময়তা, অহংগ্রহোপাসনা জনিত আবেশবশতঃ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'প্রিয়াঃ প্রিয়স্য', প্রিয়া—তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক প্রেমবতীগণ. প্রিয়ের—নিজের প্রতি তাদৃশ প্রেম-স্মরণকারীর, এই অর্থ। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেমবতী বলিয়া ব্রজরমণীগণ কৃষ্ণপ্রিয়া এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, শ্রীকৃষ্ণও তাদৃশ প্রেমব্যবহার করিয়া থাকেন, এই স্মর্য্যমান প্রেমব্যবহার তাঁহাদের স্মৃতিপথে নিরন্তর সমুদিত হইয়া প্রেমতন্ময়তায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণলীলানুকরণকে 'লীলাখ্য অনুভাব' বলা হয়। রসশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'প্রেমতন্ময়তাবশতঃ প্রিয়ের রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদির অনুকরণকে লীলা-নামক অনুভাব বলে।" এস্থলে যেমন প্রয়োগ—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া অবিরত তাহাই দেখিতেছেন এবং 'আমিই কৃষ্ণ' এইরূপ মনে করিতেছেন। (শ্রীগীতগোবিন্দ) ॥৩॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩। ব্রজসুন্দরীগণের সেই উন্মাদভাবের প্রৌঢ়ত্ব অবস্থায় তাঁহারা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাই 'গতি' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বের শ্লোকে বর্ণিত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের পদবিন্যাস, হাস্য, ঈক্ষণ, আলাপ ও বিহার প্রভৃতিতে প্রতিরূঢ়মূর্ত্তি অর্থাৎ গোপীগণ এমনই নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদিসহ দেহ কৃষ্ণের মূর্ত্তির সদৃশীভূত হইয়াছিল। এস্থলে 'তদাত্মিকা' ও 'প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ', এই দুই পদের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা উন্মাদভাব-হেতু অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন আর

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥৪॥

ভাবার্থদীপিকা

৪। কিঞ্চ গায়ন্ত্য ইতি। বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যুরন্বিষ্যন্ত্যঃ। উন্মত্ততুল্যত্বমাহ। বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ। ভূতেষ্বন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিশ্চ সন্তমিতি ॥৪॥

সারার্থদর্শিনী

রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণতাদাত্ম্যাঃ নতু অহংগ্রহোপাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেত্যুক্তেঃ। ন্যবেদিষুঃ পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ নতু বয়ং ব্রজস্ত্রিয়ঃ মনাগপি কা অপি জানন্তি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণবিহারৈঃ স্মর্য্যমাণৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ ॥৩॥

মূলানুবাদ

৪। তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বনে বনে সেই শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান সেই পুরুষের কথা বৃক্ষসকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪। আরও উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বন হইতে বনান্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে বনস্পতিসকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইহাই তাঁহাদের উন্মত্তার সদৃশ ব্যবহার। আকাশ যেমন অন্তরে বাহিরে ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বজীবের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

নিজেদিগকে ব্রজনারী বলিয়া মনে না করিয়া 'আমিই সেই কৃষ্ণ' কিংবা 'সেই কৃষ্ণই আমি,' এই ভাবে বিভোর হইয়া পরস্পরকে সেই কথাই বলিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ-বিহার স্মরণ করিয়াই এই তদাবিষ্ট উন্মাদ-ভাব, অর্থাৎ রসাস্বাদের প্রৌঢ়িময় অবস্থায় ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ তন্ময়তা প্রাপ্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের তন্ময়তা যে অহংগ্রহোপাসনা নহে, তাহা শ্লোকস্থ 'প্রিয়াঃ প্রিয়স্য' এই উক্তি হইতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪। ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি—গায়ন্ত্য ইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পূতনাবধাদিময়ং, তচ্চ 'বিষজলাপ্যয়াৎ' (শ্রীভা ১০।৩১।৩) ইত্যাদি বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরক্ষণাভিপ্রায়েণ. উচ্চৈর্গানন্তু তং প্রতি দূরান্নিজার্ত্তি শ্রাবণার্থং, কিংবা গীতপ্রিয়স্ত তস্ত তেনাকর্ষণার্থং, কিংবা আর্ত্তিভর-স্বভাবাদেব। অমুমেবেতি—যদ্যপি ত্যাগেন পরমদুঃখদোঽসৌ, তথাপি তমেবেত্যর্থঃ। 'গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে' ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোঽন্যং মিলিতাঃ সত্যঃ, সর্ব্বত্র সম্যঙ্মার্গণার্থম্; কিংবা সখ্যেনান্যোঽন্যমার্ত্ত্যুপশমনার্থং, কিংবার্ত্তিবিশেষস্বভাবাদেব। গানান্বেষণয়োর্যৌগপদ্য-মিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি, মধ্যে মধ্যে তু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতি প্রশ্নে হেতুঃ—উন্মত্তকবদিতি, স্বার্থে কন্; তেন কেশাদ্যসম্বরণং ব্যজ্যতে। পুরুষং সর্ব্বান্তর্যামিরূপমপি. অতএবাকাশবদ্‌ভূতেষু অন্তরং বহিশ্চ ব্যাপ্য সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ, নিজপ্রেমাবলম্বন-কেবলনরলীলারূপেণৈব তস্ত তৎপ্রশ্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অহো বত তাসামিদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিতমেব জাতম্? নেত্যাহ—আকাশেতি। বক্ষ্যতে চ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪। অনন্তর বহুক্ষণের পর তাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন—ইহা বর্ণনা করিতেছেন, 'গায়ন্ত্যঃ' ইত্যাদিতে। এখানে 'গান' বলিতে গোকুলে প্রসিদ্ধ 'পূতনাবধাদি বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণলীলা। তাহা 'বিষজলাপ্যয়াদ্'—বিষ জলের বিপদ হইতে, ইত্যাদি রীতিতে নিজের রক্ষার অভিপ্রায়ে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। উচ্চৈঃস্বরে গানের হেতু—দূরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ আর্ত্তি বা দুঃখ শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত; কিংবা গীতপ্রিয় তাঁহাকে আকর্ষণের নিমিত্ত, অথবা অতিশয় আর্ত্তির স্বভাববশতঃই উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। 'অমুমেব'—ইঁহাকেই, যদ্যপি ইনিই ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখ দিয়াছেন, তথাপি ব্রজসুন্দরীগণ তাদৃশ বিরহ সময়েও তাঁহারই গুণগান করিতেছেন। কেননা, প্রেমবতী ভ্রমেও প্রেমিকের দোষ-দৃষ্টি করেন না; যেহেতু 'ভ্রমেও গুণসমূহ কীর্ত্তন করেন'। এ বিষয়ে ভ্রম হয় না। সংহতা—পরস্পর মিলিত হইয়া—সর্ব্বত্র সম্যক্ অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত, কিংবা সখ্যভাবে পরস্পরের দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত, কিংবা আর্ত্তিবিশেষের স্বভাববশতঃ মিলিত হইয়া। গান ও অন্বেষণ ইহা এককালেই হইয়াছিল। গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে বৃক্ষাদিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই অর্থ। বনস্পতি প্রভৃতিকে প্রশ্ন করিয়া ফল কি? প্রশ্নের হেতু—'উন্মত্তকবদ্' অর্থাৎ উন্মত্তের মত। এখানে 'উন্মত্ত' শব্দে স্বার্থে 'কন্' প্রত্যয় হইয়াছে। তাহা দ্বারা কেশাদির অসংবরণ ব্যক্ত হইতেছে। পুরুষকে—অর্থাৎ সর্বান্তর্য্যামী-রূপকে, অতএব আকাশের মত যিনি প্রাণীগণের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, সেই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

স্বয়ম্— ময়া পরোক্ষং ভজতা' (শ্রীভা ১০।৩২।২১) ইতি ; যদ্বা, পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ, তঞ্চ ভূতেষু স্থাবর-জঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়া স্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ। তাদৃশজ্ঞান-স্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেমবিবর্ত্ত-বিশেষাদেব 'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।৯) ইতিবৎ। তত্র বহিস্ফুরণং দূরতঃ, অন্তস্তু নিকটাৎ। তত্র চ সত্যুন্মাদেনৈবানিন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতিজাতিষু প্রশ্নো যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥৪॥

সারার্থদর্শিনী

৪। যদা চ স তাসামুন্মাদঃ স্বপ্রৌঢ়িমানং বিহায় মন্দীবভূব তদা তা অর্দ্ধবাহ্যানুসন্ধানবত্যো যথা চেষ্টন্তে স্ম তদ্বর্ণয়তি —গায়ন্ত্য ইতি। কান্তবিচ্ছেদেন দুঃখিন্যো বয়ং ব্রজস্ত্রিয়স্তমন্বেষয়াম ইতি বাহ্যানুসন্ধানম্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহাদের প্রেমের আলম্বন কেবল নরলীলারূপী শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ তাঁহাকে সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে গোপীগণ কখনও ভাবনা করেন নাই ; সুতরাং তাঁহাদের নিকট অন্তর্য্যামীরূপে স্ফূর্ত্তি হইল না। প্রেমের উন্মাদনাবশতঃ তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাই বৃক্ষসকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অথবা 'হায় কি কষ্ট'! 'হায় কি কষ্ট!'—তাঁহাদের এই সকল বিলাপ কি অরণ্যরোদনেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল? না. বিফল হয় নাই। ইহা বলিতেছেন—'আকাশ' ইত্যাদি। অর্থাৎ ভগবান আকাশবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজিত। পরে নিজেও বলিবেন—'ময়া পরোক্ষং ভজতা' অর্থাৎ আমি পরোক্ষভাবে তোমাদের ভজনা করিতেছিলাম, অর্থাৎ তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিলাম ; অথবা 'পুরুষ' বলিতে নিজের নায়ক শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। গোপীগণ সেই নায়ক শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কেননা, তিনি আকাশবৎ স্থাবর-জঙ্গম সকল ভূতের অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষের ন্যায় স্ফুরিত হইতেছেন। তাঁহাদের তাদৃশ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। ইহা প্রেমের বিবর্ত্ত (পরিপাক) বিশেষবশতঃই। 'পুষ্প ফলে সমৃদ্ধ বনলতা ও তরু সকলের হৃদয়ে স্ফুরিত শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।'

তাৎপর্য্য এই—সেই ভগবতীগণ প্রেমবিবর্ত্তবশে দূর হইতে যখন যে বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে সেই বস্তুর বাহিরে দেখিতে পান ; আবার যখন নিকটে যাইয়া দেখেন, তখন তাঁহাকে সেই বস্তুর অন্তরে স্ফুরিত দেখেন। বৃক্ষাদির ইন্দ্রিয় নাই। তথাপি তাহাদের প্রতি প্রশ্ন—ইহা উন্মাদহেতুই জানিতে হইবে। অতএব উন্মাদবশতঃই ইন্দ্রিয়রহিত বৃক্ষজাতির প্রতি প্রশ্ন যোগ্য, এই অভিপ্রায় ॥৪॥

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫॥

সারার্থদর্শিনী

সংহতা মিলিতা বনাদ্বনং গচ্ছন্ত্য উন্মত্তকবদীষদুন্মত্তা ইব। অল্পার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুরিত্যুন্মাদলক্ষণম্। নন্বু, সর্ব্বমুখ্যয়া বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহ কৃষ্ণস্তদা সুখেন রমত এবেতি জানীমঃ, কিন্তু তদ্বিরহদুঃখোন্মত্তানামাসাং গোপীনামুন্মাদপ্রশ্নাদিকং স জানাতি ন বেত্যতো বিশিনষ্টি। ভূতেষু সর্ব্বেষ্বেব অন্তরং বহিশ্চ আকাশবদ্ব্যাপ্য সন্তং তেন কৃষ্ণস্বরূপস্যাপরিচ্ছন্নত্বেঽপি সর্ব্বগতত্বাত্তাসাং প্রশ্নাদিকং তত্র তত্রৈবালক্ষ্যমাণঃ শৃণোত্যেবেতি দ্যোতিতম্ ॥৪॥

মূলানুবাদ

৫। গোপীগণ বলিলেন—হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, নন্দসূত কৃষ্ণ সপ্রেম হাস্য অবলোকন দ্বারা আমাদের মন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪। ব্রজসুন্দরীগণের সেই প্রৌঢ় উন্মাদভাব কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে অর্থাৎ তাঁহারা বাহ্যানুসন্ধান লাভ করিয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে—'গায়ন্ত্য' ইতি। কান্ত বিচ্ছেদে দুঃখিতা ব্রজসুন্দরীগণ ইতস্ততঃ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অথবা 'শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিব,"—এইরূপ বাহ্যানুসন্ধানযুক্তা হইলে তাঁহারা দলে দলে মিলিত হইয়া ঈষৎ উন্মত্তার ন্যায় বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের কথা বৃক্ষ সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'উন্মত্তকবৎ'—অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয়। প্রশ্নের উত্তর দানে অশক্ত বনস্পতিদিগকে প্রশ্ন করণও উন্মাদ অবস্থার পরিচায়ক। যদি বল, সর্বমুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন সুখে রমণ করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণবিরহে উন্মত্তা গোপীগণের উন্মাদ-প্রশ্নাদি শ্রীকৃষ্ণ শুনিতেছেন কি না? "ভূতেষু আকাশবৎ অন্তরং বহিঃ সন্তং পুরুষং'—এই শ্রীশুকোক্তির তাৎপর্য্যার্থ ইহার উত্তর। অর্থাৎ যখন গোপীগণ এইরূপে বনস্পতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বমুখ্যতমা নায়িকা শ্রীরাধিকার সহিত রমণে রত থাকিলেও সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে স্বীয় বিদ্যমানতা হেতু তিনি অলক্ষিতভাবে গোপীদিগের উন্মাদ-প্রশ্নাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন, ইহাই ব্যক্ত হইল।

ভাবার্থদীপিকা

৫। তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। তত্র মহত্ত্বাদেতে পশ্যেযুরিত্যাশয়া অশ্বত্থাদীন্ পৃচ্ছন্তি দৃষ্ট ইতি। প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈরস্মাকং মনো হৃত্বা চোর ইব গতো যো যুষ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি ॥৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৫। যো যুষ্মাভিঃ, প্রত্যেকং পৃথক্ সম্বোধনং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ত্বেনাদরাৎ। নন্থ কিমর্থমসৌ যুষ্মাভিঃ পৃচ্ছ্যতে? তত্রাহুঃ—'নো মনো হৃত্বা গতঃ' ইতি, হৃত্বেতি মনসো রত্নত্বং ব্যজ্যতে। অতো নষ্টোদ্দেশিত্বেনাগতাস্তং চৌরং সাধূন্ যুষ্মান্ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। নন্দসূনুরিতি—স্ববিশ্বাসহেতূপন্যাসস্তথাপীত্যর্থঃ। নন্দেতি—যৌগিকবৃত্ত্যা তস্য প্রত্যুত সর্বব্রজানন্দহেতুত্বমেব ব্যজ্যত ইতি ভাবঃ। অতএব দুঃখেন সাক্ষাত্তন্নামোক্তিরপি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামানুক্তিস্বীর্ষ্যয়াপি, অপিশব্দাচ্চোরস্য নায়োঽগ্রাহ্যত্বেন সূচকস্যাপি তদ্ভবেদিত্যুক্তেঃ। কচ্চিৎ প্রশ্নে, ভবদ্ভির্দৃষ্টে সতি চাস্যামেব দিশি বিহরতীতি সমাশ্বাসমাসাদ্যান্বেষয়াম ইতি ভাবঃ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৫। জিজ্ঞাসার বিষয় নয়টী শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। গোপীগণ ভাবিলেন—**বনস্পতি সকলের** মধ্যে ইহারা উচ্চতর, অবশ্য দূরবর্ত্তী কৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিবে, এই আশয়ে অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ সপ্রেম হাস্যাবলোকন দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়া চোরের ন্যায় চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৫। 'বঃ'—তোমাদের কর্ত্তৃক প্রত্যেককে পৃথক পৃথক সম্বোধন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া আদরের সহিত প্রত্যেক বৃক্ষকে পৃথক পৃথক সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যদি বল, তোমরা নন্দনন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তাহাতে বলিতেছেন—'তিনি আমাদের মন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।' 'হৃত্বা' পদের দ্বারা মনের রত্নত্ব ব্যক্ত হইতেছে। অতএব নষ্টবস্তুর উদ্দেশ করিতে আসিয়াছি। তোমরা সাধু, সেই চোরের কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই অভিপ্রায়। 'নন্দসূনু' এই পদ প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের বিশ্বাসের কারণ প্রদর্শন। কেননা, 'নন্দ' পদের যৌগিকবৃত্তিতে তিনি সকল ব্রজের আনন্দহেতুই, ইহা তাঁহাতে সঙ্গত হয়। কিংবা তিনি ব্রজরাজতনয়, সুতরাং তাঁহা হইতে কোন ভয় নাই, এই ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া আমাদের মনোরত্ন লইয়া পলায়ন করিয়াছেন, এই অভিপ্রায়। অতএব দুঃখে সাক্ষাৎ তাঁহার নামের উক্তিও করিলেন না—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণনামের অনুক্তি ঈর্ষায়ও হইতে পারে। 'অপি' শব্দের প্রয়োগ-হেতু চোরের নাম গ্রহণীয় নহে। কেননা, "সূচকস্যাপি

কচ্চিৎ কুরুবকাশোক-নাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥৬॥

সারার্থদর্শিনী

৫। প্রশ্নং প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। অত্যুচ্চতরত্বাদেতে দূরবর্ত্তিনমপি তমবশ্যং পশ্যেয়ুরিতি সম্ভাব্য পৃচ্ছন্তি,—দৃষ্ট ইতি। প্লক্ষঃ পীলু খল্বিতি খ্যাতঃ ন্যগ্রোধো বটঃ। কিমর্থং পৃচ্ছথেতি তেষামপি প্রশ্নমাশঙ্ক্যাহুঃ,—নন্দস্য সাধোঃ সূনুরপি নোঽস্মাকং স্ত্রীজনানাং মনো হৃত্বা গতঃ। প্রেমণঃ সর্ব্বলোকোন্মাদকমহামোহনৌষধবিশেষেণ সহিতৈঃ হাসাবলোকনৈঃ প্রেষিতৈশ্চোরৈরস্মাকং নেত্রদ্বারতোঽন্তঃকরণমন্তঃপুরং প্রবেশিতৈর্মনোরত্নং চোরয়িত্বা পলায়িত ইত্যর্থঃ। ক্ষণং স্থিত্বা অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যস্মানবজানন্তঃ স্তব্ধা অমী প্রত্যুত্তরং ন দদতে তদলমেতৈঃ ক্ষুদ্রফলৈঃ পরোপকারধর্ম্মানভিজ্ঞৈরপ্রফুল্লৈরশুদ্ধান্তঃকরণৈরিতি তান্ বিহায় অন্যত্র গতাঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ

৬। ওহে কুরুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ ও চম্পক বৃক্ষসকল! যাঁহার মধুর হাস্যে মানিনীদিগের দর্প চূর্ণ হয়, সেই রামানুজ এদিকে গিয়াছেন কি?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তদ্ভবেৎ”। কচ্চিৎ প্রশ্ন অর্থে, তোমরা দেখিয়া থাকিবে, এইদিকেই তিনি বিহার করিতেছেন। এই সমাশ্বাসন পাইয়া অন্বেষণ করিব, এই অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥

সারার্থ দর্শিনীর তাৎপর্য্য

৫। এই প্রকার নয়টি শ্লোকে গোপীগণের প্রশ্ন প্রপঞ্চিত হইয়াছে। গোপীগণ মনে করিলেন—অতি উচ্চতর বৃক্ষসকল অবশ্য দূরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ওহে অশ্বত্থ! ইত্যাদি। প্লক্ষ (পিলু) ন্যগ্রোধ (বট)। “তোমরা তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?” এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া গোপীগণ বলিলেন—পরম সাধু শ্রীনন্দ মহারাজের পুত্র আমাদের মনোরত্ন হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ? অর্থাৎ সর্ব্বলোকের উন্মাদক মহামোহন ঔষধিবিশেষ সহ হাস্যযুক্ত অবলোকনরূপ চোর প্রেরণ করিয়া এবং সেই চোর আমাদের নেত্রদ্বার দিয়া অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করত মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির আশায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন; কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তাই বলিতেছেন—অহো! এই বৃক্ষসকল আমাদিগকে ক্ষুদ্র বোধে অবজ্ঞা করিয়া কিছু বলিল না। অতএব ক্ষুদ্রফলধারী বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসার

ভাবার্থদীপিকা

৬। মহান্তঃ স্বপুষ্পৈর্ব্বহুপকারিণশ্চেতি কুরুবকাদীন্ পৃচ্ছন্তি কচ্চিদিতি। হে কুরুবকাদয়ঃ দর্পহরং স্মিতং যস্য সঃ ইতো গতঃ কচ্চিদ্ দৃষ্ট ইতি ॥৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৬। মহত্তমত্বাদেতেঽস্মান্ ক্ষুদ্রাঃ প্রত্যবজ্ঞয়া নূনং ন কথয়েয়ুরিতি মত্বান্যান্ পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণাম্লানঃ, নাগো নাগকেশরঃ. কিমিতো গতঃ? যদ্বা, অত্রান্তর্হিতো বর্ত্ততে? পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি পৃষ্টম্, অধুনা ত্বিত ইতি দূরতোঽপি দর্শনং সম্ভবেৎ। তথাপি ন সুলভঃ স্যাদিতি নিকটাগতস্য সতোঽত্রৈব তৎপদান্বিষ্য তৈশ্চ তমন্বেষয়াম ইতি ভাবঃ। গত ইতি চ পাঠো বহুত্র, তন্মতে টীকায়ামিত ইত্যধ্যাহৃত্য ব্যাখ্যাতম্। রামানুজ ইতি নন্দসূনুরিতিবৎ। নন্ত মানিনীনাং যুষ্মাকং কথং তেন মনো হৃতম্? তত্রাহুঃ—মানিনীনামিতি তাসাং দর্পহরং স্মিতমপি যস্য তাদৃশোঽপীতি তস্যাবিমৃশ্যকারিত্বঞ্চ ধ্বনিতং, দর্পো গর্ব্বঃ। তদানীমেব তৎকৃতেন কপটস্মিতেন মানময়গর্ব্বো হৃতঃ। অতএবান্বেষয়াম ইতি—তথা তাদৃশমহামোহনস্য বিচ্ছেদেন ক্ষণমপি জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যতঃ পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ ॥৬॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৬। এই কুরুবক প্রভৃতি মহান্ এবং নিজ পুষ্পরাশি অর্পণ করিয়া বহু উপকার করিয়া থাকে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে কুরুবক! হে অশোক! যাঁহার মধুর হাস্যে মানিনীদের দর্প চূর্ণ হয়, তিনি কি এই পথে গমন করিয়াছেন?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৬। এই অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষসকল মহত্তম—অতি মহান্, ক্ষুদ্রা আমাদের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ নিশ্চয় বলিবে না, এই মনে করিয়া অপরকে প্রশ্ন করিতেছেন—'কচ্চিৎ' ইতি। কুরুবক—রক্তবর্ণ অম্লান পুষ্পবৃক্ষ, নাগ—নাগকেশর, এইদিকে কি (রামানুজ) গিয়াছেন? অথবা এখানে কি লুকাইয়া আছেন? পূর্ব্বে দেখিয়াছ কি? এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অধুনা কিন্তু 'ইত' এইদিকে কি? তোমরা ত' উন্নতমস্তকে বহুদূর দেখিতেছ, তিনি কোন্ পথে গেলেন, কোথায় আছেন, তাহা বলিয়া দাও। অতএব নিকটে আগত হইলে এইস্থানেই তাঁহার পদচিহ্নসকল অন্বেষণ করিয়া (সেইগুলির সহিত) তাঁহার অন্বেষণ করিব, এই অভিপ্রায়। তথাপি তাহারা উত্তর প্রদান করিল না। মূলে 'ইতঃ' (গিয়াছেন) অর্থ করা হইয়াছে এবং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

প্রয়োজন নাই, ইহারা পরোপকার ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অপ্রফুল্ল—অশুদ্ধান্তঃকরণ ইত্যাদি বলিয়া অন্যত্র গমন করিলেন ৫

সারার্থদর্শিনী

৬। পুষ্পোদ্যানং প্রবিশ্যাহো সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যাঃ যদহো স্বমকরন্দৈর্মধুব্রতানতিথীন্ সেবন্তে ইতি। বৃক্ষানাসাদ্যাহুঃ—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোণোহয়ানঃ। নাগো নাগকেশরঃ। কচ্চিদ্গতঃ কিম্বা কচ্চিদিহৈব নিহ্নুত্য স্থিতো বেতি ভাবঃ। নন্থ, কিমর্থং পৃচ্ছথেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ,—মানিনীনাং মানধনানামস্মাকং দর্পং মানং হরতি স্মিতং যস্যেতি বয়ং নির্ধনীকৃতা এবাভূমেতি ভাবঃ। তদৈবাকস্মিকেন পবনেন চালিতাগ্রশাখাংস্তানালক্ষ্যাহো শিরধূননেন বয়ং ন জানীম ইতি ব্রুবতে তদলমমীভিঃ কঠোরৈঃ পুরুষজাতিভিরিত্যন্যতো জগ্মুঃ ॥৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীল স্বামীপাদও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু 'ইতঃ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'গতঃ' পাঠান্তর হইলে এবং শ্রীল স্বামীপাদের ব্যাখ্যাত 'ইতঃ' শব্দ উহ্য করিলে অর্থ হইবে—'এই স্থান দিয়া'। 'রামানুজ' শব্দও 'নন্দসূনু' শব্দের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আচ্ছা, আপনাদের মন কেন তিনি হরণ করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'মানিনীনাম্'—আমরা মানিনী। মানিনীগণের দর্পহরণ করে ঈষৎ হাস্যও যাঁহার, তাদৃশ হইয়াও। এই বিশেষণ দ্বারা তাঁহার অবিমৃশ্যকারিতা ধ্বনিত হইতেছে, আর আমাদের দর্প গর্ব্ব; সেইকালেই তাঁহার সেই কপটহাস্য দ্বারা মানময় গর্বহরণ করিয়াছেন। অতএব অন্বেষণ করিতেছি। তাদৃশ মহামোহনের বিচ্ছেদে ক্ষণকালও বাঁচিতে পারি না, এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৬ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৬। গোপীগণ এক্ষণে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ইহারা শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যেহেতু ইহারা স্বীয় পুষ্পের মকরন্দ দিয়া মধুব্রতদিগের আতিথ্য বিধান করিতেছে। এই ভাবিয়া গোপীগণ তাহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে কুরুবক! (ঝিন্টি ফুলের গাছ) নাগ—নাগকেশর! রামানুজ কি এই পথে গিয়াছেন? কিম্বা কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তাহা আমাদের বলিয়া দাও। যদি বল, কেন তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুষ্পবৃক্ষগণ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় গোপীগণ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোমোহন স্মিত হাস্যের দ্বারা আমাদের মান হরণ করিয়াছেন। আমাদের মান-ধন হৃত হওয়াতে আমরা নির্ধন হইয়া পড়িয়াছি, সেই মহামোহনের বিচ্ছেদে আমরা বাঁচিতে পারিতেছি না। তাই আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি। সেই সময় অকস্মাৎ পবন-সঞ্চালনে শাখাগ্র কম্পিত হইল দেখিয়া গোপীগণ মনে করিলেন, বৃক্ষগণ শিরঃকম্পন দ্বারা 'আমরা জানি না' এই কথা বলিল,

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৭। অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং বিভ্রৎ তবাতিপ্রিয়স্ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৭। এতে পুরুষজাতিত্বেন প্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণপক্ষগ্রাহিণোঽস্মাকং মানং বিজ্ঞায়াসূয়য়া ন কিল কথয়েয়ুরিতি স্ত্রীজাতিত্বেনাত্মপক্ষ-গ্রাহিণীং মন্যমানাঃ শশ্বৎ দৃষ্টতৎপ্রীত্যনুমিতসৌভাগ্যবিশেষেণ চ তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্য শ্রীতুলসীং পৃচ্ছন্তি—কচ্চিদিতি। কল্যাণি, হে জগন্মঙ্গলকারিণি পরমসৌভাগ্যবতীতি বা। অত্র হেতুর্গোবিন্দেতি, গোবিন্দো গোকুলেন্দ্রঃ, তচ্চরণপ্রিয়া ত্বং 'শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৩৭) ইত্যাদিবৎ; যদ্বা, চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ, আচার্য্যচরণা বদন্তীতিবৎ। আদরশ্চাধুনা দৈন্যেন, হে গোকুলেন্দ্রপ্রিয়ে

মূলানুবাদ

৭। অয়ি কল্যাণী তুলসি! হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণ করেন, তোমার অতি প্রিয়, সেই অচ্যুতকে দেখিয়াছ কি?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৭। হে তুলসি! অলিকুলের সহিত তোমাকে যিনি মালাদিরূপে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই তোমার অতি প্রিয় অচ্যুতকে কি দেখিয়াছ?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৭। ইহারা পুরুষজাতি বলিয়া প্রায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষগ্রহণকারী, তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের মান জানিয়া অসূয়া পরবশ হইয়া কিছুই বলিবে না; কিন্তু অগ্রবর্ত্তিনী এই তুলসী স্ত্রীজাতি, সুতরাং আমাদের পক্ষগ্রাহিণী মনে করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি যেরূপ প্রীতি, তাহাতে ইনি যে সৌভাগ্যবিশেষ সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের সম্ভাবনা রহিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া শ্রীতুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিৎ' ইতি। হে কল্যাণি! তুমি জগতের মঙ্গলকারিণী বা পরম সৌভাগ্যবতী। ইহার হেতু—'গোবিন্দ' ইত্যাদি। গোবিন্দ—গোকুলেন্দ্র, তাঁহার চরণপ্রিয়া তুমি। 'শ্রী' যাঁহার

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অতএব এই কঠোর পুরুষজাতি বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই ফলের সম্ভাবনা নাই, চল আমরা স্থানান্তরে যাই। ৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইত্যর্থঃ। ইতি তস্যাগমনাবশ্যকত্বং বিবক্ষিতম্। তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ—সহেতি। ন চ তত্র তবানবধানং সম্ভবেৎ, যতস্তেঽতিপ্রিয় ইতি শ্লেষেণাতিক্রান্তপ্রিয়ানস্মদ্বিধানিত্যপি ধ্বনিতম্। অলিকুলৈঃ সহ ইতি তস্যাঃ সাদ্গুণ্যং দর্শিতম্, অলীনামপ্যনিবার্য্যত্বসূচনাৎ। যদ্বা, অতিপ্রিয়ত্বমেব বিবৃতং, তৎপ্রিয়ত্বেনৈব তে শিলীমুখা অপি ন নিবার্য্যন্ত ইতি সূচনাৎ, তথা মত্তানাং তেষাং ঝঙ্কারেণ নিহ্নবাসম্ভবত্বং চ সূচিতম্। অতোঽবশ্যং ত্বদন্তিকমাগতস্ত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতম্ ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পদাম্বুজরজ' ইত্যাদির মত। অর্থাৎ শ্রী—লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের বক্ষঃস্থলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াও তুলসীর সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা লালসা করিয়া থাকেন। অথবা 'চরণ' শব্দ এখানে আদরমাত্রের ব্যঞ্জক। যেমন আচার্য্যচরণ বলা হয়। আদর অধুনা দৈন্যবশতঃ। হে গোকুলেন্দ্রপ্রিয়, এই অর্থ। ইহা দ্বারা তাঁহার আগমনের আবশ্যকত্ব বিবক্ষিত। তাঁহার প্রিয় হওয়ার হেতু—'সহ' ইতি। তাহাতে তোমার অনবধান (অন্যমনস্কতা) সম্ভব হয় না। যেহেতু তোমার অতি প্রিয়। এই বিশেষণ দ্বারা শ্লেষে আমাদের মত প্রিয়কেও অতিক্রম করিয়াছেন, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। 'অলিকুলের সহিত'—ইহা দ্বারা তাঁহার সদ্‌গুণশালিতা দর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—হে শ্রীতুলসি! তোমার এত গুণ যে, তুমি অলিকুলে ব্যাপ্ত হইলেও অচ্যুত সেই অলিকুলের বাধা সহ্য করিয়া তোমাকে বক্ষে ধারণ করেন। এই কথাই ব্রজরমণীগণ শ্লেষে ইঙ্গিত করিলেন যে, আমরা তাঁহাকে ছাড়া কিছুই জানি না বলিয়া আমাদিগকে তিনি ত্যাগ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুলসীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অলিগণেরও অনিবার্য্যত্ব সূচিত হইয়াছে অথবা অতি প্রিয়ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। কারণ তাঁহার প্রিয় বলিয়া সেই ভ্রমরগুলিকেও নিবারণ করেন না, ইহাই সূচিত হইল। মত্ত অলিকুলের ঝঙ্কারে গোপনের অসম্ভবত্ব সূচিত হইয়াছে। অতএব অবশ্য তোমার নিকটে আসিয়াছেন। তুমি নিশ্চয় তাঁহাকে দেখিয়াছ, এই অভিপ্রায়। সেই অচ্যুত এখন কোথায় আছেন, আমাদিগকে বলিয়া দাও। 'অচ্যুত' এই পদ দ্বারা শ্লেষে ইহাও সূচিত হইল যে, কখনও তোমা হইতে তিনি চ্যুত হইবেন না, তাহাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছ ॥ ৭

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮

সারার্থদর্শিনী

৭। এতা অস্মৎপক্ষগ্রাহিণ্যঃ স্ত্রীজাতয়ঃ স্ত্রীজনহৃচ্ছয়পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভাবিষ্যন্তি তদিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যাসাঞ্চ তন্মধ্যে পরমমুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্ছুঃ—কচ্চিদিতি। হে কল্যাণীতি বয়মকল্যাণ্যঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ, ত্বমেব কুশলিনী। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি। যদ্বা. চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ "আচার্য্য-চরণা বদন্তী"তিবৎ। নন্থ যূয়মপি তচ্চরণপ্রিয়া ভবথৈব সত্যং তদপি সাদ্‌গুণ্যাধিক্যাত্ত্বমেব সৌভাগ্যবতী বিচ্ছেদাভাবাদিত্যাহুঃ,—ত্বা ত্বাং বিভ্রদেব গতঃ। তত্র তব সৌরভ্যাধিক্যমেব কারণমিতি ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। অলিকুলৈঃ সহেতি পরঃসহস্রভ্রমরকৃতোদ্বেগমপ্যগণয়িত্বা ত্বাং বিভ্রদিতি সুগন্ধপ্রিয়েণ তেনাস্মাকমগ্রহণমেতাদৃশ সৌরভ্যবত্ত্বাভাবাদেবেতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ ॥৭॥

মূলানুবাদ

৮। হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! তোমরা কি শ্রীমাধবকে দেখিয়াছ? তিনি কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি জন্মাইয়া এই পথে গমন করিয়াছেন?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৭। এই আমাদের পক্ষগ্রাহিণী স্ত্রীজাতি (লতা)গণ—স্ত্রীজাতির হৃদয়পীড়া নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, সুতরাং ইহারা আমাদের প্রতি অবশ্যই কৃপাবতী হইবে। তাহাদের মধ্যে আবার মুখ্যতমা তুলসী। তাই তাঁহাকে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিদিতি।' হে কল্যাণি! (এই সম্বোধনের অভিপ্রায় এই—) আমরা কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-হেতু অকল্যাণী, তুমিই কল্যাণী—কুশলিনী। যেহেতু তুমি গোবিন্দচরণপ্রিয়া। অথবা এস্থলে চরণ' শব্দ আদরব্যঞ্জক। যেমন 'আচার্য্যচরণ' ইত্যাদি। যদি বল, তোমরাও ত' গোবিন্দের চরণ-প্রিয়া? (উত্তর) তোমার কথা সত্য; কিন্তু আমাদের অপেক্ষা সদ্‌গুণাধিক্য বশতঃ তুমিই সৌভাগ্যবতী। যেহেতু তোমার সহিত কৃষ্ণের কখনও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ আমাদের মত তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হয় না। তিনি সর্ব্বদাই তোমাকে আপন পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া রাখেন. তাহাতে তোমার সৌভাগ্যাধিক্যই সূচিত হইয়াছে। হে তুলসি! তিনি তোমাকে অলিকুলের সহিত বক্ষেও ধারণ করিয়া থাকেন। 'অলিকুলের সহিত' এই কথার ব্যঞ্জনা এই যে, হে তুলসি! তোমার অসাধারণ সাদ্‌গুণ্য রহিয়াছে। এজন্য তিনি শত শত ভ্রমরের উদ্‌বেগ গণনা না করিয়া তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতেছেন। সৌরভপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিবার কারণ এই যে, তোমার ন্যায় আমাদের সৌরভ নাই, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে ॥৭॥

ভাবার্থদীপিকা

৮। গুণাতিরেকেঽপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি। হে মালতি মল্লিকে জাতি যূথিকে বো যুষ্মাভিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ। করস্পর্শেন বঃ প্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি। অত্র মালতী-জাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৮। তথাপি তদাদ্রিয়মাণত্বাভিমানাদিয়ং খলু ন কথয়েদিতি নম্রীভূয় পুষ্পার্পণেন নূনং শ্রীকৃষ্ণসেবিকা অপি নিরভিমানা এতা এব পৃচ্ছন্তি—মালতীতি। বৈয়গ্র্যেণ প্রত্যেকং সম্বোধনম্। অতঃ কিমিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; তত্র কিমিতি কচ্চিদিত্যস্যৈবানুবর্ত্তমানস্যার্থঃ। দর্শনং তাবজ্জাতমেব তত্র স্পর্শোঽপি কিং জাত ইতি বিশেষমেব পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি—প্রীতিমিতি, করস্পর্শ-চিহ্নদর্শনাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুশ্চ—পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি। করস্পর্শেনেতি—যুষ্মৎপুষ্পাণামুৎকৃষ্টানাং শ্রীহস্ত-দ্বারাবচয়নেনেত্যর্থঃ। যাত ইতি—সমানদুঃখত্বেনাস্মভ্যং তৎ কথয়িতুং যোগ্যমেব চেতি ভাবঃ। এবং দাসীষু পুষ্পিণীষ্বপি তাসু নখক্ষতাদি-সূচনেন সের্ষ্যং নর্ম্ম চাভিপ্রেতম্ ॥৮॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৮। গুণাতিরেকেও ইহারা নম্র প্রকৃতি, সুতরাং ইহারা দেখিয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মালতি! হে মল্লিকে! জাতি, যূথিকে! শ্রীমাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতি উৎপাদন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? মালতি ও জাতি পুষ্পের অবান্তর ভেদ আছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৮। তথাপি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বারা আদৃত। এই অভিমানে তুলসী আমাদের সহিত বাক্যালাপ করিল না। সুতরাং তাঁহার কথা নাও বলিতে পারে। এখন এই মালতী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করি। ইহারা নম্র প্রকৃতি এবং পুষ্পাদি অর্পণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা হইয়াও অভিমানশূন্যা; সুতরাং নিশ্চয়ই ইহারা আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে। এই অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'মালতী' ইত্যাদি। হে মালতি! হে মল্লিকে! তোমরা কি মাধবকে দেখিয়াছ? ব্যগ্রতা বশতঃ প্রত্যেককে পৃথক সম্বোধন। অতএব 'কিম্' ইহার ব্যাখ্যা শ্রীল স্বামীপাদ করিয়াছেন। সেখানে 'কিম্' (কি) এই শব্দ পূর্ব্বশ্লোক হইতে অনুবর্ত্তন করিতেছে যে 'কচ্চিৎ'পদ তাহারই অর্থ। অর্থাৎ মূলে 'কচ্চিৎ' ('কিম্') এই যে প্রশ্নসূচক শব্দ আছে, ইহার সহিত দ্বিতীয়পাদের অন্বয় করিয়াই অর্থ করা হইয়াছে। অন্বয় না করিলে অর্থ হইবে—'মাধব করস্পর্শে তোমাদের প্রীতিবিধান করিয়া গিয়াছেন,

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯॥

সারার্থদর্শিনী

৮। অহো সৌভাগ্যগর্ব্বেণোন্মত্তেয়মস্মান্ন পশ্যতি তদেতাদৃশসৌভাগ্যরহিতা এতৎসপত্নীর্মাদৃশীরিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যন্যতো গত্বা আহুঃ—মালতীতি। যুষ্মৎপুষ্পাবচয়নার্থং যৎকরেণ স্পর্শস্তেন বর্ষা শরদতিপ্রফুল্লত্বলিঙ্গেন মালতীজাত্যোরবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ॥

মূলানুবাদ

৯। হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, হে অসন, হে কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, ও অপর অন্যান্য বৃক্ষ সকল, পরার্থে তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ; বিশেষতঃ তোমরা যমুনার উপকূলে বাস করিয়া তীর্থবাসী হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গিয়াছেন আমাদিগকে বলিয়া দাও। আমরা তাঁহার বিরহে জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইত্যাদি। ভাবার্থ এই, হে মালতি! হে মল্লিকে! তোমাদের অঙ্গে যখন মাধবের করস্পর্শ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তখন তোমরা যে তাঁহাকে দেখিয়াছ, ইহা অসম্ভব নহে। এইজন্য বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমরা কি মাধবকে দেখিয়াছ? করস্পর্শের কারণ কি? পুষ্পপ্রিয়ত্ব-হেতু, মাধবের ন্যায় মাধব। অর্থাৎ মাধব (বসন্ত) যেমন পুষ্পপ্রিয়, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ পুষ্পপ্রিয়; এজন্য তিনি স্বয়ং শ্রীহস্তে তোমাদের শাখাগ্র হইতে উৎকৃষ্ট পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। 'যাতঃ'—গিয়াছেন। আমাদের দুঃখ সমান বলিয়া তাহা বলা উচিতই, এই অভিপ্রায়। অর্থাৎ মাধব যেমন তোমাদের অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তেমনি আমাদিগকেও দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। এই প্রকারে পুষ্পিনী দাসীগণের অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নখক্ষতাদি চিহ্ন সূচনা দ্বারা ঈর্ষাযুক্ত নর্ম্ম (পরিহাস) অভিপ্রেত হইয়াছে॥ ৮॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৮। অহো! এই তুলসী স্বীয় সৌভাগ্য-গর্ব্বে উন্মত্তা হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পাইল না। আমরা এতাদৃশী সৌভাগ্যরহিতা, সুতরাং আমাদের প্রতি সাপত্ন্যভাববশতঃ তুলসী শ্রীকৃষ্ণের কথা জানিলেও আমাদিগকে বলিবে না। গোপীগণ এই ভাবিয়া মালতী, জাতী, মল্লিকা, যূথিকা প্রভৃতি পুষ্পিনীগণের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'মালতীতি'

ভাবার্থদীপিকা

৯। ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং সন্তর্পকা এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি। চূতাম্রয়োরবান্তরজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োশ্চ। হে চূতাদয়ঃ যেঽন্যে চ পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে। যমুনোপকূলাস্তস্যাঃ কূলসমীপে বর্ত্তমানাঃ তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ। তে ভবন্তো রহিতাত্মনাং শূন্যচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৯। শ্রীকৃষ্ণদাস্য এতাঃ শঙ্কয়া তং বত ন কথয়েয়ুরিতি মুনিপ্রায়ত্বেনাপ্তান্যান্ পৃচ্ছন্তি—চূতেতি; চূতো লতাজাতিঃ, আম্রো বৃক্ষজাতিঃ। পূর্ব্বত্রৈব নতাম্রে কবিভির্লতাত্বং প্রযুজ্যতে, মধ্যদেশাদৌ লতাকারাশ্চ তে দৃশ্যন্ত ইতি, নীপশ্চ 'নীপো ধূলিকদম্বে স্যাৎ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ, পরাগপ্রধানো মহাপুষ্পোঽসৌ জ্ঞেয়ঃ। প্রিয়ালঃ, অস্যৈব বীজং চারুবীজতয়া খ্যাতং ভুজ্যতে. পনসঃ কণ্টকিফলঃ, অসনঃ পীতসালঃ কোবিদারো

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৯। এই বৃক্ষসকল ফলাদি দানে সর্ব্বপ্রাণীর তৃপ্তি বিধান করে, ইহারা কৃষ্ণকে দেখিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে চূত! ইত্যাদি। চূত ও আম্র ইহাদের যেরূপ অবান্তর জাতি ভেদ আছে, সেইরূপ কদম্ব ও নীপ, ইহাদের ভেদ আছে। হে চূতাদি অন্যান্য বৃক্ষসকল! তোমরা পরের উপকার সাধন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়া যমুনার কুল সমীপে আশ্রয় লইয়া তীর্থবাসী হইয়াছ, আমরা আত্মহারা—আমাদের হৃদয় শূন্য হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া দাও।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৯। শ্রীকৃষ্ণের দাসী ইহারা, ভয়ে তাঁহার কথা বলিবে না, এজন্য মুনির মত বলিয়া আপ্ত অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'চূত' ইত্যাদি। 'চূত'—লতাজাতি, আম্র—বৃক্ষজাতি। পূর্ব্বদেশে কবিগণ নত আম্রে লতা শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মধ্যদেশাদিতে লতার আকারে আম্রবৃক্ষ দেখা যায়। নীপ—ধূলিকদম্ব। ইহা বিশ্বপ্রকাশে উক্ত আছে। আর যে পুষ্পের পরাগ বেশী ও আকারেও বড়, তাহাকে 'কদম্ব' বলে। 'প্রিয়াল' ইহার বীজ চারুবীজরূপে খ্যাত, খাওয়া যায়। 'পনস' কণ্টকী ফল (কাঁঠাল)। অসন—পীতসাল,

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শ্লোকে। হে মালতি! শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পপ্রিয়, সুতরাং তিনি কি তোমাদের অঙ্গস্পর্শ পূর্ব্বক তোমাদের পুষ্পচয়ন করিয়া এবং তাহার দ্বারা তোমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া এই পথে গিয়াছেন? বর্ষা-ঋতুতে মালতী প্রস্ফুটিত হয়, এস্থলে শরৎকালেও প্রফুল্ল মালতী উল্লেখ-হেতু জাতির অবান্তর ভেদ জানিতে হইবে। ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

যুগপত্রকঃ কোয়িলাব ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ, কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়মর্কোঽতিনিকৃষ্টোঽপি পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। নন্বু যুষ্মান্ প্রতি তৎকথনেন কিমস্মৎপ্রয়োজনম্? তত্রাহুঃ—পরেতি। অত্র শ্রীস্বামিপাদ-মতে ভবকা ইতি ইকার-রহিতঃ পাঠঃ, ভবো জন্মেতি ব্যাখ্যানাৎ। বহুব্রীহৌ কঃ, ইকারযুক্তপাঠস্তু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ততশ্চ ভবিকং মঙ্গলমভ্যুদয় ইত্যর্থঃ, তস্যাপ্যর্থঃ স এব, তথাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং, ন তু বঞ্চনীয়মিতি ভাবঃ। উপ সমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলাঃ, যমুনায়া উপকূলা যমুনোপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। নন্বু স্বয়মেব যুষ্মাভিরন্বিষ্য গৃহ্যতামিত্যাশঙ্ক্য নিজার্ত্তি-জ্ঞাপনেন কৃপাং জনয়ন্ত্যঃ সকাতর্য্যমাহুঃ—রহিতাত্মনাং বিরহ-হতজ্ঞানানামিত্যর্থঃ; অতো মৃতপ্রায়াঃ স্বয়মন্বেষ্টুং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সর্ব্বেষু প্রায়ো দর্শনং পৃষ্টম্, এষু তু পূর্ব্বপূর্ব্বেষু প্রত্যুত্তরালাভেন চাতুর্য্যান্নিশ্চিতৈরেব কেবলং তদ্বর্ত্মোদ্দেশ-প্রার্থনম্ ॥৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কোবিদার—যুগপত্রক। 'কোয়িলাব' নামে বিন্ধ্যাদিদেশে প্রসিদ্ধ। কাঞ্চনার তুল্য (রক্তকাঞ্চন) কাঞ্চনার ভেদ। অর্ক—এই অর্ক অতি নিকৃষ্ট হইলেও ইহার নিকট জিজ্ঞাসা করাতে ব্রজবমণীগণের উৎকণ্ঠার আধিক্য স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যেক বৃক্ষের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন্‌পথে গিয়াছেন তাহা বলিয়া দাও। যদি বল, তোমাদের নিকট তাহা বলার কি প্রয়োজন? তাহাতে বলিতেছেন, 'পর' ইতি। অর্থাৎ পরের উপকারের জন্যই যে তোমাদের জন্মগ্রহণ! মূলে 'পরার্থভবকাঃ' পাঠ আছে। শ্রীল স্বামীপাদের মতে 'ভবকাঃ' এইরূপ 'ই'কার রহিত পাঠ। কারণ 'ভব' শব্দে জন্ম অর্থ করিয়াছেন। বহুব্রীহি সমাসে 'ক'এর পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর ইকারযুক্ত পাঠ অর্থাৎ 'ভবিকাঃ' পাঠ সর্ব্বত্র দেখা যায়। তাহাতে 'ভবিক'—মঙ্গল —অভ্যুদয়, এই অর্থ। তাহারও অর্থ সেই। অর্থাৎ উভয়ত্র তাৎপর্য্য সমান। পরের উপকারের জন্য এই সকল বৃক্ষের জন্ম, তাহাতে আবার তপস্যার নিমিত্ত যমুনার উপকূল আশ্রয় করিয়া তীর্থবাসী হইয়াছে, সুতরাং ইহারা সত্যবাদী ও কৃপালু, অতএব সত্যই বলিবে—বঞ্চনা করিবে না, এই অভিপ্রায়ে বৃক্ষগণকে বলিলেন, তোমরা পথ দেখাইয়া দাও। 'যমুনোপকূলা'—উপ—সমীপে কূল যাহাদের, তাহারা উপকূল, যমুনার উপকূল। এই বিগ্রহ। যদি বল, তোমরা নিজেরাই অন্বেষণ করিয়া গ্রহণ কর, এই আশঙ্কা করিয়া নিজেদের আর্ত্তি জানাইয়া কৃপা উৎপাদন করত কাতরতার সহিত বলিতেছেন—'রহিতাত্মনাং' বিরহে আমাদের জ্ঞান হত হইয়াছে, এই অর্থ। অতএব মৃতপ্রায়া আমরা নিজে নিজে অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইতেছি না, এই অভিপ্রায়। পূর্ব্বে সকলের নিকট প্রায় দর্শনের কথা প্রশ্ন করিয়াছেন। আর ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-

সারার্থদর্শিনী

৯। অহো এতাঃ স্বসপত্ন্যাস্তুলস্যাস্তস্মাৎ কৃষ্ণাচ্চ ভীত্যা জানন্তোঽপি ন ব্রুবতে তদলমেতাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিতান্যতো গত্বা সত্যমিমে এব যমুনাতীর্থবর্ত্তিনো নিস্পন্দত্বেনৈবানুমীয়মানবিষ্ণুস্মরণবন্তো ভবন্ত্যতো ন মৃষা বদিষ্যন্তীতি বিশ্বস্যাহু,—চূতেতি। চূতাম্রয়োর্লতাবৃক্ষজাতিত্বেন ভেদঃ। নীপো ধূলিকদম্বো বৃহৎপুষ্পঃ কদম্বঃ ক্ষুদ্রপুষ্পোঽতিসুগন্ধঃ। প্রিয়ালঃ শালভেদঃ আসনঃ পীতশালঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ। অর্কো নিকৃষ্টোঽপি গোপীশ্বরপ্রিয়ত্বাৎ তৎসমীপে সদা বর্ত্তমানঃ। অন্যে নারিকেলগুবাকাদয়ঃ তে ভবন্তঃ আত্মশূন্যানাং নঃ কৃষ্ণমার্গং কথয়ন্তু। নন্থ, কস্মৈ প্রয়োজনায় কথয়ামস্তত্রাহুঃ, পরার্থমেব ভবিকমভ্যুদয়ো যেষাং তে। যমুনা উপকূলে যেষাং তে ইতি গড়্বাদি ॥৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পূর্ব্বের নিকটে প্রত্যুত্তর না পাইয়া চাতুর্য্যবশতঃ নিশ্চয় করিয়াই কেবল তাঁহার পথের উদ্দেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রজরমণীগণ অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের নিকটে বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন তোমরা বলিয়া দাও। কিন্তু তাহারা প্রত্যুত্তর প্রদান করে নাই। সম্প্রতি চাতুর্য্যের সহিত কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথের উদ্দেশমাত্র প্রার্থনা করিলেন ॥ ৯ ॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৯। অহো! ইহারা স্বীয় সপত্নী তুলসী ও শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে (তাঁহার কথা জানিলেও) আমাদিগকে বলিবে না; সুতরাং এই পরতন্ত্রা মালতী প্রভৃতির নিকটে জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন নাই। এই মনে করিয়া গোপীগণ আম্রপনসাদি বৃক্ষগণের নিকট গমন করিলেন এবং ভাবিলেন, ইহারা যমুনাতীর্থবর্ত্তী হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতেছে—বোধ হয় শ্রীবিষ্ণুস্মরণবন্তই হইবে; সুতরাং ইহারা কখনও মিথ্যাকথা বলিবে না। এইরূপ বিশ্বাস করিয়া বলিলেন—'চূতেতি'। (চূত—আম্র হইলেও লতাজাতি এবং আম্র বৃক্ষজাতি। নীপ—ধূলিকদম্ব, ইহার পুষ্প বড়। কদম্ব—ক্ষুদ্রপুষ্প হইলেও অতি সুগন্ধ। প্রিয়াল—একপ্রকার শালবৃক্ষ। আসন—পীতশাল। কোবিদার—এক প্রকার কাঞ্চনবৃক্ষ। অর্ক—আকন্দ, ইহা নিকৃষ্ট বৃক্ষ হইলেও গোপীশ্বরপ্রিয়ত্ব হেতু তৎসমীপে সদা বর্ত্তমান। এইরূপ নারিকেল, গুবাক বৃক্ষাদির নিকটেও প্রার্থনা জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন, কৃপা করিয়া তাহার পথটি বলিয়া দাও, তাঁহার বিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য হইয়াছে। যদি বল, তোমাদিগকে সে কথা বলিব কেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে ভাবিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—পরের নিমিত্তই তোমাদের অভ্যুদয়, (পরার্থভবকাঃ) আমাদের নিমিত্ত তোমরা নিশ্চয় এ-কথা বলিবে তোমরা যমুনার উপকূলে বাস করিতেছ, সুতরাং তীর্থবাসী।

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০

ভাবার্থদীপিকা

১০। হে ক্ষিতি ক্ষিতে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যা ত্বং কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবা কেশবস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শেনোৎসবো যস্যাঃ সা। কুতঃ অঙ্গরুহৈরুৎপুলকিতা রোমাঞ্চিতা বিভাসি শোভসে। তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি। অপি কিময়মুৎসবোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবোঽধুনা তবৈকদেশাঙ্ঘ্রিস্পর্শসম্ভূতঃ। যদ্বা নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রম বিক্রমাৎ পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমণাৎ। আহো অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোঽপি পূর্ব্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি। অতস্ত্বয়া নূনং দৃষ্টস্তং দর্শয়েতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১০। এবং পদবী-প্রার্থনেন পদবী-স্মরণাদ্ভূমৌ দৃষ্টিং নিধায় তস্যাঃ সর্ব্বব্যাপকত্বেনাবশ্য তদ্দর্শনং সম্ভাব্য তস্যাং স্নিগ্ধদূর্ব্বাঙ্কুরাদ্যুদ্গমং পুলকজাতং মত্বা, তচ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাব্জস্য স্পর্শোৎসবেনৈব সম্ভাব্য তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতাং সূচয়ন্তাস্তস্যাঃ সৌভাগ্যমধিকং বর্ণয়ন্তি—কিন্তু ইতি। তপোঽত্র পুণ্যজনকং কর্ম্ম। অপীতি—

মূলানুবাদ

১০। হে ক্ষিতি, তুমি কি তপস্যা করিয়া এইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ? বোধ হয় কেশবের পদস্পর্শেই পুলকিতাঙ্গ হইয়া শোভা পাইতেছ? অথবা এই সৌভাগ্য উরুক্রমের পদস্পর্শ হইতে জন্মিয়াছে? কিংবা তাহারও পূর্ব্বে বরাহদেবের বপু সম্পর্কে জন্মিয়াছে?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১০। হে ক্ষিতে! তুমি কি তপস্যাই না করিয়াছ যে, শ্রীকেশবের পাদপদ্ম-স্পর্শসঞ্জাত আনন্দে রোমাঞ্চিতা হইয়া শোভিতা হইতেছ? ইহাই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই আনন্দ কি সেই শ্রীকেশবের পাদপদ্মের একদেশ স্পর্শে? অথবা কেবল তাহা নহে, কিন্তু পূর্বেও ত্রিবিক্রমের পদ দ্বারা সর্বাক্রমণ-হেতু? অথবা তাহাও নয়, ইহারও পূর্বে বরাহবপুর আলিঙ্গনসম্ভূত? (অহো! তুমি যখন এতাদৃশ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছ, তখন) তুমি নিশ্চয় শ্রীকেশবের দর্শন লাভও করিয়াছ, সুতরাং তাঁহাকে দেখাইয়া দাও।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১০। এইরূপে পথের উদ্দেশ প্রার্থনা দ্বারা পথের স্মরণ হওয়ায় ভূমিতে দৃষ্টি নিহিত করিয়া মনে করিলেন, এই ভূমি সর্ব্বব্যাপিকা; এই কারণে অবশ্য তাঁহার দর্শন সম্ভাবনা করিয়া, বিশেষতঃ ভূমিতে স্নিগ্ধ দূর্বাঙ্কুরাদির উদ্গমকে পুলকসমূহ মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের স্পর্শজনিত আনন্দেই সেই পুলকের সম্ভাবনা করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অঙ্ঘ্রিসম্ভবোঽয়মুৎসবঃ। অপি কিং 'ত্রেধা বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইতি শ্রুতি বর্ণিতস্য ত্রিবিক্রমস্য লোকত্রয়াক্রমণার্থং প্রকটিতৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণোশ্চরণবিক্ষেপেণ সর্ব্বাক্রমণাদ্ভবঃ, অপি তু নৈব, তদানীমীদৃশোৎসবশোভাবিশেষাসম্পত্তেঃ। আহো ন ভবতু বা পাদস্পর্শমাত্রাৎ, তদুদ্ধারার্থং প্রকটিত-মহাবরাহমূর্ত্তের্ভগবতঃ সাক্ষাৎসম্ভোগেঽপি ন সিদ্ধ ইত্যাহুঃ—আহো ইতি। যদ্বা, তপ এব বিকল্পয়ন্তি—কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শসম্ভব উৎসবস্ত্রিবিক্রমপাদস্পর্শাৎ কারণাৎ, কিংবা বরাহমূর্ত্তিপরিরম্ভণেন কারণেন বভূব, তৎ কথয়েতি শেষ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য তং তমতিক্রম্য মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ, অতস্তদ্বিরহং কথং সহেমহীতি। কিংবা ত্বং পরমসুভগা বয়ং চ তদ্রহিতা দুর্ভগা এবেতি কৃপয়া তৎপদবীং সম্যক্ দর্শয়েতি ভাবঃ॥ ১০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সূচনা করত সেই ভূমির সর্ব্বাধিক সৌভাগ্য বর্ণন করিতেছেন—'কিন্তু' ইত্যাদি। হে পৃথিবি! তুমি কিরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া এইরূপ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছ? এখানে 'তপ' বলিতে পুণ্যজনক কর্ম্ম। 'অপি'—অঙ্ঘ্রি-সম্ভব পদস্পর্শ হইতে উৎপন্ন এই উৎসব। 'অপি'—কিং ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' ইত্যাদি। অর্থাৎ তোমার এই আনন্দোৎসব কি সম্প্রতি কৃষ্ণচরণস্পর্শেই প্রকাশ পাইয়াছে? অথবা শ্রুতি-বর্ণিত উরুক্রমের বিক্রমে? অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরমৈশ্বর্য্য প্রকটন পূর্বক পদবিক্ষেপে লোকত্রয় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় তোমার অঙ্গে চরণস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই চরণস্পর্শেই কি তোমার ঈদৃশ আনন্দোৎসব? কিন্তু এতাদৃশ শোভাবিশেষ তৎকালে ছিল না। অথবা পাদস্পর্শমাত্র হইতে না হউক, তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহমূর্ত্তি প্রকটনকারী ভগবানের সাক্ষাৎ-সম্ভোগেও এই পুলক সিদ্ধ হয় নাই অর্থাৎ এতাদৃশ আনন্দোৎসবের অধিকারী হও নাই। ইহা বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি। অহো! তাহারও পূর্ব্বে বরাহদেবের আলিঙ্গনে? অথবা তপস্যারই বিকল্প করিতেছেন—কেশবের পদস্পর্শজনিত উৎসব? কি ত্রিবিক্রমের পদস্পর্শ হইতে? অথবা বরাহমূর্ত্তির আলিঙ্গনে যে তপস্যা বা পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলে, সেই তপস্যার ফলেই কি শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শজনিত আনন্দোৎসব? ইহার দ্বারা ত্রিবিক্রম ও বরাহদেবকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবিশেষ সূচিত হইয়াছে। অতএব তাঁহার বিরহ কি করিয়া সহ্য করিব? কিংবা তুমি পরম সুভগা (সৌভাগ্যবতী), যেহেতু তাঁহার চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছ; কিন্তু আমাদের তাহা নাই, আমরা দুর্ভাগাই। অতএব কৃপা করিয়া তাঁহার মার্গ সম্যক্ প্রদর্শন কর, এই অভিপ্রায়॥ ১০॥

সারার্থদর্শিনী

১০। অহো কিমেতে বিষ্ণুসমাধিমত্ত্বাদস্মৎপ্রশ্নং ন শৃণ্বন্তি কিম্বা তীর্থবাসিনোঽপ্যমী কঠোরা এব যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হংহো কে জানন্তি কে বা তং ন জানন্তীত্যনিশ্চিততত্ত্বাস্তীর্থবাসিনোঽমী কথং বৃথা নিন্দ্যন্তে। যো জনস্তমপশ্যৎ জানাত্যেবেতি নিশ্চিততত্ত্বো ভবতি স পৃচ্ছ্যতামিতি কয়াচিদুক্তে প্রিয়সখি স এব জনঃ খলু কস্তং কিং ত্বং জানাসীতি সর্ব্বাভিঃ পৃষ্টা সা তর্জ্জন্যা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব ত্বং ব্রূষে যত্র তত্র স বর্ত্ততে সা পৃথিব্যেবেতি পৃথিব্যা অন্যাস্তদ্বিচ্ছেদো নাস্তীতি কৃতস্তু পিতৃবর্গ-সখিবর্গ-প্রেয়সীবর্গ-দাসবর্গেভ্যোঽপি বিরহদুঃখানভিজ্ঞত্বাৎ পৃথিব্যেব ধন্যেভ্যতোঽস্যাং পূর্ব্বপূর্ব্বেধিব প্রশ্নো ন ঘটতে। কিন্ত্বস্যাঃ প্রাচীনং তপ এব জিজ্ঞাস্যং? যৎ কৃত্বা কৃষ্ণবিরহাত্যন্তাভাববত্যো বয়মপি ভবাম ইতি বিমৃশ্য পৃচ্ছন্তি কিমিতি। হে ক্ষিতি, ক্ষিতে, ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যতস্ত্বং কেশবস্যাঙ্ঘ্রি-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১০। অহো! ইহারা বিষ্ণুসমাধিমগ্ন বলিয়াই কি আমাদের প্রশ্ন শুনিতে পাইতেছে না? কিংবা তীর্থবাসী ইহারা কঠোর প্রকৃতি; যেহেতু কিছুই বলিতেছে না। হায়! এই তীর্থবাসী সকলের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে জানে, কেহ বা জানে না; ইহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? ইহা অনিশ্চিত তত্ত্ব; সুতরাং বৃথা আমরা তীর্থবাসীগণের নিন্দা করিতেছি। যে তাহাকে দেখিয়াছে, সে তাহাকে জানে, ইহা নিশ্চিত এবং তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য,—এই প্রকার কোন সখী বলিলে, সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়সখি! বল দেখি, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছে, এখানে এমন কে আছে? তাঁহাকে কি তুমি দেখিয়াছ? যদি জান, তাহা হইলে আমাদিগকে বলিয়া দাও। সকলে এই প্রকার বলিলে, সেই সখী তর্জ্জনী দ্বারা পৃথিবীকে দেখাইয়া দিলেন; তখন সকলে বলিয়া উঠিলেন,—সখি! সত্যই তুমি বলিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানেই যান না কেন, তিনি এই পৃথিবীতেই আছেন। এই পৃথিবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কদাচ বিচ্ছেদ নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবর্গ, সখাবর্গ, প্রেয়সীবর্গ ও দাসবর্গকেও কোন না কোন সময়ে বিরহদুঃখ ভোগ করিতে হয়; কিন্তু পৃথিবীর কখনই শ্রীকৃষ্ণবিরহ হয় নাই; সুতরাং ইহাঁদের তুলনায় পৃথিবী বিরহদুঃখবিষয়ে অনভিজ্ঞা হেতু ধন্যা। অতএব পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সেরূপ ইহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব না। কেননা কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা তাহার তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহা হইলে কি ইহার প্রাচীন তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা করিব? কেননা, যে তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ ভোগ করিতে হয় না; সুতরাং তাহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সেই তপস্যার বলে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বিরহদুঃখভোগ করিতে হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তপস্যার কথা

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১১॥

সারার্থদর্শিনী

স্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা ত্বং বিভাসি যতোঽঙ্গরুহৈস্তৃণাঙ্কুরৈরুদ্গচ্ছদ্ভিরুৎপুলকিতা উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা যত্র তত্র স বর্ত্ততে তবৈব ত্বামভ্যুভ্যাং স্পৃষ্ট্বৈব তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখং তব রাত্রিন্দিবং ব্যাপ্যৈব যতোঽভূত্তপো বক্তুমর্হসি বয়ং বিরহিণ্যো দুর্ভগাস্তচ্ছ্রুত্বাপি কৃতার্থীভবাম ইতি ভাবঃ। তদক্রূরাণাং তামভিলক্ষ্য পুরাবৃত্তস্মরণাৎ স্বয়মেবাভ্যুহন্তি অপীতি। উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমদেবস্য বিক্রমাৎ যোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিঃ; ভূপ্রাপ্তৌ সংপূর্ব্বঃ তত্র তদীয়মহাভারসহনলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে পাদপূরণে বা। অহোস্বিৎ মহাবরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন তদীয়দৃঢ়পরিরম্ভণোত্থপীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণং বত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। অন্যাভির্দুর্ল্লভং তবৈতদুৎসবপ্রাপ্তিসাধনং যত্তপস্তদপি স্ত্রিয়াস্তবপুরুষসঙ্গলক্ষণত্বাৎ সুখময়মেবেতি নাস্তি ত্বত্তোঽন্যা ধন্যেতি ভাবঃ ॥১০॥

মূলানুবাদ

১১। সখি হরিণপত্নীগণ! তোমাদের শোভন-নয়ন দেখিয়া অনুমান হইতেছে, আমাদের অচ্যুত তোমাদের নয়নের তৃপ্তিসাধন করিয়া প্রেয়সীর সহিত এইদিকে আসিয়াছিলেন। তাহা না হইলে এইস্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গসঙ্গজনিত কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালার পরিমল প্রকাশিত হইবে কেন?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

জিজ্ঞাসা করিতেছেন---কিমিতি। হে ক্ষিতে! তুমি কি তপস্যা করিয়াছ যে, শ্রীকেশবের পাদপদ্ম-স্পর্শজনিত মহা উৎসব উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ? তাহা তোমার স্নিগ্ধ তৃণাঙ্কুর-উদ্গমছলে উৎকৃষ্ট পুলকযুক্ত দেহ দেখিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ কখনই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনি যেখানেই থাকুন বা গমন করুন, তুমি তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়াই রহিয়াছ। এই প্রকারে দিবারাত্রি তুমি শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ উপভোগ করিতেছ; সুতরাং আমাদের অপেক্ষা অতিশয় সৌভাগ্যবতী; কিন্তু আমরা বিরহিনী—তাহা লাভ করিতে পারি নাই। বল দেখি, আমাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে? পৃথিবীর পূর্ব ইতিবৃত্ত স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমার এই আনন্দোৎসব কি সম্প্রতি কৃষ্ণচরণ স্পর্শ জন্য হইয়াছে অথবা শ্রীভগবান ত্রিবিক্রমরূপে তোমার অঙ্গে চরণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই চরণধারণরূপ মহাভারসহনলক্ষণ তপস্যা দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে? অথবা তাহারও

ভাবার্থদীপিকা

১১। হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ অপীতি। হে সখি এণপত্নি অপি কিমু উপগতঃ সমীপং গতঃ। গাত্রৈঃ সুন্দরৈর্মুখবাহ্বাদিভিঃ। প্রিয়য়া সহেতি যদুক্তং তত্র দ্যোতকম্। কান্তায় অঙ্গসঙ্গস্তেন তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুসুমস্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১১। অথাত্রেতি বিচার্য্যতে—কামপ্যাদায় শ্রীভগবান্ অন্তর্হিতঃ? ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং যন্মুনীন্দ্রঃ স্বয়ং ন স্ফুটমুক্তবান্, তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—সংস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি, তথা সৎস্বপি নানাতত্তৎপরিকরেষু শ্রীব্রজবাসীষ্বেব স ইতি, তথা সংস্বপি তেষু ব্রজদেবীষ্বেব ততোঽপ্যধিকতরঃ স ইতি, রহস্যং সর্ব্বেঽপি জ্ঞাতবন্ত এব; কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ, তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব অস্যাঃ পরমরহস্যায়াস্তদেতত্তু সাক্ষাজ্জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচতি,

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১১। নয়নের প্রসন্নতা দেখিয়া হরিণীগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভাবনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অপীতি। হে সখি হরিণপত্নি! স্বীয় সুন্দর মুখবাহু প্রভৃতি অঙ্গদ্বারা তোমাদের নয়নের আনন্দবিধান করত প্রিয়ার সহিত গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ এই বনে আসিয়াছেন কি? 'প্রিয়ার সহিত' এই বাক্যে স্পষ্টই দ্যোতনা করিতেছেন যে, কান্তার অঙ্গসঙ্গহেতু তদীয় কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের কুন্দপুষ্পমালার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১১। অনন্তর এবিষয়ে বিচার করা হইতেছে। (শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—) 'শ্রীভগবান কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন' কিন্তু শ্রীভগবান যে তাঁহার কোনও প্রেয়সীর সহিত অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট বলেন নাই; অথচ তিনি জানিতেন যে, ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। ইহাতে তাঁহার এই অভিপ্রায়—শ্রীভগবানের বহু আবির্ভাব থাকিলেও আমার স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নামক আবির্ভাবেই বিশেষ আগ্রহ, সেইরূপ (শ্রীভগবানের) নানা পরিকর থাকিলেও শ্রীব্রজবাসিগণেই আগ্রহ, সেইরূপ ব্রজবাসিগণ বহু থাকিলেও তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীব্রজদেবীগণের প্রতিই অধিকতর আগ্রহ, এই রহস্য সকলে জানিয়াছেন; কিন্তু ব্রজদেবীগণ বহু থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকার প্রতি আগ্রহবিশেষ জানিতে

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

পূর্ব্বে মহা বরাহ মূর্ত্তির সাক্ষাৎ দৃঢ় পরিরম্ভণ হইতে উত্থিত পীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণ তপস্যার ফলে হইয়াছে? এই প্রকারে ব্রজদেবীগণ নিজেরাই সম্ভাবনা করিয়া দুইপ্রকার তপস্যার উল্লেখ করিলেন। পরন্তু এতদৃশ উৎসবপ্রাপ্তিলক্ষণ তপস্যা বা সাধন অন্যের পক্ষে দুর্লভ। ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মচ্চিত্তং জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি, তস্মাদস্যাঃ সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ, তদা নাম তু তস্যাঃ সাক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ। এতস্যাস্তৎ পুনরাস্তাম্, অন্যাসামপি ন। কিঞ্চ, ব্যঞ্জনাবৃত্তিরেব সর্ব্বত্র নানারসপ্রকাশিনী, ন তু মুখ্যা; সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমভ্যুদয়তে, তদাতীব চমৎকারিণী স্যাদিতি; তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং সখীদ্বারেদং জ্ঞাপয়তি। যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্ত-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পারেন নাই। এই যে আমার আগ্রহ-তারতম্য, তাহা তাঁহাদের উৎকর্ষ-তারতম্য বশতই। ইহা পরম রহস্যময় বলিয়া সেই উৎকর্ষ-তারতম্য সাক্ষাৎ জানাইতে আমার চিত্ত সঙ্কোচবোধ করিতেছে; আবার না বলিলেও জ্ঞানখলতা আসে, এই ভয়ে জানাইতেও ইচ্ছা করিতেছে।

সেই কারণে ইহাঁর সখীগণের বাক্য হইতে সেই বিষয় প্রতীতি না হইলে প্রতিপক্ষ-গণেরও বাক্য হইতে ব্যঞ্জনাবৃত্তিতেই অবসরক্রমে মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিব। তাহা হইলেও তাঁহার নাম সাক্ষাৎ বলিব না। ইঁহার নাম থাকুক, অন্যেরও নাম বলিব না। আরও, ব্যঞ্জনাবৃত্তিই সর্ব্বত্র নানা রস প্রকাশ করে, মুখ্যবৃত্তি করে না। আবার সেই প্রসঙ্গ অবধারিত হইলে বিশেষ ব্যঞ্জনার নিমিত্ত যদি অভ্যুদিত হয়, তাহা হইলে অতীব চমৎকার হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে প্রথমে সখীর দ্বারা ইহা জানাইতেছেন।

[তাৎপর্য্য এই, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশুকদেবের উপাস্য এবং তাঁহার লীলাদি বর্ণনেই বিশেষ আগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ আবার নানা পরিকরের সহিত নানাবিধ লীলা করিলেও তিনি স্বয়ংরূপে ব্রজবাসিগণের সহিত যে লীলা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অধিক আগ্রহ। আবার সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাবিশেষেই তাঁহার অধিকতর আগ্রহ। এই মধুর রসের লীলাকথা তিনি স্থানে স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই রহস্য সকলে অবগত আছেন; কিন্তু সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে পরমমুখ্যা শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বথা পরম রহস্যময় লীলা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার অধিকতম আগ্রহ এবং এই নিগূঢ় রহস্যময় লীলার কথা তিনি পূর্ব্বে কোন স্থানে বলেন নাই; সুতরাং তাহা কেহই অবগত নহেন। প্রেমাধিক্য নিবন্ধন ভক্তগণের মধ্যে উৎকর্ষের তারতম্য অনুসারেই শ্রীশুকদেবের আগ্রহের তারতম্য ঘটিয়াছে। আবার এই নিগূঢ় লীলা মধুর রসাশ্রয়ী ভক্ত ব্যতীত শান্তাদি ভক্তগণের অনুপযোগী অর্থাৎ বর্ণয়িতব্য মধুর রসের প্রাধান্যানুসারে অবান্তর বহুবিধ স্বভাবভেদ থাকায় এবং সংস্কারবিহীন শ্রোতাদের নিকট প্রকাশের অযোগ্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

হিতস্তদা তস্যাঃ সখ্যস্তু সংশয়ানা এবাসন্, কিন্তু কেবল-বলানুজান্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিত্বেঽপি কিঞ্চিদুন্মাদধারিত্বেঽপি তন্মিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়া পৃথগবস্থিত-স্বযূথতয়া তদবধানদূরস্ফুরদীহাঃ সত্যঃ পর্য্যটিতবত্যো বক্ষ্যমাণং তৎপাদচিহ্নদর্শনং বিনাপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদুপলব্ধবত্যশ্চ। তথা হি তাসাং বাক্যম্—অপ্যেণপত্নীতি। অত্রাখণ্ডস্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিয়া এই পরম রহস্যময় লীলা বর্ণনে শ্রীশুকদেব সঙ্কুচিত হইতেছেন। আবার উপযুক্ত শ্রোতার নিকট প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানখলতা হয়। এই ভয়ে তাঁহার বর্ণনেরও ইচ্ছা হইতেছে।]

তাৎপর্য্য এই—শ্রীল শুকদেব নিজ বচনে ঐ রহস্য ব্যক্ত না করিয়া লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার স্বপক্ষা সখীগণের বচনে, তাহাতেও প্রতীতি না হইলে তাঁহার প্রতিপক্ষা ব্রজরমণীগণের বাক্যে এবং শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে নিজে আবেশবশতঃ কদাচিৎ কিছু প্রকাশ করিলেও শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের নাম স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেন নাই। শ্রীরাধা কিংবা অন্য কোন ব্রজদেবীর নাম সাক্ষাৎভাবে উল্লেখ না করিলেও শ্লেষে বা শব্দের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। আরও, এই ব্যঞ্জনাবৃত্তিই সর্ব্বত্র নানারস প্রকাশিনী, অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যে অর্থ ব্যঞ্জিত বা বোধগম্য হয়, তাহা অভিধাবৃত্তির বাচ্যার্থেও হয় না। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে অসাধারণ চমৎকারিত্বেই রসাত্মকত্ব সূচিত হয়, মুখ্যবৃত্তিতে তাহা হয় না। তাহাতে আবার যদি উক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তি কোন অবধারিত প্রসঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য অভ্যুদয় হয়, তাহা হইলে উহা অতিশয় চমৎকারিণী হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীল শুকদেব প্রথমতঃ স্বপক্ষা সখীগণের দ্বারা জানাইতেছেন।

যে কালে শ্রীরাধিকাকে লইয়া শ্রীভগবান সহসা অন্তর্হিত হইলেন, তখন শ্রীরাধিকার সখীগণ সংশয় করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এই রহস্য জানেন না, তাঁহারা কেবল বলানুজ শ্রীকৃষ্ণেরই অন্বেষণে তৎপরা ছিলেন। শ্রীরাধিকার সখীগণ তাঁহাদের সহিত বিচরণ করিলেও অর্থাৎ মিলিত হইলেও বা কিঞ্চিৎ উন্মাদিনী হইলেও এই সখীগণ পৃথকভাবে স্বযূথে থাকিয়াই সেই যুগলের অন্বেষণে ব্যগ্র থাকায় এবং নিজের যূথ পৃথক অবস্থিত হওয়ায় ইঁহাদের বাহ্য চেষ্টা দেখিয়া অন্য গোপীগণ জানিতে পারেন নাই যে, ইঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতেছেন। তাঁহারা পর্য্যটন করিতেছিলেন এবং বক্ষ্যমাণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন বিনাও কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ উপলব্ধিও করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আছেন। তাঁহাদের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যনুমোদনব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপদ্যতে। ততঃ সখ্যমেবাসাং তন্নিথুনমনুলক্ষ্যতে, তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা চ তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনায়াম্। তদিদং সম্ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অপীতি প্রশ্নে। তদেতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিন্তৎ? তত্রাহুঃ— হে সখি! অচ্যুতো বো যুষ্মাকমুপগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ। নন্বু বনবিহারিণস্তস্য বন্যানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যম্? তত্রাহুঃ—প্রিয়য়া সহেতি। নন্বু তৎ খল্বাশ্চর্য্যমেব, কিন্তু যত্র তস্য দর্শনং, তত্র তস্যাঃ সহযোগেন কিমাশ্চর্য্যমধিকং সুখং নাম তত্রাহুঃ— তয়ৈব সহ গাত্রৈস্তাদৃশানন্দব্যঞ্জকনানানুভাববিচিত্রৈরঙ্গৈর্বো যুষ্মাকং ভবত্যা ভবৎসম্বন্ধিনীনাঞ্চ দৃশাং সুনির্বৃতিং কেবলস্য তস্য দর্শনাদপি তৎসাহিত্যদর্শনে পরমানন্দং তন্বন্ বিস্তারয়ন্নিতি ভদিদঞ্চ নাস্মাসু গোপয়িতুমর্হসি, বয়ং হি তদন্তরঙ্গ ধর্ম্মবিদঃ সহচর্য্যস্তদ্গন্ধবাহমাত্রেণাপি তদীয়ং সর্বং জ্ঞাতুং শক্নুম ইত্যাহুঃ—কান্তাঙ্গেতি। প্রথমং তাবৎ কুলপতেস্তস্য তত্র কান্তায়াস্তস্যাস্তত্র তদঙ্গসঙ্গস্য তত্র তৎকুচসঙ্গি-কুঙ্কুমস্য, তত্র চ তল্লিপ্তকুন্দস্রজঃ স এষ গন্ধঃ স্ফুটমত্রায়াতি। স চাভ্যন্তরাদস্মাভিরুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অথ দ্রষ্টৃ-দৃষ্টি-দৃশ্য-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বাক্যই তাহা প্রমাণ করিতেছে—'অপ্যেণ পত্নী' শ্লোকে। হে সখি হরিণপত্নীগণ! আমাদের অচ্যুত তোমাদের নয়নের তৃপ্তি সাধন করত প্রিয়ার সহিত কি এই স্থানে আসিয়াছিলেন? এই শ্লোকের সমস্ত বাক্যই অনুমোদনব্যঞ্জক। আর দর্শনোৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীরাধিকার সখীগণ এইভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহা 'প্রিয়য়া' (প্রেয়সীর সহিত মিলিত) এই বাক্যেই প্রতীতি হয়। 'অপি' শব্দ সম্ভাবনায় কিংবা প্রশ্নেও হইতে পারে। তাহাতেই বলিয়াছেন—হে সখি! অচ্যুত কি তোমাদের সমীপে আসিয়াছিলেন? যদি বল, তিনি বনবিহারী, আমরা বনচরী, সুতরাং তাঁহার যে আমাদের নিকট আগমন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাতেই বলিলেন, 'প্রিয়য়া'—প্রিয়ার সহিত, তিনি একাকী অনেকবারই আসিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি প্রিয়ার সহিত। 'গাত্রৈঃ'—তাদৃশ আনন্দব্যঞ্জক মনোহর স্বীয় অঙ্গগন্ধদ্বারা তোমাদের নেত্রের নিরতিশয় আনন্দ বিধান করত এই বনে আসিয়াছেন কি? যেহেতু এইস্থানে গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার অঙ্গ সংস্পর্শে তাঁহার স্তনলিপ্ত কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মালার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ইহা আমাদের নিকট গোপন করিতে পারিবে না। আমরা তাঁহার অন্তরঙ্গ এবং তাঁহার ধর্ম্মও জানি। আমরা তাঁহার সহচরী, সুতরাং তাঁহার অঙ্গসঙ্গ অনুভব করিতে পারি ও তাঁহার সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারি। ইহাতেই বলিলেন—'কান্তাঙ্গ' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের কান্তাঙ্গ এবং কান্তার কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত-কুন্দমালা-গন্ধবাসিত বনভূমিতে প্রসন্ননয়না হরিণীগণ নিজ নিকটে প্রিয় সঙ্গ-সুখাস্বাদনরত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে পরিপূর্ণা হইয়াছে। এতদ্বারা দ্রষ্টা, দৃষ্টি ও

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রশংসয়া তদনুমোদনব্যঞ্জকপদানামর্থঃ। অতএব প্রথমমপীতি সকাকুসম্ভাবনগিরা তত্রোৎকণ্ঠাং ব্যনক্তুঃ। এণপত্নীতি জাত্যৈব দৃষ্টিপ্রশংসা। এণপত্নীত্যনেন 'পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগঃ' ইতি পাণিনিসূত্রেরেণানাং যাজ্ঞিকত্বং, তস্যা যজ্ঞপত্নীত্বং ব্যঞ্জিতমিতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। উপগতঃ সমীপমপি প্রাপ্ত ইতি তদ্ভাগ্যপ্রশংসা, তত্রাপি প্রিয়য়েতি দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্দ্বয়োরপি প্রশংসাতিশয়ঃ। গাত্রৈর্মিথঃ সঙ্গমেনাসাধারণত্বাং প্রাপ্তৈরিতি পূর্ব্ববদেব 'তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্ব্বৃতিম্' ইত্যেভির্দৃষ্টেশ্চ তদতিশয়ঃ। অচ্যুত ইতি—প্রিয়য়া সহ বিচাররাহিত্যেন পুনর্দৃশ্যপ্রশংসা; ব ইতি—যত্র ভবতীদৃশী, তত্র ভবৎসঙ্গিনীনামপি ঈদৃশত্বং যুক্তমিতি দ্রষ্টৃ-প্রশংসা। অথ কান্তেতি দৃশ্যায়াস্তস্যাস্তদঙ্গসঙ্গেতি লব্ধদুর্ল্লভস্য দৃশ্যস্য কান্তস্য, কুচকুঙ্কুমেতি তৎসংযোগলব্ধভাগ্যস্য দৃশ্যস্য কুঙ্কুমস্য; তদ্রঞ্জিতায়া ইতি তৎসম্বন্ধেন লব্ধশোভাতিশয়ায়া দৃশ্যায়াঃ কুন্দস্রজঃ শুভ্রতয়া তদুদয়শোভাযোগ্যায়াঃ স্বরূপেণ চ তস্যা এব। কুলপতেরিতি দৃশ্যস্য কান্তস্য; ইহেতি, লব্ধভাগ্যসৌভাগ্যস্য দৃশ্যস্য তৎস্থানস্য, বাতীতি—বাস্তমপ্যাত্মসাৎকৃত্য স্বয়মেব সর্ব্বতশ্চলতীতি গন্ধবিলসিতস্য। গন্ধ ইতি—তত্তদ্বিশেষযোগাত্তস্য চ প্রশংসাবগতেতি ॥১১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দৃশ্যের সমধিক প্রশংসা এবং তদনুমোদনব্যঞ্জক অর্থও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে 'অপি' শব্দ সম্ভাবনায়। অতএব প্রথমে দৈন্য ও বিনয়ের সহিত গোপীগণ হরিণপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —'সখি!' ইত্যাদি। এই বাক্যে গোপীগণের উৎকণ্ঠা এবং হরিণজাতির দৃষ্টির প্রশংসা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। তদনন্তর 'হে সখি এণপত্নি!' এস্থলে "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগঃ" এই পাণিনির সূত্র অনুসারে বিপ্র এবং অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া যিনি কোন কন্যাকে অঙ্গীকার করেন তাঁহাকেই সেই কন্যার পতি বলা হয়; কিন্তু ইহারা বিবাহিত নহে, সুতরাং 'এণ পত্নি' কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায়, অনুরাগ বশতঃ হরিণপত্নীর যজ্ঞপত্নীত্ব সিদ্ধ হওয়ায় দ্রষ্টৃ প্রশংসা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই হরিণীগণের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাঁহাদের ভাগ্যপ্রশংসা, তাহাতে আবার প্রিয়াসঙ্গ মিলিত শ্রীকৃষ্ণদর্শন, সুতরাং দ্রষ্টৃ ও দৃশ্য উভয়েরই অতিশয় প্রশংসা সূচিত হইয়াছে। যদি বা কাহারও ভাগ্যে তাহা সম্ভব হয়, কিন্তু হরিণীগণের ন্যায় প্রিয়াসঙ্গমিলিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দ উপভোগ হয় না। পূর্ব্ববৎ হে সখি হরিণি! অচ্যুত কি তাঁহার প্রেয়সীর সহিত মিলিত হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন? এতদ্দ্বারা দৃষ্টির প্রশংসার আতিশয্য সূচিত হইয়াছে। 'অচ্যুত' শব্দের ব্যঞ্জনা এই—বিচাররহিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রিয়ার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। পুনরায় দৃশ্য প্রশংসা। 'ব' শব্দের ধ্বনি এই—তোমরা হরিণপত্নী হইয়াও আমাদের মত তাঁহার প্রিয়া, সুতরাং মনোহর অঙ্গদ্বারা তোমাদের আনন্দবর্দ্ধন করত অচ্যুত নিশ্চয় এই স্থানে মিলিত হইয়াছিলেন। অতএব তোমাদের ভাগ্যের কথা আর কি

সারার্থ দর্শিনী

১১। ততশ্চাহো হন্ত তেন স্বকান্তেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিচিত্রিতাঙ্গী বিরহন্তী স্বাধীনভর্তৃকং মহাগর্ব্বান্ধা কথমস্মাংস্তমেবাচক্ষীতেত্যগ্রতো গত্বা কাঁমপি হরিণীমালক্ষ্যাহুঃ,—অপীতি। হে সখি, এণপত্নি, প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ। স্বসমীপে স প্রাপ্তঃ। সম্বোধনপদসাহচর্য্যাদেবাত্র ত্বয়েতি লভ্যতে। এণস্য পত্নী ভবন্ত্যপি ত্বমস্মত্তুল্যা তস্যৈব প্রিয়া তমেব প্রিয়ং মন্যসে ইতি ভাবঃ। যতো গাত্রৈর্মুখবাহ্বাদিভির্ব্বা দৃশাং সুনির্বৃতিমত্যানন্দং তন্বন্ স ন ব ইতি দৃশামিত্যাদরে বহুত্বম্। অচ্যুত ইতি স্বদৃগানন্দলোভাত্ত্বয়া তদনুগমনাদেব হেতোস্ত্বত্তঃ স ন বিচ্যুত ইতি ভাবঃ। ততশ্চাগ্রতঃ স্বভাবাদেব গচ্ছন্তীং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিব ? ইহাতে দ্রষ্টৃ প্রশংসা সূচিত হইয়াছে। অনন্তর 'কান্তা' এই পদে দৃশ্য কান্তার প্রশংসা সূচিত হইয়াছে। 'তদঙ্গসঙ্গ' পদে কান্তাঙ্গসঙ্গ—কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত কুন্দমালাগন্ধবাসিত এই বনভূমিতে হরিণীগণের ন্যায় দর্শনলাভ, কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। 'রঞ্জিত' পদে স্বভাবত শুভ্রবর্ণ কুন্দপুষ্প কুচকুঙ্কুম সংযোগলব্ধ ভাগ্যবশতঃ রঞ্জিত হইয়া কুঙ্কুমের শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহার দ্বারা দৃশ্য কুন্দমালিকার প্রশংসা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'কুলপতেরিহ' পদের কুলপতি শব্দে দৃশ্য কান্তের প্রশংসা এবং 'ইহ' পদে এই বন প্রদেশে, ও 'বাতি' এই ক্রিয়াপদ দ্বারা এই স্থান শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার সম্মিলিত অঙ্গগন্ধে প্রসারিত হইয়াছে। 'গন্ধ' পদে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় কান্তার পরস্পর আলিঙ্গনে সংমর্দ্দিত-কুন্দমালার ও কান্তার স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমের সংমিশ্রিত গন্ধ অধিকতর প্রশংসনীয় হইয়াছে।১১।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১১। ব্রজদেবীগণ পৃথিবীর নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন তাঁহারা মনে করিলেন—হায়! পৃথিবী আজ স্বকান্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণতলের ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি চিহ্নে বিচিত্রিতাঙ্গী হইয়া স্বাধীন-ভর্তৃকারূপে বিহার করিতেছে; এজন্য মহাগর্ব্বান্ধ হইয়া আমাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। এই মনে করিয়া তাঁহারা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে কতকগুলি হরিণ বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'অপীতি'। হে সখি এণপত্নি! প্রিয়তমার সহিত শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলেন ? এস্থলে 'সখী' সম্বোধনের অভিপ্রায় এই যে, তোমরা হরিণের পত্নী হইলেও আমাদের মত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া এবং তাঁহাকেই প্রিয় বলিয়া মনে কর, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনোহর অঙ্গদর্শনে কি তোমাদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন হইয়াছিল ? এস্থলে 'দৃশাং' পদ আদরে বহুবচন হইয়াছে। অচ্যুত—তাঁহার সস্নেহ দৃষ্টিলাভের লোভে তদনুগমন হেতু সঙ্গ হইতে কেহই চ্যুত হয় না। অনন্তর হরিণগণ তাহাদের স্বভাব চঞ্চল নয়নে বনের দিকে দৃষ্টিপাত

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২

সারার্থদর্শিনী

তামালক্ষ্য হংহো সদৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি তং বো দর্শয়াম্যেব মদনুপদমাগচ্ছতেতি ব্রুবাণেবাগ্রত ইয়ং গচ্ছন্তী গ্রীবাং পরাবৃত্য মুহুরস্মান্ পশ্যতি। তদিয়মেবাত্র নির্দ্দয়ে বৃন্দাবনে দয়াবতীতি তদনুগচ্ছন্ত্যো দৈবাৎ ক্বাপি গতাং তামদৃষ্ট্বা হংহো কৃষ্ণং দর্শয়িষ্যন্তী হরিণী কিং ন দৃশ্যতে ইতি পৃষ্টাঃ কাশ্চিদাহুঃ, তর্হি কৃষ্ণোঽত্রৈব ক্বাপি বর্ত্ততে। হরিণী তু কৃষ্ণাদ্বিভ্যতীতি স্বীয়সূচকত্বদোষাপলাপার্থং ক্বাপি নিহ্নুতাভূদিতি বিতর্কয়ন্ত্যো দৈবাদায়াতং সৌরভ্যমনুভূয়াহো সত্যং সত্যমেতদেব তত্ত্বমিতি সহর্ষং মুহুরাহুঃ, কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দপুষ্পস্রজো গন্ধো বাতি আগচ্ছতি। অত্র কান্তয়োর্গাত্রদ্বয়স্য চ কুচয়োশ্চ কুঙ্কুমস্যচ কুন্দস্যচ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্মেতি ভাবঃ। কুলপতের্গোপীকুলরমণস্যেতি কুলপতিত্বনিষ্ঠাং পরিত্যজ্য সম্প্রত্যেকয়ৈব কয়াচিৎ কান্তয়া রমমাণস্য তস্যান্যায়ং পশ্যতেতি ভাবঃ ॥১১॥

মূলানুবাদ

১২। হে তরুগণ! রামানুজ প্রেয়সীর স্কন্ধদেশে বাম কর স্থাপন এবং দক্ষিণ করে লীলা কমলের দ্বারা প্রিয়ার বদনকমলের সৌরভে আকৃষ্টা অলিকুলকে নিবারণপূর্ব্বক এস্থানে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয় দৃষ্টিতে কি তোমাদের প্রণামে সন্তুষ্ট হইয়া অভিনন্দন করিয়াছিলেন?

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিলে ব্রজদেবীগণ মনে করিলেন,— হরিণীগণ আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে যে, এই বনে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। অতএব আমরা এই হরিণীগণ-প্রদর্শিত বনে প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লাভ করিব। এই মনে করিয়া তাঁহারা একটু অগ্রসর হইলেই হরিণীগণ ভয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাতে ব্রজদেবীগণ মনে করিলেন, আমাদের প্রিয়তম যেখানে আছেন হরিণীগণ আমাদিগকে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ গ্রীবা বক্র করিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। আমাদের প্রতি বৃক্ষাদি নির্দ্দয় হইলেও এই বৃন্দাবনে দয়াবতী হরিণী-গণের অনুগমন করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু যখন হরিণীগণকে আর দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, কৃষ্ণের ইঙ্গিতেই আমাদিগকে কৃষ্ণদর্শন না করাইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। কোন সখী বলিলেন—তাহা হইলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এখানে লুকাইয়া আছেন। এই হরিণীগণ তাঁহার ভয়ে স্বীয় দোষ পরিহার নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসৌরভ অনুভব করিয়া সকলে হর্ষের সহিত বলিয়া উঠিলেন—সখি! সত্যই শ্রীকৃষ্ণ এই বনে লুকাইয়া আছেন। যেহেতু এখানকার বাতাসে তাঁহার কুন্দকুসুম মাল্যের গন্ধ পাইতেছি। অর্থাৎ কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমার অঙ্গস্পর্শে

ভাবার্থদীপিকা

১২। ফলভারেণ তাংস্তরূন্ কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা প্রণতা ইতি মত্বা প্রিয়য়া সহ তস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। তুলসিকায়া অলিকুলৈরতস্তদামোদমদান্ধৈরন্বীয়মানোঽনুগম্যমান ইহ চরন্নিতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১২। অথ তস্যা মৌনময়বিলোকনাভিনিবেশেনাশঙ্কিতান্নিজবিরহার্ত্তিদৃষ্ট্যার্ত্তিভরোদয়াৎ স্তব্ধতাং মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভরনম্রান্ বৃক্ষান্ বীক্ষ্য বিনয়ভর-প্রণতান্ মত্বা সর্ব্বানেব তান্ পৃচ্ছন্তি—বাহুমিতি। ইহাপি তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনং ব্যঙ্গ্যম্। তত্র বাক্যার্থেন যথা—হে তরবঃ রামানুজো বো যুষ্মাকং প্রণামং, কিং বা প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি? ইতি সস্নেহস্য তৎকৃপায়াশ্চ যোগ্যতাস্পদতাং সূচয়িত্বা তেষাং দ্রষ্টৃণাং গুণপ্রশংসা। কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তস্য তয়া সহ মধুরবিলাসাবেশকারণমাহুঃ, তজ্জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রেণ পূর্ব্ববন্নিজ-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১২। ফলভারে অবনত বৃক্ষ সকলকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে করিয়া প্রিয়ার সহিত সেই শ্রীকৃষ্ণের গতিবিলাস সম্ভাবনা পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বাহুমিতি'। তুলসীর গন্ধমদে অন্ধ ভ্রমরকুলে অনুগম্যমান হইয়া বিচরণ করিতেছেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১২। অনন্তর ব্রজদেবীগণ হরিণীগণের নিকট বারংবার শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেও তাহারা কিছু বলিল না। শ্রীব্রজদেবীগণ অনুমান করিলেন, আমাদের বিরহ আর্ত্তি দর্শনে ইহারাও আর্ত্তিভরে মুখপানে নীরবভাবে চাহিয়া রহিয়াছে। এই প্রকার মনে করিয়া ব্রজদেবীগণ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। অনতিদূরে ফল ও পুষ্পভরে আনত বৃক্ষ সকলকে বিনয়ের আতিশয্যে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'বাহুং' ইত্যাদি। হে তরুগণ! রামানুজ প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বাহুস্থাপনপূর্ব্বক এইস্থানে আগমন করত সপ্রণয় দর্শনে তোমাদের প্রণতি অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন কি? ইহাও পূর্ব্ববৎ তত্তৎবাক্যের প্রশংসার অনুমোদনসূচক ব্যঙ্গমাত্র। এস্থলে বাক্যার্থ এইরূপ:—হে বৃক্ষগণ! তোমরা রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হইলে তিনি তোমাদের প্রতি প্রণয়াবলোকনে অভিনন্দন করিয়াছেন কি? ইহাতে তাহাদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত এবং তৎকৃপার যোগ্যত্ব সূচনা করিলেন এবং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দকুসুম মালোর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তিনি কুলপতি—সমস্ত গোপীকুলের রমণ হইয়াও স্বীয় কুলপতিনিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন এক কান্তার সহিত রমণ করিতেছেন। তোমরাই তাঁহার অন্যায় দেখ। ইহাই ভাবার্থ॥ ১১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তদন্তরঙ্গধর্ম্মবিজ্ঞতামাহুঃ—বাহুমিত্যাদিনা। তত্রানভিনন্দনে সামান্যতঃ কারণম্- চরন্নিতি, তত্তৎক্রীড়াস্থান-গমনব্যগ্র ইত্যর্থঃ। নন্থ সদা সর্ব্বত্র ভ্রমতি পশ্যতি চাস্মান্, অত্র বা কো বিশেষস্তত্রাহুঃ—বাহুং প্রিয়াংসে উপধায়েতি; প্রিয়ায়াঃ স্বস্মিন্ পরমস্নিগ্ধায়া অংসে স্কন্ধে উপধায় কোমলেয়মিতি যৎ কিঞ্চিদাধায়েতি। নন্থ তামেবাস্মান্ দর্শয়িতুমাগতঃ, কথমস্মৎপ্রণামং নাভিনন্দেৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়ায়াস্তন্নিবারয়িতুং দক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধুননাসক্ত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ; অত্র তু তুলসিকালিকুলৈরিতি তৎক্রীড়াবনতুলসীনাং সর্ব্বসুগন্ধিত উৎকর্ষ এব দ্যোতিতঃ। তথা বক্ষ্যতে—'দিব্যগন্ধতুলসী-মধুমত্তৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১০) ইতি। অতএব মদান্ধৈস্তদ্রসপানমদেনান্ধৈরপি তৈরন্বীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্গসঙ্ঘর্ষেণ পরিমলবিশেষপ্রকাশো দর্শিতঃ, ইতীথমত্রাপি পূর্ব্ববত্তত্তৎপ্রশংসা দর্শিতা। অথচ 'মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীম্' ইতি যা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে 'কচ্চিত্তুলসি' (শ্রীভা ১০।৩০।৭) ইত্যাদৌ ত্বা বিভ্রদিত্যনেন তৎপ্রাশস্ত্যাতি-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দ্রষ্ট্, গুণেরও প্রশংসা করা হইল। যদি বল, অভিনন্দন করিবেন না কেন? এই আশঙ্কায় বলিলেন—প্রিয়ার সহিত মধুর বিলাস আবেশই তাহার কারণ। এই জ্ঞানের কারণ, ব্রজদেবী-গণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সহচরী এবং অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবশতঃ তাঁহাদের সমস্ত গুণ ও কার্য্যাদি জানেন। এজন্য বলিয়াছেন, 'শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বামবাহু স্থাপন করিয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক তোমাদের প্রণতির অভিনন্দন করিয়াছেন কি? যদি বল, তিনি সর্ব্বদাই এস্থানে ভ্রমণ করিয়া এবং আমাদিগকে অবলোকন করিয়া থাকেন, অত্র আর বিশেষ কি? তাহাতেই বলিতেছেন—প্রিয়ার স্কন্ধে বাহু স্থাপন পূর্বক অর্থাৎ নিজের একান্ত অনুরক্ত প্রিয়ার কোমল স্কন্ধে অতি সন্তর্পণে বাহু যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া। অভিনন্দন না করিবার আরও একটী সামান্য কারণ আছে, ইহাও শ্রবণ কর। সেই রামানুজ বিচরণ করিতে করিতে তত্তৎ ক্রীড়াস্থলে গমন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। যদি বল, তিনি যখন তরু-লতাদির শোভা সন্দর্শন জন্যই বনে আসেন, তখন সপ্রণয় অবলোকনে অভিনন্দিত করিবেন না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—তুলসীর মদগন্ধে চারিদিক্ হইতে আগত উন্মত্ত ভ্রমর কুলকে প্রিয়ার গাত্র হইতে নিবারণ জন্য দক্ষিণহস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইলে তিনি তোমাদের প্রণতির অভিনন্দন করিবেন কিরূপে? 'তুলসী পরিবেষ্টিত অলিকুল' এই বাক্যে স্বদীয় ক্রীড়া বনে তুলসীর সর্ব্বসুগন্ধিত উৎকর্ষই সূচিত হইতেছে। আর "তুলসীর মদগন্ধে উন্মত্ত ভ্রমরকুল বেষ্টিত" ইহার দ্বারা প্রিয়ার অঙ্গসংঘর্ষে পরিমল-বিশেষের প্রকাশ ইঙ্গিত করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তত্তৎ প্রশংসাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের গলায় বৈজয়ন্তীমালাও ছিল, তাহা 'মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং' পদেই ব্যক্ত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শয়স্য প্রস্তুতত্বাৎ যা তু তুলসীমালা সূচিতা পুনশ্চ 'কুন্দস্রজঃ' ইত্যনেন যা কুন্দস্রক্ চ দর্শিতা, সম্প্রতি তস্যাস্তস্যাঃ স্খলনহেতবো বিহারাশ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদিত্থং বাক্যার্থেন তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনমেব ব্যঞ্জিতম্। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ব্ববদনুসন্ধেয়ং, তদেবং বক্ত্রীণাং সখ্যমেব লব্ধম্। 'তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভম্' (শ্রীভা ১০।৩০।২৬) ইত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যম্॥ ১২॥

সারার্থদর্শিনী

১২। তস্য তত্রৈব বর্ত্তমানত্বেঽন্যদপি লক্ষণং মিথো জ্ঞাপয়ন্ত্যস্তরূন্ ফলপুষ্পভারনম্রান্ প্রণতান্ মত্বা সবিতর্কমাহুঃ, বাহুমিতি। হে তরবঃ, ইহ চরন্ কৃষ্ণঃ ফলপুষ্পাদিকরপ্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামং কিং প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরভিনন্দতি নবা? হন্ত হন্ত যুষ্মদ্বিধেষু সাত্ত্বিকসাধুলোকেষু কুতস্তস্য প্রীত্যাবলোকনাবকাশ ইতি সাসূয়মাহুঃ—রামানুজো মত্তঃ তত্রাপি প্রিয়ায়া অংসে বাহুঃ বামভুজং উপধায়েতি সম্প্রয়োগশ্রমবশাৎ শ্লথদুর্ব্বলঃ প্রিয়াস্কন্ধার্পিতং বাহুমেব কোমলমুপধানং কৃত্বা তস্যা মুখগন্ধেনোৎপতিষ্ণূনাং ভ্রমরাণাং বিদ্রাবণার্থমেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে। কিংবা বৈজয়ন্তীমালার মধ্যে মধ্যে 'কচ্চিত্তুলসী' ও ছিল। আবার 'বিভ্রদ্' এই বাক্যে তুলসীরই অতিশয় প্রশস্ততা সূচিত হইয়াছে। আর 'কুন্দস্রজঃ' এই বাক্যে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুন্দমালাও ধারণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই তিন-প্রকার মালা স্খলনের দ্বারা প্রিয়ার সহিত বিহার ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরস্পরের বক্ষঃসংমর্দ্দে মালা বিমর্দিত হইয়াছিল, এই বাক্যার্থে তত্তৎ প্রশংসারই অনুমোদন ব্যঞ্জিত হইয়াছে, ইহাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বশ্লোকেও এইরূপ অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব এই শ্লোকের বক্ত্রী যে শ্রীরাধিকার স্বপক্ষা সখীগণ, তাহা বুঝা যাইতেছে। আর 'তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভম্' (এই সমস্ত পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের চিত্তে ক্ষোভ হইয়াছে) এই বাক্যে বিরোধমুখেও উক্ত সিদ্ধান্তই নিশ্চয় করা হইয়াছে। ১২।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১২। ফল-ভারাবনত তরুগণকে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রণত দেখিয়া গোপীগণ তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বাহুম্' এই শ্লোকে। কৃষ্ণ এখানে ভ্রমণ করিতে করিতে ফল-পুষ্পাদি প্রদানই যাহাদের কর, (রাজস্ব) সেই প্রজাস্বরূপ তোমাদের প্রণাম গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্রণয় অবলোকনে অভিনন্দিত করিয়াছেন কি না? হায়! হায়! তোমাদের মত সাধুর প্রতি তাঁহার কি প্রকারে প্রীতি-অবলোকনের অবকাশ হইবে? এই মনে করিয়া অসূয়ার সহিত বলিলেন—রামানুজ—মত্ত কৃষ্ণ, তাহাতে আবার প্রিয়ার স্কন্ধে বাম বাহু স্থাপন করিয়া এবং দক্ষিণ করে নীলকমল ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু সংপ্রয়োগশ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রিয়ার

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ১৩

ভাবার্থদীপিকা

১৩। কাশ্চিদাহুঃ। হে সখ্য ইমা লতাঃ কৃষ্ণেন সঙ্গতা নূনম্ অত ইমা পৃচ্ছত। নন্থ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতির্দুর্ঘটা। ন বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহুনা শ্লিষ্টা অপি অহো ভাগ্যং নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা যত উৎপুলকানি বিভ্রতি। নহি স্বপতিসঙ্গতাবীদৃক্‌পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ॥

সারার্থদর্শিনী

দক্ষিণপাণিগৃহীতনীলকমলঃ। অতস্তৎসেবৈকতানমানসস্য তস্য নান্যত্র দৃষ্টিপাতসম্ভব ইতি ভাবঃ। তুলসিকাননাং কোমলতুলসীকাননস্য অলিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ তুলসিকাঃ পরিত্যজ্য ইহ অত্রৈব স অন্বিষ্যত ইত্যতঃ স কচিদত্রৈব নিহ্নুতো বিহরতীতি ভাবঃ। নন্থ, তর্হি অলিকুলানামেবানুপদং গচ্ছামস্তত্রাহুঃ,—মদাঙ্কৈরিতি। ন হি মদান্ধানামনুগতির্ভব্যজনৈঃ কর্ত্তুমুচিতেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ

১৩। হে সখীগণ! এই সকল লতাকে জিজ্ঞাসা কর। যদিও ইহারা প্রিয় বনস্পতির বাহু আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তথাপি দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা পুষ্পচয়ন নিমিত্ত ইহাদিগকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছেন, এজন্য ইহাদের গাত্র পুলকিত হইয়া রহিয়াছে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

স্কন্ধরূপ উপাধানে বাম বাহু রক্ষা করিয়াছেন। তুলসীকাননস্থ ভ্রমরকুল তাঁহার বৈজয়ন্তী ও তুলসীমালা এবং তাঁহার প্রিয়ার মুখের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিতেছিল। আর তাঁহার প্রিয়ার মুখের সৌরভে সেই মুখের উপর ঐ মত্ত অসহিষ্ণু অলিকুল উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছিল। সেই ভ্রমরপাতি দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ করে নীলকমল ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব সেই কান্তাননের সেবা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং এই অবস্থায় তাঁহার অন্যত্র দৃষ্টিপাত অসম্ভব, ইহাই ভাবার্থ। তাৎপর্য্য এই—কোমল তুলসী কাননের অলিকুলও তুলসীকানন পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেয়সীর মুখের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছিল, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল সঞ্চালন দ্বারা ভ্রমর নিবারণ করিতেছিলেন। যদি বল, তাহা হইলে ভ্রমরকুলে অনুগম্যমান হইয়াই কি আমরাও গমন করিব? তাহাতেই বলিলেন—'মদান্ধৈঃ' ইত্যাদি। মদান্ধজনের অনুগমন করা ভব্যজনের কর্ত্তব্য নহে। গোপীগণের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়ার সেবায় এরূপ তন্ময় ছিলেন যে, প্রণতির অভিনন্দন করিবারও অবকাশ পান নাই। ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৩। তদেতৎ সর্ব্বং 'কস্যাঃ পদানি চৈতানি' (শ্রীভা ১০।৩০।২৭) ইতি যা বক্ষ্যন্তি, তাসামবধানাস্পদমেব ন বভূবেতি লভ্যতে, সংশয়াসম্ভবাৎ। কাশ্চিত্তু কিঞ্চিৎ কৃতাবধানা অপি রাগদ্বেষাভাবাৎ তদশ্রুত্যৈব স্বাভীষ্টমেব দর্শয়ন্তি। মুনীন্দ্রশ্চাত্র পূর্ব্বাভ্যস্তাসাং বাসনাভেদ-দর্শনায় তদুদাসীনতাং ব্যঞ্জয়তি—পৃচ্ছতেমা লতা ইতি। বনস্পতিরূপস্য পত্যুর্বাহুনপ্যাশ্লিষ্টা এতা এব লতাঃ পৃচ্ছত। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি কথমাসাং তৎসঙ্গতিস্তর্ক্যেত? তত্রাহুঃ—নূনং বিতর্কে, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ স্পৃষ্টা ইতি। নন্বু তদিদমপি কথং ন জ্ঞাতম্? তত্রাহুঃ—উৎ উচ্চৈঃ পুলকানঙ্কুররূপাণি বিভ্রতি বিভ্রত্য এবাসতে, অহো ইত্যপূর্ব্বতায়াং, ন ত্বেবং পুরেত্যর্থঃ॥ ১৩॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৩ কোন কোন গোপী বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! এই লতা সকল শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিশ্চয় মিলিতা হইয়া থাকিবে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যদি বল, ইহারা স্ব স্ব পতিসঙ্গতা, সুতরাং ইহাদের কৃষ্ণসঙ্গতি অসম্ভব। তদুত্তরে বলিতেছেন---ইহাদের কি সৌভাগ্য! যেহেতু ইহারা স্বপতি বনস্পতির শাখারূপ বাহু আলিঙ্গন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নখর দ্বারা স্পৃষ্টা হইয়া নিশ্চয়ই উৎপুলক ধারণ করিয়াছে, কিন্তু স্বপতি সঙ্গমাত্রে এতাদৃশ পুলক ধারণ সম্ভব নহে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৩। ব্রজদেবীগণ বলিতেছেন---"এ আবার কোন্ রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে?" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, এই ব্রজদেবীগণের অবধানাস্পদ হয় নাই। কারণ তাহা হইলে তাঁহারা 'কোন্ রমণীর পদচিহ্ন?' বলিয়া যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্ভাবিত হইত না। যদিও পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে শ্রীরাধিকার স্বপক্ষা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের ও প্রিয়ার কথা বলিয়াছেন, তথাপি সে কথায় তাঁহারা কর্ণপাত করেন নাই। তাহার মধ্যে যাঁহারা শ্রীরাধার সম্বন্ধে উদাসীনা, তাঁহারা সখীগণের বাক্যে কিঞ্চিৎ কৃতাবধানা হইলেও রাগ-দ্বেষের অভাবে তাহা শুনিয়াও শুনেন নাই। এস্থলে শ্রীশুকদেব পূর্বাভ্যাস বশতঃ বাসনা-ভেদ দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের উদাসীনতার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব সেই তটস্থাপক্ষীয়া ব্রজদেবীগণ বলিলেন—হে সখিগণ! কৃষ্ণাঙ্গের চিহ্নধারিণী এই লতা সকলকে জিজ্ঞাসা কর। যদি বল, ইহারা নিজ নিজ পতি বনস্পতির শাখারূপ বাহু আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাদের কৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব। এইরূপ বিতর্ক করিয়া শেষে স্থির করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুষ্পচয়ন ছলে নখদ্বারা ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছেন। যদি বল, ইহারা জানিতে পারে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—নখদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই নব নব অঙ্কুর উদ্গমছলে উৎপুলক ধারণ করিয়াছে। অহো! ইহা অতি অপূর্ব্ব! পূর্ব্বে কাননও দেখা যায় না। ১৩

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ১৪

ভাবার্থদীপিকা

১৪। উন্মত্তবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্ ইদানীং রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকা ইতি যদুক্তং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীতি। উন্মত্তবচো গোপ্যঃ উন্মত্তবচসশ্চ তা গোপ্যশ্চ। কৃষ্ণান্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ অনুচক্রুরনুকৃতবত্যঃ॥

সারার্থদর্শিনী

১৩। অন্যদপি লক্ষণং অন্যা দর্শয়ন্ত্য আহুঃ,—পৃচ্ছতেতি। হে সখ্যঃ, ইমা লতা এব কৃষ্ণসঙ্গমলক্ষ্মধারিণীঃ পৃচ্ছতঃ, নচ স্বপতিসঙ্গতো তৎসঙ্গতির্দুর্ঘটেতি বাচ্যং যতো বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহূন্ সম্যগাশ্লিষ্টা অপি অহো কামোদ্রেকঃ, নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা এব উৎপুলকানি বিভ্রতি। নহি স্বপতিসঙ্গতাবীদৃক্ পুলকঃ স্যাৎ। অতএব তল্লক্ষণস্যাস্মদৃশ্যমানত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা ইব ন বয়ং তমদ্রাক্ষ্মেতি মিথ্যা বক্তুং প্রভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ॥

মূলানুবাদ

১৪। এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপোক্তি করিতে করিতে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিশয় কাতরা হইয়া পড়িলেন এবং তন্মনস্কা হইয়া ভগবানের সেই সেই লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৪। উন্মত্তবৎ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইহাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। 'ইদানীং রমাপতির সেই সেই বিচেষ্টা গ্রহণ করিলেন", এই যে কথা বলা হইল, ইহাই বিশদ-ভাবে বলা হইতেছে—এইরূপে উন্মত্তবচনা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অতিকাতরা—অতিবিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎ লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৩। তৎপরে গোপীগণ বৃক্ষে বিজড়িতা লতাগণকে জিজ্ঞাসা করিবার কথা পরস্পরকে বলিতেছেন—'পৃচ্ছত' শ্লোকে। এই লতাগণকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা কৃষ্ণ-সঙ্গের চিহ্নধারিণী। যদি বল. এই লতাগণ স্ব স্ব পতিসঙ্গতা হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাদের কৃষ্ণসঙ্গতি অসম্ভব। তাহাতেই বলিতেছেন—ইহারা স্বীয় পতি বৃক্ষের শাখারূপ বাহুতে আলিঙ্গিত হইয়াও নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নখস্পৃষ্টা হইয়াছে। কারণ দেখিতেছি, কামোদ্রেক-হেতু অঙ্কুররূপে পুলক-রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু নিজপতি সঙ্গমে এতাদৃশ পুলক কদাপি সম্ভবে না। এই পুলক নিশ্চয়ই আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শেই হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ লক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণস্পর্শ-পুলকিতা কাহাকেও দেখি নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা লতার নিকট গমন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৪। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকমুন্মত্তস্য বচ ইব বচো যাসাং তাদৃশ্যো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণে কাতরাঃ বিরহদুঃখেন তদপি কর্ত্তুমসমর্থাঃ। তথা সত্যো 'গায়ন্ত্য উচ্চৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩০।৪) ইত্যাদ্যনুসারেণ গানানুবৃত্তিপ্রাপ্তা যা যাঃ পূতনাবধাদি-লীলাস্তাস্তা অপি মধ্যে মধ্যেঽনুচক্রুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—তদাত্মিকাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ়ং তদাসক্তা ইত্যর্থঃ। তত্র কৃষ্ণানুকরণং স্ফুটমেব তদাত্মকতয়া; তত্র চ স্বভাবাপরিত্যাগেন নাতিতদভেদস্ফূর্ত্তিঃ। 'যতন্ত্যন্নিদধেঽম্বরম্' (শ্রীভা ১০ ৩০।২০) ইত্যত্র যত্নকথনাৎ 'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিম্' (শ্রীভা ১০।৩০।১৯) ইতি স্বস্মিন্ কৃষ্ণত্ব-সাধনার্থং তচ্ছব্দপ্রয়োগাচ্চ। পূতনানুকরণঞ্চ কৃষ্ণবিষয়ক-তদ্ধেতুকভয়েনেতি তদাত্মকতয়ৈব। যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রানুকরণম্, অতো ন তদীয়-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৪। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলিয়াছেন—"গোপীগণ উন্মত্তার ন্যায় হইয়া বৃক্ষ প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহা বিস্তারিত বর্ণিত হইল। আরও বলিয়াছেন—'গোপীগণ কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্তৎ লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। অধুনা তাহাই বলিতেছেন—এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় বচন হইয়াছে যাঁহাদের, সেই উন্মাদিনী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে অত্যন্ত কাতরা এবং বিরহদুঃখের প্রাবল্যে অন্বেষণ করিতেও অসমর্থা হইয়া তদ্গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের যে যে লীলা 'উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছিলেন' সেই গান অনুসারে পূতনাবধাদি লীলার মধ্যে যখন যে লীলার স্মৃতি হইয়াছে, সেই সেই লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। যেহেতু তাঁহারা তদাত্মিকা—তাঁহাদের চিত্ত গাঢ়রূপে শ্রীকৃষ্ণেই আসক্ত। এই আসক্তিবশতঃই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে যে, গোপীগণের এই কৃষ্ণানুকরণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত অভেদ স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কারণ তাঁহারা স্ব স্ব ভাব পরিত্যাগ করেন নাই। যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে কোন গোপী বলিবেন "তোমরা বাত্ত ও বর্ষা হইতে ভয় করিও না, তাহা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ বিধান করিতেছি" এই কথা বলিয়া অতিশয় যত্নসহকারে একহস্তে আপনার উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া" এইস্থানে বসন-ধারণে যত্ন বলা হইয়াছে। "কোন কোন গোপী কোন গোপীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিবেন—ওহে গোপীগণ, 'আমি কৃষ্ণ, আমার সুললিত গতি অবলোকন কর" এই বাক্যে আপনাতে কৃষ্ণত্ব সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের যদি অত্যন্ত অভেদ স্ফূর্ত্তি হইত, তাহা হইলে ঐ সকল লীলার অনুকরণে প্রযত্ন করিতে হইত না। কোন কোন গোপী যে পূতনাদি লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূতনাদিহেতুক ভয়ের সম্ভাবনায় করিয়াছিলেন—কৃষ্ণহেতুক ভয়ে তদাত্মকতা। অতএব কৃষ্ণাত্মিকতাবশতঃই ঐরূপ অনুকরণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রেমবিরুদ্ধভাবযোগঃ। কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন, তস্য বাল্যভাবনয়া বৃতত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতিশয়াল্লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব, ততস্তস্যাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ, কিন্তু কৃষ্ণভাবেনৈবেতি ন মিথঃ স্পর্শানুচিতয়োর্ভাবয়োর্যুতিঃ। সর্ব্বমেতত্ত্বাসু তদানীমুন্মাদস্যানুগতত্বাৎ সহসৈব সমপদ্যতনান্যদেবেতি চ জ্ঞেয়ম্॥ ১৪॥

সারার্থদর্শিনী

১৪। ইমা আনন্দজাড্যান্ন কিমপি ব্রুবত ইত্যেবমচেতনেষ্বপি প্রশ্নকামাদিদর্শনাভ্যামুন্মত্তানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং তাঃ। ততশ্চ তত্তান্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামৃশুঃ সংপ্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাস্তনুকরণেনাত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অপি কাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা এব লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুস্তস্মিন্নেবাত্মামনো

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইয়াছিল। যেমন লোকে ব্যাঘ্রাদি হইতে নিজ প্রাণ ভয়ে উন্মত্ত হইয়া সেই ব্যাঘ্রাদির অনুকরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই স্থলেও জানিতে হইবে। অতএব ঐ অনুকরণে পূতনা-তন্ময়তা প্রকাশ হয় নাই, প্রত্যুত কৃষ্ণাত্মিকতা-হেতু কৃষ্ণেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন। অতএব তদীয় প্রেমের বিরুদ্ধভাবের সহিত যোগ হয় নাই। আবার কোন গোপী যে শ্রীযশোদার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীয় রত্যাখ্য ভাব দ্বারা করেন নাই। কেননা তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবনায় আবৃতা হইয়াছিলেন; কিন্তু প্রীতিসামান্যের আতিশয্যবশতঃ কৃষ্ণভাব লাভ করিয়া যশোদা হইতে ভয়বশতঃই অনুকরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ গোপীর রত্যাখ্য মধুরভাবের সহিত মাতৃভাবের (বাৎসল্যভাবের) সম্পর্ক হয় নাই, কিন্তু কৃষ্ণভাবের সহিতই হইয়াছিল। অতএব পরস্পর সম্পর্কে অনুচিত বা বিরুদ্ধভাবের সহিত যোগ হয় নাই। উন্মাদের অনুগতত্ব-হেতু তখন ব্রজদেবীসকলে এই সমস্ত ভাব সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল, অন্য কোনও কারণ নহে, ইহা জানিতে হইবে। ১৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৪। এই প্রকারে উন্মত্তা ব্রজদেবীগণ চেতন অচেতন যাহাকে সম্মুখে দেখিলেন, তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণবার্ত্তা জানিতে পারিলেন না। নানাদিকে নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিরহ-দুঃখভরে অন্বেষণ করিতেও অসমর্থা হইলেন। এজন্য সকলেই তীব্র চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং সেই চিন্তায় এমনই তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাদিগের বাহ্যদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়ায় কৃষ্ণগতচিত্ত-হেতু সেই সেই লীলার

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্॥ ১৫॥

সারার্থদর্শিনী

যাসাং তাঃ। তত্র চ প্রতিকূলানামনুকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং চকার, অনুকূলানুকরণন্তু গোপ্যশ্চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিদ্ধোঽপ্যানন্দনিষ্ণ-ইহ তা যদবোচমেব। নামানি তু প্রথয়িতাস্মি তদত্র নাসামিত্থং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায় ॥১৪॥

মূলানুবাদ

১৫। কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিলেন, অপর কোন গোপী কৃষ্ণের বাল্য-লীলার অনুকরণে তাহার স্তনপান করিতে লাগিলেন। কেহ বা বালকৃষ্ণের ন্যায় রোদন করত শকটবৎ আচরণকারিণী অন্য গোপীকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই তাদৃশ স্বরূপচেষ্টাদির অনুকরণে অর্থাৎ কৃষ্ণাকার দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্য অত্যন্ত কাতরা ব্রজদেবীগণের নির্বৃতি নিষ্পাদন করিলেন। যেহেতু এইরূপে ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিলে মুহূর্ত্তের জন্য শ্রীকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের আনন্দ-জাড্যতা প্রাপ্ত হইবেন। গোপীগণ যে সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি প্রতিকূল লীলার অনুকরণ করেন নাই। কারণ গোপীগণ যদি প্রতিকূল লীলার অনুকরণ করেন, তাহা হইলে ভাব-বিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ গোপীগণের স্থায়িভাবের প্রতিকূল হয়; সুতরাং যোগমায়া প্রতিকূলাংশের অনুকরণ করিবার জন্য গোপীরূপ ধারণ করিয়া গোপীমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক পূতনার অনুকরণ করিয়াছিলেন। পরন্তু গোপীগণ অনুকূল লীলারই অনুকরণ করিয়াছেন জানিতে হইবে।

শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় এই লীলারহস্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, তখন গোপীগণ তাঁহার হৃদয়ে যে নিষেধ বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ:—

নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিদ্ধোঽপ্যানন্দ-নিষ্ণ ইহতা যদবোচমেব।
নামানি তু প্রথয়িতাস্মি তদত্র নাসামিত্থং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায়॥

অর্থাৎ হে শুকদেব! তুমি সভামধ্যে আমাদের কথা প্রকাশ করিও না। এইপ্রকারে গোপীগণের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াও তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি লীলা-বর্ণনের আবেশে আনন্দে নিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের কথা বলিয়াছি; কিন্তু তাঁহাদের নাম প্রকাশ না করিয়া সেই আদেশ পালন করিলাম।১৪

ভাবার্থদীপিকা

১৫। কস্যাশ্চিদিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিরনুকরণং প্রপঞ্চ্যতে ততশ্চতুর্ভিস্তন্ময়ত্বং পুনরেকেনানুকরণমিতি বিবেকঃ। পূতনায়ন্ত্যা পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্ত্যা স্তনমপিবৎ। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৫। তদাত্মকত্বেনানুকরণস্য প্রপঞ্চমাহ—নবভিঃ, পূতনায়ন্ত্যা ইতি। তথাপি স্বভাবস্থিতত্বেন পূতনাবদাচরন্ত্যা এব, ন তু তত্তদ্বিরুদ্ধভাবায়া ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণায়ন্ত্যেতি তু 'কৃষ্ণার্ভভাবনাম্' ইতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ ভাবতোঽপি তদাচরন্ত্যেতি লভ্যতে। এবমুত্তরত্রাপি 'স্তনমপিবৎ' ইতি চানুকরণমাত্রম্, তন্মাত্রস্যাপেক্ষিতত্বাৎ, শকটায়তীং শকটায়মানাং, তাদৃশত্বঞ্চ হস্তপাদাভ্যাং ভুবমবষ্টভ্যাধোমুখতয়ৈবোচ্চৈরবস্থানম্ ॥১৫॥

সারার্থদর্শিণী

১৫। এবমনুকরণঞ্চতুর্ভিরাহ,—পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্ত্যা স্তনমপিবৎ, পানমনুচক্রে। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৫। শ্রীকৃষ্ণাত্মকত্ব-হেতু কোন্ গোপী কিরূপ অনুকরণ করিতে লাগিলেন, তাহাই 'কস্যাশ্চিৎ' ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী, অপর কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণে তাহার স্তনপান অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৫। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণাত্মকত্বহেতু কে কিরূপ অনুকরণ করিতে লাগিলেন, তাহাই নয়টি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তাহাই বলা হইতেছে—কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী, অপর কোন গোপীর দুগ্ধপানের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। তথাপি সেই গোপী স্ব-স্বভাবে থাকিয়া কেবলমাত্র পূতনার ন্যায় আচরণ করিলেন; কিন্তু পূতনার ন্যায় বিরুদ্ধ ভাবশূন্যা অর্থাৎ পূতনার ন্যায় বিরুদ্ধভাবে আবিষ্ট হইয়া নহে। আবার কোন গোপী কৃষ্ণের ন্যায় আচরণ করিয়া অর্থাৎ ঐ গোপী ভাবগত শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণের ন্যায় দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন—'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবনাবিশিষ্ট' দুগ্ধপানের অনুকরণমাত্র করিতে লাগিলেন—তাই উক্ত হইয়াছে—'স্তনমপিবৎ', ইহা অনুকরণমাত্র। যেহেতু এস্থলে অনুকরণমাত্রই অপেক্ষিত। কেহ বা আপনাকে শিশু কৃষ্ণের ন্যায় করিয়া শকটের ন্যায় আচরণকারিণী অপর গোপীকে পদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ হস্তপদাদি দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া অধোমুখী হইয়া শকটের ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থানকারিণী গোপীকে পদাঘাত করিলেন।

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থদীপিকা

১৬—১৭ দৈত্যায়িত্বা দৈত্যবৎ তৃণাবর্ত্তবদাত্মানং কৃত্বা একা কৃষ্ণার্ভভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তামন্যাং জহার ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৬। কৃষ্ণস্য আর্ভ-ভাবনা বাল্যবাসনা, সেব সা যস্যাস্তাং জহার, তদ্ধরণাবেশেন তদ্ধরণমনুকৃত্য দর্শিতবতীত্যর্থঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যস্তেষাং নিস্বনৈঃ কৃত্বা সহিতা সেবিতা বা। তচ্চ সাক্ষাদেব তাসামপি পাদেষু নূপুরসদ্ভাবাৎ। এতচ্চ ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরমিত্যাদ্যুক্ত রিঙ্গণলীলানুকরণম্ ॥১৬॥

মূলানুবাদ

১৬। কোন গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্য মনে করিয়া বালকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী গোপীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। কোন গোপী কিঙ্কিনীর শব্দের সহিত উদুখল স্থানীয় কোন গোপীকে আকর্ষণ করতঃ হস্ত ও পদ সঞ্চালনে গমন করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৬-১৭। কেহ বা তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের অনুকরণে কোনও শিশু কৃষ্ণের অনুকরণকারিণী গোপীকে হরণ করিলেন, ইত্যাদি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৬। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবাসনাযুক্তা অর্থাৎ বাল্যবাসনাই বাসনা হইয়াছে যাঁহার, সেই গোপী কোনও গোপীকে হরণ করিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণের ভয়ের আবেশে কোন গোপী তৃণাবর্ত্তের অনুকরণে কৃষ্ণ হরণের অনুকরণ মাত্র করিয়া দেখাইলেন। আবার কোন গোপী

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৫। গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহাই 'পূতনায়ন্ত্যাঃ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে গোপীদের মধ্যে কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিয়া স্তনপান করাইতে গেলেন এবং অন্য এক গোপী শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তাহার সেই স্তনপান করিতে লাগিলেন। আর এক গোপী শিশু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণ করিয়া শকটের ন্যায় আচরণকারিণী অন্য এক গোপীকে পদাঘাত করিয়া শকটভঞ্জন লীলার অনুকরণ করিলেন।

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্॥ ১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৭। দ্বে চিক্রীড়তুস্তত্র কাশ্চন গোপায়ন্ত্যো গোপবালায়ন্ত্যশ্চিক্রীড়ুঃ। তদানীং বালকৈরেব বৎসচারণাৎ তস্যামেব সভায়াং লীলান্তরমাহ—বৎসেতি। অন্যা কৃষ্ণায়মানা, তত্র তস্মিন্ সতি, একা চ কৃষ্ণায়মানা হন্তি হননানুকরণমনুকরোতি অহন্নিত্যর্থঃ॥১৭॥

সারার্থদর্শিনী

১৬-১৭। দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাচরন্তী একা কৃষ্ণস্য আর্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তাং॥

মূলানুবাদ

১৭। আর এক গোপী শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর এক গোপী শ্রীবলরামের ন্যায় আচরণ করিলেন। কোন কোন গোপী গোপশিশু সকলের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সেই গোপশিশুগণের মধ্যে কেহ বা বৎসাসুরের অনুকরণে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তাহাকে বধের অনুকরণ করিলেন। কেহ বকাসুর হইল, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া তাহাকে বধের অনুকরণ করিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীনন্দ-প্রাঙ্গনে কিঙ্কিনী ধ্বনির সহিত শিশু কৃষ্ণের রঙ্গন লীলার অনুকরণে প্রবৃত্তা হইলেন এবং স্বীয় কটির কিঙ্কিনী ও চরণের নূপুরধ্বনি শ্রবণে চকিতভাবে গ্রীবা বক্র করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তাঁহাদেরও চরণে নূপুর ও কটিতে কিঙ্কিনী ছিল। ১৬

১৭। অন্য দুই গোপী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অপর কতকগুলি গোপী গোপবালকদের ন্যায় এবং বৎসদিগের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ গোপ বালকের অনুকরণে গোষ্ঠক্রীড়া ও গোবৎসের অনুকরণে তাদৃশ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই সময় কৃষ্ণসদৃশ আচরণকারিণী কোন গোপী, বৎসাসুরের ন্যায় অনুকরণকারিণী গোপীর পাদদ্বয় ধারণ করিয়া বধের অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৬-১৭। তৃণাবর্ত্ত দৈত্য যেরূপ শিশু কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ এক গোপী তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় আচরণ করিয়া শিশু কৃষ্ণের ভাবযুক্তা গোপীকে হরণ করিলেন।

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ত্ততীম্।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮ ॥

ভাবার্থদীপিকা

১৮-১৯। দূরগা দূরে বর্ত্তমানা গাঃ যদ্বদ্ যথা কৃষ্ণস্তথা আহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্তন্তীমনুবর্ত্তমানাম্। অনুকুর্ব্বতীমিতি বা পাঠঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৮। তদেবমনুকরণমাত্রমুক্তম্ অধুনা প্রলম্ববধপ্রাক্তন-গ্রীষ্মকৃত-বিচিত্রলীলানুকরণে শৃঙ্গারালম্বনরূপ-তদীয়কৈশোরাবির্ভাবাৎ, পুনরপি প্রিয়ানুকরণরূপং লীলাখ্যমনুভাবমাহ—আহূয়েতি দ্বাভ্যাম্। দূরগা ইতি সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ দূরগবীরিত্যর্থঃ। অন্যাঃ গোপন্যঃ ॥১৮॥

মূলানুবাদ

১৮। কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেণুবাদন করিতে করিতে দূরবর্ত্তী গাভীসকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আর কতকগুলি গোপী গোপবালকের ন্যায় সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৮-১৯। শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরস্থিত গাভী সকলকে বংশীধ্বনি দ্বারা আহ্বান করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোন গোপী বংশীধ্বনি দ্বারা গো-সকলকে আহ্বান করিবার জন্য বংশী বাদনের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুথিতে 'অনুকুর্বতীং' পাঠ দেখা যায়।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৮। এই প্রকারে কেবল লীলানুকরণ মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্ববধের পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে যে বিচিত্র লীলা করিয়াছিলেন, অধুনা গোপীগণ সেই সকল লীলার অনুকরণ করিতেছেন। পরন্তু ঐ লীলানুকরণে শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের আলম্বন স্বরূপ কৈশোর বয়সের আবির্ভাব হইয়াছিল। এজন্য পুনরায় 'প্রিয়ানুকরণরূপ লীলাখ্য অনুভাব' তাহাই 'আহূয়' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি দ্বারা দূরস্থিত গাভী সকলকে আহ্বান করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোন গোপী দূরস্থিত গাভীগণকে বেণুরব দ্বারা আহ্বান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য কতিপয় গোপী, (যাঁহারা গোপবালকের অনুকরণ করিয়াছিলেন) কৃষ্ণানুকরণকারিণী গোপীকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৯
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৯। গতিং নৃত্যলীলাম্ ॥

সারার্থদর্শিনী

১৮। দূরগাঃ দূরবর্ত্তিনীর্গাঃ যদ্বৎ কৃষ্ণ আহ্বয়তি তদ্বদেবাহূয় তং কৃষ্ণমনুবর্ত্তন্তীম্। অনুকুর্ব্বতীমিতি চ পাঠঃ ॥

১৯। ততশ্চান্যা অপি লীলা অনুচিকীর্ষন্তীনামপি তাসাং তদ্ধ্যানাধিক্যবশেনোন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ কস্যাঞ্চিদিতি। অহং সুবলস্কন্ধার্পিতভুজঃ কৃষ্ণঃ প্রসিদ্ধস্তস্মান্মম ললিতামতিরমণীয়াং ॥

মূলানুবাদ

১৯। শ্রীকৃষ্ণমনস্কা কোন গোপী অন্য এক গোপীর স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া চরণে চরণ দিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমি কৃষ্ণ, দেখ দেখি আমার গতি ও বিহারাদি কি সুন্দর!

২০। বাতবৃষ্টি হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই, তাহা হইতে তোমাদের রক্ষার বিধান করিতেছি। এই বলিয়া কোন গোপী একহস্তে আপনার উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে ধারণ করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৯। গতি—নৃত্যলীলা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৮। কৃষ্ণ যেরূপ দূরস্থিত গাভীসকলকে বেণুরবে আহ্বান করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে কোন গোপী বেণুধ্বনি করিলেন। কোন কোন পুঁথিতে 'অনুকুর্ব্বতীং' পাঠান্তর দেখা যায়।

১৯। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় লীলার অনুকরণ করিতেছেন। তাহার মধ্যে কাহারও কাহারও ধ্যানাধিক্যবশতঃ উন্মাদলক্ষণ সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যে আত্মানুসন্ধান পর্য্যন্ত অপগম-হেতু কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাই চারিটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-অনুকরণকারিণী কোন গোপী অন্য এক গোপীর স্কন্ধে অর্থাৎ সুবলের অনুকরণকারিণী গোপীর স্কন্ধে বাহু অর্পণ করিয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "হে সখীগণ! আমিই শ্রীকৃষ্ণ, আমার মনোরম গমন অবলোকন কর।

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং মনু দণ্ডধৃক্ ॥ ২১

ভাবার্থদীপিকা

২০-২১। যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী অম্বরং উত্তরীয়বস্ত্রং উন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২০। বাতবর্ষাভ্যামিতি তত্তল্লীলাবেশেন সাক্ষাদ্বাতাদিস্ফূর্ত্তেঃ। এবমগ্রে 'দাবাগ্নিং পশ্যতঃ' ইত্যপি অত্র ত্রাসাতিরেকেণ শৃঙ্গাররসসঙ্কোচান্ন লীলোদাহরণম্॥

সারার্থদর্শিণী

২০। যতন্তী প্রযত্নং কুর্বতী অম্বরং উত্তরীয়বস্ত্রং উন্নিদধে ঊর্দ্ধং ধৃতবতী ॥২০॥

মূলানুবাদ

২১। অপর কোন গোপী আর এক গোপীর উপর আরোহণ করিয়া পদাঘাত করিতে করিতে বলিলেন—"ওরে দুষ্ট সর্প! এ স্থান হইতে পলায়ন কর। আমি খলগণের দণ্ডদাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি"।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২০-২১। কোন গোপী যত্ন করিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক ধারণ করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২০। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণকারিণী কোন গোপী বলিলেন—"তোমরা বায়ু ও বর্ষার জন্য ভয় করিও না।" তত্তৎ লীলার আবেশে ঝড়-বৃষ্টির সাক্ষাৎ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় এই প্রকার বলিলেন। পরশ্লোকেও বলিবেন—'দেখ দেখ দাবাগ্নি' তাহাও ঐ লীলার আবেশবশতঃ জানিতে হইবে। এইস্থলে ভয়াতিরেক বিধায় শৃঙ্গার রসের সঙ্কোচহেতু সেই লীলার উদাহরণ দেওয়া হয় নাই।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২০। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলার অনুকরণকারিণী গোপী বাত-বর্ষা হইতে সকলকে রক্ষা করিবার জন্য স্বীয় উত্তরীয় ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যেন গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিলেন। তত্তৎ লীলার আবেশবশতঃ সাক্ষাৎ বাত-বর্ষাদির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। এস্থলে ত্রাসাতিরেকে শৃঙ্গার রসের সঙ্কোচ হইতে পারে বলিয়া সেই লীলার উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। 'যতন্তী' যত্নপূর্ব্বক, (উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া।) ॥ ২০ ॥

তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২

ভাবার্থদীপিকা

২২। অপিদধ্বং নিমীলয়ত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২১। পদাক্রমণপূর্ব্বকমারুহ্য ইত্যর্থঃ। নন্থ নিশ্চয়ে সম্বোধনে বা। নৃপেতি পাঠে আশ্চর্য্যেণ সম্বোধনম্। দুষ্টা হে ইতি কালিয়স্য ন্যক্কারেণ সম্বোধনম্। গচ্ছ ইতো সিঃসর, অন্যথা দণ্ডং করিষ্যে, ইত্যাহ—জাত ইতি। নন্থ নিশ্চিতং তল্লীলায়ামেতদ্বাক্যাভাবেঽপ্যনুকরণং, তত্রস্থস্য বাক্যস্য শেষেণ তাৎপর্য্যেণ বা ॥

সারার্থদর্শিণী

২১-২২। দুষ্টাহে হে কালিয়।

মূলানুবাদ

২২। অন্য কোন গোপী বলিলেন "হে গোপীগণ! সম্মুখে ভীষণ দাবাগ্নি দেখ। তোমরা শীঘ্রই চক্ষু মুদ্রিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিব।"

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২২। নয়ন মুদ্রিত কর।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২১। পদাক্রমণ—পদাঘাতপূর্ব্বক মস্তকে আরোহণ। অর্থাৎ কালিয় নাগের অনুকরণকারিণী কোন গোপীর মস্তকে পদাঘাতপূর্ব্বিক আরোহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন পুঁথিতে 'নন্থ' শব্দের পরিবর্ত্তে 'নৃপ' পাঠ দেখা যায়। 'নন্থ' পাঠে অর্থ হইবে, নিশ্চয় বা সম্বোধন। আর 'নৃপ' পাঠে অর্থ হইবে, আশ্চর্য্যের সহিত সম্বোধন হে নৃপ! 'দুষ্টা হে' - দুষ্ট কালিয়ের প্রতি ন্যক্কারজনক সম্বোধন। গচ্ছ—এ স্থান হইতে দূরীভূত হও, অন্যথা আমি তোমার দণ্ডবিধান করিব। ইহাই বলিতেছেন—'জাতঃ।' যেহেতু আমি খলনিগ্রহের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তত্তৎ লীলায় এইরূপ বাক্যের অভাবেও অনুকরণ হইতে পারে কিংবা তাৎপর্য্যমাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কালীয় দমনে এতাদৃশ আচরণ করিয়াছেন, এই নিশ্চিত ধারণাই গোপীদিগের এতাদৃশ ভাবাবেশের কারণ জানিতে হইবে। ২১।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২১-২২। দুষ্টাহে—হে দুষ্ট কালিয়!

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি ॥
ভীতা সুদৃক্ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥ ২৩

ভাবার্থদীপিকা

২৩। সুদৃক্ সুনয়নমাস্যং পিধায়। সুদৃক্ বরাক্ষীতি বা। ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণম্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২২। তত্র চেতি চকারেণান্বয়ঃ। কালিয়দমনলীলানুকরণে ত্বিত্যর্থঃ। তত্রৈকোবাচ—হে গোপা ইতি, পাঠস্তু বহুত্রৈব। রে-শব্দস্তুদ্ধত্বান্নাদ্রিয়তে। এবং শ্রীকৃষ্ণেনাপি তত্র চক্ষুঃপিধানমাদিষ্টমিতি গম্যতে। দাবাগ্নিং পশ্যতোত্বণমিতি তু তত্র হেতুবাক্যম্; উল্বণং চক্ষুস্তেজোহরমিত্যর্থঃ, তচ্চ নিমীলনার্থব্যাজাদেব। এবং মুঞ্জাটবী-সম্বন্ধ্যপি সম্বন্ধনীয়মিতি পৃথগ্ ন বর্ণিতমিতি জ্ঞেয়ম্। অপিদধ্বমিতি— দধক্তথোশ্চ' ইতি স্মরণাদভ্যাসস্থ ভষ্ ভাবপ্রাপ্তেরপি ধধ্বমিতি বক্তব্যেঽপি দধ্বমিতি পাঠ আর্ষঃ, লেখকপ্রমাদজো বা। ভষ্ভাবো বর্গচতুর্থত্বম্; অঞ্জসাঽনায়াসেনৈব ॥২২॥

মূলানুবাদ

২৩। অন্য এক গোপী--"আমি এই ভাণ্ডভেত্তা ননীচোরকে বন্ধন করি" —এই বলিয়া অপর কোন গোপীকে মাল্যদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন এবং সেই সুনয়না কৃশাঙ্গী ভীতা হইয়া চক্ষু আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভয়ানুকরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২২। এই প্রকার কালীয়দমন লীলা অনুকরণের সময় শ্রীকৃষ্ণের কালীয়হ্রদে প্রবেশাদি সমস্ত লীলারই অনুকরণ করিলেন। কোন গোপী নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ধারণায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে কালীয়ের অনুকরণকারিণী গোপীর মস্তকে আরোহণ করিয়া বলিলেন—রে দুষ্ট কালিয়।" এস্থলে কিন্তু 'রে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'হে' পাঠই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। 'রে' পাঠ অনাদরণীয়—হেয় নহে। এইরূপ দাবানলমোক্ষণ লীলার সময়ে কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহাগ্নির তীব্রতায় দাবাগ্নি দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমরা শীঘ্র নিজ নিজ চক্ষু মুদ্রিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছি। তোমরা চক্ষুমুদ্রিত না করিলে দুঃসহ দাবানল তোমাদের চক্ষুর তেজ হরণ করিবে। এই দাবানল লীলার অনুরূপ মুঞ্জাটবী লীলা পৃথক বর্ণন করেন নাই। 'অপিদঙ্কং" বক্তব্যে 'অপিধঙ্কং' আর্ষ প্রয়োগ। অথবা লেখক-প্রমাদ বশত জানিতে হইবে। অঞ্জসা—অনায়াসে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৩। অন্যয়া পূর্ব্বমুক্তৈর্ব্রজেশ্বরীচেষ্টামাত্রং কুর্ব্বত্যা, তন্বী বিরহার্ত্ত্যা সদ্য এব কার্শ্যং প্রাপ্তা। অত্রানুকরণে, উলূখল ইতি উলূখলানুকারিণ্যাং কস্যাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্‌ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মনুচকারেত্যর্থঃ। মুখং পিধায় হস্তাভ্যামেষ বালকভয়-স্বভাবঃ, ভীতিঃ কৃষ্ণস্য ভয়কার্য্যং কম্পাদি, কিঞ্চিদ্রোদনবাক্যাদি চ, তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথার্হমূহম্ ॥২৩॥

সারার্থদর্শিনী

২৩। অতশ্চাকস্মাদুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যাস্যাপি শৈথিল্যমভূত্তদশ্চ অহং গোপী-ত্যাত্মানমনুসন্দধানাং কাঞ্চিদ্ভাণ্ডস্ফোটন-হৈয়ঙ্গবমোষণ-লীলানুকরণোদ্যতামালক্ষ্য যোগমায়ৈব শ্রীযশোদায়মানা তদুচিতঞ্চকারেত্যাহ,—বদ্ধেতি। হৈয়ঙ্গবমুষস্তু বধ্নামীত্যুক্ত্বা অন্যয়া কাচিৎ ব্রজা বদ্ধা সুদৃক্ আস্যমাচ্ছাদ্য ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে ইত্যন্বয়ঃ ॥২৩॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৩। সুদৃক্—সুনয়ন। অর্থাৎ করযুগলে সুনয়ন বদন আচ্ছাদন করিয়া। ভীতি বিড়ম্বন—ভয়ানুকরণ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৩। অন্য এক গোপী পূর্ব্বোক্ত ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার চেষ্টামাত্র অনুকরণ করিয়াছেন—ভাব অনুকরণ করেন নাই। শ্রীযশোদার অনুকরণকারিণী সেই গোপী বলিতে লাগিলেন—'আমি দধিভাণ্ড ভগ্নকারী এই নবনীতচৌরকে বন্ধন করি।" এই কথা বলিয়া উদূখল অনুকরণকারিণী গোপীকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিতে লাগিলে, ভয়প্রাপ্তা কৃষ্ণের ন্যায় অনুকরণ-কারিণী সেই তন্বী বন্ধনভয়ে সদ্যই কৃশতা প্রাপ্ত হইলেন এবং করযুগলে সুলোচন-বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়ানুকরণ অর্থাৎ চকিত বিলোকন, দেহ কম্পাদি, ঈষৎ রোদন ও কাকু বাক্যাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এখানে ভয় বলিতে কৃষ্ণের যে ভয় এবং তাহার কার্য্য কম্প ও রোদনাদি এবং কিঞ্চিৎ বাক্যের দ্বারাও অনুকরণ বুঝিতে হইবে। এইরূপ সামান্যভাবেই লীলার অনুকরণ উক্ত হইল, অন্যান্য লীলার অনুকরণ উহ্য রহিল। ২৩।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৩। অতঃপর গোপীগণের অকস্মাৎ উন্মাদ দশার প্রবলতা শান্তি হইলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-তাদাত্ম্যও শিথিল হইল। কোন কোন গোপীর শ্রীকৃষ্ণ-তন্ময়তার অবসানে 'আমি গোপী' এই প্রকার আত্মানুসন্ধান প্রকাশ পাইল। আবার ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণের দধি-ভাণ্ডস্ফোটন, নবনীতচৌর্য্য প্রভৃতি লীলার অনুকরণে উদ্যত হইলে যোগমায়া শ্রীযশোদার অনুকরণ করিয়া তদুচিত লীলার সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। তাই বলিতেছেন—'বদ্ধেতি।'

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥ ২৪

ভাবার্থদীপিকা

২৪-২৫। এবং পুনরপি বৃন্দাবনে লতাস্তরূংশ্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যো বনোদ্দেশে বনপ্রদেশে ব্যচক্ষত অপশ্যন্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৪। এবং তত্তল্লীলানাং পুনঃপুনঃ গানানুকরণয়োঃ প্রকারেণ তৎপ্রকারবিশিষ্টং প্রশ্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষামপি মূলস্বরূপস্য পদানি বনোদ্দেশে ব্যচক্ষতেত্যাশ্চর্য্যে। যস্য মুনয়ো বেদেঽপি যথাকথঞ্চিদেব সূচকতয়া শব্দরূপাণ্যেব পদানি তর্কয়ন্তি মাত্রম্, তস্যৈব তাঃ স্ববিহারবনোদ্দেশে সাক্ষাচ্চরণচিহ্নরূপাণ্যেব পদানি ব্যচক্ষত ইতি। অহো এতন্মাত্রাংশেঽপি বয়ংসর্ব্বেঽপি মুনয়ো ন তাসাং সাম্যং প্রাপ্নুমঃ কিং

মূলানুবাদ

২৪। এই প্রকারে গোপীগণ বৃন্দাবনের তরুলতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনভূমির একস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৪-২৫। এইরূপে সেই গোপীগণ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ ও লতা সকলকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একদেশে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৪। এইরূপে তত্তৎ লীলার গান ও অনুকরণ করতঃ ব্রজদেবীসকল বৃক্ষ ও লতাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একদেশে সকলের মূলস্বরূপ পরমাত্মার পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিগণ তন্নতন্ন করিয়া বেদেই যথ কথঞ্চিৎভাবে সূচকতা দ্বারা যে পরমাত্মার পদ সকল কেবলমাত্র শব্দরূপেই বিতর্ক করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহারই বিচার প্রসঙ্গে সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, গোপীগণ সেই পরমাত্মার পদচিহ্ন সকল নিজেদের বিহারাস্পদ বনের একদেশে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়াছিলেন,

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এইরূপ কোন এক গোপী শ্রীযশোদার অনুকরণ করিয়া নবনীতচৌর কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে যাইতেছেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী গোপীকে ফুলের মালা দিয়া বন্ধন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণের ন্যায় অনুকরণকারিণী সেই গোপী ভাবনায় ভীত হইয়া করযুগলে সুলোচন-বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ২৩।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

পুনস্তাদৃশপ্রেমবিশেষাসাদিত-নিত্যতদীয়-প্রেয়সীত্বাদ্যংশ ইতি ভাবঃ। অন্তর্হিত ইত্যাদি প্রকরণে তেষাং ব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তৃতীয়ং পূতনাবধাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পুনরপ্যন্বেষণং পঞ্চমং পদদর্শনমিতি ক্রমঃ। স্বব্যাখ্যায়াং প্রথমং তাপমাত্রং, দ্বিতীয়ং বাহুপ্রসার ইত্যাদ্যনুকরণং, তৃতীয়ং গানসহিতান্বেষণং, তত্রৈব মধ্যে মধ্যে পূতনাদ্যনুকরণং, চতুর্থং পদদর্শনমিতি বিবেচনীয়ম্ ॥২৪॥

সারার্থদর্শিনী

২৪। এবমনেন প্রকারেণ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা ইত্যয়মত্র প্রকারঃ। বৈপ্রলম্ভিকস্যোন্মাদস্য প্রৌঢ়ি-মনি আত্মবিস্মৃতৌ সত্যাং স্বপ্রেষ্ঠতাদাত্ম্যমেব স্যাৎ। যদুক্তং "প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ অসাবহমিতি" "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি"মিত্যাদি তস্যৈব মধ্যত্বে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবত্ত্বে সত্যনুকরণম্। যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদচরিতে—"ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োনুচকার হে"তি। অত্র্যাপ্যুক্তং "কৃষ্ণায়স্ত্যপিবৎ স্তন"মিত্যাদি। তস্যৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্য প্রায়িকত্বে অচেতনেষ্বপি তরুগুল্মাদিষু প্রশ্নঃ ॥২৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা সকলে মুনি হইলেও গোপীগণ এই অংশে আমাদের অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ এই অংশে আমরা গোপীগণের সাম্য প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। অতএব যখন আমরা তাঁহাদের সমতাই প্রাপ্ত হইলাম না তখন তাদৃশ প্রেমবিশেষ-লব্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীত্বই পাইব কি প্রকারে? ইহাই ভাবার্থ। 'অন্তর্হিতে ভগবতি' ইত্যাদি প্রকরণে অর্থাৎ ভগবানের অন্তর্দ্ধান হইতে চরণচিহ্ন দর্শন পর্য্যন্ত যে প্রকরণ, তাহাতে শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে ক্রম এইরূপ :—প্রথম—তাপমাত্র, দ্বিতীয়—গান সহিত অন্বেষণ, তৃতীয়—পূতনাবধাদি লীলার অনুকরণ, চতুর্থ—পুনরায় অন্বেষণ, পঞ্চম—পদচিহ্ন দর্শন। কিন্তু নিজ ব্যাখ্যানুসারে ক্রম এইরূপ :—প্রথম—তাপমাত্র, দ্বিতীয়—বাহুপ্রসারাদির অনুকরণ, তৃতীয়—গানসহিত অন্বেষণ, তাহার মাঝে মাঝে পূতনাবধাদির অনুকরণ, চতুর্থ—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন। ২৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৪। এই প্রকারে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ইত্যাদি। এস্থলে 'এবং' শব্দের ব্যঞ্জনা এই—তাঁহারা বিপ্রলম্ভময় উন্মাদদশার প্রৌঢ়ত্ব হেতু আত্ম-বিস্মৃতিতে স্বপ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণতাদাত্ম্য বশতঃ তাঁহার নানাবিধ লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। তাহাই "প্রিয়ের গতি, হাস্য, ঈক্ষণ ও সম্ভাষণ প্রভৃতিতে গোপীগণের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রিয়া সেই গোপীগণ কৃষ্ণের লীলাবিলাস সমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন।" এবং 'আমি কৃষ্ণ', 'আমার ললিত গতি অবলোকন কর', ইত্যাদি

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৫। ততশ্চান্যোঽন্যমাহুঃ—পদানি ইতি; পদচিহ্নানি ব্যক্তং স্ফুটমেবৈতানি নন্দসূনোঃ পদানি লক্ষ্যন্তে। কৈঃ? ধ্বজাদিভিঃ, হি প্রসিদ্ধৌ, ধ্বজাদীনি তত্র প্রসিদ্ধান্যেবেত্যর্থঃ। ধ্বজাদিযোগে হেতুঃ- মহাত্মনঃ পরমপুরুষোত্তমস্যেত্যর্থঃ। আদি-শব্দাদন্যান্যপি। তত্র পাদ্মে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণমধিকৃত্য—'ষোড়শৈব তু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে। দক্ষিণে চাষ্ট চিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ॥ ধ্বজা পদ্মং তথা বজ্রমঙ্কুশো যব এব চ। স্বস্তিকং চোর্দ্ধরেখা চ অষ্টকোণং তথৈব চ॥ সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং বৈষ্ণবোত্তম। ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসং চার্দ্ধচন্দ্রকম্॥ অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতম্। ষোড়শঞ্চ তথা চিহ্নং শৃণু দেবর্ষিসত্তম। জম্বুফল-

মূলানুবাদ

২৫। (দেখিয়া বলিলেন)—"ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব ইত্যাদি অঙ্কিত এই পদচিহ্ন মহাত্মা নন্দপুত্রের স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৫। পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া ব্রজদেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—'পদানি' ইতি। এই পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই পাদচিহ্ন সকল মহাত্মা নন্দনন্দনেরই। কেন? ধ্বজা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিহ্ন দ্বারা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ধ্বজাদি যোগের হেতু কি? মহাত্মা—পরমপুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার পাদতলে ধ্বজাদি চিহ্ন শোভিত। আদি শব্দ দ্বারা অন্যান্য চিহ্নও জানিতে হইবে। পাদ্মে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে শ্রীকৃষ্ণের পাদতলে ষোড়শ প্রকার চিহ্ন বিবৃত হইয়াছে। যথা, হে দেবর্ষে! আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদতলে ষোড়শ প্রকার চিহ্ন দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে দক্ষিণ পাদতলে আট প্রকার এবং বাম পাদতলে সাতপ্রকার চিহ্ন আছে। দক্ষিণ পাদতলে—ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র,

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাদের তন্ময়তা শৈথিল্য বশতঃ যখন কিঞ্চিৎ আত্মানুসন্ধান হইয়াছিল, তখন আবার তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল এবং পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অতএব ব্রজদেবীগণের যে শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-তন্ময়তা হইতে প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্রে—"কচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ" ইত্যাদি। এবং এই রাসপ্রসঙ্গে—"কৃষ্ণায়স্ত্যপিবৎ স্তনম্" ইত্যাদি। লীলানুকরণের অবসানে তন্ময়তা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই তাঁহারা আবার তীব্র বিরহের আবেশে বৃক্ষ-লতা এমনকি অচেতন বস্তুকেও প্রশ্ন করিয়াছেন। ২৪।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ॥' ইতি; ক্রমদীপিকায়াম্—'মৎস্যাঙ্কুশারিদরকেতুযবাব্জবজ্রৈঃ' ইতি; শ্রীগোপালতাপন্যাম্—'শঙ্খধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ম্' ইতি; আদিবারাহে মথুরামণ্ডল-মাহাত্ম্যে—'যত্র কৃষ্ণেন সঙ্কীর্ণং ক্রীড়িতং চ যথাসুখম্। চক্রাঙ্কিতপদা তেন স্থানে ব্রহ্মময়ে শুভে॥' ইতি; এবং চক্র-শঙ্খাতপত্রৈরধিকৈরূণবিংশতিশ্চিহ্নানি; স্কান্দে তু ষচ্চক্রাদিষট্কমাত্রমুক্তং. তত্তু শ্রীবিষ্ণ্বাদাবেব। যত্ত উক্তং ষোড়শচিহ্নপ্রসঙ্গ এব পাদ্মে—'অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা। কৃষ্ণাখ্যস্তু পরং ব্রহ্ম ভুবি জাতং ন সংশয়ঃ॥ দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ চত্বারি পঞ্চ চৈব চ। দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অবতারে কথঞ্চন॥' ইতি। তেষাং স্থাননিয়মো যথা তত্রৈব—মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয়া পদ্মং ত্র্যঙ্গুলমানতঃ। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রতঃ॥ যবোঽপাঙ্গুষ্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং যত্র কুত্রচিৎ। আদিং চরণমারভ্য যাবদ্বৈ মধ্যমা স্থিতা॥ তাবদ্বৈ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণবিশিষ্ট চিহ্ন। সম্প্রতি বামপদতলে চিহ্নের কথা বলিতেছি—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য ও গোষ্পদ, এই সাতটি চিহ্ন আছে। ইহা ব্যতীত জম্বু-ফলের আকার আর একটি চিহ্ন আছে, তাহার কোনও স্থান নির্ণয় নাই। ক্রমদীপিকায়—মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজা, যব, পদ্ম ও বজ্র, এই আটটি চিহ্ন উক্ত আছে। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে শঙ্খ, ধ্বজা ও ছত্র, এই তিনটি চিহ্ন উক্ত আছে। আদিবারাহে মথুরামণ্ডল মাহাত্ম্যে হে শুভাননে! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ যথাসুখে ক্রীড়া করেন, সেইস্থানে চক্র অঙ্কিত পদচিহ্ন দেখা যায়।

এই প্রকারে চক্র, শঙ্খ ও ছত্র, এই তিনটি চিহ্নের অধিক উল্লেখ দেখা যায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ চিহ্নের সহিত যোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণের পাদতলে ঊনবিংশতি চিহ্ন হয়। আর স্কন্দ-পুরাণে চক্র প্রভৃতি যে ছয়টি চিহ্নের কথা জানা যায়, তাহা শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের চরণচিহ্নের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত পদ্মপুরাণে ষোড়শচিহ্ন প্রসঙ্গের পরই উক্ত আছে—হে বিদ্বন্! যদি কাহারও পাদতলে ষোড়শ চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে কোনও সংশয় করিও না। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের যে অসংখ্য অবতার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ষোড়শ চিহ্নের কোথাও দুইটি, কোথাও তিনটি, কোথাও বা চারিটি, কি পাঁচটি চিহ্ন দেখা যায়। এক্ষণে এই সমস্ত চিহ্নের স্থান নির্ণয় করিতেছেন। যথা, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদতলের মধ্যদেশে ধ্বজা, মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন আঙ্গুল পরিমিত নিম্নে এবং ধ্বজার ঊর্দ্ধে পদ্ম। (স্কন্দপুরাণে—পদ্মের অধোভাগে ধ্বজা, এইরূপ স্থান নিরূপিত হইয়াছে) দক্ষিণ-পার্শ্বে বজ্র এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্কুশ, অঙ্গুষ্ঠমূলে যব এবং স্বস্তিক চিহ্ন; কিন্তু স্বস্তিক

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

চোর্দ্ধ্বরেখা চ কথিতা পাদ্মসংজ্ঞকে॥ অষ্টকোণস্তু ভো বৎস মানঞ্চাষ্টাঙ্গুলৈশ্চ তৎ। নির্দ্দিষ্টং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহুর্নয়ঃ কিল॥ দক্ষিণেতর-স্থানানি সংবদামীহ সাম্প্রতম্। চতুরঙ্গুলমানেন ত্বঙ্গুলীনাং সমীপতঃ। ইন্দ্রচাপং ততো বিদ্যাদন্যত্র ন ভবেৎ ক্বচিৎ॥ ত্রিকোণং মধ্যনির্দ্দিষ্টং কলসো যত্র কুত্রচিৎ। অষ্টাঙ্গুল-প্রমাণেন তদ্ভবেদর্দ্ধচন্দ্রকম্॥ বিন্দুর্বৈমৎস্যচিহ্নঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতম্। গোষ্পদং দ্বিখুরং জ্ঞেয়মাদ্যাদঙ্গুলি-মানতঃ॥' ইত্যেতল্লক্ষণং তত্রৈব—'পদ্মাকারা ধ্বজা প্রোক্তা প্রান্তে ত্রৈকোণিকানঘ' ইত্যাদি। ব্যাখ্যায়তে চ—ত্র্যঙ্গুলমানতঃ মধ্যমাঙ্গুল্যগ্রাৎ তাবন্মানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ, বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ; 'পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে' ইতি স্কান্দসংবাদাচ্চ। যত্র কুত্রচিদিতি যথাশোভং বহুত্রেত্যর্থঃ। আদিং চরণমঙ্গুষ্ঠং তর্জ্জন্যোরন্তরালম্। যাবন্মধ্যং মধ্যদেশং তাবদ্ব্যাপ্য স্থিতা তত্তস্যাষ্টকোণস্য মূলমষ্টাঙ্গুলৈর্জ্ঞেয়ম্। অগ্রতোঽষ্টাঙ্গুলীঃ পরিত্য-জ্যেত্যর্থঃ। স্বরূপমানে স্থানাসমাবেশঃ। স চ চরণস্য দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশাঙ্গুলপ্রমাণত্বং, বিস্তারে ষড়ঙ্গুলি-প্রমাণত্বমিতি হয়শীর্ষমাৎস্যাদিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। এতদনুসারেণ ত্র্যঙ্গুলমানত ইত্যপি ব্যাখ্যাতম্। ব্যাখ্যাস্যতে চান্যত্র ইন্দ্রচাপত্বং নির্গুণত্বাত্তাদৃশবর্ণময়ত্বাচ্চ। চতুরঙ্গুলমানেনেতি তাবন্মানপরিত্যাগত উক্তং, মধ্যমাঙ্গুল্য-ধঃস্থিতবিন্দোরধঃস্থিতত্বাৎ। তথা দৈর্ঘ্যতোঽপি জ্ঞেয়ং, শোভোপযোগাৎ। বিন্দুমধ্যনির্দ্দিষ্টং চরণমধ্যে স্থিতম্। অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন ত্রিকোণস্যাধ ইত্যর্থঃ। তৎকোটিদ্বয়স্য কিঞ্চিদ্গ্রাসিত্বাৎ। বিন্দুরম্বর-পর্য্যায়ঃ। অয়ঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমণ্ডলদ্বয়াত্মকঃ দ্বিরেখাসু সমন্বিতমিতি, তত্রৈব তল্লক্ষণোক্তেঃ; সর্ব্বচিহ্নানামুপরি বিন্দুঃ, মৎস্যঃ সর্ব্বচিহ্নানামধঃ দ্বিখুরং দ্বিশফং আদ্যাদ্বিন্দোর্ত্র্যঙ্গুলমানত ইতি ইন্দ্রচাপাদধ ইত্যর্থঃ। পদ্মাকারা বর্ত্মতুল্যা, প্রান্তে ত্রৈকোণিকং পতাকাস্থানীয়ং যস্যাং সা সপ্তম্যা অলুক্। এতচ্চ ত্রৈকোণিকং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

চিহ্ন যেস্থানে পদকমলের শোভাবর্দ্ধন করে, সেই স্থানই নির্ণয় করিতে হইবে। চরণের অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মূলদেশ হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ঊর্দ্ধরেখা। সেই অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুল নিম্নে অষ্টকোণ। চরণের পরিমাণ অনুসারে স্থানের সমাবেশ জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের চরণ দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশাঙ্গুল প্রমাণ এবং প্রস্থে ষড়াঙ্গুলি প্রমাণ ইহাই হয়শীর্ষ ও মৎস্যপুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। এই অনুসারেই প্রথমতঃ মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে তিন আঙ্গুল পরিমিত ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বামপদতলে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে চারি অঙ্গুলি নিম্নে গুণরহিত এবং তাদৃশ বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রধনু। চরণের অগ্রভাগ হইতে অষ্টাঙ্গুলের নিম্নে অথচ চরণের মধ্যভাগে ত্রিকোণ, যথাযোগ্য শোভাবর্দ্ধনের স্থানে কলস। ত্রিকোণের নিম্নদেশে অর্দ্ধচন্দ্র। অর্দ্ধচন্দ্রের দুইকোটি অর্থাৎ ত্রিকোণকে কিঞ্চিৎ গ্রাস করিয়া অবস্থিত। সমস্ত চিহ্নের উপরিভাগে অম্বর, কিন্তু এই অম্বর (বিন্দুচিহ্ন) বাহ্যাভ্যন্তর মণ্ডল-দ্বয়াত্মক দ্বিরেখা সমন্বিত গোলাকার। আর সমস্ত চিহ্নের নিম্নে মৎস্য। ইন্দ্রধনুর অধোদেশে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দক্ষিণত এব জ্ঞেয়ম্। বামত ঊর্দ্ধরেখোপহতেঃ। ষোড়শস্তু চিহ্নং পাদদ্বয় এব জ্ঞেয়ম্, অনিয়মেনোক্তত্বাৎ। জম্বুফলসমতয়া নির্দ্দেশেন তদ্বর্ণতদাকারময়মেব, তচ্চিহ্নং ন তু রেখাকারম্। চক্র-শঙ্খৌ তু—'দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখং দরম্॥" ইতি স্কান্দানুসারেণৈব জ্ঞেয়ৌ। ছত্রন্তু প্রাধান্যাদ্দক্ষিণচরণ এব, তত্রাপি চিহ্নান্তরশূন্যপ্রদেশত্বাচ্চক্রাধ এব জ্ঞেয়ম্। তাসাং তদ্দর্শনপ্রকারশ্চায়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে 'বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপীর্গোপবরাঙ্গনা। পুলকাচিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশি নয়নোৎপলা॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্করেখাবন্ত্যালি পশ্যত। পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ॥' ইতি ॥২৫॥

সারার্থদর্শিনী

২৫। তদেবং ত্রিবিধমুন্মাদং নির্ব্বর্ণ্য তদন্তরৈবাকস্মাৎ কৃষ্ণস্য পদচিহ্নান্যালক্ষ্য সানন্দবিতর্কমাহুঃ—পদানীতি। ধ্বজাদীনাং ধারণস্থানং প্রয়োজনং চোক্তং স্কান্দে—"দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারিষড়্বর্গচ্ছেদনায় সঃ (১) মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনাম্ (২) পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্ (৩) কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রি-ভেদনম্ (৪) পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভবশকারিণম্ (৫) ভোগসম্পন্নয়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণীতি (৬) বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি। তত্রৈব স্কান্দে,—কৃষ্ণমধিকৃত্যোক্তত্বাৎ কনিষ্ঠামূলে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দ্বিখুরযুক্ত গোষ্পদ চিহ্ন আছে। আর জম্বুফলের সদৃশ চিহ্ন নির্দ্দেশের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জম্বুফলের ন্যায় আকার ও বর্ণবিশিষ্ট চিহ্ন, কিন্তু রেখা নহে। শ্রীকৃষ্ণের পাদতলে এইরূপ চিহ্ন সমাবেশের কথা গোপীগণের দর্শন-প্রকার হইতেও অবগত হওয়া যায়। যথা, বিষ্ণু-পুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণনিরতা কোনও গোপী ভূমিতে দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকাঞ্চিত কলেবরে গদ্‌গদ্‌ভাবে অন্যান্য গোপীগণকে বলিলেন—দেখ দেখ সখিগণ! শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মাদি চিহ্নযুক্ত পদাবলী দেখা যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। ২৫

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৫। এইরূপে ত্রিবিধ উন্মাদদশার অবসানে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ বনের এক স্থানে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহারা সানন্দে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'পদানীতি'। সেই পদচিহ্নের মধ্যে ধ্বজাদি ধারণস্থানও প্রয়োজন—স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা—শ্রীভগবান তাঁহার দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত তাঁহার চরণের এই চিহ্ন স্মরণ করেন, তিনি তাঁহাদের কামাদি ছয় রিপুকে ছেদন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান তাঁহার দক্ষিণচরণের মধ্যমাঙ্গুলির

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্॥ ২৬

ভাবার্থদীপিকা

২৬। সুপৃক্তানি সংমিশ্রাণি॥

সারার্থদর্শিনী

অঙ্কুশস্তত্তলে বজ্রমিত্যাহুঃ,—সাম্প্রদায়িকাঃ। পার্ষ্ণাবঙ্কুশস্তু নারায়ণাদেজ্জেয়ঃ। তদেবং চক্র-ধ্বজ কমল-বজ্রাঙ্কুশ-যবা ইতি ষট্‌চিহ্নানি কৃষ্ণস্য দক্ষিণে চরণেঽন্যান্যপি চিহ্নানি বৈষ্ণবতোষণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনী-সন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধ্বরেখা (৭) চক্রস্য তলে ছত্রম্ (৮ অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিতং স্বস্তিকচতুষ্টয়ম্ (৯) স্বস্তিকচতুঃসন্ধিষু জম্বূফলচতুষ্টয়ম্ (১০) স্বস্তিকমধ্যেঽষ্টকোণমিত্যেকাদশচিহ্নানি (১১) তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠ-মূলতস্তন্মূখং দরং "সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসা"বিতি (১) মধ্যমামূলেঽম্বরমন্তর্ব্বাহ্যমণ্ডলদ্বয়াত্মকম্ (২) তদধঃ কার্ম্মুকং বিগতজ্যম্ (৩) তদধো গোষ্পদম্। (৪) তত্তলে ত্রিকোণা (৫) তদভিতঃ কলসানাং চতুষ্টয়ং ক্বচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টম্ (৬) ত্রিকোণতলেঽর্দ্ধচন্দ্রোঽগ্রদ্বয়স্পৃষ্টত্রিকোণ কোণদ্বয়ঃ (৭) তদধো মৎস্যঃ। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ॥২৫॥

মূলানুবাদ

২৬। সেই সকল পদচিহ্নদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অবলাগণ সম্মুখে কোন বধূর পদচিহ্নমিশ্রিত পদাঙ্ক দেখিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৬। সুপৃক্ত—সংমিশ্রিত।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

মূলে কমলচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঐ চরণকমল ধ্যান করেন, তাঁহাদের মনোরূপ ভ্রমর মধুপানে লুব্ধ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান ঐ কমলের অধোদেশে ধ্বজাচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার স্মরণকারী ভক্তের নিখিল অনর্থ জয় হয় এবং সর্ব্বপ্রকারে অভয় প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান তাঁহার দক্ষিণ চরণের পার্ষ্ণিমধ্যে অঙ্কুশচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন। ইহার স্মরণে ভক্তের অসংযত চিত্ত সংযত হইয়া যায়। শ্রীভগবান তাঁহার দক্ষিণচরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে যে বজ্রচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাহার চিন্তনে পাপরূপ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীভগবান তাহার দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যে যবচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, তাহার স্মরণে সর্ব্ববিধ সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের দক্ষিণচরণের দক্ষিণপার্শ্বে বজ্র এবং তাহার অগ্রভাগে অঙ্কুশ ইত্যাদি চিহ্নসকল বৈষ্ণবতোষণীতে দ্রষ্টব্য। ২৫।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭

ভাবার্থদীপিকা

২৭। তেনাংসে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যস্যাঃ। করেণোর্হস্তিন্যাঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৬। তৈস্তৈর্ধ্বজাদি-শোভিতৈঃ, বীপ্সা—মধ্যে মধ্যে দূর্ব্বাময্যাদি-ভূমৌ বিচ্ছিন্নত্বাৎ স্থানবাহুল্যস্য বিবক্ষয়া; অগ্রত ইতি, তাবৎ পর্য্যন্তং কৃষ্ণেনৈবাঙ্কে নিধায় তস্যানয়নাৎ। অবলা বিরহান্বেষণাভ্যাং বলহীনা অপি তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং বর্ত্ম অন্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ। বধ্বাঃ শ্রীরাধায়াস্তস্যা এব পরমসৌভাগ্য-বতীত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥২৬॥

সারার্থদর্শিনী

২৬। সুপৃক্তানি মিশ্রিতানি ॥

মূলানুবাদ

২৭। এই পদচিহ্নগুলি হস্তীর সহিত হস্তিনীর ন্যায় কৃষ্ণের সহিত গমনকারিণী এমন কোন রমণী, যাঁহার স্কন্ধে কৃষ্ণের বাহু ন্যস্ত হইয়াছিল বলিয়া পদচিহ্ন এত সুব্যক্ত হইয়াছে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৭। শ্রীকৃষ্ণ সেই বধূর স্কন্ধে নিজ বাহু ন্যস্ত করিয়াছেন। করিণী—হস্তিনী।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৬। এইরূপে অবলাগণ ধ্বজাদি-শোভিত পদচিহ্ন অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে ('তৈঃ তৈঃ' বীপ্সায় দ্বিরুক্তি হইয়াছে। কারণ দূর্ব্বাময় ভূমিতে মধ্যে মধ্যে পদচিহ্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে অপিচ অনেক স্থানে বিচরণ করিয়াছেন বলিয়া স্থানবাহুল্য বিবক্ষায়) কিছুদূর অগ্রসর হইয়া "শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সহিত কোন রমণীর পদচিহ্ন" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের পাশে পাশে ঐ বধূর চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। যেস্থলে বধূর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন না, সেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ বধূকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। 'অবলা'—শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এবং তাঁহার গমনপন্থা অন্বেষণে নিতান্ত পরিশ্রান্তা ও বলহীনা হইলেও পুরোভাগে বধূর। এইস্থানে 'বধূ' পদ প্রয়োগের দ্বারা শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরম-প্রীতি এবং তাঁহাকে পরম সৌভাগ্যবতীরূপে স্থাপনই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। ২৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৬। সুপৃক্তানি—শ্রীরাধার পদচিহ্নের সহিত সংমিশ্র শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৭। তত্র সর্ব্বা এবাহুঃ—কস্যা ইতি। অত্র স্ত্রীত্বজ্ঞানং তৎপাদানাং লঘুত্বাৎ, নিম্নত্ব তদুচিতাঙ্গ-লক্ষিতত্বাদিনা চ ইতি জ্ঞেয়ম্। নন্দসূনুনা ইতি পূর্ব্ববৎ, এতানি কস্যাঃ পদানি পরিচীয়ন্তামিতি শেষঃ। শ্রীভগবতা স্বাংসে তৎপ্রকোষ্ঠ-ন্যসনং চ যদ্যপি রসবিশেষেণৈব, তথাপি রাত্রৌ স্খলন্ত্যাস্তস্যাঃ সুখগমনার্থং বলাদ্দূরে নয়নার্থঞ্চ ভবতি। অনেন তস্যামধিকপ্রীতিঃ সূচিতা। তামেব দৃষ্টান্তেনাহুঃ—করেণোরিতি। তয়োরপি কাম মদেন প্রীত্যা তথৈব গমনাৎ ॥২৭॥

সারার্থদর্শিনী

২৭। অংশন্যস্তেতি। যস্যাঃ স্কন্ধে নন্দসূনুনা বামপ্রকোষ্ঠো ন্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥

মূলানুবাদ

২৮। এই রমণীই যথার্থ আরাধনা করিয়া ভগবান ঈশ্বর শ্রীহরিকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়াছে, নতুবা আমাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ কেবল একাকী তাহাকে নির্জ্জনে কেন লইয়া যাইবেন ?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৭। তখন সমস্ত গোপীই একসঙ্গে বলিতে লাগিলেন এ কোন্ রমণীর পদচিহ্ন ? কোন্ রমণীর পদচিহ্ন ? এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যে কোনও রমণীকে লইয়া গিয়াছেন, ইহা গোপীরা জানিলেন কি প্রকারে ? তদুত্তর এই—গোপীগণ যে সকল পদচিহ্ন দেখিলেন, তাহা আকারে ক্ষুদ্র এবং তদুচিত চিহ্ন সকল নিম্নভূমিতে অঙ্কিত হইয়াছে, এই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া জানিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোন রমণীকে লইয়া গিয়াছেন। 'নন্দনন্দনের সহিত গমনকারিণী কোন্ রমণীর এই সকল পদচিহ্ন ?' এই কথাগুলি সাধারণ গোপীগণের উক্তি হইলেও তাহার মধ্যে শ্রীরাধার স্বপক্ষা সখীগণের পরিহাসময় উক্তি জানিতে হইবে, কেননা, ইহাঁরা শ্রীরাধিকার পদচিহ্নের সহিত পরিচিত ; সুতরাং তাঁহারা দর্শনমাত্রে জানিতে পারিয়াছেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষ দ্বারাই স্বীয় স্কন্ধে সেই রমণীর প্রকোষ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি তাহা রাত্রিকালে স্খলিত-গতি সেই রমণীর সুখগমনার্থ কিংবা বলপূর্ব্বক স্থানান্তরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজস্কন্ধে তাহার প্রকোষ্ঠ স্থাপন পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ঐ বধূর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতি সূচিত হইয়াছে। তাহারই দৃষ্টান্ত—মদমত্ত করী কামমদে মত্ত হইয়া যেমন করিণীর সহিত বনে বনে বিচরণ করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ বধূর প্রীতিতে বশীভূত হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ২৭।

ভাবার্থদীপিকা

২৮। রহ একান্তস্থানম্ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৮। তত্র সখীনামন্তরঙ্গত্বেন গাম্ভীর্য্যাৎ, প্রতিপক্ষাণামাপাততো দুঃখব্যাপ্তত্বাৎ, তটস্থানাঞ্চ তদনভিনিবেশাৎ, প্রথমং তস্যাঃ সুহৃদ এবাহুঃ—অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ। ঈশ্বরঃ ভক্তেষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রোঽপি বা। অনয়ৈব আরাধিতঃ আরাধ্য বশীকৃতঃ, ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নাম-কারণঞ্চ দর্শিতম্। তত্র হেতুর্গোবিন্দঃ নোঽস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্ত্যক্ত্বা, তত্রাপি রহঃ অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, যদ্বা, সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নপি যামেব রহোঽনয়দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৮। রহ—একান্ত স্থান।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৮। স্বপক্ষা সখীগণ অন্তরঙ্গা, সুতরাং তাঁহারা গাম্ভীর্য্যের সহিত নীরব রহিলেন। প্রতিপক্ষাগণ আপাতঃ দুঃখে অধীরা বলিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তটস্থপক্ষা গোপীগণ এবিষয়ে অনভিনিবেশ-হেতু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের সহিত বধূর চরণচিহ্ন আছে কি না, তাহাতে কোনরূপ লক্ষ্য না থাকায় কিছুই বলিলেন না; সুতরাং সেই রমণীর সুহৃৎপক্ষা যে সকল গোপী, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—'অনয়া' ইত্যাদি। এই রমণী নিশ্চয়ই ভগবান্ ঈশ্বর হরির আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন ও বশীভূত করিয়াছেন। এস্থলে 'নূনং' শব্দ বিতর্কে বা নিশ্চয়ে। হরি—সর্ব্বদুঃখহারী। ভগবান্—শ্রীনারায়ণ। ঈশ্বর—ভক্তের অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ বা স্বতন্ত্র। আরাধনা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সহ-গামিনী ঐ রমণী শ্রীনারায়ণকে আরাধনা করিয়া নিশ্চয় বশীভূত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা নহি। 'রাধয়তি' —আরাধয়তীতি 'রাধা'। এই শব্দে আরাধনা করেন যিনি এই অর্থে 'রাধা'। এইভাবে 'রাধা' নামকরণও প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ শ্রীশুকদেব অতি যত্নে শ্রীরাধানাম হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিলেও শ্রীরাধার কৃপায় তাঁহার নাম শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে নির্গত হইল। এইভাবে শ্রীরাধানামের কারণ প্রদর্শন করিলেন। তাহার হেতু কৃষ্ণঃ—গোবিন্দ অর্থাৎ গোকুলের ইন্দ্রত্বহেতু তিনি ঐ রমণীর এবং আমাদের পক্ষে তুল্য হইলেও তাঁহার প্রতি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৭। অংসন্যস্তেতি—নন্দনন্দন যাহার বাহু স্বকীয় বামস্কন্ধে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

সারার্থদর্শিনী

২৮। পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্যা স্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাং সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুরনয়ৈব। নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ, ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থ আরাধিতঃ। নত্বস্মাভিঃ যতো নো বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়ত্যারাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তির্বভূব। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয় নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্তচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপা নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থম। যদ্বা, হে অনয়াঃ, অতিমহীয়স্তা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ, রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্ত্তিপ্রখ্যাপকো বা। "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষি"ত্যমরঃ। ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ। যদ্যস্মান্নো সুন্দরীর্বিহায় গোবিন্দঃ গাস্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ। তস্যাশ্চ পদচিহ্নানি উজ্জ্বলনীলমণিতট্টীকাদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। বামচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ। (১) তত্তলে চক্রম্॥ (২) তত্তলে ছত্রম্। (৩) তত্তলে বলয়ম্। (৪) অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা। (৫) মধ্যমাতলে কমলম্। (৬) তত্তলে ধ্বজঃ সপাতকঃ। (৭) তত্তলে বল্লী। (৮) পুষ্পঞ্চ। (৯) কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ। (১০) পার্ষ্ণ্যর্দ্ধে চন্দ্রঃ। ইত্যেকাদশঃ। (১১) দক্ষিণচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ। (১) তত্তলে গদা। (২) কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ। (৩) তত্তলে কুণ্ডলং। (৪) তত্তলে শক্তিঃ। (৫) তর্জ্জন্যাদ্যঙ্গুলিতলে পর্ব্বতঃ। (৬) পর্ব্বততলে রথঃ। (৭) পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ। (৮) ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা একোনবিংশতিঃ॥ ২৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রীত হইয়া আমাদিগকে এই নিশিতে দুর্গম বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে আবার আমাদের অগম্যস্থানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া রহঃবিলাস করিতেছেন। ২৮।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৮। গোপীগণ পদচিহ্নের দ্বারাই এই রমণীকে বৃষভানুনন্দিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং আশ্বস্ত হৃদয়ে বহুবিধ গোপীজন সংঘট্টের জন্য বাহিরে অপরিচিতের ন্যায় অভিনয় করত সেই সুহৃদ্ রমণীর নাম প্রকাশ করিয়া হর্ষের সহিত তাঁহার সৌভাগ্য মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন—'অনৈয়ব নূনম্' ইত্যাদি। নূন-শব্দ নিশ্চয়ার্থে। শ্রীকৃষ্ণ-সহগামিনী সেই রমণী কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই ঈশ্বর—ভক্তের অভীষ্টদানে সমর্থ, সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আরাধিত হইয়াছেন। অর্থাৎ আরাধনা করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারি নাই। যেহেতু শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইহাঁকে লইয়া নির্জ্জন বনে গমন করিয়াছেন। 'রাধয়তি ইতি রাধা।' 'রাধ্' ধাতুর ব্যবহার হইতে এই রমণীর রাধানাম ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব অতি যত্নে শ্রীরাধার নাম গূঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রীরাধার কৃপায় সৌভাগ্য ভেরী বাদনের নিমিত্ত তাঁহার মুখচন্দ্র

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥ ২৯

ভাবার্থদীপিকা

২৯। হে আল্যঃ সখ্যঃ অহো ধন্যা অতিপুণ্যা গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ। তত্র হেতুঃ যানিতি অস্মাভিরপ্যেতদ্রেণ্বভিষেকেণ তথৈব কৃষ্ণঃ প্রাপ্তুং শক্য ইতি ভাবঃ ॥২৯॥

মূলানুবাদ

২৯। হে সখীগণ! শ্রীগোবিন্দের চরণকমলের রেণুরাশিই ধন্য; যেহেতু ব্রহ্মা-মহেশ্বর এবং রমাদেবী প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাবতীয় বিঘ্ননাশ নিমিত্ত আদরের সহিত উহা মস্তকে ধারণ করেন। এস, আমরাও এই রেণুতে অভিষিক্ত হই।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইতে স্বয়ং নির্গত হইল। অথবা হে অনয়াগণ! তোমরা অতি মহীয়সী সেই রমণীর সহিত বৃথায় সাম্য অহংকার করিতেছ, সুতরাং অনীতিমতি হইয়াছ। যেহেতু (নূনং হরিরয়ং) এই শ্রীহরি নিশ্চয়ই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেহেতু (শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপং) ভগবান—সুন্দর, কামাতুর বা স্বকীর্ত্তি-প্রখ্যাপক। যেহেতু অভিধানে—'ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ক-কীর্ত্তিষ্বি'তামরঃ।" এই অনুসারে 'ভগ' শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঈশ্বর—অর্থাৎ, তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ। এজন্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ (সেই রমণীর ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের রমণার্থ) তৎপর হইয়া প্রীত মনে তাঁহাকে লইয়া নিভৃত নিকুঞ্জে গমন করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের টীকা অনুসারে শ্রীরাধিকার পদচিহ্নের বিবরণ লিখিত হইতেছে। শ্রীরাধিকার চরণচিহ্নের সমাবেশ—বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তাহার তলে চক্র, তাহার তলে ছত্র, তর্জ্জনীমূলে বলয়, তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ সন্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ-চরণ পর্য্যন্ত বক্রগতিতে ঊর্দ্ধরেখা। মধ্যমাতলে কমল, কমলতলে পতাকাসহ ধ্বজা। কনিষ্ঠার নিম্নে অঙ্কুশ, পার্ষ্ণিতে অর্দ্ধচন্দ্র, তাহার উপরে বল্লী ও পুষ্প—এই একাদশ চিহ্ন। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, কনিষ্ঠাতলে বেদি, তাহার তলে কুণ্ডল, তর্জ্জনী ও মধ্যমার তলে পর্ব্বত, পার্ষ্ণিতে মৎস্য, মৎস্যের উপরিভাগে রথ, রথের উভয় পার্শ্বে শক্তি ও গদা, এই অষ্টচিহ্ন। উভয় চরণের চিহ্ন মিলিত হইলে ঊনবিংশতি চিহ্ন হয়। ২৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৯। তত্তত্তটস্থা আহুঃ—ধন্যা ইতি। অমী ইমে আল্য ইতি সম্বোধনং, সমদুঃখত্বেন প্রায়ঃ সর্ব্বাসামেকভাবাৎ, সর্ব্বাসামেব যুগপৎ সম্বোধনং চমৎকারাতিশয়াৎ। দধুরিতি অতীতনির্দ্দেশো নিশ্চয়-জ্ঞাপনার্থঃ। ব্রহ্মাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমুহম্। রমায়াস্তু বিশেষণং তথাপি শ্রৈষ্ঠ্যবোধনার্থং মূর্দ্ধেতি ভক্তিভরং বোধয়তি। অঘমপরাধো বিরহাদিদুঃখং বা। ধন্যত্বে হেতুর্গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জেতি, সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠীলুক্ ছান্দসঃ। তৎসম্বন্ধেন ধন্যা ইত্যর্থঃ। অতএব যানিতি, অতো রেণবোঽপি তৎসম্বন্ধলাভেন ধন্যাঃ, বয়ন্তু তদভাবাত্ততোঽপি তুচ্ছা ইতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ তৎপাদরেণূনাং মাহাত্ম্যভাবনা প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি, কিমুত সৎ? ততস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—'কিংবা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যানয়া যদিয়মবনিঃ' (শ্রীভা ৫।৮।২৩) ইত্যাদি গদ্যে তেন স্বমৃগপদস্পর্শেন পৃথিব্যা ভাগ্যং বর্ণিতম্ ॥২৯॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৯। হে সখিগণ! অহো! গোবিন্দের পদকমলের রেণুসকল অতীব ধন্য! যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি উহা মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব আমরাও ঐ চরণরেণুতে অভিষিক্ত হইলে ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিব।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৯। তটস্থাপক্ষীয়া সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়াই বলিলেন—'ধন্যা' ইত্যাদি। হে সখীগণ! গোবিন্দের পদকমলের সংস্পর্শে এই রেণুচয় অতীব ধন্য। সমদুঃখহেতু প্রায় সকলের একই ভাব এবং এককালে সম্বোধনে গোপীগণের চমৎকারাতিশয্য সূচিত হইয়াছে। ধারণের নিশ্চয়তা জ্ঞাপনের জন্য অতীতকাল সূচক 'দধুঃ' পদ প্রয়োগ হইয়াছে। যেহেতু ব্রহ্মাদি অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিব ও রমাদেবী পর্য্যন্ত বিরহাদি দুঃখ অপনোদনের জন্য ভক্তিভরে এই রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু অপরাধ বা বিরহদুঃখ-হেতু আমরা এই চরণরেণু-সম্বন্ধের অভাবে—রেণু-সম্পর্ক লাভ করিতে না পারিয়া ধূলি অপেক্ষাও তুচ্ছ হইয়াছি, ইহাই ভাবার্থ। ধন্যত্বের হেতু—গোবিন্দের চরণকমলের সম্বন্ধ লাভ, তাই ব্রহ্মাদিও এই রেণু মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। বাস্তবিকপক্ষে গোবিন্দ-পদকমলের রেণুর এইপ্রকার মাহাত্ম্য-ভাবনা প্রেম-কৃত। অর্থাৎ প্রেমের প্রভাবেই মাহাত্ম্যের তাদৃশ স্ফূর্ত্তি হয়। প্রেমের এমন শক্তি যে, মাহাত্ম্য না থাকিলেও মাহাত্ম্য স্ফূরিত করিয়া দেয়, প্রেম থাকিলে ত' কথাই নাই। প্রেমের আতিশয্যেই মাহাত্ম্যেরও অতিশয় স্ফূর্ত্তি হয়। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—যথা, আদি ভরতচরিত্রে—'এই পৃথিবী কি তপস্যা করিয়াছিল যে, সেই বিনয়নম্র মৃগশিশুর সুকোমল চরণচিহ্ন দ্বারা সুশোভিত হইয়া দ্বিজগণের যজ্ঞস্থানরূপে

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥ ৩০

ভাবার্থদীপিকা

৩০। অন্যা আহুঃ তস্যা ইতি। গোপীনাং সর্ব্বস্বম্। অয়ং ভাবঃ ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপৃক্তানি ন ভবেয়ুস্তানি তু নো দুঃখং কুর্ব্বন্তীতি ॥৩০॥

সারার্থদর্শিনী

২৯। তটস্থপক্ষাস্তু তত্রানবদধানাঃ কৃষ্ণপদান্যেবালক্ষ্যাহুঃ—ধন্যা ইতি, ব্রহ্মাদ্যা অঘমুত্তরয়ে বিচ্ছেদদুঃখাপনোদনায় যান্ মূর্দ্ধ্না দধুরিত্যপরাহ্নে গোষ্ঠাগমনসময়ে কৃষ্ণসহচরবালকৈঃ প্রত্যহং তে স্বর্গাদবরুহ্য কৃষ্ণপাদধূলিগ্রাহিণো দৃশ্যন্তে এব। যদুক্ষ্যতে—"বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈ"রিতি। 'বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে' ইতি চ। বয়ন্তু লজ্জয়ৈব যদ্ধর্ত্তুং ন শক্নুমস্তেনৈবৈতাবদঘং প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ ॥২৯॥

মূলানুবাদ

৩০। সেই রমণীর পদচিহ্নগুলি আমাদের হৃদয়ে অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে। কেননা সেই রমণী গোপীদিগের সম্পত্তি যে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা, তাহা অপহরণ করিয়া একাই পান করিতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পরিণত হইয়াছে।" এই গন্ধে রাজর্ষি শ্রীভরত স্বীয় পালিত মৃগশিশুর চরণস্পর্শে পৃথিবীর ভাগ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ২৯

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৯। তটস্থপক্ষা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিয়াই (ইহাঁরা তটস্থ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে আর কাহারও চরণচিহ্ন রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই।) পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে এই রজসমূহ ধন্য! কারণ ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তির জন্য এই রজ মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপবালক সকল স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন পথিমধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বর্গ হইতে বনভূমিতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেন। তাহাই প্রত্যহ বন্দিগণ মুখে শুনা যায়—"বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' ইত্যাদি। ব্রহ্মাদি এই পদরজ ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা লজ্জাবশতঃ এত কাল তাহা করি নাই। তাই আমাদের বিরহ দুঃখেরও অবসান হয় নাই। এখন এস, আমরা এইসকল পদরেণুতে অভিষিক্ত হই, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারিব, আমাদের 'অঘ' অর্থাৎ বিরহ দূর হইবে। ২৯।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩০। প্রতিপক্ষা আহুঃ—তস্যা ইতি। উচ্চৈরধিকং, ক্ষোভং অতিদুঃখম্, অপহৃত্যেতি একাকিত্বেন রহসি ভোগাৎ। যদ্বা, চৌর্য্যেণ তয়া মায়াবিন্যা নীতত্বাদেব সোঽস্মাম্ বিহায়াত্রাগতঃ, অন্যথা কথমাগচ্ছেদিতি ভাবঃ। গোপীনাং সামান্যতঃ সর্ব্বাসাম্, অস্মাকমেব ধনমিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। স চ প্রায়ঃ সর্ব্বস্বমিতি তেষাং ব্যাখ্যামভীক্ষ্য। রহ ইতি পাঠস্তু সর্ব্বত্র। অচ্যুতস্য ভাং ত্যক্ত্বাঽন্যত্র কাপ্যগচ্ছতোঽধরমিতি ॥৩০॥

সারার্থদর্শিনী

৩০। প্রতিপক্ষসখ্য আহুস্তস্যা ইতি। উচ্চৈঃ জনয়ন্তি। গোপীনাং সর্বাসামেবাস্মাকং ভোগ্যা-মচ্যুতাধরমেকৈব রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্‌ক্তে তয়ৈব কামিন্যা কেনাপি কর্ম্মণৈনং বশীকৃত্যাস্মান্ প্রেমবতীস্ত্যাজয়িত্বা কৃষ্ণ এতাবদ্দূরমানীত ইতি ভাবঃ।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩০। অপর গোপীগণ 'তস্যা' শ্লোকে বলিলেন—গোপীগণের সর্ব্বস্ব ধন হরণ করিয়া নির্জ্জনে একাকিনীই ভোগ করিতেছে। ঐ রমণীর পদচিহ্ন যদি শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নের সহিত মিশ্রিত না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ হইত না; কিন্তু মিশ্রিত থাকায় ঐ রমণীর পদচিহ্ন আমাদের মহাদুঃখ জন্মাইতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩০। প্রতিপক্ষা ব্রজদেবীগণ (শ্রীচন্দ্রাবলীর সখীগণ) বলিলেন—'তস্যা' ইত্যাদি। তাহার অর্থাৎ সেই কামিনীর পদচিহ্নসকল আমাদের চিত্তে অতিশয় ক্ষোভ ও দুঃখ জন্মাইতেছে। কেননা আমাদের সকলেরই সর্ব্বস্বধন শ্রীকৃষ্ণকে চুরি করিয়া নির্জ্জন স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছে। অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ কখনও আমাদিগকে এই নির্জ্জন বনে ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইতেন না। আলোচ্য পুঁথিতে 'ধনং' পাঠ আছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে 'রহো' পাঠই সর্ব্বত্র দেখা যায় এবং শ্রীস্বামিপাদও 'ধনং' শব্দে সর্ব্বস্ব অর্থ করিয়াছেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩০। প্রতিপক্ষা গোপীগণ বলিলেন—'তস্যা' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে সেই রমণীর এইসকল পদচিহ্ন আমাদের মনে অতিশয় দুঃখ জন্মাইতেছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলেরই সেব্য; কিন্তু সেই রমণী আমাদের সকলের ধন অর্থাৎ অচ্যুতের অধরামৃত একাকিনী ভোগ করিতেছে। সেই কামিনী মায়াবিনী, মায়ার কোন কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়া আমাদের নিকট হইতে এতদূরে তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাঁহার

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥ ৩১

ভাবার্থদীপিকা

৩১-৩২। তদসংপৃক্তান্ কেবলং কৃষ্ণপাদরেণুনেব বিচিন্বত্যস্তান্ দৃষ্ট্বা পুনরত্যন্তং সন্তপ্তান্। তদাহ শ্লোকত্রয়েণ ন লক্ষ্যন্ত ইতি। খিদ্যতী সুজাতে সুকুমারে অঙ্ঘ্রিতলে যস্যাস্তামুন্নিন্যে স্কন্ধমারোপিতবান্ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩১। ন লক্ষ্যন্ত ইতি মৎসরোক্তিত্বাৎ স্কন্ধমারোপিতবান্ ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র তান্ দৃষ্ট্বেতি তদসংপৃক্তান্ দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, সখ্যোঽপ্যাহুর্নেতি। সখীবাক্যত্বাদেব খিদ্যদিত্যাদি প্রেয়সীমতিশয়েন তৎপ্রীতি-বিষয়ামিত্যর্থঃ। অত উন্নিন্যে হস্তাভ্যামঙ্কে বিধায় নিন্য ইত্যর্থঃ ॥

মূলানুবাদ

৩১। এখানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। বোধ হয়, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই প্রেয়সীর সুকোমল চরণতল তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া তাহাকে স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া গমন করিয়াছেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩১-৩২। সেই রমণীর পদচিহ্নে অসংপৃক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণপাদরেণুই অন্বেষণ করিতে করিতে সেই অমিশ্রিত চরণচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পুনরায় অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া উঠিলেন। তাহাই 'ন লক্ষ্যন্তে' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। তোমরা খেদ করিও না, এস্থলে আর তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। বোধ হয়, সেই প্রেয়সীর সুকোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উন্নয়ন অর্থাৎ স্কন্ধে আরোপন করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩১। এইস্থানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না, সুতরাং তদীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এইপ্রকার প্রতিপক্ষাগণের মাৎসর্যপূর্ণ উক্তির জন্য শ্রীস্বামিপাদ 'উন্নয়ন' শব্দের 'স্কন্ধোপরি আরোপন' অর্থ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন —রমণীর পদচিহ্নে অসংপৃক্ত, কেবল শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া ইহাঁরা মাৎসর্য্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অথবা ইহা সখীগণের উক্তি, অর্থাৎ সখীবাক্য বলিয়াই সেই প্রেয়সীর

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অধরসুধা পান করিতেছে। আর শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহাও সম্ভবপর নহে; কিন্তু এই মায়াবিনীর মায়াতে তিনি এই প্রকার ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাই ভাবার্থ। ৩০।

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা॥ ৩২

সারার্থদর্শিনী

৩১। ভো মৎসরমহারোগগ্রস্তাঃ, মাখিন্নত নাত্র তস্যাঃ পদানি সন্তীতি তস্যাঃ প্রিয়সখ্য আহুঃ—নেতি। তাঃ প্রত্যেব সহর্ষাপাঙ্গমন্যাঃ সখ্যো নীচৈঃ সবিতর্কমাহুঃ,—নূনমিতি। উন্নিন্যে ভুজাভ্যামুদগৃহ্ণ স্ববক্ষ আরোহয়ামাসেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেয়সীং অতিপ্রীতিবিষয়ত্বাত্তচ্চরণতলখেদস্যাসহত্বাৎ ইহ খলু তৎসখীনামুভয়বিধং সুখং তস্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যদর্শনোত্থং বিপক্ষাণাং তাদৃশদুঃখদর্শনোত্থং চেতি জ্ঞেয়ম্।

মূলানুবাদ

৩২। হে গোপীগণ! বধূকে বহন করিবার সময় ভারাক্রান্ত কামুক কৃষ্ণের পদচিহ্নগুলি ভূমিতে অধিকতর প্রোথিত হইয়াছে দেখ। আবার বধূর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—"এখানে সেই মহাত্মা কান্তার প্রসাধনে পুষ্প চয়নের জন্য তাহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সুকোমল চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যেহেতু প্রেয়সী তাঁহার প্রীতির পাত্রী। তাহা হইলে 'উন্নয়ন' শব্দের অর্থ হইবে—'হস্ত দ্বারা স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিয়া'। ৩১।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩১। হে মৎসর-মহারোগগ্রস্তা সখীগণ! তোমরা খেদ করিও না। এস্থলে আর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। প্রিয়সখীর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষা গোপীগণ অসূয়ার সহিত বলিতে লাগিলেন--'ন লক্ষ্যন্তে' ইত্যাদি। এইস্থানে আর সেই রমণীর পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। তাৎপর্য্য এই—এক জায়গায় কৃষ্ণসঙ্গিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন না দেখিয়া মাৎসর্য্যের সহিত এই পদচিহ্ন না থাকার কারণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। "প্রেয়সীম্ উন্নিন্যে" শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রিয়াকে স্কন্ধে আরোপিত অর্থাৎ ভুজদ্বয় দ্বারা উত্তোলন করিয়া স্ববক্ষে আরোপিত করিয়াছিলেন। যেহেতু সেই প্রেয়সী শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রীতির বিষয়, সুতরাং প্রেয়সীর কোমল চরণতল তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার গমনের ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন নাই। এই প্রকারে বিপক্ষা গোপীগণ মাৎসর্য্য-স্বভাববশতঃ অত্যন্ত দুঃখিতা এবং স্বপক্ষা সখীগণ শ্রীরাধিকার এই প্রকার সৌভাগ্য জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। ৩১।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩২। অথ প্রতিপক্ষাঃ সাসূয়মাহুঃ—ইমানীতি হে গোপ্য ইতি বিদগ্ধাভির্যুষ্মাভিরেতল্লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কামিনঃ কেবলকামপরতন্ত্রস্য, ন তু প্রেমরসবিদগ্ধস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ সখ্য আহুঃ—অত্রেত্যর্দ্ধম্। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। তদেতৎ সার্দ্ধপদ্যং ক্বচিন্ন দৃশ্যতে চ, অতো নাঙ্কঃ কৃতঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৩২। ভো অসমীক্ষ্যভাষিণ্যঃ, মাখিদ্বতেতি কিং ব্রূধ্বে তৎপদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনমতিদুঃখাকরমস্মৎপ্রাণানামদর্শনং সম্ভাবয়তীতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ প্রতিপক্ষা আহুঃ,—ইমানীতি। বধূমিত্যনুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন বনেঽত্র সা স্ববধূরেব কৃতেতি ভাবঃ। অতএব ভারাক্রান্তস্য গৃহস্থাঃ খলু কলত্রভারাক্রান্তা ইতস্ততো ভ্রমন্ত্যেবেতি ভাবঃ। কামিনঃ নতু প্রেমিণঃ প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং ত্যাগাদিত্যত এব কাম এব তং তাং বাহয়েদন্যথা ব্রজেন্দ্রকুমারো হ্যতিসুকুমারো কিং গোপালিকায়া বাহনো ভবেদিতি ভাবঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩২। অনন্তর প্রতিপক্ষা ব্রজদেবীগণ অসূয়ার সহিত বলিতেছেন 'ইমানী' ইত্যাদি। হে গোপীসকল! 'ক্ষেদ করিও না', এ কি বলিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন অপেক্ষা অদর্শন আমাদের প্রাণের নিতান্ত ক্লেশপ্রদ. এই নিমিত্ত বলিতেছেন—দেখ, দেখ, কামী কৃষ্ণ. তাঁহার প্রিয়াকে স্কন্ধে বহন করিয়াই ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাই এইস্থলে তাঁহার পদচিহ্ন সকল ভূমিতে অধিকতর প্রোথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—কামই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সেই রমণীকে বহন করাইয়াছে, নতুবা অতি সুকুমার শ্যামসুন্দর কিরূপে তাহাকে বহনে সমর্থ হইবেন? অতএব তিনি বিদগ্ধ শিরোমণি বলিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সেই কামিনীকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন। 'কামিনঃ'—কেবল কামপরতন্ত্র—প্রেমরস-বিদগ্ধ নহেন। পুনরায় সখীগণ বলিতেছেন···এইস্থানে পুষ্পচয়নের নিমিত্ত মহাত্মা তাঁহার কান্তাকে ভূমিতে নামাইয়াছিলেন। মহাত্মা—বিদগ্ধ শিরোমণি। "অত্রাবরোপিতা' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোক কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায় না। সেজন্য শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হইল না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩২। হে অসমীক্ষ্যভাষি গোপীগণ! ক্ষেদ করিও না। তোমরা এ কি বলিতেছ? তাহার পদচিহ্ন দর্শন অপেক্ষা অদর্শন অতিশয় দুঃখকর অর্থাৎ সেই মায়াবিনীর পদচিহ্ন দেখিয়া আমাদের যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল, এখন তাহার পদচিহ্ন না দেখিয়া আমাদের আরও অধিক দুঃখ হইয়াছে। কেননা, সেই প্রেয়সীর চরণতলে তৃণাঙ্কুর বিদ্ধ হইবে বলিয়া আমাদের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই প্রকার পদচিহ্ন অদর্শনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া প্রতিপক্ষা গোপীগণ বলিলেন,—'ইমানী' ইত্যাদি। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন সকল ভূমিতে

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে ॥ ৩৩

ভাবার্থদীপিকা

৩৩। প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণীমর্দ্দনং যয়োঃ এত এবাসকলে পদে পশ্যতেতি।

সারার্থদর্শিনী

পুনঃ সখ্য আহুঃ,—অত্রেতি। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। যদ্বা মহে তৎপ্রসাধনোৎসবে আত্মা মনো যস্য তেন। পুষ্পহেতোঃ পুষ্পার্থং অবরোপিতেত্যশোকবৃক্ষোঽয়মস্যাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য সদ্যঃ পুষ্প্যতি। যথাহমেতৎপুষ্পৈরিমাং প্রসাধয়েয়মিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতএব মহাত্মনা মহাবুদ্ধিমতা ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ

৩৩। এখানে প্রিয়তম কৃষ্ণ প্রিয়াকে সজ্জিত করিবার নিমিত্ত পুষ্প চয়ন করিয়াছেন। উচ্চ শাখায় পুষ্প আহরণ করিবার সময় তাঁহার পদের অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবী মর্দ্দিত হইয়াছে তাহা তাঁহার এই অসম্পূর্ণ পদচিহ্ন দ্বারা প্রতীত হইতেছে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৩। প্রপদাক্রমণ—চরণের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দণ্ডায়মান হইবার চিহ্ন। এই দেখ, তাই এখানের পদচিহ্ন সম্পূর্ণ নহে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বধূ—শ্রীকৃষ্ণ-পরিণীত না হইলেও এই নির্জ্জনবনে সেই প্রেয়সীর সহিত বধূর ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি যে ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, তাঁহার এই সকল পদচিহ্ন, যাহা ভূমিতে অধিক প্রোথিত হইয়াছে। তিনি কাম-পরতন্ত্র হইয়াই বধূকে এইরূপে বহন করিয়াছিলেন। যেমন সংসারী লোক কলত্র-ভারাক্রান্ত হইয়া সংসারে চলিয়া থাকে তেমনি শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার এই প্রেয়সীকে বধূরূপে বহন করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি কামুক, কিন্তু প্রেমিক নহেন। প্রেমিক হইলে আমাদের মত প্রেমবতী রমণীগণকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণ কামপরতন্ত্র হইয়াই বধূকে স্কন্ধে বহন করিয়াছেন। নতুবা সুকুমার তনু ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এক গোপালিকার বাহন হওয়া কখনই সম্ভব হইত না। পুনরায় সখীগণ বলিতেছেন—'অত্র' ইত্যাদি। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কান্তাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়াছেন। যেহেতু তিনি মহাত্মা—বিদগ্ধশিরোমণি অথবা 'মহে—(কান্তার কেশপ্রসাধন উৎসবে) 'আত্মা'—মন, যাঁহার, তাহার নাম) মহাত্মা। তিনি তাঁহার কান্তাকে পুষ্পসাজে সজ্জিত করিবার জন্য এই অশোক বৃক্ষতলে তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তাহার প্রসাধনের নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। অতএব সেই মহাত্মা (মহাবুদ্ধিমান) ৩২।

কেশপ্রসাধনং হ্যত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ৩৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৩। অথাস্যাঃ সখ্য আহুঃ—অত্র প্রসূনেতি। প্রেয়সা অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্রা, পূর্বত্র লিঙ্গমাহুঃ—প্রপদেত্যর্দ্ধেন। পদে ইতি প্রতি পুষ্পবৃক্ষমিতি শেষঃ। অতএব বহুত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্। যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥' ইতি॥

সারার্থদর্শিনী

৩৩। অত্রাশোকশাখায়াং প্রসূনানামবচয় ইত্যত এবাত্র প্রসূনানি ন সন্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চিদূর-শাখায়া হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণিসম্মর্দ্দনং যতস্তে পদে অতএব অসকলে সম্পূর্ণয়োস্তয়োর্ভুবি চিহ্নাদর্শনাৎ॥

মূলানুবাদ

৩৪। এখানে নিশ্চয়ই কামী কৃষ্ণ সেই কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। আর সেই সকল পুষ্পের দ্বারা কান্তার চূড়া রচনার জন্য তিনি এখানে বসিয়াছিলেন—ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৩। সেই কামী তাঁহার প্রেয়সীকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য এইস্থানে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন। প্রিয়তম—অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা। যদি বল, প্রিয়তম পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন কিরূপে জানিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'প্রপদাক্রমণ'—এই স্থানে চরণের অগ্রভাগ, এই কথা দ্বারা প্রতি বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহা সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ চরণের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া দণ্ডায়মান হইবার চিহ্নসকল দেখা যাইতেছে। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—এইস্থানে দামোদর বহু পুষ্পচয়ন করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। কেননা, এস্থানে মহাত্মার পদাগ্রভাগ ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছে, তাই কেবল পদাগ্রের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ৩৩।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৩। এই অশোক শাখা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়াছেন বলিয়া এখানকার শাখাগুলিতে প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা যাইতেছে না। আর উচ্চশাখা হইতে পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখানে পদের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সেইজন্য ভূমিতে পদচিহ্নের এই অসম্পূর্ণতা।

ভাবার্থদীপিকা

৩৪। তস্যাঃ কৃষ্ণজান্বন্তরূপবিষ্টায়াশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ কেশপ্রসাধনমিতি। কান্তামধিকৃত্য তানি প্রসূনানি চূড়য়তা চূড়ানুকারেণ বধ্নতা ধ্রুবমুপবিষ্টম্॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৪। গর্ভকাখ্য-মাল্য খণ্ডপতনং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ—কেশেত্যর্দ্ধেন। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে, হীতি পাঠে নিশ্চয়ম্। প্রসাধনপ্রয়োজনং সূচয়ন্তি—কামিন্যাঃ কামিনেতি, কামক্রীড়াসুখার্থমিত্যর্থঃ। তাদৃশোপবেশং দৃষ্ট্বা সখ্যস্ত্বাহুঃ—তানীত্যর্দ্ধেন। চূড়য়তেতি জ্ঞানন্তু স্বদেশে তাদৃশবেশস্য প্রায়শো দৃষ্টেতি জ্ঞেয়ম্॥

সারার্থদর্শিনী

৩৪। কৃষ্ণজান্বন্তরূপবিষ্টায়াস্তস্যাশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ,—কেশানাং প্রসাধনং অত্রত্য বনদেবতা দত্তকঙ্কতিকয়েতি বুদ্ধ্যতে। কামিন্যাঃ নতু প্রেমবত্যাঃ স্বসখীরপি বঞ্চয়িত্বা কামুকং নীত্বা রহো গতত্বাৎ। কামিনা নতু প্রেমবতা প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং বিরহপীড়াননুসন্ধানাৎ। ততশ্চ তানি তৈঃ প্রসূনৈঃ কেশৈর্বা কান্তাং কামিনীং চূড়য়তা নর্ম্মণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িতুং চূড়াবতীং কুর্ব্বতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টমিতি রহঃ কেলিবার্ত্তাপ্যভূদিতি ভাবঃ। বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৪। ঐ রমণী যে শ্রীকৃষ্ণের জানুর উপর উপবিষ্টা হইয়াছিলেন, তাহারই চিহ্ন দেখিয়া গোপীগণ বলিলেন—এইস্থানে সেই কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়া দিয়াছেন—অর্থাৎ পুষ্পদ্বারা প্রিয়ার চূড়ার অনুকরণে কেশবন্ধন করিয়া দিবার জন্য নিশ্চয় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৪। সম্মুখে পতিত গর্ভকাখ্য মাল্য (খোঁপার মালা) দেখিয়া পুনরায় বিপক্ষা সখীগণ বলিলেন—কামুক (শ্রীকৃষ্ণ) এইস্থানে বসিয়া সেই কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়া দিয়াছিলেন। মূলে 'হ্যত্র' পাঠ আছে, কিন্তু 'ত্বত্র' পাঠও বহু পুঁথিতে দেখা যায়। তাহা হইলে 'তু' শব্দের অর্থ ভিন্নোপক্রমে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন বিষয় অবতারিত করিবার জন্য 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'হি' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। "কামিন্যাঃ কামিনা" এই দুই শব্দ দ্বারা কেশ প্রসাধন সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ কেশ প্রসাধন করিয়া কামক্রীড়াসুখ উপভোগ করিয়াছেন। যেহেতু কেশ-সংস্কার কামীর ভাবব্যঞ্জক। আর এইস্থানে সেই কামী পুষ্পসমূহের দ্বারা কামিনীর চূড়ার আকারে কেশবন্ধন করিয়া দিবার জন্য নিশ্চয় উপবেশন করিয়াছেন। অর্থাৎ চূড়াবন্ধন করিয়া দিতে যেরূপে উপবেশন করিতে হয়,

রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ ৩৫

ভাবার্থদীপিকা

৩৫ ৩৬। রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ। আত্মরতঃ স্বতস্তুষ্টঃ। আত্মারামঃ স্বক্রীড়ঃ। অখণ্ডিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনাকৃষ্টোঽপি। তথা চেৎ কিমিতি রেমে অত আহ কামিনামিতি ॥

মূলানুবাদ

৩৫। স্বাত্মরত (আপনা আপনিই ক্রীড়ারত) আত্মারাম ও অখণ্ডিত ভগবান, সুতরাং স্ত্রীদিগের বিভ্রম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তথাপি কামী পুরুষের দৈন্য এবং স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৫-৩৬। 'রেমে' ইত্যাদি শ্রীশুকদেবের উক্তি, অর্থাৎ শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত—স্বতঃতুষ্ট, আত্মারাম—স্বক্রীড, অখণ্ডিত—স্ত্রীবিলাসে অনাকৃষ্ট হইয়াও। যদি তাহাই হয়, তবে রমণ করিলেন কেন? তাহাতেই বলিলেন—'কামিনাম্' ইত্যাদি। অর্থাৎ কামিদিগের দৈন্য এবং স্ত্রীগণের দুরাত্মতা দেখাইবার নিমিত্তই গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সেইরূপ উপবেশন-চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন। বিশেষতঃ স্বগৃহে শ্রীরাধার তাদৃশ চূড়াবন্ধন বহুবার দেখিয়াছেন বলিয়া ইহা চূড়াবন্ধনের নিমিত্ত উপবেশন, তাহা অনুমান করিয়াছেন জানিতে হইবে। ৩৪।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৪। সেই রমণী শ্রীকৃষ্ণের জানুর উপরে উপবেশন করিয়াছে, তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে; তাই পুনর্বার বিপক্ষা গোপীগণ বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাঁহার প্রেয়সীর কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কেশ প্রসাধন নিমিত্ত কঙ্কতিকা প্রভৃতি বনদেবী সমাধান করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ছিলেন কামী, প্রেমবান্ নহেন। তাই প্রেমবতী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া সেই কান্তাকে বহন করিয়া আনিয়াছেন। আর সেই রমণীও ছিল কামযুক্তা, কদাপি প্রেমবতী নহে। সেই জন্য সে নিজপ্রিয় সখীগণকে বঞ্চনা করিয়া কামুক কান্তকে লইয়া এইরূপ নির্জ্জনে আসিয়াছে এবং আমাদের বিরহপীড়া পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করে নাই। আর স্বহস্তে চয়ন করা পুষ্পের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কান্তার চূড়া বন্ধন করিয়াছেন, ইহাতে নর্ম্ম পৌরুষভাবই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। আর উভয়ের এই কাম বশতঃ কামক্রীড়া সুখের নিমিত্ত প্রসাধনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহার দ্বারা রহঃ কেলিবার্ত্তাও ব্যঞ্জিত হইল ॥৩৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৫। তদেবং শ্রীগোপীজনমুখেনৈব তয়া সহ তল্লীলাং প্রশস্য স্বয়মপি প্রশংসতি—রেমে ইতি। স্বৈঃ স্বাংশরূপৈর্বৈভবৈর্বৈকুণ্ঠীয় লক্ষ্ম্যাদিভির্গোষ্ঠসম্বন্ধি প্রেয়স্যাদিভিশ্চ হেতুভিরপরাপেক্ষারহিততয়া তত্তদংশিনি আত্মনি স্বস্মিন্নেব রতঃ স্বেনৈব পূর্ণকাম ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তথা আত্মারামঃ স্বরূপানন্দাবেশ-তৎপর ইত্যর্থঃ। তাদৃশোঽপি তয়া হেতুনা রেমে, তত্তদনাদৃত্য নন্দতি স্ম। তত্র হেতুঃ—তয়েত্যর্থঃ। তচ্ছব্দস্য বক্তৃবুদ্ধিস্থ-বৈলক্ষণ্যব্যঞ্জকত্বাৎ সর্বাধিকতৎপ্রেমাশ্রয়বিষয়রূপয়েত্যর্থঃ। রেমে তয়া চাত্মরত ইতি পাঠে আত্মারাম-শব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাৎ তৎপূর্ণকামাত্মকত্বাদেবাত্মরত ইতি লভ্যতে। চ-শব্দশ্চ যথা তয়া তস্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৫। এই প্রকারে শ্রীগোপীজনের মুখেই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলার প্রশংসা করিয়া শ্রীশুকদেব নিজেও প্রশংসা করিতেছেন—'রেমে' শ্লোকে। যে শ্রীকৃষ্ণ স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত হইয়াও সেই রমণীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। 'স্বাত্মরত'—স্ব-হেতু আত্মাতে রত। 'স্ব' শব্দে স্বীয় অংশরূপ বৈভব। যথা, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং গোষ্ঠ সম্বন্ধীয় প্রেয়সী প্রভৃতি নিজ অংশ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের অংশী। এইরূপে তিনি অপরাপেক্ষা রহিতত্ব বশতঃ আপনার দ্বারাই আপনি পূর্ণ। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগত লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং গোষ্ঠসম্বন্ধীয় প্রেয়সী প্রভৃতির অংশীরূপে আপনি আপনাতেই রত, আপনার দ্বারাই আপনি পূর্ণকাম বলিয়া স্বাত্মরত। তাদৃশ পূর্ণকাম বলিয়াই তিনি স্বরূপানন্দের আবেশে তৎপর এবং আনন্দভোগ করিবার জন্য কোন প্রকার দ্বিতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয় না বলিয়া তিনি আত্মারাম। তাদৃশ স্বাত্মরত ও আত্মারাম হইয়াও সেই রমণী-হেতু রমণ করিলেন অর্থাৎ উক্ত লক্ষ্মী প্রভৃতি ও প্রেয়সী প্রভৃতিকে অনাদর পূর্ব্বক সেই রমণীর সহিত বিহার করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। যদি বল, তাহার হেতু কি? তাহাতেই বলিলেন—'তয়েত্যর্থঃ'। এইস্থলে 'তৎ' (সেই রমণী) অর্থাৎ সর্ব্বাধিক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আশ্রয়রূপা সেই রমণী। কেননা, 'তৎ' শব্দটি বক্তা শ্রীশুকদেবের বুদ্ধিবৃত্তির বৈলক্ষণ্যব্যঞ্জক, অর্থাৎ শ্রীশুকদেব অন্যান্য প্রেয়সী হইতে শ্রীরাধার প্রেমের বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াই বলিয়াছেন—'সেই রমণীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন।" (মূলে 'তয়া' এই তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত পদ আছে, কিন্তু পূজ্যপাদ টীকাকার উহা হেত্বর্থে তৃতীয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) মূলে 'রেমে তয়া স্বাত্মরত' এই পাঠ আছে, কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে 'চাত্মরত' এই পাঠ আছে। পূর্ব্বে 'স্বাত্মরত' পাঠে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, 'চাত্মরত' পাঠেও সেরূপ ব্যাখ্যা হইবে। পরন্তু 'আত্মরত' শব্দে আত্মারাম অর্থ করিলে পুনরুক্তি দোষ হইবে। বিশেষতঃ মূলে 'আত্মারাম' শব্দ আছে; তথাপি 'আত্মরত' শব্দে পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং গোষ্ঠের প্রেয়সী প্রভৃতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

রমণং ভাভির্বিতর্কিতম্ তথা রেমে চ ইতি বোধয়তি। তদেবমপি পূর্ব্ববদেব বিবক্ষিতম্। নন্ন তাভির্লক্ষ্ম্যাদিভিঃ প্রেয়স্যাদিভিরপি তস্য রমণং দৃশ্যতে, তত্রাহ—অখণ্ডিতং, অনয়া হেতুনা যথা ততস্ততঃ খণ্ডিতঃ স্যাৎ। স্বপতেঃ সকাশাৎ খণ্ডিতানায়িকাবন্মনসা বিচ্যুতঃ স্যান্ন তথাস্যাঃ সকাশাদয়ং লক্ষ্ম্যাদিভির্হেতুভির্ন কদাচিদপীত্যর্থঃ। অতঃ প্রেমনির্জ্জিতত্বাদনেন তস্যাং স্বং সর্বং সমর্পিতমিতি সূচিতম্। তচ্চ প্রিয়জন-প্রেমবশত্বং তস্য মহানেব গুণ ইতি পূর্ব্বং বহুশো লিখিতং, শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতম্। তদেবং তস্যা এতাদৃশ প্রেম্ণা, যেন তাদৃশোঽপ্যাসৌ বশীচক্রে, তস্য চৈতাদৃশঃ, যেন তাদৃশাত্মারামতাপি তিরশ্চক্রে। তদেবং তাদৃশালম্বনত্ব-প্রেমবশত্ববিহীনাঃ কামিনঃ কামিন্যশ্চ স্বমহিম্না পরাস্তত্বরা দর্শিতা ইত্যাহ—কামিনাং দর্শয়ন্নিতি। অত্র কামিনামিতি, মলমূত্রাদিতত্ত্বাপরিণামিভিরন্নজলাদিভিস্তর্প্যমাণো যো দেহস্তত্তর্পণেচ্ছারূপ-কামস্বভাবানাং, ন তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহতয়া স্বতস্তৃপ্তানাং, ন তু বা প্রিয়জনতর্পণমাত্রস্বসুখলক্ষণপ্রেমস্বভাবানা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণকামতা এবং এই পূর্ণকামতাহেতু তিনি আপনাতেই রত, এই অর্থই লাভ হইতেছে। অপিচ 'চাত্মরত' শব্দের 'চ' শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার-সম্বন্ধে অন্যান্য গোপী যেরূপ বিতর্ক করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদি বল, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী প্রভৃতি ও গোষ্ঠের প্রেয়সী প্রভৃতির সহিতও শ্রীকৃষ্ণের রমণ দেখা যায়? তাহাতেই বলিলেন—অখণ্ডিত। অর্থাৎ শ্রীরাধার জন্য যেমন শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী প্রভৃতি ও ব্রজের প্রেয়সী প্রভৃতি হইতে খণ্ডিত হন অর্থাৎ স্বপতির নিকট খণ্ডিতা নায়িকার ন্যায় মনঃদ্বারা বিচ্যুত হন, সেইরূপ লক্ষ্মী প্রভৃতির জন্য শ্রীরাধার নিকট হইতে কখনও বিচ্যুত হন না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার প্রেমে পরাজিতত্ব-হেতু আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, ইহাই সূচিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের এই যে প্রিয়জনের প্রেমবশ্যত্ব, তাহা তাঁহার মহান্ গুণ, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অতএব শ্রীরাধার এতাদৃশ প্রেম যে, তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ স্বাত্মারামতা হইয়াও শ্রীরাধার প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ প্রেম যে, তদ্দ্বারা তিনি তাদৃশ আত্মারামতাকেও তিরস্কৃত করিয়া থাকেন। অতএব এতাদৃশ আলম্বনত্ব ও প্রেমবশত্ব বিহীন কামিনীগণ ও কামিগণ স্বীয় মহিমা দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—'কামিনাং দর্শয়ন্' ইত্যাদি। সংসারস্থ কামিগণের অর্থাৎ মল-মূত্রাদিই যাহার পরিণাম, তাদৃশ অন্ন-জলাদি দ্বারা তর্প্যমান যে দেহ, সেই দেহের তৃপ্তিসাধনের ইচ্ছারূপ কামই যাহাদের স্বভাব, তাদৃশ কামিগণের দুর্ভাগ্য, পরন্তু যাঁহারা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব-হেতু স্বতঃই তৃপ্ত, তাঁহাদের পক্ষে নহে, অথবা প্রিয়জনের তৃপ্তিমাত্রেই যাঁহারা স্বসুখবোধ করেন, তাদৃশ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মিত্যর্থঃ। তেষাং দৈন্যং দুর্গতত্বম্ তথা স্ত্রীনামপি মলমূত্রেত্যাদিলক্ষণানাং, ন তু তস্যাপি রমণহেতুতাবগত-সচ্চিদানন্দেত্যাদিলক্ষণানামিত্যর্থঃ। তথা চ তাসাং তদ্বিরোচনযোগ্যতা বক্ষ্যতে, 'তাভির্বিধূতশোকাভিঃ' (শ্রীভা ১০।৩২।১০) ইত্যাদিনা। তদন্যস্ত্রীণাং দুরাত্মতাং তাদৃশ-দুর্গতনায়কং বশীকৃত্য হর্ষগর্ব্বাদি-দুষ্টস্বভাব-তামিত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীরুক্মিণীদেব্যা—'ত্বক্শ্মশ্রুরোমনখকেশ-' (শ্রীভা ১০।৬০।৪৫) ইত্যাদিনা। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তাবদ্বৈলক্ষণ্যমুক্তমেব। 'যা তে পদাব্জম্' ইত্যাদৌ তদ্বৈলক্ষণ্যানুভবযোগ্যাশ্চ কাশ্চিদেব তদ্বিলক্ষণা এব ভবন্তীতি চ জ্ঞাপিতম্। তদেবং তেষাঞ্চ দৈন্যং তাসাং দুরাত্মতাং দর্শয়ন্নিতি 'দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং রমাবক্ত্রমুল্লসতি ধৃতলাঞ্ছনম্' ইতিবৎ; 'সৎ সরাসজোদর-শ্রীমুষা' (শ্রীভা ১০।৩১।২) ইতিবচ্চ। বাগ্‌ভঙ্গ্যা স্বতস্তত্তন্নিষ্কর্ষাতিশয় এব প্রতিপাদিতঃ, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকা তেন তদ্দর্শনা; সতি স্বাত্মরতত্বাদিকে কামিদৈন্যাদি-দর্শনার্থমুপহাসক-জনবত্তদনুকরণমপি ন ঘটত ইত্যন্যথা তু ন ব্যাখ্যাতম্। ভক্তপ্রেমবশতা তু 'নাহমাত্মানমাশাসে' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদিষু বহুষু সম্মতৈব॥ ৩৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রেম যাঁহাদের স্বভাব, তাদৃশ প্রেমিকগণের পক্ষে নহে। এইপ্রকার স্ত্রীগণের দৌরাত্ম্যের বিষয় বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত মল-মূত্রাদি লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীগণের দুরাত্মতা। যেহেতু তাদৃশ দুর্গত নায়ককে বশীভূত করিয়া হর্ষ-গর্ব্বাদি দুষ্টস্বভাবতা দেখাইবার নিমিত্তই তাদৃশ স্ত্রীগণের ব্যবহারকে দৌরাত্ম্য বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই রমণে প্রসিদ্ধতা, এতাদৃশ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রজদেবী প্রভৃতির নহে। কারণ তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে পরমশোভা-যোগ্যতা আছে, তাহাই বলিবেন—পরমপুরুষ যেমন ঐশ্বর্য্যাদি শক্তিযোগে অধিকতর শোভা ধারণ করেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধূতশোকা গোপীগণে পরিবৃত হইয়া পরমশোভা ধারণ করিলেন। দ্বারকালীলায় শ্রীভগবানের পরিহাসবাক্যের উত্তরে শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিয়াছেন—প্রভো! জগতে যে নারী সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ তোমার পদকমল ভজন করিয়া তাহার মকরন্দ-মাধুর্য্যের কণামাত্রেরও আঘ্রাণ কখনও পায় নাই, সেই বিমূঢ়াই জীবিত শবতুল্য পুরুষদেহকে 'এই কান্ত' ভাবিয়া ভজনা করে; কিন্তু প্রাকৃত দেহমাত্রই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, লোম, নখ ও কেশদ্বারা আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠাদিতে পরিপূর্ণ। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি ব্যতীত অন্যান্য দেহীর বৈলক্ষণ্য সূচিত হইয়াছে এবং তাহাদের অনুভব-যোগ্যতাও ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের যে দৈন্য বা শ্রীরাধার গর্বরূপ দুরাত্মতা, তাহা প্রাকৃত দৈন্য বা দুরাত্মতা নহে। প্রত্যুত 'দর্শয়দ্বিধুপরাজয়ং রমাবক্ত্রমুল্লসতি ধৃতলাঞ্ছনম্" ইতিবৎ। অথবা "সৎ-সরসিজোদর শ্রীমুষা" ইত্যাদিবৎ বাগ্‌ভঙ্গীহেতু স্বতঃই উহার নিষ্কর্ষাতিশয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রজদেবীগণ সর্বথা

সারার্থদর্শিনী

৩৫। তদেবং গোপীনামুক্তিভিরেব তস্যাঃ সৌভাগ্যাতিশয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মপি তমুপপাদয়তি,—রেমে ইতি। আত্মারামোঽপি তয়া সহ রেমে। তত্র হেতুঃ স্বাত্মরতঃ তয়া সহ শোভমানমাত্মনো রমণং যস্য সঃ। আত্মারামতায়াং তথা সুখং ন তস্য ভবেৎ যথা তয়া সহ রমণ ইত্যর্থঃ। "চাত্মরত" ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চ এবার্থে। তয়ৈব সহ আত্মনা যত্নেন রতং রমণং যস্য সঃ। "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধি"রিত্যমরঃ। আত্মারামতায়াং তাদৃশসুখলাভাভাবাদেব তাবান্ যত্ন ইতি ভাবঃ। নন্বু, তর্হি তস্যাঃ পূর্ণত্বং প্রসক্তমত আহ,—অখণ্ডিতঃ তদপি পূর্ণ এব নতু খণ্ডিতঃ তস্যাহ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাদিতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারহিত বলিয়াই শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত তাদৃশ বাম্য-বক্রতাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন। কামাসক্ত জনের পক্ষে উহা প্রাকৃত দৈন্য ও দুরাত্মতা বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ উহা প্রেমেরই পরিপাকজ ব্যবহারবিশেষ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে কামিগণের দৈন্য ও স্ত্রীগণের দুরাত্মতা দেখাইলেন, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক নহে। আবার তিনি যখন স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত, তখন কামিদিগের দৈন্য ও স্ত্রীদিগের দুরাত্মতা প্রদর্শনের নিমিত্ত যে উপহাসক জনের ন্যায় তত্তৎ অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহাও সম্ভবপর নহে। এজন্য অন্যথা ব্যাখ্যা হইল না। শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতাই বহির্ম্মুখের দৃষ্টিতে কামাসক্তি বলিয়া মনে হয়। শ্রীভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন—ভক্ত ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকেও স্পৃহা করি না।" এই প্রকার বহু প্রমাণ আছে ॥৩৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৫। এই প্রকারে গোপীগণের উক্তি দ্বারাই শ্রীরাধার সৌভাগ্যাতিশয় দেখাইয়া স্বয়ংও তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'রেমে' শ্লোকে। শ্রীভগবান স্বাত্মরত, আত্মারাম এবং অখণ্ডিত হইয়াও সেই শ্রীরাধিকার সহিত রমণ করিলেন। কারণ তিনি স্বাত্মরত অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত শোভমান আত্মার রমণকারী হইয়াছেন। যেহেতু শ্রীরাধার সহিত রমণে যেমন তাঁহার সুখ হয়, তেমন সুখ আত্মরামতাতে হয় না। কোন কোন পুঁথিতে 'চাত্মরত' এই পাঠও দেখা যায়, কিন্তু 'আত্মরত' শব্দে আত্মারাম ব্যাখ্যা করিলে পুনরুক্তি দোষ হইবে। তথাপি 'চ' শব্দ 'এব' অর্থে প্রয়োগ বলিয়া পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার সহিত রমণেই তাঁহার যত্নবিশেষ দেখা যায়। আত্মা অর্থে যত্ন, ধৃতি, বুদ্ধি (অমরকোষ)। এজন্য উক্ত হইয়াছে—শ্রীরাধিকার সহিত রমণে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয়, সেরূপ আত্মরামতাতে হয় না। অর্থাৎ তাদৃশ সুখলাভের অভাবেই শ্রীরাধিকার সহিত রমণে যত্ন দেখা যায়। যদি বল, তাহা হইলে তাঁহাতে অপূর্ণত্বের প্রসক্তি হইতে পারে? উত্তরে বলিতেছেন—অখণ্ডিত। তথাপি তিনি পূর্ণ—খণ্ডিত নহেন। যেহেতু শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই

সারার্থদর্শিনী

ভাবঃ। হ্লাদিনীশক্তিত্বেঽপি সর্ব্বাহ্লাদসারো যঃ প্রেমা তস্যাপি পরমাবধির্যো মহাভাবস্তদ্রূপত্বাদেব হেতোর্ভগবত আত্মারামত্বেন হ্লাদমাত্ররমণাদপি হ্লাদমহাসারভূতয়া তয়া সহ রমণস্যাধিক্যমস্ত্যেব। যদুক্তং তন্ত্রে,—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তির্বরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেয়মিতি। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী"তি। ততশ্চ আত্মারামোঽপি তয়া সহ স্বাত্মরতঃ, স্বাত্মরতোপ্যখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যন্বয়ঃ। তেন চ ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞানাং প্রাকৃতবিবেকিনাং হিতঞ্চ তেভ্যঃ স্ববিলাসতত্ত্বস্য গোপনঞ্চ চকারেত্যাহ,—কামিনামিতি। কামবশৈঃ স্ত্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়মাসেত্যর্থঃ। কামবশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্যুর্দৈন্যে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্যুরিত্যর্থে ভগবান্ ভগবৎপ্রেয়সী চ প্রমাণয়তি যতস্তে ইতস্ততো জল্পন্ত উজ্জ্বলপ্রেমরসতত্ত্বগোপনস্য হেতবো বভূবুরিতি ভাবঃ। তথা দর্শয়ন্নেব প্রেমরসতত্ত্বঞ্চ গোপয়ন্নিতি চৈব শব্দাভ্যামেব ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা, কামিনাং সম্বন্ধে দৈন্যং দর্শয়ন্ "আত্মবন্মন্যতে জগ"দিতি ন্যায়েন যে কামিনস্তং দীনমেবাপশ্যন্ যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিন্যস্তাং দুরাত্মানমেবাপশ্যংস্তৎ প্রযোজকীভবান্নিত্যর্থঃ। যদ্বা, কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্নিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভবিতব্যম্। স্ত্রীভিস্তত্রাসম্মত্যা দুরাত্মভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেব রসপোষো নান্যথেতি ভাবঃ ॥৩৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দ্বিতীয় বিগ্রহ—হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা। এই প্রকারে হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপে সর্ব্ব আহ্লাদের সার যে প্রেম, তাহারও পরমাবধি যে মহাভাব সেই মহাভাব স্বরূপা বলিয়া শ্রীভগবানের আত্মারামতার হ্লাদমাত্রের সহিত রমণ হইলেও হ্লাদমহাসারভূতা অর্থাৎ মহাভাববিগ্রহা শ্রীরাধিকার সহিত রমণে স্বতঃই সুখের আধিক্য হইয়া থাকে। তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তির্বরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেয়মিতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-বরীয়সী হ্লাদিনী নাম্নী যে মহাশক্তি, তাহার সারভূতা এই শ্রীরাধা। অতএব "মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।" শ্রীরাধা মহাভাব-স্বরূপা অর্থাৎ তাঁহার বিগ্রহটি মহাভাবময়, যেহেতু তিনি হ্লাদিনী শক্তির সারাংশই এবং গুণগণেও অতিশয় শ্রেষ্ঠা। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার সহিত স্বাত্মরত এবং স্বাত্মরত হইয়াও অখণ্ডিত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়াও রমণে রত হইলেন। যাহারা ভগবত্তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ অথচ প্রাকৃত বিবেকশালী, তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবান স্বীয় বিলাসতত্ত্বের গোপন করিয়াছিলেন। তাহাই বলিতেছেন—'কামিনাম্' ইত্যাদি। কামিদিগের দৈন্য এবং দৈন্যগ্রস্ত লোকদের উপর নারীর কিরূপ দৌরাত্ম্য হইয়া থাকে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ তাহা হইতে যাহাতে লোকের শিক্ষা হয়, সেই জন্য শ্রীভগবান শ্রীরাধার সহিত এইভাবে রমণ করিয়াছিলেন; পরন্তু কামপরবশ ও স্ত্রীবশীভূত লোকদের তাহা ভাব্য নহে। ইহাই লোক সকলকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কামপরবশ পুরুষগণই

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৬। অত্রেত্যেবমিতি পদ্যার্দ্ধদ্বয়ং তেষামসম্মতং, পূর্ব্বার্দ্ধে সতি রেমে তয়েত্যস্য শুকোক্তিত্বাসঙ্গতেঃ; উত্তরার্দ্ধে সতি সা চেতি মাত্রোত্থাপনাসঙ্গতেঃ। তদেবং তয়োস্তং প্রেমাণং প্রশস্য প্রকৃতং তাদৃশং তদ্বিলাসময়ং মানং তৎপ্রসাদনাদিকমপি তৎপোষণার্থং বর্ণয়তি—সা চেতি সপাদত্রয়দ্বাভ্যাম্।

মূলানুবাদ

৩৬। এইরূপে গোপীগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া সেই সকল পদচিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া যে গোপীকে নির্জ্জন বনমধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৬। 'ইত্যেবং' এই অর্দ্ধশ্লোক (এইপ্রকারে গোপীগণ পদচিহ্নসকল দেখাইতে দেখাইতে বিগতচিত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।) এই শ্লোকটি শ্রীস্বামিপাদের অভিমত নহে। কেননা, এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ যদি তাঁহার সম্মত হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় 'রেমে ইত্যাদি শুকোক্তি' এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হইত। আর উত্তরার্দ্ধ যদি তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে পর শ্লোকের টীকায় "স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ—'সা চেতি" কেবল ইহা বলা অসঙ্গত হইত। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার সর্ব্বাধিক প্রেমের প্রশংসা করিয়া, তাঁহারই বিলাসময় মান এবং মানের প্রসাদনাদিও উক্ত প্রেমেরই পোষণের নিমিত্ত তৎকারণ বর্ণন করিতেছেন পরবর্ত্তী 'সা চ' শ্লোকে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দীন হয়, তজ্জন্য স্ত্রীগণও দুরাত্মা হয়। ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ ইতস্ততঃ জল্পনাকারী হইয়া উজ্জ্বল প্রেমরসতত্ত্ব গোপনের হেতুভূতা হইয়াছেন, অর্থাৎ এই প্রকারে কামিগণের দৈন্য ও স্ত্রীগণের দুরাত্মতা দেখাইয়াই প্রেমরসতত্ত্ব গোপন করিয়াছেন। অথবা কামিজন সম্বন্ধে দৈন্য দেখাইয়া 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ' এই ন্যায়ানুসারে যে কামিগণ তাঁহাকে (শ্রীভগবানকে) দীন বলিয়া মনে করে, এবং যে কামিনীগণ তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) দুরাত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদেরই প্রযোজক হইয়া থাকে। অথবা "কামিগণের দৈন্য দেখাইয়া অর্থাৎ তাহাদের সুরত প্রার্থনায় দীন হইবে এবং স্ত্রীগণ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশে দুরাত্মা হইবে" ইহা দেখাইবার নিমিত্ত এই প্রকারে রসিক সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। কারণ এই প্রকারেই রসপোষক হয়, অন্য প্রকারে হয় না ইহাই ভাবার্থ। ৩৫

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥ ৩৭

ভাবার্থদীপিকা

৩৭-৩৮। স্ত্রীণাং দুরাত্মতামাহ সা চেতি দ্বাভ্যাম্। কামো যানম্ আগমনসাধনং যাসাং তা গোপীর্হিত্বা মাং ভজতে ইতি হেতোরাত্মানং বরিষ্ঠং মেনে ইতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৭। সা চ তদা মেনে ইত্যনেন পূর্ব্বং তাসু মধ্যে বর্ত্তমানায়া অপি তস্যাস্তাদৃশো মদো নাসীদিদানীমেব জাত ইতি লভ্যতে। তচ্চৈবং তাদৃশভাবে হি তাসাং দ্বিধা মানাবস্থা সম্ভবতি—কান্তৈকস্ফুরণে হর্ষাদিপ্রচুরস্থায়িময়ী, কথঞ্চিদন্যস্ফুরণে গর্ব্বাদিপ্রচুরস্থায়িময়ীতি। অতস্তস্যা গাঢ়ানুরাগপ্রাধান্যেন তদৈকস্ফূর্ত্তিময়ী বহুকালং ব্যাপ্য হর্ষাদিমধ্যেব জাতা। সম্প্রতি কথঞ্চিদ্বাহ্যে জাতে তু বরেতি। আত্মবরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—গোপীঃ সর্ব্বা এব, তত্রাপি কামযানা কামায়মানা অপি হিত্বা, অসৌ অনির্ব্বচনীয়বিচিত্র-মাহাত্ম্যঃ পরমস্বতন্ত্রোঽতিদুর্লভ ইত্যর্থঃ। তত্রাপি প্রিয়ঃ মদেকপ্রেমকর্ত্তা সন্ ভজতেঽনুবর্ত্ততে। অত্রান্যস্ফুরণেঽপি গোপীনামেব স্ফূর্ত্তির্ন তু পূর্ব্বাস্বিব সামান্যস্ত্রীণামিত্যেতদংশেঽপি বৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্ ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৬। বৃষভানুনন্দিন্যাঃ সর্ব্বাধিকমুজ্জ্বলরসস্য সম্ভোগমংশং নির্বর্ণ্য বিপ্রলম্ভমংশমপি বর্ণয়িতুং তদ্বীজমুত্থাপয়তি যামিতি ॥

মূলানুবাদ

৩৭। তিনি মনে করিলেন যে, "এই প্রিয়তম কৃষ্ণ কামায়মানা অন্য গোপীদের ত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই ভজনা করিতেছেন"। এই ভাবিয়া তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রীকৃষ্ণ-সোহাগিনী বলিয়া মনে করিয়া অভিমানিনী হইলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৭-৩৮। স্ত্রীগণের দুরাত্মতা, ইহাই 'সা চ মেনে' ইত্যাদি দুইটী শ্লোকে দেখাইতেছেন। কামযানা—যে সকল স্ত্রীর কামই বন আগমনের সাধন (কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সমাগতা) সেই গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই ভজনা করিতেছেন—এই হেতু আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৬। শ্রীশুকদেব শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বাধিক সমুজ্জ্বল রসের সম্ভোগ অংশ বর্ণনা শেষ করিয়া সম্প্রতি বিপ্রলম্ভ অংশ বর্ণন করিবার নিমিত্ত তাহার বীজ উত্থাপন করিতেছেন 'যাম্' ইত্যাদি।

সারার্থদর্শিনী

৩৭। সা চেতিপূর্ব্বং সর্ব্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্নধুনা সা চ। তত্র হেতুঃ হিত্বেতি। কাময়মানাঃ কাময়মানাঃ। যদ্বা, কামো যানমাগমনসাধনং যাসাং তাঃ। অতএবান্যগোপীসৌভাগ্যহেতুকো যঃ পূর্ব্বমান উদ্ভূতঃ সোঽপি নিঃশেষেণৈব শান্তঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৭। 'সা চ' অর্থাৎ সেই গোপী সেই সময়ে সমস্ত ব্রজগোপীর মধ্যে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। 'সেই সময়ে' এই বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে সেই গোপী অন্যান্য গোপীদিগের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার মান ছিল না। সম্প্রতি ঐ মানের উৎপত্তি হইয়াছে, এই অর্থই লাভ হইতেছে। এতদ্বারা ব্রজদেবীগণের দুইপ্রকার মানাবস্থার সম্ভাবনা হইতেছে। যে সময়ে তাঁহাদের চিত্তে কেবল কান্তেরই স্ফুরণ হয়, সেই সময় হর্ষাদি প্রচুর স্থায়িময়ী এবং যখন কিঞ্চিৎ অন্যের স্ফুরণ হয়, তখন গর্ব্বাদি-প্রচুর স্থায়িময়ী মানের উদয় হয়। আবার শ্রীরাধার অতিমাত্র গাঢ় অনুরাগ থাকায় তাঁহার হৃদয়ে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিই হইতেছিল; সুতরাং বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে হর্ষাদিময়ী অবস্থাই ছিল। সম্প্রতি কথঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি হওয়ায় গর্ব্বাদিময়ী অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছে। ভাল, তিনি আপনাকে সমস্ত গোপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন কেন? তদুত্তরে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন যে, এই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রমাহাত্ম্যশালী পরমদুর্ল্লভ প্রিয়তম নায়ক, কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সমাগতা সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই অনুবর্ত্তন করিতেছেন। তাহাতে আবার ইনি একমাত্র আমারই প্রেমকর্ত্তা বলিয়া প্রেমব্যবহার করিতেছেন। এই প্রকারে শ্রীরাধার হৃদয়ে অন্যের স্ফূর্ত্তিকালেও গোপীগণেরই স্ফূর্ত্তি হইতেছে; কিন্তু অপর গোপীর ন্যায় সামান্য রমণীর স্ফুরণ হয় নাই। এই অংশে অন্যান্য গোপী অপেক্ষা শ্রীরাধিকারই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৭। পূর্ব্বে সেই সমস্ত সৌভাগ্য-মদযুক্তা গোপীগণের মধ্যে থাকিলেও তাঁহার তাদৃশ সৌভাগ্য-গর্ব্ব ছিল না; অধুনা এই মানের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া মনে করিতেছেন। কারণ সমস্ত কাময়মানা গোপীদের ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ভজনা করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সমাদরে অন্যান্য ব্রজদেবীগণের সৌভাগ্য-গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু শ্রীরাধিকার মানেরই প্রকাশ হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি মনে করিলেন, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কাময়মানা অর্থাৎ বিলাসের জন্য ঔৎসুক্যবতী সমাগতা

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৮। ততো বরিষ্ঠং মন্যতাঽনন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহ গমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে গ্রথ্নাতি তম্, অতএবাব্রবীৎ। কিম্? তদাহ—'ন পারয়ে' ইতি। বহু-পরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নন্থ মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে স্থানান্তরং হৃদ্যং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদঙ্কে নিধায় ত্বমেব নয়েত্যর্থঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৮। বনস্যোৎকৃষ্টপ্রদেশং গত্বা কেশবং কেশান্ বয়মানং প্রাকৃতনর্ম্মদ্যোতকচূড়ামুন্মোচয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ বিচিত্রবেণীত্বেন গ্রথ্নন্তং অতএব দৃপ্তা স্বাধীনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ। চলিতুং ন পারয়ে ইতি বহুবনভ্রমণোত্থো মে শ্রমোঽভূদিতি ভাবঃ। নন্থ, মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে হৃদ্যং স্থানান্তরং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববন্মাং বহন্নিত্যর্থঃ। নন্থ কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজন দুষ্প্রবেশং কুঞ্জান্তর্গতং পুষ্পতল্পং তাং নয়ামি, কিম্বা পৌষ্পাভরণার্থং পুষ্পোদ্যানং তত্রাহ,—যত্র তে মন ইতি॥

মূলানুবাদ

৩৮। অনন্তর তিনি বনের একস্থানে গিয়া গর্ব্বভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল।"

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৮। এইপ্রকার অভিমান হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনপ্রদেশবিশেষে অগ্রে গমন করিয়া গর্ব্বিতা শ্রীরাধা শ্রীকেশবকে বলিলেন। কেশব—যিনি শ্রীরাধার কেশসমূহ বিন্যাস করিয়া দিয়া থাকেন, তিনি কেশব। অতএব কেশবকে বলিলেন। কি বলিলেন? চলিতে পারিতেছি না, আমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চল। 'আমি বহু ভ্রমণ হেতু পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িয়াছি।' ইহা ব্যাজময়ী-হেতু ব্যঞ্জনা। যদি বল, অয়ি মুগ্ধে! অন্যান্য গোপীগণ হইতে দূরে মনোরম বনান্তরে যাইবে? তাহাতেই শ্রীরাধা বলিলেন—'নয়' ইত্যাদি। পূর্ব্বের ন্যায় বহন করিয়া আমাকে লইয়া চল।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সমস্ত গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রীতিবিধানার্থ নানাভাবে আমারই ভজনা করিতেছেন। পূর্ব্বে সেই সমস্ত গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সমপ্রেম ব্যবহারে তাঁহার যে সৌভাগ্য-হেতুক মানের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই পূর্ব্বমানও নিঃশেষে অন্তর্হিত হইল। ৩৭।

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥ ৩৯

ভাবার্থদীপিকা

৩৯। কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি এবমুক্ত ইতি। অথণ্ডিতত্বমাহ ততশ্চেতি। তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যতায়ামন্তর্হিত ইত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৯। তদেবং তস্যাঃ স্বাধীনভর্তৃকাত্বোচিতং কৃত্রিমালস্যাদিময়ং নর্ম্মবচনং শ্রুত্বা স্বয়মপি সনর্ম্মৈবান্তর্হিত ইত্যাহ—এবমিতি পাদত্রয়েণ। স্কন্ধে মদংস আরুহ্যতামিত্যাহ, ইদঞ্চ নর্ম্মণৈব প্রিয়ামিত্যুক্তেঃ। তথাহি—'যোঽন্যমুখে দুর্ব্বাদঃ প্রিয়তমবদনে স এব পরীহাসঃ। ইতরেন্ধনজো ধূমঃ সোঽয়মগুরুসম্ভবো ধূপঃ॥'

মূলানুবাদ

৩৯। এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন—"স্কন্ধে আরোহণ কর"। তারপর সেই প্রিয়া যেমন স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ অমনি অন্তর্ধান করিলেন। তখন সেই বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৯। কামিদিগের দৈন্য 'এবমুক্তং' শ্লোকে দেখাইতেছেন। অখণ্ডিতত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাহার পর তিনি স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৮। উৎকৃষ্ট বনপ্রদেশে গমন করিয়া সৌভাগ্য-গর্ব্ববতী শ্রীরাধিকা দৃপ্তা হইয়া শ্রীকেশবকে বলিলেন—বহু বনভ্রমণে আমি শ্রান্ত হইয়াছি, আমি আর চলিতে পারিতেছি না। 'কেশব'—যিনি শ্রীরাধার কেশপ্রসাধন ও তাহাতে বেণী রচনা করিয়া থাকেন, তিনি কেশব। এই নর্ম্মোক্তির নিগূঢ় ভঙ্গী আছে। যেহেতু স্বাধীন কান্তার দর্প বা গর্ব্ববচন নায়কের পক্ষে বিশেষ রসাবহ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রীরাধিকা বলিলেন—আমি আর চলিতে পারিতেছি না, যদি বল মুগ্ধে! (এখানে বিশ্রাম করা নিরাপদ নহে, কেননা) সেই সমস্ত গোপী যদি এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের নির্জ্জন বিহারে বাধা হইবে। অতএব স্থানান্তরে গমনই কর্ত্তব্য'। তাহাতেই বলিলেন—তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমাকে পূর্ব্বের মত স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চল। যদি বল, তাহা হইলে কি অগ্রবর্ত্তী অন্যজন-দুষ্প্রবেশ্য কোনও নিভৃত নিকুঞ্জের পুষ্পতল্পে লইয়া যাইব? কিংবা পুষ্পের আভরণার্থ পুষ্পোদ্যানে লইয়া যাইব? তাহাতেই বলিলেন—তোমার মন যেখানে চায়। ৩৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইতি। যদ্বা, 'স্কন্ধঃ প্রকাণ্ডে কায়ে চ বাহুমূলসমূহয়োঃ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ ; কায়ঃ. স চ যুক্তত্বাদ্বক্ষোভাগ ইতীদমপি নর্ম্মৈব। ততস্তদনন্তরং, ত্বর্থে চকারঃ ভিন্নোপক্রমে, অন্তর্দ্দধে চ ইতি সমুচ্চয়ে বা, তস্যাঃ সকাশাদপ্যন্তর্দ্ধানেঽস্মিন্নীর্ষাপগমাৎ। সপত্নীনামৈকমত্যমপি প্রয়োজনং জ্ঞেয়ম্। পূর্ব্বান্তর্দ্ধানেঽপি তদপি চিকীর্ষিতমিতি, এবমেকয়ৈব ক্রিয়য়াঽনেকদুর্ঘটফলসম্পাদনেন পরমচাতুরী দর্শিতা। অহো 'উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ' ইতি ভাবঃ। তদেবং সম্ভোগোচিতাং স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বময়ীং প্রেমপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িত্বা সনর্ম্মণ্যপি বিপ্রলম্ভে পরমদৈন্যমোহাত্মিকাং তৎপরাকাষ্ঠাং দর্শয়ংস্তৎপ্রাশস্ত্যমেব সূচয়তি—সেতি সপাদেন। সা তদ্দর্শনৈকজীবনা, অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ ॥ ৩৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৯। এইপ্রকারে শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকাত্বের সমুচিত, কৃত্রিম আলস্যাদিময় নর্ম্মবচন শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণও পরিহাসচ্ছলেই অন্তর্হিত হইলেন। ইহাই 'এবমুক্তঃ' ইত্যাদি পাদত্রয়ে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রিয়তমাকে বলিলেন—"হে প্রিয়ে! আমার স্কন্ধে আরোহণ কর" ইহা পরিহাসচ্ছলেই বলিলেন,—কিন্তু ইহাও প্রিয়োক্তি। যেহেতু অন্য লোকের মুখে যাহা দুর্ব্বাক্য, তাহাই প্রিয়তমের মুখে পরিহাস বলিয়া বোধ হয়। যেমন সাধারণ কাষ্ঠ হইতে নির্গত যে ধূম, তাহা কাহারও প্রীতিপ্রদ নহে ; কিন্তু সেই ধূম চন্দন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলে. তাহা অগুরু বা ধূপরূপে সকলের প্রীতিপ্রদ হয়। এইস্থলে 'স্কন্ধ' শব্দের অর্থ বাহুমূল ও বক্ষস্থল, এই দুই অর্থই হয়. বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে—'স্কন্ধ' শব্দে বৃক্ষকাণ্ড, কায়, বাহুমূল ও সমূহ—এই সকল অর্থ দেখা যায়। এইস্থলে স্কন্ধ-শব্দের 'কায়' অর্থই সমীচিন বলিয়া বক্ষঃস্থল শব্দই গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে "হে প্রিয়ে! আমার বক্ষে আরোহণ কর" ইহা নর্ম্মসহকারে বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। 'তু' অর্থে চ'কার—সমুচ্চয়ার্থে বা ভিন্নোপক্রমে প্রয়োগ হইয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই বাক্যে শ্রীরাধার নিকট হইতেও অন্তর্হিত হইলেন, বুঝিতে হইবে। এই অন্তর্দ্ধানের উদ্দেশ্য হইতেছে, অন্যান্য গোপীগণের ঈর্ষা অপনয়ন দ্বারা সপত্নী গোপীগণের পরস্পর ঐকমত্য সংস্থাপন। পূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানেও ঐকমত্য স্থাপন করাই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। শ্রীকৃষ্ণ যে এক কার্য্য দ্বারা বহুবিধ দুর্ঘট কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার পরম চাতুর্য্যই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! 'উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাং চরন্তীশ্বরবুদ্ধয়ঃ' অর্থাৎ ঈশ্বরের বুদ্ধি, অন্যান্য বুদ্ধির উপরে বিচরণ করিয়া থাকে. এইরূপে সম্ভোগের যোগ্য স্বাধীন ভর্তৃকাত্বময়ী প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরিহাসময় বিপ্রলম্ভেও যে পরমদৈন্য মোহাত্মিকা প্রেম-পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমের প্রশস্ততা

সারার্থদর্শিনী

৩৯। ততশ্চ কৃষ্ণেন মনস্যেবং বিচারিতম্। অহো অনয়া স্বাভাবিকঃ স্বধর্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুষ্পতল্পং প্রতি স্বনয়নে মায়কায় সম্মতিং দত্তে। যদি চানয়া বাম্যরূপস্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তদা ময়াপি সন্নায়কেন সংভুক্তকান্তানুবর্ত্তিত্বলক্ষণো দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্মস্ত্যক্তব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ স্যাৎ নচাত্র রসিকলোকৈরহং দূষণীয়ঃ। রসো হি নাসিকাপ্রক্রান্তপরিপাটীক এব সাধুর্ভবেৎ। কিঞ্চ, মহাপ্রেমবত্যা অস্যা মদ্বিশ্লেষজনিতদশাবিশেষং দিদৃক্ষা সাক্ষাদেব যা চিরং মে বর্ত্ততে সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি মৎসংশ্লেষজনিতমস্যাঃ সৌভাগ্যাধিক্যং তাভিরনুভূতমেব। মদ্বিশ্লেষজনিতামপি প্রেমোদ্রেক পরমাবধিব্যঞ্জিকাং দশামসাধারণীং দৃষ্ট্বা তাঃ পরমচমৎকারসিন্ধুনিমগ্না ভবন্ত অস্যা মদ্বিরহবাড়বা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সূচনা করিতেছেন—'সা' এই শ্লোকে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণদর্শনৈকজীবনা সেই রমণীও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এস্থলে 'সা' (সেই) শ্রীরাধা। তিনি মুহুর্মুহু নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩৯।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—পরম প্রেমবতী শ্রীরাধা তাঁহার স্বাভাবিক বাম্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত অর্থাৎ সুনায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধিকা আমার সহিত বিলাসরসে আত্মহারা হইয়া সুনায়িকাগণের স্বাভাবিক বাম্য ও লজ্জাদি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। কেননা সুনায়িকাগণ কখনও বাক্যদ্বারা পুষ্পশয্যায় আপনাকে লইয়া যাইতে সম্মতি প্রদান করেন না। এইপ্রকারে শ্রীরাধিকা যদি বাম্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন, তাহা হইলে সুনায়কের স্বভাবানুসরণ করিয়া আমিও যদি সংভুক্তকান্তার প্রতি অনুবর্ত্তিত্ব-রূপ দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করি, তবে রসাস্বাদনে বাধা হইবে; সুতরাং আমারও এখন কর্ত্তব্য নায়কের স্বধর্ম্ম কান্তানুবর্ত্তিত্ব ত্যাগ করা। কারণ নায়ক ও নায়িকা উভয়েই দাক্ষিণ্যভাব কিংবা বাম্যভাব অবলম্বন করিলে কখনও সুরস হয় না। অতএব আমি নায়কধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও রসিকবর্গের নিকট দোষাস্পদ হইব না। যেহেতু নায়িকাগত পরিপাটী ভাব থাকিলেই সুরস হয়। অতএব আমিও সেইরূপ স্বাভাবিক দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করিয়া বাম্য অবলম্বন করিব। অপিচ পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার মদীয় বিপ্রলম্ভজনিত দশাবিশেষ সাক্ষাৎ দেখিবার নিমিত্ত আমার যে বহুদিনের বাসনা রহিয়াছে, তাহাও এই অবসরে পূর্ণ হইবে। আর অন্য গোপীগণ আমার আলিঙ্গনে শ্রীরাধিকার যে আনন্দের আবির্ভাব হয়, তাহাতে শ্রীরাধার সৌভাগ্যাধিক্যই অনুভব করিয়াছে; কিন্তু আমার বিরহে পরম প্রেমবতী শ্রীরাধিকার যে বিরহজ প্রেমোদ্রেক, তাহা পরমাবধি-ব্যঞ্জিকা অসাধারণ দশা দর্শন করিয়া

সারার্থদর্শিনী

নলজ্জালারা অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপদহনারিতো ভবতু। ততশ্চাস্যাঃ পূর্ণতমাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গাররসোঽপ্যত্ত পূর্ণতমত্বমাপত্স্যতাম্। অস্যাপি বিরহে মৎসম্পাদিতে সর্ব্ববিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্ব্বাসামৈকমত্যে সতি বিধিৎসিতোঽস্তু রাসোঽপি সেৎস্যত্যন্যথাত্বে তৎসঙ্গরঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোঽস্তু সর্ব্বথৈব দুরুপশম ইত্যাদীনি বহূনি প্রয়োজনানি পর্য্যালোচয়ন্ সহসৈবান্তর্দ্ধিৎসুরাহ,—স্কন্ধ ইতি। অন্তর্দ্দধে তত্রৈব স্থিত্বা তাং পশ্যন্নপি ভন্নয়নগোচরতাং জহাবিত্যর্থঃ। অত্র নয় মাং যত্র তে মন ইতি বদন্ত্যা বৃষভানুনন্দিন্যা মনস্যেবং বিচারিতম্। বিলাসশ্রমবনবিহারশ্রমখিন্নায়া মম ক্ষণং সুষুপ্সা বর্ত্ততে অস্যাপি স্বাপাভাবেনৈব সর্ব্বরজনীষাপনমকল্যাণমসুখোদর্কমেব অতঃ পুষ্পতল্পং নয়তি চেন্নয়তু আবাং তত্র স্বপ্স্যাব ইত্যতস্তত্রা-সম্মতির্ন কৃতা। তত্র ভগবত্তদন্তঃকরণবিজ্ঞতা প্রেমরসময়লীলাশক্ত্যৈব তিরোধাপিতা তত্তল্লীলা—সিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ ॥৩৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাহারা পরম চমৎকারসিন্ধুতে নিমগ্না হউক। এইপ্রকারে গোপীগণ শ্রীরাধিকার বিরহজ দুঃখের সহিত তুলনায় নিজেদের বিরহ দুঃখও বুঝিতে পারিবে। অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহদুঃখরূপ বাড়বানলের তীব্র জ্বালা দেখিয়া তাহার তুলনায় নিজেদের বিরহদুঃখরূপ দীপশিখার ন্যায় দহনযোগ্যতা অনুভব করিবে। অতএব শ্রীরাধিকার সহিত আমার পূর্ণতম সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ দ্বারা শৃঙ্গাররসও পূর্ণতমরূপে নিষ্পন্ন হইবে। আমা-কর্তৃক পরিত্যক্তা শ্রীরাধিকার বিরহদশা প্রত্যক্ষ না করিলে, কেবল মিলনানন্দে সেই গোপীগণের তৃপ্তি হইবে না। পক্ষান্তরে আমার সম্পাদিত বিরহ দেখিলে সকলের বিরহ উপশম হইবে এবং সকলের চিত্ত একভাবেই আমাতে নিবিষ্ট হইবে, সুতরাং সকলের সহিত মিলিত হইয়া আমার রাসনৃত্য রসাস্বাদনও হইবে, অন্যথা রাসলীলারও সার্থকতা সাধিত হইবে না। আমি যদি শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া অন্যান্য গোপীদিগের নিকট উপস্থিত হই, তাহা হইলে তাহাদের অভিমান কোন প্রকারেই উপশম হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বহু বিবেচনা করিয়া বামাভাব প্রকাশের সঙ্কল্প করত সহসা অন্তর্দ্ধানের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে বলিলেন 'স্কন্ধ আরুহ্যতাম্" স্কন্ধে আরোহণ কর। শ্রীরাধিকা যখন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিতে দেখিতে সেইখানেই নয়নের অগোচর হইলেন অর্থাৎ শ্রীরাধার দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেন। পূর্বশ্লোকে শ্রীরাধিকা বলিয়াছিলেন যে, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমাকে লইয়া চল।" এই কথায় তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, বিলাসশ্রমে ও বনভ্রমণে আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছি। এস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইতেছে। আর ইঁহারও নিদ্রাভাবে সর্ব্বরজনী জাগরণে নিশ্চয়ই ক্লেশ বা দেহ অসুস্থ

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৪০

ভাবার্থদীপিকা

৪০। অনুতাপমাহ হা নাথেতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪০। বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি। হা খেদে, আর্ত্তিসম্বোধনে বা; ততশ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যম্। নাথ স্বামিতয়া পালক, রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ, প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়কতদুচিতপ্রেমবিস্তারক! ক্বাসি? এবমেবং ময়ি স্নিগ্ধোঽপি সংপ্রত্যেকাকী ক বর্ত্তসে? হা হা তদজ্ঞানেন মম চিত্তং ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ। বীপ্সাতিবৈয়গ্র্যেণ পুনরালিঙ্গনাদিনিজসৌভাগ্যস্মারকেণ নিজরসোদ্দীপক-তদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্য স্মরণেন মুহুস্তীবাহ—মহাভুজেতি। পুনরতিদৈন্যেনাহ—দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদিলাভায় মমাবাসং মৃগয়সি? ইত্যাশঙ্ক্য

মূলানুবাদ

৪০। হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাভুজ। তুমি কোথায়? আমি তোমার দীনা দাসী, তোমার বিরহে একান্ত কাতর হইয়াছি। সখে! তুমি নিকটে আসিয়া দাসীকে দেখা দাও।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪০। অনুতাপ বর্ণন করিতেছেন—হা নাথ! ইত্যাদি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪০। বিলাপের প্রকার বলিতেছেন—হা নাথ! হা রমণ! ইত্যাদি। 'হা' শব্দ এইস্থানে খেদ অর্থে, অথবা আর্ত্তিহেতু সম্বোধন। অতএব ইহা সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য, অর্থাৎ প্রতি সম্বোধনের পূর্ব্বে 'হা' শব্দ প্রযুক্ত হইবে। নাথ—তুমি আমার স্বামীরূপে পালক। রমণ—কান্তোচিত সুখপ্রদ প্রেষ্ঠ—আমার বিষয়ে তদুচিত প্রেমবিস্তারক। তুমি কোথায় আছ? আমার প্রতি এতাদৃশ স্নিগ্ধ হইয়াও সম্প্রতি একাকী কোথায় আছ? হায়! তাহা না জানিয়া

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইতে পারে, এই মনে করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে পুষ্পশয্যায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, আমরা উভয়ে সেই শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইব। যাহা হউক, এই সমস্ত লীলা সিদ্ধির নিমিত্ত প্রেমরসময়ী লীলাশক্তিই শ্রীভগবানের ও শ্রীরাধিকার মনোভাব জানিবার বিজ্ঞতা শক্তিকে আবৃত করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীরাধিকা অত্যন্ত বিরহতপ্ত হইয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নহি নহীত্যাহ—সখে, দত্তনিজসাহচর্য্যসৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রম্। সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিতব্যসনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্ণামি কিন্তু ত্বমত্র বিশ্বস ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যায়াঃ, কিন্তু তাদৃশত্বৎকৃপয়ৈব বলাদুৎপাদিত-ত্বদেকসুখানুকূল্য-তাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। তত্রাত্রি কৃপণায়াঃ, তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুঞ্চাজানত্যা ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা, নাপি নিজানুতাপবীজং বপ্তব্যমিতি ভাবঃ। ঔদার্য্যনাম্না চানুভাবোঽয়ম্; যথোক্তম্—'ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ' ইতি। ততশ্চ সা বিমুহ্য হন্ত ভূম্যাবপতৎ ইতি জ্ঞেয়ম্, অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ॥৪০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আমার চিত্ত ক্ষুভিত হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। ব্রীপ্সা—অতিমাত্র ব্যগ্রতাহেতু দুইবার 'কোথায় আছ' উক্ত হইয়াছে। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজের আলিঙ্গন প্রভৃতি স্বীয় সৌভাগ্যাতিশয় স্মরণ করিয়া এবং নিজের প্রেমরসোদ্দীপক তদীয় অঙ্গবিশেষের সৌন্দর্য্যাতিশয় স্মরণ করিয়া মুগ্ধের ন্যায় হইয়া বলিলেন—হে মহাভুজ। পুনরায় অতিশয় দৈন্যের সহিত বলিলেন—দাসীকে। যদি বল, পুনর্ব্বার কি আমার আলিঙ্গনাদি লাভের জন্য আমার আবাস অন্বেষণ করিতেছ? এই আশঙ্কায় বলিলেন—না, না, হে সখে! তুমি কোথায় আছ, ইহা আমাকে জানাও, তুমিই পূর্ব্বে তোমার সহচরীত্ব দান করিয়া আমার ব্যসন জন্মাইয়া দিয়াছিলে, কিন্তু আমি এখন তাহাও চাহিতেছি না, কেবল তোমার সন্নিধান মাত্র আমাকে জানাও—যেহেতু উহা মনে জানিতে পারিলেও অনেক পরিমাণে সুস্থ থাকিতে পারিব। তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—আমি তোমার দাসী, তোমার সখী প্রভৃতি হইবার অযোগ্যা, কিন্তু তোমার সেইরূপ অনুগ্রহই বলসহকারে আমাকে তোমার স্নেহলাভের যোগ্য করিয়াছে। অর্থাৎ তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয়ে কেবল তোমারই সুখানুকূল্য-তাৎপর্য্যময় যে ইচ্ছাকে উৎপাদন করিয়াছ, সেই কৃপা-প্রভাবেই আমি তোমার সেই সুখ-সাধনের অনুকূল পরিচর্য্যা করিতে চাই। এখন তোমার সেবার অভাবে এই দুঃখ সহ্য করিতে অক্ষম। তাহাতে আবার আমি কাতরা, সুতরাং তোমার বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে কিংবা এই দুঃখ হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিতে অসমর্থ। অতএব আমার প্রতি তোমার বঞ্চনা করা উচিত নহে কিংবা এইরূপে নিজের অনুতাপ বীজ রোপন করা কর্ত্তব্য নহে। এই শ্লোকে ঔদার্য্য নামক অনুভাব ব্যক্ত হইয়াছে। "সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়কে পণ্ডিতগণ ঔদার্য্য বলেন।" ইহার পর তাঁহার আর বিলাপ করিবার শক্তিও রহিল না, নিদারুণ বিরহে মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। এজন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীশুকদেব 'মোহিতা' এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ৪০।

সারার্থদর্শিনী

৪০। বিলাপমেবাহ—হা নাথেতি। ত্বদ্বিয়োগমহাগ্নিনা দহ্যমানাদস্মাদ্দেহান্মে প্রাণাঃ সম্প্রতি নিঃসৃত-প্রায়াঃ যত্নেনাপি ময়া রক্ষিতুং ন শক্যন্তে এষান্তু ত্বমেব নাথো অতো দর্শনং দত্ত্বা শীঘ্রমেতান্ রক্ষেতি ভাবঃ। নচৈষাং রক্ষাং অহং স্বার্থমেব প্রার্থয়ে, কিন্তু ত্বদর্থমেবেত্যাহ-হে রমণেতি। সর্ব্বা অপ্যন্যা গোপীস্ত্যক্ত্বা রমণসুখবিশেষার্থং যামেতাবদ্দূরং রহঃ সমানৈষীস্তস্যাং ময়ি মৃতায়ামেবং রতিসুখমন্যত্রালভমানো মাং স্মরংস্ত্বমপি দুঃখেন বিলপিষ্যসীতি ভাবঃ। নন্বস্তু মদ্দুঃখং তেন তব কিং? তত্রাহ,—হে প্রেষ্ঠেতি। তব মৎপ্রেষ্ঠত্বাত্তদীয়ং তদ্দুঃখং কোটীগুণীভূয় ময্যেব ভবিষ্যতি। মৎপ্রাণকোটিনির্মঞ্ছনীয়পাদাব্জনখরৈকদেশস্য তব তদ্দুঃখমহং মৃত্বাপি সোঢ়ুং ন পারয়িষ্যামি অতঃ কৃপয়া সন্নিধায় তদেব দুঃখং দূরীকুর্ব্বিতি ভাবঃ। নন্বু যদি নিঃসৃতপ্রায়া এব প্রাণাস্তদা তানহমপি কথং নিবর্ত্তয়িতুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ,—হে মহাভুজেতি। ত্বদ্ভুজস্য মৃতসঞ্জীবনৌষধস্য স্পর্শমাত্রেণৈব সুস্থসুশীতলীভূতে দেহেঽস্মিন্ প্রাণাঃ স্বয়মেবাগত্য স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ। নন্বু মাং বিনা স্বস্য গতিমেবং জানাসি চেন্মহারাজকুমারং পরমসুকুমারমাদরণীয়ং মাং 'নয় মাং যত্র

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪০। বিলাপ-প্রকার বলিতেছেন—হা নাথ ইত্যাদি। হে নাথ! এই সম্বোধনের অভিপ্রায় এই—তোমার বিয়োগরূপ মহা অগ্নি দ্বারা দহ্যমান দেহ হইতে প্রাণ নির্গতপ্রায়, আমি বহু যত্নেও তাহাকে রাখিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের তুমিই একমাত্র নাথ, সুতরাং শীঘ্র আসিয়া সেই প্রাণ রক্ষা কর। আমি কোন প্রকার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার দেহে প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করি না, তোমার জন্যই প্রার্থনা করিতেছি। হে রমণ! তুমি সমস্ত গোপ-রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া রতিসুখ আস্বাদনের জন্য একমাত্র আমাকে লইয়া এই সুদূর নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করিয়াছ; সুতরাং তোমার বিরহে যদি আমার মরণ হয়, তাহা হইলে তুমি আর সেইরূপ রতিসুখ অন্যত্র আস্বাদন করিতে না পাইয়া আমাকে স্মরণ করিয়া তুমিও দুঃখে বিলাপ করিবে। যদি বল, আমার দুঃখ হয় হউক, তাহাতে তোমার কি? তাহাতেই বলিলেন—হে প্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রেষ্ঠ—একান্ত প্রিয়তম বলিয়া তোমার কোন দুঃখ হইলে তাহা কোটিগুণ হইয়া আমার হৃদয়ে দুঃখ প্রদান করিবে। আমার কোটি প্রাণ-নির্ম্মঞ্ছনীয় তোমার চরণ নখরশিখরের একদেশ; সুতরাং তোমার যদি কোন দুঃখ হয়, আমি মরিয়াও সেই দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না। তাই বলিতেছি, কৃপা করিয়া একবার দেখা দিয়া আমার সেই দুঃখ দূর কর অর্থাৎ নিজ নিকটে লইয়া যাও। যদি বল, তোমার দেহ হইতে নির্গতপ্রায় প্রাণ আমি কিরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? তাহাতে আমার বক্তব্য এই—তুমি মহাভুজ। অর্থাৎ মৃতসঞ্জীবনী ঔষধস্বরূপ। তোমার ভুজস্পর্শমাত্র আমার দেহ সুস্থ ও শীতল হইবে এবং নির্গতপ্রায় প্রাণও স্বয়ং আগমন করিয়া সেই দেহে

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষমোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্॥ ৪১

ভাবার্থদীপিকা

৪১-৪২। অন্বিচ্ছন্ত্যো মৃগয়মাণাঃ অবিদূরতঃ সমীপে॥

সারার্থদর্শিনী

তে মন ইত্যাদিষ্টবতী কিমকোপয়স্তত্র সকাকুবৈয়ষ্যমাহ দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে ইতি। তদানীং বিলাস-শ্রমনিদ্রালস্যাভিভূতয়ৈব দীনয়া ময়া তথোক্তং ক্ষমস্ব মাকুপ্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চাস্যোগ্যায়াপি ময়া সহ ত্বমেব দৃঢ়ং যৎ সখ্যমকরোস্তেনৈব তথাহমবোচমিত্যাহ.—হে সখে ইতি। হে প্রিয়ে, তর্হি প্রসন্নোঽভূবং মৎসমীপমেহীতি চেৎ সম্প্রত্যনুতাপদুঃখেনান্ধাস্মি, ত্বং ক্ব বর্ত্তসে ইতি ন পশ্যামীত্যাহ.—দর্শয় সন্নিধিমিতি। এতাবদেব বিলপ্য বিরহোদ্ঘূর্ণাবশাৎ সংমুহ্য ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ম্। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ॥৪০॥

মূলানুবাদ

৪১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এদিকে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পথ অন্বেষণ করিতে করিতে অনতিদূরে প্রিয় বিরহে মোহিতা ও দুঃখিতা সেই সখীকে দেখিতে পাইলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

স্থিরভাবে থাকিবে। যদি বল, আমি ভিন্ন তোমার এইপ্রকার অবস্থা হইবে, ইহা যদি জান, তাহা হইলে তুমি কেন পরম সুকুমার মহারাজকুমার এবং ব্রজের সকলেরই পরম আদরের ধন যে আমি, আমার প্রতি 'নয় মাং যত্র তে মনঃ' এইরূপ আদেশ করিয়া কিজন্য আমার কোপ উদ্বুদ্ধ করিয়াছ? তাহাতেই সকরুণ ব্যগ্রতার সহিত বলিতেছেন—আমি তোমার দাসী। সে সময় বনভ্রমণে পরিশ্রান্তা, বিলাসশ্রমে নিদ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়াই আমি তোমাকে ঐকথা বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছি, অতএব এই সুদীনা দাসীকে ক্ষমা কর। অপিচ আমি তোমার দাসীর অযোগ্যা হইলেও তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমার সহিত দৃঢ় সখিত্ব স্থাপন করিয়াছ, সেইজন্য আমি ঐরূপ বলিয়াছি। তাই বলিতেছি 'হে সখে! তোমার নিকটে লইয়া যাও। যদি বল, হে প্রিয়ে! তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, এখন তুমি আমার নিকটে এস।" হে সখে! তাহা হইলেও আমি তোমার নিকটে যাইতে পারিব না, সম্প্রতি অনুতাপ-দুঃখে অন্ধ; তুমি কোথায় আছ, তাহাও আমি দেখিতে অসমর্থ; সুতরাং তোমার নিকটে লইয়া যাও। শ্রীরাধিকা এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে বিরহের প্রবলতায় মোহভরে অর্থাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। অগ্রে 'মাহিতা' এই শব্দ উক্ত হইয়াছে। ৪০।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪১। অবিদূরতো নাতিদূরত ইত্যর্থঃ, অতিদূরে ব্যবধানসদ্ভাবাৎ, রাকেশশোভাবিজয়িশোভাবিশেষেণ দূরেঽপি দর্শনসম্ভবাৎ। দুঃখিতামতএব মোহিতাং মূর্চ্ছিতাং. সমদুঃখভাবনয়া বিশেষতস্তস্যা একাকিন্যা অপি পরিত্যাগদর্শনেন সুতরামীর্ষাপগমাদৈকমত্যাচ্চ সখীমিত্যুক্তং, কিন্তু নিজসখীনামত্র প্রেমাবেশবিশেষো জ্ঞেয়ঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৪১। অন্বিচ্ছন্ত্যঃ অন্বেষয়ন্ত্যঃ বিদূরতোঽপি দদৃশুরিতি তস্যা বিদ্যুত্তুল্যকান্তিমত্ত্বাৎ সখীমিতি তস্যাস্তাদৃশ দশা দর্শনেন বিপক্ষাণামপি তত্র স্নেহোদয়াৎ। কিঞ্চ, উজ্জ্বলরসস্য স্বভাব এবায়ং যৎ কান্তস্য কান্তামাত্র বিযুক্তত্বে জ্ঞাতে সতি কান্তানামীর্ষ্যাদ্বেষাদ্যভাবঃ। পরস্পরস্নেহবত্ত্বঞ্চ যদুক্তং—"অতএব বি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশত" ইতি॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪১-৪২। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে অবিদূরে (সমীপে) গোপীগণ সেই সখীকে দেখিতে পাইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪১। অবিদূরত অর্থাৎ নাতিদূরে অথবা দূরে দেখিতে পাইলেন। কেননা, পূর্ণচন্দ্রের শোভা-বিজয়ি শোভাসম্পন্ন কিরণে দূরেও দর্শন অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ নিকটেই প্রিয়বিরহে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিতা সেই সখীকে দেখিতে পাইলেন। 'দুঃখিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা' অতএব অন্যান্য গোপীর সহিত সমান দুঃখ ভাবনায় অর্থাৎ সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহে সমান দুঃখিতা হইলেও শ্রীরাধিকার তীব্র বিরহদুঃখ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এখন আর তাঁহাদের ঈর্ষা নাই—পরিত্যক্তা গোপীর সহিত সকলের এক অবস্থা, তাই সখী সম্বোধন করিয়াছেন. কিন্তু অন্যান্য গোপী অপেক্ষা শ্রীরাধার নিজ সখীগণের এই প্রেমের আবেশবৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪১। গোপীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গমনপথ অন্বেষণ করিতে করিতে অদূরে মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইলেন। অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যুৎ তুল্য কান্তি বলিয়া কিছু দূরে পতিত সেই সখীকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বিপক্ষা গোপীগণের স্নেহের উদয় হইল। অপিচ উজ্জ্বলরসের স্বভাব এই যে, কান্ত যে কোন কান্তার সহিত বিযুক্ত হইলেই অন্যান্য কান্তা সকলের ঈর্ষাদি দোষ আপনা আপনি চলিয়া যায় এবং পরস্পর স্নেহভাব প্রকটিত হয়। তাহাই উক্ত হইয়াছে—বিচ্ছেদেই তাঁহাদের স্নেহবিশেষের উদয় হয়।

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ। ৪২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪২। অতএব চ তয়া কথিতমাকর্ণ্যেতি রোদনসংজ্ঞাপ্রাপণপ্রশ্নান্তরমিতি জ্ঞেয়ম্। কথিতম্—কথং ভবতীভ্যো বিচ্ছিন্না বভূবাহমিতি নাজ্ঞাসিষং, কিন্তু দূরত এবাত্মানুসন্ধানমকার্ষমিত্যাদিপ্রকারকং সর্ব্বং বৃত্তমাকর্ণ্য তত্রাপি মাধবাৎ নূনং লক্ষ্ম্যাপি রমণতয়া স্পৃহণীয়াৎ সর্বগুণাদিসম্পত্তেঃ পত্যুর্ব্বা তস্মাৎ স্বতএব পরমসৌভাগ্যলাভলক্ষণাৎ সম্মানপ্রাপ্তিঞ্চাকর্ণ্য তত্রৈব গর্ব্বলক্ষণান্নিজদৌরাত্ম্যাৎ পরিত্যাগলক্ষণমবমানং চাকর্ণ্য বিস্ময়মিত্যাদিকোঽন্বয়ঃ। অত্র তু দৌরাত্ম্য-শব্দপ্রয়োগস্তদ্দৈন্যবচনানুবাদাৎ, বস্তুতস্তু—শ্রীকৃষ্ণাদ্দূরে আত্মা দেহো যস্যাঃ দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ, সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্দূরবিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। পরমং বিস্ময়মিত্যাদিকস্য তয়া কথিতমিত্যাদিনা ত্রয়েণাপ্যন্বয়শ্চ, তৎসহিতান্তর্দ্ধানাদি-সর্ব্বতচ্চরিতস্য স্বসহিত-তচ্চরিতাদপি দুর্বিতর্ক্যত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশমানপ্রাপ্তেঃ স্বেষু পরঃ কোটিষ্বপ্যদৃষ্টচরত্বাৎ। তত্র চ সতি তস্যামপ্যবমানস্য পরমাসম্ভবাদিতি ॥৪২॥

মূলানুবাদ

৪২। সেই সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্তির এবং পরে তাহার অবমাননার কথা গোপীগণকে বলিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে সখীর দুরবস্থা দেখিয়া গোপীগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪২। অনন্তর গোপীগণ শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্দ প্রকাশ বিশেষতঃ নিজ সখীগণ কর্ত্তৃক রোদন ও মূর্চ্ছাদি অপনোদনের পর তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার এই অবস্থার কারণ কি? শ্রীরাধা সজলনয়নে বলিতেছেন—আমি যে কি প্রকারে তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তাহা আমার ধারণা নাই, কিন্তু দূরে আসিয়া দেখিলাম যে, আমি একাকিনী মাধবের সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, ইত্যাদি প্রকার। হে সখীসকল! সেই মাধবের কথা আর কি বলিব? মাধব অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী দেবীও যাঁহাকে রমণরূপে স্পৃহা করিয়া থাকেন। অথবা তিনি সর্ব্বগুণ-সম্পত্তির পতি। আমি সেই মাধব হইতে স্বতঃপ্রাপ্ত পরমসৌভাগ্যলক্ষণ সম্মান পাইয়াছি। পরে কিন্তু নিজের বাম্যতাবশতঃ গর্ব্বাদিলক্ষণ দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছি। পরিশেষে মাধব-কর্ত্তৃক পরিত্যাগরূপ নিজের অবমান ইত্যাদি কথা শ্রবণ করিয়া গোপীগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে 'দৌরাত্ম্য' শব্দ প্রয়োগ শ্রীরাধিকার দৈন্যবচনের অনুবাদ মাত্র। অর্থাৎ শ্রীশুকদেব শ্রীরাধার শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'দৌরাত্ম্য' শব্দের অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে যাঁহার

সারার্থদর্শিনী

৪২। ততশ্চ সখীভিরত্যুচ্চরোদনেন ব্যজনাদিপরিচর্য্যয়া যত্নতস্তৎপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি অয়ি প্রিয়সখি, স্ববৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি তাভিঃ পৃষ্টয়া তয়া কথিতং অয়ি প্রিয়সখ্যঃ কথং ভবতীভ্যোঽহং বিচ্ছিন্নাহমভূবমিতি মুগ্ধাহং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিষং, কিন্তু মানপ্রাপ্তিরবমানশ্চ দৌরাত্ম্যাদেবেতি নিশ্চিনোমি। যুষ্মান্ পরঃসহস্রাঃ প্রেমবতীরবমত্য স্ববিরহানলেন জ্বালয়িত্বা মহ্যমেকস্মৈ যৎ সৌভাগ্যং দত্তং ইদং তস্য দৌরাত্ম্যং তং দুর্ল্লীলমহারাজপুত্রং প্রতি বরাক্যপি মুগ্ধা "ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাম্" ইতি যদবোচং এতত্তু মমৈব দৌরাত্ম্যং যত এতাবান্ অবমানঃ প্রাপ্ত ইত্যভয়থাপি মে মহামনোদুঃখমেবেতি। স্বকান্তে তাসু স্বস্মিংশ্চ ক্রমেণাসূয়া বিনয়দৈন্যানি ব্যঞ্জিতানি। অত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ দৌরাত্ম্যশব্দপ্রয়োগস্তু তস্যা বচনানুবাদাদেব। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণাৎ দূরে আত্মা যস্যাঃ দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দূরাত্মা তস্যা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আত্মা—দেহ অবস্থিত অথবা যাহা (শ্রীরাধা) হইতে আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ দূরে বর্ত্তমান, তাদৃশ দুরাত্মার ধর্ম্ম দৌরাত্ম্য। তাদৃশ দৌরাত্ম্য দূর বিশ্লেষ মাত্র। তাহা হইলে পরিত্যাগরূপ অবমান নহে, শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরবিশ্লেষহেতু যে অবমান। পরম বিস্ময়ের কারণ—প্রথমতঃ সকল গোপীসমক্ষে অলক্ষিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অন্তর্দ্ধানাদি। অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন অবস্থান করেন, তখন তাঁহ'র চরিত্র অপেক্ষাও শ্রীরাধার সহিত অন্তর্দ্ধানাদি, যাবতীয় চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ নিজ ব্যবহার অপেক্ষা অতিশয় দুর্বিতর্ক্য। তাহাতে আবার তাদৃশ মানপ্রাপ্তি। দ্বিতীয়তঃ কোটি কোটি গোপীর মধ্যেও কেহই শ্রীরাধার ন্যায় এতাদৃশ সম্মান লাভ করেন নাই। তৃতীয়তঃ তথাপি সেই শ্রীরাধিকার অপমান অর্থাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অপমান করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব, ইহাই বিস্ময়ের হেতু। ৪২।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪২। তারপর সখীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে যত্নপূর্ব্বক ব্যজনাদি পরিচর্য্যা দ্বারা চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার চৈতন্য হইলে গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—অয়ি সখি! নিজের বৃত্তান্ত বল। এইরূপে সখীগণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন—হে প্রিয় সখীগণ! আমি যে কিরূপে তোমাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। কারণ আমি মুগ্ধা ও পরতন্ত্রা; কিন্তু আমার মান প্রাপ্তি এবং এই অপমান, ইহার কারণ আমার দৌরাত্ম্য। তোমাদের মত সহস্র সহস্র প্রেমবতী রমণীকে অবজ্ঞা ও অপমানিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিরহানলে দগ্ধ করিয়াছেন। আর একমাত্র আমাকে যে সৌভাগ্য দান করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার দৌরাত্ম্য। আমি বরাক সদৃশ হইয়াও সেই দুর্ল্লীল মহারাজপুত্রের প্রতি আদেশ করিয়াছি—'ন পারয়েঽহং চলিতুং নয়

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৩

সারার্থদর্শিনী

ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। বিস্ময়ং পরমং যযুরিতি প্রিয়সখি, ভবত্যাঃ সৌভাগ্যমুচিতমেব নাত্র তস্য দৌরাত্ম্যং রতিশ্রান্ত্যায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকায়াস্তব কান্তং প্রত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাত্ম্যং প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্ত্বনুকূলনায়কেন সংভুক্তকান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপণঞ্চ এতদেব রসপ্রতিকূলং দৌরাত্ম্য-ব্যঞ্জকং হন্ত হন্ত মহারসিকশেখরস্য মহাপ্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেবং চিকীর্ষিতমভূদিতি পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥৪২॥

মূলানুবাদ

৪৩। তারপর বনের যতদূর পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নার প্রকাশ ছিল, ততদূর পর্য্যন্ত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলেন। পরে অন্ধকারাচ্ছন্ন গহন বন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

মাং যত্র তে মনঃ"। অর্থাৎ আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই আমাকে লইয়া যাও।" এই আমার দৌরাত্ম্য, ইহার দ্বারাই এইরূপ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছি। এই উভয়প্রকারেই আমার অত্যন্ত মনোদুঃখ হইয়াছে, এবং এই দুঃখও সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তোমাদের প্রতি বা আমার নিজের প্রতি এই দুঃখ কিন্তু অসূয়া, বিনয় ও দৈন্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই শ্রীশুকদেব 'দৌরাত্ম্য' শব্দ প্রয়োগে শ্রীরাধিকার বাক্যেরই অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'শ্রীকৃষ্ণাৎ দূরে আত্মা যস্যাঃ সা দুরাত্মা'। কিংবা 'দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দুরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে যাঁহার আত্মা (দেহ) আছেন। অথবা যাহা (শ্রীরাধা) হইতে কৃষ্ণ (আত্মা) দূরে আছেন বলিয়া তাঁহার বিরহা-বস্থাকে দুরাত্মার ধর্ম্ম—দৌরাত্ম্য বলিয়াছেন; সুতরাং তাদৃশ দৌরাত্ম্য বিশ্লেষমাত্র। অর্থাৎ দৌরাত্ম্য ও কৃষ্ণবিশ্লেষ একার্থক; সুতরাং দৌরাত্ম্য শব্দের অর্থ—কৃষ্ণ-বিরহহেতু দুরবস্থা। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সখীগণ বিস্ময়সাগরে নিমগ্না হইয়া বলিলেন—প্রিয় সখি! তোমার এই সৌভাগ্য সমুচিত; সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন দৌরাত্ম্য নাই। আর তুমি যে রতিশ্রান্তিবশতঃ স্বাধীনভর্তৃকা বলিয়া কান্তের প্রতি তাদৃশ আদেশ প্রদান করিয়াছ, তাহাও দৌরাত্ম্য নহে; বরং রসাবহই হইয়াছে। যেহেতু অনুকূল নায়কের স্বীয় সংভুক্তা রমণীর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন, বিশেষতঃ এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপন রসের প্রতিকূল, অর্থাৎ দৌরাত্ম্যব্যঞ্জক।

ভাবার্থদীপিকা

৪৩। ততস্তয়াপি সহিতাঃ কৃষ্ণান্বেষণায় বনমবিশন্। ততো হরেরন্বেষণাৎ নিবৃত্তাঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৩। ততঃ পরমবৈয়গ্র্যেণ সখীভির্দত্তাবলম্বনয়া তয়ৈব সহিতাঃ পুনরপ্যন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ—তত ইতি। যাবদ্বনং ব্যাপ্য জ্যোৎস্না বিভাব্যতে লক্ষ্যতে, তাবদ্বনমবিশন্ প্রবিশ্য তমন্বেষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তমসি মহাগহনগতে প্রবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং পদচিহ্নাদিনা বিতর্ক্য ততস্তস্মাদ্বনান্নিবৃত্তাঃ; তথা চ বিষ্ণুপুরাণে—'প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরঃ॥' ইতি। ত্বিয় ইতি স্ত্রীণামন্ধকার-বন-প্রবেশনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাদিগ্ধস্নিগ্ধ স্বভাবতয়া নিজদয়িতস্য স্নেভ্য এবাপন্নতয়া তত্র প্রবিষ্টোঽয়মিতি বিতর্কিতম্; তস্য তস্মাৎ দুঃসঞ্চর-স্থলান্নিষ্ক্রমণায় ব্যগ্রা সত্য ইত্যর্থঃ। হরেরিতি পাঠেঽত্র কেষাঞ্চিন্মতঃ স চ টীকাকৃতামসম্মতো লক্ষ্যতে। তত ইতি পুনরুক্তেঃ সমাধানার্থং তত ইত্যস্যৈব হরেরন্বেষণাদিতি ব্যাখ্যানাৎ, অন্যথা তত ইত্যস্য প্রাগ্ বিশেষণাযোগ্যতা স্যাৎ, হরেস্তত ইত্যন্বয়াস্তসৌষ্ঠবং চ॥৪৩॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৩। অনন্তর সেই সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ নিমিত্ত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্ধকারময় গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বুঝিয়া তাঁহারা প্রতিনিবৃত্তা হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৩। অতঃপর সখীগণ কৃষ্ণবিরহিতা শ্রীরাধাকে প্রাণপ্রদ সহানুভূতি প্রদান করিলে, নিরতিশয় ব্যগ্রতাসহকারে সেই গোপীগণের সহিত একত্রিত হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন। ইহাই—'তত' ইত্যাদি বলিতেছেন। অনন্তর ব্রজদেবীগণ বনের যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না পতিত হইয়াছিল, ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অনেক অন্বেষণে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নাদি দ্বারা স্থির করিলেন, তিনি অন্ধকারময় গহন বনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এইপ্রকার বিতর্ক করিয়া বা গহন বনের নিবিড়তায় চন্দ্রালোকের প্রবেশ না হওয়ায় অন্ধকার দেখিয়া তাঁহারা প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন, আর এখানের বনভূমিতে চন্দ্রের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার পদচিহ্ন লক্ষিত হয় না। অতএব তোমরা

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হায়! কি আশ্চর্য্য! মহারসিকশেখর—মহাপ্রেমিক—দয়ানিধি হইয়াও তাঁহার এতাদৃশ আচরণ? তিনি সম্ভুক্তা নায়িকাকে এইভাবে ত্যাগ করিয়া অপমান করিয়াছেন! ইহাতে সখীগণ অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। ৪২।

সারার্থদর্শিনী

৪৩। ততশ্চ বৈয়গ্র্যেণ সখীদত্তহস্তাবলম্বনয়া তয়া সহৈব তাস্তমন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ,—তত ইতি। চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে লক্ষ্যতে ইতি পূর্ণিমারজন্যামপি নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াবশাদেব তমঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে —"প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতি গোচর" ইতি। বস্তুতস্তু হংহো খেদসিন্ধুনিমগ্নাঃ সখ্যোঃ ঘনঃ শ্যামতমেঽস্মিংস্তমসি ঘনশ্যামবপুষং তমস্তদবলোকনশঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত যত্র যত্র যূয়ং যাস্যথ ততস্ততোঽহমত্রৈব স পলায়িষ্যত ইত্যলমতিসুকুমারশরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদনব্যবসায়েনেতি বিমৃশ্যৈব নিবৃত্তুরিতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এইস্থান হইতে নিবৃত্তা হও। এস্থলে 'স্ত্রিয়' বলিবার উদ্দেশ্য এই—স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ স্নিগ্ধহৃদয় এবং স্নেহপরবশ বলিয়া "শ্রীকৃষ্ণ এই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন" ইহা মনে করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের এই গহন বনে প্রবেশের কারণ আমরা, ইহা মনে ভাবিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং সেই গহন বন হইতে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। অথবা স্ত্রীগণ স্বভাবত অন্ধকারময় বন প্রদেশে প্রবেশে অসমর্থ বলিয়া প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। এই শ্লোকের শেষোক্ত 'ততঃ' পাঠের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ 'হরে' পাঠের অনুমোদন করেন, কিন্তু টীকাকার শ্রীস্বামিপাদ তাহা অনুমোদন করেন না। যদিও এই শ্লোকে দুইবার 'ততঃ' শব্দে অনন্তর অর্থ করিয়া পুনরুক্তি সমাধানার্থ শেষোক্ত 'ততঃ' শব্দে 'হরির অন্বেষণ হইতে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৪৩।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৩। তারপর সখীগণ শ্রীরাধিকার হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত একত্রিত হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যতদূর জ্যোৎস্না লক্ষিত হইল, ততদূর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলেন। এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলে নিবিড় বৃক্ষছায়ার জন্য আর জ্যোৎস্না দৃষ্ট হইল না; কাজেই তাঁহারা অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—এখানকার বনভূমিতে আর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই বনে প্রবেশ করিয়াছেন. কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে চন্দ্রের কিরণও পতিত হয় না. সুতরাং তোমরা এইস্থান হইতে নিবৃত্তা হও" বাস্তবিকপক্ষে তোমরা খেদসিন্ধুতে নিমগ্না হইয়াছ। হে সখীগণ! তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, এই ঘনান্ধকার বনের মধ্যে শ্রীশ্যামসুন্দরকে দেখিতে পাইবে। তিনি তোমাদের অবলোকন আশঙ্কায় এই ঘনান্ধকারে স্বীয় ঘনশ্যামবপু গোপন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আর তোমরা যে যে স্থানে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছ, সেই

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৪

ভাবার্থদীপিকা

৪৪। এবং তমপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহান্ নৈব স্মৃতবত্যঃ। তদাত্মিকাঃ স এবাত্মা যাসাং তাঃ তন্ময্য ইত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৪। ততশ্চ ততো নিবৃত্তাস্তত্র-প্রবিষ্টস্য তস্য 'ব্যথতে ন কিংস্বিৎ কূর্পাদিভিঃ' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯) ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা দুঃখশঙ্কয়া পরমদুঃখমগ্না বভূবুরিত্যাহ—তন্মনস্কা ইতি। তাদৃগবরোধস্থলং প্রবিষ্টে তস্মিন্নেব মনো যাসাং, ততস্তাদৃশে তস্মিন্নেব বিষয়ে আলাপস্তদ্দুঃখস্মরণময়ঃ সংলাপো যাসাং, ততস্তস্মিন্নেব নিমিত্তে বিচেষ্টা বর্ত্মান্তরেণ তন্নিষ্ক্রমণসম্ভাবনয়া পরিতঃ পরিক্রমণরূপা যাসাং, ততস্তস্মিন্নেব আত্মা যত্নো যাসাং, তথা ভাবাঃ সত্যস্তস্য নিলীনতা-কারণাপন্নাস্তাদৃশবশীভাবময়রূপাদিলক্ষণান্ গুণানেব কেবলতয়া স্ফুরিতান্, ন তু স্বপরিত্যাগাদিদোষান্ গায়ন্ত্যঃ গানেন তং শ্রাবয়ন্ত্য আত্মানমপি ন সস্মরুঃ, কিমুতাগারাণীত্যর্থঃ॥

মূলানুবাদ

৪৪। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার মধুর কথা আলাপ এবং লীলার অনুকরণে তদাত্মিক হইয়া তাঁহারই গুণগানে দেহ গেহ সমস্তই বিস্মৃত হইলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৪। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলেও তাঁহারা নিজ নিজ গৃহের কথা মনেও করেন নাই। যেহেতু সর্ব্বতোভাবে তদাত্মিকা—সেই কৃষ্ণই হইয়াছেন আত্মা যাঁহাদের, এই অর্থে তদাত্মিকা অর্থাৎ তন্ময়ী।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৪। অনন্তর ব্রজদেবীগণ সেই বন হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া এবং তাদৃশ গহন বনে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের চরণে "না জানি কত তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুর ও সূক্ষ্ম শিলাদি বিদ্ধ হইতেছে" এই আশঙ্কা করিয়া পরম দুঃখমগ্না হইলেন। ইহাই বলিতেছেন—তাঁহারা তন্মনস্কা, তদালাপা, তদ্বিচেষ্টা ও তদাত্মিকা হইয়া ইত্যাদি। তন্মনস্কা—শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ দুর্গমবনে প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহাতেই

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সেই স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার শরীর, এইরূপে বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়া নিশ্চয় ক্লিষ্ট হইতেছে এবং ইহাতে নিশ্চয় তাঁহার অত্যন্ত শ্রম হইতেছে। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে, এই ভাবিয়া গোপীগণের মনে কষ্ট হইল এবং সেইজন্য অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ৪৩।

সারার্থদর্শিনী

৪৪। তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্ব্ববদুন্মাদস্য মান্দ্যে তদালাপাঃ, "দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থে"তিবত্তমালপন্ত্যঃ। উন্মাদস্য মধ্যত্বে তদ্বিচেষ্টা "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎস্তন"মিতিবৎ তচ্চেষ্টামনুকৃতবত্যঃ। উন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে "তদাত্মিকাঃ কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি"মিতিবদাত্মবিস্মৃতৌ তন্ময়ীভূতাঃ। পূর্ব্বসংস্কারবশাদেব গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতিবৎ তদ্‌গুণানেবেতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মাত্র যাঁহাদের মন নিবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন কিছুই মনে স্থান পায় নাই। তদালাপা—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক আলাপে রত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ-স্মরণময় আলাপে নিরত হইয়াছেন যাঁহারা। তদ্বিচেষ্টা—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই হইয়াছে বিশেষ চেষ্টা যাঁহাদের। অর্থাৎ অন্য কোন উপায়ে যদি শ্রীকৃষ্ণকে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত করিতে পারি, এই নিমিত্ত যাঁহারা সেই বনের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তদাত্মিকা—শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য হইয়াছে আত্মা—যত্ন যাঁহাদের। এইপ্রকারে গোপীগণের হৃদয়ে নিলীয়মান শ্রীভগবানের বশীভাবময় তদীয় কৃপাদি গুণপরম্পরাই কেবল স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল; কিন্তু স্বপরিত্যাগাদি দোষ নহে; সুতরাং তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়াও কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণগুণ-গানই করিয়াছিলেন এবং সেই গান তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেছিলেন। আত্মাগার—(আত্মা ও আগার) গোপীগণ যখন নিজ নিজ আত্মা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন আগার সম্বন্ধে আর কথা কি? ॥ ৪৪॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৪। তন্মনস্কত্বহেতু ব্রজদেবীগণের পূর্ব্বের ন্যায় উন্মাদ দশার আবির্ভাব হইল। পরে উন্মাদভাবের কিঞ্চিৎ মন্দাবস্থায় তাঁহারা সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক আলাপ করিতে করিতে অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় এবার তাঁহারা সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা আলাপে রত হইলেন। উন্মাদদশার মধ্য অবস্থায় তাঁহারা পূর্ব্ববৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনং"—কেহ বা পূতনা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তনদান, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ হইয়া স্তনপান প্রভৃতি লীলানুকরণ করিয়াছিলেন। উন্মাদদশার প্রৌঢ় অবস্থায় তাঁহারা পূর্ব্ববৎ তদাত্মিকা—কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিঃ'—আমি কৃষ্ণ, আমার ললিত গতি অবলোকন কর।" এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণানুকরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই ভাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণ গান করিয়াছেন। ৪৪।

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্বেষণং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ভাবার্থদীপিকা

৪৫। কিন্তু পূর্ব্বং যত্র শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীৎ তদেব কালিন্দ্যাঃ পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তীতি তথা তাঃ। কৃষ্ণস্যাগমনং কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তা মিলিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণমেব জগুরিতি ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪৫। ততস্তত্রাপি স্বৈস্তস্যাবরোধশঙ্কয়া সর্ব্বমপি তদন্বেষণমার্গং পরিত্যজ্য সর্ব্বাসাং সমেতানামস্মাকং নিকটমিদং নির্ব্যবধানতয়া দূরপ্রসরবচ্ছব্দং তদেব লীলাপুলিনং গতানাং দৈন্যোপালম্ভাদিময়মুচ্চৈর্গানমাকলয্য স্বয়মেব করুণয়া শ্রীকৃষ্ণস্ত্বরিতমাগমিষ্যতীতি তং ভাবয়মানাস্তথা চক্রুরিত্যাহ—পুনরিতি. পুনঃ পুলিনাগমনে হেতুঃ—কৃষ্ণভাবনাঃ। তস্মিংস্তময়সন্নিধৌ তদ্গুণগানাদিনা মুহুরাহূতমপি তমলব্ধ্বা বর্ত্মান্তরেণ তত্র গতং মন্বমানাঃ, দূরাচ্ছূন্যত্বে দৃষ্ট্বৈব তদাগমনং কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাদৃশ্যঃ, যতো বিযুজ্যতে, তস্যৈ বোভয়জ্ঞাতত্বাৎ মিথঃ সঙ্গমহেতুত্বং প্রায়ঃ স্যাদিতি। তথা ভ্রমরস্বভাবোঽসৌ পূর্ব্বমপূর্ব্বস্বাদবিশেষ-নৈরন্তর্য্যায় সর্ব্বাং পরিত্যজ্য কিঞ্চিৎ কালমেকস্যামনুগতঃ পুনর্যুগপন্নানাস্বাদায় সর্ব্বা এবানুগমিষ্যংস্তস্মিন্ পুলিন এব নূনমাগন্তেতি চাভিপ্রেত্যেতি ভাবঃ। অতএব জগুরুচ্চস্বরেণ বিলেপুঃ। তত্রাপি উচ্চত্বায় সমবেতাঃ. 'ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ' ইতি ন্যায়াদ্ বিরহদুঃখসান্ত্বনায় বা ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশম-টিপ্পন্যাং ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

৪৫। এইরূপে সমবেত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিভোর হইয়া পুনরায় যমুনাপুলিনে আগমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আগমনের আশায় তাঁহারই গুণগান করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪৫। কিন্তু পূর্ব্বে যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন, সেই যমুনার পুলিনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আগমনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারই গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সারার্থদর্শিনী

৪৫। হন্ত হন্ত যত্র তদন্বেষণার্থং যামস্ততস্ততঃ স পলায়িষ্যতে, তস্মাদ্বনপর্য্যটনকষ্টং কিং তস্যোৎপাদয়িষ্যামস্তদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" ইতি শ্রুতিং প্রমাণীকুর্ব্বত্য ইব তদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুস্তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং প্রকাশয়ন্ত্য ইব পূর্ব্বং যত্র তেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব স্থানমাজগ্মুস্তমেব জগুরিত্যাহ,—পুনরিতি ॥৪৫॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। ত্রিংশোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪৫। অনন্তর তাঁহারা মনে করিলেন, যদি আমরা এইরূপে বনের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করি, তবে ইহার দ্বারা পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের অবরোধশঙ্কা হইতে পারে। অতএব আমাদের শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণমার্গ পরিত্যাগ করিয়া যমুনাপুলিনে গমন করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ সেই স্থান ব্যবধানশূন্য বলিয়া আমাদের গীতধ্বনি বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসৃত হইতে পারিবে এবং আমাদের দৈন্য-উপালম্ভাদিময় উচ্চগান শ্রবণ করিয়া করুণাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সত্বর আমাদের নিকট আগমন করিবেন। এই প্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা যমুনার লীলা-পুলিনে আগমন পূর্ব্বক তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলেন। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। পুনরায় তাঁহাদের যমুনাপুলিনে আগমনের হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণভাবনা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪৫। হায়! হায়! আমরা যে যে স্থানে তাঁহার অন্বেষণের জন্য যাইব, সেইখান হইতে তিনিও পলায়ন করিবেন। অতএব আমরা কেন তাঁহার বন-পর্য্যটন কষ্ট উৎপাদন করিতেছি? তাঁহার ইচ্ছা বিনা অন্বেষণ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" 'তিনি যাহাকে করুণা করিয়া দর্শন দান করেন, সেই-ই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে' এই শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিবার জন্যই তাঁহার দর্শনে তাঁহার করুণাই হেতু এবং সেই করুণা তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে লাভ হয়, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াই ব্রজসুন্দরীগণ পূর্ব্বে যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই যমুনাপুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৪৫।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর-কৃত মূলানুবাদ ও ভাবার্থদীপিকা, শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ও সারার্থদর্শিনী টীকাত্রয়ের ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

৩য় (৩১শ) অধ্যায়

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১

ভাবার্থদীপিকা

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ। কৃষ্ণমেবানুগায়ন্ত্যঃ প্রার্থয়ন্ত্যোতদাগমম্ ॥

১। জয়তীতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজোঽধিকং যথা ভবতি তথা জয়তি উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যস্মাৎ ত্বমত্র জাতস্তস্মাদিন্দিরা লক্ষ্মীরত্র হি শ্রয়তে ব্রজমলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে। এবং ব্রজে সর্ব্বেষ্বিন্ মোদমানে অত্র তু তাবকাস্ত্বদীয়া গোপীজনাস্ত্বয়ি ত্বদর্থমেবকথঞ্চিদ্ধৃতা অসবো যৈস্তে ত্বাং বিচিন্বতে অতস্ত্বয়া দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি। যদ্বা অস্মাভির্ভবান্ দৃশ্যতাম্। যদ্বা এবং ত্বয়া দৃশ্যতামেতে বিচিন্বত ইতি।

মূলানুবাদ

১। শ্রীগোপীগণ বলিলেন—'হে প্রিয়! তোমার জন্মদ্বারা এই ব্রজভূমি অধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে অবিচলিতভাবে লক্ষ্মী নিরন্তর বাস করিতেছেন। (ইহাতে ব্রজের সকলেই সুখী) কিন্তু নাথ! আমরা তোমার দাসী—তোমারই নিমিত্ত আমরা এখনও প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। এখন তোমার বিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া দিকে দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছি. আমাদিগকে দেখা দাও।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

একত্রিংশ অধ্যায়ে নিরাশচিত্তে বিরহিনী শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে পুনরায় যমুনাপুলিনে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রার্থনা (গান) করিতে লাগিলেন।

১। হে দয়িত! তোমার জন্মহেতু এই ব্রজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে জয়যুক্ত (উৎকর্ষপ্রাপ্ত) হইতেছে। যেহেতু তুমি এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইন্দিরাও নিরন্তর এই ব্রজকে অলঙ্কৃত করিয়া বিদ্যমান। এইরূপে সমস্ত ব্রজবাসী সর্ব্বপ্রকারে মহানন্দে নিমগ্ন, কিন্তু তোমার গোপীজন তোমারই জন্য কোনরূপে প্রাণধারণ করিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে; অতএব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কৃষ্ণৈকগম্যো বাগর্থো যাসাং লেখিতুমিষ্যতে। তা এব করুণাময্যঃ স্বীকুর্ব্বন্তু মদাগ্রহম্॥
পীতশ্রীগোপিকা গীতসুধাসাররসশ্রিয়াম্। শ্রীধরস্বামিনাং কিঞ্চিদবশিষ্টং বিচীয়তে॥

১। অধিকং সর্ব্বতঃ, ব্রজে ন তত্র তত্র হ্যালক্ষ্যন্তে। হি যতঃ, অত্র ব্রজে, শশ্বৎ নিরন্তরম্; যদ্বা, অধিকমিত্যস্যাত্রাপ্যন্বয়ঃ, প্রতিমুহূরাধিক্যেনেত্যর্থঃ। ইন্দিরেতি—সম্পত্তদধিষ্ঠাত্র্যোরভেদেন নির্দ্দেশঃ তদধিষ্ঠানে-নৈব তদ্বৃদ্ধেঃ। এবং তৎপ্রভাবেণাত্রত্যানাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বমঙ্গলং জাতং, কেবলং দৈবহতানামস্মাকমেব সদা দুঃখং, তত্রাপ্যধিকমিদম্। সর্ব্বজ্ঞেন পরমদয়ালুনাস্মৎপ্রাণবল্লভেনাপি ত্বয়া ন জ্ঞায়ত ইতি। তদধুনাস্তাবদস্ত, তন্মাত্রমপি জ্ঞায়তামিতি ব্যঞ্জয়িতুং প্রার্থয়ন্তে—দয়িতেতি। দৃশ্যতাং জ্ঞায়তাং দুঃখদর্শনে সতি পরদুঃখকাতরোহ-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

তুমি আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হও। অথবা আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া একবার দর্শন দাও, অথবা এইরূপ যাহারা তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদিগকে দর্শন দাও। ১।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই যাঁহাদের বাক্যার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না, আমি তাঁহাদের বাক্যার্থ লিখিবার অভিলাষ করিতেছি, ইহাতে সেই করুণাময়ী ব্রজদেবীগণ আমার আগ্রহ স্বীকার করুন।

এই শ্রীগোপিকা-গীতসুধাসার-রসসম্পত্তি, আমি শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদের পীতাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতেছি।

১। শ্রীব্রজগোপীগণ বলিলেন—হে প্রিয়! তোমার জন্ম হেতু এই ব্রজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জয়যুক্ত হইতেছে। অধিক—সর্বত, অর্থাৎ ব্রজের যে উৎকর্ষ, তাহা বৈকুণ্ঠাদি লোক হইতেও সর্ব্বতোভাবে অধিক। হি—যতঃ, ইন্দিরা নিরন্তর ব্রজে বাস করিতেছেন। 'ইন্দিরা' ইতি—এই ইন্দিরা শব্দে সম্পদ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর অভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু এই ইন্দিরা দেবীর অধিষ্ঠানেই সম্পদের বৃদ্ধি। এইরূপে তোমার জন্মাবধি এই ব্রজ সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদশালিনী হইয়াছে এবং সর্ব্ব-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রীদেবীও ব্রজে নিরন্তর বাস করিতেছেন। 'ব্রজ' শব্দের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রজবাসীমাত্রই লক্ষিত হইতেছেন। এইরূপে তোমার প্রভাবে এই সকল ব্রজবাসীর সর্ব্ববিধ মঙ্গল সঞ্জাত হইয়াছে; কিন্তু হায়! আমরাই কেবল দৈবাহত!—আমরা সর্ব্বদা দুঃখে নিপীড়িত। তাহাতে আবার অধিক দুঃখ এই যে, তুমি সর্বজ্ঞ, পরম দয়ালু এবং আমাদের প্রাণবল্লভ হইয়াও আমাদের এই দুঃখ জ্ঞাত হইতেছ না! সম্প্রতি অন্য বিষয়ের কথা দূরে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বশ্যং সাক্ষাদ্ভবেদিতি তু নিগূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। কিং তদ্দুঃখম্? তদাহুঃ—দিক্ষ্বিতি। অনেন বহুলপরিশ্রমাদিকং পরিভ্রমণঞ্চ সূচিতম্। তাবকাস্ত্বয়া স্বীকৃতাস্ত্বদীয়তাভিমানবত্যো বা অতএব বিচিন্বতে, অন্বেষণেন বহুদুঃখমনুভবন্তীত্যর্থঃ। অতস্তাবকত্বেনৈবৈতদ্দুঃখম্ অন্যথা তদনুৎপত্তিরিতি ভাবঃ। তত্র দয়িতেত্যনুকম্পাং জনয়ন্তি—দয়তেঽনুকম্পত ইতি নিরুক্ত্যা দৈন্যাৎ। দয়তে চিত্তমাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীরস্বামি-নিরুক্ত্যনুসারেণ তু কিঞ্চিদুপালম্ভতোঽপি তামেব। 'নন্থ কৈতব-রহিত্ম পেম্ম ণহি চিট্ঠই মাণবে লোএ। জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জিঅই॥' 'কৈতব রহিতং প্রেম ন তিষ্ঠতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি॥' ইতি ন্যায়েন দয়িতস্য বিরহে দয়িতা ন জীবেয়ুর্নাম। সত্যং, ত্বত্ত এব ন ম্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ - ত্বয়ি নিমিত্তে ধৃতাসবঃ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়া জীবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা ত্বয়ি বিষয়ে অসবঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

থাকুক, এইমাত্র দুঃখ অবগত হও—ইহাই ব্যক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন—'দয়িতেতি'। হে দয়িত! হে প্রিয়! তুমি একবার দেখ। এই বাক্যের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই—তুমি পরদুঃখকাতর, সুতরাং আমাদের এই দুঃখ দেখিলে বা জ্ঞাত হইলে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। আচ্ছা, সেই দুঃখ কি? তাহাতেই বলিলেন—দিক্ষু ইত্যাদি। তোমার নিমিত্ত কিংবা তোমার প্রাপ্তি আশায় যাহারা প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে, সেই তোমার গোপীজন চতুর্দ্দিকে তোমার অন্বেষণ করিতেছে। এতদ্বারা অন্বেষণজনিত বহুদুঃখ ও পরিশ্রম সূচিত হইয়াছে। 'তাবকাস্ত্বয়ি'—তোমারই গোপীজন, তুমি যাহাদিগকে আমার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ। কিংবা 'তোমার আমরা' এতাদৃশী অভিমানবতী গোপীজন, সুতরাং তোমার বলিয়াই তাহাদিগের এতাদৃশ দুঃখ, তাহা না হইলে এরূপ দুঃখ উৎপন্ন হইত না। হে দয়িত! অর্থাৎ হে প্রিয়! এই সম্বোধন দ্বারা দৈন্যবশতঃ অনুকম্পা জন্মাইতেছেন। কেননা, 'যিনি দয়া করেন, তিনিই দয়িত' এই নিরুক্তি অনুসারে অনুকম্পাই বুঝা যায়। কিন্তু সম্প্রতি বুঝিতেছি, 'দয়তে চিত্তমাদত্তে ইতি দয়িতঃ' অর্থাৎ যিনি চিত্ত গ্রহণ করেন, তিনি দয়িত।' ক্ষীর স্বামিকৃত এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কিঞ্চিৎ উপালম্ভ থাকিলেও সেই অনুকম্পাই বুঝা যায়। যদি বল, "অকৈতব (কপটরহিত) প্রেম, মনুষ্যলোকে হয় না, যদি হয়, তাহা হইলে কাহারই বা বিরহ হইত, আবার বিরহ হইলেই বা কে বাঁচিত?" এই ন্যায়ানুসারে দয়িতের বিরহে দয়িতাসকল জীবিতা থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু তোমার জন্যই তাহারা মরিতে পারিতেছে না। ইহাই বলিতেছেন—তোমার নিমিত্ত ধৃতপ্রাণা হইয়া অর্থাৎ তোমার প্রাপ্তি আশাতেই তাহাদের দেহে এখনও প্রাণ আছে। কিংবা যাহারা তোমা বিষয়ে ধৃতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহকে তোমাতে সমর্পণ করিয়াছে, সেই তোমার গোপীজন। অতএব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রাণা ইন্দ্রিয়াণীতি যাবৎ। ত্বয়্যস্তত্বেন পশ্যন্তীত্যর্থঃ। এষু শ্লোকেষু পদবর্ণাদিসাম্যাপেক্ষয়া প্রায়ঃ প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈক্যম্। তথা দলদ্বয়ে কুত্রচিদন্যত্রাপি ক্বচিৎ প্রথমাক্ষর-সপ্তমাক্ষরয়োশ্চেতি কুত্রাপি কথঞ্চিদ্বিচার্য্যম্ তচ্চ মুক্তাফল-টীকায়াং বিবৃতমস্তি। অত্র দৃশ্যতামিত্যত্র তেষাং প্রথমার্থঃ। পচেবিক্লিত্তি-বিক্লেদনাবদ্দৃশেরপি প্রকাশ-প্রকাশনার্থত্বাৎ সমর্থনীয়ঃ ॥১

সারার্থদর্শিনী

একত্রিংশে প্রেমমধু-স্বরতালাদিসৌরভা। গোপীগীতাখ্যজশ্রেণী কৃষ্ণাল্যাকর্ষিণী বভৌ ॥

সনাতনেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যো নমো নমঃ। যদুচ্ছিষ্টৈকজীবাতুশ্চেষ্টে সম্প্রতি শং প্রতি।

১। পূর্বং জগুরিত্যুক্তং তদেবকিমিত্যত আহ,—গোপ্য উচুরিতি। হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সম্বন্ধি-বিশেষাযুক্ত্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকেঽপীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্তার্থমাহ,—অধিকং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তোমাতে ন্যস্ত আছে বলিয়াই সেই প্রাণাদি নষ্ট হইতেছে না। অতএব হে প্রিয়! একবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হও।

এই শ্লোকটি ইন্দিরা ছন্দ এবং ছন্দের লঘু-গুরু মাত্রাবৃত্তি যথাযথ সংন্যস্ত হইয়াও পদ ও বর্ণের সাম্যাপেক্ষায় প্রতিপাদে দ্বিতীয় অক্ষরের ঐক্য রহিয়াছে। আবার প্রত্যেক পাদের প্রথম দলের প্রথম অক্ষরের সহিত, সেই চরণের দ্বিতীয় দলের প্রথম অক্ষরের সহিত ঐক্য আছে। আবার এই অধ্যায়ের কোন কোন শ্লোকে অন্যপ্রকারেও বর্ণসাম্য আছে। কোন শ্লোকে দলদ্বয়ের প্রথম অক্ষর ও সপ্তম অক্ষরের সাম্য আছে। ইহার বিশেষ তথ্য 'মুক্তাফল' টীকায় বিবৃত হইয়াছে। ১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভ্রমরের আকর্ষণী গোপিকাগীতি-পদ্মশ্রেণীর প্রেমমধু-স্বরতালাদি-সৌরভ বর্ণিত আছে।

যাঁহাদের উচ্ছিষ্টই আমার জীবাতু, সেই শ্রীসনাতন, শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীগুরুবর্গের শ্রীচরণে বারবার নমস্কার করিয়া সম্প্রতি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে—গোপীগণ নিরাশ হইয়া পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন। সেই প্রার্থনাগীতিতে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় নিশ্চয় বিগলিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাই প্রার্থনাগীতি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

১। হে দয়িত! তোমার জন্ম-হেতু ব্রজ জয়যুক্ত হইতেছে। (এখানে বিশেষ-সম্বন্ধ অযুক্ত

সারার্থদর্শিনী

যথা স্যাত্তথেতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব। ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গান্তরমপ্যাহুঃ,—ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেবতে "শ্রিঞ্ সেবায়াং" বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যত ইত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ ইতি ভাবঃ। এবং তদ্ধেতুকমহাসুখপরিপূর্ণে ব্রজে ত্বৎপ্রেয়স্যো বয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্টশ্রুতচরপরমাসহদুঃখং যদনুভবামস্তস্মাৎ ত্রাণং ত্বাং ন প্রার্থয়ামহে কিন্ত্বেকবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ,—অত্র বৃন্দাবনে। হি নিশ্চিতমেব। দৃশ্যতাং কিং দ্রষ্টব্যং ভাবকা জনাস্ত্বাং বিচিন্বতে ইতি কথমেতাবৎ সন্তাপবত্যোঽপ্যেতান্ বিপদ্যন্ত ইতি মা সংশয়িষ্ঠা ইত্যাহুঃ,—ত্বয়ি ধৃতা অর্পিতাঃ অসবো চৈস্তয়ৈবোন্মাদিতৈস্তে যদস্মাকমসব অস্মাস্বেবাস্তাস্তদংস্তদা তেষু বিরহানলদগ্ধেষু সৎসু বরমেতাবৎ ক্ষণে মৃত্বা সুখিন্য এবাভবিষ্যামেতি। ত্বয়ি তু স্বনাথে মহাসুখিনি তে সুখমেব বর্ত্তন্তে ইতি কথমসূনাং সুখে সতি দেহা বিপদ্যন্তামিত্যতস্তবাস্মদ্দুঃখ-দর্শনাত্মকং সুখং শাশ্বতিকমেবেতি ভাবঃ। অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্তৈকং তথা প্রথমাক্ষরসপ্ত-মাক্ষরয়োশ্চ। এবমন্যেষপি শ্লোকেষু প্রায়ঃ ক্বচিৎক্বচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফলটীকাকারৈর্বিবৃতম্॥ ১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

বলিয়া) যাবতীয় লোক অপেক্ষা উৎকর্ষের সহিত এই ব্রজ বিরাজমান রহিয়াছে। অতএব এই ব্রজ এখন বৈকুণ্ঠ হইতেও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাই 'অধিক' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে. বৈকুণ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু এই ব্রজ সর্বোৎকৃষ্টতম। যেহেতু ইন্দিরা (স্বয়ং মহালক্ষ্মী) এই ব্রজভূমির সেবা করিতেছেন। শ্রয়তে— সেবতে (শ্রিঞ্ সেবায়াম্) অতএব বৈকুণ্ঠাপেক্ষাও এই ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ, ইহাই ভাবার্থ। অতএব সর্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইন্দিরার অধিষ্ঠানের নিমিত্ত মহাসুখ পরিপূর্ণ ব্রজে কেবল তোমার প্রেয়সী আমরাই সর্ব্বলোকের অদৃষ্ট ও অশ্রুতচর পরম অসহ্য দুঃখ অনুভব করিতেছি। এক্ষণে আমরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার কিন্তু তুমি আমাদিগকে দেখিয়া নয়নের সাফল্য সম্পাদন কর—দেখ, এই বৃন্দাবনে গোপীগণ তোমার বিরহদুঃখে নিপীড়িত হইয়া তোমারই অন্বেষণ করিতেছে; ইহা অপেক্ষা প্রিয় দ্রষ্টব্য তোমার পক্ষে আর কি হইতে পারে? আমরা তোমার (ভাবকাঃ) বলিয়াই এত দুঃখভোগ করিতেছি। এই প্রকারে সন্তাপবতীগণকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়াছ; "কিসে দুঃখ দিয়াছি?" সন্দেহ করিও না। যেহেতু তোমাতেই আমাদের প্রাণসকল অর্পিত এবং তোমাদ্বারা উন্মাদিত হইয়াছে। সেই প্রাণসকল যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে আমাদিগের দেহের মধ্যেই থাকিত এবং তাহারা বিরহানলে দগ্ধ হইলে এতক্ষণ আমরা মরিয়া সুখী হইতে পারিতাম; কিন্তু নিজনাথ মহাসুখী তোমাতে থাকিয়া তাহারা সুখেই আছে; সুতরাং প্রাণগুলি যদি সুখে রহিল, তাহা হইলে দেহগুলি বিপন্ন হইবে কেন? অতএব তোমার পক্ষে আমাদের দুঃখ দর্শনাত্মক

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

ভাবার্থদীপিকা

২। অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহূনাং বক্তৃত্বাদপরা আহুরিতি সর্ব্বশ্লোকেষ্ববতারণা। অথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে। তত্র বিচিন্বন্ত মম কিমিতি চেৎ তত্রাহুঃ শরদিতি। শরদুদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাতং সম্যক্-জাতং যৎ সৎ সরসিজং বিকসিতং পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথা তয়া দৃশা নেত্রেণ হে সুরতনাথ সম্ভোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অশুল্কদাসিকা অমূলদাসার্নো নিঘ্নতো মারয়তস্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণ ইহলোকে অয়ং বধো ন ভবতি কিং। শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ কিং দৃশা বধো ন ভবতি কিন্তু ভবত্যেব। অতস্তব দৃশা অপহৃতপ্রাণ প্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ভাবঃ। ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র বাক্যশেষঃ।

মূলানুবাদ

২। হে সম্ভোগপতে! হে অভীষ্টপ্রদ! আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী; তুমি শরৎকালীন স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবরে সুজাত সুবিকশিত পদ্মগর্ভের কান্তিহরণকারী সুন্দর নয়নদ্বারা আমাদিগকে বধ করিয়াছ। নয়নদ্বারা এই বধ কি বধ নয়?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২। এই শ্লোকের বক্তৃ অপর অপর স্বতন্ত্রা গোপীগণ হইলেও সর্ব্বশ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। (অর্থাৎ গোপীগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যূথে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ ভাবানুসারে গান করিতে লাগিলেন। এইস্থানে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক শ্লোকই অপরাপর গোপীগণের উক্তি, এইরূপে শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বাপর শ্লোকের সঙ্গতি অনুসন্ধান আবশ্যক নাই) তথাপি সঙ্গতি উক্ত হইল। যদি বল, অন্বেষণ করিতেছ কর, তাহাতে আমার কি? তাহাতে বলিলেন—শরৎ ইত্যাদি। শরৎকালীন সরোবরে সাধুজাত (সম্যক্‌জাত) এবং সুবিকশিত পদ্মের গর্ভের শোভাকে হরণ করিয়াছে যে চক্ষু, সেই চক্ষুদ্বারা। হে সুরত-নাথ! (সম্ভোগপতে), হে বরদ! (অভীষ্টপ্রদ) তোমার বিনামূল্যের দাসী আমাদিগকে যে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ বলিয়া গণ্য হয় না? অর্থাৎ শস্ত্রদ্বারাই বধ কি বধ বলিয়া

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সুখ সর্ব্বদাই আছে। এই শ্লোকে প্রতিপাদে দ্বিতীয় অক্ষরের ঐক্য রহিয়াছে। তথা প্রথমাক্ষর ও সপ্তমাক্ষরের সাম্য। এইরূপ অন্যান্য শ্লোকেও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। মুক্তাফল-টীকাকার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ১।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২। শরদুদাশয়ে ইতি জন্মকালস্থানয়োঃ সাদ্গুণ্যং দর্শিতম্। সাধুজাতেতি—জন্মনঃ, সদিতি—জাতের্ব্যক্তেশ্চ, উদরেতি—তত্রাপি তদন্তঃকোষস্য ইতি কমলস্য শোভাপরমকাষ্ঠা দর্শিতা, তাদৃশতৎশ্রীমুষা স্বশ্রিয়া, তামপি ন্যক্কুর্বতোত্যর্থঃ, তচ্ছ্রিয়ং হরত্যেবেত্যর্থঃ। যত্র যত্র সা স্ফূরতি, তত্র তত্র তৎশ্রীর্ন দৃশ্যত ইতি নবনবশ্রীমুজানয়া নূনং চোর্য্যত এব সেতি ভাবঃ, দৃশেত্যেকবচনমেকয়ৈব ভাবসূচনাৎ। একয়াপি, কিমুত দ্বাভ্যামিতি শ্লেষাৎ দৃশেতি সুরতনাথেত্যত্রাপ্যন্বয়ঃ। হে দৃশৈব সুরতযাচকেতি ত্বয়ৈবাস্মাসু তদিচ্ছাকারিতা, তত্র চ বরদেতি বরদানেন দৃঢ়ীকৃতা চেতি তত্রাস্মাকং ন দোষঃ, অশুল্কদাসিকা ইতি প্রত্যুত গুণা এব; ভবতস্তু সোঽপি

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

গণ্য হয়, চক্ষুদ্বারা বধ কি বধ নয়? অবশ্যই বধ হইয়া থাকে। অতএব তোমার চক্ষু যখন আমাদের প্রাণ অপহরণ করিয়াছে, তখন তুমি সেই অপহৃত প্রাণ প্রত্যর্পণ করিবার জন্য একবার দেখা দাও। যথাসম্ভব 'একবার দেখা দাও' বলিয়া সর্ব্বত্র বাক্যশেষ করিতে হইবে।২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২। তোমার যে নয়ন শরৎকালীন স্বচ্ছ সরোবরে সুজাত কমলের আভ্যন্তরীণ শোভাকে হরণ করিয়াছে। শরৎকালীন ও সরোবর' এই পদের দ্বারা জন্মকাল ও স্থানের সাদ্‌গুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সাধুজাত' পদের দ্বারা জন্মের, 'সৎ' ইহার দ্বারা জাতি ও উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য, 'উদর' এই পদ দ্বারা আভ্যন্তরীণ শোভাসম্পদ। এইরূপে কমলের সর্ব্বাংশে শোভা-সম্পদের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তোমার যে নয়ন, এতাদৃশ সহস্রদল কমলের শোভাকেও হরণ করে, নিজ শোভায় কমলের শোভাকেও হরণ করে, নিজ শোভায় কমলের শোভাকেও ন্যক্কার করে, সেই নয়ন-শোভা যে যে স্থানে স্ফুরিত হয়, সেই সেই স্থানেই তাহার শ্রী আর পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ নিত্য নব নব ভাবসম্পন্ন তোমার ঐ নয়ন কমলের সেই সেই শোভাকে নিশ্চয় হরণ করিয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। মূলে 'দৃশা' পদ আছে, দৃশ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'দৃশা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'দৃশা' শব্দের অর্থ এক চক্ষু দ্বারা। এই এক চক্ষু দ্বারাই ভাব সূচনার্থ, শ্লেষার্থে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, এক চক্ষু দ্বারাই ভাব প্রকাশ করিয়া যখন তুমি আমাদিগকে বধ করিতেছ, তখন আর দুই চক্ষুর প্রয়োজন কি? এস্থলে 'দৃশা' এই পদটির সহিত 'সুরতনাথ' পদের অন্বয় করিতে হইবে। তাহা হইলে 'হে দৃশৈব সুরতনাথ' অর্থাৎ হে নয়ন দ্বারা সুরতযাচক! (নাথ্ ধাতুর অর্থ প্রার্থনা) তুমি নয়ন দ্বারাই আমাদের নিকট সুরত প্রার্থনা করিয়া থাক; সুতরাং আমাদের সুরতেচ্ছাও তুমি জন্মাইয়াছ। তাৎপর্য্য এই—তুমি যদি নিজের সুরতেচ্ছা নয়নভঙ্গিতে না জানাইতে, তাহা হইলে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দোষঃ, সম্প্রতি তু মহানেবেত্যাহুঃ—নিম্নত ইতি। শ্লেষেণাপি তস্মিন্নেব দোষার্পণায় চৌর্য্যক্রিয়াভিনিবেশো দর্শিতঃ, স হি চৌরেষু ত্রিধা সম্ভবতি—সাধূনামপি সম্পত্ত্যাদানাদত্যুৎকটদোষস্যাগণনেন, অতিনিগূঢ়-পরবস্তু-জ্ঞানেনাতিদুর্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘনেন চ। তত্র প্রথমং সৎসরসিজেতি পর্য্যন্তেনোক্তম্; শরদুদাশয় ইতি—স্বচ্ছতাদি গুণযুক্তস্য জনয়িতুঃ, সাধুজাতেতি—জন্মনঃ, সদিতি—সদ্রূপগুণস্য চ প্রশংসনাৎ। দ্বিতীয়ম্—মহাজলান্তঃসরসিজোদরে বিলীয় স্থিতত্বেন। তৃতীয়ঞ্চ—বর্ষানন্তরকালীনত্বাৎ অতিপূর্ণস্যোদাশয়স্য দুরবগাহমধ্যদেশত্বেন সহস্রপত্রাখ্য-সৎসরসিজোদরস্য দৃগভির্দুর্ভেদত্বেন চেতি; কিঞ্চ, ত্বদ্দৃগাদিব তথা নিগূঢ়াপি শ্রীনায়িকা মুষ্টা; ততঃ সরলাণাং ব্রজ বৃন্দাবনযোর্নির্ভয়ং ভ্রমন্তীনামস্মাকং বা কা বার্ত্তা? ভবত্যস্মাকমপি তদ্বারা মোষণং, কিন্তু সা কৃত-তাদৃশ-কৌটিল্যাপি স্বচক্ষুষোরন্তরে রক্ষিতা বয়ন্তু তাদৃশসরলা অপি বলান্মোষণে প্রত্যুতাশুল্কদাসিকা; তত্রের্ষ্যাং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আর আমাদের হৃদয়ে বিহারবাসনার উদ্গম হইত না তাহাতে আবার তুমি 'বরদ' অর্থাৎ বর দান করিয়া উক্ত বাসনা দৃঢ় করিয়াছ। অতএব আমাদের উহাতে কোন দোষ নাই; প্রত্যুত আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী—এই হেতু গুণেরই প্রকাশ হইতেছে। তোমার কিন্তু সেই নয়নের সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহও দোষের হইয়াছে। এই নিমিত্ত বলিতেছেন—'নিম্নত'। অর্থাৎ নয়নভঙ্গিতেই আমাদিকে বধ করিয়াছ। শ্লেষ দ্বারাও তাঁহারই প্রতি দোষার্পণ করিবার জন্য চৌর্য্যাভিনিবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই চৌর্য্যাভিনিবেশ চৌরগণের মধ্যে তিনপ্রকার সম্ভব হইতে পারে। প্রথম, সাধুগণের সম্পত্তি হরণ করিয়াও অতি উৎকট দোষ বলিয়া গণনা না করা। দ্বিতীয়—অতিশয় নিগূঢ় পরবস্তুর জ্ঞান। তৃতীয়—অতি দুর্লঙ্ঘ্যের লঙ্ঘন। তাহার মধ্যে প্রথম প্রকার অভিনিবেশ—'সৎসরসি' ইত্যাদি বাক্যে নিরূপিত হইয়াছে। অর্থাৎ শরৎকালীন সরোবরে সাধুজাত বলিয়া কমলের জনয়িতা স্বচ্ছতাদি গুণযুক্ত সরোবরের, 'সাধুজাত' এই বাক্যে পদ্মের জন্মের, 'সৎ' ইহার দ্বারা কমলের রূপ ও গুণের প্রসংশার দ্বারা তাহার সাধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তোমার নয়ন এরূপ সাধুর ধনও অপহরণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকার অভিনিবেশ—'সরসিজোদর' পদের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে, অর্থাৎ গভীর জলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী কমলের আভ্যন্তরীণ শোভাও তোমার নয়ন অপহরণ করিয়াছে। তৃতীয় প্রকার অভিনিবেশও তোমাতে রহিয়াছে। কারণ তোমার নয়ন বর্ষার পর শরৎকালের পরিপূর্ণ জলাশয়ের অতিমাত্র দুরবগাহ জলের মধ্যে কমল সহস্রদলে আবৃত গর্ভমধ্যে তাহার শোভা-সম্পদ লুকাইয়া রাখিলেও তোমার নয়ন তাহা অপহরণ করিয়াছে, সুতরাং ইহাতে তোমার দুর্লঙ্ঘ্য-লঙ্ঘনেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আরও দেখ, তোমার ভয়েই যেন কমল অগাধজলে তাদৃশভাবে লুক্কাইত থাকিলেও যখন সেই শোভারূপা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ত্যক্তা নিরুপাধিতয়া সেবমানা অপি তদ্দ্বারা পুনর্নিহন্তুমারব্ধা ইতি পরমান্যায্যমিত্যাহুঃ—নিঘ্নত ইতি। নেহ কিং বধ ইতি চোর্য্যাল্লোকেন ন জ্ঞায়তাং নাম, হত্যাপি কিং ন স্যাদিত্যর্থঃ। সম্বোধনদ্বয়েন চেদং জ্ঞাপ্যতে অহো জ্ঞাতং তত্তৎ সর্ব্বং, ত্বয়ৈতদর্থমেব মৃষা প্রপঞ্চিতমিতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাদৃশদৃশৈব শুল্কদাসিকাঃ, তদ্রূপেণৈব শুল্কেন দাসিকা ইত্যর্থঃ। তাদৃশীরপি নিঘ্নতঃ ত্যাগেন মারয়তঃ। হে সুষ্ঠুরতানাং জনানামুপতাপক! নাথতেরুপতাপার্থত্বাৎ। তথা হে নিজবরচ্ছেদক, অতো নিজদোষপরিহারার্থমপ্যাগম্যতামিতি ভাবঃ॥ ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নায়িকাকে তুমি অপহরণ করিয়াছ, তখন আমাদের বিষয়ে আর কথা কি? কারণ আমরা সরলা, ব্রজে ও বৃন্দাবনে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকি। আমাদিগকে চক্ষুভঙ্গি দ্বারাই অপহরণ করিয়াও ক্ষান্ত হও নাই; কিন্তু তাদৃশী কুটিলা সেই শোভারূপা নায়িকাকে নয়ন-যুগলের অভ্যন্তরে রাখিয়াছ। আর তাদৃশী সরলা হইলেও ব্রজবালা বলিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ, প্রত্যুত তাহাতেও আমরা তোমার বিনামূল্যে দাসী হইয়া ঈর্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে তোমার সেবায় রত হইয়াছি; কিন্তু তুমি সেই চক্ষুদ্বারাই পুনর্ব্বার বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ; ইহা কিন্তু তোমার পরম অন্যায় কার্য্য। ইহাই বলিতেছেন—'নিঘ্নত' ইতি। চক্ষু দ্বারা বধ কি বধ বলিয়া গণ্য হয় না? তাহাতে আবার তুমি চোরের ন্যায় গোপনে বধ করিতেছ, লোকে না হয় নাই জানিল, কিন্তু তাই বলিয়া উহা বধ বলিয়া গণ্য হইবে না কি? 'সুরতনাথ ও বরদ' এই দুই সম্বোধন পদে ইহাই জ্ঞাপন করিলেন যে, অহো! আমরা তোমার সেই নয়নভঙ্গি প্রভৃতি সমস্তই জানিয়াছি, তুমি যে নয়নভঙ্গিতে সুরত প্রার্থনা করিয়াছিলে, বা বরদান করিয়াছিলে, সে সমস্তই অলীক। কেবল আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কৌশলমাত্র বিস্তার করিয়াছ। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা মূলে যে, 'তেঽশুল্কদাসিকাঃ' পদ আছে, ইহার 'অ' বিশ্লেষ করিয়া 'তে দৃশৈব শুল্কদাসিকাঃ' এইরূপ অন্বয় করিলে অর্থ হইবে—আমরা তোমার তাদৃশ নয়নভঙ্গিতেই ক্রীতদাসী হইয়াছি। অর্থাৎ নয়নভঙ্গিরূপ মূল্যে তোমার নিকট আমরা বিক্রীতা হইয়া দাসী হইয়াছি; কিন্তু তাহা হইলেও তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা করিতেছ, তাহা বধ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে; সুতরাং তাহা কি বধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অতএব হে 'সুষ্ঠুরতানাং জনানামুপতাপক!' (নাথ ধাতুর অর্থ সন্তাপদান) অতএব হে একান্ত অনুরক্তজনের সন্তাপক! অপিচ 'বরদ' হে নিজবরচ্ছেদক! (দা ধাতু খণ্ডনার্থ) অতএব নিজদোষ পরিহার জন্যও আমাদের দৃষ্টিগোচর হও, ইহাই ভাবার্থ। ২।

সারার্থদর্শিনী

২। ননু, কিমহং যুষ্মভ্যং দুঃখং দিৎসামি যদেবং সূচয়থেতি। তত্র ত্বমস্মান্ খলু হংস্যেবেত্যাহুঃ,—শরদিতি। দৃশৈব সুরতং নাথসি যাচসে অথচ দৃশৈব বরদ অভীষ্টসুখং দদাসি, অথচ তয়ৈব দৃশা প্রেমানলপুঞ্জপ্রক্ষেপিণ্যা নিঘ্নতোঽশুল্কদাসিকা অস্মান্ মারয়তস্তব ইহ কিং ন বধঃ? কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ? দৃশা বধো ন ভবতি, অপি তু ভবত্যেব। তস্মাৎ হে বরদ, অভীষ্টং দদদেব অভীষ্টমৈহিকং পারত্রিকঞ্চ সুখং দ্যসি খণ্ডয়সীত্যর্থঃ। কিঞ্চাস্মাসু তে সত্ত্বঞ্চেদ্ভবতি তর্হি স্বধনং পালয় জ্বালয় বা ন দোষঃ। বয়ন্তু ত্বয়া ন শুল্কেন ক্রীতা নাপি পরিণয়েন গৃহীতাঃ কিন্ত্বশুল্কদাসিকা বয়ং স্বয়মেব মৌগ্ধ্যেনাভূমেত্যর্থঃ। তত্র তস্য মোহনোন্মাদন মহাচৌরচক্রবর্ত্তিত্বমেব হেতুং বদন্ত্যো দৃশং বিশিংষন্তি শরৎকালসম্বন্ধীয় উদাশয়ঃ গম্ভীরস্বচ্ছজলপূর্ণস্তড়াগ ইত্যর্থঃ। তত্র সাধুজাতং সাধুময়প্রদেশ প্রকারতো জাতং সৎ জাত্যাপ্যুত্তমং যৎ সরসিজং বিকসিতপদ্মং তস্যোদরস্থাং শ্রিয়ং শোভাং সম্পত্তিং মুষ্ণাতি চোরয়তীতি তয়েতি দৃশসৌন্দর্য্যসৌরভ্যশৈত্যসৌকুমার্য্যাণ্যসাধারণান্যুক্তানি, যা খলু তাদৃশং জনদুর্গমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তাদৃশাভিজাতস্য সজ্জনস্যান্তঃপুরং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২। যদি বল, আমি তোমাদিগকে কি দুঃখ দিতেছি যে, তোমরা ঐ প্রকার সূচনা করিতেছ? উত্তরে বলিলেন—তুমি কেবল আমাদিগকে দুঃখ দান করিতেছ না—প্রাণেও বধ করিতেছ। ইহাই বলিতেছেন—'শরৎ' ইত্যাদি। তুমি নয়ন দ্বারা আমাদের নিকট সুরত প্রার্থনা করিতেছ, আবার সেই নয়ন দ্বারাই তুমি 'বরদ' অর্থাৎ অভীষ্ট সুখ সাধনও করিতেছ। অপিচ, সেই নয়ন দ্বারা প্রেমানলপুঞ্জ প্রক্ষেপণ করিয়া বিনামূল্যের দাসী আমাদিগকে বধ করিতেছ, ইহা কি বধ নয়? কেবল অস্ত্রের দ্বারা বধই কি বধ? নয়নদ্বারা বধ করিলে কি বধ হয় না? তাই বলিতেছি—হে বরদ! ঐহিক ও পারত্রিক সুখনাশক! বিশেষতঃ আমাদের উপর তোমার যদি কোন স্বত্ব থাকিত, তাহা হইলে আমরা তোমরা স্বধন হইতাম এবং তুমিও নিজধন বলিয়া লালন করিতে বা নষ্ট করিতে পারিতে, তাহাতে কোন দোষ হইত না; পরন্তু তুমি আমাদিগকে মূল্য দ্বারাও ক্রয় কর নাই, পরিণয় সূত্রেও গ্রহণ কর নাই। তোমার ঐ চৌর্য্যস্বভাবযুক্ত নয়নই আমাদিগের বিবেকশক্তি হরণ করিয়া আমাদিগকে মোহিত ও উন্মত্ত করিয়াছে। ফলে আমরা স্বয়ং তোমার (বিনামূল্যের) দাসী হইয়াছি! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মোহন, উন্মাদন ও চৌরচক্রবর্ত্তিত্বরূপ গুণের হেতু প্রদর্শন নিমিত্ত বলিতেছেন—তোমার নয়ন শরৎকালের সরোবরে সুবিকশিত পদ্মগর্ভের শোভাকেও হরণ করিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক শোভামণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নের সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, শৈত্য, ও সৌকুমার্য্যাদি অসাধারণ গুণসকল উক্ত হইয়াছে। যে নয়ন তাদৃশ জনদুর্গম স্থান উল্লঙ্ঘন করিয়া অভিজাত সজ্জনের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সম্পত্তি চুরি করিতে পারে, সেই

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩

ভাবার্থদীপিকা

৩। কিঞ্চ বহুভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃপয়া রক্ষিত্বা কিমিতীদানীং দৃশা মন্মথং প্রেষ্য ঘাতয়সীত্যাহুঃ বিষেতি। হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাদ্ যোঽপ্যয়ো নাশস্তস্মাৎ তথা ব্যালরাক্ষসাৎ অঘাসুরাৎ বর্ষাৎ মারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ অশনিপাতাৎ বৃষোঽরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ বিশ্বতোঽন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াচ্চ কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ। কিমিদানীমুপেক্ষস ইতি ভাবঃ ॥

সারার্থদর্শিনী

প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি সা তব দৃক্ চৌরিকা কেনাপি মোহনোন্মাদন ধূলিপ্রক্ষেপণোন্মাদিতাভিরস্মাভিঃ স্বয়মেব দত্তং সুরতধনং প্রাণাংশ্চ নীত্বা তুভ্যং দদাবতএব পূর্ব্বমুক্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইত্যাতোঽহংবয়ং ত্বয়া নির্ধনীকৃত্য হতা এবেতি পরঃসহস্রস্ত্রীবধপাতকং ত্বয়া গৃহীতমেবেতি ধ্বনিঃ। অতঃ পাপাদ্ভীত্যাপি দর্শনং দেহীত্যনুধ্বনিঃ ॥২॥

মূলানুবাদ

৩। হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাদিগকে বিষজল-পান-নিমিত্ত বিনাশ হইতে, অঘাসুর, ঝড়-বৃষ্টি, অশনিপাত, বৃষাসুর, ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ভয় হইতে বারংবার রক্ষা করিয়াছ।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩। আরও দেখ, তুমি আমাদিগকে নানাপ্রকার মৃত্যুর কবল হইতে কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া সম্প্রতি নয়নদ্বারা মদনকে প্রেরণ করিয়া বধ করিতেছ কেন? ইহাই বলিতেছেন—'বিষ' ইত্যাদি। হে ঋষভ! শ্রেষ্ঠ। বিষজল—বিষময়জল হইতে যে প্রাণনাশ হইতেছিল, তাহা হইতে

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

নয়নচোর কোনও মোহন উন্মাদনকর ধূলি প্রক্ষেপণে আমাদিগকে উন্মাদিত করিয়া স্ব-দত্ত সুরত ধন ও আমাদের প্রাণ লইয়া তোমাকে অর্পণ করিয়াছে। এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি—তোমাতে আমাদের প্রাণ অবস্থিত রহিয়াছে। অর্থাৎ তুমি সেই ধন ও প্রাণ লইয়া চলিয়া গিয়াছ। আমরা এইরূপে নির্ধন হইয়া হতের ন্যায় হইয়াছি। তাই বলিতেছি এই শতকোটি স্ত্রীবধের পাতক তোমার উপর বর্ত্তিবে। অতএব তুমি আমাদিগকে দেখা দিয়া স্ত্রীবধের পাতক হইতে নিজেকে রক্ষা কর। অর্থাৎ পাপভয়েও তুমি আমাদিগকে দর্শন দান কর, ইহা অনুধ্বনিত হইল। ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩। এবং পরম্পরয়া সর্ব্বসাধারণতয়া চ ত্বয়া বয়ং সদা রক্ষিতাঃ স্ম এব। তর্হি 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্' ইতি নীতিঃ কথং নঃ স্মর্য্যতামিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ- বিষজলাপ্যয়াদিতি। বিষজলং কালিয়হ্রদজলং, তেন পীতেনাপ্যয়াৎ গবাং গোপানাঞ্চ মরণাৎ, ব্যালরাক্ষসাদঘাৎ 'রক্ষো বিদিত্বাখিলভূত-হৃৎস্থিতঃ' (শ্রীভা ১০।১২।২৫) ইত্যনেন তস্যৈব ব্যালরূপস্য রাক্ষসত্বেন নির্দ্দেশঃ কৃত ইতি তস্মাদ্বালবৎসান্ গিলিতবতো বয়ং রক্ষিতা ইতি সর্ব্বগোকুলজীবনরূপাণাং তেষাং রক্ষণেন গোকুলস্য রক্ষণাৎ বয়মপি রক্ষিতা ইত্যর্থঃ। ইতি পরম্পরা দর্শিতা, বর্ষমারুতাদ্বর্ষমিশ্রান্মারুতাত্তস্মৈব বজ্রাশ্ম বর্ষানিলৈরিত্যুক্ত্যা বৈদ্যুতানলাচ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনধরণেন ত্বয়া রক্ষিতা ইতি সর্ব্বসাধারণতা দর্শিতা, বৃষময়াত্মজাদিতি সমাহারং, বৃষাৎ বৎসাকার-ত্বেন গতাদপি পরিণামে বৃহত্ত্বদর্শনাৎ, বৃষাৎ বৎসাসুরাৎ, ময়াত্মজাৎ তল্লীলায়া অতিবাল্যচরিতত্বেনৈব নির্ণেষ্যমাণত্বাৎ পূর্ব্বমেব ব্যোমাসুরাচ্চেতি পুনঃ পরম্পরা দর্শিতা। বরাহতোকো নিরগাদিতিবৎ। বৃষাত্ম-জাদ্বৎসাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাচ্চেতি বা। অথ সর্ব্বমেব সংগৃহ্য আহুঃ—বিশ্বতো ভয়াদিতি। তত্র তত্র যোগ্যতামাহুঃ হে ঋষভ— সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি ॥৩॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

রক্ষা করিয়াছ। রাক্ষস—অঘাসুর হইতে, বাতবৃষ্টি হইতে, অশনিপাত হইতে, বৃষাসুর ও ময়পুত্র ব্যোমাসুর হইতে এবং সর্ব্ববিধ ভয় হইতে কালিয়দমনাদি দ্বারা বারম্বার রক্ষা করিয়াছ, সম্প্রতি উপেক্ষা করিতেছ কেন? ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩। এইরূপে পরম্পরাসম্বন্ধে এবং সর্ব্বসাধারণভাবে তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। অতএব "বিষবৃক্ষকেও বর্দ্ধিত করিয়া স্বহস্তে ছেদন করা উচিত নহে" এই নীতি স্মরণ করিতেছ না কেন? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—'বিষজলাপ্যয়াদিতি'। অর্থাৎ কালিয়হ্রদের বিষজলপানে মৃত্যুমুখে পতিত গো ও গোপসকলকে রক্ষা করিয়াছ। সর্পরূপধারী অঘাসুর গোপবালক ও গোবৎস সকলকে গ্রাস করিয়াছিল। "সর্বভূতের অন্তর্য্যামী হরি সর্পরূপী অসুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বেই গোপবালকসকল স্ব স্ব বৎস লইয়া সেই অসুরের উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই রাক্ষসের করাল কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। কারণ ইহারা সমস্ত গোকুলবাসীর প্রাণস্বরূপ, সুতরাং তাহাদের রক্ষা দ্বারা সমগ্র গোকুলবাসীকেই রক্ষা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে আমরাও রক্ষিত হইয়াছি। ইহা দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধে যে রক্ষার কথা বলা হইয়াছে, তাহাও সম্পন্ন হইল। বর্ষা ও বায়ু হইতে অর্থাৎ ইন্দ্র-কৃত প্রবল বায়ু ও মূষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইতেও রক্ষা করিয়াছ। অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক এই সকল ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছ। ইহা দ্বারা সর্ব্ব-

সারার্থদর্শিনী

৩। কিঞ্চ, জিঘাংসৈব চেৎ তব বর্ত্ততে তদা পূর্ব্বপূর্ব্ববিপত্ত্যঃ কিমিতি রক্ষিত্বা বধঃ খল্বনুচিত এবেত্যাহুঃ—বিষময়াজ্জলাৎ যোঽপ্যরস্তস্মাৎ বালরাক্ষসাদঘাসুরাৎ, বর্ষাদিন্দ্রকৃতবৃষ্টেঃ। মারুতাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ। বৈদ্যুতানলাদিন্দ্রকর্ত্তৃকবজ্রক্ষেপাৎ। বৃষাদরিষ্টাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াৎ কালিয়দমনাদিনা হে ঋষভ, পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বরক্ষণাদেব ত্বদেকপ্রাণা বয়ং রক্ষিতাঃ। বর্ষাদিভ্যস্তু সর্ব্বব্রজ-রক্ষণাদেব তদন্তঃপাতিন্যো বয়মপি রক্ষিতাঃ। অতএব রক্ষকে ত্বয়ি বিশ্বস্ত পঞ্চশরজ্বালোপশমার্থং বয়মাগতাঃ ত্বয়া তু ততোঽপি কোটিগুণিতয়া স্ববিরহানলজ্বালয়া দংদহ্যামহে ইতি বিশ্বস্তঘাতাদপি ত্বং ন বিভেষীতি ভাবঃ। অত অরিষ্টব্যোমবধস্ত ভাবিত্বেঽপি গর্গভাণ্ডর্য্যাদিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শ্রবণস্ত ভূতত্বেনৈব ভূতনির্দ্দেশঃ ॥৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সাধারণভাবে রক্ষার কথাও বলা হইল। আর 'বৃষময়াত্মজাৎ'—অসুরের অত্যাচার হইতেও রক্ষা করিয়াছ। এই 'বৃষময়াত্মজ' সম্বন্ধে সমাধান এইরূপ:—বৃষ হইতে বৎসাসুর অর্থাৎ প্রথমে বৎসাকারে আসিয়া মৃত্যুর সময় বৃহদাকার বৃষরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং বৎসাসুরকেই বৃষভাসুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর ময়াত্মজ-বধলীলা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিতরূপেই বর্ণিত হইবে। যদিও ইহা রাসলীলার পরে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা রাসলীলার পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। অথবা বৃষের আত্মজ ও ময়ের আত্মজ—বৃষময়াত্মজ। বৃষের আত্মজ বৎসাসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। পুনরায় পরস্পর সম্বন্ধে রক্ষার কথা বলিলেন। ভগবান বরাহশিশুরূপে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ অরিষ্টাসুরও প্রথমে বৎসাকারে আসিয়া মৃত্যুকালে বৃহদাকৃতি ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর সমস্ত বিষয় সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন—'বিশ্বতো ভয়াদিতি'। অর্থাৎ আমরা সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া কত আর বলিব? সর্ব্ববিধ ভয় হইতে বারম্বার তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। অতএব হে ঋষভ! (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) এই সম্বোধনের তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ ভয় হইতে রক্ষা করিবার যোগ্যতা দেখাইবার নিমিত্ত। ৩

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩। তোমার যদি বধ করারই ইচ্ছা ছিল, তবে পূর্ব্ব বিপদ সকল হইতে রক্ষা করিয়াছিলে কেন? যদি রক্ষাই করিলে, তাহা হইলে আবার বধ করা উচিত নয়। তাহাতেই বলিতেছেন—তুমি কালিয়হ্রদের বিষাক্ত জল হইতে, অঘাসুর, ব্যোমাসুর ও ক্রুদ্ধ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বর্ষাবাত ও অশনি হইতে সমস্ত ব্রজের সহিত আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি বিশ্বের রক্ষক বলিয়া আমরা কামদেবের পঞ্চশরের জ্বালা উপশমার্থ তোমার নিকট আসিয়াছি;

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪

ভাবার্থদীপিকা

৪। অপিচ বিশ্বপালনায়াবতীর্ণস্য তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্তমনুচিতেত্যাশয়েনাহুঃ ন খল্বিতি। হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদাসুতো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী। ননু স কিং দৃশ্যো ভবতি তত্রাহুঃ। বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্ উদিত ইতি ॥৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪। তদেবং প্রভাবত্বাদিদমনুমিমীমহ ইতি স্তুত্যর্থমাহুঃ—ন খল্বিতি। শ্রীগোপেশ্বর্য্যা অপি স্বকুলশ্রেষ্ঠত্বেন স্বান্তঃপাতং বিধায় স্বদৈন্যেনৈব ন্যূনতয়োক্তির্ন দোষায় অতোঽস্মাকমিদং হৃত্তাপবৃত্তং ভবান্ জানাত্যেব, কিন্তুস্য বহুবর্ণনেনেতি ভাবঃ। অবতারকারণমনুমায়তে—বিখনসেতি। অতঃ স্বভক্ত-বরপ্রার্থনয়া ভক্তকুলে-ঽস্মিন্নুদিতমাত্রত্বেনাপি ভবতা ভক্তা অনবসরেঽপি পরিপাল্যা এবেতি ত্বৎপ্রিয়াণামস্মাকমপ্যবসরাপেক্ষা ন যুক্তা। সোঽয়ন্তু পরম এবাবসর ইতি ভাবঃ। ননু যূয়ং ন মদ্ভক্তা ইতি চেত্তথাপি পরিপাল্যাঃ, শ্রীব্রহ্মণা

মূলানুবাদ

৪। হে সখে! তুমি কেবল যশোদানন্দন নহ,—সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী। তুমি বিশ্বের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনায় যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছ।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪। অপিচ, তুমি বিশ্বপালনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, সুতরাং ভক্তের প্রতি তোমার উপেক্ষা নিতান্ত অনুচিত। এই আশয়ে বলিলেন—'ন খলু' ইতি। হে সখে! তুমি নিশ্চিত যশোদানন্দন নহ কিন্তু সর্ব্ব প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী। যদি বল, বুদ্ধির সাক্ষী পুরুষ কি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে? তাহাতেই বলিলেন—বিখনসার্থিত—বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সাত্বতকুলে সমুদিত হইয়াছ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কিন্তু সেই জ্বালা উপশম দূরে থাকুক, তাহা হইতেও কোটিগুণ অধিকরূপে স্ববিরহানলজ্বালা দ্বারা আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছ। অতএব বিশ্বাসঘাতকতারূপ পাপ হইতেও কি তোমার ভয় নাই? অরিষ্ট ও ব্যোমাসুর-বধ পরবর্ত্তিকালের ঘটনা হইলেও ব্রজদেবীগণ শ্রীগর্গাচার্য্য ও ভাগুরিমুনি প্রভৃতির মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রীতে 'এই শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমাসুর বধ করিবেন'—এই কথা শ্রবণ করিয়াছেন। অতএব শ্রবণের অতীতত্ব বলিয়া অরিষ্ট ও ব্যোমাসুর বধের অতীতত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কিল সর্ব্বেষামেব পালনস্য প্রার্থনাদিত্যাহুঃ—বিশ্বগুপ্তয়ে ইতি। বস্তুতস্তু ভক্তেষ্বপি ভাববিশেষভাজো বয়ং বিশেষতঃ পরিপাল্যা ইত্যাশয়েনাহুঃ—সখেতি। যদ্বা, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিদং মুন্যাদিমুখতঃ তন্মাহাত্ম্যশ্রবণেন; ততো নিজভাবানুরূপেণ শ্রীগোপিকানন্দনতাময়-কেবলমাধুর্য্যানুভবেঽপি তদেতদৈশ্বর্য্যং যাচকরীত্যা নিজাভীষ্ট-সাধনমাত্রায় প্রযোজিতমিতি জ্ঞেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, খল্বিতি প্রতিষেধে, খলূক্তেতিবৎ। অন্তরাত্মদৃগপি ভবান্ গোপিকানন্দনো ন ভবতি, খল্বপি তু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। কথম্? তদাহুঃ—বিশ্বন-সেতি। অতো বয়ং পাল্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, সের্ষ্যমাহুঃ—গোপিকায়াঃ পরমদয়ালুতয়া অস্মৎপালিকায়া

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪। "অতএব তোমার যখন এতাদৃশ প্রভাব, তখন আমরা এইরূপ অনুমান করিতেছি" এই স্তুতির অর্থ বলিতেছেন—'ন খলু' ইত্যাদি। হে সখে! আপনি নিশ্চয়ই গোপিকা (যশোদার) নন্দন নহেন। কেননা, তাহা হইলে আপনার ঈদৃশ প্রভাব থাকিত না, তাই অনুমান করিতেছি, আপনি সর্বজীবের অন্তর্য্যামী। ইহার দ্বারা গোপেশ্বরী শ্রীযশোদার ন্যূনতার কথা বলা হইল, তাহা দোষাবহ হয় নাই। কেননা, ব্রজদেবীগণ তাঁহাকে স্বীয় কুলের শ্রেষ্ঠত্বহেতু আপনাদের অন্তঃপাতিনী মনে করিয়া আপনাদের দীনভাব-নিবন্ধন, তাঁহার সম্বন্ধে ঐ প্রকার ন্যূনতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আপনি যখন অন্তর্য্যামী, তখন আমাদের এই সন্তাপ বৃত্তান্ত নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সুতরাং তাহার আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন কি? ইহাই ভাবার্থ। অবতারের কারণ অনুমান করিতেছেন—'বিশ্বনসেতি।' স্বীয় ভক্ত ব্রহ্মার বর প্রার্থনা দ্বারা বিশ্বপালনের জন্য এই ভক্তকুলে আপনি সমুদিত হইয়াছেন, সুতরাং আপনার অবসর না থাকিলেও ভক্তগণকে পরিপালন করিতে হইবে, তাহাতে আবার আমরা আপনার প্রিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অবসর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে, এক্ষণই সেই উপযুক্ত অবসর। যদি বলেন তোমরা আমার ভক্তা নও, বেশ; যদি আপনার ভক্তাও না হই, তথাপি আপনার পরি-পালনীয়া; কারণ শ্রীব্রহ্মা বিশ্বপালনের জন্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাই বলিতেছেন—'বিশ্বগুপ্তয়ে' ইতি। বস্তুতঃ আপনার ভক্তগণের মধ্যে আমরা ভাববিশেষবতী; সুতরাং আমরা আপনার বিশেষরূপে প্রতিপালনের যোগ্যা, এই অভিপ্রায়েই 'সখে' সম্বোধন করিয়াছেন। অথবা ব্রজদেবীগণ যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্য্যামী ও বিশ্বপালক বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য দ্যোতক স্তুতি করিলেন, তাহা শ্রীগর্গাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য শ্রবণ জন্য, নতুবা এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইত না। অর্থাৎ সাধারণত লোকে যেমন শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য বলে, সেইরূপ শুনিয়া তাঁহারাও তদনুরূপ বলিলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য্যভাবে নিমগ্ন হইয়া বলেন নাই। অতএব তাঁহারা নিজ ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে গোপিকানন্দন বলিয়াই জানেন এবং গোপিকানন্দনতাময় কেবল মাধুর্য্যই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্রীব্রজেশ্বর্য্যা নন্দনো ভবান্ন ভবতি, কিন্তু পরমাত্মৈব, স্বতঃ সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাৎ। এবং নূনমপি ব্রহ্মভক্তিবশীকৃতত্বাদেব ভবান্ এতন্নন্দনন্দনতা-ব্যাজেন বিশ্বগুপ্তয়ে প্রকটোঽস্তি, তত্র চ বাল্যক্রীড়াময়ানুবৃত্ত্যাত্মকং সখিতাঞ্চ প্রাপ্তোঽস্তীতি ভবতা প্রতিপাল্যা এব বয়মিত্যাহুঃ—বিশ্বনসেতি। অথবা নঞঃ প্রাড়্নির্দ্দেশাৎ সর্ব্বপদৈরেবান্বয়ঃ। তেন হে অসখে প্রতিকূল! খলু বিতর্কে, ভবান্ শ্রীযশোদানন্দনো ন ভবতি, তত্র তৎসম্বন্ধেনাস্মাকমুপেক্ষানুপপত্তেঃ। তথাখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগপি ন ভবতি, তত্রাস্মদ্দুঃখ-জ্ঞানসম্ভবাৎ। ন চ ব্রহ্মণা বিশ্বগুপ্তয়েঽর্থিতস্তত্রাস্মাকমপি রক্ষায়া যোগ্যত্বাৎ। সাত্বতাং ভক্তানাং কুলে চ নোদেষ্যিবান্। তত্র তৎসম্বন্ধেন নিরুপাধি-কৃপালুতাসম্ভবাদিতি ॥৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অনুভব করিয়া থাকেন। তবে যে উক্ত প্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দেখা যায়, তাহা কেবল যাচকরীতি অনুসারে আপন অভীষ্ট সাধনের নিমিত্তই প্রযোজিত হইয়াছে। ইহার পরেও যেস্থানে শ্রীব্রজদেবীগণের মুখে এইপ্রকার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সেই স্থানেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধান করিতে হইবে। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'খলু' শব্দ প্রতিষেধে, সুতরাং 'খলূক্তেতিবৎ' এইরূপে 'খলু' শব্দের অর্থ প্রতিষেধ। অতএব হে সখে! হে প্রতিকূল। আপনি অন্তর্য্যামী হইলেও যে গোপিকানন্দন নহেন, তাহা নহে; পরন্তু গোপিকা যশোদারই নন্দন হইয়াছেন। অর্থাৎ অন্তর্য্যামী হইয়াও যশোদানন্দন। কিরূপে? তাহাতেই বলিলেন—বিশ্বনসেতি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনের নিমিত্ত আপনি সাত্বতকুলে সমুদিত হইয়াছেন; সুতরাং বিশ্বপালন প্রসঙ্গে আমাদিগকেও পালন করিতে হইবে, কিন্তু উপেক্ষা করিতে পারেন না। অর্থাৎ আমরা যে আপনার পরিপাল্যা, ইহাতে সন্দেহ নাই—ইহাই ভাবার্থ; অথবা ব্রজদেবীগণ ঈর্ষাসহকারে বলিতেছেন - যিনি পরম দয়ালুতাবশতঃ আমাদের পরিপালিকা, আপনি সেই শ্রীব্রজেশ্বরী যশোদার নন্দন নহেন; কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই পরমাত্মা। যেহেতু স্বভাবতই আপনার সর্ববিষয়ে ঔদাসীন্য রহিয়াছে। এইপ্রকার নিশ্চিত হইলেও ব্রহ্মার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া আপনি এই যশোদানন্দনত্বছলে বিশ্বরক্ষার জন্য প্রকটিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার বাল্যক্রীড়াময়াদি অনুবৃত্তি দ্বারা আমাদের সখিভাবও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আমরাও আপনার প্রতিপাল্যা। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—বিশ্বনসেতি। আপনি ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত সাত্বতকুলে সমুদিত হইয়াছেন। অথবা মূলে 'ন' শব্দের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োগহেতু ঐ 'ন' শব্দের সহিত সমস্ত পদেরই অন্বয় হইতে পারে। তাহা হইলে 'বিশ্বগুপ্তয়ে সখে' এই পদকে বিশ্বগুপ্তয়েঽসখে' এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া 'সখে' পদকে 'অসখে' করিলে অর্থ হইবে—হে অসখে! অর্থাৎ প্রতিকূল! আমাদের বোধ হয় আপনি যশোদানন্দন নহেন।

সারার্থদর্শিনী

৪। অয়ি শশ্বদসমীক্ষ্যভাষিণ্যোগোপাল্যস্তিষ্ঠত সর্বানন্দকন্দো নন্দনন্দনোঽহং স্ত্রীবধপাতকী বিশ্বস্ত-ঘাতী চ যুষ্মাভির্নির্দ্ধারিতঃ তদিতো নিঃসৃত্য রহসি ক্বচিদেবং স্থাস্যামি যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যথেতি, তদীয়ভীষণোক্তিমাশঙ্ক্যানুতপ্তা স্তং প্রসাদয়িতুং স্তবন্তি—নেতি। ভবান্ গোপিকানন্দনঃ খলু ন ভবতি কিন্ত্বখিলদেহিনামন্তরাত্মা অন্তঃকরণপ্রেরকঃ দৃগ্‌দ্রষ্টা চেত্যন্তর্যামী ভবতীতি; ভাগুরিগার্গি পৌর্ণমাস্যাদি মুখাদশ্রৌষ্ম ইত্যতো যথাস্মান্ প্রেরয়সি তথা ব্রূমহে ইত্যতো মা কুপ্য প্রসীদ। ত্বদাবির্ভাব-কারণং চ শ্রুতমিত্যাহুঃ,—বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং যদূনাং কুলে উদেয়িবান্ শ্রীযশোদাগর্ভোদয়শৈলাদাবির্ভূতঃ নন্বেবঞ্চেজ্জানীধ্বে তৎ কিমিতি রুক্ষং ব্রূধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখ ইতি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহা হইলে যশোদার সহিত সম্বন্ধবশতঃ আমাদের প্রতি অবশ্য কৃপা হইত, এইরূপ উপেক্ষা হইত না। আর আপনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা—দ্রষ্টাও নহেন, তাহা হইলে আমাদেরও অন্তরাত্মার দুঃখাভিজ্ঞতা আপনাতে থাকিত, এরূপ নির্দ্দয় হইতে পারিতেন না। আর ব্রহ্মা বিশ্বপালনের জন্য আপনাকে প্রার্থনা করেন নাই, তাহা হইলে বিশ্বপালন প্রসঙ্গে আমাদিগকেও পালন করিতনে। আর আপনি সাত্বতকুলে সমুদিত হন নাই। তাহা হইলে সেই ভক্তকুলের সম্পর্কবশতঃ আমাদের প্রতিও নিঃস্বার্থ কৃপালুতা সম্ভব হইত। ৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বলিতে পারেন—"অয়ি অসমীক্ষ্যভাষিণী (অপরিণামভাষিণী) গোপালিকাসকল! আমি সর্ব্বানন্দকন্দ নন্দনন্দন, আমাকে তোমরা স্ত্রীবধপাতকী ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছ, সুতরাং আমি এস্থান হইতে বাহির হইয়া এমন এক নিভৃত স্থানে অবস্থান করিব যে, এজন্মে একবারও তোমরা আমার দেখা পাইবে না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ভীষণ উক্তি আশঙ্কা করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন—'ন' শ্লোকে। হে সখে! তুমি কেবল যশোদার পুত্র নহ, তুমি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী অন্তঃকরণপ্রেরক—বুদ্ধির সাক্ষী। তুমি যে অন্তর্য্যামী, তাহা আমরা ভাগুরি, গার্গী ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মুখে শুনিয়াছি। অতএব তুমি অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়-বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছ। আমাদিগকে যেভাবে প্রেরণ করিবে, আমরা সেই ভাবেই বলিব, সুতরাং আমাদের প্রতি কুপিত হইও না, প্রসন্ন হও। আমরা তোমার আবির্ভাবের কারণ শুনিয়াছি—তুমি বিশ্বপালনের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া যদুবংশে শ্রীযশোদার গর্ভরূপ উদয়শৈলে আবির্ভূত হইয়াছ। যদি বল, অয়ি বিদগ্ধা গোপীগণ! তোমরা যখন আমার এই সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছ, তখন আমার প্রতি রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ কেন? উত্তরে বলিতেছেন—হে সখে! এই

সারার্থদর্শিনী

ত্বয়ৈব সখ্যরসসিন্ধৌ বয়ং নিমজ্জিতা ইতি পরামৃশ্য বিশ্বং পালয়ন্ বিশ্বমধ্যবর্ত্তিনীরস্মানপি পালয় কৃপয়ৈবেতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বপ্রেয়সীনামেবং দুঃখং দ্রষ্টুং নৃ-দেব-তির্য্যগাদিষু মধ্যে কোঽপি ন সমর্থঃ। যথা ত্বং দুঃখং পশ্যন্নপি সুখমাস্তে তস্মাদেবং বিতর্কয়াম ইত্যাহুঃ—নেতি। গোপিকায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ পরদুঃখলবেঽপি দ্রুতচিত্তায়াস্তস্যাঃ কুক্ষৌ ত্বং ন জাতোঽসি। তৎ কুক্ষেরেকস্যাপি লক্ষণস্য ত্বয্যনুপলম্ভাদিতি ভাবঃ। তর্হি কোঽহং? ত্বং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্যামীতি বিতর্কন্তে। স এব জীবানাং দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি। উদাসীনশিরোমণেস্তবাত্রাবির্ভাবেঽপি কারণং ন জানীম ইত্যাহুঃ—বিথনসা ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টিবৃদ্ধিমভীপ্সুনা বিশ্বগুপ্তয়ে বিশ্বসিন্ জগত্যত্র গুপ্তয়ে ত্বং প্রার্থিতঃ ত্বদ্ভক্ত্যা জীবা মুচ্যন্ত ইত্যতস্তথা ত্বমবতীর্য্য গুপ্তস্তিষ্ঠ যথা কেঽপি ত্বামীশ্বরং ন মন্যন্তে। তদা চ তবেশ্বরত্বমমন্যমানানামীশ্বরানুবর্ত্তিনামপি জরাসন্ধাদিবদসুরত্বমেব ভবিষ্যতি তত এব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রীতি ব্রহ্মবাঞ্ছিত সিদ্ধ্যর্থং পরদার-পরদ্রব্যচৌর্য্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-দম্ভাদিকং স্বপ্রতিকূলং ধর্ম্মং স্বগোপনার্থমঙ্গীকরিষ্যন্ দুস্ত্যজং স্বধর্মমৌদাসীন্যঞ্চাজহদেব সাত্বতাং কুলে উদেষ্যিবান্। সখে, ইতি পরদারগ্রহণাদেবাস্মাকং সখাপ্যভূরিতি ভাবঃ ॥৪॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সম্বোধনে ব্যঞ্জিত হইয়াছে যে, তুমিই আমাদিগকে সখ্যরস সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছ, তাহাতেই আমরা তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; সুতরাং ইহা বিচার করিয়াই বিশ্বপালন প্রসঙ্গে বিশ্বের অন্তর্বর্ত্তী আমাদিগকেও কৃপাপূর্ব্বক পালন কর। অথবা তুমি যেমন স্ব প্রেয়সীগণের দুঃখ দেখিয়াও পরম সুখে অবস্থান করিতেছ, তেমন দেবতা, মনুষ্য, এমন কি তির্য্যগাদির মধ্যে কেহই নিজ প্রেয়সীর তাদৃশ দুঃখ দেখিতে সমর্থ হয় না; তাই আমরা মনে মনে বিতর্ক করিতেছি যে, তুমি শ্রীযশোদার পুত্র নহ। কেননা শ্রীযশোদার এই খ্যাতি আছে যে, তিনি লবমাত্র পরদুঃখে গলিতচিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কোমলপ্রাণা শ্রীযশোদার গর্ভে তুমি কখনও জন্মগ্রহণ কর নাই। যেহেতু তাঁহার গর্ভের একটিমাত্র লক্ষণও তোমাতে দেখা যায় না। আচ্ছা, তাহা হইলে আমি কে? তাহাতেই বলিতেছেন—তুমি অন্তর্য্যামী। যেহেতু অন্তর্য্যামী সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান, অথচ তাহাদের দুঃখ দেখিয়াও সুখে বাস করিয়া থাকেন। অতএব হে উদাসীন শিরোমণে! এই ব্রজে তোমার আবির্ভাবের অন্য কোনও যে কারণ আছে তাহা আমরা জানি না। ইহাই বলিতেছেন—'বিথনসা' ইত্যাদি। ব্রহ্মা স্বীয় সৃষ্টির বৃদ্ধি অভিলাষে এই জগতে গুপ্তভাবে থাকিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করেন। কেননা তুমি গুপ্তভাবে না থাকিলে তোমার প্রতি ভক্তি করিয়া জীবগণ সংসার মুক্ত হইবে; সুতরাং সৃষ্টির হ্রাস হইবে। সেইজন্য ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন—হে ভগবন্! তুমি আবির্ভূত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান কর, কেহ যেন তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারে। তাহা হইলে তোমার ঈশ্বরত্ব অমান্যকারী তথা ঈশ্বরানুবর্ত্তী

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫

ভাবার্থদীপিকা

৫। তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তানামস্মাকমেতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহুঃ বিরচিতাভয়মিত্যাদিচতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধুর্য্য সংসৃতের্ভয়াৎ তে চরণমীয়ুষাং শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তমভয়ং যেন তৎ তথা। হে কান্ত কামদং তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্লাতীতি তথা তদ্বৎকরসরোরুহং নঃ শিরসি ধেহি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৫। পূর্ব্বানুসারেণৈবৈশ্বর্য্যং সম্ভাব্যাহুঃ- বিরচিতেতি বিরচিতাভয়মিতি—মোক্ষপ্রদত্বমুক্তং কামদমিতি—ধর্ম্মার্থিনাং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদমিতি ত্রিবর্গপ্রদত্বং ভক্তিপ্রদত্বং চ. শ্রীকরগ্রহমিতি—প্রেম্ণা প্রিয়জনবশ্যত্বং রসিকত্বঞ্চ, এষাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যমুহম্। সরোরুহরূপকেণ সহজশীতলমধুরত্বাদিনা স্বতঃ ফলরূপকত্বং সূচিতম্, তত্র মোক্ষো নাম নির্ব্বিঘ্নপ্রেমসম্পদ্বৃদ্ধয়ে বিবিধদুঃখপরম্পরা-নিবৃত্তিরেব জ্ঞেয়ঃ। ত্রিবর্গোঽয়ং প্রেমসাধনোপযোগ্যেব. অন্যচ্চ ভক্তানামুপেক্ষ্যমেব, এতচ্চ সর্ব্বং তদ্‌গুণবর্ণনং প্রেমোল্লাসেনৈব জ্ঞেয়ম্। নন্বু তদ্যোগ্যা ন যূয়মিতি চেৎ, সত্যং,

মূলানুবাদ

৫। হে প্রভো! হে যদুকুলতিলক! যাহারা সংসারভয়ে তোমার চরণে শরণাগত হয়, তোমার করকমল তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া থাকে, সেই করকমল সকলের অভীষ্ট-সাধন করিয়া থাকে, সেই করকমলের দ্বারাই তুমি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার ঐ করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৫। অতএব তোমার ভক্ত আমাদিগের এই প্রার্থনা চতুষ্টয় সম্পাদন কর। ইহাই 'বিরচিতাভয়ং' ইত্যাদি চারিশ্লোকে বলিতেছেন। হে বৃষ্ণিধুর্য্য! সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত জনের অভয়প্রদ। হে কান্ত! সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও করগ্রহণ-শীল তোমার করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

জনগণও জরাসন্ধাদির ন্যায় অসুরভাব প্রাপ্ত হইবে এবং আমারও সৃষ্টিকার্য্য বৃদ্ধি হইবে। এই প্রকার ব্রহ্মার অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়া পরদার, পরদ্রব্যহরণ, মাৎসর্য্য, হিংসা ও দম্ভ প্রভৃতি স্বপ্রতিকূল ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া দুস্ত্যজ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ। অতএব হে সখে! পরদার গ্রহণ-হেতু আমাদেরও সখা হইয়াছ; সুতরাং সখা হইয়া সখীর দুঃখে উদাসীন—দুঃখ লাঘবের ব্যবস্থা করিতেছ না। ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নিজমাহাত্ম্যাপেক্ষয়া ধেহীত্যাহুঃ—বৃষ্ণিধুর্য্য হে নিজাশেষমাধুরী-প্রকটনায় যদুবিশেষকুলেঽবতীর্ণেত্যর্থঃ; তচ্চ ভাববিশেষেণৈব তয়া ধ্যেয়মিত্যাশয়েনাহুঃ—কান্ত হে প্রিয়েতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, বিরচিতেত্যাদিনা সংসারসম্বন্ধি-যাবদ্ভয়াপহারিত্বেন শৌর্য্যমুক্তং, কান্তঞ্চ তৎকামদঞ্চেতি—স্বতঃ সুখদত্বেন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্বেন চ দাতৃত্বং শ্রীকরগ্রহং শ্রিয়ঃ সম্পদধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্বগোকুলে বশীকারাৎ করমিব গৃহ্নাতি যত্তদিত্যনেন সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ত্বং, ততোঽস্মাকং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৫। পূর্বের ন্যায় ঐশ্বর্য্য সম্ভাবনা করিয়া বলিতেছেন—'বিরচিত' ইত্যাদি। যাহারা সংসারের ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত হয়, তোমার করকমল তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকে। 'অভয়প্রদ' এই বিশেষণের দ্বারা সকল প্রকার ভয় নাশের যোগ্যতা উক্ত হইয়াছে। 'বিরচিতাভয়ং'—এই বাক্যে মোক্ষপ্রদত্ব উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে প্রেমসম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ববিধ দুঃখনিবৃত্তিই মোক্ষশব্দের তাৎপর্য্য। কামদ—যাহারা ধর্ম্মাদির প্রার্থী, তাহাদের প্রার্থিত ধর্মাদি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান কর। 'সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ' এই বাক্যে ত্রিবর্গত্ব, ভক্তিদত্ব প্রভৃতি নিরূপণ করা হইল। কেননা, একান্ত ভক্তগণের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি বাসনা থাকে না, তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসাধনেরই কামনা করেন; সুতরাং প্রেমসাধনের উপযোগী ত্রিবর্গ বুঝিতে হইবে। 'শ্রীকরগ্রহম্' এই পদে প্রিয়জনের বশ্যতা ও রসিকতা উক্ত হইয়াছে। আর এই গুণরাজির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। যেমন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্ব অপেক্ষা মোক্ষপ্রদত্ব শ্রেষ্ঠ এবং মোক্ষপ্রদত্ব অপেক্ষা প্রেমসাধনোপযোগী ত্রিবর্গত্ব, আবার তাহা অপেক্ষাও ভক্তিপ্রদত্ব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রিয়জনবশ্যতা ও রসিকতা গুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'সরোরুহ' এই বিশেষণের দ্বারা হস্তের স্বাভাবিক শীতলতা ও মধুরতা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা সূচিত হইয়াছে। এই গুণবর্ণন গোপীগণের প্রেমোল্লাসেই স্ফুরিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি বল, তোমরা ত' উহার যোগ্যা নও, তোমাদের মস্তকে করস্থাপন করিব কি প্রকারে? ইহা সত্য, কিন্তু তুমি মহাত্মা, তোমার মাহাত্ম্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থাপন কর, এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—বৃষ্ণিধুর্য্য! নিজ অশেষ মাধুরী প্রকটনের জন্য ব্রজরাজের কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তুমি আমাদের মস্তকে যে করকমল অর্পণ করিবে, তাহাও ভাববিশেষসহকারেই করিও। এই আশয়ে বলিলেন—হে কান্ত! অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামি-পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা 'বিরচিতাভয়ং' এই বাক্যে যে সংসার-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার ভয়নাশের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে করকমলের শৌর্য্যগুণের উল্লেখ করিয়া পুনরায় বলিতেছেন—হে কান্ত! তোমার কামপ্রদ করকমল। মূলে 'কান্ত কামদং' এই দুইটি পৃথক পদ আছে, কিন্তু কর্ম্মধারয় সমাসে 'কামঞ্চ তৎ কামদঞ্চ' এইরূপে এক পদ করিয়া করকমলের বিশেষণরূপে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিরহভয়নাশস্তদ্রূপাভীষ্টপ্রাপ্তিঃ। তৎপ্রাপ্ত্যানুষঙ্গিক-সর্ব্ব-সম্পৎপ্রাপ্তিশ্চ তেনৈব সিধ্যেদিতি ভাবঃ। বৃষ্ণিধূর্য্য বৃষ্ণি-বিশেষ-ব্রজরাজকুলতিলকেতি—বয়ং স্বাভাবিক-ত্বৎপাল্যা নৈবোপেক্ষ্যা ইতি ভাবঃ। উভয়থাপি শিরসি ধেহীতি তেনাস্মান্ বাঢ়মঙ্গীকুরুষেতি তাৎপর্য্যম্॥ ৫॥

সারার্থদর্শিনী

৫। নন্থ ভোঃ প্রিয়ভাষিণ্যঃ, যুষ্মাকং প্রণয়কোপোক্তিপীযূষপানার্থমেবান্তর্হিতং তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽস্মি যথেষ্টং বরং বৃণুতেতি তৎপ্রসাদোক্তিং সম্ভাব্য সাশ্বাসং পৃথক্ পৃথগভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—বিরচিতেত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য, নিজকুলকমলপ্রভাকর, নঃ শিরসি করসরোরুহং ধেহি অর্পয়। কিমর্থং তত্রাহুঃ,—কামদং যস্ত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ব্যাখ্যা করিতেছেন—যাহা কামপ্রদ ও কমনীয়, সেই করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। এস্থলে 'কমনীয়' পদে স্বতঃসুখদত্ব এবং 'কামপ্রদ' পদে সর্ব্বাভীষ্টপ্রদত্বরূপে করকমলের দাতৃগুণ সূচিত হইল। যাহা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর করগ্রহণশীল অর্থাৎ সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীলক্ষ্মী দেবী তোমার বশীভূত হইয়া গোকুলে বাস করিতেছেন। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, 'শ্রী' তোমার করকমল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অতএব তোমার করকমল যে সর্ব্বসম্পদের আশ্রয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব ভয়নাশক, অভীষ্টপ্রদ ও সর্ব্বসম্পদের আশ্রয়স্বরূপ তোমার করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ করিলে আমাদের বিরহভয় নাশ হইবে এবং সর্ব্বাভীষ্ট-রূপ তোমাকেও পাইব, তোমাকে পাইতে পারিলে তোমার প্রাপ্তির আনুষঙ্গিক সকল সম্পদ লাভ ও সিদ্ধ হইবে, ইহাই ভাবার্থ। 'বৃষ্ণিধূর্য্য'—বৃষ্ণিকুলতিলক। কেননা, তুমি বৃষ্ণিবিশেষ ব্রজরাজ শ্রীনন্দের নন্দন, সুতরাং আমরা স্বভাবত তোমার প্রতিপাল্যা। অতএব আমাদিগকে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পার না। আমাদের মস্তকে করকমল অর্পণ করিয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে দাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর। এপক্ষে উভয় ব্যাখ্যারই সমান অর্থ। ৫

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৫। যদি বল, অয়ি প্রিয়ভাষিণীগণ! তোমাদের এইপ্রকার সুমধুর প্রণয়-কোপোক্তি-রূপ পীযূষ পানের জন্যই আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। আমার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর। এইরূপ অনুগ্রহপূর্ণ উক্তি সম্ভাবনা করিয়া গোপীগণ তাঁহাদের অভীষ্ট পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনা করিতেছেন। তাহাই 'বিরচিতা' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। হে বৃষ্ণিধূর্য্য! তুমি নিজ কুলকমলের প্রভাকর। তোমার করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। আচ্ছা, তোমাদের মস্তকে করকমল অর্পণ করিব কেন?

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬

ভাবার্থদীপিকা

৬। হে ব্রজজনার্ত্তিহন্। হে বীর! নিজজনানাং যঃ স্ময়ো গর্ব্বস্তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য তথাভূত। হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্নোঽস্মান্ ভজ আশ্রয়। স্মেতি নিশ্চিতম্। প্রথমং তাবজ্জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥

সারার্থদর্শিনী

শরপ্রহারভয়াৎ ত্বাং প্রপন্নান্তং কামং দ্যুতি খণ্ডয়তীতি তচ্ছেষভঙ্গ্যা কামং দদদপি। ন চাত্র তস্যা শক্তিরিতি বাচ্যম্। যতঃ সংসৃতের্ভয়াৎ চরণমীয়ুষাং প্রপন্নানাং জনানাং বিরচিতমভয়ং যেন তৎ। যেন সংসারভয়াদপি রক্ষিতুং শক্যতে তস্য কামভয়াদ্রক্ষণে কঃ খল্বায়াস ইতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি বো বক্ষঃসু দধামি তত্রৈব মমাপি ধিৎসা বর্ত্ততে তত্র নেত্যাহুঃ,—শ্রীকরগ্রহমিতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা করাভ্যাং গ্রহণং তদ্ধারণার্থং যস্য তদ্বক্ষসি করধিৎসায়াং যথা লক্ষ্ম্যা বার্য্যতে তথৈবাস্মাভিরপি তদ্ধারণীয়মেবেতি ভাবঃ ॥৫

মূলানুবাদ

৬। হে ব্রজজন-আর্ত্তিহারী! হে বীর! তোমার হাস্য নিজজনের গর্ব নাশ করে; কিন্তু সখে! আমাদের গর্ব্বনাশ করিতে তোমার অদর্শনের প্রয়োজন ছিল না। আমরা তোমার কিঙ্করী, তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও। আমরা নারী, আমাদিগকে ভজনা কর—সুন্দর বদনকমল দেখাও।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাহাতে বলিতেছেন—কামদং। যাহারা কন্দর্পশর-প্রহার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত হয়, তোমার করকমল তাহাদের কামপীড়া নিবারণ করিয়া থাকে। এই করকমল কেবল যে কামপীড়া নিবারণ করে, এরূপ বক্তব্য নহে; প্রত্যুত যাহারা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাগত হয়, তুমি তোমার করকমল দ্বারা তাহাদের অভয়বিধান অর্থাৎ সংসার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাক; সুতরাং যে করকমল সংসারভয় হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ, সেই করকমলের পক্ষে কামভয় হইতে রক্ষণের জন্য কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, ইহাই ভাবার্থ। যদি বল, তাহা হইলে তোমাদের বক্ষেই আমি করকমল অর্পণ করি এবং এই ইচ্ছাই আমার বর্ত্তমান রহিয়াছে? তাহাতেই বলিলেন—'শ্রীকরগ্রহম্ ইত্যাদি। তুমি যে করকমলের দ্বারা লক্ষ্মীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছ, সেই করকমল লক্ষ্মীর বক্ষে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তৎকর্তৃক নিবারিত হইয়া থাক; সুতরাং আমাদের বক্ষে তোমার সেই করকমল অর্পণ না করিয়া মস্তকেই অর্পণ কর, তাহা হইলে আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হইবে। ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৬। এবং বৈয়গ্র্যেণাদাবঙ্গীকারমাত্রং প্রার্থ্যাভীষ্টবিশেষান্ প্রার্থয়ন্তে ত্রিভিঃ। তত্র প্রথমেন সামান্যতঃ সঙ্গং প্রার্থয়ন্তে ব্রজেতি। ভজ অস্মদ্দুঃখং প্রতিকুর্ব্বন্নিকটে তিষ্ঠ, অহো আস্তাং তাদৃশোঽপি মনোরথঃ, প্রথমং তাবচ্চারু মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি দর্শয়। তত্র ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি ভজনস্য যোগ্যত্বমুক্তম্, অন্যথাঽস্মদন্ত্যদশাপত্ত্যা আর্ত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। বীরেত্যদেয়স্যাপি দানসামর্থ্যমুক্তং, নিজজনো নিজপ্রিয়াজনঃ, স্ময়ো মানঃ, তব স্মিতমাত্রেণাপি মানো নিরস্যতে, তদর্থমন্তর্দ্ধানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতম্। অতস্তদবশ্যং দ্রষ্টুমপেক্ষাত ইতি ভাবঃ। সখ ইতি ভজনে প্রকারবিশেষঃ সূচিতঃ। যদ্বা, অভজনে চাস্মাকং দুর্দ্দশয়া পশ্চাৎ ত্বয়াপি কিল দুঃখং লব্ধব্যং, সখ্যেন তুল্যব্যথত্বাৎ; কিংবা

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৬। হে ব্রজজনার্ত্তিনাশন! হে বীর! তোমার হাস্য নিজজনের গর্ব্বনাশক, হে সখে! আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদের ভজনা কর, আশ্রয় দাও। স্ম-নিশ্চিত। আমরা যোষিৎ, প্রথমে তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৬। এইরূপ ব্যগ্রতা বশতঃ প্রথমতঃ অঙ্গীকারমাত্র প্রার্থনা করিয়া এক্ষণে তিন শ্লোকে অভীষ্টবিশেষের প্রার্থনা করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে সামান্যতঃ সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন—'ব্রজ' শ্লোকে। হে ব্রজজনের আর্ত্তিনাশন! তুমি ব্রজজনের সর্ব্ববিধ আর্ত্তিবিনাশ করিয়া থাক। অতএব আমাদিগকে ভজনা কর। অর্থাৎ আমাদের দুঃখের প্রতিবিধান কর—মনোরথ পূরণ করিয়া নিকটে অবস্থান কর। অহো! আমাদের সেরূপ মনোরথ পূর্ণ দূরে থাকুক, প্রথমে তুমি তোমার মনোহর বদনকমল দর্শন করাও। তাহাতে আবার তোমার ব্রজবাসীর আর্ত্তিবিনাশে যোগ্যতা রহিয়াছে; সুতরাং আমাদের ভজনা করা তোমার উচিত; অন্যথা আমাদের অন্ত্যদশা উপস্থিত হইলে তোমার 'ব্রজজনার্ত্তিনাশন' অসিদ্ধি হইবে। অর্থাৎ আর কেহই তোমাকে ব্রজজনের আর্ত্তিনাশন বলিবে না। হে বীর! (এই সম্বোধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অদেয় বস্তুর দানসামর্থ্য সূচিত হইয়াছে।) যাহা অদেয় তাহাও দান করিতে পার। নিজজনের—নিজ প্রিয়জনের। হে নিজ জনের স্ময়নাশক! তোমার স্মিতমাত্রেই তোমার নিজ জনের (নিজ প্রিয়জনের) মান-গর্ব্বাদি অপনোদিত হয়। ভাবার্থ এই—তাহার জন্য তোমার অন্তর্দ্ধানের প্রয়োজন হয় না। ইহার দ্বারা, তাঁহার স্মিতসুধার পরম মনোহরত্ব ধ্বনিত হইল, সুতরাং অবশ্য তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা রহিয়াছে। হে সখে! (এই সম্বোধনের দ্বারা ভজনের প্রকারবিশেষ সূচিত হইল) অথবা যদি আমাদিগকে ভজনা না কর, তবে আমাদের দুঃখ দর্শনে পশ্চাতে তুমিও দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু সখীত্ব থাকিলে পরস্পর তুল্য বেদনা অনুভব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিশ্বাসঘাতদোষপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। অথ সখ্যযোগ্যস্বাপ্যাত্মনো বিরহদৈন্যেনৌদ্ধত্যমাশঙ্ক্যাহুঃ—ভবতঃ কিঙ্করীরিতি। যোষিতামিতি—তত্রাস্মাকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা যোষিতাং মধ্যে যে নিজজনাস্ত্বংপরিগ্রহাস্তেষাং স্মরধ্বংসনস্মিত, অতএব নিজদাসীরস্মান্ ভজ; তৎপ্রকারমেবাহুঃ—জলেত্যাদিনা আপ্যায়য়স্ব ন ইত্যন্তেন ; যদ্বা, পরমার্ত্ত্যা প্রণয়কোপেনাহুঃ—ব্রজজনার্ত্তিহন্ হে তথাভূতোঽপি যোষিতাং বীর, যোষিদ্বধে সমর্থেত্যর্থঃ। অতো বয়ং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তাস্তথা নিজজনসুখপ্রাপনকপটস্মিত, তদধুনা অভবৎকিঙ্করীরস্মা অদাসীরেব ভজ, চারু জলরুহাননং চ নো দর্শয়, মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্যৎ সমানম্ ॥৬॥

সারার্থদর্শিনী

৬। অপরা আহুঃ,—যোষিতাং মধ্যে যে ব্রজজনাস্তেষামার্ত্তিং কন্দর্পশরপ্রহারজনিতাং হন্তীতি তথা তেন দেব্যাদীনামপ্যন্যযোষিতাং তাং ন হরসি। যদুক্ষ্যতে "ব্যোমযানবনিতাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্য" ইতি। হে বীর দুর্বারমারসংপ্রহারমহাজিষ্ণো, কিঞ্চাস্মাকং সৌভাগ্যোত্থং গর্ব্বং তদুত্থং বাম্যলক্ষণং মানমপি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিয়া থাকে। অথবা বিশ্বাসঘাতকাদি দোষ উপস্থিত হয়। সখীত্বের যোগ্য নিজেদের বিরহ দৈন্য ঔদ্ধত্য উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—আমরা তোমার কিঙ্করী। অতএব সে বিষয়ে আমাদের সামর্থ্যের অভাবে তুমি নিজেই কৃপা করিয়া দেখাও। 'যোষিতাং' আমরা অবলা রমণী তোমার অন্বেষণ-ক্লেশে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, তুমি কোথায় আছ, অন্বেষণ করিয়া তোমার বদনকমল দর্শন করিবার সামর্থ্য নাই, তুমি স্বয়ংই কৃপা করিয়া দর্শন দাও। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা তোমার পরিগ্রহ অর্থাৎ যাহাদের তুমি নিজজন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাদের গর্ব্বধ্বংসকারী স্মিত, তোমার অধরে বর্ত্তমান, সুতরাং নিজদাসী আমাদিগকে ভজনা কর। তাহার প্রকার নির্দ্দেশ করিতেছেন—তোমার মুখকমল দর্শন করাও। অথবা অতিশয় দুঃখিতা হইয়া প্রণয়কোপের সহিত বলিলেন—'ব্রজজনার্ত্তিহন্'। তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিনাশক হইয়াও স্ত্রীবধে বীর,—কেবল স্ত্রীবধেই তোমার বীরত্ব প্রকাশ পায়। সেই হেতু আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি। অতএব তোমার এই হাস্য নিজজনের স্ময় (মানগর্ব্ব) ধ্বংস করে সত্য, কিন্তু সেই হাস্যও কপটতাময় অর্থাৎ মনভোলান মাত্র। অতএব এখন হইতে তুমি—যাহারা তোমরা কিঙ্করী নহে, তাহাদিগকে ভজনা কর। আর এই বদনকমল আমাদিগকে দেখাইও না। কেননা আমরা মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এপক্ষে উভয়প্রকার ব্যাখ্যারই সমান অর্থ। ৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭॥

ভাবার্থদীপিকা

৭। অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষনং পাপহন্তৃ, তৃণচরান্ পশূনপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা

সারার্থদর্শিনী

ন সহসে ইত্যাহুঃ,—নিজজনানাং স্ময়ধ্বংসনং মাননাশকং স্মিতমপি যস্য। নন্তু, বরং শীঘ্রং বৃণুত তত্রাহুঃ,—ভবৎকিঙ্করীরস্মান্ ভজ পরিচয়। নন্তু যদি মৎকিঙ্কর্য্য এব যূয়ং তদা মাং স্বপরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখে, ইতি। তর্হি ব্রূত কিং বঃ পরিচরণং তত্রাহুঃ,—জলরুহেত্যাদি ॥৬॥

মূলানুবাদ

৭। হে সখে! তোমার যে পদকমল প্রণত দেহীর পাপকর্ষণ করে, যাহা তৃণচর পশুদের অনুগমন করে, যাহা লক্ষ্মীর নিকেতন, যাহা কালিয়নাগের ফণায় অর্পিত হইয়াছিল, সেই পদকমল এক্ষণে আমাদের কুচতটে অর্পণ করিয়া হৃদয়ের কাম নির্ব্বাপণ কর।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৬। অপরাপর গোপীগণ বলিলেন—রমণীগণের মধ্যে যাহারা ব্রজরমণী, তাহাদেরই কন্দর্পশর-প্রহারজনিত পীড়া নাশ করিয়া থাক; কিন্তু অন্য রমণীগণের এমন কি দেবীগণেরও তাদৃশ কামপীড়া বিনাশ কর না। (এ বিষয় পরে বলা হইবে যে,) "দেবীগণ ও সিদ্ধাঙ্গনাগণ স্ব স্ব পতির সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইয়া থাকেন। পরে কামবাণে চিত্ত ক্ষুভিত হওয়ায় স্খলিতনীবী হইয়া সলজ্জভাবে মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" অতএব হে বীর! (এই সম্বোধনে গোপীগণের প্রার্থনা পূরণে শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য আছে, ইহা সূচিত হইয়াছে।) হে দুর্ব্বার মদন-সংপ্রহার জয়শালিন্! তাই তুমি আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব ও তজ্জন্য বাম্যলক্ষণ অভিমানও সহ্য করিতে পার না। যেহেতু তোমার সুমধুর স্মিত হাস্যের দ্বারাই তোমার প্রিয় গোপীগণের গর্ব ধ্বংস হইয়া থাকে। যদি বল, তাহা হইলে শীঘ্র বর গ্রহণ কর। তাহাতে বলিলেন—তোমার কিঙ্করী আমাদিগকে ভজনা কর। যদি বল, তোমরা যদি আমারই কিঙ্করী হও, তাহা হইলে তোমাদের স্ব স্ব পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমাকে কিরূপে আজ্ঞা করিতেছ? তাহাতেই বলিতেছেন—হে সখে! তুমি আমাদের সখা, তাই ভজনার কথা বলিতেছি। আচ্ছা, তাহা হইলে তোমাদের কিরূপে ভজনা করিব, তাহাই বল। তাহাতেই বলিতেছেন—'জলরুহাননং' ইত্যাদি। একবার তোমার বদন কমল দর্শন করাও। ৬

ভাবার্থদীপিকা

সৌভাগ্যেন শ্রিয়ো নিকেতনং বীর্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাস্বর্পিতং তে পদাম্বুজং নঃ কুচেষু কৃণু কুরু কিমর্থম্ হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৭। অথ দ্বিতীয়েন হৃদয়ান্তরঙ্গ-তদ্বিরহতাপ-শান্তয়ে প্রলেপৌষধমিব প্রথমং হৃদয়বহিরেব তদঙ্গসঙ্গং প্রার্থয়মানা দৈন্যেন তচ্চরণমাত্রস্যৈব সঙ্গং তদ্‌গুণানুবাদ পূর্ব্বকং প্রার্থয়ন্তে – প্রণতেতি ; চরণপঙ্কজং তে তাবকমসাধারণং, কিংবা ত্বদীয়ানামস্মাকং কুচেষু কৃণু নিধেহি ; নন্থ নির্ভয়াঃ, পাপাদহং বিভেমি তত্রাহুঃ— প্রণতেতি। সকৃৎপ্রণামকারিণামপি যথাকথঞ্চিচ্ছরণাগতানামপি নলকূবর কালিয়াদীনাং প্রাণিনাং পাপহন্তুঃ কুতস্তব পাপশঙ্কেতি, কিংবা মদাদিনা সাগঃসু বুষ্মাসু তদাচরণময়ুক্তমিতি চেত্তত্রাহুঃ – প্রণতেতি। কালিয়াদিবৎ ত্বৎপ্রণতানামস্মাকমাগো নশ্যেদেব। নন্থ তথাপি পরমক্রূরেষু নৃত্বলতরং তং কর্ত্তুং ন শক্যতে, তত্রাহুঃ—

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৭। তোমার পাদপদ্ম কোনরূপ বিচার না করিয়া প্রণতজনমাত্রেরই পাপনাশ করে। কৃপার বশীভূত হইয়া যে চরণ তৃণভক্ষণকারী পশুগণেরও অনুগমন করে, শ্রীনিকেতন— সর্ব্বশোভার আশ্রয় এবং বীর্য্যাতিরেকে ফণি-ফণায় (কালীয় নাগের ফণায়) অর্পিত, তোমার সেই চরণকমল আমাদের কুচমণ্ডলে স্থাপিত কর। কিজন্য ? আমাদের হৃদয়গত কাম ছেদন করিবার নিমিত্ত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৭। অনন্তর (দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন) লোকের দেহাভ্যন্তরে কোনরূপ বেদনা হইলে তাহার উপরিভাগে তাহারা যেমন কোনরূপ প্রলেপ ঔষধ লেপন করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রজদেবীগণ হৃদয়স্থ বিরহতাপ উপশম করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে হৃদয়ের বহির্দেশে প্রলেপ ঔষধের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ প্রার্থনা করিয়া দীনতাবশতঃ তাঁহার চরণমাত্রের সঙ্গই প্রার্থনা এবং সেই চরণের গুণানুকীর্ত্তন করিতেছেন 'প্রণত' ইত্যাদি। প্রণত জনগণের কলুষনাশন। অর্থাৎ একবারমাত্র তোমার চরণকমলে প্রণত হইলেই সর্ব্ববিধ কলুষ নাশ হইয়া যায়। তোমার পাদপদ্ম এইরূপ অসাধারণ ; কিংবা তোমার যে আমরা, আমাদের কুচমণ্ডলে তোমার চরণকমল স্থাপন কর। যদি বল, তোমাদের ত' পাপের ভয় নাই ; কিন্তু আমার ত' পাপের ভয় আছে ? তাহাতেই বলিলেন—'প্রণত' ইত্যাদি। একবারমাত্র প্রণামকারি জনেরও পাপনাশক ; যাহারা যথাকথঞ্চিৎ তোমার চরণে শরণাগত হয়, তাহাদেরও পাপনাশন। যেমন শরণাগত নলকুবর ও কালিয়নাগ প্রভৃতির পাপনাশক। অতএব তোমার আবার পাপের ভয় কোথায় ? অথবা যদি বল, তোমরা মদ-গর্ব্বাদি দ্বারা অপরাধিনী হইয়াছ ; সুতরাং তোমাদের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তৃণেতি। পশুসঙ্গত্যা বনে বনে ভ্রমণাদিকং নাধিকং দুঃখমিতি। যদ্বা অনভিজ্ঞাভির্যুষ্মাভিঃ সঙ্গোঽনর্হ এব, তত্রাহুঃ - তৃণেতি, তৃণান্যেব, নন্বগ্রতো ন্যস্তানি শর্করাদীনি অপি চরন্তীতি পরমাজ্ঞতা সূচিতা। পশব ইব বয়মনুকম্প্যা ইতি ভাবঃ। নন্বু সুষ্ঠুশোভনেষু যুষ্মাকং স্তনেষু কথং পদার্পণং কর্ত্তুং যুজ্যতে? ইত্যত আহুঃ— শ্রীতি; সর্ব্বাতিশায়িশোভাস্পদত্বাদলঙ্করণবর্য্যমেব ভাবীত্যর্থঃ। নন্বু ভীরুস্বভাবত্বাৎ যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি, তত্রাহুঃ— ফণীতি। এতেন বিষাদ্যনর্থ-ধ্বংসনত্বাৎ বিষোপমহৃচ্ছয়ধ্বংসনযোগ্যতাপ্যুক্তা। এবং চতুর্ভির্বিশেষণৈঃ পাপহন্তৃত্বাদিকমুক্তম্। নন্বু তত্তদর্থমেবেষ্যতে নেত্যাহুঃ—হৃচ্ছয়ং রুন্ধীতি। অস্মাকমেতদেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বক্ষঃস্থলে চরণ স্থাপন করা অযুক্ত। তাহাতেই বলিলেন—'প্রণত' ইত্যাদি। তুমি সর্ব্বদাই প্রণত-জনের পাপনাশ করিয়া থাক, আমরাও কালিয় প্রভৃতির ন্যায় শরণাগত; সুতরাং তাহাদের ন্যায় আমাদেরও অবশ্য অপরাধ নাশ হইবে। যদি বল তথাপি তোমাদের কুচতট অতিশয় কঠিন, আর আমার চরণতল অতিশয় মৃদুল, সুতরাং কিরূপে তদুপরি অর্পণ করিব? তাহাতেই বলিলেন—'তৃণ' ইত্যাদি। গবাদি পশুর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া থাক, সুতরাং তাহা অপেক্ষা আমাদের কুচতটে চরণ অর্পণ করা অধিকতর দুঃখকর নহে। অথবা যদি বল, তোমরা অনভিজ্ঞা, তোমাদের সহিত সঙ্গ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতেই বলিলেন—'তৃণ' ইত্যাদি। গবাদি পশুর অনুগামী। তাৎপর্য্য এই—গবাদি পশুগণের সম্মুখে শর্করাদি সুমিষ্ট খাদ্য সামগ্রী রক্ষা করিলেও তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া তৃণমাত্রই ভোজন করে। ইহার দ্বারা পশুগণের পরম অজ্ঞতা সূচিত হইল। ভাবার্থ এই—পশুগণ অপেক্ষা আমরা অনভিজ্ঞা নহি। অতএব যখন তুমি করুণাবশে পশুগণেরও অনুগমন করিয়া থাক, তখন পশুগণের ন্যায় আমাদের প্রতিও অনুকম্পা প্রকাশ কর্ত্তব্য। যদি বল, তোমাদের পরম শোভন স্তন-মণ্ডলে যে আমি পদার্পণ করিব, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? তাহাতেই বলিলেন—'শ্রীনিকেতনং'। তোমার চরণ শ্রীনিকেতন, সুতরাং সর্ব্বাতিশয় শোভার আস্পদ। অতএব তোমার চরণ আমাদের স্তনমণ্ডলে স্থাপন করিলে স্তনমণ্ডলেরই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হইবে। যদি বল, আমি অত্যন্ত ভীরুস্বভাব, সুতরাং তোমাদের পতিগণের নিকট হইতে ভয় পাইতেছি। তাহাতেই বলিলেন—তোমার চরণ 'ফণিফণার্পিতং'—তুমি যখন দুষ্ট কালিয়নাগের ফণায় নৃত্যচ্ছলে চরণ অর্পণ করিতে পারিয়াছ, তখন আর তোমার ভয় কোথায়? বা ভীরুস্বভাব হইলে কিরূপে? ইহার দ্বারা উক্ত হইল যে, তোমার চরণ যখন বিষ ইত্যাদি অনর্থ ধ্বংস করিতে পারিয়াছে, তখন অবশ্যই আমাদেরও বিষোপম হৃচ্ছয় অনায়াসেই ধ্বংস করিতে পারিবে। এইরূপে চারিটি বিশেষণ দ্বারা চরণের পাপহন্তৃত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ গুণ উক্ত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রয়োজনমিতি ভাবঃ। 'যত্তে' সুজাত' (শ্রীভা ১০।৩১।১৯)-ইতি রীত্যা হৃচ্ছয়োঽপ্যয়ং স্নেহময়ত্বেনৈব স্থাপয়িষ্যতে। শিরসীতি—পূর্ব্বমেকবচনং দৈন্যেনৈকস্মিন্নপি করধারণাৎ সর্ব্বা এব বয়মঙ্গীকৃতাঃ স্যামেতি। অধুনা তু কুচেষ্বিতি বহুত্বং প্রত্যেকং লোভেন কিয়ৎ কিঞ্চিৎ-সম্বন্ধেন পর্য্যাপ্তত্বাদ্দৈন্যস্য তেনাপর্য্যাপ্তত্বাৎ প্রত্যেকং লোভস্যেতি ॥৭॥

সারার্থদর্শিনী

৭। অপরা আহুঃ,—কুচেষু পদাম্বুজং কৃণু অর্পয়, কিমর্থং? হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি। অত্রাভিঃ সমর্থরতিমত্ত্বেন মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয়দুঃখাপায়সুখপ্রাপ্তিজ্ঞানরহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকপ্রয়োজনকায়িক-বাচিক-মানস-ব্যাপারাভিস্তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয়রূপযৌবনকামপীড়াং বিবৃণ্বতীভিঃ পরমবিদগ্ধাভিঃ প্রায়ঃ প্রেম্নো বাঙ্‌নিষ্ঠতালাঘবং ন ক্রিয়তে, কিন্তু কামস্যৈব যথা ভোজনলম্পটং কঞ্চিৎ স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইল। যদি বল, তবে কি তোমরা পাপনাশাদির জন্যই আমার চরণ নিধানের ইচ্ছা করিতেছ? তাহাতেই বলিলেন—না, তাহা নহে; আমাদের হৃচ্ছয় (হৃদয়স্থিত কাম) প্রশমিত কর। এই হৃচ্ছয়নাশই আমাদের প্রয়োজন। 'হে প্রিয়। তুমিই আমাদের জীবন, পাছে ব্যথা লাগে,' এই আশঙ্কায় আমরা তোমার যে চরণকমল অতি যত্নে কুচতটে ধীরে ধীরে ধারণ করি।" এই রীতি অনুসারেই স্নেহময়রূপেই স্থাপন করিব। পূর্ব্বশ্লোকে 'শিরসি' এক বচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দৈন্যহেতু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কোন এক-জনের মস্তকে হস্ত অর্পণ করিলেই আমাদের সকলের মস্তকে স্থাপন করা হইবে। এই অভিপ্রায়ে একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। আর এই শ্লোকে কুচেষু, এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন; এখন কিন্তু লোভের বশবর্ত্তিনী হইয়াই প্রত্যেকে আপন আপন কুচতটে চরণ নিধানের প্রার্থনা করিলেন, এজন্য বহুবচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেহেতু দৈন্যনিবন্ধন অল্পকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু লোভ হইলে পর্য্যাপ্তও অল্প বোধ হয়, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।৭

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৭। অপর কোন গোপী বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! আমাদের কাম দূর করিবার জন্য তোমার পদকমল আমাদের কুচে স্থাপন কর। সমর্থা রতিমতী বলিয়া ব্রজদেবীগণ মহাপ্রেমবতী; সুতরাং স্বীয় দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তির জ্ঞানরহিত। শ্রীকৃষ্ণসুখমাত্র প্রয়োজনক কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপারাদিতেও শ্রীকৃষ্ণের সুরতসুখ উদ্দীপনের নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় রূপ-যৌবন ও মদন-ব্যথা বিস্তারকারিণী পরম বিদগ্ধা ব্রজদেবীগণ প্রায়ই প্রেমের বাক্‌নিষ্ঠতার লাঘব করেন না। অর্থাৎ প্রেমকে বাক্যের বিষয়ীভূত না করিয়া কামেরই লাঘব

সারার্থদর্শিনী

তং ভোজয়িতুকামঃ চতুর্ব্বিধমিষ্টান্নসাধনে প্রযতমানো জনস্তেন, পৃষ্ঠোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযাস্যামি ন ত্বদর্থমিতি ব্রূতে, তদৈব প্রেমা গুরুর্ভবতি যদিত্থেতাবান্ মমায়াসস্ত্বৎসুখার্থমেব মমতু স্বার্থং নিষ্কামত্বাদিতি ব্রূতে তদা প্রেমলঘু ভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পুটে,—"প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োরপি দীপ এব হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্ত বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথ বা লঘুতামুপৈতি" ইতি। তত্রাসাং স্বসুখতাৎপর্য্যাভাবো "ন পারয়েঽহ"মিতি ভগবদ্বাক্যাদেব স্ববশীকার ব্যঞ্জকাদবসীয়তে। তস্য প্রেমৈকবশ্যত্বমেব সর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টং নতু কামবশ্যত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। নন্থ, পাপাদ্বিভেমি তত্রাহুঃ,—প্রণতানাং দেহিনাং পাপনাশকং তব কুতঃ পাপশঙ্কেতি ভাবঃ। নন্থ চ কঠোরেষু যুষ্মৎকুচেষু সুকুমারং মৎপদাম্বুজং ব্যথিষ্যতে তত্রাহুঃ, তৃণচরানুগং তৃণচরা গাবস্তাসামপ্যনুগচ্ছতি গাবো হি কঠোরস্থলেঽপি ঘাসং চরন্তি। যদি তত্রাপি ত্বচ্চরণস্য সহিষ্ণুতা তর্হি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি ভোজনলম্পট নিজ মিত্রকে বুভুক্ষু দেখিয়া স্নেহবশতঃ ভোজন করাইতে ইচ্ছা করিয়া চতুর্বিধ মিষ্টান্ন সংগ্রহে যত্নপর হইলে ঐ ভোজনেচ্ছুক মিত্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ বলেন—"আমার নিজের জন্যই সংগ্রহ করিতেছি, তোমার জন্য নয়।" এইরূপ ব্যবহারেই প্রেমের গুরুত্ব হয়; কিন্তু "আমার এইরূপ কষ্ট তোমার সুখের নিমিত্ত, যেহেতু আমি নিষ্কামী' এইরূপ বলিলে সেইস্থলে প্রেম লঘু হইয়া যায়। প্রেম-সম্পুটেও উক্ত আছে—প্রেমরূপ প্রদীপ রসিক নায়ক ও রসিকা নায়িকার হৃদয়রূপ গৃহকে আলোকিত করিয়া নিশ্চলভাবে প্রকাশ পায়; কিন্তু যদ্যপি উক্ত প্রেম মুখ-দ্বারদিয়া বহির্গত হয় অর্থাৎ বাক্যনিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে উহা লঘুতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রেম যদি ('আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমা বিনা বাঁচি না, এইরূপ) বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা তরলিত হয়। উহার প্রকাশ যতই না হইবে, ততই উহা অন্তরে গভীরতা ও গাঢ়তা লাভ করিবে। অতএব ব্রজদেবীগণের প্রেম এক শ্রেষ্ঠ অনির্ব্বচনীয় বস্তু। তাঁহাদের প্রেমে স্বসুখ-তাৎপর্য্যের অভাববশতঃ 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য স্ববশীকারব্যঞ্জক। অতএব সমর্থা রতিমতী ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণ-সুখতাৎপর্য্যময় প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকেন, ইহা সর্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ কামের বশীভূত, ইহা কোন শাস্ত্রেই দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, তোমাদের কুচে চরণ স্থাপন করিলে আমার পাপ হইবে, এই আশঙ্কা করি। তাই গোপীগণ বলিতেছেন—তোমার চরণদ্বয় প্রণত যে কোন জীবের পাপনাশক, সুতরাং তোমার পাপের আশঙ্কা অমূলক। কারণ যাহার নিজের পাপনাশ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার পাপের আশঙ্কা কি? (প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণম্) আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন, তোমাদের কুচযুগ

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ॥ ৮

ভাবার্থদীপিকা

৮। হে পুষ্করেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গিরা বল্গুনি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং মনোজ্ঞয়া হৃদ্যয়া গম্ভীরয়েত্যর্থঃ। মুহ্যতীরিমা নো বিধিকরীঃ কিঙ্করীঃ অধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব সংজীবয়েতি॥

সারার্থদর্শিনী

কিমুতাস্মৎ কুচেষু কুচকাঠিন্যং প্রত্যুত তস্য সুখদমিতি ভাবঃ। নন্থ, নানারত্নালঙ্কারমণ্ডিতানাং যুষ্মৎকুচানামুপরি পাদার্পণমনুচিতং তত্রাহুঃ,—শ্রিয়ঃ শোভায়া নিকেতনমিতি কুচানামলঙ্কারবর্য্যমেবৈ তদ্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। নন্থ, যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি তত্রাহুঃ,—ফণিনঃ ফণেষু অর্পিতং ত্বং কালিয়নাগাদপি ন বিভেষি কিমুত তেভ্য ইতি ভাবঃ॥৭

মূলানুবাদ

৮। হে কমললোচন! হে বীর! তোমার মধুর বাক্য বুধজনেরও মনোজ্ঞ এবং সেই মধুর বাক্যদ্বারা আমরা মোহপ্রাপ্তা হইয়া তোমার কিঙ্করী হইয়াছি। এক্ষণে অধরামৃত পান করাইয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৮। হে কমললোচন! তোমার মধুর পদাবলী সমন্বিত বুধজন-মনোজ্ঞ ও হৃদ্য বচনে আমরা মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। হে বীর! আমরা তোমার কিঙ্করী। তোমার অধরামৃত পানে আপ্যায়িত (সংজীবিত) কর।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কঠোর। আমার সুকোমল চরণ ঐ কঠোর কুচে কিরূপে অর্পণ করিব? ইহাতে আমার ক্লেশ হইবে না কি? শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তোমার ঐ চরণদ্বয় গবাদি পশুগণের অনুগমন করিয়া থাকে। তুমি যখন সেই কঠিন স্থানেও যাইতে পার, তখন আমাদের কুচ তোমার চরণের পক্ষে নিশ্চয়ই ক্লেশদায়ক হইবে না. প্রত্যুত সুখদায়কই হইবে। কারণ আমরা তোমার সুরত সুখের নিমিত্তই উদ্বিগ্ন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতে পারেন—নানা অলঙ্কারভূষিত তোমাদের কুচের উপর আমার চরণস্থাপন যোগ্য নহে। তাই বলিতেছেন—তোমার চরণ সর্ব্বশোভা-সম্পদের আশ্রয়; সুতরাং ঐ চরণ স্থাপন করিলে আমাদের কুচযুগলের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—দেখ, আমি তোমাদের পতিদিগকে ভয় করি। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তোমার চরণ কালিয়নাগের বিষময় ফণার উপরেও অর্পণ করিয়াছিলে। তাহাতে যখন তোমার ভয় ছিল না, তখন আমাদের পতিদিগকে তোমার ভয় কি? ইহাই ভাবার্থ। ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৮। তন্মুখসৌরভনিভ-তদ্ভাষিতবিশেষজনিততৎপানেচ্ছাত্মকস্য মোহপর্য্যন্তদশাগামিনস্তাপস্য পুনরনুদ্-ঘুশ্চিকিৎস্যতামাশঙ্কমানাস্তস্মিন্নেবাঙ্গসঙ্গে পেয়ৌষধমিবান্তরঙ্গ সঙ্গমনীয়ং, তন্মুখসুধাকর-সুধারসমপি প্রার্থয়ন্তে—মধুরয়েতি। অধরসীধুনাস্মানাপ্যায়স্ব, অন্যথা সদ্য এব ম্রিয়েমহীতি ভাবঃ। কুতঃ? তব গিরা স্মর্য্যমাণয়া, 'স্বাগতং বো মহাভাগা' (শ্রীভা ১০।২৩।২৫) ইত্যাদিলক্ষণয়া। 'কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে। অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥' ইত্যাদি লক্ষণয়া বা, যয়া কয়াচিদ্বা মূহুতীঃ অন্ত্যদশানুগং মোহং প্রাপ্তবতীঃ। কীদৃশ্যা গিরা? মধুরয়া স্বরবিশেষেণ বর্ণবিন্যাসবিশেষেণ প্রেমমৃদুতয়া চ প্রাণিমাত্রাণাং রুচিরতয়া। তথা বহূনি আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিসৌষ্ঠববন্তি বাক্যানি সুপ্তিঙন্তবর্গা যত্র তাদৃশ্যা; তথা বুধানামর্থজ্ঞানাং মনোজ্ঞয়াঽভিধালক্ষণাব্যঞ্জনাদিবৃত্তিপ্রতিপাদিতবস্তুরসভাবালঙ্কারার্থগাম্ভীর্য্যেণা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৮। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখের সৌরভনিভ তদীয় অধরে উচ্চারিত মধুর বচনবিশেষে ব্রজদেবীগণের সেই সুধাপানেচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছে যে, তাহাতে মোহ পর্য্যন্ত দশাগামী তীব্রতাপের উদয় হইয়াছে, তাহা দুশ্চিকিৎস্য অর্থাৎ অন্য কোন প্রকারেই চিকিৎসিত হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় তাঁহারা পূর্ব্বপ্রার্থিত প্রলেপ ঔষধের সহিত অধুনা পেয় ঔষধের ন্যায় অন্তরে সঙ্গমনীয় শ্রীকৃষ্ণমুখ-সুধাকরের সুধারসও প্রার্থনা করিতেছেন—মধুরয়েতি। তোমার মধুরবচনে আমরা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি; সুতরাং তোমার অধরসীধু পান করাইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত কর; অন্যথা আমাদের সদ্যই প্রাণবিয়োগ হইবে। কেন? তোমার মধুর বচন স্মরণ করিয়া। কেননা, পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ 'স্বাগতং বো মহাভাগা'—হে মহাভাগসকল! তোমাদের সুখাগমন হইল ত'? ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া। বিশেষতঃ তুমি শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছ—'হে রাধিকে! তুমি বাম্যস্বভাবে কঠোরা হও বা দাক্ষিণ্যবশতঃ মৃদুলাই হও, কিন্তু তুমিই আমার প্রাণ। চন্দ্রকিরণ ব্যতীত যেমন চকোরের আর গতি নাই।" ইত্যাদি লক্ষণ কতই যে মধুর বচনে আপ্যায়িত করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছি। আর এই মোহ এতই প্রবল হইয়াছে যে, অন্তর্দশার অনুবর্ত্তী মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বচন কিরূপ? তোমার বচন মধুর, স্বরবিশেষের সৌন্দর্য্যে ও মধুর বর্ণবিন্যাসে অপিচ প্রেমের মৃদুতায় প্রাণিমাত্রেরই রুচিকর। তাহাতে আবার সুন্দরপদ-সমন্বিত আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তির সৌষ্ঠবযুক্ত। তথা, সুবন্ত তিঙন্ত সমূহ আছে যাহাতে, তাদৃশধ্বনি-ব্যঞ্জনাদি সমলঙ্কৃত; সুতরাং বুধজনের (অর্থজ্ঞজনের) মনোজ্ঞ। কেবল তাহাই নহে, শব্দের অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিপাদিত বস্তুর রস, ভাব, অলঙ্কার, অর্থ-গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি দ্বারা আনন্দপ্রদ। শ্লোকস্থ 'ইমা' এই পদের ব্যঞ্জনা এই যে, ব্রজদেবীগণ যে মোহগ্রস্ত,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নন্দপ্রদয়া। ইমা ইতি প্রত্যক্ষত্বাদিনা অসন্দিগ্ধত্বং তৎকালীনত্বং চ মোহস্যোক্তং, কথমদেয়ং দাতব্যম্? ইত্যত আহুঃ—হে বীর, দয়াবীর, দানবীরেতি বা। পুষ্করেক্ষণেতি উক্তাবসরে সস্মিতবিলাস-সুন্দরদৃষ্ট্যাদিনা গির এব বিমোহনত্বমধিকমভিপ্রেতম্! তথা চ কর্ণামৃতে—'পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থ-ভঙ্গী-বল্গূনি বল্গিত-বিশালবিলোচনানি' ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, গিরা মুহ্যতীঃ, অতএব বিধিকরীঃ দাসীত্বং গতাঃ, মোহেন বিবেকাপগমাৎ। যদ্বা গিরৈব বিধিকরীঃ, অধুনা বিরহার্ত্ত্যা ইমা মুহ্যতীরিতি ॥৮॥

সারার্থদর্শিনী

৮। ভো ভো মৎপ্রাণৈকবল্লভা, রত্নবল্লভাঃ জীবাতুভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে দাসে ময়ি সন্ততহেম-প্রেমহেমশৃঙ্খলানিবদ্ধে কথমবিশ্বস্তা বিশ্বস্তা ভবত ভাবৎকং কঙ্কণমিব শস্তাং হস্তাঙ্কগতমেব মাং জানীতেতি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্তং তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাপরা আহুঃ,—মধুরয়া মাধুর্য্যব্যঞ্জকবর্ণঘটিতত্বাৎ সুশ্রবয়া বল্গূনি মঞ্জুলপদার্থবৈচিত্রী-কাণি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং বিদগ্ধানাং মনোজ্ঞয়া মনো জানত্যা গিরা বিধিকরীঃ কিঙ্করী র্ন ইমা মুহ্যতীস্তন্মাধুর্য্যাস্বাদভরাদানন্দ মোহং প্রাপ্নুবতীঃ পুনরধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব। যদ্বা, মোহং প্রাপ্নুবতীর্নঃ অধর সীধুনাপি পায়য়স্ব পুনর্ম্মোহং প্রাপয়স্বেত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহা প্রত্যক্ষ বুঝা যাইতেছে। আর এই মোহ যে মরণদশাগামী, তাহারও অসন্দিগ্ধত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই মোহদশা এখনও বিগত হয় নাই—বর্ত্তমান আছে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যদি বল, তোমরা যে অধরামৃত দান করিতে বলিতেছ, তাহা অদেয়, কিরূপে দান করিব? ইহাতেই বলিতেছেন—হে বীর! তুমি কেবল দয়াবীর নহ, দানবীরও; সুতরাং তোমার অদেয় কিছুই নাই। হে কমললোচন! এই সম্বোধন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত সবিলাস পরমসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিদ্বারা বচনেরই অধিক বিমোহনত্ব বা মোহকরত্ব অভিপ্রেত হইতেছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত কর্ণামৃতে—"হে সুন্দর! তুমি যখন মদগর্ব্বিতা গোপাঙ্গনা সকলের সহিত প্রেমালাপ কর, তখন তোমার কিশোর স্বভাবসুলভ চপলতাময় ঐ কথার পরিচ্ছেদ নাই, উহা অমৃতরসে পরিপূর্ণ, পদভঙ্গি ও অর্থভঙ্গিতে অতিমাত্র মনোরম এবং বিশাল লোচনযুগলের সঞ্চালন সহ উচ্চারিত বাক্যাবলী সুকৃতিগণের ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে থাকে।" আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা তোমারই বচনে আমাদের মোহ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব 'বিধিকরী'—আমরা তোমার কিঙ্করীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ মোহ আমাদের বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়াছে। অথবা তোমার বচনেই আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। অথবা এখন আবার তোমার বিরহার্ত্তিতে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি। ৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯

ভাবার্থদীপিকা

৯। কিঞ্চ অস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়ন্তিঃ সুকৃতিভির্বঞ্চিতমিত্যাহঃ তবেতি। কথৈবামৃতম্। অত্র হেতুঃ তপ্তজীবনম্। প্রসিদ্ধামৃতাদুৎকর্ষমাহুঃ। কবিভির্ব্রহ্মবিত্তিরপি ঈড়িতং স্তুতম্। দেবভোগ্যং অমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্। কিঞ্চ কল্মষাপহং কামকর্মনিরসনম্ তত্তু অমৃতং নৈবম্ভূতম্। কিঞ্চ শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদম্। তত্তু অনুষ্ঠানাপেক্ষম্। কিঞ্চ শ্রীমৎ সুশান্তং তত্তু মাদকম্। এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতম্ আততং যথা ভবতি তথা যে ভুবি গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ। যদ্বা এবম্ভূতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্ব্বজন্মসু বহু দত্তবন্তঃ সুকৃতিন ইত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি। যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি তেঽপি তাবদতিধন্যাঃ কিং পুনর্যে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ॥৯॥

মূলানুবাদ

৯। তোমার কথামৃত সংসারতপ্তজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-নারদাদি কবিগণ কর্ত্তৃক স্তুত, পাপনাশকারী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ, শান্তিদায়ক, পৃথিবীতে যাঁহারা তোমার সেই কথামৃত বিস্তার নিমিত্ত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদাতা।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৯। আরও, তোমার বিরহে আমাদের মরণ আসন্ন হইয়াছিল; কিন্তু সুকৃতিগণ তোমার কথামৃত পান করাইয়া সেই মরণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহাই বলিতেছেন—'তবকথামৃতং' ইত্যাদি। কথামৃত—কথাই অমৃত, তাহার হেতু এই—'তপ্তজীবনং' অর্থাৎ তাপ-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৮। "হে মৎপ্রাণৈকবল্লভাগণ! হে রত্নবল্লভাগণ! তোমরা আমার জীবাতু, সুতরাং আমি তোমাদের প্রতি উদাসীন নহি; সতত প্রেমের হেমশৃঙ্খল দ্বারা নিবদ্ধ এ-দাসের প্রতি অবিশ্বাস করিও না—বিশ্বাস স্থাপন কর। আমাকে তোমরা নিজ নিজ হস্তগত কঙ্কণের ন্যায় জানিও।" অন্তরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ আরও বলিতেছেন—আমরা তোমার অতি সুন্দর বৈচিত্র্য প্রকাশক পদলালিত্যপূর্ণ বিদ্বজ্জনের মনোজ্ঞ অর্থাৎ মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক বর্ণ-গ্রথিত সুশ্রাব্য এবং বিদগ্ধের হৃদয়বৃত্তি প্রকাশক মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া মোহিত—মাধুর্য্য আস্বাদনের আনন্দাতিশয্যে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই কিঙ্করীগণকে পুনর্বার তোমার অধর-মধু দ্বারা আপ্যায়িত কর। অথবা মোহপ্রাপ্তবতী আমাদিগকে তোমার অধরসীধু পান করাইয়া পুনরায় মোহপ্রাপ্ত করাও।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৯। অথ কথং তর্হি জীবথেত্যাশঙ্ক্য প্রেমময় স্বানুভবপ্রমাণনির্ণীততৎকথামহিমবর্ণনেন তত্র কারণমাহুঃ—তবেতি। কথৈবামৃতং অমৃতবৎ স্বতঃফলং, ফলান্তরসাধনঞ্চ। তত্তদ্রূপত্বং দর্শয়ন্তি—তপ্তান্ ত্বদ্বিরহতাপখিন্নান্, কিমুত সংসারতাপখিন্নান্ জীবয়তি, মৃত্যুপর্য্যন্তদুর্দ্দশাতো রক্ষতীতি তৎ। পূর্ব্বেষাং জীবনরূপঞ্চেতি তথা 'বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২২) ইত্যাদেঃ; 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ, কশ্মলং যযুঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।১৫) ইত্যাদেশ্চ

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

দগ্ধজনের জীবনপ্রদ। স্বর্গাদির প্রসিদ্ধ অমৃত অপেক্ষা এই কথামৃত সর্ব্বপ্রকারেই উৎকর্ষযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত। তাঁহারা দেবভোগ্য অমৃতকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আরও বলিতেছেন—উহা 'কল্মষাপহং'। অর্থাৎ কাম ও কাম্যকর্ম, এই উভয়কে বিনষ্ট করে; কিন্তু দেবভোগ্য অমৃত এবম্ভূত গুণযুক্ত নহে—কর্ম্মবাসনা বৃদ্ধি করে। আবার 'শ্রবণমঙ্গলং' অর্থাৎ তোমার কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে, তত্তৎ অনুষ্ঠানাদির অপেক্ষা নাই; কিন্তু স্বর্গের অমৃতের অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। আবার কিরূপ? শ্রীমৎ—সুশান্ত, কিন্তু স্বর্গের অমৃত মাদক। এবম্ভূত তোমার কথামৃত যাঁহারা বিস্তার করেন—নিরূপণ করেন—কীর্ত্তনরূপে দান করেন, তাঁহারাও ভূরিদা—বহুদাতা। অর্থাৎ তাঁহারা জীবনদান করেন। অথবা তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে অনেক দান করিয়া অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন বলিয়া তোমার কথামৃত জগতে সকলের নিকট কীর্ত্তন করেন; সুতরাং ভূরিদা। যাঁহারা কেবল কথামৃত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাও যখন অতি ধন্য, তখন যাঁহারা তোমাকে দর্শন করেন, তাঁহাদের ত' আর কথাই নাই; সুতরাং তুমি দর্শন দাও। ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৯। তাহা হইলে তোমরা কিরূপে জীবিত রহিয়াছ? এই আশঙ্কায় ব্রজদেবীগণ প্রেমময় স্বানুভবরূপ প্রমাণে নির্ণীত কৃষ্ণকথার মহামহিমা বর্ণনদ্বারা "কিরূপে তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন' তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, 'তব'—তোমার কথামৃত ইত্যাদি। কথামৃত—কথাই অমৃত—অমৃতবৎ স্বতঃফলরূপ এবং ফলান্তরের সাধন। স্বতঃফলরূপত্ব ও ফলান্তর সাধনরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—তপ্তজনের জীবনপ্রদ, কবিগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত, কল্মষাপহ, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বত্র পরিগীত। তপ্তজীবন—যাহারা সংসারের তাপে খিন্ন, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, যাহারা তোমার বিরহ তাপে খিন্ন, তাহাদের মৃত্যুপর্য্যন্ত অন্ত্যদশা হইতেও জীবন রক্ষা করে; সুতরাং সকলেরই জীবনস্বরূপ। 'কবিগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুত'—"পথিমধ্যে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধ কবিগণ কৃষ্ণের চরণবন্দনা করিতেছেন" ইত্যাদি লক্ষণ। আর "শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করেন, তখন ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন!" এই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দর্শনাৎ। কবিভির্ব্রহ্মশিব-চতুঃসনাদিভিরাত্মারামৈঃ, কিমুতান্যৈরীড়িতম্। বর্ত্তমানে ক্তঃ। অস্মদ্ব্রজবাসিভি-র্যদ্বর্ণ্যতে, তদেবানূদ্য শ্লাঘ্যতে, ন তু স্বয়ং বর্ণয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ, রহস্যাজ্ঞানাৎ। তথা কল্মষং সর্ব্বরোচকত্বাদি-প্রভাবময়ত্বাৎ স্বান্তরায়মপি, কিমুত সংসারহেতুপুণ্যপাপরূপং হন্তীতি তৎ। এবমেবম্ভূতমপি শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং, কিমুতার্থবিচারেণ। অতএব শ্রীমৎ সর্ব্বত উৎকর্ষযুক্তম্। আততং সর্ব্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তম্। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি, কথনরূপেণ দদতি, তে ভূরিদাঃ, সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থপ্রদাতারঃ। কিমুত গোকুলে তত্রাপ্যস্মাসু তু ত্বদ্বিরহতপ্তাসু জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ। তে চান্যত্র পূর্ব্বোক্তা ব্রহ্মাদয়ো ব্রজে সর্ব্ব এবাস্মাসু তু বিশেষতঃ সখ্য ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, অহো পরমব্যগ্রা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সকল উক্তি অনুসারে কবিগণ-কর্ত্তৃক যে কথামৃত সংস্তুত, তাহা উক্ত হইল। এস্থলে 'কবি' বলিতে ব্রহ্মা, শিব ও চতুঃসন প্রভৃতি আত্মারামগণ। অন্যের কথা কি, এই আত্মা-রামগণও সেই কথামৃতের স্তব করিয়া থাকেন। মূলে যে 'ঈড়িত' পদ আছে, তাহা 'ঈড়্' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। আর উক্ত 'ক্ত' প্রত্যয়ে বর্ত্তমান কালই সূচিত হইয়াছে। অতএব 'কবিগণ-সংস্তুত' বলিবার তাৎপর্য্য এই—আমাদের ব্রজ-বাসীসকল যাহা বর্ণনা করেন, কবিগণ তাহা অনুবাদপূর্ব্বক প্রশংসা করেন, পরন্তু স্বয়ং তাঁহারা বর্ণন করিতে অক্ষম। কেননা তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের লীলারহস্য অবগত নহেন। 'কল্মষাপহম্'—তোমার কথামৃতের এমনই প্রভাব যে, উহাতে কাহারও অরুচি হয় না।—স্ববলে সকলেরই রুচি উৎপাদন করাইয়া দেয়। রুচি উৎপাদনে অন্তরায় হইলে ঐ কথা সর্ব্বরোচকত্বাদি প্রভাবময়ত্বহেতু সংসারের হেতুভূত পুণ্য-পাপরূপ কল্মষের কথা কি, স্বীয় অন্তরায়রূপ কল্মষ (অপরাধ) পর্য্যন্ত নাশ করিয়া কথাশ্রবণে রুচির উদয় করাইয়া দেয়। 'শ্রবণমঙ্গলং'—এবম্ভূত প্রভাবসম্পন্ন বলিয়াই কথামৃত শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়, সুতরাং মঙ্গলস্বরূপ—সর্ব্বার্থপ্রদ। অর্থবিচার ত' দূরের কথা, শ্রবণমাত্রেই তত্তৎ সর্ব্বার্থ সাধন করে। অতএব 'শ্রীমৎ'—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষযুক্ত। 'আততং'—তোমার কথামৃত সর্ব্বব্যাপক—সর্ব্বত্র পরিগীত। এতদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ অমৃত হইতেও বৈলক্ষণ্য উক্ত হইল। অতএব যাঁহারা এতাদৃশ কথামৃত ভূতলে যে কোনস্থানে যে কোন লোকের নিকট কীর্ত্তন করেন—কথারূপে দান করেন, তাঁহারা ভূরিদা—সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বার্থপ্রদাতা। তাহাতে আবার যাঁহারা গোকুলে, বিশেষতঃ তোমার বিরহতাপে তাপিত আমাদের নিকটে কথামৃত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা আমাদের জীবনই দান করিয়া থাকেন। এজন্য ব্রহ্মাদি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের কথামৃত অন্যত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশেষ এই, ব্রজদেবীগণের নিকটে তাঁহাদের সখীগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

যাবদাপ্যায়য়েয়ং, তাবৎ ক্ষণং মিথো মদ্বার্ত্তয়া কালো নীয়তামিতি চেত্তত্র সত্রাসমাহুঃ—কথৈব মৃতং মৃতিঃ, কথৈব মারয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ? তপ্তং জীবনং যস্মাৎ। তপ্তে তৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। কবিভিস্তাবকৈরেব কল্মষাপহং যথা স্যাত্তথেড়িতং, তন্নাশকতয়া শ্লাঘিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, শ্রবণেনৈব মঙ্গলং মঙ্গলমিতি শ্রূয়তে ন ত্বনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। শ্রীমদাততং শ্রিয়া সৌন্দর্য্যাদিনা তৎকৃতেন মদেন নিজজনানাদরাদি-লক্ষণেন চাততং সর্ব্বতঃ প্রসৃতম্। অতো যে তদ্‌গৃণন্তি, তে ভূরিদা মহাপ্রাণঘাতকা ইত্যর্থঃ। এষা পরমার্ত্ত্যুক্তিরেব। দো অবখণ্ডনে; অতোঽধুনা ত্বদাশয়া ক্ষণং জিজীবিষূণাং তেনালমিতি ভাবঃ॥ ৯

সারার্থদর্শিনী

৯। তৎকর্ত্তৃককথায়াঃ মাধুর্য্যমহিমা কৈর্বাচ্যঃ! ত্বৎসম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতত্বয়াং স্বাদী শ্রেষ্ঠা চেত্যাহুঃ—তব কথৈব অমৃতং,—কেন? সাধর্ম্ম্যেণ তপ্তান্ মহারোগাদিসন্তপ্তান্ সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি তত্তদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ান্মোক্ষরূপাচ্চামৃতাদাধিক্যঞ্চ কবিভির্ব্বপ্রহ্লাদাদিভিঃ যা নির্ব্বর্তিস্তনুভৃতামিত্যাদিপদ্যৈরীড়িতম্। অন্যদমৃতত্বয়ং,—"সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ! মাভূৎ। কিন্ত্বন্তকাসি-লুলিতাং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইহা জানিতে হইবে। অথবা যদি বল, অহো! পরমব্যগ্রসকল! যাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমাদিগকে আপ্যায়িত করিব, তাবৎকাল তোমরা পরস্পর আমার কথায় কালক্ষেপ কর না কেন? এই আশঙ্কায় ত্রাসযুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—তোমার কথামৃত অর্থাৎ তোমার কথারূপ মৃত (মৃত্যু), —তোমার কথাই আমাদের মরণস্বরূপ। অর্থাৎ তোমার কথাই আমাদিগকে মারিয়া থাকে। উহা 'তপ্তজীবন'—জীবনকে উত্তপ্ত করিয়া থাকে। অর্থাৎ তোমার কথা শুনিলে তোমার বিরহানল কোটি-গুণে প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে মারিয়া থাকে। শ্লেষে ইহাও বলিলেন যে, তপ্ততৈলাদিতে জল প্রক্ষেপের মত তোমার কথামৃত তাপবর্দ্ধক। আর যাহারা তোমার স্তাবক, সেইসকল কবিগণই তোমার কথা 'কল্মষাপহম্' (কল্মষনাশক) বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। আরও দেখ, তোমার কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়। ইহা কেবল লোকমুখেই শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আমরা তাহা কখনও অনুভব করি নাই। আর কিরূপ? 'শ্রীমদাততং' সর্ব্বত্র পরিগীত সৌন্দর্য্যাদি ও তৎকৃত নিজজনের অনাদরাদিরূপ অহঙ্কারে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত; সুতরাং তোমার এতাদৃশ কথারূপ মৃত্যু যাহারা কীর্ত্তন করে, তাহারা ভূরিদ—ভূরিচ্ছেদক—মহাপ্রাণ ঘাতক। ('দো'ধাতু অবখণ্ডনে, ছেদনে) বস্তুতঃ ব্রজদেবীগণের এই প্রকার ব্যাজস্তুতি কেবল পরম আর্ত্তিভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল, জানিতে হইবে। অতএব অধুনা তোমার প্রাপ্তি আশায় ক্ষণকাল বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছি, সুতরাং আমাদের তোমার কথারূপ মৃত্যুর প্রয়োজন নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৯

সারার্থদর্শিনী

পততাং বিমানাৎ"ইত্যাদ্যুক্তিভির্ন রোচিতম্। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি, স্বর্গীয়ামৃতন্তু তানি ন হন্তি কামাদিবর্দ্ধকত্বাৎ, প্রত্যুত তান্যুৎপাদয়ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি শ্রবণেনৈব স্বাদুমানত্বাদভীষ্টসাধকত্বাচ্চ মঙ্গলং তদুভয়ন্তু নৈবম্ভূতম্। শ্রীমৎপ্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং, আততং প্রতিক্ষণমেব বক্তৃভির্বিস্তৃতং তদুভয়ন্তু ন তথা, যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভূরি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তব গীস্তদৈব মধুরা যদি ত্বদ্দর্শনসহিতা স্যাৎ অন্যথা

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৯। ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমার মুখবিগলিত কথামৃতের মাধুর্য্যমহিমা কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? অপিচ অন্যান্য ভক্তজন মুখে পরিগীত তৎসম্বন্ধি কথামৃতও অমৃতদ্বয় (স্বর্গের প্রসিদ্ধ অমৃত ও মোক্ষামৃত) অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু ও শ্রেষ্ঠ। তাহাই বলিতেছেন—'তব কথামৃতং'। তোমার কথাই অমৃত। যদি বল, কি সাধর্ম্ম্যে আমার কথা অমৃত হইল? উত্তরে বলিতেছেন—'তপ্তজীবনং।' অর্থাৎ তোমার কথামৃত মহারোগাদি সন্তপ্ত বা সংসারসন্তপ্তজনের জীবনপ্রদ এবং তোমার বিরহতপ্তজনের জীবনস্বরূপ, সুতরাং স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত অপেক্ষা তাহার অধিক মাধুর্য্য। সেইজন্যই ভক্তচূড়ামণিগণ তোমার কথামৃতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি কবিগণ নিরন্তর তোমার কথামৃত আস্বাদন করেন ও তাহা যে স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাও বিস্তারিতভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা,—"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং" ইত্যাদি পদ্যে শ্রীধ্রুব মহাশয় বলিয়াছিলেন—হে নাথ! তোমার কথা শ্রবণে জীবের যে পরমানন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ তোমার মহিম-স্বরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেও নাই, পুনঃপুন কালবিপ্লুত স্বর্গাদির কথা আর কি বলিব? যেহেতু উহা জীবের অশুভ সমূলে বিনষ্ট করিয়া পরম নির্বৃতিপ্রদ হইয়া থাকে"; কিন্তু স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত তদ্রূপ কীর্ত্তিত হয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র কর্ণগত হইলেই স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত কাহারও কোন মঙ্গল উৎপাদন করে না। মোক্ষামৃত অপ্রারব্ধ পাপাদি পর্য্যন্ত নাশ করিলেও প্রারব্ধ নাশ করিতে পারে না। স্বর্গীয় অমৃত কামাদির বর্দ্ধক বলিয়া প্রারব্ধ পাপ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে না, বরং সেই পাপাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। আর তোমার কথামৃতের এমনই প্রভাব যে, তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলেই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ শ্রবণেই আস্বাদ্য হয়—অভীষ্ট সাধ্য হয়—প্রেম পর্য্যন্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে। আর তোমার কথামৃত সর্ব্বদা বক্তৃগণ-কর্তৃক পরিগীত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত সেরূপ নহে। অতএব যাঁহারা তোমার কথামৃত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই ভূরিদ, অর্থাৎ বহুতর দান করেন। ইহার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহা পরিশোধ

সারার্থদর্শিনী

তু মহানর্থকরীত্যাহুঃ,—তব কথৈব মৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ তপ্তং জীবনং যতঃ। তপ্ততৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। নন্থ তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে তত্রাহুঃ,—কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতি ভাবঃ। লোককর্ত্তৃকশ্রবণেনৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নমবিনাশো যস্য তৎ, যদি জনাঃ সুধিয়স্তৎশ্রবণপরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি নঙ্ক্ষ্যত্যেবেতি ভাবঃ। শ্রীমদৈর্ধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আততং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং, অতএব ভুবি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকান্ দ্ন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্য সৌম্যা ইবোপবিষ্টা মনুষ্য মারকাং ব্যাধাদপ্যধিকা দূরত এব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি ভাবঃ। যদ্বক্ষ্যতে যদনুচরিতলীলেত্যাদি। বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতিঃ॥ ৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিতে পারা যায় না। অথবা তোমার কথা যদি তোমার দর্শনের সহিত আমাদের কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলেই মধুর হয়, অন্যথা (তোমার সমক্ষে তোমার কথা কর্ণগোচর না হইলে) তাহা মহা অনর্থকরী হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—"তব কথৈব মৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ।" তোমার কথাই মরণ—কেননা, তোমার কথা শ্রবণে তোমার বিরহানল শত শত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া জীবন সন্তপ্ত করিয়া থাকে। তপ্ততৈলাদিতে জলপ্রক্ষেপ করিলে যেমন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তোমার কথা শ্রবণমাত্রই বিরহানল প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আচ্ছা, তাহা হইলে পুরাণাদি শাস্ত্রে আমার কথামৃতের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'কবিভিঃ' ইত্যাদি। ব্যাসাদি কবিগণকর্ত্তৃক তোমার কথামৃত সংস্তুত বটে; কিন্তু কবিগণের বর্ণনমাত্রই স্বভাব অর্থাৎ তাঁহাদের বর্ণন করা স্বভাব বলিয়াই কথামৃতেরও তাদৃশ বর্ণনমাত্রই হইয়াছে। আর তোমার কথা 'কল্মষাপহং'—শ্রবণদ্বারাই দুঃখভোগ হইতেই প্রাচীন পাপ বিনষ্ট হয়। আর 'শ্রবণমঙ্গলং'—লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তোমার কথা শ্রবণে মঙ্গল হয়; কিন্তু আমরা কখনও তাহা অনুভব করি নাই। তাহা মঙ্গল, (স্বস্ত্যয়ন বা অবিনাশ) যদি বিজ্ঞজন সেই কথামৃত শ্রবণের পরিণাম দুঃখ বিচার করিয়া শ্রবণ না করে, তবে তাহা নষ্টই হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই—"শ্রীমদৈর্ধনমদান্ধৈ দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আততং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং।' অর্থাৎ ধনমদান্ধ দুর্জ্জনগণই 'লোক সকল মরুক্' এই অভিলাষ করিয়া প্রচুর ধনব্যয়ে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণকথকদিগকে সংস্থাপন করিয়া তোমার কথা প্রচার করিয়া থাকে।" অতএব এই জগতে

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০

ভাবার্থদীপিকা

১০। নন্থ মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত কিং মদ্দর্শনেন। ন। ত্বদ্বিলাসক্ষুভিতচিত্তা বয়ং তত্রাপি শান্তিং ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি। হে প্রিয় কুহক কপট! সংবিদঃ সঙ্কেতনর্ম্মাণি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১০। তত্র প্রথমেঽর্থে—নন্থ বিচারলুব্ধাঃ দুর্ল্লভে ময়ি কথমেতাবন্তং অনুরাগং কুরুথ? যদি কুরুত্ত, তদা মৎকথাশ্রবণেনৈব নির্বৃতা ভবত ইত্যাদিকমাশঙ্ক্য তেনানির্বৃতৌ তস্যৈব পূর্ব্বানুরাগময়ং চরিতং দূষয়ন্তি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়েঽর্থে—আশয়াপি চিরং জীবিতুং ন শক্নুম ইত্যাহুঃ—প্রহসিতমিতি, ভাবে ক্তঃ। বীক্ষিতমিত্যত্র বীক্ষণমিতি তু ক্বচিৎ পাঠঃ। প্রথমতঃ প্রহসিতং তাসাং দর্শনমাত্রেণ ভাবোল্লাসাৎ প্রকৃষ্টং, সহজস্মিতাৎ কিঞ্চিদুদ্ভটং হসিতম্। কীদৃশম্? ততঃ প্রেম্ণা বীক্ষিতং যত্র তাদৃশং, ততো বিহরণং সখিভিঃ সহ ক্রীড়াবিশেষঃ, তচ্চ কীদৃশম্? ধ্যানে মঙ্গলং, তদনুচিন্তনে আশাবন্ধকারকং, নিজভাবাভিব্যঞ্জনাময়ত্বাৎ। ততশ্চ রহসি সম্বিদঃ,

মূলানুবাদ

১০। হে প্রিয়! হে কুহক! যাহা চিন্তা করিলে মঙ্গল হয়, সেই তোমার হাস্য, সেই সপ্রেমদৃষ্টি, সেই বিহরণ, সেই নির্জনে উচ্চারিত হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতবচন স্মরণ করিয়া আমাদের মন ক্ষুভিত হইতেছে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১০। আচ্ছা, তাহা হইলে আমার কথা শ্রবণেই শান্তিলাভ কর, দর্শনের প্রয়োজন কি? তাহাতেই বলিলেন, তোমার বিলাসসমূহ আমাদের মন ক্ষুব্ধ করিতেছে, সুতরাং সেই কথা শ্রবণেও শান্তি হইবে না। ইহাই 'প্রহসিতং' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, হে প্রিয়! হে কপট! সম্বিদ—নর্ম্মসঙ্কেত।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

যাহারা সেই কথা কীর্ত্তন করে, তাহারা ভূরিদ অর্থাৎ শ্রোতৃ সকলকে বিনাশ করিয়া থাকে। (দ্যুতি প্রাণান্ খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি) এইরূপে তাহারা তোমার কথাজাল বিস্তার করিয়া সৌম্যের ন্যায় উপবিষ্ট মনুষ্যমারক ব্যাধ অপেক্ষা অধিক দূরেই সুধীগণের উপেক্ষনীয় হইয়া থাকে, ইহাই ভাবার্থ। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণকথার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুচরিত লীলাদির দোষোদ্গারে ব্রজদেবীগণের প্রগাঢ় বিরহার্ত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকথার ও কথকের সর্ব্বোৎকর্ষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ব্যাজস্তুতি জানিতে হইবে।৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

দূরতঃ স্বয়ং নির্জনে গত্বা বেণ্বাদিনা নর্ম্মোক্তয়ঃ; তাশ্চ কীদৃশ্যঃ? যা হৃদিস্পৃশো হৃদয়ঙ্গমা ইতি সর্ব্বতোঽন্তরঙ্গত্বং দর্শিতম্। যচ্ছব্দোঽত্র চমৎকার-বিশেষার্থঃ। ততো লিঙ্গবিভক্তিবিপরিণামেন পূর্ব্বপূর্ব্বত্রাপ্যনুষঙ্গনীয়ঃ। তেষু যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্। কুহকেতি উদর্কে দুঃখময়ত্বাৎ, তদুচ্চতরকুহকানাময়মেবেতি ভাবঃ। ন ইতি তত্র

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১০। (পূর্ব্বোক্ত দুইপ্রকার অর্থের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থানুসারে) যদি বল, হে বিচারলুব্ধাগণ! আমি দুর্লভ, ইহা জানিয়াও তোমরা কেন আমার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছ? আর যদি অনুরাগই প্রকাশ কর, তবে কেন আমার কথা শুনিয়াই সন্তুষ্ট রহিতে পার না? এই আশঙ্কায় ব্রজদেবীগণ বলিতেছেন—আমরা যে তোমার কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না, তাহার একমাত্র কারণ তুমি, তোমার পূর্ব্বরাগময়-চরিত্রেরই দোষ। ইহাই তিন শ্লোকে কৃষ্ণচরিত্রে দোষারোপ করিতেছেন। সম্প্রতি দ্বিতীয় প্রকার অর্থানুসারে—হে প্রিয়! তোমার সপ্রেম নিরীক্ষণ, সুন্দর হাস্য প্রভৃতি আমাদের মন ক্ষুভিত করিতেছে। আর তোমাকে পাইব, এই আশায়ও আমরা যে বহুদিন জীবিত থাকিব, তাহা নহে। তাহাই বলিতেছেন—'প্রহসিতং' ইত্যাদি।' হে প্রিয়! তোমার মধুর হাস্যে আমাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। প্র-পূর্বক হস্ ধাতুর ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'প্রহসিত' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন কোন পুথিতে "প্রেমবীক্ষণ" পাঠ দেখা যায়। 'প্রহসিত'—প্রথমতঃ আমাদের দর্শনমাত্রেই ভাবোল্লাস হেতু তোমার প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সহজস্মিত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ভট হাস্য। তাহা কিরূপ? 'প্রেমবীক্ষিত'। প্রেমহেতু বিশেষরূপে ঈক্ষণ অর্থাৎ প্রেমের সহিত অবলোকন রহিয়াছে যাহাতে, তাদৃশ মধুর হাস্য। প্রথমে হাস্য করিয়া তারপরে আমাদের প্রতি সপ্রেম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাক। তাহার পরে 'বিহরণ'—সখীগণের সহিত ক্রীড়াবিশেষ। সেই বিহরণ কিরূপ? 'ধ্যানমঙ্গলময়'—ধ্যানে (অনুচিন্তনে) মঙ্গল (আশাবন্ধকারক)। অতএব এই ক্রীড়াবিশেষ স্মরণ করিলে হৃদয়ে তোমাকে পাইবার আশা উদিত হয়। যেহেতু উহা তোমার নিজভাবের অভিব্যঞ্জনাময়। অর্থাৎ উহার দ্বারা আমাদের প্রতি তোমার মানসিক ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই তোমার সহিত মিলনের জন্য অন্তরে তীব্র লালসার উদয় হইয়াছে। তাহার পরে 'রহসি সংবিদ'—নির্জ্জনে নর্ম্মবচন। অর্থাৎ স্বয়ং কোন দূরবর্ত্তী নির্জ্জনস্থানে বসিয়া বেণুর দ্বারা যে নর্ম্মালাপ। তাহা কিরূপ? তাহা মর্ম্মস্পর্শী—সেই মিলন-সঙ্কেত আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইত। এইরূপে সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গত্ব এবং 'প্রহসিত' প্রভৃতি সঙ্কেতেরও হৃদয়স্পর্শিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইলে মূলে যে, 'হৃদিস্পৃশঃ' পদ আছে, তাহার লিঙ্গ ও বিভক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বহূনামন্তভবং প্রমাণয়ন্তি, ক্ষোভয়ন্তি আকুলয়ন্তি, হি নিশ্চিতং, ক্ষোভণে হেতুঃ—প্রিয় হে লোভনেত্যর্থঃ। এবং ত্বদেকপ্রিয়ত্বেন বয়ং সদা মনঃক্ষোভদুঃখং লভামহে, ত্বং পুনরস্মান্ বত বঞ্চয়স ইত্যাশয়েন চ সম্বোধয়ন্তি—হে কুহকেতি ॥ ১০ ॥

সারার্থদর্শিনী

১০। অস্মাকন্তু ত্বদ্দর্শনং বিনা ত্বৎসম্বন্ধি বস্তুমাত্রমতিদুঃখদমিত্যাহুঃ,—প্রহসিতমিতি। বিহরণং সম্প্রয়োগঃ। যাশ্চ সংবিদঃ সংলাপনর্ম্মাণি হৃদিস্পৃশ ইতি ত্বং দুঃখদত্বাদ্বিস্মর্ত্তুমিষ্টা অপি ন বিস্মর্ত্তুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। ধ্যানেনাপি মঙ্গলং পরমসুখদমিতি চতুর্থমপি বিশেষণং মনঃ ক্ষোভয়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি। এতানি মনসি প্রবিশ্য সদ্যঃ সুখং দত্ত্বা তদ্দ্বিতীয় ক্ষণ এব মহাদুঃখং দদত্যতএব হে কুহক, কুহকদত্তবটকান্যপি সদ্যঃ পরমস্বাদূন্যপ্যায়ত্যাং পরমদাহকানি প্রাণঘাতকানীত্যর্থঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

'প্রহসিত' প্রভৃতি পদের সহিত যথাযোগ্য অন্বয় করিতে হইবে। যেহেতু ঐ প্রহসিত প্রভৃতি সমস্তই হৃদয়স্পর্শী, তবে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। যেমন হাস্য অপেক্ষা ঈক্ষণ এবং ঈক্ষণ অপেক্ষা বিহার ও তদপেক্ষা নর্ম্মালাপ শ্রেষ্ঠ। মূলের 'যৎ' শব্দ চমৎকার বিশেষের দ্যোতনা করিতেছে, কুহক—কপট। কেননা, সেই মধুর হাস্যাদি পরিণামে দুঃখময়। অর্থাৎ উক্ত ব্যাপারে তোমার কুহক ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহা আমাদের মধ্যে সকলেই অনুভব করিয়াছে, সুতরাং আমরাই প্রমাণ। 'হি' শব্দ নিশ্চয়ে। এই সকল আমাদের মন ক্ষুব্ধ করিতেছে। আমরা একমাত্র তোমাতেই আসক্ত বলিয়া নিরন্তর মনঃ ক্ষোভ দুঃখলাভ করিতেছি। তাহাতেই বলিলেন—হে প্রিয়! হে লোভন! হে কুহক! তুমি আমাদের একমাত্র প্রিয় হইয়াও এখন তুমি আমাদের সর্ব্বদা বঞ্চনা করিতেছ, এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—হে কুহক! ১০

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১০। আমরা কিন্তু তোমার দর্শন বিনা পরিতুষ্ট হইতে পারিতেছি না। কেননা তোমার অদর্শন সময়ে তোমার সম্বন্ধীয় যে কোন বস্তুর দর্শনই আমাদের পক্ষে দুঃখকর হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—'প্রহসিতম্' ইত্যাদি। তোমার সেই মৃদু মধুর হাসি, সেই সপ্রেম কটাক্ষ, আমাদের সহিত তোমার বিহার (সম্প্রয়োগ), নির্জ্জনস্থানে আমাদের সহিত তোমার সেই নর্ম্মপূর্ণ সংলাপ, যাহা আমাদের হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে তোমার অদর্শনের জন্য তাহা কষ্টদায়ক হইয়াছে। এইরূপ তোমার যাবতীয় মর্ম্মস্পর্শী নর্ম্মালাপ দুঃখপ্রদ হইয়াছে।

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্ নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১

ভাবার্থদীপিকা

১১। কিঞ্চ ত্বয়ি বয়মতিপ্রেমার্দ্রচিত্তাস্ত্বং পুনরস্মাসু কেন হেতুনা কপটমাচরসীত্যাহুঃ শ্লোকদ্বয়েন। চলসীতি হে নাথ হে কান্ত যদ্ যদা ব্রজাচ্চলসি পশূংশ্চারয়ংস্তদা তন্নলিনসুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি নো মনঃ কলিলতামস্বাস্থ্যং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। এবম্ভূতাস্ত্বদ্দুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ম্ ॥১১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১১। তচ্চ ভবতা ক্ষোভদানং সংযোগ-বিয়োগয়োরবিশেষমেব, ন তু কাদাচিৎকমিত্যাহুঃ—চলসীতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজাদিতি—ততশ্চলনমারভ্যাগমনপর্য্যন্তমেব কলিলতা সূচিতা। পশূংশ্চারয়ন্নিতি বিবিধানামনন্তানাং তেষাং চারণার্থং বর্ত্ম পরিত্যাগেনেতস্ততো ভ্রমণাচ্ছিলাদিভিরবসাদঃ সম্ভাবিতঃ। তথা পশুতয়া নির্ব্বুদ্ধিত্বেন

মূলানুবাদ

১১। হে নাথ! হে কান্ত! তুমি যখন পশুচারণের নিমিত্ত ব্রজ হইতে বনে গমন কর, তখন তোমার নলিনসুন্দর কোমল চরণ শিলাখণ্ড, তৃণ ও শস্যের অঙ্কুর দ্বারা ব্যথিত হইবে, এই ভাবিয়া আমাদের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ১১।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১১। আরও দেখ, আমরা তোমাতে অতিশয় প্রেমার্দ্রচিত্তা; কিন্তু তুমি কিজন্য আমাদের প্রতি কপটাচরণ করিতেছ? ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—হে নাথ! (কান্ত) তুমি যে সময়ে গোচারণ করিবার জন্য ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, সেই সময়ে তোমার কমল হইতেও সুকোমল চরণতল পাছে শিলা ও তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া ব্যথা পায়, এই ভাবিয়া আমাদের মন কলিলতা (অস্বাস্থ্য) প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সমস্ত দিন আমাদের চিত্ত তোমার দুঃখের আশঙ্কায় অতিবাহিত হয়। ১১।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কিন্তু হৃদয়ে গাঁথা হইয়া যাওয়ার জন্য আমরা তাহা ভুলিতে ইচ্ছা করিলেও ভুলিতে পারিতেছি না। 'স্মরণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ—পরমসুখদ' ইত্যাদি চারিটি বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত অন্বিত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমার মৃদুহাস্য, সপ্রেম দৃষ্টি, স্মরণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ তোমার বিহার এবং নির্জ্জনে বাদিত বংশীর হৃদয়স্পর্শী সঙ্কেতবচন, আমাদের মন ক্ষুব্ধ করিতেছে। তোমার এই সমস্ত আচরণ আমাদের মনে প্রবেশ করিয়া সদ্য সুখদান করে বটে; কিন্তু পরক্ষণেই মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেয়। অতএব হে কুহক! কুহক-দত্ত পদার্থও আপাত সুখপ্রদ হইয়া পরিণামে পরম দাহক ও প্রাণঘাতক হয়। ১০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তে ত্বৎপাদাব্জদুর্গমপথেঽপি বত ভ্রমন্তীতি শ্লেষেণ সূচিতম্। শিলং পতিত-সশৃঙ্গ-বন্যধান্যাদিকম্; 'অঝিল্লিকণ্টক-বনম্' ইত্যাদি হরিবংশোক্তেঃ। সর্ব্বত্র কণ্টকাভাবাত্তু ন তদুল্লেখঃ। নাথ হে ব্রজেশ্বরেতি তত্তদ্ব্যাযুক্তমিবেতি। কান্তেতি—অস্মৎকোমলকর-স্পৃশ্যমেব তদিতি প্রেমসম্বোধনদ্বয়ম্। কলিলতায়াং হেতুবিশেষঃ। যদ্বা, নাথত্বেন সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং কান্তত্বেন চ বিশেষতোঽস্মাকমিতি ভাবঃ। যদ্বা, নাথ, এবং প্রিয়জনোপতাপক। নন্থ বিবেকিন্যস্তর্হি অবসাদহেতুমদ্বিষয়কচিন্তা ত্যজ্যতাং, তত্রাহুঃ—কান্তেতি. প্রিয়জনচিন্তায়া বিবেকেঽপ্যপরিহার্য্যত্বাৎ। যদ্বা, কলিলতাগমনে হেতুঃ—নাথ হে প্রাণেশ্বর ইতি। নন্থ 'যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১১। তুমি যে আমাদিগকে ক্ষোভদান করিয়া থাক, তাহা কদাচিৎ নহে। কি সংযোগ কি বিয়োগ উভয় অবস্থাতেই তুল্যভাবে, ইহার তারতম্য কোন সময়েই দেখিতে পাই না। ইহাই 'চলসি' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন—যখন তুমি গোচারণ করিবার জন্য ব্রজ হইতে বনে চলিয়া যাও। 'ব্রজ' শব্দ দ্বারা ব্রজ হইতে বনগমনাবধি পুনরাগমন পর্য্যন্ত কলিলতা (কাতরতা) সূচিত হইয়াছে। এই পশু সংখ্যায় অনন্ত, সেই সকল পশু চরাইবার নিমিত্ত তোমাকে গমনাগমনের পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথেও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাতে তোমার কোমল চরণতলে শিল-তৃণাদি বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনায় আমরা কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। শ্লেষে ইহাও সূচনা করিলেন যে, হায়! তাহারা পশু, বুদ্ধিশূন্য সুতরাং নির্বুদ্ধিতা বশতঃ ইহারা তোমার পাদপদ্মের দুর্গম পথেও ভ্রমণ করাইয়া থাকে। শিল—শব্দের অর্থ শিলা কিংবা সশৃঙ্গ পতিত ধান্যবিশেষ। শ্রীহরিবংশে উক্ত আছে—'সূর্য্যাকিরণশূন্য কণ্টকবন, কিন্তু বনভূমির সর্ব্বত্রই যে কণ্টকময়, তাহা নহে; সেজন্য এইস্থানে কণ্টকবনের নির্দ্দেশ করেন নাই। হে নাথ! তুমি যখন সমস্ত ব্রজবাসীর অধীশ্বর, তখন তুমি যে পদকমলের এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিবে, তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। হে কান্ত! সেই কোমল চরণ কেবল আমাদের কোমল করেরই স্পর্শযোগ্য। এস্থলে 'নাথ' ও 'কান্ত' এই প্রেম-সম্বোধন দ্বয়ের তাৎপর্য্য, তোমার কষ্টের কথা ভাবিয়া যে আমাদের দুঃখ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অথবা হে নাথ! (নাথ্ ধাতুর অর্থ সন্তাপক) হে প্রিয়জনের সন্তাপক! যদি বল, হে বিবেকিগণ! তোমরা আমার চরণে ব্যথা হইবে বলিয়া যে চিন্তা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। তাহাতেই বলিতেছেন—হে কান্ত! বিবেকাবস্থাতে প্রিয়তমজনের চিন্তা পরিত্যাগ করা যায় না। কলিলতার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—হে নাথ! হে প্রাণেশ্বর! আমরা যদি তোমাকে প্রীতি না করিতাম, তাহা হইলে তোমার

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥' ইত্যাদিবচনেন প্রীতের্দোষত্বপ্রতিপাদনাৎ। প্রীতিরেব নিরস্যতাম্, তত্রাহুঃ - মনো গচ্ছতীতি, সঙ্কল্পমাত্রাত্মকং তন্নাস্মাকং বুদ্ধিবৃত্তিং বিবেকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ। নন্থ মনোঽপি যুষ্মাকমেবেত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি ন দোষ - ইত্যাহুঃ—কান্ত হে মনোহর ইতি। অতো বনভ্রমণং বিহায়াত্র দ্রুতমেহীতি ভাবঃ॥ ১১॥

সারার্থদর্শিনী

১১। কিঞ্চ, ত্বং ন কেবলমধুনৈব দুঃখয়স্যপি তু অন্যদপি স্বমপিদুঃখয়িত্বা অস্মভ্যং দুঃখং দাতুং যতসে ইত্যাহুঃ - চলসীতি। যৎ যদা তদা নলিনাদপি সুন্দরং সুকুমারং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি সম্ভাব্য মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি। যদ্বা, কলিং কলহং লাতি গৃহ্লাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ কলিলতা, তাং অস্মাভিরেব সহাস্মন্মনঃ কলহং করোতীত্যর্থঃ। সচ কলির্যথা.—অরে মনঃ, স যদি বনে ভ্রমণাৎ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

চরণে বেদনা অনুভব করিয়া আমাদের কোনই দুঃখ হইত না। যদি বল, প্রাণিগণ পরস্পর সম্বন্ধ বশতঃ যত জনকে আপনার প্রিয় বলিয়া মনে করে, তাহাদের হৃদয়ে ততগুলি শোকশঙ্কু (গোঁজ) প্রোথিত হইয়া থাকে।" এই যুক্তি অনুসারে প্রীতি যে দোষাবহ, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের যে প্রীতি আছে, সেই প্রীতিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিয়া দাও। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—তোমার অনিষ্ট আশঙ্কায় আমাদের মন স্বভাবতঃ কলিলতা প্রাপ্ত হয়। কেননা, এই মন সঙ্কল্পাত্মক এবং বিবেক বুদ্ধির বৃত্তি, আমাদের সেই মন বিবেক বুদ্ধির অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। যদি বল, সেই মন ত' তোমাদের। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, মনেরও কোন দোষ নাই। যেহেতু তুমি 'কান্ত' অর্থাৎ মনোহর, তুমি যে সেই মনকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছ, মন আর আমাদের কাছে নাই। অতএব তুমি বনে বনে ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত গতিতে আমাদের নিকটে আগমন কর, ইহাই ভাবার্থ। ১১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১১। তুমি যে কেবল অধুনা আমাদিকেই দুঃখ-দান করিতেছ এমন নহে, নিজেকেও দুঃখ দিয়া আমাদের দুঃখ উৎপাদনে যত্ন করিতেছ। ইহাই বলিতেছেন—'চলসি' ইত্যাদি। তুমি যখন পশুচারণের জন্য ব্রজ হইতে চলিয়া যাও, তখন তোমার নলিন হইতেও সুকুমার ও সুকোমল চরণতলে শিল (শস্যমঞ্জরী) ও তৃণাঙ্কুর দ্বারা ক্লেশ হইতেছে, সম্ভাবনা করিয়া আমাদের মন ব্যাকুল (অস্বাস্থ্য প্রাপ্ত) হয়। অথবা 'কলিং কলহং লাতি গৃহ্লাতি ইতি

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

সারার্থদর্শিনী

খিদ্যতি তদা ব্রজান্নিঃসৃত্য নিত্যমেব তত্রৈব কিং যাত্যতস্ত্বং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি। অয়ি নির্বুদ্ধয়ো গোপালিকাঃ তস্য চরণতলদ্বয়ং স্থলকমলাদপি সুকুমারং ভবত্যেবং বনে চ শিলতৃণাঙ্কুরশর্করাঃ সন্ত্যেব কথং পীড়া ন স্যাৎ? অরে মুগ্ধ, স সুকোমলবালুকে পথি পথ্যেব ভ্রমতি। অয়ি নির্ব্বিবেকাঃ গাবঃ কিং পথি পথ্যেব ঘাসং চরন্তি। অরে প্রেমান্ধ স চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাদ্যুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ। অয়ি প্রেমগন্ধেনাপি রহিতা, যত্নাবেগবশাদ্ভ্রমাদ্বা তদুপরি পাদঃ পতেৎ তদা কিং স্যাৎ। ভো ভ্রাতশ্চেতঃ, সত্যং ব্রূষে। এতাবদ্দুঃখমনুভবিতুমেব জীবন্ত্যো বিধাত্রা বয়ং সৃষ্টাঃ। ভো দুঃখিন্যঃ, খলু জীবত যূয়ং, অহন্তু যুষ্মৎপ্রাণৈঃ সার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিঃসৃত্যাধুনৈব যামীতি ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ

১২। হে বীর! দিবা অবসানে যখন তুমি বন হইতে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার গোধূলি-ধূসরিত নীল অলকাবৃত বদনকমল আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কাম জন্মাইয়া থাক।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তদ্‌ভাবঃ কলিলতা', এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ—আমাদের সহিত আমাদের মন এইরূপ কলহ করিয়া থাকে—'ওরে মন! সে যদি বনে বিচরণ করিয়া ক্লেশ পায়, তাহা হইলে ব্রজ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রতিদিনই কি সেইস্থানে যাইবে? অতএব তুমি বৃথা কেন খেদ করিতেছ? 'অয়ি নির্বুদ্ধি গোপালিকাসকল! তাঁহার দুই চরণতল স্থলকমল হইতেও সুকুমার ও সুকোমল এবং বনপথে শিল, তৃণাঙ্কুর ও শর্করা (কঙ্কর) প্রভৃতি অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং কেনই বা পীড়া হইবে না?' 'ওরে মুগ্ধ মন! সেই শ্রীকৃষ্ণ কোমল বালুকাময় পথে পথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।' আচ্ছা, ইহাই যেন হইল, কিন্তু গো-সকল বিবেকহীন, তাহারা কি আর পথে পথে ঘাস খাইবে?' 'ওরে প্রেমান্ধ! গো-সকল বিবেকহীন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত' চক্ষুষ্মান্, সুতরাং শিল-তৃণাদির উপর পদক্ষেপ করিবেন কেন?' 'অয়ি প্রেম-গন্ধমাত্র-রহিতা! তিনি যদি আবেগবশতঃ বা ভ্রমক্রমে শিলাদির উপর চরণ অর্পণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে? 'হে ভ্রাতঃ মন! তুমি সত্যই বলিয়াছ। এই সকল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই বিধাতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখনও জীবিত রহিয়াছি। 'অয়ি দুঃখিনীসকল! তোমরা দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই জীবিত থাক, কিন্তু আমি তোমাদের প্রাণের সহিত দেহ হইতে নির্গত হইয়া এখনই চলিয়া যাইব।' ১১

ভাবার্থদীপিকা

১২। ত্বন্তু দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ঘনরজস্বলং গোরজশ্ছুরিতং বনরুহাননম্ অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্মুহুর্দর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং ষচ্ছসি অর্পয়সি। নতু সঙ্গং দদাসীতি কপটস্ত্বমিতি ভাবঃ ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১২। দিনস্য পরিতঃ ক্ষয়ে অত্যন্তপ্রান্তে সতীতি দুঃখাধিক্যং সূচিতং, নীলাঃ কুন্তলা অলকাস্তেষাং ললাটোপরি শ্রীমুখস্যাবরণেন শোভাভরাপাদনাৎ তৈরাবৃতমিতি সহজপরমসৌন্দর্য্যমভিপ্রেতম্, অতএব ঘনরজস্বলং, 'ধনং গোধনবিত্তয়োঃ' ইতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতমিতি। রজসাপি তদুল্লাসোঽভিপ্রেতঃ, পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবিতিবৎ। বিশেষতস্তু গোপোচিতবেশস্য তস্য গোপীজাতিষু স্বেষূদ্দীপনত্বাদনুবাদঃ। ততশ্চ সামান্যতঃ স্মরার্পণে হেতুঃ, বিশেষতস্তু দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈরিতি দর্শয়ন্নিতি চ পূর্বস্য কামোদয়বেলাত্বাৎ,

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১২। আবার দিনশেষে সায়ংকালে নীলকুন্তলে আবৃত, গোধূলি-ধূসরিত মুখকমল যেন অলিকুলে আকুল ও পরাগপুঞ্জ চ্ছুরিত হইয়াছে, সেই কমলানন আমাদিগকে বারম্বার দেখাইয়া হৃদয়ে কেবল স্মরব্যথাই অর্পণ করিয়া থাক; কিন্তু সঙ্গদানে সম্মত হও না। সুতরাং তুমি কপট!

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১২। দিন পরিক্ষয়ে—দিবসের সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় হইলে, অর্থাৎ দিবসের অত্যন্ত অবসানে সায়ংকালে, ইহার দ্বারা ব্রজদেবীগণের দুঃখাধিক্য সূচিত হইয়াছে; তাহাতেই বলিতেছেন—নীলকুন্তলে আবৃত বদনকমল ইত্যাদি। নীল কুন্তল ললাটের উপরিভাগে পতিত হইয়া শ্রীমুখের আবরণ করত তাহার শোভা সম্পাদন করিয়াছে। 'নীল কুন্তলে আবৃত' এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য্য অভিপ্রেত হইয়াছে। আর গাভীগণের চরণোত্থিত ধূলিপটলে ধূসরিত শ্রীমুখের নিরুপম সৌন্দর্য্যের উল্লাসভরেই যেন 'ধনরজস্বলং' উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'ধন' শব্দে গোধন বুঝায়। বিশ্বপ্রকাশেও 'ধন' শব্দে 'গোধন ও বিত্ত' উক্ত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে—পঙ্করূপ অঙ্গরাগে উভয় ভ্রাতার সুন্দর বদন অধিকতর সুন্দর দেখাইত; এই স্থানেও সেইরূপ গো-ধুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গোপজাতি ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গোপোচিত বেশই উদ্দীপক, এজন্য তাদৃশ গোপবেশের উল্লেখ করিলেন। আর ইহা দ্বারা স্মরোন্মেষ সূচিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাও স্মরার্পণের সামান্য হেতু। বিশেষ হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—'দিনপরিক্ষয়ে নীল কুন্তলৈ' এই পদ এবং 'দর্শয়ন্' এই পদদ্বারা স্মরোদয়ের বিশেষ হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

উত্তরস্য চ ভাবাতিশয়সূচকত্বাৎ। যদি চাদর্শয়ন্ স্বগৃহান্তঃ প্রবিশসি, তথাপি তাদৃশং কামার্পণং ন স্যাদিতি ভাবঃ, তত্রাপি মুহুরিতি। গোসম্ভালনাদিচ্ছলেন পুনঃ পুনঃ পরিতো বহুধা নিরীক্ষণেন স্মরার্পণস্যাপি পৌনঃপুন্যং দর্শিতম্। তচ্চ কথঞ্চিৎ বিচারভরেণ সম্বরীতুমীহ্যমাণস্যাপি তস্য মুহুরুদ্ভটীকরণং, মনসীতি স্মরস্যাত্যন্তমনোব্যাপকত্বমপ্রতিকার্য্যত্বঞ্চ, শ্লেষেণ স্মরমিতি যঃ কান্তজন-স্মরণমাত্রেণ ক্ষোভকঃ, তং সাক্ষাদ্যচ্ছসীতি তস্য মহত্ত্বং সূচিতম্। তত্র সামর্থ্যং দর্শয়ন্তি—হে বীরেতি; তত্রৈব তব বীরত্বং, ন ত্বন্যত্রেতি সপ্রণয়-রোষনর্ম্ম ধ্বনিতম্। বস্তুতস্তু তাদৃশত্ব স্বীয়ভাবোদ্দীপনমিতি ভাবস্য ভাবনৈব মুহুরনুনুদতে। অহো ব্রজান্তস্তাদৃশবেশদর্শনেনাপি স্মরোহভূৎ। অধুনা চ বনান্তর্নিশিরত্যর্থনাগরবেশেন, তত্রাপি বিরহে স্মরণবিশেষেণাসৌ বর্দ্ধেতৈবেতি বিলম্বং মা কুরু ইতি ভাবঃ। এবং শ্লোকদ্বয়েঽস্মিন্নিদমপি ব্যজ্যতে—নিত্যমেবাস্মদভীষ্টমপূরয়ি-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সায়ংকাল কামোদয়ের কাল, তাহাতে আবার ভাবাতিশয়ের অভিব্যঞ্জক শ্রীমুখ প্রদর্শন। ভাবার্থ এই—যদি তুমি তোমার শ্রীমুখকমল না দেখাইয়া নিজ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে, তাহা হইলে তাদৃশ কামার্পণ হইত না, কিন্তু তুমি সেই মুখমণ্ডল ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখাইয়াছ। অর্থাৎ গো-সম্ভালনাদি ছল করিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বারম্বার দেখাইয়াছ। ইহা দ্বারা স্মরার্পণের পৌনঃপুন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা বিচারভরে সেই স্মরভাবকে কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেও তোমার শ্রীমুখ বারম্বার দর্শন করাও বলিয়া সেই স্মরভাব উদ্ভটরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। 'মনসীতি'—সেই স্মর অত্যন্ত মনোব্যাপক বলিয়া আমরা কিছুতেই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারি না—বর্দ্ধন ভিন্ন হ্রাস হয় না। ইহা দ্বারা কামের অপ্রতিকার্য্যত্ব এবং ব্যাপকত্ব সূচিত হইল। 'স্মর'—যে স্মরণ করাইয়া দেয়, এই অর্থে স্মর। শ্লেষে বলা হইল যে, যে কান্তজনের স্মরণমাত্রেই ক্ষোভক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাকেই অর্পণ করিয়া থাক। এতদ্বারা কামেরও মহত্ত্ব কথিত হইল। এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য দর্শাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—হে বীর! তোমার যত কিছু বীরত্ব, তাহা স্মরশর-বর্ষণেই, অন্য বিষয়ে নহে। ইহার দ্বারা ব্রজদেবীগণের প্রণয়রোষ সহকারে নর্ম্ম ধ্বনিত হইল। বস্তুতঃ তাদৃশ বীরত্ব কিন্তু ব্রজদেবীগণের নিজভাবের উদ্দীপন মাত্র। এইজন্য ভাব দ্বারা ভাবের উন্মেষ হয়, তাই তাঁহারা ঐ ভাবের অভিব্যঞ্জক বীরত্বের কথা পুনঃপুন বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, অহো! আমরা ব্রজের মধ্যে তোমাকে তাদৃশ বেশে দর্শন করিয়াও স্মরোদয়ে অন্ধ হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে নির্জন বনে রাকা রজনীতে, বিশেষতঃ তোমাকে মোহন নাগরবেশে দর্শন করিয়া, তাহাতে আবার আমরা তোমার বিরহে পীড়িতা অর্থাৎ বিরহে বিশেষ স্মরণহেতু সেই স্মরভাব অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব তুমি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ত্বাপি গচ্ছসি, ত্বয্যস্মাকং মনঃ স্নেহমেব বহতি ন তু তদভাবেনৌদাসীন্যম্; যং স্মরং বহতি, তন্তু ত্বৎপ্রেরিতত্বয়ৈব, ন তু স্বতঃ। তথা ত্বৎস্নেহময়ত্বয়ৈব ন তু রুক্ষতয়া স্নেহস্য স্বভাবজত্বাৎ; ত্বং পুনরস্মাসু সঙ্গেচ্ছয়া সঙ্গচ্ছমানাসু স্মরমেব দদাসি, ন তু মিথঃ স্নেহোচিতং সঙ্গং তস্মাদস্মাকং সর্ব্বং স্নেহময়মেব, ভবতাস্তু কপটময়মেবেতি ॥১২॥

সারার্থদর্শিনী

১২। কিঞ্চ ত্বং সংযোগেঽপি নৈব সুখং দিৎসসীত্যাহ—দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে, নীলকুন্তলৈঃ কুটিলালকৈর্মন্দমারুতলোলৈরাবৃতং। ধনরজস্বলং "ধনং গোধনবিত্তয়ো"রিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্গোরজশ্ছুরিতং। বনরুহাননং লোলানি মালাললিতপরাগভর-চ্ছুরিত-সরসিজ-সদৃশমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্দ্দর্শয়ন্ গোসম্ভালনপ্রিয়-সখান্বেষণচ্ছলেনেতস্ততঃ পরিবৃত্যাস্মন্নয়ন গোচরীভবন্ স্বদর্শনস্য সর্ব্বজনানন্দকং স্বভাবং জ্ঞাত্বা এতাঃ কষ্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়ামীতি বিমৃশ্য নোঽস্মভ্যং স্মরং যচ্ছসি। য এব কুলধর্ম্মপদবীং বিষজ্বালামিবানুভাব্যা-স্মানুন্মাদ্য বনেষ্বানীয়ৈবং রোদয়তীতি ভাবঃ। হে বীর, ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসনার্থমেব প্রবর্ত্তিত স্মারশরপ্রহার ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য

আর বিলম্ব করিও না; দেখা দিয়া জীবন রক্ষা কর। এইরূপে শ্লোকদ্বয়ে যাহা পরিব্যক্ত হইল, তাহা ব্যতীত ইহাও ব্যঞ্জিত হইল যে, হে কান্ত! তুমি প্রতিদিন আমাদের অভীষ্ট পূরণ না করিয়াই চলিয়া যাও, তাহাতেও আমাদের মন তোমার প্রতি স্নেহই বহন করিতেছে, কিন্তু তাহার অভাবে কখনও ঔদাসীন্য বহন করে না। আবার যে স্মরকে বহন করে, তাহাও তোমারই প্রেরিত, এই নিমিত্ত বহন করে, নতুবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নহে। আবার তোমার প্রতি স্নেহময়রূপেই বহন করে, কিন্তু রুক্ষভাবে নহে। যেহেতু আমাদের স্নেহ স্বভাবজ। আমরা এই প্রকারে অনুরক্ত হইয়া তোমার সঙ্গলাভের আশায় তোমার সহিত একত্র মিলিত হইলেও তুমি কেবল আমাদের হৃদয়ে স্মরই অর্পণ করিয়া থাক; কিন্তু পরস্পর স্নেহোচিত সঙ্গদান কর না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের সকলই সরল স্নেহময়, আর তোমার সকলই কপটতাময়। ১২

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১২। আরও বলিতেছেন—তুমি সংযোগেও আমাদিগকে সুখদান কর না। ইহাই 'দিনপরিক্ষয়ে' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। সায়ংকালে তুমি আবার নীলকুন্তলাবৃত অর্থাৎ কুঞ্চিত অলকাবলী-সমাবৃত, ধনরজ-ধূসরিত (ধন শব্দে গোধন ও বিত্ত—বিশ্বপ্রকাশ) অর্থাৎ গোরজশ্ছুরিত ও অলিমালাকুল পরাগরাশিচ্ছুরিত কমল-সদৃশ মুখখানি বারবার দেখাইয়া অর্থাৎ গো-সম্ভালন বা প্রিয়সখাগণের অন্বেষণ ব্যপদেশে ইতস্ততঃ পরিবৃত আমাদের নয়নপথের

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩

ভাবার্থদীপিকা

১৩। অতোঽধুনা কপটং বিহায় এবং কুর্বিতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোকদ্বয়েন প্রণতকামদমিতি। হে আধিহন্ হে রমণ পদ্মজেন ব্রহ্মণা অর্চ্চিতম্ আপদি ধ্যেয়ং ধ্যানমাত্রেণ আপন্নিবর্ত্তকং শন্তমঞ্চ সেবাসময়েঽপি সুখতমং তে চরণপঙ্কজং কামতাপশান্তয়ে নঃ স্তনেষু অর্পয়েতি ॥১৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৩। তদেবং প্রহসিতমিত্যাদিভিস্তাসামেব প্রেমোক্তিদ্বারা পূর্ব্বমবর্ণিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তাসু পূর্ব্বরাগঃ শ্রীমুনীন্দ্রেণ স্পষ্টীকৃতঃ, তাসু তদীয়রাগস্য তাভিরনুভূয়মানতয়া বর্ণনেনৈব মহা-রসাবহত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্। এবং তদঙ্গসঙ্গানুরাগে তস্যৈব দোষং বিন্যস্য তথৈব তৎপ্রার্থনাদ্বয়মুপসংহরন্ত্যঃ স্বয়ং গীতেন জাতস্মরক্ষোভাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে—প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানাং নলকুবর-নাগ তৎপত্ন্যাদীনামভীষ্টদমিতি সর্ব্বার্থপ্রদত্বমুক্তম্, অতএব বালবৎসান্ হৃত্বা জ্ঞাতত্বেন 'বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ' (শ্রীভা ১০।৩৫।২২) ইত্যনুসারান্নিত্যমেবাগচ্ছন্তা

মূলানুবাদ

১৩। হে রমণ! তোমার ঐ চরণকমল প্রণতজনের অভীষ্টপ্রদ, ব্রহ্মার অর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, ধ্যানমাত্রে সর্ব্ববিপদনাশক, সেবাকালেও সুখদায়ক, এক্ষণে সেই চরণকমল আমাদের স্তনমণ্ডলে অর্পণ কর।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৩। অতএব অধুনা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। ইহাই দুই শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন—'প্রণতকামদম্' ইত্যাদি। হে দুঃখনাশন! হে রমণ! তোমার এই চরণকমল প্রণতজনের কামদ, ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, আপদকালে ধ্যেয়—ধ্যানমাত্রে বিপদ-নিবারক, শন্তম—সেবাসময়েও সুখতম-স্বরূপ। অতএব তোমার পাদপঙ্কজ কামতাপ শান্তির নিমিত্ত আমাদের স্তন-মণ্ডলে অর্পণ কর।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

গোচর হও এবং আমাদিগকে কষ্টসিন্ধুতে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে স্মর অর্পণ করিয়া থাক। যেহেতু তুমি জান যে "তোমার মুখ দর্শন সার্ব্বজনীন আনন্দদায়ক।" এইপ্রকারে তুমি আমাদিগকে কুলধর্ম্মপদবী বিষজ্বালাময়ীর ন্যায় অনুভব করাইয়া উন্মাদিত কর এবং শেষে বনে আনিয়া এইরূপে কাঁদাইতেছ, ইহাই ভাবার্থ। হে বীর! তুমি ব্রজস্ত্রীগণের কুল-ধর্ম্ম ধ্বংসন এবং স্মর-শর প্রহারে জর্জ্জরিতকরণ বিষয়ে নিপুণ। ১২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বা বিখনসার্থিত ইত্যস্য ব্যাখ্যানুসারেণ বা পদ্মজেনার্চ্চিতমিতি পারমৈশ্বর্য্যং, ধরণিং ভূতলং সুন্দরাসাধারণ-লক্ষণৈর্ধ্বজাদিভির্মণ্ডয়তীতি তথা তদিতি সৌন্দর্য্যং কৃপালুত্বঞ্চ, ধ্যেয়মাপদি ইতি ইন্দ্রকৃতবৃষ্ট্যাদাবনুভবাৎ সর্ব্বাপন্নিবর্ত্তকত্বম্; এবং সর্ব্বার্থসাধনত্বমুক্ত্বা স্বতঃ পরমফলত্বমাহুঃ—শন্তমঞ্চেতি। এবং দুঃখহানিসুখাবাপ্তি-হেতুত্বং যদুক্তং, তদনুসার্য্যেব সম্বোধনদ্বয়ং বিবেচনীয়ম্, অতোঽস্মাকং বিরহাদিব্যথাং নাশয়, বিচিত্রক্রীড়াদিনা সুখঞ্চ সম্পাদয়েতি ভাবঃ ॥১৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৩। এই প্রকারে 'প্রহসিত' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজদেবীগণের প্রেমোক্তি দ্বারা যে পূর্ব্বরাগ, তাহা মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনা যেরূপ রসাবহ হইবে, এরূপ অন্য কেহই বর্ণন করিতে পারিবেন না। এইরূপে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে নিজেদের যে অনুরাগ হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের উপর দোষারোপ করিয়া সেই অঙ্গসঙ্গ-বিষয়ক প্রার্থনাদ্বয় উপসংহার পূর্ব্বক নিজেদের গীতদ্বারা কামক্ষোভে ক্ষোভিতা হইয়া পুনর্ব্বার দুই শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন—'প্রণত' ইত্যাদি। প্রণতজনের অভীষ্টপ্রদ। অর্থাৎ প্রণতজন—নলকূবর, কালিয় নাগ, তৎপত্নী প্রভৃতির সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাক। ইহার দ্বারা চরণের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদত্ব সূচিত হইল। অতএব গোপবালক ও গো-বৎস সকলকে হরণ করিলে পর, পদ্মযোনি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ইহাঁর পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিয়া গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় বৃদ্ধ পদ্মযোনি প্রভৃতি দেবগণ "বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ"—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এই উক্তি অনুসারে ব্রহ্মাদি দেবগণ নিত্যই ব্রজে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চণ করিয়া থাকেন, ইহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অথবা ব্রহ্মা যে বিশ্বরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অথবা ব্রহ্মা যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অর্চ্চনা করেন, তাহা 'বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে' ইত্যাদি শ্লোকানুসারেও বুঝা যাইতেছে। এতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পারমৈশ্বর্য্য সূচিত হইয়াছে। যে পাদপদ্ম দ্বারা ধরণি অর্থাৎ পাদপদ্মের ধ্বজাদি চিহ্নদ্বারা ধরণি অলঙ্কৃত হইয়াছে। সেই সময় আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, তোমার পাদপদ্মের স্মরণ লইলে ঐ পাদপদ্ম সকল বিপদের বিনাশকারক হয়। ইহা দ্বারা পাদপদ্মের সৌন্দর্য্য ও কৃপালুতা গুণ উক্ত হইয়াছে। 'ধ্যেয়মাপদি'—ধ্যানমাত্রে সর্ব্ব আপদ নাশন। যে সময় ইন্দ্র বর্ষাবাতাদি দ্বারা ব্রজে বিবিধ উপদ্রব করিতেছিলেন, সেই সময়ে উপদ্রব শান্তি হইতে আমরা অনুভব করিয়াছি। এইরূপে চরণের সর্ব্বার্থ-সাধনত্ব গুণের নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে উহা যে স্বতঃফলরূপত্ব ইহাই বলিতেছেন—'শন্তমঞ্চ'

সারার্থদর্শিনী

১৩। নন্থ যদহং সদা দুঃখয়ামোবেতি নিশ্চিন্বধ্বে তর্হ্যলং ময়া যুষ্মাকমিতি তৎকোপমাশঙ্ক্য হন্ত হন্ত স্বকর্ম্মফলদুঃখাদ্ধাভিস্ত্বয্যপি দোষ আরোপিত ইত্যনুতপ্য তং প্রসাদয়িতুং সর্ব্বসুখদত্বেন স্তবন্ত্যস্তৈরেবাস্মাকং প্রয়োজনমিতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ স্বদুঃখোপশমনং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানামপরাধীভূয়াপি নম্রাণাং কালিয়তৎপত্ন্যাদীনাং কামদং পদ্মজেন ব্রহ্মণা স্বাপরাধোপশমার্থমর্চ্চিতমতোঽস্মাকমপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ধরণিমণ্ডনমিত্যস্মৎ কুচানপি তেষু চরণার্পণেন মণ্ডয়েতি ভাবঃ। ধ্যেয়মাপদীতি "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গোক্তেরিতি, আপদোঽস্মাংস্ত্রায়স্বেতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ। শন্তমং সর্ব্বকল্যাণরূপং সর্ব্বসুখরূপঞ্চ। আধিহন্, আধিং হন্তুমিত্যর্থঃ নচ স্তনেষু চরণার্পণে তব কোঽপি শ্রমঃ প্রত্যুত সুখমেবেত্যাহুঃ— হে রমণ, বিরংসোস্তব তেনৈবাভীষ্টসিদ্ধির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥১৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইত্যাদি। অর্থাৎ সেবা সময়েও পরমসুখপ্রদ। এইরূপে চরণ যে দুঃখহানি ও সুখপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ, তাহা উক্ত হইল এবং সেই অনুসারেই সম্বোধনদ্বয় বিবেচনীয়। হে রমণ! হে আধিবিনাশন! তোমার আনন্দ নিকেতন পদকমল আমাদের বক্ষঃস্থলে অর্পণ কর। ভাবার্থ এই—আমাদের বিরহব্যথা নাশ কর ও বিচিত্র বিহার দ্বারা আমাদিগের সুখ প্রদান কর। এই দুই বিশেষণ দ্বারা দুঃখনাশ ও সুখলাভের কারণস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। ১৩

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৩। যদি বল, আমি যদি সদা তোমাদের দুঃখই দিয়া থাকি, তবে আমাকে তোমাদের কি প্রয়োজন? শ্রীকৃষ্ণের এই কোপোক্তি আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত গোপীগণ পুনরায় বলিতেছেন—তুমি সর্ব্বসুখদ। তোমাকেই আমাদের প্রয়োজন, এই কথা দ্যোতনা করিয়া স্বদুঃখ উপশম প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাই 'প্রণত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তুমি প্রণতজনের অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাক, এমন কি অপরাধী হইলেও প্রণতকে তুমি কখনও উপেক্ষা কর না। যেমন কালিয় নাগ ও তাহার পত্নীগণ তোমাকে প্রণতি ও স্তুতি করিয়া অপরাধী হইয়াও তোমার কৃপালাভ করিয়াছিল। পদ্মজ ব্রহ্মাও তোমার নিকট অপরাধ করিয়াও তোমার পাদপদ্ম অর্চ্চন ও স্তুতি করিয়া স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন, অতএব আমাদের অপরাধও ক্ষমা কর, ইহাই ভাবার্থ। তোমার শ্রীচরণ ধরণীর ভূষণস্বরূপ, তাহা আমাদের কুচে অর্পণ কর, উহা আমাদের কুচেরও ভূষণ-স্বরূপ। তোমার এই চরণের ধ্যান করিলে সমস্ত বিপদ দূরে যায়। বিপদকালে তোমার চরণচিন্তনে যে বিপদ দূর হয় এবং তোমার চরণ যে সর্বদুর্গস্বরূপ, তাহার প্রমাণ 'যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ' এই গর্গোক্তি হইতে জানিয়াছি। অতএব তুমি আমাদের আপদ (বিরহবেদনা)

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥ ১৪

ভাবার্থদীপিকা

১৪। অপিচ হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতর দেহি। স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতমিতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ। ইতররাগবিস্মারণং নৃণামিতরেষু সার্ব্বভৌমাদিসুখেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলাপয়তীতি তথা তৎ॥১৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৪। অধরামৃতং অধর এবামৃতং প্রেমবিশেষময়সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ ইতি মধ্বাদিবন্মাদকত্ব-মুক্ত্বা মুহুর্লব্ধেঽপি তস্মিন্নতৃপ্তিঃ সূচিতা। নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিহৃতং, শোকং ত্বদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি, বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তম্। ইতররাগবিস্মারণন্তু নৃণামপি, কিমুত নারীণাং, তাস্বপ্যস্মাকন্তু তদ্বিস্মারণমিতি কিং বাচ্যং, শাশ্বতস্বস্পৃহয়া তদত্যন্তাভাবাস্যাপি সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তদেব প্রমাণয়ন্তি—স্বরিতেতি। বেণোঃ পুন্ত্বাবেন খ্যাতত্বাত্তেষাং তৎপ্রাপ্তিস্তাম্বূলচর্ব্বিতাদি-সম্বন্ধেন তদীয়রসে তদুপচারাৎ

মূলানুবাদ

১৪। হে বীর! তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধক, শোকনাশক এবং শব্দায়মান বেণু সুন্দর-রূপে উহা চুম্বন করিয়া থাকে। ঐ অধরামৃত ইতর বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নাশ করে। তুমি আমাদিগকে ঐ অধরামৃত বিতরণ কর।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৪। অপিচ হে বীর! তোমার অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর। আর যাহা নাদিত বেণু-কর্ত্তৃক সুন্দররূপে চুম্বিত অর্থাৎ নাদরূপ অমৃতের সৌরভে সুবাসিত, যাহা ইতর রাগ বিস্মারক অর্থাৎ নরগণের সার্ব্বভৌমাদি সর্ববিধ সুখের রাগ—ইচ্ছাকেও বিলোপ করিয়া দেয়। ১৪।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দূর কর, ইহাই ভাবার্থ। 'শন্তমং' - সেবা করিবার সময় এই শ্রীচরণ সেবকের সর্ব্বকল্যাণ-রূপ সর্ব্বসুখদায়ক হইয়া থাকে বলিয়া ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন—হে আধি-নাশন! আমাদের আধি (বিরহবেদনা) দূর কর। আমাদের কুচের উপর চরণ অর্পণ করিলে তোমার কোন শ্রম হইবে না; বরং তোমার সুখই হইবে। কারণ তুমি আমাদের রমণ। অতএব হে রমণ! তুমি যদি আমাদের সহিত রমণ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার রিরংসা চরিতার্থ কর, ইহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, ইহাই ভাবার্থ। ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ক্রমতস্ত্রয়েণ স্বেচ্ছাবর্দ্ধন-দুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশন-বিষয়ান্তরবিস্মরণানি উক্ত্বা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতম্ ; এবমর্থত্রয়মেব পূর্ব্বপদ্যেঽপি দর্শিতমিত্যেকার্থ্যঞ্চ জ্ঞেয়ম্, ন চ তবাদেয়ং কিঞ্চিদস্তীত্যাশয়েনাহুঃ—বীর হে দানশূরেতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র নাদামৃতবাসিতমিতি বেণুদ্বারা সুষ্ঠু গায়কমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ লোভবিশেষোৎপাদকত্বাগমকম্। সুগায়নস্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৪। অধরামৃত—অধরই অমৃত। আর এই অধরামৃতই সুরতবর্দ্ধন। 'সুরত' শব্দে প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা. তাহাকে বর্দ্ধিত করে যাহা, এই অর্থে সুরতবর্দ্ধন। এই বিশেষণ নির্দ্দেশ করিয়া অধরামৃতের মধু প্রভৃতির ন্যায় মাদকত্ব বলিয়া সেই অধরামৃত মুহুর্মুহু লাভ করিলেও তাহাতে অতৃপ্তি সূচিত হইল এবং নিজ ধার্ষ্ট্যাদি পরিহৃত হইল। 'শোকনাশন'—তোমার অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখানুভবকেও বিস্মারিত করিয়া থাকে। 'ইতররাগ বিস্মারণ'—নরগণেরও সার্ব্বভৌমাদি মোক্ষপর্য্যন্ত সুখের বিস্মারক। নরগণের যখন সার্ব্বভৌম প্রভৃতি সুখকে ভুলাইয়া দেয়, তখন নারীগণের কথা কি? আবার সেই নারীজাতির মধ্যে আমাদের যে তাহা ভুলাইয়া দিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? সেই অধরামৃত নিরন্তর বর্ত্তমান আপন স্পৃহা দ্বারা অন্যবিষয়ের অত্যন্ত অভাবের সম্পাদক হইয়াছে। অর্থাৎ নর-নারী সকলেরই হৃদয়ে উক্ত অধরামৃত নিজবিষয়ে নিত্য স্থায়ি স্পৃহাই বর্দ্ধিত করে এবং ইতর-বিষয়ে যে আসক্তি, তাহার অত্যন্ত অভাব (বিস্মরণ) সম্পাদন করে। এই অধরামৃত যে পুরুষগণের অন্য বিষয়াসক্তি বিলুপ্ত করিয়া থাকে, তাহারই প্রমাণ উল্লেখে ব্রজদেবীগণ বলিতেছেন—'স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্'—বাদিত বেণু-কর্ত্তৃক সুষ্ঠুরূপে চুম্বিত। এই 'বেণু' শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত, সুতরাং সেই বেণু পুরুষজাতি হইয়াও যখন তোমার অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন কে আর অস্বীকার করিবে যে, তোমার অধরামৃত পুরুষজাতিরও অন্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বিস্মরণ করিয়া দেয় না? এস্থলে তথ্য এই—অন্যান্য পুরুষগণ যে শ্রীভগবানের অধরামৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা তাম্বূলচর্ব্বিতাদি সম্বন্ধে। অর্থাৎ কৃপাভরে শ্রীভগবান তাঁহার কৃপাপাত্র সকলকে অধরামৃত-পরিষিক্ত চর্ব্বিত তাম্বূলাদি প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য পুরুষজাতিও অধরামৃত উপভোগ করিতে পারেন; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। তবে যে এস্থলে অধরামৃত বলা হইয়াছে, তাহা অধর বা অধরের তাদৃশ তাম্বূলরসে বা অধরামৃত রসের অভেদ বিবক্ষায় উপচার জানিতে হইবে। অর্থাৎ শক্যার্থ ত্যাগে লক্ষণাদ্বারা অন্যার্থবোধক হইয়াছে। এইপ্রকারে 'সুরতবর্দ্ধন' 'শোকনাশন' 'ইতর-রাগবিস্মারণ' এই তিনটি বিশেষণে যথাক্রমে স্বীয় ইচ্ছার বর্দ্ধন, দুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশন ও বিষয়ান্তর বিস্মরণ, এই অর্থত্রয় প্রতিপাদিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত যে পরমপুরুষার্থ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্রোতৃষু সুখাদিনা স্পর্শাদীচ্ছাজনকত্বাৎ তত্র চামৃতস্যাপ্যমৃতবাসিতত্বং গন্ধযুক্তিন্যায়েন, পরস্পর-কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, স্বরিতেন সংজাত-ষড়জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্য মাদকত্বমেব দর্শিতম্। বেণোস্তচ্চুম্বনং গানপৌনঃপুন্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তেস্তৎসম্পর্কজস্বরেণাপি জগতোঽপ্যুন্মাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ ॥১৪॥

সারার্থদর্শিনী

১৪। কিঞ্চ, ভো ধন্বন্তরিপ্রতিম, ভিষক্‌শিরোমণে কামরোগমূর্চ্ছিতাভ্যোঽস্মভ্যং কিমপ্যৌষধং দেহীত্যাহুঃ,—সুরতবর্দ্ধনমিতি। পুষ্টিকরত্বং শোকনাশনমিতি পীড়াহরত্বং তস্যোক্তম্। নচ তদপি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং দেয়মিতি বাচ্যং দানবীরেণ ত্বয়া তদতি নিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহা প্রদর্শিত হইল এবং এই অর্থত্রয়ও পূর্ব্বশ্লোকে দর্শিত হইয়াছে; সুতরাং এই শ্লোকটি পূর্ব্বশ্লোকের সহিত একার্থক জানিতে হইবে। হে বীর! তুমি দানশূর, তোমার অদেয় কিছুই নাই, সুতরাং তোমার অধরামৃত আমাদিগকে দান কর। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তিনি যে অধররূপ অমৃতকে 'নাদামৃতবাসিত' বলিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, অধর বেণুর দ্বারা সুগায়ক, ইহাতে অধরের লোভবিশেষ উৎপাদক গমক (স্বরকম্পন) সূচিত হইয়াছে। কেননা সুগায়ক স্বরকম্পনাদি দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সুখাদি সম্পাদনে হৃদয়ে স্পর্শাদির ইচ্ছা জন্মাইয়া দেয়। এস্থলে জিজ্ঞাসা—অধরামৃত নাদরূপ অমৃতের সৌরভ-বাসিত হইলে পরস্পর ভেদ উপলব্ধি হইবে কিরূপে? সমাধান—'গন্ধযুক্তিন্যায়ে' অর্থাৎ দুইপ্রকার গন্ধ একত্র মিলিত হইলেও উভয়ের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য অনুভব করা যায়, সুতরাং অমৃত ও সৌরভ, এই দুইর কিঞ্চিৎ ভেদ উপলব্ধি হইতে পারে। অথবা 'স্বরিত' যাহাতে ষড়জাদি স্বর সঞ্জাত হয়, তাদৃশ বেণু-কর্ত্তৃক চুম্বিত। ইহার দ্বারা অধরের মাদকতাই প্রদর্শিত হইল। কারণ বেণু কর্ত্তৃক পুনঃপুন অধর-চুম্বন এবং অধররূপ অমৃতও সেই বেণু দ্বারা পুনঃপুন গান করিতেছেন; সুতরাং বেণুর বৈজাত্যই ব্যক্ত হইয়াছে? আর সেই বেণু সম্পর্কে সেই স্বরতরঙ্গ জগৎবাসীকে উন্মত্ত করিয়া দেয়, সুতরাং অধররূপ অমৃত চুম্বন করিয়া তাহারও যে মাদকতা জন্মিয়াছে, তাহা আর কে অস্বীকার করিবে? ১৪।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৪। গোপীগণ আরও প্রার্থনা করিতেছেন—হে ধন্বন্তরিপ্রতিম ভিষক্‌শিরোমণে! আমরা কামরোগে মৃতপ্রায়, কোনও অনির্ব্বচনীয় ঔষধ (তোমার অধরামৃত) দান করিয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত কর; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'সুরতবর্দ্ধনং' ইত্যাদি। তোমার সেই অধরামৃত সুরতবর্দ্ধক—পুষ্টিবর্দ্ধক, কারণ ইহা সুরত অর্থাৎ প্রেমবিশেষময় সম্ভোগেচ্ছা বৃদ্ধি করে। ইহা

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫

সারার্থদর্শিনী

মূল্যং দীয়ত এবেত্যাহুঃ,—স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্ তয়া চুম্বিতং স্বাদিতম্। নন্থ ধনজনকুটুম্বাদ্যাসক্তিরেবাত্র কুপথ্যং তদ্বতে জনায়েতন্ন দীয়তে তত্রাহুঃ,—ইতররাগবিস্মারণম্। ইতরবস্তুষ্বেতদেব রাগমাসক্তিং বিস্মারয়তীত্যদ্ভুতমৌষধমিদং যৎ কুপথ্যান্নিবর্ত্তয়তীত্যস্মাভিরনুভূয়ৈব দৃষ্টমিতি ভাবঃ। নৃণাং মনুষ্যজাতি স্ত্রীণাং কিমুত দেহি হে বীর দানবীর দয়াবীরেতি বা ॥১৪॥

মূলানুবাদ

১৫। দিবসে তুমি যখন বৃন্দাবনে বিচরণ কর, তখন তোমার অদর্শনে ব্রজবাসীগণের ক্ষণার্দ্ধ-কালও যুগসমান বলিয়া বোধ হয়। আবার যখন দিবা অবসানে ব্রজে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার কুটিল কুন্তল-শোভিত শ্রীমুখ দর্শন করিবার সময়ও চক্ষের পাতা নির্ম্মাণকারী ব্রহ্মাকে জড় বলিয়া মনে হয়।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শোকনাশন অর্থাৎ শোকপীড়া নিবারক—শোকপীড়া হরণ করিয়া থাকে। অতএব "মহামূল্য সেই অধরামৃত মূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে প্রদান করিব?" একথা বলা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। কেননা, তুমি দানবীর, সুতরাং অতি নিকৃষ্ট মৃতপ্রায় জনের প্রাণদান করিতে বিনামূল্যেই এই অমৃত আমাদিগকে দান করিতে পার। তাহাতেই বলিতেছেন—'স্বরিত বেণুনা' ইত্যাদি। নাদিত বেণুর অর্থাৎ বংশখণ্ড দ্বারাই তাহা সম্যক্‌রূপে চুম্বিত। তুমি বলিতে পার, এই রোগে ধন-জন কুটুম্বাদির প্রতি আসক্তি কুপথ্যস্বরূপ; সুতরাং কুপথ্যসেবীদের এই অধরামৃত ভেষজ দেওয়া বৃথা, অর্থাৎ ধনাদিতে আসক্তিবিশিষ্ট জনকে এই ঔষধ দিতে পারিব না। তাহাতেই বলিতেছেন - 'ইতররাগবিস্মারণম্'। তোমার অধরামৃত এমনই যে, ইহা মনুষ্যগণের ইতররাগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বিলুপ্ত করে, সুতরাং সে কুপথ্যের ভয় নাই। অর্থাৎ এই অধরামৃত অতি অদ্ভুত ঔষধ' ইহা কুপথ্যকে নিবর্ত্তিত করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে, ইহা আমরা অনুভব করিয়াছি। এবং দেখিয়াছি যে, 'নৃনাং'—মনুষ্যজাতির মধ্যে স্ত্রীসকলের কথা দূরে থাকুক, পুরুষজনেরও ইতররাগ-বিস্মারক; অতএব সেই অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর। হে বীর! তুমি দানবীর বা দয়াবীর, তুমি আমাদের সঞ্জীবনের জন্য এই অমৃত নিশ্চয়ই দান করিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ১৫

ভাবার্থদীপিকা

১৫। কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাস্ত্বন্তু কথমস্মাংস্ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমূচুঃ অটতীতি দ্বয়েন। যদ্ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবদ্ভবতি এবমদর্শনে দুঃখমুক্তম্। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে তে তব শ্রীমন্মুখম্ উৎ উচ্চৈরীক্ষমাণানাং তেষাং দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্ ব্রহ্মা জড়ো মন্দ এব। নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনে সুখমুক্তম্ ॥১৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৫। যুগায়তে দুঃখসময়স্য দুরতিক্রমত্বেনেতি পরমদুঃখমতশ্চিরমদর্শনদুঃখমসহ্যমিতি সত্বরং দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। অপশ্যতাং সর্ব্বেষামপি ব্রজজনানাং কিমুতাস্মাকম্। কুটিলাঃ কুন্তলাশ্চূর্ণকুন্তলা উপরিভাগে যস্মিংস্তৎ। স্বতএব শ্রীযুক্তং মুখমুদীক্ষতাং চেতি চকারান্বয়ঃ; ভবত্তস্তেষাং পক্ষ্মকৃৎ উদীক্ষমাণানামপীত্যাক্ষেপার্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা দুর্বিতর্ক্যপ্রকৃতে, কদাপি ত্বত্তোঽস্মাকং ন কিঞ্চিৎ সুখং জাতং প্রত্যুতাদর্শন-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৫। আরও, ক্ষণকাল তোমার অদর্শনের দুঃখ অতুলনীয়। তোমার দর্শনে সেইরূপ অতুলনীয় সুখ দেখিয়া আমরা যতীজনের ন্যায় সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিকটে আসিয়াছি; কিন্তু তুমি কেমন করিয়া আমাদিগকে ত্যাগ করিতে উৎসাহিত হইতেছ? ইহাই 'অটতি' ইত্যাদি দুই শ্লোকে করুণস্বরে বলিতেছেন। দিবসে যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া প্রাণীমাত্রের পক্ষে ক্ষণার্দ্ধকালও যুগবৎ হয়। এইরূপ দুঃখের কথা বলিয়া পুনরায় দিনান্তে তুমি যখন বন হইতে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার শ্রীমুখ ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করি সত্য; কিন্তু তখনও চক্ষুর পক্ষ্মসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা জড় বলিয়াই পরিগণিত হন। ইহার দ্বারা সেই দর্শনের মধ্যে নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্য এবং দর্শনকালে যে কত সুখ, তাহাই উক্ত হইল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৫। তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া যে পরম দুঃখ হয়, তাহাতে ক্ষণার্দ্ধকালও যুগতুল্য বোধ হয়। কারণ দুঃখের কাল দুরতিক্রমণীয়। অতএব অধিক কাল তোমার অদর্শন-দুঃখ অসহ্য, সুতরাং অবিলম্বে দর্শন দান কর, ইহাই ভাবার্থ। আমাদের কথা কি বলিব, সমস্ত ব্রজবাসীজনেরই ক্ষণার্দ্ধকালও যুগতুল্য বোধ হইয়া থাকে। যদিও তাহারা কোনপ্রকারে দিবাবসানে তোমার কুটিলকুন্তল-শোভিত শ্রীমুখ অর্থাৎ যে মুখের উপরিভাগে চূর্ণ কুন্তল বিদ্যমান, সুতরাং স্বভাবতঃই শ্রীযুক্ত মুখকমল ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করে সত্য, কিন্তু তখনও চক্ষুর পক্ষ্মকারী নিমেষকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাহাদের পক্ষে জড়

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কালেঽপি দুঃখমেবেত্যাহুঃ—অটতীতি পূর্ব্বার্দ্ধেনাদর্শনকালে দুঃখমুক্তম্। দর্শনকালেঽপি দুঃখমাহুঃ—কুটিলেতি ; জড়ঃ অনভিজ্ঞঃ, অনিমিষত্বাকারণাৎ শপনীয় ইতি শেষঃ। যদ্বা, উদীক্ষমাণানাং সতাং পক্ষ্মকৃৎ, কৃতী ছেদনে, যঃ পক্ষ্মাণি কৃন্ততি, স এব অজড়ঃ রসজ্ঞঃ বিদ্বান্ বা। যদ্বা, স্বদৃশাং পক্ষ্মচ্ছিদে বা জড়ঃ স এব চ উদীক্ষতাম্ উচ্চৈঃ পশ্যতু, বয়ন্তু পক্ষ্মচ্ছন্নদৃশো জড়াঃ সাক্ষাদপি কিং পশ্যামেতি ভাবঃ ॥১৫॥

সারার্থদর্শিনী

১৫। কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখপ্রদং তত্র ত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহুঃ যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনমটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ সোঽপি যুগতুল্যো ভবতি। ক্লীবত্বমার্ষম্। দিবসে ত্রৈমাসিকমেব ত্বদ্বিরহদুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু তএব ত্রয়ো যামাঃ শতকোটিযুগপ্রমাণা যদ্ভবন্ত্যত্র দুরদৃষ্টং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবেদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিয়াই পরিগণিত হন। কেননা, তোমার মুখকমল নির্নিমেষ লোচনে তাহারা দেখিতে পায় না। মূলে 'শ্রীমুখঞ্চ' পদে যে 'চ' কার আছে, তাহার সহিত 'উদীক্ষতাং' পদের অন্বয় হইবে। নিমেষকর্ত্তা ব্রহ্মা অপরের চক্ষুতে পক্ষ্ম সৃষ্টি করেন করুন, কিন্তু যাহারা তোমার শ্রীমুখ দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদের নয়নেও যে পক্ষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই দুঃখের কথা। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা হে দুর্ব্বিতর্ক্যপ্রকৃতিশালিন্! তোমার প্রকৃতি আমাদের তর্কের অগোচর। কারণ তোমা হইতে আমরা কদাপি কিছুমাত্র সুখ প্রাপ্ত হই নাই ; প্রত্যুত অদর্শনকালে এবং দর্শনকালেও দুঃখই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অদর্শনকালেও যে দুঃখ, তাহা পূর্ব্বার্দ্ধে 'অটতি' ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ দিবসে যখন তুমি বনে বনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে আমাদের কথা কি, সমস্ত ব্রজবাসীজনেরই ক্ষণার্দ্ধ কালও যুগতুল্য বোধ হইয়া থাকে। আর দর্শনকালেও যে দুঃখ, তাহা উত্তরার্দ্ধে 'কুটিল কুন্তল' ইত্যাদি পদে ব্যক্ত করিতেছেন—সায়ংকালে যখন তুমি ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তখন আমরা নির্নিমেষ লোচনে তোমার কুটিল কুন্তল শোভিত শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারি না। জড়—অনভিজ্ঞ। অর্থাৎ চক্ষুর অনিমিষত্ব অকরণ-হেতু নয়নের পক্ষ্ম নির্ম্মাণকারী ব্রহ্মা অনভিজ্ঞ বলিয়া অভিশাপের যোগ্য পাত্র। অথবা যাঁহারা শ্রীমুখ ঊর্দ্ধমুখে নিরীক্ষণ করেন এবং সেই দর্শনকালে যিনি চক্ষুর পক্ষ্ম ছেদন করেন, তিনি অজড় অর্থাৎ রসজ্ঞ। তিনিই ভালরূপে দর্শন করুন, পরন্তু আমরা জড়, আমাদের চক্ষু পক্ষ্ম দ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং সাক্ষাৎ হইলেই কি দেখিতে পাইব? ইহাই ভাবার্থ। ১৫।

সারার্থদর্শিনী

কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতামুৎকণ্ঠয়া ঈক্ষমাণানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়ো নির্ব্বিবেকো দুঃখং করোতীতি শেষঃ। এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ, দর্শনে তু পক্ষ্মোদ্ভবো নিমেষ এব যো দর্শনবিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটিপ্রমাণো ভবন্নবশতযুগায়তে ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতি ভাবঃ। "ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সঃ ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ" ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা, কৃতী ছেদনে। দৃশাং স্বচক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মচ্ছেত্তা অজড়শ্চতুরো জনস্তে শ্রীমুখমুদীক্ষতামুৎকর্ষেণ পশ্যতু নতু বয়মচতুরা ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৫। গোপীগণ আরও বলিতেছেন—আমাদের দুরদৃষ্টই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কি করিবে? ইহাই বলিতেছেন—তুমি দিবসে যখন গোচারণ জন্য বৃন্দাবনে গমন কর, তখন কেবল আমরা নই, সমস্ত ব্রজবাসী তোমার অদর্শনে এতই দুঃখ পায় যে, তাহাদের সেই সময় আর কাটিতে চায় না. ত্রুটিমাত্র (ক্ষণের ২৭০০ তম ভাগ) সময়ও যুগের তুল্য মনে হয়। এস্থলে 'ত্রুটি' শব্দ ক্লীবলিঙ্গে আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে। ভাবার্থ এই—দিবসে শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসিরই যে বিরহ দুঃখ, তাহা প্রহরত্রয় পরিমিত হইলেও তিনমাসের তুল্য মনে হয়; কিন্তু সেই প্রহরত্রয় পরিমিত সময় ব্রজদেবীগণের পক্ষে শতকোটি যুগ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। তাই গোপীগণ বলিয়াছেন—'ইহাতে দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি কারণ বলা যাইতে পারে? আবার দিবাবসানে ফিরিয়া আসিলে পরমোৎকণ্ঠার সহিত তোমার শ্রীমুখ অবলোকনকারিণী সেই গোপীদিগের পক্ষে নেত্রযুগলের পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়—বিবেকহীন। যেহেতু তিনি আমাদের চক্ষুতে দুঃখকর পক্ষ্ম সন্নিবেশ করিয়াছেন। এইপ্রকারে তোমার অদর্শনে দুষ্পার দুঃখসিন্ধু এবং দর্শনেও পক্ষ্মজনিত নিমেষই আমাদের দর্শনবিরোধী, তাহাও আবার নয়শত-ত্রুটিপ্রমাণ হইয়া নয়শত যুগের তুল্য আচরণ করে। এইরূপে তোমার অদর্শন বা দর্শন উভয়ই আমাদের দুরদৃষ্টবশে দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। কালের পরিমাণ সম্বন্ধে মৈত্রেয় বলিয়াছেন—ত্রসরেণু—অতি সূক্ষ্ম, যাহা গবাক্ষরন্ধ্রে প্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মিমধ্যে দৃষ্ট হয়। এই প্রকার যে কাল তিন ত্রসরেণুকে ভোগ করে, তাহাকে ত্রুটিকাল বলে। অর্থাৎ সূর্য্যরূপে তিনটি ত্রসরেণুর অতিক্রম-কাল। ক্ষণের ২৭০০তম ভাগ। ক্ষণ $= \frac{৩২}{২৫}$ সেকেণ্ড, ত্রুটি $= \frac{৮}{১৬৮৭৫}$ সেকেণ্ড। এক বেধ = ১০০ ত্রুটি। তিন বেধে এক লব, তিন লবে এক নিমিষ। তিন নিমিষে এক ক্ষণ অর্থাৎ $\frac{৩২}{২৫}$ সেকেণ্ড। তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণের বিরহ গোপীদিগের বড়ই দুঃসহ। এজন্য তাঁহাদের নয়নের নিমেষই

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬

ভাবার্থদীপিকা

১৬। তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন্ সুতান্ অন্বয়াংস্তৎসম্বন্ধিনো ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চাতিবিলঙ্ঘ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্। কথম্ভূতস্য গতিবিদোঽস্মদাগমনং জানতঃ গীতগতীর্ব্বা জানতঃ। গতিবিদো বয়ং বা। তব উদ্গীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ। হে কিতব শঠ এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাস্ত্বামৃতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৬। এবঞ্চ সতি তদেতদস্য কৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যাহুঃ—পতীতি। বান্ধবা মাতাপিত্রাদয়ঃ, অতি তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ স্নেহাদি পরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণ চ ধর্ম্মাত্তনপেক্ষয়া সমূলত্বেন লঙ্ঘয়িত্বাঽতিক্রম্য। আগমনে হেতুঃ—তবোদ্গীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। ন চ যাদৃচ্ছিকমুদ্গীতমপি তু জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেত্যাহুঃ—গতিবিদ ইতি, অস্মদাগমনং জানত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্থ ভবত্যঃ পরমধীরা গীতমাত্রেণ কথং

মূলানুবাদ

১৬। হে অচ্যুত! আমরা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবাদি ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাদের আগমনের কারণ এবং তোমার গীতের গতি অবগত আছ। আমরা তোমার গানে বিমোহিত হইয়াই আসিয়াছি। হে শঠ! নিশাকালে শরণাগতা আমাদের ন্যায় নারীদিগকে তুমি ভিন্ন আর কে পরিত্যাগ করিতে পারে?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৬। অতএব হে অচ্যুত! পতি, পুত্র, (এবং পতির সম্বন্ধে যাহাদের সহিত সম্বন্ধ) ভ্রাতা ও বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আমরা আসিয়াছি। গতিবিদ—আমরা আসিয়াছি, তাহা তুমি জানিতে। কিংবা তুমি বিবিধ গীতগতি অর্থাৎ বিবিধ স্বরালাপ কৌশল অবগত আছ। অথবা তোমার গতি (স্বভাব) আমরা জানিয়াও তোমার উচ্চ গীতে মোহিত হইয়াই তোমার নিকটে আসিয়াছি। হে কিতব! (শঠ) রাত্রিকালে এবম্ভূতা স্বয়ং আগতা স্ত্রীদিগকে তোমা ব্যতিরেকে কোন্ পুরুষ পরিত্যাগ করিতে পারে? কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

যুগের তুল্য বিরহসন্তাপে মনকে ব্যথিত করে। অথবা 'কৃতী'—ছেদনে অর্থাৎ যিনি মনের উৎকণ্ঠায় নয়নে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ দর্শন করেন, তিনি স্বীয় নয়নের পক্ষ্মছেদন করেন বলিয়া অজড়। যেহেতু স্বচ্ছন্দে দর্শনানন্দ লাভ হয়; কিন্তু আমরা জড়। আমাদের নয়ন পক্ষ্মদ্বারা আবৃত; সুতরাং সাক্ষাৎ হইলেও কি দেখিতে পাইব? ১৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মোহিতাঃ? তত্রাহুঃ—গীতগতিবিশেষান্ জানত ইতি। যৈঃ 'শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ' (শ্রীভা ১০।৩১।১৫) ইতি ভাবঃ; যদ্বা, ভবত্যো বিদগ্ধা মমৈতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তীতি কথং ন সাবধানা জাতাঃ? তত্রাহুঃ—ত্বৎস্বভাববিদোঽপি বয়মিতি, মোহনমন্ত্রপ্রায়ত্বাত্তদ্গানস্যেতি ভাবঃ। অহো তদপ্যাস্তাং, স্বয়মেব তথানীতা যোষিতঃ পুনর্নিশি কস্ত্যজেৎ? সম্ভাবনায়াং লিঙ্. ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতএব হে কিতব. বঞ্চনাশীল, অনেনান্যোঽপি কিতবঃ কস্ত্যজেৎ? সর্ব্বস্যাপি তস্য কৈতবে লব্ধেনৈবার্থেন স্বব্যবহারসাধকত্বং ভবতু, তস্যাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত, স্বগুণাদব্যভিচারিন্নিতি সান্বয়ৈব তবৈষা সংজ্ঞেতি ভাবঃ॥ ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৬। যখন এইরূপ হইল অর্থাৎ তোমার দর্শনে ও অদর্শনে এতাদৃশী অবস্থা হয়, তখন আর আমাদের প্রতি তুমি যে আচরণ করিলে, তাহা অত্যন্ত অযুক্ত। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—'পতি' ইত্যাদি। পতি, পুত্র, তৎ-সম্বন্ধী ভ্রাতা ও মাতা পিতা প্রভৃতি বান্ধবের 'অতিবিলঙ্ঘন' অর্থাৎ তাঁহাদের বাক্য অতিক্রমহেতু ও তাঁহাদের প্রতি স্নেহাদি পরিত্যাগ হেতু অতিশয়রূপে এবং বি—বিশেষরূপে ধর্মাদি অপেক্ষা না করিয়া—সমূলে অতিক্রম করিয়া তোমার সমীপে স্বয়ং সমাগতা হইয়াছি। এই আগমনের হেতু কি? তাহাতেই বলিলেন—তোমা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়াই অর্থাৎ তোমার বেণুর উচ্চগীতে মোহিত হইয়াই আগতা হইয়াছি। ভাবার্থ এই—হরিণীগণ যেমন ব্যাধের বাঁশীর গানে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসে, তেমনি আমরাও তোমার বেণুগীতে মোহিতা হইয়াই আসিয়াছি; আর এই বেণুর উচ্চগীত যে যদৃচ্ছাক্রমে উদ্গীত হইয়াছে, তাহা নহে, তুমি জ্ঞানপূর্ব্বকই করিয়াছ। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন—'গতিবিদ' অর্থাৎ তুমি আমাদের আগমনের কারণ এবং গীতবিশেষের কারণও অবগত আছ। অর্থাৎ তোমার গানের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া আমরা যে তোমার নিকট আসিব, তাহা তুমি জানিতে। অথবা যদি বল, তোমরা পরম ধীরপ্রকৃতিসম্পন্না হইয়াও বেণুগীতমাত্রে মোহিতা হইলে কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন, তুমি গীতের গতি বিশেষভাবে জান। কারণ যে গীত শ্রবণে "ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও শিব প্রভৃতিও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।" অথবা যদি বল, তোমরা পরমবিদগ্ধা এবং আমার এতাদৃশ স্বভাবও অবগত আছ, তথাপি পূর্ব্ব হইতে তোমরা সাবধান হইলে না কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—আমরা তোমার স্বভাব জানিয়াও তোমার গীত মোহন-মন্ত্র স্বরূপ বলিয়া আমরা সেই গীতে মোহিতা হইয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। অহো! তোমার গানের মোহনমন্ত্রে আকর্ষিতা হইয়াই আসিয়াছি, এখন সে কথা থাকুক; কিন্তু এমন কোন্ পুরুষ আছে যে, এতাদৃশী রমণী সকলকে নিজ নিকটে আনয়ন করিয়া রাত্রিকালে নিবিড় বনে তুমি ভিন্ন কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে? অতএব

সারার্থদর্শিনী

১৬। যাশ্চ বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সের্ষ্যমাহুঃ—পতীতি। গতিমন্তিমাং স্বস্য দশমীং দশাং বিদন্তীতি তা বয়মন্তি ত্বদন্তিকমায়াতাঃ। হে অচ্যুত, অত্রাপি চ্যুতোঽভূস্তৎ কিং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ত্বমচ্যুত নামেতি ভাবঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেত্তদ্গীতেন মোহিতাঃ হতবিবেকীকৃতাঃ। এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ, সহধ্বং বেদনামিতি তত্রাহুঃ,—হে কিতব, শঠ, এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরূস্ত্বাং নির্দ্দয়মৃতে কস্ত্যজেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্বা, হে কিতব, হে মত্ত, নিশি আয়াতা যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ অতস্ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভূরিতি ভাবঃ। "কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে" ইতি মেদিনী ॥১৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হে কিতব? (এই সম্বোধন দ্বারা সূচনা করিলেন যে,) বঞ্চনশীলের মধ্যেও বা এমন কে আছে যে, এই রাত্রিতে নারীগণকে পরিত্যাগ করে? কেননা, সমস্ত কপটীরই বঞ্চনালব্ধ বিষয়দ্বারা নিজের প্রয়োজন-সাধকত্ব দেখা যায়, তোমার তাহাও নাই; সুতরাং সমাজে সেই বঞ্চনাও নিন্দনীয় হয়, তাহাতে এইমাত্র বিশেষ, অর্থাৎ তুমি কপটতা-লব্ধ বিষয় লাভ করিয়াও তিরস্কার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছ। এজন্য সম্বোধন করিলেন—হে অচ্যুত! এই কপটতাই তোমার একমাত্র গুণ। তুমি স্বগুণ হইতে কখনও বিচ্যুত হও না, আপনার গুণানুসারে কার্য্য করিয়া থাক; সুতরাং তোমার অচ্যুত নামের সার্থকতা আছে। ১৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৬। যাঁহারা বেণুবাদনসময়ে পতিগণ-কর্ত্তৃক অন্তর্গৃহে নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ঈর্ষাসহকারে বলিতেছেন—'পতি' ইত্যাদি। আমরা পতি পুত্র আত্মীয় বান্ধব সকলের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ আমরা আপন আপন দশমীদশা (অন্তিমদশা) নিকটবর্ত্তী জানিয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি। হে অচ্যুত! আমাদিগের দর্শন বিষয়ে চ্যুত অর্থাৎ দর্শনে বিমুখ হইয়াছ, সুতরাং বিপরীত লক্ষণ দ্বারাই কি তুমি অচ্যুত নামধারী হইলে? আচ্ছা, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আমরা ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, তোমার বেণুগীতে মুগ্ধ ও হতবিবেকীকৃতা হইয়া আসিয়াছি। অপিচ যদি তাহাই হয়, তবে হে মূঢ়া সকল! এখন বেদনা সহ্য কর। তদুত্তরে বলিতেছেন—হে শঠ! আমরা তোমার নিকট স্বয়ং আগতা, এবম্ভূতা নারীগণকে ভীরু ও নির্দ্দয় তোমা ব্যতীত কে ত্যাগ করিয়া থাকে? কেহই ত্যাগ করে না। অথবা হে কিতব! হে মত্ত! এইরূপ নিশাকালে অভিসারে আগতা যুবতীকে তোমা ব্যতীত কোন্ যুবা এমন নির্দ্দয় আছে যে ত্যাগ করে? অতএব আমাদিগকে যখন ত্যাগ করিতেছ, তখন বুঝিলাম যে, তুমি স্বয়ং বঞ্চক হইয়াও আজ বঞ্চিতই হইলে। কিতব শব্দে মত্ত, বঞ্চক, কনকাহ্বয় ও শঠ (মেদিনী)।

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ॥ ১৭॥

ভাবার্থদীপিকা

১৭। অতস্ত্বয়া ত্যক্তানামস্মাকং প্রাক্তনত্বদ্দর্শননিদানহৃদ্রোগস্য ত্বৎসঙ্গত্যৈব চিকিৎসাং কুর্ব্বিত্যাশয়েনাহুর্দ্বয়েন রহসীতি। শ্রিয়ো ধাম তে বৃহৎ বিশালম্ উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি। তথাচ মুহুর্ম্মুহুর্মনো মুহ্যতি ॥১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৭। তে তব হৃদয়স্য কামস্য উদয়ং বীক্ষ্য; কীদৃশম্? রহসি সম্বিৎ যত্র তম্। অলুক্-সমাসঃ। তথা প্রকৃষ্টং হসিতং যস্মিন্নাননে, তদাননং যত্র, তথা প্রেম্ণা বীক্ষণং যত্র, তত্তাদৃশং তদনন্তরমুরশ্চ বীক্ষ্য তত্র। বৃহদিতি—গাঢ়ালিঙ্গনেচ্ছাকারকঃ সৌন্দর্য্যবিশেষ উক্তঃ। শ্রিয়ঃ সর্ব্বসম্পন্নিধেঃ স্বাভাবিকপীতরেখারূপায়া ধামেতি চ বীক্ষ্যাস্মাকমতিস্পৃহেত্যস্মচ্ছব্দবাচ্যকর্ত্তৃকবীক্ষণস্পৃহায়াঃ ক্রিয়ায়া বীক্ষণস্য পূর্ব্বকালত্বাৎ

মূলানুবাদ

১৭। তোমার নির্জ্জনস্থানের নর্ম্মসঙ্কেত, কামোদ্দীপক সহাস্যবদন, সপ্রেমদৃষ্টি এবং লক্ষ্মীর নিকেতন তোমার বিশাল বক্ষ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে অতিস্পৃহা জন্মিয়া মনকে মুহুর্মুহু মুগ্ধ করিতেছে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৭। অতএব তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছ, কিন্তু পূর্ব্বে তোমাকে দর্শন করিয়া আমাদের হৃদ্‌রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, তোমার সঙ্গলাভ ভিন্ন সেই রোগ অন্য কোন প্রকারে চিকিৎসিত হইতে পারে না; সুতরাং তুমিই ইহার চিকিৎসা কর। ইহাই 'রহসি' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন। তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের যে অতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে, তাহাই মনকে মুহুর্মুহু মোহগ্রস্থ করিতেছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৭। তোমার হৃদয়ে কামোদয় দর্শন করিয়া আমাদের মন মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। সেই কামোদয় কিরূপ? যাহা নির্জন আলাপে পরিপুষ্ট। অর্থাৎ নির্জনে তোমার সহিত রতি প্রার্থনাব্যঞ্জক নর্ম্মোক্তি আছে যাহাতে তাদৃশ। 'রহসি সংবিদং'—এই পদটি অলুকসমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপিচ 'প্রহসিতাননং'—প্রকৃষ্ট হাস্যমণ্ডিত আনন। অর্থাৎ যাহাতে কামোদয় হইতে পারে, তাদৃশ মধুর হাস্যময় বদন। আর কিরূপ? 'প্রেমবীক্ষণং'—প্রেমহেতু বিশেষরূপে ঈক্ষণ। অর্থাৎ তুমি প্রেমভরে আমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ। স্বাতন্ত্র্য-বিবক্ষয়া স্পৃহায়া এব বা বীক্ষণকর্তৃত্বোপচারঃ। অত্রোদ্ভবতীতি শেষঃ। অতিস্পৃহেতি তৃতীয়াপদং বা, সম্পদাদিবদ্ভাবেঽপি ক্বিপ্। অতিস্পৃহয়া মনো মুহ্যতীত্যর্থঃ। অতিস্পৃহমিতি চিৎসুখঃ। অতিস্পৃহা চ তত্তদনুভবায়, তৎসঙ্গম-মাত্রায় বা। তয়া চ মনো মুহ্যতীতি স্পৃহায়াঃ পরমোৎকণ্ঠ্যং দ্যোত্যতে। যদ্বা, বীক্ষ্যেতি পূর্ব্ববৃত্তমিদং পূর্ব্বমপি তথা তথৈব ভবেৎ অধুনা তত্তদতিশয়েন মরণমেবাসন্নমিতি ভাবঃ। এবং স্পৃহায়া দুর্নিবারত্বাদপ্রতিকার্য্যত্বম্, তেন নিজপরমদৈন্যঞ্চ সূচিতম্ ॥১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিয়াছিলে। তদনন্তর বিশাল বক্ষঃস্থল বিশেষরূপে দর্শন করিয়া নিরতিশয় আগ্রহ আমাদের মনকে বারম্বার মুগ্ধ করিতেছে। 'বিশাল' এই বাক্যে বক্ষঃস্থল যে গাঢ় আলিঙ্গনেচ্ছা বিধায়ক সৌন্দর্য্যবিশেষ তাহা উক্ত হইয়াছে। 'শ্রিয়ঃ'—সর্ব্বসম্পদের আস্পদরূপ স্বাভাবিক পীতবর্ণের রেখা-রূপে লক্ষ্মীর নিকেতন। মূলে 'বীক্ষ্য' ও 'স্পৃহা' এই দুই ক্রিয়াপদ আছে। এই ক্রিয়ার কর্তৃপদ 'আমরা', তাহা হইলে আমরা দেখিয়াছি ও স্পৃহা করিতেছি, ইহাই অর্থ। প্রথম —নির্জ্জনে দর্শন, পরে স্পৃহা। অথবা 'অতিস্পৃহা' পদেই 'বীক্ষণ' কর্তৃত্ব উপচারিত হইয়াছে। তাহা হইলে 'উদ্ভবতি' এই ক্রিয়াপদ উহ্য করিয়া অতি স্পৃহা হেতু তোমার কামোদয় দর্শন করিয়া অতিস্পৃহা আমাদের মনকে বারম্বার মুগ্ধ করিতেছে। এইরূপে ব্রজদেবীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিবক্ষায় সেই স্পৃহার উপরই সমস্ত দোষারোপ করিলেন। অথবা মূলের 'অতিস্পৃহা' পদটি তৃতীয়ার একবচন। অর্থাৎ 'সম্পদ' শব্দ যেমন (সম্-পদ) ভাববাচ্যে ক্বিপ প্রত্যয় করিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ অতিস্পৃহা পদটিও সিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থ হইবে, অতিশয় স্পৃহাহেতু আমাদের মন মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। চিৎসুখ (টীকাকার) 'অতিস্পৃহা' পদের পরিবর্ত্তে 'অতিস্পৃহ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাঠে মন ঐ স্পৃহ পদের বিশেষণ হইবে। তাহা হইলে অর্থ হইবে, তোমার হৃদয়ের কামোদয় দর্শন করিয়া আমাদের অতিস্পৃহাসম্পন্ন মন মোহাবিষ্ট হইতেছে। এই অতিস্পৃহা সেই সেই বস্তুর অনুভবের নিমিত্ত অথবা সেই পদার্থের সহিত মিলনের নিমিত্ত অতিস্পৃহা হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের নিমিত্তই হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশ অতিস্পৃহা দ্বারাই আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে। ইহার দ্বারা পরম উৎকণ্ঠা সূচিত হইয়াছে। অথবা ব্রজদেবীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের কামোদয়াদি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববৃত্তান্ত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের ইতঃপূর্ব্বেও কামোদয়াদি হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা সেই সেই বিষয়ের আতিশয্যে মৃত্যু আসন্ন বলিয়া সূচিত হইতেছে। এইরূপ স্পৃহার দুর্নিবারত্বহেতু অপ্রতিকার্য্য, সুতরাং ইহার দ্বারা ব্রজদেবীগণের পরমদৈন্যই সূচিত হইয়াছে। ১৭

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্॥ ১৮॥

ভাবার্থদীপিকা

১৮। তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তিঃ ব্রজবনৌকসাং সর্বেষামবিশেষেণ বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসনীতি বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলরূপা চ অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎস্পৃহারূঢ়মনসাং নো মনাগীষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ। কার্পণ্যমকুর্বন্ দেহীত্যর্থঃ কিং তৎ? স্বজনহৃদ্রোগাণাং যদভিগোপ্যং নিষূদনং নিবর্ত্তকমৌষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি গূঢ়াভিপ্রায়ম্ ॥১৮॥

সারার্থদর্শিনী

১৭। কিং কর্ত্তব্যং তব মোহনপঞ্চকং কামশরপঞ্চকমিবাস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ং জ্বলয়তীত্যাহুঃ—রহসি। সম্বিদং রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং প্রথমং। হৃচ্ছয়োদয়ং অস্মদবলোকন হেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং দ্বিতীয়ং। প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথাভূতমাননং তৃতীয়ং। প্রেমযুক্তমীক্ষণঞ্চ চতুর্থং শ্রিয়ো ধামশোভাস্পদং বৃহদ্বিস্তীর্ণমুত্তুঙ্গমুরো বক্ষঃ পঞ্চমং। বীক্ষ্য মুহুঃ পুনঃ পুনর্বিশেষতো দৃষ্ট্বা অস্পৃহ অতিস্পৃহা ভাবকিবন্তঃ। স্পৃহিতয়া মনো মুহ্যতে মুহ্যতি। ঔৎকণ্ঠ্যজ্বালয়া মূর্চ্ছতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

মূলানুবাদ

১৮। হে প্রভো! তোমার আবির্ভাব কি ব্রজবাসী কি বনবাসী সকলেরই বিশেষভাবে দুঃখনাশক এবং বিশ্বের মঙ্গল বিধায়ক। তোমার প্রাপ্তির আশায় আমরা রুগ্নমনা; সুতরাং যাহা তোমার নিজজনের হৃদ্‌রোগনিবারক, কার্পণ্য ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে সেই ঔষধের কিঞ্চিৎ দান কর।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৭। আমরা কি করিব? তোমার পাঁচটি মোহন ক্রিয়া কামদেবের পঞ্চশরের ন্যায় আমাদের নেত্ররন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতেছে অর্থাৎ পঞ্চশরের জ্বালায় আমরা দগ্ধ হইতেছি। তোমার পাঁচটি মোহন ক্রিয়া বলিতেছি। প্রথম—তোমার রতি প্রার্থনাব্যঞ্জক সম্ভাষণ (রহসি সম্বিদং) দ্বিতীয়—আমাদিগকে দেখিয়া তোমার চিত্তে কন্দর্প-ভাবের উদয় (হৃচ্ছয়োদয়ং) তৃতীয়—তোমার সহাস্যবদন (প্রহসিতাননং) চতুর্থ—তোমার সপ্রেম ঈক্ষণ (প্রেমবীক্ষণং) পঞ্চম—সর্ব্বশোভার আশ্রয়স্থল তোমার প্রশস্ত বক্ষ, যাহা স্বতঃই গাঢ় আলিঙ্গনের ইচ্ছা জন্মায় (বৃহদুরঃ) এইগুলি বিশেষরূপে পুনঃপুন দেখিয়া আমাদের মনে তোমার সঙ্গলাভের জন্য পরম উৎকণ্ঠা হয় এবং সেই উৎকণ্ঠাজ্বালার আতিশয্যে আমাদের মন মোহ প্রাপ্ত হয়। ১৭।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৮। তদেবং ভবতৈব নিজহৃচ্ছয়োদয়স্য ব্যঞ্জনয়াস্মাসু তে তে নানা ভাবা জন্যন্তে, হন্তাস্য হৃচ্ছয়তাপ এবমেবং শান্তঃ স্যাদিতি ভাবনয়া ত্বদ্ভাব-ভাবিতত্বেন তত্তদ্বাসনোদয়াৎ। যতোঽস্মাকং ত্বয়ি স্নেহঃ স্বভাবজ-ত্বাদ্বলবত্তর ইতি দ্যোতয়ন্ত্যস্তাদৃশস্নেহময়াভিলাষ বিস্ফুটহৃদয়াঃ সদৈন্যং নিবেদয়ন্তি—ব্রজেতি দ্বাভ্যাম্; ব্রজৌকসাং বনৌকসাং চেত্যর্থঃ। ব্যক্তিঃ প্রাকট্যম্, অতোঽন্তর্দ্ধানমযুক্তমিতি ভাবঃ। অঙ্গেতি—প্রেম-সম্বোধনে। ন কেবলং তেষাং বৃজিনহন্ত্রী, অশেষস্যাপি মঙ্গলরূপা বৃজিনহন্ত্রী; যদ্বা, তেষামেব সর্ব্বসুখদা চ। অলমতিশয়েনেত্যস্যোভয়তোঽপ্যন্বয়ঃ। অতো নঃ সম্বন্ধে দুঃখশমকং কিমপি দেহি। নন্থ ব্রজৌকস্ত্বেণ

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৮। হে প্রাণপ্রিয়তম! তোমার অভিব্যক্তি ব্রজবাসী ও বনবাসী সকলেরই নিরতিশয় দুঃখনাশক এবং বিশ্বেরও মঙ্গলদায়ক। অতএব তোমার স্পৃহাতে আমাদের মন আরূঢ় হইয়াছে। এই স্বজনগণের মানসরোগ-নিবর্ত্তক অতি গোপনীয় ঔষধ, কৃপণতা পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দান কর। গূঢ় অভিপ্রায় এই—সে ঔষধ যে কি, তাহা তুমিই জান, তুমি ভিন্ন আর কেহই জানে না। ১৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৮। এইরূপে তুমিই নানাভাবে নিজ হৃদয়ের কামোদয় ব্যঞ্জিত করিয়া আমাদের হৃদয়েও তত্তৎবিষয়ে ভাবের উদয় করাইয়া দিয়াছ, তাই আমরা সর্ব্বদা ভাবিতেছি, হায়! তোমার এই কামসন্তাপ এই এই উপায় দ্বারা শান্ত হইতে পারে। এই প্রকারে তোমার কামতাপ শান্তির উপায় ভাবিতে ভাবিতে তোমারই ভাবে বিভোর হইয়া আমাদের হৃদয়েও সেই সেই বাসনা সমুদিত হইয়াছে। যেহেতু আমাদের স্নেহ স্বভাবতই তোমার প্রতি বিদ্যমান, অধুনা কিন্তু তোমার তাপশান্তির নিমিত্ত তাহা বলবত্তর হইয়াছে; তাদৃশ বলবত্তর স্নেহময় অভিলাষ হেতু হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ইহাই 'ব্রজ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে সূচনা করিতে করিতে তাদৃশ স্নেহময় অভিলাষবশে ব্রজদেবীগণ বিদীর্ণ হৃদয়ে দৈন্যের সহিত দুঃখ নিবেদন করিতেছেন—'হে অঙ্গ' ইত্যাদি। এস্থলে 'অঙ্গ' ইহা প্রেমসূচক সম্বোধন। অর্থাৎ অতিশয় বিরহার্ত্তি ও দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ না করিয়া প্রেমসূচক সম্বোধন করিলেন। তোমার আবির্ভাব যে কেবল ব্রজবাসিজনগণেরই দুঃখ নাশ করে তাহা নহে, প্রত্যুত সকলেরই সমভাবে দুঃখনাশ করিয়া থাকে; সুতরাং সকলের পক্ষেই মঙ্গলস্বরূপ। অথবা বিশ্বের মঙ্গল-স্বরূপ হইলেও কেবল ব্রজবাসিগণের পক্ষে সর্ব্বসুখপ্রদায়ক। আর 'বৃজিনহন্ত্রী' ও 'মঙ্গল-স্বরূপ' এই দুই পদ নিরতিশয় পদের সহিত অন্বয় করিলে অর্থ হইবে, তোমার আবির্ভাব বিশ্বের নিরতিশয় মঙ্গলপ্রদ হইলেও ব্রজবাসীদের দুঃখ নিরতিশয় (সম্যক্) রূপে নাশ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভবতীনামপি তত্তদুৎপাতজদুঃখশান্ত্যাদিকং ভবিষ্যত্যেব, কিমন্যৎ প্রার্থয়ধ্বে? তত্রাহুঃ—ত্বয়ি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থমেব যা স্পৃহা, তস্যামেবাত্মা মনো যাসাং তাসাং নঃ। নন্বু ব্রজবনৌকসোঽপি মৎস্পৃহাঃ, ততঃ কো বিশেষঃ? তত্রাহুঃ—স্বজনেতি। তেষ্বপি স্বজনবিশেষো যোঽস্মদ্বিধস্তস্য হৃদ্রুজাং যন্নিসূদনমিতি মনাগিতি পরমদৌর্ল্লভ্যেন যাচকরীত্যা বা। বস্তুতস্তু হৃদ্রুজামিতি বহুত্বেন নি-শব্দেন চ তথা তদ্বিষয়ক-কামানামনির্ব্বর্ত্যত্বেন, প্রত্যুত সদা নবনবতয়া বর্দ্ধিষ্ণুত্বেনৈব নিরন্তর-তদ্দ্বৈবিধ্যমভিপ্রেতম্ ॥১৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করে। অতএব যাহাতে আমাদের দুঃখনাশ হইতে পারে, এমন কিছু দান কর। যদি বল, অপরাপর ব্রজবাসীদের ন্যায় তোমরাও যখন ব্রজে বাস কর, তখন ব্রজের মধ্যে সময়ে সময়ে উৎপাত উপস্থিত হইয়া যে সমস্ত দুঃখ আনয়ন করে, সেই দুঃখনাশের সঙ্গেই তোমাদেরও দুঃখ অবশ্যই নাশ হইবে; সুতরাং তোমরা অন্য আর কি প্রার্থনা করিতেছ? তাহাতেই বলিলেন—'ত্বৎস্পৃহাত্মনাম্'। অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধলাভে আকৃষ্টচিত্তা বলিয়াই সতত তোমাকে পাইবার জন্যই আমাদের স্পৃহা। আমাদের মন সতত কেবল তোমাকেই চায়, তোমাকে না পাওয়ায় আমাদের দুঃখ, অন্য আর কিছু আমাদের দুঃখ নাই। যদি বল, অপরাপর ব্রজবাসিগণও ত' আমাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করে, সুতরাং তোমাদের ও তাহাদের প্রার্থনার মধ্যে বিশেষ কি? তাহাতেই বলিলেন—'স্বজন' ইত্যাদি। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যেও আমরা তোমার স্বজন, সুতরাং স্বজনগণের হৃদ্‌গত রোগের যাহা নিসূদন, সেই গোপনীয় ঔষধ তোমার জানা আছে, কার্পণ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র দান করিয়া আমাদের এই হৃদ্‌রোগ সমূহের প্রশমন কর। এস্থলে 'কিঞ্চিৎ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে 'নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া'। অথবা যাচকের রীতি অনুসারে 'যৎকিঞ্চিৎ' প্রার্থনা করিলেন। কারণ যাচকেরা প্রার্থনা করিবার সময়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়া থাকে। বাস্তবিক যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করেন নাই। কারণ ব্রজদেবীগণ 'রোগ সমূহের' এই বহুবচনান্ত পদ নির্দ্দেশ করিয়া জানাইলেন যে, আমাদের রোগের কিছুতেই প্রতিকার হইতেছে না এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন। আর 'নিসূদন'—যাহা নিঃশেষ করিয়া নাশ করে। এস্থলে 'নি' এই উপসর্গের নিঃশেষ অর্থ না হইয়া নিরতিশয় অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া রোগের নাশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং উত্তরোত্তর উহা নিত্য নূতন নূতন ভাবে বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে; সুতরাং সেই হৃদ্‌রোগের দ্বৈবিধ্যই অভিপ্রেত হইতেছে। এই প্রকারে সেই হৃদরোগ সকল অবস্থায় দুইপ্রকার। প্রথম—উপসর্গ বিস্তার করে বলিয়া অপ্রতিকার্য্য। দ্বিতীয়—নিত্য নূতন নূতন ভাবে বর্দ্ধনশীল। অতএব যৎকিঞ্চিৎ ঔষধে উহার প্রতিকার হইবে কি? যদিও মুখে যৎকিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলেন, তথাপি কৌশলে বহু পরিমাণই প্রার্থনা করিয়াছেন। ১৮

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ১৯॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গোপীগীতং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩১॥

সারার্থদর্শিনী

১৮। কিঞ্চ কুলবধূনাং নিরপরাধানামস্মাকং ত্বয়ৈব সংমোহ্য রাত্রৌ বনমানীতানামৌৎকণ্ঠ্যাগ্নিনা কেবলং প্রাণদাহনমেব ন তবাভিপ্রেতং. কিন্তু স্বাঙ্গসঙ্গদানেন প্রাণ পালনমপীত্যত্র হেতুমাহুঃ,- তব ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসিনী অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎকর্তৃকা যা স্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা তস্যামেবাত্মা তৎ সম্পূরয়িতুং কামং মনো যাসাং তাসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। তদেব কিং তত্রাহুঃ—স্বজনহৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিষূদনং উপশমকমৌষধং কমলমিত্যর্থঃ। তদেব যদি অস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে তদা তেনৈব ত্বৎস্পৃহাং পূরয়িত্বা স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্ত ইতি ভাবঃ॥১৮॥

মূলানুবাদ

১৯। হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণকমল সম্মর্দিত হইবার ভয়ে আমরা আমাদের কঠিন কুচতটে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিতাম, কিন্তু হায়! এক্ষণে সেই চরণ-কমলদ্বারা তুমি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে কি সূক্ষ্ম পাষাণাদি হইতে ব্যথা পাইতেছ না? এই ভাবিয়া আমাদের মন বিমোহিত হইতেছে। কারণ তুমিই আমাদের প্রাণ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৮। গোপীগণ আরও বলিতেছেন—আমরা নিরপরাধ কুলবধূ। আমাদিগকে তুমিই বেণুগীতের দ্বারা সম্মোহিতা করিয়া ও রাত্রিকালে এই বনে আনয়ন করিয়া কেবল উৎকণ্ঠার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, ইহা তোমার অভিপ্রেত হইতে পারে না; কিন্তু নিজের অঙ্গসঙ্গদানে প্রাণরক্ষা করাই তোমার অভিপ্রেত। যেহেতু তোমার অভিব্যক্তি অর্থাৎ আবির্ভাব, সমস্ত ব্রজবাসীরই এমন কি জগতের মঙ্গলদায়ক এবং দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত। অতএব আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত যে তোমার মহতী ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহার পূরণকারিণী আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থাৎ অল্পপরিমাণে কিছু প্রদান কর—কৃপণতা পরিত্যাগ করিয়া দান কর। ভাল, যাহা রোগোপশমক তাহা কিরূপ? বা আমি তোমাদিগকে কি দান করিব? তাহাতেই বলিতেছেন—স্বজন-হৃদ্ রোগসমূহের অর্থাৎ তোমার এই স্বজনগণের কুচরোগসমূহের যাহা নিসূদন (উপশমক) ঔষধ অর্থাৎ তোমার করকমল, তাহা যদি আমাদের কুচযুগলে অর্পণ কর, তাহা হইলে আমাদের অভিলাষ পূরণ এবং প্রাণ রক্ষা করা হয়। ১৮।

ভাবার্থদীপিকা

১৯। অতিপ্রেমধর্ষিতাঃ রুদত্য আহুঃ যদিতি। হে প্রিয়! যৎ তে তব সুকুমারং পদাব্জং কঠিনেষু কুচেষু সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ শনৈর্দ্দধীমহি ধারয়েম বয়ম্। তত্ত্ব তেন অটবীমটসি। নয়সীতি পাঠে পশূন্ বা কাঞ্চিদন্যাং বা আত্মানমেব বা নয়সি প্রাপয়সি। তৎ ততঃ তৎ পদাম্বুজং বা কূর্পাদিভিঃ সূক্ষ্মপাষাণাদিভিঃ কিংস্বিৎ ন ব্যথতে কিন্তু ব্যথেতেতি ভবানেবাযুর্জীবনং যাসাং তাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহ্যতীতি ॥১৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৯। নন্বু কাস্তা হৃদ্রুজঃ? কিংবা তন্নিসূদনম্? ইত্যাপেক্ষায়াং রুদত্য এবোদ্দিশন্তি—যদিতি। অম্বুরুহরূপকেণ সিদ্ধেঽপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং, ততোঽপি পরমকোমলত্ববিবক্ষয়া শনৈরিত্যত্র হেতুঃ—ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ—কর্ক্কশেষ্বিতি। স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ—হে প্রিয়েতি; প্রিয়ত্বেন হৃত্যেব, তত্রাপি স্তনেষ্বেব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ। তেনাটবীমটসি. অধুনা নিশি বনে ভ্রমসীত্যর্থঃ। স এব চরণস্তৈব

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৯। অতি প্রেমভরে ধর্ষিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন—হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল পদাব্জ আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে আমরা সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। কোন কোন পুঁথিতে 'নয়সি' এই পাঠও দেখা যায়। তাহা হইলে অর্থ হইবে, তুমি সেই চরণে পশুগণকে বা অন্য কোন রমণীকে বা আপনাকেই বনে লইয়া গিয়া থাক। মূলে যে 'তৎ' শব্দ আছে, তাহার অর্থ 'অতএব' অথবা 'সেই চরণপদ্ম' উভয়ই হইতে পারে। তাহা কি কূর্পাদি সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? অবশ্যই ব্যথিত হইতেছে। তুমিই আমাদের জীবনস্বরূপ। তোমার সম্বন্ধে আমাদের মন মোহদশা প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং আমাদের নিকট আবির্ভূত হও।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৯। যদি বল, তোমাদের সেই হৃদ্‌রোগই বা কি? এবং তাহার প্রতিকারই বা কি? এই অপেক্ষায় রোদন করিতে করিতেই বলিতে লাগিলেন—'যৎ' ইত্যাদি। হে প্রিয়! তোমার যে সুজাত পরম কোমল চরণকমল আমরা স্তনমণ্ডলে সম্মর্দ্দন আশঙ্কায় ভীত হইয়া ধীরে ধীরে ধারণ করিতাম, তুমি সেই চরণকমল দ্বারা এই রজনীতে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ এবং সেই চরণকমল তৃণাঙ্কুরাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে, এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। যেহেতু তুমিই আমাদের জীবন, সুতরাং বনভ্রমণে বিরত হইয়া আমাদের নিকট আগমন কর। 'অম্বুরুহ' রূপক দ্বারাই চরণের সুকোমলত্ব সিদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ধারণে পুনঃ পুনস্তদুল্লেখে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্রৈব বর্দ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ, পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকেত্বেন শিলেত্যাদ্যুক্তম্; সম্প্রতি তু কর্কশপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতন-যমুনাতটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদিপ্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্রাশঙ্কা নাস্তি, তথাপি 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি' ইত্যাদি-ন্যায়েন শঙ্কা, তাসাং সা সঞ্জায়ত এব, ভ্রমতি মুহ্যতি। অত্র হেতুঃ—ভবদায়ুষামিতি। ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাভ্যস্তং চলসি যৎ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইলেও 'সুজাত' এই বিশেষণ প্রয়োগে ঐ চরণ কমল অপেক্ষাও 'পরম কোমল' ইহা বলিবার নিমিত্ত সুজাত পদ প্রয়োগ হইয়াছে। "ধীরে ধীরে" এবং 'ভীত হইয়া' ধারণ করি, ইহার হেতু এই যে, তোমার চরণ পরম কোমল এবং আমাদের স্তন কঠোর। আচ্ছা, তাহা হইলে ঐ চরণকমল তোমরা স্তনে ধারণ কর কেন? তাহাতেই বলিলেন হে প্রিয়! প্রিয়ত্ব প্রযুক্ত তোমার চরণকমল হৃদয়েই ধারণযোগ্য, তাহার মধ্যে আবার স্তনমণ্ডলেই ধারণযোগ্য অর্থাৎ তোমার সুখবিধানের উদ্দেশ্যেই তাহা স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া থাকি। অধুনা তুমি সেই চরণকমল দ্বারা এই রজনীতে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। এইরূপে পুনঃপুন সেই চরণেরই উল্লেখের কারণ উক্ত হইল। অর্থাৎ অন্য অঙ্গের কথা না বলিয়া কেবল চরণের কথাই বলিতেছেন। আর ঐরূপ ভ্রমণে চরণের অনিষ্ট আশঙ্কায় ঐ চরণের প্রতিই ব্রজ-দেবীগণের স্নেহাতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাও দর্শিত হইল। পূর্ব্বে যে বনভ্রমণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গোচরণ করিবার নিমিত্ত তৃণময় প্রদেশেই হইয়াছে, তথায় প্রায় শিলাদির সদ্ভাব; কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কর্কশপ্রায় পরিদৃশ্যমান পুলিনের উপরিতন যমুনাতটে ভ্রমণ করিতেছেন ভাবিয়া কূর্পাদির (তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম শিলাদির) নির্দ্দেশ হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ শিলা-কঙ্করাদির আশঙ্কা নাই। কেনন, তৎকালে শ্রীবৃন্দাদেবী প্রভৃতির প্রযত্নে ও শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবসিদ্ধ-গুণে তত্তৎস্থলে কূর্পাদির আশঙ্কা নাই। তথাপি 'বন্ধুগণের হৃদয় সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া থাকে'—এই ন্যায়ানুসারে ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে তাদৃশ আশঙ্কা হইল। আচ্ছা, তাহাতে তোমাদের মন নিরতিশয় ব্যাকুল বা বিভ্রান্ত হইয়া মোহাবিষ্ট হইতেছে কেন? তাহাতেই বলিলেন—'ভবদায়ুষাং' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'তুমিই আমাদের জীবন'। এই প্রকারে এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও বলিয়াছেন—'ত্বয়ি ধৃতাসবঃ' অর্থাৎ তোমাতে প্রাণধারণ করিয়া। আরও বলিয়াছেন, 'চলসি যদ্‌ব্রজাৎ' অর্থাৎ তুমি যখন ব্রজ হইতে বনে চলিয়া যাও। এই কথাই অভ্যস্ত হইয়াছে। (কোন এক বিষয়ের পুনঃপুন উল্লেখের নাম অভ্যাস) অতএব সেই কূর্পাদির দ্বারা যে ব্যথা, তাহা আমাদের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ব্রজাদিতি, অতস্তৈর্য্যা ব্যথা সাম্প্রজ্জীবন এবোৎপন্নতে। তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেব, তাদৃশশঙ্কা এব হৃদ্রুজঃ, তন্নিসূদনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালন-সুখনিবাসনমেব ইতি দ্রুতমেব সমাগচ্ছেতি ভাবঃ। নয়সীতি পাঠে গচ্ছসীত্যেবার্থঃ। 'নয়-পয়-গতৌ' ইতি ধাতোঃ। তদেবং তাসাং সর্ব্বস্যাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপ্যেবমেব জ্ঞেয়ম্। হন্তেমা ময়ি প্রেমৈকময্য ইত্যাদিভ্যঃ পরমসুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসম্। তচ্চ যোগ্যত্বাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশ-প্রেমবিলাসময় তত্তদিচ্ছা জায়ত ইতি। এবমন্যদপি উহ্যং সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি ॥১৯॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশম-টিপ্পন্যামেকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সারার্থদর্শিনী

১৯। নন্থ, ভো রসিকাঃ, যং প্রার্থয়ধ্বে তন্মে চরণকমলং সম্প্রতি বনভ্রমণসুখে নিমজ্জত্যতো যুষ্মৎকুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে, তত্র সরোদনমাহুর্যত্তে ইতি। তব সুজাতমতিসুকুমারং যচ্চরণাম্বুরুহং স্তনেষু দধীমহি, তেনাপি ভীতা এব বয়ং, তেন চরণাম্বুরুহেণ অটবীং অটসীতি কাকুক্ত্যা, হন্ত হন্ত কীদৃশমনর্থমসমসাহসং করোষীতি ভাবঃ। নন্থ কথং ভীতাস্থ তত্র বিশিংষন্তি,—কর্কশেধিতি। স্তনানাং কঠোরত্বমেব ভয়হেতুরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি ধত্থে? তত্রাহুঃ—হে প্রিয়েতি। ত্বং তেষেব স্বচরণার্পণে প্রীণাসীতি ত্বৎসুখমালক্ষ্যৈবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তদানীং চরণেন স্তনপীড়নে ত্বৎসুখে সাক্ষাদ্দৃষ্টেঽপি চরণসৌকুমার্য্যদৃষ্ট্যৈব ব্যথাবশ্যং সম্ভবেদেবেতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

জীবনেই হইয়া থাকে; সুতরাং আমরা অধুনা প্রাণধারণে কোন প্রকারেই সমর্থ হইতেছি না। এই প্রকারে চরণকমলের তাদৃশ আশঙ্কাই আমাদের হৃদ্‌রোগ এবং স্বয়ংই পরম প্রিয়তম অঙ্গে সলালন সুখনিবাসনই, তাহার নিসূদন। অর্থাৎ যদি আমরা স্বহস্তে ও পরম প্রিয়তম অঙ্গে (নিজ হৃদয়ে) তোমার চরণকে একান্ত যত্ন ও মমতার সহিত রক্ষা করিয়া সুখের সহিত লালন করি, তাহা হইলে সেই চরণের সুখনিবাস-হেতু আমাদের হৃদয়রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব অবিলম্বে আমাদের নিকট আগমন কর। এই প্রকারে ব্রজদেবীগণের যে ভাব, তাহা যখন প্রেমৈকময়, তখন শ্রীভগবানের ভাবও যে তাদৃশ প্রেমময়, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতেই শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্রজসুন্দরীগণ আমার প্রতি প্রেমৈকময়ী, সুতরাং ইহাদের পরম সুখময় আত্মদান করাই আমার পক্ষে সমুচিত। সেই আত্মদান আবার এই এইরূপে সম্পাদন করিলে যথোপযুক্ত আত্মদান হইবে। এইপ্রকার আলোচনা করিয়া ভগবানের হৃদয়ে তাদৃশ প্রেমবিলাসময় তত্তৎ বিহার বাসনা সমুদিত হইয়া থাকে। এই প্রকার নানাবিধ ভাব উহ্য রহিল। ইহা রসিক ভক্তগণের স্বানুভবগম্য। ১৯

সারার্থদর্শিনী

শঙ্কয়া অস্মাকং খেদো জায়ত এবেত্যত আহুঃ শনৈর্দধীমহীতি। ত্বৎসখ্যেপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বমিতি মহাভাব-লক্ষণমিদং তেন ত্বৎসংযোগেঽপ্যস্মাকং দুঃখং বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেবেতি ধ্বনিঃ। কিং কর্ত্তব্যং তপোভির্বিধিং প্রতি স্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থ্যমানে তব সুখং ন স্যাৎ কর্কশত্বে চ ত্বচ্চরণানাং ব্যথেত্যুভয়-থৈব সঙ্কটমস্মাকমিত্যনুধ্বনিঃ। ভবত্বস্মাকমেব সংযোগবিয়োগয়োঃ কষ্টম্। ত্বন্তু স্বৈরিত্বেঽপি কিং কষ্টং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৯। যদি বল—হে রসিকাসকল! তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, সেই আমার চরণকমল সম্প্রতি বনভ্রমণ সুখে নিমগ্ন আছে, সুতরাং তোমাদের কুচতটে থাকিবার অবকাশ পাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া গোপীগণ রোদন করিতে করিতে "যত্তে সুজাত ইত্যাদি শ্লোকে সেই ব্যথার কথাই বলিতেছেন—তোমার অতি সুকুমার সুকোমল চরণকমলে ব্যথা লাগিবে বলিয়া স্তনে ধারণ করিতেও আমরা শঙ্কিত হইয়া থাকি, তুমি সেই চরণকমল দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ? হায়! হায়! তোমার কীদৃশ অনর্থক অসম সাহস? যদি বল, আমার বনভ্রমণে তোমরা ভীতা হইতেছ কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'কর্কশেষু' ইত্যাদি। তোমার শ্রীচরণ এতই সুকোমল যে, আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের কর্কশ কুচে ধারণ করিলে উহা ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, তাই অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে আমরা উহা ধারণ করিয়া থাকি। সেই সুকোমল চরণে তুমি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। (স্তনের কাঠিন্যই আমাদের ভয়ের হেতু) যদি বল—তাহা হইলে আমার চরণকমল কুচে ধারণ কর কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—হে প্রিয় ইত্যাদি। হে প্রিয়! তুমি আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে চরণ স্থাপনে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাক। তোমার সুখের সম্ভাবনায় আমরা তাহা স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া থাকি। তোমার চরণ সম্মর্দ্দন জনিত সুখস্পৃহাই চরণের ব্যথার কথা বিস্মৃত করিয়া দেয়। অপিচ চরণদ্বারা স্তনপীড়নে তোমার সুখ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু চরণের সৌকুমার্য্য দেখিয়াই ব্যথার অবশ্যই সম্ভাবনা হয় এবং এই চিন্তায় আমাদের দুঃখ হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন—'শনৈঃ দধীমহি'। আমরা তোমার সুকোমল চরণকমল অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে ধারণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ তোমার সহিত আমাদের সখ্যভাব থাকিলেও তোমার চরণে ব্যথা লাগিবে, এই আশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। (শ্রীকৃষ্ণসুখেও আর্ত্তিশঙ্কায় খিন্নতা—ইহা মহাভাবের লক্ষণ) অতএব তোমার সংযোগেও বিধাতা আমাদের ললাটে দুঃখ লিখিয়াছেন। কি করিব! যদি তপস্যা দ্বারা বিধাতাকে সন্তোষ করিয়া স্তনের কোমলত্ব প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তোমার সুখ সম্ভাবনা নাই, আর কর্কশ হইলেও তোমার চরণের ব্যথা হইবে, এই উভয়পক্ষেই আমাদের সঙ্কট। (ইহাই অনুধ্বনি)

সারার্থদর্শিনী

সহসে যত্তেনাটবীমটসি কিং চরণাম্বুরুহমেতদটব্যটনযোগ্যমিত্যাপাল্ন্তো ব্যঞ্জিতঃ। নন্থ যদা যন্মে মনস্তায়াতি তদা তদহং করোম্যত্র ভবতীনাং কিমিত্যত আহুঃ—তচ্চরণং ন ব্যথতে কিং স্বিদপি তু ব্যথেতৈব। কিন্তু ত্বমেবাস্মাস্বিব স্বাঙ্গেষ্বপি নির্দ্দয় এব। কিম্বা এতা মদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি তস্মাদেতা দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং সোঢ়বাতেত্যাশয়েন তাং ব্যথামপি সহসে? কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখমতস্তাং ব্যথামপি ত্বং সুখমেব মন্যসে? কিম্বা 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তী"তি ন্যায়েন যৎ পূর্ব্বং তে হৃদয়ং কুসুমমসুকুমারমাসীত্তদেবাস্মৎকঠোরস্তনসঙ্গেন সম্প্রতি কঠোরমভূৎ যথা তথৈব ত্বচ্চরণমপি স্তনসঙ্গেনৈব কঠোরমভূদতঃ কূর্পাদিভিরপি ন ব্যথতে। কিম্বা ত্বচ্চরণস্পর্শমাহাত্ম্যাৎ কূর্পাদয়োঽপি কোমলা এব ভবন্তি। কিম্বা ধরণ্যৈবাতি কারুণ্যাৎ ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদলোভাদ্বা ত্বচ্চরণবিন্যাসস্থলে স্বজিহ্বা উত্থাপ্যতে। কিম্বা ত্বমস্মত্তোঽপি প্রেমসিন্ধুর্দৈববশাদস্মদ্বিরহসন্তপ্তো ভ্রমন্নুন্মাদদশাং প্রাপ্তঃ স্বচরণব্যথাপি নানুসন্ধৎসে, ইত্যেবং নানা কারণানি পরামৃশন্তীনামস্মাকং ধীর্ভ্রমতি। নতু ক্বাপি নিশ্চয়ং লভতে ইতি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

আর তোমার সংযোগ এবং বিয়োগ সময়ে আমাদের কষ্ট হয় হউক; কিন্তু তুমি স্বাধীন হইয়াও কেন কষ্ট সহ্য করিতেছ? কি হেতু সুকোমল চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার ঐ চরণকমল বনভ্রমণের যোগ্য নহে। (তিরস্কার ব্যঞ্জিত হইল) যদি বল, আমার মনে যখন যাহা হয়, তাহাই করিয়া থাকি, ইহাতে তোমাদের বলিবার কি আছে? তাহাতেই বলিতেছেন—'তদ্ব্যথতে ন কিং'? তোমার চরণ কি ব্যথিত হয় না? নিশ্চয় ব্যথিত হয়; কিন্তু তুমি আমাদের প্রতি যেরূপ নির্দ্দয়, স্বীয় অঙ্গের প্রতিও সেইরূপ নির্দ্দয়। কিংবা এইরূপ বোধ হয় যে, আমার দুঃখে যখন এই গোপীগণ দুঃখিতা হয়, তখন ইহাদিগকে দুঃখ প্রদান করিতে হইলে আমাকেও দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে সেই ব্যথা সহ্য করিতেছ। অথবা আমাদের দুঃখ দেখিলে তোমার মহাসুখ হয়, এইজন্য ঐ ব্যথাকেও সুখ বলিয়া মনে করিতেছ। কিংবা 'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি' এই ন্যায়ানুসারে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে তোমার যে হৃদয় কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল, সম্প্রতি আমাদের কঠোর স্তনের সংসর্গদোষে সেই হৃদয় অতিশয় কঠোর হইয়াছে। আর সেইরূপ তোমার চরণও সেই সংসর্গে কঠোর হইয়াছে এজন্য কূর্পাদি (কঙ্করাদি) দ্বারাও ব্যথিত হইতেছে না। অথবা তোমার চরণস্পর্শ মাহাত্ম্য হেতু কূর্পাদিও কোমল হইয়া যায়। কিংবা ধরণী অতিশয় করুণাবশতঃ বা তোমার চরণের মাধুর্য্য আস্বাদ লোভে যে স্থানে তুমি চরণ বিন্যাস কর, সেই স্থানে স্বীয় জিহ্বা উত্থাপন করিয়া থাকে। অথবা তুমি আমাদের হইতেও প্রেমসিন্ধু, দৈববশতঃ আমাদিগের বিরহসন্তাপে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া বনভ্রমণহেতু স্বীয় চরণ-ব্যথাও অনুসন্ধান করিতেছ না। ইত্যাদি নানা

সারার্থদর্শিনী

ভাবঃ। নন্বেতৎ কিয়ৎ স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়থ, অহন্তু তৎদুঃখং দুঃখং ন মন্যে যেন প্রাণাস্তিষ্ঠন্তীতি চেদতআহুঃ-ভবদায়ুষামিতি, ভবতি ত্বয্যেবায়ুংষিভবানেব বা আয়ুংষি যাসাং তাসাম্। কল্যাণবতি ত্বয়ি স্থিতে ত্বেতাবদ্ভিরপি কষ্টৈরস্মদায়ুষাং ন নাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ভবানিবাস্মাম্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তো বিধিরেতদ্বিচারয়তি স্ম। যত্তাসামায়ুংষি সম্প্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি তদা মদ্দত্তে রতিসন্তাপৈর্দগ্ধায়ুষ ইমাঃ সদ্যো মরিষ্যন্তি। ততোঽহং পুনঃ কাভ্যো দুঃখং দাস্যামি তস্মাদাসামায়ুংষি মৎসধর্ম্মণি মদ্বন্ধৌ কৃষ্ণে নিধায় যথেষ্টমিমা অস্রিয়মাণা অপারমেব দুঃখং ভোজয়ামীতি অতএব বয়ং ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা—এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ভ্রমতি। প্রাণাস্ত্বস্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্ত্যেবেতি ত্বং সম্প্রতি পশ্যেপি ভাবঃ। নন্বায়ুষি স্থিতে কথং নাশস্তত্রাহুঃ,—ভবদায়ুষাং ত্বৎসমর্পিতায়ুষাং স্বায়ুংষি তুভ্যমস্মাভিঃ সম্প্রতি দত্তানি, তৈশ্চিরং ত্বং ব্রজে খেলেতি ভাবঃ ॥১৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। একত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গত-সতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত হইতেছে। কোন বিষয় নিশ্চয়লাভ করিতে পারিতেছি না। যদি বল, তোমরা কি স্বীয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছ? আমি কিন্তু তোমাদের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করি না। যেহেতু এখনও তোমাদের দেহে প্রাণ রহিয়াছে। তাহাতেই বলিতেছেন—তুমিই যে আমাদের আয়ু; তোমার কল্যাণরূপে অবস্থান-হেতু এত কষ্টেও আমাদের আয়ু নাশ হয় না। কারণ তুমিই যে আমাদের জীবন।

ভাবার্থ এই—তোমার ন্যায় আমাদিগকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিধাতা বিচার পূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, এই সকল গোপীজনের আয়ু সম্প্রতি যদি ইহাদিগের মধ্যে স্থাপন করি, তাহা হইলে আমার দত্ত রতিসন্তাপে দগ্ধ হইয়া সদ্যই ইহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। অতএব (ইহারা মরিলে) আমি কাহাদিগকে দুঃখ প্রদান করিব? অতএব ইহাদের পরমায়ু আমার সমধর্ম্মী ও বন্ধু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ইহাদিগকে অপার দুঃখভোগ করাইব এবং সহস্র কষ্টে অম্রিয়মাণ থাকিবে, এজন্য আমরা বহুকষ্টেও মরিয়া যাই নাই। অথবা এই সকল কারণেই আমাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত হইতেছে; কিন্তু এতাদৃশ কষ্টেও আমাদের মৃত্যু হইতেছে না। সম্প্রতি আমাদের প্রাণ দেহ হইতে নির্গত হইবে, তাহা তুমি দাঁড়াইয়া দর্শন কর। যদি বল, আয়ু থাকিতে কি প্রকারে মরিবে? তাহাতেই বলিতেছেন—'ভবদায়ুষাং'। তুমি আমাদের আয়ু। অর্থাৎ সম্প্রতি আমাদিগের আয়ু তোমাকে অর্পণ করা হইয়াছে এবং সেই আয়ু দ্বারা চিরকাল তুমিই ব্রজে খেলা কর। ১৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর-কৃত শ্লোকের ও টীকাত্রয়ের ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

৪র্থ (৩২শ) অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ॥ ১

ভাবার্থদীপিকা

দ্বাত্রিংশে বিরহালাপবিক্লিন্নহৃদয়ো হরিঃ। তত্রাবির্ভূয় গোপীস্তাঃ সাস্ত্বয়ামাস মানয়ন্॥
স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ। সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীরুদ্গতো নন্দনন্দনঃ॥

১। ইতি গোপ্য ইতি। ইতি এবং প্রভৃতি। চিত্রধা অনেকধা। সুস্বরম্ উচ্চৈঃ। কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ॥১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১। ইতি-শব্দঃ প্রকারবচনস্তস্মাদেবং প্রভৃতীত্যেবার্থঃ। প্রকর্ষেণ প্রেমোদ্রেকাদুচ্চৈর্গায়ন্ত্যঃ, কদাচিৎ প্রকর্ষেণ লপন্ত্যশ্চ; কিংবা বিরহব্যাকুলতয়া কিঞ্চিদনর্থকং জল্পন্ত্যঃ, চিত্রধেত্যস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপ্যন্বয়ঃ। সুস্বরং করুণদীর্ঘস্বরেণেত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি তদ্দর্শনে লালসয়া তদ্যুক্তমেবেত্যার্ত্তি-সম্বোধনম্॥১॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন.—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় গোপীগণ এই প্রকারে গান ও বিবিধ প্রকার প্রলাপ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

বিরহিনী গোপীগণের বিরহালাপ শ্রবণে শ্রীহরির হৃদয় নিরতিশয় কাতর হইল এবং তিনি তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত ও সান্ত্বনা দান করিলেন। স্বীয় প্রেমামৃতের মহা তরঙ্গে গোপীগণের চিত্ত কাতর হইয়াছে দেখিয়া শ্রীনন্দনন্দন সদয়ভাবে অবতীর্ণ হইলেন। ইহাই এই দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে অতি লালসান্বিতা হইয়া বিচিত্ররূপে উচ্চৈঃস্বরে গান ও প্রলাপের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মযমানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২

ভাবার্থদীপিকা

২। সাক্ষান্মন্মথমন্মথো জগন্মোহনস্য কামস্যাপি মনস্যুদ্ভূতঃ কাম্যঃ সাক্ষাৎ তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ ॥২॥

সারার্থদর্শিনী

দ্বাত্রিংশে হরিরায়াতঃ স্বাঙ্গভাবাং শুকোক্তিভিঃ।
পূজিতঃ প্রতিপূজ্যৈতা প্রেমোক্ত্যা ঋণিতামধাৎ ॥

১। চিত্রধা আশ্চর্য্যতানতালাদিপ্রকারেণ প্রগায়ন্তা অতিবৈবশ্যোদ্রেকাৎ প্রলপন্ত্যশ্চ, সুস্বরং রুরুদুঃ ॥১॥

মূলানুবাদ

২। তখন শৌরি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথেরও মোহনরূপে পীতাম্বর ও বনমালা ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য

১। ইতি-শব্দে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বচন কিংবা এইরূপে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায়, অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উৎকণ্ঠা যাঁহাদের, সেই ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অভিলাষে নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। তাঁহারা সুস্বরে গান ও নানারূপ প্রলাপপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। প্রেমোদ্রেক-হেতু উচ্চৈঃস্বরে গান, কদাচিৎ প্রকৃষ্টরূপে বিলাপ, কিংবা বিরহ-ব্যাকুলতা বশতঃ কিঞ্চিৎ অনর্থক বাক্য প্রয়োগ, কিংবা উক্তরূপ বহুপ্রকার গান এবং প্রলাপ পূর্ব্বক করুণ অথচ দীর্ঘস্বরে প্রেমের উদ্রেক বশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লালসায় ব্রজদেবীগণের তাদৃশ আচরণ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এই নিমিত্তই শ্রীশুকদেব 'হে রাজন্'! এই আর্ত্তিপূর্ণ সম্বোধন করিলেন। ১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১। এই দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সভায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইলেন এবং তিনিও প্রেমালাপাদি প্রতিপূজনে তাঁহাদিগের নিকট স্বীয় ঋণীত্ব প্রতিপাদন করিলেন—ইহাই শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন লালসায় আশ্চর্য্য তান (স্বরের আরোহণমুখে মূর্চ্ছনা তালাদিপ্রকারে গান করিয়া প্রেমাতিরেক-বিবশতায় প্রলাপের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২। তাসাং তথা রুদতীনামধুনা মদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্ক্যমানানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষয়া তদেকাপেক্ষয়ৈব দৈন্যবিশেষেণ তৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতম্। শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোঽপি তাসামেবাবিরভূৎ, সর্বতোঽপ্যপূর্ব্বাদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ' (শ্রীভা ১০।৩২।১৪) ইতি, 'তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৬) ইতি, 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপম্' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৫) ইত্যাদৌ চ, তথৈব শ্রীগোপীষু বিশেষোক্তিঃ 'এতাঃ পরম্' ইত্যাদৌ, 'বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইতি শ্রীমদুদ্ধব-সিদ্ধান্তানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু যুক্তমেব চ তাদৃশত্বম্। 'প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুঃ' (শ্রীভা ১১।২।৪২) ইত্যাদি-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২। সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ—জগন্মোহন মদনেরও হৃদয়ে সমুদ্ভূত কামস্বরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ মদনেরও বিমোহক।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২। সেই বিরহকাতরা ও রোদন-পরায়ণা ব্রজসুন্দরীগণ অধুনা আমার দুঃখ সম্ভাবনায় অতিশয় দৈন্যবিশেষের উদয়ে রোদন করিতেছে এবং তাহাদের প্রাণও গতপ্রায় হইয়াছে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ বিতর্ক করিতেছিলেন, কৃপাভরে হাস্যমুখে তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া ব্রজদেবীগণ যখন ব্যাকুলতায় রোদন করিতে লাগিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া দর্শন দিলেন। ইহাতে তাঁহাদের দৈন্যবিশেষই প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং দৈন্যই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন—ইহাই দর্শিত হইয়াছে। শৌরি—শূরবংশে আবির্ভূত-হেতু তিনি শৌরি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। কারণ ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব আবির্ভাব-বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পরে বলিবেন—ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্য্যের আস্পদস্বরূপ বপু ধারণ করিয়া পরম শোভা পাইতে লাগিলেন।" এবং "স্বর্ণময় মণিগণ মধ্যে মহামরকত যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ স্বর্ণবর্ণা গোপীগণে পরিবৃতা হইয়া ভগবান্ যশোদানন্দন অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" 'গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিলেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণের এই দুরাপ নবীন রূপ প্রতিদিন নেত্রদ্বারা পান করেন? এই রূপ লাবণ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ; ইহার সমান বা অধিক নাই। আভরণাদি হইতেও উহার উৎপত্তি হয় নাই। ইহা লক্ষ্মী ও যশের নিশ্চিত নিলয়। অতএব ব্রজস্ত্রীসকল ধন্যা।" এইপ্রকার শ্রীগোপীগণের মহিমা উল্লেখ করিয়া শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন—এই পৃথিবীতে গোপবধূগণই ধন্যা এবং ইঁহারাই যথার্থ দেহ-ধারণ করিয়াছেন। কারণ ইহাঁরা অখিলাত্মা ভগবানে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ন্যায়েন তথৈব দর্শয়তি—'সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ' ইতি। নানাবাসুদেবাদি-চতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবাঃ, ন তু তদীয়শক্ত্যংশাবেশি-প্রাকৃত-মন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ, তেষামপি মন্মথঃ মন্মথত্বপ্রকাশকঃ, চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। যেষাং রূপগুণবিশেষাণামংশেন তৎপ্রকাশকোঽসৌ তানখিলান্ এব প্রকাশয়নিত্যর্থঃ। অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদিমন্ত্রা ধ্যানানি চ সন্তি; কিন্তু, তস্মিন্ ধ্যানেঽন্যাকারত্বং মন্মথত্ব-ব্যঞ্জনার্থমেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এবম্প্রকার প্রেমবতী হইয়া রহিয়াছেন। আর এই প্রেম সামান্য নহে, সংসার-ভীরু মুনিগণ মুক্তিলাভ করিয়াও ইহা অভিলাষ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-কথায় যাহার একান্ত অনুরাগ, তাহার ব্রহ্ম জন্মে প্রয়োজন কি?" ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্ব্বাধিক প্রেমবতী গোপীগণে তাদৃশত্ব যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। "যেমন ভোজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই ভোজনানুরূপ মনস্তুষ্টি, দেহপুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভজনানুরূপ প্রেমলক্ষণা ভক্তি, প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপস্ফূর্ত্তি ও মায়িক বিষয়ে বিরক্তি যুগপৎ উদয় হইয়া থাকে।" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারেই তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ" * বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎ মন্মথ অর্থাৎ

* শ্রীশুকদেব রাসবিহারী ভগবানকে সাক্ষাৎ 'মন্মথ-মন্মথ' বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, বাসুদেবাদি নানা চতুর্ব্যূহের মধ্যে প্রদ্যুম্ন হইলেন অপ্রাকৃত সাক্ষাৎ মন্মথ বা মদন। তন্মধ্যে আবার দ্বারকার চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত প্রদ্যুম্ন অন্যান্য ধামস্থ চতুর্ব্যূহসমূহের মূল অর্থাৎ দ্বারকাস্থ প্রদ্যুম্নই মূল মন্মথ। আর স্বয়ংরূপ ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন উক্ত প্রদ্যুম্নরূপ মন্মথেরও মূলাশ্রয়। এস্থলে 'সাক্ষাৎ' শব্দে স্বয়ং অপ্রাকৃত মন্মথ প্রদ্যুম্নেরও মূলাশ্রয় গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নবীন মদন রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রাকৃত কামদেবকে উদ্দেশ করা হয় নাই।

দ্বারকাস্থ প্রদ্যুম্নের শক্তির প্রতিবিম্বিত কণামাত্রের আবেশপ্রাপ্ত প্রাকৃত মদন প্রাকৃত জগজ্জীবের মন কামপ্রেরণাদ্বারা মথিত করিয়া সে মনে কেবল দেহেন্দ্রিয় ও তচ্চরিতার্থতার অনুকূল বিষয়েরই স্ফুরণ করেন, তিনিও এই মূর্ত্তিদর্শনে মোহিত হইয়া স্ত্রীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; প্রাকৃত দেবতা মদনের রূপ নাই, তাঁহার বাসস্থান জীবের মনে এবং তাঁহার কার্য্য সেই মনকে ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার নিমিত্ত মথিত করিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন বিষয়ে প্রেরণ করা। কিন্তু এই গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর নবীন মদন জীবের মনে সৌভাগ্যক্রমে উদয় হইলে প্রথমেই তত্রস্থ সেই প্রাকৃত মদনকে মোহিত করেন—মদন মূর্চ্ছিত হইলে মনে বিষয়ভোগ বাসনার স্ফুরণ আর হয় না। তাহার পর সেই শুদ্ধ মনকে তিনি নিজের প্রতিই আকর্ষণ করেন।

বস্তুতঃ এই রসরাজ মদনমোহন মূর্ত্তিই 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' এবং তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ গোপীগণ সহ শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য শ্রীরাসাদি ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

জ্ঞেয়ং, মন্মথ পদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষামপি ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতম্; এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমালম্বনতা ভক্ত্যন্তরাগম্যতা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্যাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেশয়োরপ্যাহ—স্মরেত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণ। তত্র স্ময়মানেতি বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ। তাৎকালিকত্ব বিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্য প্রতীতেঃ তথা পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে, ধারণপ্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি, তেন তদানীমন্যবিশিষ্ট-ধারণবোধনাৎ। তথা স্রগ্বীত্যত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ। কিঞ্চ, স্মিতেনাত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং, ত্যাগস্য চ পরিহাসময়ত্বম্। পীতাম্বরধারণেন মূর্দ্ধপর্য্যন্তাবৃততয়া স্বস্য তাসাং পরিত্যাগতঃ সঙ্কুচিত-চিত্তত্বম্। স্রগ্বিত্বেন কেবলতৎসঙ্গিতয়া তা বিনা স্বস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্, অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিক-শোভাবর্ণনমিদমিতি ॥২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

স্বয়ং কামদেব কিন্তু তদীয় শক্ত্যংশের আবেশী প্রাকৃত মন্মথের ন্যায় অসাক্ষাৎরূপী নহেন, তাঁহাদেরও মন্মথ অর্থাৎ মন্মথত্ব প্রকাশক "চক্ষুরও চক্ষু" ইত্যাদিবৎ। অপিচ রূপ ও গুণবিশেষের অংশ দ্বারা যাঁহাদের তৎপ্রকাশক, সেই শ্রীভগবান্ সেই সমস্তই প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মহামন্মথত্ব-হেতু একাক্ষর মন্ত্র ও ধ্যান সমূহ রহিয়াছে, পরন্তু সেই ধ্যানে অন্যাকারত্ব মন্মথত্ব-ব্যঞ্জনার্থই জানিতে হইবে। মন্মথ পদের যৌগিক-বৃত্তি দ্বারা "তাঁহাদেরও ক্ষোভকারিত্বরূপ' ধ্বনিত হইল এবং তাদৃশ রূপের আদিরসে পরম আলম্বনতা ও ভক্ত্যন্তরগম্যতা প্রদর্শিত হইল। এই প্রকারে স্বরূপাবির্ভাবের অপূর্ব্বতা বর্ণন করিয়া 'স্ময়মানমুখাম্বুজ' 'পীতাম্বরধর' ও 'স্রগ্বী' এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিলাস ও বেশের অপূর্ব্বতা বর্ণন করিয়া এবং উক্ত বিশেষণত্রয়ের মধ্যে 'স্ময়মান' এই বর্ত্তমান প্রয়োগ দ্বারা জানাইলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে স্বাভাবিক হাস্য অপেক্ষা বিলক্ষণ হাস্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। অপিচ 'পীতাম্বর' এইমাত্র বলিলেই পীতবসন-ধারী—এই বিবক্ষিত বিষয় সিদ্ধ হয়; তাহা হইলে 'পীতাম্বরধর'—এই 'ধর' শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগ করিয়া জানাইলেন যে. তখন পীতাম্বর ধারণের অন্যরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর 'স্রগ্বী'—সুপ্রশস্ত-মালাধারী। আরও বলিতেছেন—হাস্য দ্বারা স্বকীয় সুপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করিলেন। আর গোপীগণকে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা যে পরিহাসময়, ইহাই জ্ঞাপনার্থ হাস্য করিলেন। পীতাম্বর ধারণ দ্বারা মস্তক পর্য্যন্ত আবৃতত্ব-হেতু গোপীগণের পরিত্যাগে নিজের চিত্তের সঙ্কুচিতত্ব দেখাইলেন। আর 'পুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত', এই বাক্যে প্রেয়সী-কর্তৃক প্রদত্ত মালা তাঁহাদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের সঙ্গব্যতীত সঙ্গান্তরে অরোচকত্বও জানাইলেন। অথচ শ্রোতৃহৃদয়ে তাহা প্রবেশের নিমিত্ত তাৎকালিক শোভাবিশেষও উক্ত হইল। ২।

সারার্থদর্শিনী

২। শৌরিরিতি। শ্রীগোপীজনপক্ষস্য শ্রীশুকদেবস্য কৃষ্ণং প্রত্যসূয়োক্তিঃ। কুটিলান্তঃকরণক্ষত্রিয়-জাত্যুদ্ভবত্বাদেব কৃষ্ণঃ প্রেমবতীভ্য আভ্য এতাবদ্দুঃখং দত্ত্বা স্বশৌর্য্যং প্রকটীচকার। যদি সরলান্তঃ-করণগোপজাতিজাতোঽভবিষ্যত্তদা নৈবমভবিষ্যদিত্যর্থব্যঞ্জিকা অতএব তাসাং দুঃখেঽপি প্রফুল্লমুখঃ। বস্তুতস্তু স্ময়মানং তাসামানন্দনার্থমেব প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজমেব হৃদম্বুজন্তু সন্তপ্তমেব যস্য সঃ। পীতাম্বরঃ স্কন্ধাভ্যাং পুরো লম্বিতীকৃত্য হস্তাভ্যাং ধরতীতি সঃ। অপরাধং ক্ষময়িতুমিতি ভাবঃ। স্রগ্বীতি প্রেয়স্যৈব পরিধাপিতাং স্রজং তাং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিঃ কামস্তস্যাপি মনো মথ্নাতীতি সঃ। জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়ান্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য তথা মোহয়ামাস যথা সোঽপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্পশরপীড়িতো মুমোহেত্যর্থঃ। তেন কৃষ্ণস্তৎপ্রেয়স্যশ্চ স্বরূপভূত-কন্দর্পস্যৈব শরপীড়িতা রমন্তে, নতু প্রাকৃতস্য জগন্মোহনকন্দর্পস্য তস্য তত্রানধিকারাদেবেতি জ্ঞেয়ম্।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'শৌরি' নাম প্রয়োগ করিয়া পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব যেন দুঃখিতা শ্রীগোপীগণের পক্ষ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শূরবংশজাত অর্থাৎ কুটিলান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাই প্রেমবতী গোপীগণকে তিনি এতাদৃশ দুঃখ প্রদান করিয়া নিজের শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি ক্ষত্রিয় না হইয়া সরলান্তঃকরণ গোপজাতি হইতেন, তবে তিনি কখনই গোপীগণকে এরূপ দুঃখ দিতে পারিতেন না। অতএব গোপীগণের দুঃখেও তাঁহার প্রফুল্ল মুখ। বস্তুতঃ ইহাঁদিগকে আনন্দ দান করিবার জন্যই তিনি স্বীয় মুখকমল প্রফুল্ল করিয়াছেন; কিন্তু হৃদয়কমল সন্তপ্ত ছিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে আনন্দ দান করিবার জন্যই এরূপ প্রফুল্ল মুখে ও মনোহর বেশে আগমন করিলেন। পীতাম্বর—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন গোপীগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য স্কন্ধের উপরিভাগে পীতবসনের অগ্রভাগ লম্বিত করিয়া হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছিল। প্রেয়সী-কর্ত্তৃক পরিধাপিত সেই বনমালা শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন যে, আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নই আছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথ'—এই বাক্যে বুঝা যায় যে, তিনি কামেরও মন মথন করেন। যে কন্দর্প তাহার পুষ্পশর প্রহারে জগজ্জীবকে মোহন করে, সেই কন্দর্পকেও তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত করাইয়া স্ত্রীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট আকাঙ্ক্ষায় মোহিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই প্রকারে কন্দর্পও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কন্দর্পশরে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অতএব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রেয়সীগণ সহ স্বরূপভূত কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়াই রাসাদি ক্রীড়া

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৩-৪। তন্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥৩-৪॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩। আগতম্—আদৌ সমুৎকণ্ঠয়া সত্ত্ব এব দূরে প্রাদুর্ভূয়াগমনক্রমেণ নিজান্তিকং প্রাপ্তং সন্তম্; তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজম্' ইতি। অতএব বিশেষেণ লোকয়িত্বা দৃষ্ট্বেতি রোদনবৈবশ্যেন ঈষদ্দর্শনেঽপ্যনিশ্চয়াৎ, কিংবা দৃষ্টেঽপি পরমার্ত্ত্যা বিশ্বাসাভাবাৎ সম্যঙ্ নিরীক্ষ্যেবেত্যর্থঃ। অবলা বিরহক্ষামতয়োত্থাতুমসমর্থা অপি সর্ব্বা যূগপদুত্থিতাঃ। তত্র হেতুঃ প্রেষ্ঠমিতি। তদেকপ্রেষ্ঠত্বেন

সারার্থদর্শিনী

তদানীং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বেন মনোমোহন স্বীয় মাধুর্য্যাবিষ্করণং তাসাং তাদৃশস্যাপি বিরহদুঃখস্য বিস্মরণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥২॥

মূলানুবাদ

৩। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া অবলাগণের নয়নযুগল আনন্দে প্রফুল্লকমলের ন্যায় বিস্ফারিত হইল। প্রাণ ফিরিয়া আসিলে যেরূপ কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সচেতন হয়, সেইরূপ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া সকলে একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৩।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৩-৪। তন্বঃ—কর-চরণাদি।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিয়াছিলেন। যেহেতু রাসাদি ক্রীড়ায় জগজ্জীবমোহন প্রাকৃত কন্দর্পের শর পীড়নে অধিকার নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে কন্দর্পশরে পীড়িত হইলেন কি প্রকারে? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে "সাক্ষাৎমন্মথ-মন্মথ" বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাঁরই অংশাংশ মদনের আবেশদেবতা মদন—যিনি জগজ্জীবের মন কামপ্রেরণা দ্বারা মথিত করিয়া সে মনে কেবল দেহেন্দ্রিয় ও তচ্চরিতার্থতার অনুকূল বিষয়েরই স্ফুরণ করেন, তিনিও এই মোহনমূর্ত্তি দর্শনে মোহিত হইয়া সেবাযোগ্য স্ত্রীদেহে তাঁহার সেবালাভের উৎকট চিন্তায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিরহিনী গোপীগণের তাদৃশ বিরহ বিস্মরণের জন্য সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথত্ব-হেতু মহামোহন স্বীয় মাধুর্য্য অর্থাৎ রূপ, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, বৈদগ্ধ্য ও মহামোহনত্বাদি গুণকদম্বে সাক্ষাৎ মন্মথেরও মনোমথন করিয়াই প্রকট হইয়াছেন। ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মরণে জীবনে চ তদেকহেতুত্বাৎ। এতদেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—তন্ব ইতি, আগতমিতি পুনরুক্তিঃ উত্থানে আগমনৈকহেতুতা স্পষ্টার্থং কৃতা। বিলাসাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্ ; যথোক্তম্—'গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি-কর্ম্মণাম্। তাৎকালিকত্ব বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গতঃ॥' ইতি ॥৩॥

সারার্থদর্শিনী

৩। তন্বঃ করচরণাদয়ঃ। আগতমিতি পুনরুক্তিঃ তাসাং মূর্চ্ছিতানামুত্থানং তদাগমনৈকহেতুকমিতি স্পষ্টীকর্ত্তুম্ ॥৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩। এক্ষণে সেই শ্রীকৃষ্ণ সমাগত অর্থাৎ প্রথমতঃ সমুৎকণ্ঠাবশতঃ সত্বই দূরে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—'অনন্তর ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সহাস্য বদনে আসিতে দেখিলেন।' অতএব 'বিশেষরূপে অবলোকন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, রোদনজনিত বৈবশ্যহেতু ঈষৎ দর্শনে নিশ্চয় না হওয়াতে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। অথবা অত্যন্ত আর্ত্তিবশতঃ প্রিয়তমকে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস হইল না। তজ্জন্য সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিলেন। অবলা—বিরহজনিত দুর্বলতাবশতঃ উত্থানশক্তি না থাকিলেও সকলে যুগপৎ উত্থিত হইলেন। উত্থিত হইবার হেতু—প্রিয়তমকে দেখিয়া। কেননা তিনিই একমাত্র প্রিয়তমত্ব-হেতু জীবনে মরণে তিনিই একমাত্র হেতু, এই কারণেই উত্থিত হইলেন। ইহাই দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণিত হইয়াছে—'তন্ব' ইত্যাদিতে। দেহে বিগত-প্রাণ ফিরিয়া আসিলে কর-চরণাদি অবয়বসকল যেরূপ যুগপৎ হর্ষে উৎফুল্ল হয়, তদ্রূপ। এই শ্লোকে 'আগত' শব্দের পুনরুক্তি দেখা যায়। ব্রজ-দেবীগণের উত্থান বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমনই একমাত্র হেতু, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত দুইবার নির্দ্দেশ হইয়াছে। এই শ্লোকে বিলাসাখ্য অনুভাব ব্যক্ত হইয়াছে। রসশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ :—প্রিয়তমের সঙ্গবশতঃ গমন, অবস্থান ও উপবেশনাদির ও মুখ-নেত্র প্রভৃতি কার্য্যাদির তাৎকালিক যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বিলাস বলে। ৩।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩। তন্বঃ—কর-চরণাদি অবয়বনিচয়। 'আগত' শব্দের পুনরুক্তির কারণ এই—গোপীগণের উত্থান বিষয়ে কৃষ্ণের আগমনই হেতু এবং ইহাই স্পষ্টভাবে বলিবার জন্য 'আগত' শব্দের পুনরুক্তি অর্থাৎ গোপীগণ এতক্ষণ যেন প্রাণ হারাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপে আগত দেখিয়া তাঁহারা প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যুগপৎ উত্থিত

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্॥ ৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর

৪। পূর্ব্বং বিরহদৈন্যেন তুল্যবচনৈঃ সর্ব্বাসামেব তুল্যতাপ্রাপ্তির্দর্শিতা, অধুনা প্রাপ্তনিজালম্বনত্বেন স্বস্বভাবমনুসরন্তীনাং মুখ্যানাঞ্চেষ্টিতভেদৈর্ভাবভেদানাহ—কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণং জগৃহে, বনভ্রমণশ্রান্ততয়া মত্তস্য তস্য করাবলম্বনায় তথা ব্যবহারস্যোচিত্যাৎ স্পর্শোৎসুক্যাচ্চ। করস্য দক্ষিণত্বঞ্চ নিজস্কন্ধে তদ্বাহুধারিণ্যা দ্বিতীয়ায়াঃ কান্তসমানস্থিতত্বেন বামভাগাবস্থানৌচিত্যাৎ দক্ষিণস্যৈব, তথা গ্রহণৌচিত্যাচ্চ। এবমুত্তরোত্তরং জ্ঞেয়ম্। অঞ্জলিনেতি নির্দ্দেশাদিয়ং মৃদুঃ সখ্যপ্রায়দাস্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ। চন্দনেন রুষিতং ভক্তিচ্ছেদলিপ্তমিতি ইয়মারুষ্য ধারণাৎ প্রখরা ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎপরাধীনকান্তা দক্ষিণা চ। তাম্বূলমত্র প্রতিকুঞ্জং মালাদিসাহিত্যেন শ্রীবৃন্দাদেব্যা স্থাপিতম্; যোগমায়য়ৈব বা সিদ্ধম্। শৌরেরিতি প্রকরণলব্ধম্॥৪॥

মূলানুবাদ

৪। কোন গোপী আনন্দে স্বীয় করযুগলের দ্বারা শৌরি শ্রীকৃষ্ণের করকমল গ্রহণ করিলেন, কেহ বা তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু স্বীয় স্কন্ধে স্থাপন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪। পূর্ব্বে বিরহদৈন্য বশতঃ তুল্যবচনে সকল ব্রজদেবীরই তুল্যভাব প্রাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন আলম্বনত্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব ভাবের অনুসরণ করিতেছেন। এতাদৃশী কতিপয় প্রধানা ব্রজদেবীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিষয় পাঁচ শ্লোকে বলিতেছেন—'কাচিৎ' ইত্যাদি। কোন গোপী আনন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল ধারণ করিলেন। ইনি মৃদু, সখ্যপ্রায়-দাস্যা, কান্ত-পরাধীনা ও দক্ষিণা। সেজন্য দক্ষিণ করকমল ধারণ করিলেন। বিশেষতঃ বনভ্রমণে পরিশ্রান্ত-হেতু মত্ত শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন। এইরূপ ব্যবহার ইহাঁর পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছে। কিংবা শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে যে সুখ, তাহার ঔৎসুক্যেই করকমল ধারণ করিলেন। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত বামবাহু নিজ দক্ষিণস্কন্ধে স্থাপন করিলেন, তিনি কান্ত-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইলেন। প্রাণ না থাকিলে কর-চরণাদি অবয়ব নিস্পন্দ ও জড় অবস্থায় থাকে, পুনর্ব্বার দেহে বিগত-প্রাণ ফিরিয়া আসিলে সমস্ত অবয়ব একসঙ্গে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। গোপীগণ এক্ষণে প্রাণসম শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওত সঞ্জীবিত হইয়া ও একসঙ্গে উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিতে গেলেন। ৩

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥ ৫

সারার্থদর্শিনী

৪। সর্ব্বগোপীষু মুখ্যানাং কাসাঞ্চিৎ স্বস্বভাবোচিতপ্রেমচেষ্টিতান্যাহ,—কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণমেবেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যায়াং ব্যক্তীভাবিত্বাৎ। জগৃহে বিনয়ময়মৈত্র্যাৎ স্পর্শোৎসুক্যাচ্চেভি ভাবঃ। ইয়মাদরময়সংস্পর্শাত্তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবতী কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। চন্দনেন রূষিতং ভক্তিচ্ছেদেন লিপ্তং বাহু বামমেব স্বকান্তবামভাগ এব স্থিতৌচিত্যাৎ ইয়মাদরগন্ধিনা স্বকর্ত্তৃকালিঙ্গনেন কিঞ্চিদ্ঘৃতস্নেহমিশ্রমধুস্নেহবতীব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎ স্বাধীনকান্তা দক্ষিণা চ ॥৪॥

মূলানুবাদ

৫। কোন সুন্দরী অঞ্জলি পাতিয়া তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। অপর এক বিরহতপ্তা গোপী তাঁহার চরণকমল স্বীয় স্তনদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সমানস্থিতত্ব হেতু বামভাগে অবস্থান সমুচিত বিধায়, এস্থলে বামকর ধারণই ইঁহার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। এই প্রকার উত্তরোত্তর জানিতে হইবে। 'চন্দনরূষিত'—ভক্তিচ্ছেদলিপ্ত অর্থাৎ চন্দনের বিবিধ অঙ্গরাগে শোভিত। যিনি শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত বামবাহু নিজের স্কন্ধদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি প্রখরা, ব্যক্তসখ্যা, কিঞ্চিৎ পরাধীনা ও দক্ষিণা। প্রত্যেক কুঞ্জের অভ্যন্তরেই শ্রীবৃন্দাদেবী তাম্বূল, মালা, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী রক্ষা করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীযোগমায়া দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়াছিল। ৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৪। সমস্ত গোপীজনের মধ্যে মুখ্যা সাতজন গোপীর শ্রীকৃষ্ণপ্রতি স্ব স্ব ভাবানুযায়ী প্রেমচেষ্টার কথা 'কাচিৎ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কোন গোপী বিনয়-ময় মিত্রতা বা স্পর্শোৎসুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ করকমল নিজের করযুগলে গ্রহণ করিলেন। ইনি আদরময় সংস্পর্শহেতু তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহবতী, কান্তপরাধীনা ও দক্ষিণা এবং সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন বলিয়া সকলের জ্যেষ্ঠা শ্রীচন্দ্রাবলী। অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিচ্ছেদলিপ্ত অর্থাৎ চন্দনের দ্বারা রঞ্জিত বামবাহু স্বীয় স্কন্ধে ধারণ করিলেন। ইহাঁর পক্ষে স্ব-কান্তের বামভাগেই অবস্থান সমুচিত। ইনি আদরগন্ধ-যুক্ত স্ব-কর্তৃক কান্ত আলিঙ্গন দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃতস্নেহমিশ্র মধুস্নেহবতী, ব্যক্তসখ্যা, কিঞ্চিৎ স্বাধীনকান্তা ও দক্ষিণা; সুতরাং ইনি শ্যামলা।

ভাবার্থদীপিকা

৫। অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন ॥৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৫। অঞ্জলিনাঽগৃহ্লাদিতি পূর্ব্ববৎ। অত্রৌৎসুক্যং ত্বধরামৃতার্থম্। ইয়ং মৃদুর্দাস্যপ্রায়সখ্যা কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ, অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্তনয়োর্ঘ্যাৎ, বামভুজেন প্রিয়াবলম্বনেন বামচরণস্যাঙ্গভারতা-প্রাপ্তেঃ। সম্প্রতি স্থিত এব চায়ং উপবেশস্যাগ্রতো বক্ষ্যমাণত্বাৎ অত উপবিষ্টয়ৈব তয়া চরণধারণম্। তস্য তয়োর্নিধানে হেতুঃ—সন্তপ্তেতি। বিরহময়-রত্যাখ্যেন ভাবেনেতি শেষঃ। হৃদয় ইতি পাঠে স এবার্থঃ। ইয়ং প্রখরা দাস্যপ্রায়সখ্যা কান্তাধীনা চ ॥৫॥

সারার্থদর্শিনী

৫। অঞ্জলিনাগৃহ্লাদিতীয়ং দাস্যপ্রায়মৈত্র্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ। অঙ্ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্বহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ভূমাবুপবিষ্টা স্তনয়োর্ন্যধাৎ। ততশ্চ বামভুজেন কান্তায়াঃ স্কন্ধমালম্ব্য বামচরণেন ভুবমবষ্টভ্য কৃষ্ণস্তস্থাবিতি জ্ঞেয়ম্। ইদং মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চেত্যত ইমে তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবত্যাঃ প্রথমায়াঃ সখ্যৌ ॥ ৫ ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৫। অঞ্জলিনা—সংহত করদ্বয়ে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৫। বিরহতাপ-তাপিতা অতি কৃশাঙ্গী কোন এক গোপী অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। এই চর্ব্বিত তাম্বূল যে শ্রীকৃষ্ণের, তাহা প্রকরণলব্ধ অর্থ দ্বারা বুঝা যাইতেছে। যিনি অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন, তিনি অতিশয় কোমলাঙ্গী বলিয়া একহস্তে তাম্বূল গ্রহণ করিলে হস্ত ব্যথিত হইতে পারে, এজন্য অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া গ্রহণ করিলেন। ইনি মৃদু, সখ্যপ্রায়দাস্যা, কান্তপরাধীনা, দক্ষিণা। কোন গোপী বিরহময় রত্যাখ্য ভাবে সন্তাপিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণকমল স্তনের উপরিভাগে ধারণ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণ অত্যন্ত শীতল, সুতরাং তাপশান্তির নিমিত্ত ধারণ করিলেন। ইনি প্রখরা, দাস্যপ্রায়সখী, কান্তাধীনা, দক্ষিণা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধারণ নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে; আর শ্রীভগবানও উপবেশন করিয়াছিলেন। কারণ পরে বলা হইবে 'তত্রোপবিষ্ট'—(সেই স্থানে বসিয়াছিলেন) শ্রীকৃষ্ণ বামভুজদ্বারা প্রিয়তমার স্কন্ধ অবলম্বন পূর্ব্বক বামপদ দ্বারা পৃথিবীকে অবলম্বন করত বিরাজমান ছিলেন। মূলে 'স্তনয়োঃ' পাঠ আছে, ইহার পরিবর্ত্তে 'হৃদয়ে' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। এইরূপ পাঠে অর্থ হইবে, 'চরণকমল হৃদয়ের উপরিভাগে ধারণ করিয়া। ৫

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬

ভাবার্থদীপিকা

৬। ভ্রুকুটিং ভ্রুবম্ আবধ্য কুটিলীকৃত্য প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা দষ্টাধরোষ্ঠা। কটাঃ কটাক্ষাস্তৈর্যে আক্ষেপাঃ পরিভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীব ঐক্ষত ॥ ৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৬। প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা সতী ভ্রুকুটিমাবধ্য নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদা ভূত্বা কটাক্ষেপৈর্ঘ্নতীবৈক্ষতেত্যন্বয়ঃ। কটাক্ষেপৈঃ, কটাক্ষবিক্ষেপৈঃ, সন্দষ্টেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। শৌরিমিতি প্রকরণাৎ। ঘ্নতীবেতি তস্যাপি ক্ষোভং ব্যজ্য তাভির্গৃহীতত্বেনৈব দাক্ষিণ্যমাত্রেণৈব চ স তত্র স্থিত ইতি ব্যজ্যতে। তথা বাম্যেন দূরস্থিতায়া অপি তস্যাঃ প্রেমসংরম্ভেত্যনেন তদীক্ষণে পরমসুখং দর্শিতম্। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্। বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্।' ইতি অত্র বিব্বোকাখ্যানুভাবো দর্শিতঃ; যথোক্তম্—'ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ' ইতি; তথা ললিতাখ্যোঽপি যথোক্তম্

মূলানুবাদ

৬। কোন গোপী প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা হইয়া ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া ওষ্ঠাধর দংশন পূর্ব্বক তীব্র কটাক্ষ দ্বারা যেন তাড়না করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৬। ভ্রুকুটিমাবধ্য—ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া। প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা—প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা, (বিবশা) সুতরাং নিজের অধর ও ওষ্ঠ দংশন পরায়ণা কোন গোপী কটাক্ষযুক্ত আক্ষেপ সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে লাগিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৫। কোন গোপী অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। ইনি দাস্যপ্রায়মৈত্রী-স্বভাবা তদীয়তা প্রেমময়ী কান্তাধীনা দক্ষিণা, সুতরাং শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী শ্রীশৈব্যা। অন্য কোন বিরহসন্তপ্তা গোপী উপবিষ্ট অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ লইয়া নিজের স্তনের উপরিভাগে স্থাপন করিয়া শান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে উপবেশন করিয়াছিলেন। কারণ পরে বলা হইবে—'তত্রোপবিষ্ট'। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বামভুজ দ্বারা অন্য কান্তার স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া বামচরণে ভূমি অবলম্বন পূর্ব্বক দক্ষিণ চরণে বিরহসন্তপ্ত গোপীর কুচতট স্পর্শ করিয়াছিলেন। এই গোপী দক্ষিণা, মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা, কান্তাধীনা ও তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহবতী শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী শ্রীপদ্মা।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

—'বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গাণাং ভ্রূবিলাসমনোহরা। সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতম্।' ইয়ং প্রখরা সুসখ্যা-ত্যন্তস্বাধীনকান্তা বামা চ ॥ ৬ ॥

সারার্থদর্শিনী

৬। ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রুবং কুটিলীকৃত্য সজ্যং ধনুঃ শরসংসক্তং প্রতান্যেবেত্যর্থঃ। প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়-কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা কটাঃ কটাক্ষাঃ শরাস্তেষাং ক্ষেপৈর্নিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং লক্ষীভূতং ঘ্নতীব ভোঃ কুহকশিরোমণে, স্বপ্রেমহালাহলং ত্বয়া ময়ি প্রযুজ্য সম্যক্তয়া সফলীকৃতং দেহান্নিঃসৃতপ্রায়ান্ প্রাণান্ দগ্ধুং কিং পুনরপি প্রত্যাসীদসি? ত্বং সাধ্বেব পরিচিতোঽ ভূরিতি ব্যঞ্জয়ন্তী ঐক্ষ্যত। নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদেত্যঞ্জলিনা ধৃতস্য স্বাধরস্য দংশঃ কোপানুভাবঃ। ইয়ং মদীয়তাময়মধুস্নেহোত্থমান কৌটিল্যবতী ॥ ৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৬। প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা হইয়া অধর ও ওষ্ঠ দংশন-পরায়ণা এক ব্রজদেবী ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া কটাক্ষবিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে করিতেই যেন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুঁথিতে 'কটাক্ষেপৈঃ' পাঠের পরিবর্ত্তে 'সুন্দষ্টৈঃ' পাঠ দেখা যায়। এ পাঠেও অর্থ একই। 'তাড়না' এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাঁর তীব্র ক্ষোভ ও তিরস্কার সূচিত হইয়াছে। "প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা" ইহার দ্বারা এই বাম্যস্বভাবা ব্রজদেবী দূরস্থিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনে যে পরমসুখ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—কোন ব্রজদেবী ভ্রূভঙ্গিছলে শ্রীকৃষ্ণের ললাটফলক দেখিয়া নয়ন ভৃঙ্গ-দ্বারা তাঁহার মুখকমলের মধুপান করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে বিব্বোক ও ললিত নামক অনুভাবদ্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, 'নিজ অভিলষিত বস্তুতে ও কর্ম্মে গর্ব্ব এবং মানহেতুক যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক।" ললিত—যে চেষ্টাবিশেষে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতি কোমল ও ভ্রূবিলাসে মনোহর বিন্যাসভঙ্গি প্রকটিত হয়, তাহাকেই 'ললিত' নামক অনুভাব বলে। এই ব্রজদেবী প্রখরা, সুসখ্যা, অত্যন্ত স্বাধীনকান্তা ও বামা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৬। প্রণয়কোপের আবেশে বিহ্বলা হইয়া এবং ভ্রূযুগল কুটিল অর্থাৎ শরসংযুক্ত ধনুর ন্যায় বক্র করিয়া অধর ও ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি-বিন্যাস করিতে লাগিলেন, যেন সেই কটাক্ষশর ক্ষেপণে শ্রীকৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতেছেন। তাঁহার ভাব যেন এইরূপ:—ওহে কুহকশিরোমণে! তুমি আমার উপর তোমার প্রেম-হলাহল প্রয়োগ করিয়াছ এবং সম্যক্ কৃতকার্য্যও হইয়াছ, তাহাতে আমার প্রাণ দেহ হইতে নিঃসৃতপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে সেই প্রাণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত পুনরায় কেন সমীপে

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭

ভাবার্থদীপিকা

৭। অনিমীষন্তাভ্যামনিমীলন্তাভ্যাং দৃগ্‌ভ্যামাপীতমপি সম্যগ্‌দৃষ্টমপি পুনঃপুনর্জুষাণা নাতৃপ্যৎ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৭। জুষাণা আস্বাদয়ন্তী, আপীতং সম্যগাস্বাদিতং, মাধুর্য্যমপীতি দৃশো রসনাত্বং মুখস্যাম্বুজতারূপকেণ তৎসৌন্দর্য্যস্য মধুত্বঞ্চ রূপিতম্। দৃশো রসনাত্বরূপকেণ তু তন্মাধুর্য্যাসক্তির্দর্শিতা। শান্তাঃ—দাস্যভক্তিনিষ্ঠা ইতি সাক্ষাদ্দর্শনেঽপি তৃপ্ত্যভাবমাত্রে দৃষ্টান্তঃ। বৈশিষ্ট্যন্তু তত্তদ্ভাবমাধুরীব্যঞ্জক-শ্রীমুখালম্বনতয়া বিদ্যত এব। ইয়ং সম্মুখদত্তদৃষ্টিত্বাৎ প্রখরা, স্বয়মেবাসৌ মাং মিলিষ্যতীতি স্বস্থান এব স্থিতত্বাৎ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ ॥৭॥

মূলানুবাদ

৭। শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিয়া ভক্তবৃন্দের যেমন কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ কোন গোপী অনিমেষ নয়নে সম্যক প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখকমল-সীধু পান করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না।

ভাবার্থ দীপিকার তাৎপর্য্য

৭। কোন গোপী অনিমেষ লোচনযুগলে শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে পুনঃপুন পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৭ অপর কোন ব্রজদেবী নিমেষশূন্য নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মুখাম্বুজের মাধুর্য্য সম্যকরূপে আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এস্থলে মুখের অম্বুজতা রূপক দ্বারা তৎসৌন্দর্য্যের মধুত্ব রূপিত হইয়াছে। আর নয়নের রসনাত্ব রূপক দ্বারা তন্মাধুর্য্যে আসক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শান্ত—দাস্যভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; সেইরূপ এই ব্রজদেবী পরমমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের মুখকমলের

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

আগমন করিতেছ? তোমাকে আমি ভাল করিয়াই চিনিয়াছি, ইহাই ব্যঞ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপ অভিমানবশে শুভ্র দন্তপঙ্‌ক্তিতে অধর ও ওষ্ঠ দংশনের দ্বারা কোপ প্রকাশ করিয়া নর্ম্মবিশেষকে ধারণ করিলেন। ইনি মদীয়তাময়-মধুস্নেহোত্থ-মান-কৌটিল্যবতী শ্রীরাধা। ৬

সারার্থদর্শিনী

৭। অনিমিষন্তীভ্যামানন্দজাড্যাদশাদনিমীলয়ন্তীভ্যাং দৃগ্‌ভ্যাং ভ্রমরীভ্যামিব তস্য মুখাম্বুজম্। যদ্বা, তৎ প্রসিদ্ধং পূর্ব্বাস্যাঃ কটাক্ষশরজর্জ্জরিতত্বাৎ সভয়চকিতব্যাকুলমনুতপ্তম্ আপীতং সম্যগাস্বাদিতমাধুর্য্যমপি পুনঃ পুনর্জ্জুষাণা আস্বাদয়ন্তীতি মুখাম্বুজস্য স্বভাবেনৈব মাধুর্য্যমপারং তত্রাপি স্বাভীষ্টেন স্বযূথেশ্বরী কটাক্ষশরপ্রহারেণ সঙ্কোচত্রপাবিষাদদৈন্যাদিসঞ্চারিমিশ্রণাদ্বহুবিধমতি বর্দ্ধমানং তদানীমভূদস্তত্র তৃষ্ণাধিক্যান্নাতৃপ্যৎ। সম্পূর্ণাংশেন দৃষ্টান্তাদর্শনাদেকাংশেন দৃষ্টান্তমাহ,—সন্ত ইতি। অত্র কটাক্ষশরপ্রহারিণ্যামেব কৃষ্ণস্য তদানীং সম্পূর্ণা দৃষ্টিঃ সম্পূর্ণং মনশ্চ নত্বন্যস্যাং কস্যামপ্যেকাংশেনাপি। যত এব স্বস্মিংস্তস্যানবধানমালক্ষ্য লজ্জানুদ্গমাৎ দৃগ্‌ভ্যামিতি সম্পূর্ণাভ্যামেব নেত্রাভ্যাং স্বচ্ছন্দেনৈব মুখমপশ্যদতঃ সর্ব্বতঃ সৌভাগ্যবতী কটাক্ষশরবর্ষিণ্যেব জ্ঞেয়া ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মধু নয়ন-ভৃঙ্গ দ্বারা আকণ্ঠ পান করিয়াও তৃপ্ত হইলেন না। এস্থলে এই তৃপ্তির অভাবমাত্রেরই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তত্তৎ ভাব-মাধুর্য্যব্যঞ্জক মুখকমলের আলম্বনত্ব-হেতু এই ব্রজদেবী শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন, সুতরাং এই ব্রজদেবী প্রখরা। "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই আমার নিকট আসিবেন"—এই মনে করিয়া স্বস্থানেই ছিলেন। অতএব ইনি সুসখ্যা, স্বাধীনকান্তা ও বামা। ৭।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৭। অপর কোনও গোপী আনন্দ-জাড্যবশে নিমেষশূন্য নয়নযুগলে ভ্রমরীগণের মত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন। অথবা সেই প্রসিদ্ধ মুখপদ্মের (পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শ্রীরাধার কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত বলিয়া সভয় চকিত, ব্যাকুল, অনুতপ্ত শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্মের) তৎকালীন মাধুর্য্য সম্যক্‌রূপে আস্বাদন এবং নিমেষশূন্য নয়নযুগলে পুনঃপুন দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ইহাতে মুখপদ্মের স্বাভাবিক অপার মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হইল। তাহাতে আবার স্বীয় অভীষ্ট যূথেশ্বরী শ্রীরাধার কটাক্ষশর-প্রহারহেতু সঙ্কোচ, লজ্জা, বিষাদ ও দৈন্যাদি সঞ্চারিভাবের মিশ্রণ বশতঃ যে মুখপদ্ম, তাহা বহুবিধরূপে অতিশয় বর্দ্ধমান মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল। অতএব তৃষ্ণাধিক্যহেতু তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিলেন না। এইরূপ অতৃপ্তির সম্যক্ দৃষ্টান্তের অদর্শন হেতু একাংশের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—সাধুগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ পুনঃপুন সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ। এস্থলে কটাক্ষশর-প্রহারকারিণী শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের তদানীন্তন সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ ছিল, অন্য কোন গোপীর প্রতি একাংশও ছিল না; সুতরাং নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনবধান দেখিয়া লজ্জার অনুদ্গমহেতু সেই গোপী আর নিমেষ ফেলেন নাই—সম্পূর্ণ নেত্রযুগল

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥ ৮

ভাবার্থদীপিকা

৮। হৃদি কৃত্বা হৃদয়ং নীত্বেত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৮। তং নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্যেতি তস্যা হৃদয়ে তস্য স্বচ্ছোপাধৌ বিম্বস্যৈব পরমাসক্তিঃ সূচিতা। ততঃ সাক্ষাদ্ভাবাল্লব্ধলজ্জয়া নেত্রে নিমীল্য ভাবপারবশ্যেন পুলকাঙ্গী সতী উপগুহ্যালিঙ্গনমনুকৃত্যান্তে চিরং তথৈবাসীদিত্যর্থঃ। যোগীবেতি অন্তঃস্ফূর্ত্তৌ দৃষ্টান্তঃ; যদ্বা, যোগীতি ক্রিয়াবিশেষণং, যোগে যথা স্যাত্তদিবেত্যর্থঃ। ইয়ং লজ্জয়া মৃদ্বী, পূর্ব্বস্মাদ্ধেতোঃ সুসখ্যা স্বাধীনকান্তা বামা চ; এবং সপ্তোক্তাঃ; অষ্টমী তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ

মূলানুবাদ

৮। কোন গোপী নেত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং সেই মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিয়া সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দে নিমগ্না হইয়া রহিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৮। হৃদিকৃত্য--হৃদয়ে লইয়া।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৮। কোন ব্রজদেবী নেত্রপথে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন পূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করত আনন্দে নিমগ্না ছিলেন। ইহার দ্বারা স্বচ্ছ পদার্থে যেরূপ বিম্বের আসক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ এই ব্রজদেবীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণে পরমাসক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারে লজ্জিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন এবং ভাব-পরবশতায় পুলকাঙ্গী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। 'যোগীজনের ন্যায়' ইহার দ্বারা অন্তঃস্ফূর্ত্তি বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। অথবা 'যোগী' এই শব্দ ক্রিয়ার বিশেষণ, সুতরাং যোগী যে প্রকার ধ্যানমগ্ন হয়, সেই প্রকার এই গোপী ধ্যান-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দ্বারা স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা কটাক্ষশরবর্ষিণী পূর্ব্বোক্ত শ্রীরাধারই সমপ্রাণা সখী শ্রীললিতাই, ইহা জানিতে হইবে। ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

নান্যদুদৈরয়ৎ॥' ইতি। প্রখরা সরলা চেয়ম্। অত্রেদং বিবেচনীয়ম্—রত্যাখ্যো ভাবস্তাবদুভয়বিধঃ; একঃ—আত্মনি তদীয়তা-ভাবনাময়ত্বেন কান্তপরাধীনত্বদাক্ষিণ্যাদিময়ঃ, অন্যঃ—কান্তে মদীয়তাভাবনাময়ত্বেন পরাধীন-কান্তত্ব-বাম্যাদিময়ঃ। তদেবং ভাবদ্বয়মিশ্রিততা-তারতম্যেনান্যেঽপি বিবিধভাবা বিভাব্যন্তে। তদেতন্নানাভাব-বতীনাং মধ্যে সজাতীয়-ভাবানাং সখ্যং স্যাৎ, রোচকত্বাৎ. বিজাতীয়-ভাবানাং প্রতিপক্ষতা স্যাৎ, অরোচকত্বাদেব; সজাতীয়ভাবানাং সৌহৃদ্যং স্যাৎ যৎকিঞ্চিদ্রোচকত্বেন, হিতাশংসনমাত্রাৎ অতিমিশ্রত্বেনাতি-সূক্ষ্মত্বেন বা নাতিস্ফুটসজাতীয়াদিভেদভাবানাং তাটস্থ্যং স্যাৎ, অবধানহেতুত্বাভাবাৎ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনিজনিজ-ভাবমাত্রাভিরুচিমতীনাং তাসাং সখ্যাদ্যুদয়স্য তদেকমূলত্বমেবোচিতমিতি। তত্র তদীয়তামদীয়তাময়য়ো-র্মুখ্যয়োর্ভাবয়োরুত্তরঃ শ্রেয়ান্। মমতাধিক্যে নহি গম্ভীরপ্রেমপ্রবাহাধিক্যং ভবতি। তত এব তদ্বিবর্ত্তরূপ-বাম্যাপরপর্য্যায়কৌটিল্যাভাসো জায়তে; 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ' ইতি ভরতন্যায়াৎ। অতএব কান্তোঽপি তদ্বশঃ স্যাৎ। তথা চ রুদ্রঃ—'বামতাদুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মগ্না হইলেন। ইনি লজ্জায় মৃদ্বী, সুসখ্যা, স্বাধীনকান্তা ও বামা। এইরূপে সপ্ত প্রধানা গোপীর বিষয় বর্ণিত হইল। এতদ্ভিন্ন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আরও এক প্রধানা গোপীর উল্লেখ আছে। যথা, কোন গোপী শ্রীগোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তিনি কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারেন নাই।" এই বাক্যে জানা যায়, ইনি প্রখরা ও সরলা শ্রীরাধিকার অষ্টমী সখী শ্রীভদ্রা। কেননা পূর্ব্বেই ঐ বিষ্ণুপুরাণে অপর সাতটি গোপীর নিজ নিজ ভাবানুসারে আচরণের কথা বলা হইয়াছে।

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই—রত্যাখ্য ভাব মূলতঃ দুই প্রকার। এক—নিজের প্রতি তদীয়তা ভাবনাময়ত্ব কান্তের পরাধীনতা-হেতু দাক্ষিণ্যাদিময়। অন্য—কান্তে মদীয়তা ভাবনাময়ত্ব পরাধীন-কান্তাত্ব-হেতু বাম্যত্বাদিময়। এইরূপে ভাবদ্বয়ের মিশ্রণের তারতম্য বশতঃ আরও বহুবিধ ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে নানাবিধ ভাববতী ব্রজদেবীগণের মধ্যে রোচকত্ব-হেতু সজাতীয় ভাববতী ব্রজ-দেবীগণের মধ্যেও পরস্পরে সখ্য হয়। আবার অরোচকত্ব বিধায় বিজাতীয় ভাববতীগণের মধ্যে প্রতিপক্ষতা হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার সজাতীয়ভাবা ব্রজদেবীগণের মধ্যে যে কোনরূপ রোচকত্ব থাকিলেই সৌহৃদ্য হয়। অপিচ যৎকিঞ্চিৎ রোচকত্বমাত্র সজাতীয়াদি ভেদভাব সম্পন্নাদের হিতশংসনমাত্র অথবা অতিশয় মিশ্রভাব ও অতিশয় সূক্ষ্মত্বে অথবা নাতি পরিস্ফুট সজাতীয় ভেদভাবনায় অবধান করিবার হেতুর অভাববশতঃ তাটস্থ্য উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ নিজ অভিলষিত ভাবসম্পন্না ব্রজদেবীগণের সখ্য উদয়ের মূল কারণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এইস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য এই—বিনয়শীল অন্তঃকরণে মধুর রত্যাখ্য প্রীতি স্বীয় অনুকূল সামগ্রীর মিলনস্থলে বিনয় হইতে প্রীতির জাতি ও পরিমাণের ন্যূনতায় এবং প্রীতিময় বিনয়ের যথেষ্ট প্রাকট্যে "আমি শ্রীকৃষ্ণেরই" এবম্বিধ অভিমানযুক্ত তদীয়তাময় স্থায়িভাব হয়। ইহাতে আদরেরই যথেষ্ট প্রাকট্য হয়। যেমন শ্রীচন্দ্রাবলী ও তাঁহার স্বপক্ষা সখীবর্গ।

এইপ্রকার বিনয়শীল অন্তঃকরণে মধুর রত্যাখ্য প্রীতি স্বীয় অনুকূল সামগ্রীর সহিত মিলনস্থলে বিনয় হইতে প্রীতির জাতি ও পরিমাণে অত্যধিক হইলে ঐ বিনয় প্রীতিগ্রস্ত হইয়া 'আমারই শ্রীকৃষ্ণ' এবম্বিধ মদীয়তাময় স্থায়িভাব হয়, ইহাতে আদরের প্রাকট্য আদৌ থাকে না। যেমন শ্রীরাধা এবং তাঁহার স্বপক্ষা সখীবর্গ।

এইপ্রকারে ব্রজদেবীদের মধ্যে চারিভেদ স্বীকৃত হয়—স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। এই ভেদের যে কারণ, তাহাই উক্ত হইয়াছে। ভাবের সর্ব্বথা ও সর্ব্বাংশে সমান জাতীয়তায় স্বপক্ষতা হয়। ভাবের অল্প বৈজাত্য থাকিলে সুহৃৎপক্ষতা হয়। সাজাত্যের অল্পতা থাকিলে তটস্থাপক্ষতা হয়। আর ঐভাবের সর্ব্বাংশে বিজাতীয়তা হইলে প্রতিপক্ষতা হয়। প্রতিপক্ষভাবে অসহিষ্ণুতার কারণ এই—পরস্পর ভাবের সর্বথা বৈপরীত্য হইলে, পরস্পরের রুচিকর হয় না। এই অরোচকত্ব-হেতুই দুর্নিবার্য্য অসহিষ্ণুতা আনয়ন করে। অতএব ভাবের অরোচকত্বই বিপক্ষতার কারণ। এই বিপক্ষতা বশতঃ পরস্পর বিদ্বেষ হইয়া ইষ্টনাশক ও অনিষ্টকারক চেষ্টা হয়। আর যে পক্ষ স্বীয় ভাবের প্রায় তুল্য পরিমাণতা আনয়ন করে, তাহাতে মিত্রতা হয়। বস্তুতঃ ব্রজদেবীদের মধ্যে পরস্পর ভাবসাজাত্য ও তুল্য পরিমাণত্ব অতি বিরল বা অসম্ভব। কদাচিৎ 'ঘুণাক্ষর-ন্যায়ে' ইহাঁদের ভাবসাজাত্য হইলেও সুহৃৎ-পক্ষতাই স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সুহৃৎপক্ষ ইষ্টসাধক ও অনিষ্টবাধক-ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। কেননা সর্ব্বদা একত্রবাস মূলকত্ব স্বপক্ষত্ব সেস্থলে সম্ভবপর হইতে পারে না। কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও শৃঙ্গার রসের স্বভাববশতঃ ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপে সুহৃৎপক্ষ ব্রজদেবীগণ স্বপক্ষের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও নিজভিন্ন অন্যত্র সকলস্থানেই তটস্থা বা বিপক্ষতা। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে রসশাস্ত্রে তটস্থা বলা হয়। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নিজ নিজ ভাবমাত্রে অভিরুচিসম্পন্না ব্রজদেবীগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সখ্য উদয় হয় এবং তদেকমূলত্ব যে রতি, সেই রতির ধর্ম্মানুসারে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় মুখ্য দুই প্রকার ভাবের উদয় হয়।

এইরূপে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় ভাবদ্বয়ের মধ্যে মদীয়তাময় ভাবই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহাতে মমতাধিক্যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের আধিক্য ও গম্ভীর প্রেমপ্রবাহের আধিক্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

পঞ্চবাণস্য মন্থে পরমমায়ুধম্ ॥' ইতি। যথা শ্রীহরিবংশে সত্যভামায়ং দৃশ্যতে—'রূপযৌবনসম্পন্না সৌভাগ্যেন চ গর্ব্বিতা। অভিমানবতী দেবী শ্রুত্বৈবর্য্যাবশং গতা ॥' ইতি। 'কুটুম্বস্যেশ্বরী সাসীদ্রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা। সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাভবৎ ॥' ইতি চ। অতএবার্দ্ধেনার্দ্ধেন প্রথমচতস্রণাং বর্ণনমুত্তরতিস্রণাং তু একৈকৈকেনেতি কবেরাদরোঽপি দৃশ্যতে। আসু তিসৃষু চৈকা ভ্রুকুটিমাবধ্যেত্যনেন যা বর্ণিতা, সৈব শ্রেষ্ঠা ভাববৈশিষ্ট্যেন প্রথমত্বেন চোপন্যাসাৎ। তাদৃশ-সর্ব্ববিলক্ষণভাবশ্চ তস্যা এব স্বপরিত্যাগে স্যাৎ, যস্যাঃ সর্ব্বপরিত্যাগেন স্বসঙ্গনীতায়াঃ সৌভাগ্যদানেন সর্ব্ববৈলক্ষণ্যং শ্রীভগবান্ স্বয়মাবিষ্কৃতবান্। তস্মাৎ সৈব সাভবেৎ। অথ প্রথম চতস্রণাং প্রথমৈব জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা চ, অগ্রে স্থিতত্বাৎ, সর্ব্বা অতিক্রম্য প্রথমত এব কান্তস্পর্শাৎ দক্ষিণাসু সুমধুরচেষ্টত্বাৎ। এষা চোত্তরবর্গপ্রবরায়া বিজাতীয়ভাবেতি প্রাতিপক্ষিকী জ্ঞেয়া। অথানয়োর্বর্গবিচারঃ—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইয়া থাকে। আর সেই গম্ভীর প্রেমপ্রবাহাধিক্য স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত না হইয়া প্রেমের বিবর্ত্তরূপ বাম্যে বর্ত্তমান হইয়া থাকে। ইহারই অপর পর্য্যায়ে কৌটিল্যাভাস জাত হইয়া থাকে। শ্রীভরতমুনি বলিয়াছেন—'প্রেমের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল।' এই প্রেমের এইরূপ স্বভাব যে, কান্তা বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে এবং কান্তও তাহার অধীন হয়।" এবিষয়ে শ্রীরুদ্রও বলিয়াছেন—'স্ত্রীগণের বাম্যতা, দুর্লভতা ও নিবারণত্বই কন্দর্পের প্রধান আয়ুধ অর্থাৎ বশীকারোপায় বলিয়া মনে করি।" শ্রীহরিবংশে শ্রীসত্যভামাদেবী বিষয়ে উক্ত আছে—'রূপ-যৌবনসম্পন্না সৌভাগ্যগর্ব্বিতা অভিমানবতী দেবী সত্যভামা শ্রীনারদ-কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীরুক্মিণীদেবীর তাদৃশ সৌভাগ্য শ্রবণ করিয়া ঈর্ষান্বিতা হইলেন। অন্যত্র কথিত হইয়াছে—ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীরুক্মিণীদেবী সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বরী অর্থাৎ কুটুম্বগণের কর্ত্রী ছিলেন এবং শ্রীসত্যভামাদেবী স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা এবং সৌভাগ্যে অধিকা ছিলেন।" অতএব পূর্ব্বার্দ্ধ শ্লোকে প্রথম চারি সখীর এবং উত্তরার্দ্ধে অপর চারি সখীর বর্ণনা করা হইয়াছে। এবিষয়ে কবির আদরও দেখা যায়। আর শেষোক্ত তিন সখীর মধ্যে "কোন গোপী ভ্রুকুটি করিয়া" এই শ্লোকে যাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কারণ, ভাববৈশিষ্ট্যহেতু সেই সখীর বিষয় প্রথমেই উপন্যস্ত হইয়াছে। তাদৃশ সর্ব্ব-বিলক্ষণ শ্রেষ্ঠভাব তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবে না। আর সেই শ্রেষ্ঠতম ভাব শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হইতেই উত্থিত হয়। কেননা শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্রজদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকেই সঙ্গে আনয়ণ পূর্ব্বক সৌভাগ্যদানে তাঁহারই সর্ব্ববৈলক্ষণ্য স্বয়ংই আবিষ্কৃত করিয়াছেন। অতএব ইনি এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রজদেবী অভিন্না প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অনন্তর প্রথম চারিজন ব্রজদেবীর মধ্যে প্রথমাই শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা। কারণ, তিনি সকলের অগ্রণী অর্থাৎ সকলকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তত্রোত্তরপ্রথমায়াঃ সখ্যৌ তদনন্তরে দ্বে প্রথমপ্রথমায়াস্ত্বেকব্যবহিত-তৃতীয়াদিকে দ্বে, ভাবসাম্যাৎ ন তত্তদনুগততয়া বামদক্ষিণয়োঃ স্থিতেশ্চ, যা তু প্রথমদ্বিতীয়া, সা খলু প্রথমগণান্তঃ প্রবিশ্য স্থিতাপি কিঞ্চিদ্ব্যবহিতত্বাত্তদতিক্রমি-চরিতত্বাচ্চ ন প্রথমায়াঃ সখী 'পরাধীনকান্তস্মন্যতয়া কিঞ্চিৎসাদৃশ্যেনোত্তরায়াস্তু সুহৃৎ' ইতি জ্ঞেয়ম্। অথ যা বিষ্ণুপুরাণোক্তা, সা তু নাতিবিস্পষ্টভাবত্বাদ্বর্গদ্বয়াপ্রবেশাচ্ছ্রীশুকেনাবর্ণনাচ্চ তটস্থৈব জ্ঞেয়া। অথ তাসাং নামবিচারঃ—তত্র ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে তন্নামানি, যথা—'গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্যেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা॥' ইতি। 'বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা' ইতি পাঠঃ' ক্বচিৎ। দশমীত্যপি নামৈকং তচ্চান্বর্থমিতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিয়াছিলেন এবং তাঁহাতেই দক্ষিণা নায়িকার সুমধুর চেষ্টাসমূহ দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব এই শ্রেষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা ব্রজদেবী উত্তরবর্গ-প্রবরা ব্রজদেবীগণ হইতে বিজাতীয়ভাবসম্পন্না অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিপক্ষা জানিতে হইবে। অনন্তর উভয় বর্গের অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলীর বর্গবিচার প্রসঙ্গে জানা যায়—শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার সখীগণ উত্তরবর্গের এবং শ্রীচন্দ্রাবলী ও তাঁহার সখীগণ দক্ষিণ-বর্গের অন্তর্ভুক্তা। উত্তরবর্গের প্রথমা শ্রীরাধিকা এবং অব্যবহিত পরবর্ত্তিনী দুইজন সখী—ললিতা ও বিশাখা; আর প্রথম বর্গের প্রথমা শ্রীচন্দ্রাবলী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ তাঁহার দুইজন সখী—শৈব্যা ও পদ্মা। সখী হইবার কারণ—ভাবের সমতাহেতু তত্তৎ আনুগত্য এবং বাম ও দক্ষিণ দিকে স্থিতি। অর্থাৎ ভাবের সমতা এবং তাঁহার আনুগত্য বশতঃ বিভিন্ন বর্গের সখীদের তত্তৎ জাতীয় ভাবের সমপ্রাণতা প্রকাশ পায় বলিয়া শ্রীরাধিকার যেরূপ মদীয়তাময় বাম্যভাব, ললিতা ও বিশাখারও সেইরূপ মদীয়তাময় বাম্যভাব, সুতরাং ভাবের সমতাহেতু তাঁহারা শ্রীরাধিকার সখী। এইপ্রকার শ্রীচন্দ্রাবলীর তদীয়তাময় দাক্ষিণ্যভাব, শৈব্যা ও পদ্মারও তদীয়তাময় দাক্ষিণ্যভাব, সুতরাং তাঁহারা শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী। যদিও প্রথমা শ্রীচন্দ্রাবলীর অব্যবহিত পরে যে সখীর কথা বলা হইয়াছে, তিনি প্রথমবর্গের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও কিঞ্চিৎ ব্যবধান বিধায় অর্থাৎ প্রথম বর্গের চরিত্র অপেক্ষা, ইঁহার চরিত্র অন্যপ্রকার, সুতরাং ইনি প্রথমার সখী হইতে পারেন না; পরন্তু পরাধীন কান্তত্ব সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত অধিক সাদৃশ্যবশতঃ শ্রীরাধার সুহৃদ বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছেন। আর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যাঁহার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই অষ্টমী সখীর কোন বিশেষ ভাব স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই; সুতরাং তিনি উভয় বর্গের মধ্যে কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইবেন, তাহা শ্রীশুকদেবও বিশেষ কিছু বলেন নাই। অতএব ইনি তটস্থা বলিয়াই মনে হয়। অনন্তর তাঁহাদের নাম নিরূপণ করিতেছেন—ভবিষ্যোত্তরে মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—হে মহারাজ!

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সর্ব্বান্তে পঠিতম্। যদ্বা. তথেতি দশম্যপি তারকানাম্ন্যেবেত্যর্থঃ। গোপালী চেয়ং নূনং পাদ্মোক্তগায়ত্রীচরী ভবেৎ, তথা স্কান্দ-প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরঃপ্রস্তাবে পুনরুদ্ধবাগমনে প্রিয়প্রাপ্তিবৎ প্রিয়দূত-প্রাপ্তাবপি স্বস্বভাবাভিব্যক্তেস্তত্তদ্ভাবোক্তিসহিতান্যেবাষ্টৌ নামানি নির্দ্দিষ্টানি। কিন্ত্বত্যন্তদুঃখময়োক্তিত্বান্নৈতাদৃশ-রসাবসরে দৃশ্যানি কদাচিদ্বিচারাবসরে ত্বপেক্ষ্যাণীত্যনন্যগতিকত্বেনৈব লিখ্যন্তে। যথা--'তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ললিতা ক্রোধ-মূর্চ্ছিতা। উদ্ধবং সাশ্রুনয়না সোবাচ রুদতী তদা॥ শ্রীললিতোবাচ—অসত্যো ভিন্নমর্য্যাদঃ শঠঃ ক্রূরজনপ্রিয়ঃ। মা কথাঃ পুরতোঽস্মাকং কথাস্তস্যাকৃতাত্মনঃ॥ ধিক্ ধিক্ পাপসমাচারো ধিগসৌ নিষ্ঠুরাশয়ঃ। হিত্বা যঃ স্ত্রিজনান্ মূঢ়ো গতো দ্বারবতীং প্রতি॥ শ্রীশ্যামলোবাচ—কিন্তস্য মন্দভাগ্যস্য হল্পপুণস্য দুঃখদাঃ। মা কুরুধ্বং কথাঃ সখ্যঃ কথাঃ কথয়তা পরাঃ॥ শ্রীধন্যোবাচ—কেনায়ং হি সমানীতো দূতো দুষ্টজনস্য চ। যাতু তেন পথা পাপো যেন নায়াতি বৈ পুনঃ॥ শ্রীবিশাখোবাচ—ন শীলং ন কুলং যস্য জ্ঞায়তে জন্ম কর্ম্ম চ। হীনস্য পুরুষার্থেষু তেন সঙ্গো নিরর্থকঃ॥ শ্রীরাধোবাচ—'পূতনাঘাতনে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রধান গোপীগণের নামসকল শ্রবণ কর,—গোপালী, পালিকা, ধন্যা, বিশাখা, ধ্যাননিষ্ঠিকা, (ধনিষ্ঠিকা) রাধা, অনুরাধা, সোমাভা, তারকা এবং দশমী নাম্নী এই দশজন প্রধানা গোপী। 'দশমী' ইহাও একটি নাম, তাহা অন্বর্থ বিধায় সকলের শেষে পঠিত হইয়াছে। অথবা 'তথা' এই বাক্যে 'দশমী' এই পদটি 'তারকা' রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর উক্ত 'গোপালী' নামক গোপী পদ্মপুরাণোক্ত গায়ত্রীচরী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ-সংহিতার দ্বারকামাহাত্ম্যে মায়াসরোবর প্রসঙ্গে পুনর্ব্বার উদ্ধবাগমনে প্রিয়প্রাপ্তির ন্যায় প্রিয়ের দূতপ্রাপ্তি বিষয়েও নিজ নিজ ভাবের অভিব্যক্তি হেতু অর্থাৎ তত্তৎ ভাবের অনুবর্ত্তী আরও আটজন সখীর নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহা অতিশয় দুঃখময় উক্তি, সুতরাং এতাদৃশ রসাবসরে তাহা দ্রষ্টব্য নহে; কিন্তু কখনও বিচার অবসরে তাহা উপেক্ষণীয় নহে, সুতরাং সম্প্রতি অনন্যগতি-হেতু ব্রজদেবীগণের সেই দুঃখময় উক্তিসকল এখানে লিপিবদ্ধ করা হইতেছে। শ্রীললিতাদেবী উদ্ধবের সেই বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধা হইলেও সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে শ্রীউদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন—'হে উদ্ধব! তুমি সেই মিথ্যাবাদী, বিপথগামী, ক্রূরজনপ্রিয়, অকৃতজ্ঞ শঠের কথা পুনরায় উত্থাপন করিও না। পাপসমাচার নিষ্ঠুরকে শতবার ধিক্, যে নিজের স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্খের ন্যায় দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছে।" শ্রীশ্যামলা সখী বলিলেন--'হে সখীগণ! সেই ক্ষীণপুণ্য হতভাগ্য, তাহার দুঃখদায়ক কথা বার বার কেন বলিতেছ? বলিতে হয় অন্য কথা বল।" শ্রীধন্যা বলিলেন—'সেই দুর্জ্জনের দূতকে কে এখানে আনয়ন করিয়াছে? এই পাপ এখন সেই পথে চলিয়া যাক্, যে পথে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

যস্য নাস্তি পাপকৃতং ভয়ম্। তস্য স্ত্রী-হননে সাধ্ব্যঃ শঙ্কা কাপি ন বিদ্যতে॥ শ্রীশৈব্যোবাচ—সত্যং ব্রূহি মহাভাগ কিং করোতি যদূত্তমঃ। সংবৃতো নাগরস্ত্রীভিঃ কথাস্মাকং করোতি কিম্॥ শ্রীপদ্মোবাচ—কদোদ্ধব মহাবাহুর্নাগরীজনবল্লভঃ। সমেষ্যতীহ দাশার্হঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ॥ শ্রীভদ্রোবাচ—হা কৃষ্ণ গোপপ্রবর হা গোপীজনবল্লভ। সমুদ্ধর মহাবাহো গোপীঃ সংসারসাগরাৎ' ইতি। একে তু চন্দ্রাবলীমেবাষ্টানাং মধ্যে মন্যন্তে, ন তু ধন্যাং, তস্যা লোকেঽতিপ্রসিদ্ধেঃ। তত্র দশসংখ্যাকং মতং, নাত্রৈকার্থ্যং সমর্থয়তি, সংখ্যা বৈষম্যাৎ। অষ্টসংখ্যাকয়োরপি মতয়োর্ধন্যাপক্ষো ন সংঘটয়িতুং শক্যতে, তত্র তৎসহিতত্বেন শ্রীললিতাদীনাং পঞ্চানাং বামপ্রখরপ্রায়ত্বাৎ। অত্র ত্বেকা ভ্রুকুটিমাবধ্যেতি তিস্রণামেবেতি চন্দ্রাবলীপক্ষস্তু সঙ্গম্যেত। তস্যা দক্ষিণাবর্গাগ্রিমত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাদ্বামদক্ষিণয়োর্দ্বয়োরপি বর্গয়োস্ত্রিসংখ্যকত্বেন ষট্ত্বে দ্বাভ্যাং শ্যামল-ভদ্রাভ্যাং চান্যাভ্যামষ্টতাপর্য্যাপ্তৌ সুঘটতা স্যাদিতি। তদেবং স্থিতে যা পুনরুত্তরবর্গপ্রথমা একা ভ্রুকুটীত্যাদি বর্ণিতা, সা পরমভাবসৌভাগ্যোপরিকাষ্ঠাপন্নত্বাচ্ছ্রীরাধৈব; যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যাইলে আর আসিতে হইবে না।" শ্রীবিশাখা বলিলেন—'যাহার শীল, কুল, জন্ম ও কর্ম্ম, ইহার কোনটিই জানা যায় নাই, আর যে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থহীন, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত মিলন নিরর্থক।" শ্রীরাধা বলিলেন—'পূতনাবধে যাহার পাপ ভয় নাই, সে যে স্ত্রীবধ করিবে, সখীগণ! তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি হইতে পারে?" শ্রীশৈব্যা বলিলেন—'হে মহাভাগ উদ্ধব! তুমি সত্য করিয়া বল, যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণ এখন কি করিতেছেন? তিনি নাগরীগণের সহিত পরিবৃত হইয়া আমাদের কথা স্মরণ করেন কি?" শ্রীপদ্মা বলিলেন—'হে উদ্ধব! মহাবাহু নাগরীজনবল্লভ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ কত দিনে এস্থানে আবার আসিবেন?' শ্রীভদ্রা বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! গোপপ্রবর গোপীজনবল্লভ! মহাবাহো! এই গোপীগণকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার কর।' অনেকে আবার শ্রীচন্দ্রাবলীকে অষ্টসখীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ধন্যাকে গণনা করেন না। কারণ ধন্যা অপেক্ষা চন্দ্রাবলীর লোকে অতিশয় প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। সেইস্থলে দশম সংখ্যক মত একার্থ সমর্থিত হয় না, সংখ্যার বৈষম্য হয়। অপিচ অষ্ট সংখ্যক মতদ্বয়েরও ধন্যা পক্ষ সমর্থন করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়ে। তাহাতে ধন্যার সহিত ললিতাদি পাঁচজন সখীরই বাম্য ও প্রখরপ্রায়ত্ব হয়। এস্থলে কিন্তু 'ভ্রুকুটিমাবধ্য' ইহা দ্বারা তিনজনের কথাই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীচন্দ্রাবলীপক্ষই সঙ্গত হয়। যেহেতু শ্রীচন্দ্রাবলী দক্ষিণা-বর্গের অগ্রণীরূপে নির্দ্দিষ্ট। অতএব বাম ও দক্ষিণ এই বর্গের মিলনে ষট্ত্ব সম্পাদিত হইল এবং শ্যামলা ও ভদ্রা, এই দুইজনের মিলনে অষ্টসংখ্যা পূর্ণ হইল। এইরূপে সখীগণের অষ্টসংখ্যা পূর্ণ হইল; কিন্তু "একা ভ্রুকুটিমাবধ্য" ইহার দ্বারা যে উত্তরবর্গ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥' ইতি পাদ্মোক্তেঃ; 'রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি মাৎস্য-স্কান্দাদিভ্যঃ। 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥' ইতি বৃহদ্গৌতমীয়ে চ। 'রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু' ইতি ঋক্পরিশিষ্টে বর্ণিতা চ। সা তথৈব শ্রীজয়দেব-সহচরেণ মহারাজলক্ষ্মণসেন-মন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেণ। 'ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত,-জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্তাধ্বনি। গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেল-ললিতশ্রীভাজি রাধাননে, সাতঙ্কানুনয়ঃ জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥' ইতি বিবৃতং চৈতন্যদনুজবরৈঃ শ্রীরূপমহাভাগবতৈরুজ্জ্বলনীলমণেঃ স্থায়িভাববিবরণে। অতো গান্ধর্ব্বেতি যা শ্রীগোপাল-তাপন্যাং প্রসিদ্ধা, সাপি মুখ্যত্বলিঙ্গেনেয়মেবেতি মন্যন্তে। অস্যাঃ প্রহ্লাদসংহিতায়াং পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষয়া বচনকৌশল্যান্মধ্যাত্বম্। অত্র চ কোপাবসরেঽপি লীলাবিশেষমাত্রব্যঞ্জিতপ্রাগল্ভ্যতয়া বাহুধারিণ্যাদ্যপেক্ষয়া

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রধানার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা পরমভাব-সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বিধায় তিনি শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কেহ নহে। অর্থাৎ 'একা ভ্রুকুটিমাবধ্য' শ্লোকে যাঁহার কথা শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা শ্রীমতী রাধিকা। পদ্মপুরাণেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। যথা, "শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও সেইপ্রকার প্রিয়, যাবতীয় গোপীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা।" মৎস্য ও স্কন্দপুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে —"রাধা বৃন্দাবনে বনে"—এই বাক্যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাই প্রেয়সীরূপে কথিত হইয়াছেন। বৃহদ্ গৌতমীয়েও বর্ণিত আছে—'কৃষ্ণময়ী পরমদেবতা শ্রীরাধিকা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি, সম্মোহিনী এবং পরমাধিকা।" ঋক্ পরিশিষ্টে উক্ত আছে—'এই জগতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব এবং শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন।" এইপ্রকার শ্রীজয়দেবের সহচর মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী উমাপতিধরও শ্রীরাধাকে প্রধানারূপেই বর্ণন করিয়াছেন— 'পথিমধ্যে কোন ব্রজসুন্দরীর ভ্রূলতার আকুঞ্চন দ্বারা, কোন সুন্দরীর বিস্ফারিত নয়নদ্বারা, কোন সুন্দরীর মনোহর স্মিত দ্বারা, অন্যের অলক্ষ্যে সমাদৃত শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি, সাবলীল শোভা-সম্পন্ন শ্রীরাধার বদনকমলের উপরে সানুনয়ে নিপতিত হইল।" ইহাতে অন্যান্য ব্রজসুন্দরী অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণের পরমানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-প্রভু বলেন—'আমার অনুজবর মহাভাগবত শ্রীরূপও উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব বিবরণে এই সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।' অতএব শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে যিনি 'গান্ধর্ব্বা' বলিয়া প্রসিদ্ধা, তিনি এই শ্রীরাধিকা। এইপ্রকারে যে সমস্ত যুক্তি ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীরাধারই মুখ্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রহ্লাদসংহিতায় ইহাঁর বচন-কৌশল

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মধ্যাত্বমিতি চ সমানম্। অথ যা পরা 'অনিমিষৎ' ইত্যাদিনা তৎসখী বর্ণিতা সা শ্রীললিতেত্যবগম্যতে, বাম্যপ্রাখর্য্যাভ্যাং সাম্যাৎ। সম্প্রতি নাতিবাম্যাদিকং তু নিজবরসখীনিশাতদৃক্‌পাতঘাতজাত-তৎক্ষোভ-দর্শনেনাতিসন্তোষাৎ। এষা চ রাধানুরাধা ইতি যা ভবিষ্যোত্তরপঠিতা, তদপরপর্য্যায়ৈব বা। তত্র চ, পাঠস্য নাম্নোশ্চ যুগ্মতাময়ত্বাবগতেরত্রাপি সমবর্গতা, প্রাপ্তসখীবৃন্দপ্রথমোক্তেমুর্খ্যতাপ্রাপ্তি সাম্যাৎ। অথ 'তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ' ইত্যাদিবর্ণিতা তৎসখী তু প্রায়ঃ শ্রীবিশাখৈব, বাম্যমার্দবাভ্যাং সাম্যাৎ। প্রহ্লাদ-সংহিতায়ামপি 'ন শীলম্' ইত্যাদিকং তদ্বাক্যং তাদৃশমেব। অথ যা প্রথমবর্গস্য প্রথমা, সা শ্রীচন্দ্রাবল্যেব, যতঃ শ্রীরাধয়া সহ প্রতিযোগিতয়ৈতিহ্যমস্যা এব বিরাজতে। তথা চ শ্রীবিল্বমঙ্গলচরণাঃ—'রাধামোহন-মন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্ রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী। কংস ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধ-হৃদয়ে কংসঃ ক্ব দৃষ্টস্ত্বয়া, রাধা কেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥' ইতি। অর্থসাম্য-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পূর্ব্বপূর্ব্ব অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর, সুতরাং ইহাঁর মধ্যাত্ব এবং এইস্থানেও কোপাবসরে লীলা-বিশেষমাত্রেই প্রাগ্‌লভ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে; সুতরাং 'বাহুধারিণী' ব্রজদেবীগণ অপেক্ষা মধ্যাত্ব, অতএব উভয়ত্র সমান। আর 'অনিমেষ নয়নে' এই শ্লোকে যাঁহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি শ্রীললিতা। যেহেতু বাম্যত্বে এবং প্রখরতায় ইঁহার শ্রীরাধার সহিত তুল্যতা আছে। সম্প্রতি ইহাঁর নাতিবাম্যতা অর্থাৎ শ্রীললিতাদেবীর ন্যায় বাম্য দেখা যায় নাই। কেননা নিজ সখীর প্রখর দৃষ্টিপাতের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষোভ হইয়াছে দেখিয়াই ইনি অতিশয় সন্তুষ্টা। এই শ্রীললিতাদেবী ভবিষ্যোত্তরে রাধা ও অনুরাধারূপে পঠিত হইয়াছেন। রাধা নাম অনুরাধার অপর পর্য্যায়। কারণ সেস্থলে নাম ও পাঠের যুগ্মতার অবগতি রহিয়াছে। আর এইস্থলেও সমবর্গতা প্রাপ্ত সখীগণের মধ্যেও প্রধান অর্থাৎ প্রথমোক্ত সখীবৃন্দের সহিত প্রধানতা প্রাপ্তি বিষয়েও তুল্যত্ব রহিয়াছে। অপর 'তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেন' শ্লোকোক্ত সখী—শ্রীবিশাখা। ইঁহারও বাম্য ও মার্দ্দবে শ্রীরাধার সহিত তুল্যতা রহিয়াছে। আর প্রহ্লাদসংহিতায় বর্ণিত 'ন শীলং' ইত্যাদি বাক্যও তাদৃশ ভাবব্যঞ্জক। প্রথম বর্গের প্রথমা—শ্রীচন্দ্রাবলী। যেহেতু শ্রীরাধার সহিত প্রতিযোগিতা আর কাহারও সম্ভবে না। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরও তাহাই বলিয়াছেন—"কোন সময়ে শ্রীরাধার সহিত বিহারান্তে তাঁহার কুঞ্জ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে দৈবাৎ মিলিতা শ্রীচন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণ 'রাধে' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতে শ্রীচন্দ্রাবলীও তদুচিত বিলক্ষণ প্রত্যুত্তর দানে তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছেন'। এই সংলাপ এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ রাধামোহন কুঞ্জ হইতে আগমন করত চন্দ্রাবলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাধে! তোমার কুশল ত? তাহা শুনিয়া শ্রীচন্দ্রাবলীও বলিলেন—ওহে কংস! তোমার কুশল ত'? তখন বিস্ময়ান্বিত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রায়াদিয়ং ভবিষ্যোত্তরখ্যাতা সোমাভৈব বা স্যাৎ, অথ 'যা তস্যা দ্বিতীয়া কাচিদ্ধধার' ইত্যাদিনা শ্রীরাধাসুহৃদ্বর্ণিতা, সা শ্যামলা ভবেৎ, প্রহ্লাদসংহিতায়াং ললিতাদিগণে প্রবিশ্য হিতোপদেশদানেন তস্যাঃ সৌহৃদ্য-লক্ষণাবগতেঃ। সখীনাং সমদুঃখপ্রলাপিতা ভবতি, কিঞ্চিদ্ব্যন্তরিতস্যৈব তু হিতোপদেশদাতৃতা দৃশ্যত ইতি। ইয়মেব শ্রীমধ্বাচার্য্যৈর্ভাগবততাৎপর্য্যে দর্শিতা লীলাখ্যা ভবেৎ। অথ 'কাচিদঞ্জলিনা' ইতি, 'একা তদভ্রি'-ইতি বর্ণিতে যে চন্দ্রাবলীসখ্যৌ। তথা বিষ্ণুপুরাণে যাস্তটস্থা বর্ণিতাঃ, তাঃ ক্রমেণ শৈব্যা-পদ্মাভদ্রাঃ স্যুঃ। সেবকবদ্দৈন্যেন সঙ্গিগমিষয়া নাতিস্ফুটভাববিশেষত্বেন চ সাম্যাদিতি। 'মহার্ণভাবসংমর্ত্যা যুক্তিপ্রায়ং ব্যলেখি যৎ। তত্র কৃষ্ণস্তদীয়াশ্চ মমানন্যগতের্গতিঃ॥ তা মদ্বর্ণ্যরহোলীলানাম্না সঙ্কোচমাপ্নুয়ুঃ। মুনিনৈবং হুতাহ্বানাঃ ক্ষমন্তাং মম চাপলম্॥' ৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শোভনাশয়ে! তোমার এই বিপরীত জ্ঞান কিরূপে হইল? অর্থাৎ কংসকে তুমি কোথায় দেখিলে? পুনরায় শ্রীচন্দ্রাবলী বলিলেন—তুমিই বা রাধাকে কোথায় দেখিলে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, ইনি ত' চন্দ্রাবলীই বটে। নিজের ভ্রম বুঝিয়া তিনি বিশেষ লজ্জিত ও নতমুখ হইলেন এবং শ্রীচন্দ্রাবলীর তৎকালীন ঈর্ষোত্থ প্রত্যুত্তরে চাতুরী দেখিয়া মৃদুমন্দ হাস্যও করিলেন—এবম্ভূত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" অর্থসমতাবশতঃ ইনি ভবিষ্যোত্তর পঠিতা শ্রীসোমাভা। অনন্তর 'কাচিদ্ধধার' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীচন্দ্রাবলীর দ্বিতীয়া শ্রীরাধার সুহৃদরূপে যাঁহার বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি শ্যামলা। কারণ প্রহ্লাদসংহিতায় উক্ত আছে—ইনি ললিতাদি গণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হিতোপদেশ দানাদি দ্বারা শ্রীরাধার সৌহৃদ্য দেখাইয়া থাকেন। সখীদের সমদুঃখে দুঃখিতা হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ সুতরাং প্রলাপিতা এবং কিঞ্চিৎ ব্যবহিতেরই উপদেশদাতৃতা দৃষ্ট হয়। আর ইহাকেই শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ ভাগবত-তাৎপর্য্যে লীলাখ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'কাচিদঞ্জলিনা' এবং 'একা তদভ্রি' ইত্যাদি শ্লোকে যাঁহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারা শ্রীচন্দ্রাবলীর সখীদ্বয়। বিষ্ণুপুরাণে যাঁহাদিগকে তটস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহারা যথাক্রমে শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা। কেননা সেবকের ন্যায় দীনতার সহিত সঙ্গমেচ্ছা এবং অনতি পরিস্ফুট ভাববিশেষে তুল্যতা রহিয়াছে। "মহামুনি শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক 'অপহ্নুত' হইলেও (অর্থাৎ প্রথমতঃ কোনরূপে গোপনীয় বস্তু প্রকাশ করত পরে শ্লেষাদি দ্বারা তাহার অন্যথা করিলে তাহার নাম—অপহ্নুতি। অতএব) সেই মহানুভবের অনুমতি অনুসারে ও যুক্তিপূর্ব্বক আপনাদের রহঃলীলার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। অতএব হে কৃষ্ণ! হে তদীয় প্রিয়াগণ! আপনারা আমার একমাত্র আশ্রয়, এই অনন্যগতি জনের চপলতা ক্ষমা করুন।' ৮।

সারার্থদর্শিনী

৮। হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেতি ভাগ্যান্নিলিতোঽয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্ম্মাপসরত্বিতি চ বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। নিমীল্য চেতি পুনর্নেত্ররন্ধ্রৈরেব নিঃসরেদিতি শঙ্কয়েতি ভাবঃ। পুলকাঙ্গীতি নির্ব্বিঘ্নসম্ভোগপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা। উপগুহ্যাস্তে ইতি স্বকর্তৃকোপগূহনং মহাবিরহোত্তরকালপ্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন ধৈর্য্যাপগমাৎ, তত্র দৃষ্টলোকাভাবাল্লজ্জানুৎপত্তেশ্চ। তিস্র এবৈতাঃ কান্তপার্শ্বং প্রত্যগমনাদ্বা মা অস্মানেবায়মাগম্য মিলতু নতু বয়মিমং গত্বা কদাচিদপি মিলাম ইতি মদীয়তাময়মধুরস্নেহবত্ত্বাৎ সুসখ্যাঃ স্ববশীকৃতকান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। তত্র তিসৃষু মধ্যে প্রথমা সর্ব্বগোপীজনাধিকা যূথেশ্বরী দ্বিতীয়াতৃতীয়ে তস্যাঃ সখ্যৌ। এবং সপ্তানামাসাং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী দৃষ্ট্যৈব চন্দ্রাবলী শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা শ্রীরাধা ললিতা বিশাখা ইতি ক্রমেণ নামান্যুবগতানি, অষ্টমী তু,—"কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ" ইতি।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৮। ভাগ্যবশতঃ কান্ত আগত হইয়াছেন, কিন্তু চঞ্চল কান্ত পুনরায় চলিয়া যাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় কোনও গোপী নেত্রদ্বারা দর্শন করিবার পর সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইলেন। অপিচ নেত্ররন্ধ্রদ্বার দিয়া পুনর্ব্বার চলিয়া যাইবার আশঙ্কায় নয়নযুগলও নিমীলন করিয়া রহিলেন। পুলকিতাঙ্গী—নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগপ্রাপ্তি-বুদ্ধিহেতু অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। 'উপগুহ্য আস্তে' অর্থাৎ সেই গোপী অন্তঃকরণ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে যেন আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া দীর্ঘকাল নিমীলিতচক্ষু অবস্থায় রহিলেন। কেননা দীর্ঘকাল বিরহের পরে শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনের প্রবল তৃষ্ণায় ধৈর্য্য চলিয়া গিয়াছে। আর সেইস্থানে (হৃদয়াভ্যন্তরে) অন্য কেহ উপস্থিতও নাই, সুতরাং লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই; তাই সেই গোপী স্বয়ংই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। পরন্তু এই তিনজন গোপী কান্ত শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করেন নাই; সুতরাং ইহাঁরা বামা। 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবেন; কিন্তু আমরা কখনও তাঁহার নিকট গমন করিব না বা তাঁহার সহিত মিলিত হইব না।' ইত্যাদিরূপে মদীয়তাময় মধুস্নেহবতীর স্বভাব প্রকটিত হইয়াছে। ইহাঁরা সুসখ্যা, স্ববশীকৃত-কান্তা জানিতে হইবে। এই তিন জনের মধ্যে প্রথমা সকল গোপীর শ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী শ্রীরাধিকা এবং দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া তাঁহার সখী শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখা; এইরূপ সাত জন সখীর বিষয় শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে বিবৃত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীশ্যামলা, শ্রীশৈব্যা, শ্রীপদ্মা, শ্রীরাধা, শ্রীললিতা ও শ্রীবিশাখা। অতএব শ্রীশুকদেব-বর্ণিত এই সাত জন মুখ্যা গোপী ব্যতীত শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অষ্টমী আর এক মুখ্যা গোপী উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম ভদ্রা। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে আসিতে দেখিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই কথা বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ॥ ৯

ভাবার্থদীপিকা

৯। প্রাজ্ঞমীশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্ষবো জনাঃ। যদ্বা প্রাজ্ঞং ব্রহ্মজ্ঞং প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ। যদ্বা প্রাজ্ঞং সৌষুপ্তং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈজসাবস্থা জীবাঃ ॥৯॥

সারার্থদর্শিনী

বিষ্ণুপুরাণদৃষ্ট্যা ভদ্রানাম্নী জ্ঞেয়া। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃতস্কান্দপ্রহ্লাদসংহিতা দ্বারকামাহাত্ম্যবিখ্যাতাভিখ্যা এতা অষ্টাবেব ত্রিশতকোটিগোপীষু মুখ্যা জ্ঞেয়াঃ। আসু তারতম্য জিজ্ঞাসা চেত্তুজ্জ্বলনীলমণির্দ্রষ্টব্যঃ। সর্ব্বমুখ্যা তু শ্রীরাধৈব,—'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ইতি পাদ্মোক্তেঃ। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা" ইতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেঃ। "রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষু" ইতি ঋক্পরিশিষ্টোক্তেশ্চ জ্ঞেয়া ॥৮॥

মূলানুবাদ

৯। যেরূপ প্রাজ্ঞজনেরা ঈশ্বর প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, সেইরূপ শ্রীকেশব-সন্দর্শনে গোপাগণও পরমানন্দে নিমগ্না হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-ধৃত স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদ-সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে বিখ্যাত এই আটজনই তিনশতকোটি গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা; আবার এই মুখ্যা আট জন গোপীর মধ্যে শ্রীরাধাই ছিলেন সর্ব্বমুখ্যা। ইহাঁদিগের মধ্যে তারতম্য জানিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি দেখিতে হইবে। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীরাধা প্রধানা। পদ্মপুরাণে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে—"শ্রীরাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তাঁহার কুণ্ডও তেমন প্রিয় এবং সমস্ত গোপীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা।" বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"দেবী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণময়ী পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী ও পরমাধিকা।" শ্রীরাধিকা যে মূল কান্তাশক্তি, সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী, ঋক্ পরিশিষ্টেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—"শ্রীরাধার সহিত মাধব এবং শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন।" ৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৯। নন্বন্যাসাং কা বার্ত্তা? তত্রাহ—সর্ব্বা ইতি। 'তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৪৮) ইত্যত্রৈবাত্র চ কেশাঃ সুন্দরাঃ সন্ত্যস্যেতি কেশবঃ, 'তাসাং আবিরভূৎ' ইত্যাদ্যুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়ো বঃ; কেশব শব্দঃ পরমতেজোনিধানতাপরঃ। ততশ্চ তদানীং যথা তস্যান্তর্দ্ধানং, তাসাং তেজোঽন্তর্দ্ধাপনং, তথা সম্প্রতি আবির্ভাবেন তদাবির্ভাবঃ সঞ্জাত ইতি ভাবঃ। তস্যা লোক এব পরমানন্দপ্রদত্বাৎ পরমোৎসবত্বেন নির্বৃতাঃ প্রাপ্তদুঃখনিবর্ত্তকসুখাঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ—প্রাজ্ঞমিতি। সুষুপ্তাববিদ্যায়া ইব পুনঃ পরিত্যাগশঙ্কায়া নিগূঢ়স্থিতেঃ; যদ্বা, প্রাজ্ঞঃ পরমভাগবতস্তং প্রাপ্য জনা যথেতি এবমপ্যারম্ভ এব দৃষ্টান্তেন সম্যক্‌সিদ্ধৌ পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ ॥৯॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৯। মুমুক্ষুগণ যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ ত্যাগ করে, অথবা সংসারী লোকসকল যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ পরিত্যাগ করে, কিংবা বিশ্ব-তৈজস-অবস্থাপন্ন (জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার অতীত) জীবসকল যেমন প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থা (সুষুপ্তি সাক্ষী পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ ত্যাগ করে, তদ্রূপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনরূপ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া বিরহজ তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৯। যদি বল, অন্যান্য ব্রজদেবীগণের বৃত্তান্ত কি? তাহাতেই বলিতেছেন—শ্রীকেশব ব্রজদেবীগণের তাদৃশ সৌভাগ্যমদ এবং মান দেখিয়া তাহার প্রশমন ও প্রসাদন জন্য সেই স্থানেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেশব শব্দে সুন্দর প্রশস্ত নীল কুন্তলবান্। আরও বলিয়াছি, 'তাসাং আবিরভূৎ' (তিনি আবির্ভূত হইলেন) এই উক্তি দ্বারা পরমাকাঙ্ক্ষিত শ্রীকৃষ্ণদর্শনের প্রশংসা সূচিত হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বশ্লোকস্থ 'কেশব' শব্দ এবং এই শ্লোকস্থ 'কেশব' শব্দের অর্থ 'পরমতেজোনিধানতাপর', সুতরাং পূর্ব্বোক্তস্থলে যেমন শ্রীবে র অন্তর্দ্ধান-হেতু শ্রীব্রজদেবীগণের তেজের অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল, সেইরূপ এস্থলেও ইদানী তাঁহার আবির্ভাবে সেই শ্রীব্রজদেবীগণের তেজের আবির্ভাব হইল, বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই—সূর্য্যের আলোকে যেরূপ জগৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরম দীপ্তিমান কেশবের তেজঘনমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধানে সেই ব্রজদেবীগণের হৃদয় বিরহদুঃখতিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, পুনরায় সেই তেজঘনমূর্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহাদের বিরহার্ত্তির প্রশমন-হেতু পরম প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব ব্রজদেবীগণ শ্রীকেশবের দর্শনরূপ পরম উৎসবে আনন্দিত হইয়া বিরহার্ত্তি পরিহার করিতে লাগিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই পরমানন্দপ্রদ, সুতরাং পরম উৎসবস্বরূপ বলিয়া প্রাপ্তদুঃখেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত—'প্রাজ্ঞং' ইত্যাদি।

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা॥ ১০

ভাবার্থদীপিকা

১০। পুরুষং পরমাত্মশক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভির্যথা। যদ্বা উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীর্য্যাদিভিঃ। যদ্বা পুরুষোঽনুশায়ী প্রকৃত্যাদ্যুপাধিভির্বৃতো যথা অধিকং বিরোচতে তদ্বৎ॥

সারার্থদর্শিনী

৯। প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং জনাঃ সংসারতপ্তাঃ। "গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে" ইতি প্রাবৃড়্বর্ণনোক্তেঃ॥

মূলানুবাদ

১০। হে বৎস! সেই সকল বিগতশোকা গোপীগণের সহিত পরিবৃত হইয়া ভগবান অচ্যুত যেন মূর্ত্তিমতী শক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া মহাপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সুষুপ্তি অবস্থাতে অবিদ্যার ন্যায় অর্থাৎ দেহী জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া না থাকিলেও অবিদ্যা পরিত্যাগ আশঙ্কায় যেরূপ নিগূঢ়রূপে অবস্থান করে, সুতরাং সংসারতাপ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে মাত্র, তদ্রূপ ব্রজদেবীগণও বিরহতাপ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেননা 'শ্রীকৃষ্ণ যদি আবার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন" এই আশঙ্কা তাঁহাদের হৃদয়ে নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। অথবা মুমুক্ষু জনগণ প্রাজ্ঞ ভাগবতসঙ্গ লাভ করিয়া যেমন সংসারতাপ পরিহার করে, তদ্রূপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকৃষ্টভাবে প্রাপ্ত হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অতএব উক্ত উভয়বিধ দৃষ্টান্ত কেবল তাপত্যাগের আরম্ভ মাত্রেই, কিন্তু সম্যগ্ ত্যাগ সম্বন্ধে নহে।৯

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৯। প্রাজ্ঞ—পরম ভাগবত। অর্থাৎ সংসার-সন্তপ্ত জনসকল যেরূপ পরম ভাগবতকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারতাপ পরিত্যাগ করে, ইহা প্রাবৃড় বর্ণনে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—"গৃহজ্বালায় সন্তপ্ত ব্যক্তিগণ অচ্যুতজনের সঙ্গলাভে পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে।" তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহসন্তপ্তা গোপীগণও শ্রীকেশবের ঈষৎ দর্শনজন্য পরমানন্দ লাভ করিয়া বিরহজনিত তাপ পরিহার করিলেন। ৯।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১০। ততো মদমানৌ পরিত্যজ্য সর্ব্বা মিলিত্বৈব তদনুগতা বভূবুস্তাভিঃ শ্রীভগবতোঽপি পরমশোভাবির্ভাবো জাত ইত্যাহ – তাভিরিতি ত্রিকেণ। বিধূতেতাত্র কারণবিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—'ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্‌ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈঃ। নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধব॥' ইতি। ভগবান্ সর্ব্বসম্পূর্ণোঽপি অচ্যুতঃ তত্র কথঞ্চিৎচ্যুতিরহিতোঽপি অধিকং পূর্ব্বপূর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং যথা স্যাত্তথা তাভির্বিশেষেণারোচত, তাদৃশস্যাপি তাভিস্তাদৃশত্বে তদাবির্ভাববিশেষ এব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—পুরুষ ঈশ্বরঃ। স যথা ভগবদ্রূপেণ শক্তিভিঃ ঐশ্বর্য্যাদিময়-স্বরূপশক্তিভির্বৃতঃ এবাধিকং বিরোচতে, ন তু ব্রহ্মরূপেণ, তাভিরাবৃত ইতি তথা সোঽপি তাভিঃ প্রেমবিশেষময়-স্বরূপশক্তিভির্বৃত এবাধিকং ব্যরোচতেত্যর্থঃ, তাতেতি সম্বোধনং পরমানুকম্পায়াম্; 'তাতোঽনুকম্প্যো পিতরি' ইতি নানার্থাৎ পরমানুকম্প্যত্বাদেব রহস্যমিদং ত্বয়ি প্রকাশয়ামীতি ভাবঃ॥১০॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১০। পুরুষ (পরমাত্মা) যেমন স্বীয় শক্তিসমূহে (সত্ত্বাদি দ্বারা) পরিবৃত হইয়া শোভমান হন, অথবা পুরুষ (উপাসক) যেমন শক্তিসমূহে (জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি দ্বারা) পরিবৃত হইয়া শোভমান হন, অথবা পুরুষ (হৃদয়ে অনুশায়ী জীব) যেরূপ শক্তিসমূহে (প্রকৃতির উপাধির দ্বারা) পরিবৃত হইয়া শোভমান হন, তদ্রূপ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১০। অনন্তর ব্রজদেবীগণ 'মদ মান' পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্র মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগতা হইলেন। আর তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীভগবানেরও পরম-শোভার আবির্ভাব হইল। ইহাই 'তাভিঃ' ইত্যাদি তিন শ্লোকে বলিতেছেন—হে তাত পরীক্ষিৎ! পুরুষ যেমন শক্তিসমূহে ইত্যাদি। 'বিধূতশোকা' (বিরহশোকবিমুক্তা) এই প্রসঙ্গে পরাশর বলিয়াছেন—'সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া শ্রীমাধব কোন গোপীকে প্রীতিপূর্ণ আচরণে, কোন গোপীকে প্রিয় আলাপে, কাহাকেও ভ্রূভঙ্গির সহিত দৃষ্টিসঞ্চালনে, কাহাকেও বা সুশীতল করস্পর্শ করিয়া অনুনয় সহকারে তাঁহাদের বিরহ সন্তাপ প্রশমিত করিয়াছেন।' এইরূপে ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও এবং অচ্যুত অর্থাৎ কোনপ্রকারে কখনও কোন শোভা হইতে চ্যুতি রহিত হইলেও বিরহশোকবিমুক্তা প্রেম-বিশেষময়ী স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ সেইসকল ব্রজদেবীর সহিত মিলিত হইয়া অধিকরূপে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে শোভমান হইতে লাগিলেন। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—পুরুষ (ঈশ্বর) যেরূপ ভগবদ্রূপে ঐশ্বর্য্যাদিময় স্বরূপশক্তিসমূহে পরিবৃত হইয়া অধিকরূপে শোভমান হন, কিন্তু ব্রহ্মরূপে তাদৃশ শোভমান হন না। পরন্তু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-বিশেষময়ী ব্রজদেবীগণে পরিবৃত হইয়া সবিশেষরূপে শোভমান হন। 'হে তাত! পরীক্ষিৎ!'

সারার্থদর্শিনী

১০। শক্তিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিভিঃ। পুরুষো যথাঽধিকং বিরোচতে। তাসাং কৈবল্যে সতি তু নাত্যন্তং রোচতে এবমেব কৃষ্ণোঽপ্যাসাং খিন্নত্বে খিন্নো নাধিকং রোচতে। আসাং বিধূতশোকত্বে নাধিকরুচিমত্তে সোঽপ্যধিকং রোচতে ইতি। পুরুষস্য যথা স্বেন্দ্রিয়সুখ এব সুখং স্বেন্দ্রিয়দুঃখে দুঃখং এবমেব কৃষ্ণস্যাপি তাসাং সুখদুঃখাভ্যামেব সুখদুঃখে ইতি গোপীবিষয়কপ্রেমবত্ত্বং তাসাং স্বস্বরূপভূতত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে যথা,—"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥ তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তা স্মৃতাঃ॥ সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলায়াস্তু গোপীরূপা বরাননাঃ। একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্" ইতি। "প্রমদা শতকোটীভিরাকুলিতে" ইত্যাগমোক্তেস্ত্রিংশতকোট্যো গোপ্যস্তাসাং মধ্যে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এই 'তাত' সম্বোধনটি অনুকম্পাসূচক। যেহেতু 'তাত' শব্দ অনুকম্প্যজনের প্রতি ও পিতার প্রতি প্রয়োগ হয়। (অমরকোষ) এইরূপ নানা অর্থ বুঝাইলেও এস্থলে পরম-রহস্যময় লীলা প্রকাশের নিমিত্ত অনুকম্পা অর্থই গৃহীত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে, বৎস পরীক্ষিৎ! তুমি আমার একান্ত অনুকম্পার পাত্র বলিয়াই তোমার নিকট এই নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতেছি। ১০

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১০। পুরুষ যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা অধিক শোভিত হইয়া থাকেন; কিন্তু শক্তিসমূহের বৈকল্য হইলে তাদৃশ শোভমান হন না; সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও প্রেমবিশেষময়ী স্বরূপশক্তিভূতা গোপীগণে পরিবেষ্টিত না হইলে সমধিক শোভায় শোভমান হন না। আবার গোপীগণও বিরহশোকমুক্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলে যেমন অধিক শোভাশালিনী হইয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও সমধিক শোভায় শোভমান হন। আবার পুরুষের যেমন স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখেই সুখ এবং ইন্দ্রিয়-দুঃখেই দুঃখ হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরও স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ গোপীগণের সুখেই সুখ এবং দুঃখেও দুঃখ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গোপীবিষয়ক প্রেমবত্তা ও গোপীদের স্ব-স্বরূপভূতত্ব বিজ্ঞাপিত হইল। এই তত্ত্বের অভিব্যঞ্জনা রহিয়াছে স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে—'সেই রাসমণ্ডলে ষোল হাজার গোপী সমাগতা হইয়াছিলেন। এই গোপীমণ্ডলীর মধ্যে পরমাত্মা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে হংস (প্রাণ) বলিয়া জানিবে। হে দেবি! এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শশক্তিরূপা ষোড়শকলারূপিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণচন্দ্ররূপী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের ষোড়শকলা সমাযুক্তা সম্পূর্ণ মণ্ডল এবং এই ষোড়শ কলার ষোড়শ ভাগই ষোড়শ গোপীরূপা (মূর্ত্তবিগ্রহ)। হে বরাননে! এই গোপীগণই

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্‌পদম্ ॥ ১১

ভাবার্থদীপিকা

১১। বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্‌পদা যস্মিংস্তৎ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১১। বি-শব্দোক্তস্য রোচনে বৈশিষ্ট্যস্যোপকরণান্তরমপি দর্শয়তি—তা ইতি দ্বাভ্যাম্। সম্যক্ প্রত্যেকং সর্ব্বাসামেব হস্তধারণাদিনা আদায় রাসযোগ্যং পুলিনান্তরং গন্তুং পূর্ব্বপুলিনতো গৃহীত্বা নির্বিশ্য প্রবিশ্য মধ্যমধিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। বিভুর্ব্যাপক ইত্যেকস্যাপি সর্ব্বাসাং যুগপৎ সামদানাদি-সমাবেশার্থম্। পুলিনস্য ভাবোদ্দীপনসামগ্র্যা রাসক্রীড়াযোগ্যতাং দর্শয়ংস্তদ্বিশিনষ্টি—বিকসদিতি সার্দ্ধেন। বায়োঃ শৈত্যসৌরভ্যে স্পষ্টে. মান্দাঞ্চ ষট্‌পদাস্পদত্বাৎ ॥১১॥

সারার্থদর্শিনী

ষোড়শসহস্রাণি গোপ্যো মুখ্যাস্তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাস্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ অতি মুখ্যতমে তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্ব মুখ্যতমেতি ভক্তিশাস্ত্রনির্ণয়ঃ ॥১০॥

মূলানুবাদ

১১। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণকে লইয়া যমুনার সুখকর পুলিনে গমন করিলেন। সেই পুলিন প্রস্ফুটিত কুন্দ ও মন্দার প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভ-বাসিত মন্দ সমীরণের হিল্লোলে এবং মধুগন্ধে আমোদিত অলিকুলের ঝঙ্কারে মুখরিত ছিল। ১১।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১১। বিকশিত কুন্দ-মন্দার পুষ্পের সৌরভে সুবাসিত অনিল প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া ভ্রমরসকল সমাগত হইয়াছে। ১১।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ষোড়শ সহস্র দেহে প্রকাশ হইয়াছেন।" আগমেও উক্ত আছে —"প্রমদা শতকোটিভিরাকুলিতে।" 'শতকোটি প্রমদাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে শোভা পাইতে লাগিলেন।" এই প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, ত্রিশ কোটি গোপী রাসমণ্ডলে উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ সহস্র গোপী প্রধানা এবং সেই ষোড়শ সহস্রের মধ্যেও কয়েক সহস্র গোপী মুখ্যতরা ছিলেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে মাত্র আটজন গোপী মুখ্যতমা। সেই আটজন গোপীর মধ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী, এই দুইজন অতি মুখ্যতমা। আবার এই উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণয় হইয়াছে। ১০।

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২

ভাবার্থদীপিকা

১২। শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈঃ সমূহৈর্ধ্বস্তং দোষাতমো রাত্রিগতং তমো যস্মিংস্তৎ। অতঃ শিবং সুখকরম্।

সারার্থদর্শিনী

১১। ততশ্চ তাঃ সম্যক্ হাস্যহস্তগ্রহাদিনা আদায় নির্বিশ্য পুলিনং প্রবিশ্য চ ব্যরোচতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পুলিনং বিশিনষ্টি সার্দ্ধেন। বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈর্মন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্‌পদাযস্মিংস্তৎ ॥

মূলানুবাদ

১২। শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের কিরণে নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হওয়ায় সেই পুলিন অত্যন্ত সুখকর হইয়াছিল এবং যমুনার হস্তরূপ তরঙ্গের দ্বারা সুকোমল বালুকারাশিতে আস্তীর্ণ ছিল। ১২।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১১। পূর্ব্বশ্লোকে 'ভগবান্ অচ্যুত বিশেষরূপে শোভমান হইতে লাগিলেন।" ইহা বলা হইয়াছে। এই দুই শ্লোকে সেই শোভাবৈশিষ্ট্যের অন্য উপকরণ প্রদর্শন করিতেছেন—বিভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীগণকে সঙ্গে করিয়া যমুনার পুলিনে প্রবেশ করিলেন। 'সমাদায়'—সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই হস্তাদি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পুলিন হইতে রাসযোগ্য পুলিনে গমনের নিমিত্ত। যদি বল, তিনি একাকী, কিরূপে প্রত্যেকেরই হস্তাদি ধারণপূর্ব্বক লইয়া যাইবেন? তাহাতেই বলিলেন, বিভু—ব্যাপক। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একাকী হইলেও অসংখ্য গোপীগণের সমাবেশ এককালেই সমাধান করিয়াছিলেন। পুলিনের ভাবোদ্দীপক সামগ্রী দ্বারা রাসক্রীড়াযোগ্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার কতিপয় বিশেষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। বিকশিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমের সৌরভে সুবাসিত পবন প্রবাহিত হওয়ায় 'ভ্রমরসকল সমাগত' হইয়াছে। এই বাক্যে বায়ুর মান্দ্যগুণ নিরূপিত হইয়াছে। কেননা, প্রবলবেগে বহমান হইলে পুলিনে ভ্রমরসকল কোনক্রমেই থাকিতে পারিত না। ১১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১১। অতঃপর একক শ্রীকৃষ্ণ সেই শতকোটি গোপীকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্ত ধারণাদি দ্বারা যমুনাপুলিনে সমবেত হইলেন। সেই পুলিনে রাসের ভাবোদ্দীপক আর কি কি সামগ্রী ছিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে। সেই পুলিনে বিকশিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমসৌরভে সুরভিত অনিল প্রবাহিত হওয়ায় অলিকুল সমাগত হইয়াছে। ইহার দ্বারা পবনের মান্দ্যগুণও সূচিত হইয়াছে। ১১।

ভাবার্থদীপিকা

হস্তরূপৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতাঃ কোমলা বালুকা যস্মিন্। এবম্ভূতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্বিশ্য তাভির্বৃতোঽধিকং ব্যরোচতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১২। শরদিতি—চন্দ্রাংশূনাং সুপ্রসন্নতা, সন্দোহেতি—চন্দ্রস্য পূর্ণতা, ধ্বস্তদোষেতি—দিনবৎ প্রকাশশ্চ সূচিতঃ। কৃষ্ণায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সনামত্বেন সবর্ণত্বেন চ সখ্যং প্রাপ্তায়াঃ, অতএব হস্তেতি। কিংবা বিচিত্রশোভাদিনা তস্যাপি চিত্তাকর্ষকত্বেন তন্নাম্ন্যাঃ 'বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনম্' ইত্যাদিঃ। হস্তেতি—হস্তৈরিবাবচয়নেন স্থলীবৈষম্য-কঠিনাংশরাহিত্যাদিকং ধ্বনিতম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তাঃ সমাদায়েতি তাভিঃ সহ তদেব পুলিনং নির্বিশ্য মধ্যপ্রদেশং প্রবিশ্যেত্যর্থঃ। বিশেষেণ ভবতীতি বিভুর্বভূব ইতি শেষঃ নিজবৈভবং প্রকটয়ামাসেত্যর্থঃ, তচ্চ তদ্দর্শনেতি দ্বাভ্যাং বক্ষ্যতে, অন্যৎ সমানম্ ॥১২॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১২। শরচ্চন্দ্রের কিরণে রাত্রির অন্ধকার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অতএব সেই পুলিন শীতলত্বাদিগুণে সুখকর। কালিন্দীর হস্তরূপ তরঙ্গনিচয় দ্বারা সুকোমল বালুকা নিচয়ে আস্তীর্ণ হইয়াছিল। এবম্ভূত পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত প্রবেশ করিয়া বিশেষরূপে শোভমান হইলেন। মূলে 'নির্বিবশ্য' এইরূপ অসমাপিকা ক্রিয়া আছে বলিয়া পূর্বশ্লোকের সহিত অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১২।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১২। শরচ্চন্দ্রের কিরণরাশিতে রাত্রিকালীন তিমির বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এইস্থলে 'শরৎ' এই পদে চন্দ্রের সুপ্রসন্নতা, 'রাশি' পদে চন্দ্রের পূর্ণতা এবং 'তিমির-বিধ্বস্ত' এই পদে চন্দ্রের দিনবৎ প্রকাশ সূচিত হইয়াছে। আর সেই পুলিন কৃষ্ণার (যমুনার) তরল তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা সুকোমল বালুকাময় হইয়াছিল। "কৃষ্ণার" অর্থাৎ যমুনার। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমান নাম ও সমান বর্ণা বলিয়া তাঁহার সখীত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব যমুনা হস্তদ্বারা ইত্যাদি। কিংবা বিচিত্র শোভা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া 'কৃষ্ণা' নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। এই বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—'বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা, পুলিনসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রীতি হইয়াছিল।' 'যমুনার হস্তরূপ তরঙ্গ দ্বারা' ইহার দ্বারা রাসস্থলীর বিষমতা ও কাঠিন্যাংশ-রাহিত্য ধ্বনিত হইল। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। অথবা ব্রজদেবীগণকে লইয়া তাঁহাদের সহিত পুলিনের মধ্যদেশে প্রবেশপূর্ব্বক 'বিভু'—বিশেষরূপে বিদ্যমান হইলেন। এস্থলে 'বিভু' ('বিশেষেণ ভবতীতি বিভুঃ') যিনি বিশেষরূপে বিদ্যমান হইলেন. এই অর্থে বিভু; অর্থাৎ নিজবৈভব প্রকাশ করিলেন। তাহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলিবেন। অন্যান্য অর্থ সমান। ১২।

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীকল্পন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

ভাবার্থদীপিকা

১৩। তাশ্চ মনোরথানামন্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভূবুঃ। শ্রুতয়ো যথেতি। অয়মর্থঃ, যথা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যস্তত্তৎকামানুবন্ধৈরপূর্ণা ইব ভবন্তি জ্ঞানকাণ্ডে তু পরমেশ্বরং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামানুবন্ধং জহতি তদ্বদিতি। আপ্তকামা অপি প্রেম্ণা তমভজন্নিত্যাহ স্বৈরিতি। অচীকল্পন্ রচয়ামাসুঃ। আত্মবন্ধবে অন্তর্যামিণে ॥১৩॥

সারার্থদর্শিনী

১২। বায়োঃ শৈত্যং পুলিনসম্বন্ধাৎ মান্দ্যং ষট্‌পদাস্পদত্বাৎ শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈর্ধ্বস্তং দোষায়া রাত্রেস্তমো যত্র তৎ। শিবমতএব সুখদং যমুনায়া হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিংস্তৎ ॥

মূলানুবাদ

১৩। শ্রীকৃষ্ণদর্শনের পরমানন্দে গোপীগণের হৃদরোগ দূরীভূত হইয়াছিল। শ্রুতিগণ যেরূপ কর্ম্মকাণ্ডাদিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরমেশ্বর সাক্ষাৎকার দ্বারা পূর্ণকাম হইয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আনন্দে গোপীগণ পূর্ণমনোরথ হইলেন। তাঁহারা কুচকুঙ্কুমলিপ্ত নিজ নিজ উত্তরীয়ের দ্বারা আত্মবন্ধু ভগবানের উপবেশনের জন্য আসন রচনা করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৩। তাঁহারা মনোরথের অন্ত—পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। অর্থাৎ পূর্ণকাম হইলেন। শ্রুতিগণ কর্ম্মকাণ্ডে যেরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে না পাইয়া তত্তৎ কামের অনুবন্ধের দ্বারা অপূর্ণের ন্যায় লক্ষিত হন; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে আবার পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইয়া, সেই দর্শনজনিত আনন্দে পূর্ণহৃদয় হইয়া কামানুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রজগোপীগণ আপ্তকামা হইয়াও প্রেমবশতঃ তাঁহার (ভগবানের) ভজনা করিয়াছিলেন। তাহাতেই বলিতেছেন —'স্বৈঃ' ইত্যাদি। তাঁহারা স্ব স্ব উত্তরীয় বসন দ্বারা আত্মবন্ধু ভগবানের আসন রচনা করিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১২। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাতে সেখানকার নৈশ অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল, সেই জন্য সেই স্থান অতি সুখকর হইয়াছিল। এই পুলিন শীতল ও কোমল বালুকায় আস্তৃত ছিল। শ্রীযমুনা যেন স্বয়ং স্বহস্তে সেখানে এই বালুকারাশি বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই বালুকাবিস্তারে শ্রীযমুনার তরঙ্গই তাঁহার হস্তের কাজ করিয়াছিল। আর এই তরঙ্গস্পর্শে এই বালু অতিশয় কোমল, শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়াছিল। ১২।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৩। ততোঽতিহৃষ্টানাং প্রেমসেবামাহ—তদিতি। তস্য ক্রীড়াবিশেষোৎসুকস্য বিভোর্দর্শনেন য আহ্লাদস্তেন বিশেষতো ধৃতা নাশিতা হৃদ্রুজঃ সর্ব্বাঃ আধয়ো যাসাম্, তথাবিধেন তেন সহ তত্রাগমনেন রাসক্রীড়াদিময়চিরস্থিতির্নির্দ্ধারিতা, পূর্ব্বাশঙ্কাপগমাৎ। ন কেবলং পরমদুঃখশান্তিরেব, অপি তু পরমসুখপ্রাপ্তিরপি জাতেত্যাহ—মনোরথস্য বাঞ্ছিতস্যান্তং পরাং কাষ্ঠাং যযুরিতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—শ্রুতয়ো যথেতি; শ্রুতয়োঽপি তাদৃশলীলাবিশিষ্টং তং প্রকাশ্য নিজনিজ-নানাতাৎপর্য্যদৌস্থ্যং পরিত্যজন্তি। পরমতাৎপর্য্য-পর্য্যবসানঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীতি; তদুক্তমেকাদশে (১১।২০) স্বয়ং শ্রীভগবতা—'যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম' ইত্যাদি; দ্বাদশে (১২।৬৯) শ্রীসূতেন—'স্ব-সুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ' ইত্যাদি চ। তত্রাপ্যেষা পরমপ্রেমময়-রাসলীলেতি। শ্রুতয়োঽপ্যত্রৈব কৃতার্থা জাতা ইত্যস্যা লীলায়া মহিমাপি দর্শিতঃ। অতঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৩। অনন্তর অতিশয় হৃষ্টা ব্রজদেবীগণের প্রেমসেবা বর্ণন করিতেছেন। ক্রীড়া-বিশেষে সমুৎসুক সেই বিভুর দর্শনে যে আহ্লাদ, তাহাতে ব্রজদেবীগণের হৃদয়রোগসমূহ বিধৃত (বিশেষরূপে ধৃত) হইল। তাঁহাদের সমস্ত হৃদয়রোগ যে বিধূত হইল, তাহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারযোগ্য পুলিনে আগমন হেতু তাঁহাদের মনে রাসক্রীড়াদিময় চিরস্থিতি নির্দ্ধারিত হইল। কারণ পূর্ব্বে তাঁহাদের হৃদয়ে 'যদি শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন', এইরূপ আশঙ্কা ছিল, এক্ষণে সেই আশঙ্কা বিদূরিত হইল। এইরূপে ব্রজদেবীগণের কেবল যে পরমদুঃখশান্তিই হইয়াছিল তাহা নহে, প্রত্যুত পরম-সুখলাভও হইয়াছিল। ইহাই বলিতেছেন—তাঁহারা মনোরথের অন্ত—পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—শ্রুতিগণ যেরূপ। অর্থাৎ শ্রুতিগণও শ্রীকৃষ্ণকে তাদৃশ লীলা-বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াই আপন আপন নানাবিধ তাৎপর্য্যের দুঃস্বভাব পরিত্যাগপূর্বক পরমতাৎপর্য্যের অবসান প্রাপ্ত হন। একাদশস্কন্ধে ভগবান স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন—অতএব যে বাক্যে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ আমার পরম পবিত্র কর্ম্মবৃত্তান্ত অথবা আমার লীলাবতারের অভিলষিত জন্মচরিত না থাকে, সে বাক্য নিষ্ফল, সুধীগণ সেই নিষ্ফল বাক্যে সমাদর করেন না।" দ্বাদশস্কন্ধেও শ্রীসূত বলিয়াছেন—'যিনি স্ব-সুখেই পরিপূর্ণহৃদয়, সুতরাং অন্য সকল বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন; তথাপি যিনি শ্রীব্যাসদেবের নিকট অজিতের মনোহর লীলা-কথা শ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রহ্মানুভূতি পরিহারপূর্বক জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হওত পরমার্থ প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের চরণে নমস্কার।' শ্রীভগবানের অন্যান্য লীলার মধ্যে এই রাসলীলা আবার পরমপ্রেমময়ী। শ্রুতিগণও এই লীলাতেই কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহার দ্বারা এই রাসলীলার মহিমাও প্রদর্শিত হইল। এই স্থলে সহোক্তি-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সহোক্তি-নামালঙ্কারোঽয়ং ব্যঞ্জিতঃ। ততশ্চ সুস্থিরচিত্তাঃ সত্যঃ আসনমচীকল্পন্ বিচিত্রচারুপ্রকারেণ রচয়ামাসুঃ। কৈঃ? স্বৈঃ স্বয়ং পরিহিতৈঃ উত্তরীয়ৈঃ সর্ব্বাঙ্গীন-বস্ত্রস্যান্তর্গতৈঃ কুচপট্টিকাং বেতি বক্ষ্যমাণানুসারেণ হৃদয়াবরণরূপৈঃ বিরহরোদনধারাপাতাৎ কুচকুঙ্কুমেনাঙ্কিতৈ রঞ্জিতৈরিত্যর্থঃ। নন্ু কথং লজ্জাশৈথিল্যমিব তাভিরঙ্গীকৃতং, স্বোপযুক্তৈঃ বস্ত্রৈরাসনং দত্তঞ্চ? তত্রাহ—আত্মেতি, আত্মনো বন্ধবে আত্মীয়ত্বেন মিত্রত্বেন চ ভাবাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। আসনঞ্চেদং সর্ব্বাসাং সূক্ষ্মবস্ত্রময়-বিস্তীর্ণমেকমেব বর্গশঃ পৃথক্ পৃথগেব জ্ঞেয়ম্॥১৩॥

সারার্থদর্শিনী

১৩। তত্র তাসাং সখ্যসমুচিতাং প্রেমসেবামাহ,—তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনানন্দেন খণ্ডিতসর্ব্বমনোদুঃখা ব্রজসুন্দর্য্যঃ স্বীয়ৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকঞ্চুকোপরিস্থৈরতিসূক্ষ্মবস্ত্রৈরাত্মবন্ধবে তস্মৈ আসনং তথা অচীকল্পন্নুপজহুর্যথা শ্রুতয়ো মহোপনিষদোঽপি মনোরথানামন্তং পরমকাষ্ঠাং যযুঃ। যতোঽধিকোঽন্যো মনোরথো ন সম্ভবতি তং প্রাপুঃ। যদ্দৃষ্ট্বা বয়মপি ব্রজে গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহৈবং স্বকুচকুঙ্কুমস্তিমিত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নামক অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইল। পরে ব্রজদেবীগণ সুস্থিরচিত্তা হইয়া কুচকুঙ্কুমে অঙ্কিত স্ব স্ব পরিহিত উত্তরীয় বসন দ্বারা বিচিত্র সুন্দরভাবে আসন রচনা করিয়াছিলেন। এস্থলে "কুচকুঙ্কুম-অঙ্কিত"—বিরহজনিত রোদনধারা পতিত হওয়াতে উত্তরীয় বসন কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়াছিল। উত্তরীয় বসন—আপন আপন পরিহিত উত্তরীয় বসন, যাহার দ্বারা হৃদয়দেশ আবৃত ছিল। যদি বল, ব্রজদেবীগণ লজ্জাশৈথিল্যের ন্যায় কার্য্য করিলেন কেন? আর স্ব স্ব উপভুক্ত বসন দ্বারা আসনই বা প্রদান করিলেন কি প্রকারে? তাহাতেই বলিতেছেন—আত্মাপেক্ষায়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মীয়তা ও মিত্রতা বশতই ঐরূপে উত্তরীয় বসনে আসন রচনা করিয়াছিলেন। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আসন রচনা করিয়া'—এই যে আসন, তাহা সূক্ষ্ম বস্ত্রময় বিস্তীর্ণ একই আসন এবং প্রতি যূথের ব্রজদেবীসকল পৃথক পৃথক আসন রচনা করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। ১৩।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৩। এক্ষণে ব্রজসুন্দরীদিগের সখ্যসমুচিত প্রেমসেবা বর্ণন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে আনন্দবশতঃ শ্রীব্রজসুন্দরীগণের সমস্ত মনোদুঃখ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহারা আপন আপন উত্তরীয় (কুচ কঞ্চুকোপরিস্থিত অতি সূক্ষ্ম বসন) দ্বারা আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন জন্য আসন রচনা করিলেন। যেমন শ্রুতিগণ (মহা উপনিষদ্‌গণ) মনোরথের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন—যাহা অপেক্ষা অধিক অন্য কোনও মনোরথ নাই, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো যোগেশ্বরাস্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিতস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪

ভাবার্থদীপিকা

১৪। গোপীসভাগতস্তাভিঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাস শুশুভে। ত্রৈলোক্যে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যা একমেব পদং স্থানং তদ্ বপুর্দ্দধৎ দর্শয়ন্ ॥১৪॥

সারার্থদর্শিনী

বস্ত্রার্পণাদিনা কদা বিলসাম ইত্যুৎকণ্ঠিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতয়ো গোপীত্বপ্রাপ্ত্যর্থং তদনুগতি-ব্যঞ্জকং তীব্রং তপশ্চক্রুরিতি বৃহদ্বামনীয়া কথা। 'স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধা" ইতি তাসামুক্তিশ্চ। তত্র পূর্ব্বকল্পগতকৃষ্ণাবতারদর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধমনোরথা এতাঃ শ্রুতয়োঽগ্রিমকল্পে গোপ্যো ভবিষ্যন্তি শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৩॥

মূলানুবাদ

১৪। যোগেশ্বরগণ হৃদয় মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে অবস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া ত্রিলোকের সকল শোভা-সৌন্দর্য্যের একমাত্র আশ্রয়স্থল স্বীয় বপু প্রকটপূর্ব্বক সেই আসনে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৪।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অর্থাৎ যাহা দেখিয়া—"আমরাও ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া আজিকার গোপীগণের ন্যায় স্ব-কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত বস্ত্রার্পণাদি দ্বারা আসন রচনা করত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত কবে বিলাস করিব?" এইরূপ উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া শ্রুতিগণ গোপীত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত এই নিত্যসিদ্ধা গোপীদের অনুগতিব্যঞ্জক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহা বৃহদ্বামন পুরাণে উক্ত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগ" এই শ্লোকে শ্রুত্যভিমানী দেবতাগণের প্রার্থনা—"শ্রীরাধাদি নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণ আপনার সর্পরাজ দেহসদৃশ ভুজদণ্ডের প্রতি প্রগাঢ় লালসা বহন করিয়া শ্রীচরণকমলের যে সুধা অর্থাৎ প্রেমময় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, আমরাও (শ্রুতিগণও) তাঁহাদের সমভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ আনুগত্য করিয়া ব্যূহান্তরে গোপীদেহ লাভ করত আপনার চরণসুধা লাভ করিয়াছি।" ইহা শ্রুতিগণের নিজ উক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, পূর্ব্বকল্পগত শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শিনী শ্রুতিগণ লব্ধমনোরথ হইয়া এই কল্পে গোকুলে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া গোপীত্বলাভ করিয়াছেন; কিন্তু এই কল্পে লব্ধমনোরথা এই শ্রুতিগণ আগামী কল্পে গোপী হইবেন। যেহেতু শ্রুতিসকল অনন্ত। ১৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৪। সপ্রেমরসাম্বুধিবর্দ্ধনঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্নোঽপি তথা ঈশ্বরঃ নিত্যমপূর্ব্বাপূর্ব্বতৎপ্রকাশনসমর্থোঽপি তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিষ্টঃ সন্ চকাশ, তত্র তত্রাসম্ভবশোভাবির্ভাবান্ বভূব। অন্যত্র পুনরসৌ পরমদুর্ল্লভ এবেত্যাহ—যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমাধিভিঃ শ্রীরুদ্রাদিভিরপি অন্তর্হৃদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং ভাবনামাত্রেণ স্থাপিতমাসনং যস্য তাদৃশোঽপি। অলুক্ সমাসঃ। অর্থাত্তৈরেব কল্পিতমিতি বা। অস্মাত্তাসাং সম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমেতি ভাবঃ। তত্র চ বৈশিষ্ট্যমাহ—গোপীতি। যদ্বা, তাদৃশেন গোপীপরিষদ্গতত্বেনৈব যোগেশ্বরাণামন্তর্হৃদি কল্পিতাসন ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, অর্চ্চিত আসন-তাম্বূলনর্ম্মসম্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ। কিং কুর্ব্বংশ্চকাশ? ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাধোমধ্যোর্দ্ধলোকে পরমব্যোমাখ্য মহাবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তে যা লক্ষ্মীস্তত্তদনন্ত-স্বাবির্ভাবপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিঃ, তস্যা একম্, অনন্যং পদমাশ্রয়ভূতং বপুঃ প্রকাশং বিভ্রৎ তাসামগ্রে ধারয়ন্ প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ইত্যাদি ॥১৪॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৪। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোপী-সভাগত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হওত ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়ভূত সৌন্দর্য্যের আস্পদস্বরূপ বপু ধারণ করিয়া শোভিত হইতে লাগিলেন। ১৪।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৪। সপ্রেমরসাম্বুধিবর্দ্ধন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণসম্পন্ন হইলেও, তথা ঈশ্বর—নিত্য অপূর্ব অপূর্ব নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে সমর্থ হইলেও গোপীগণের সভায় সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া পরমশোভিত হইতে লাগিলেন। এতাদৃশ অপূর্ব্ব আবির্ভাব কিন্তু অন্যত্র দুর্লভ। ইহাই বলিতেছেন—'যোগেশ্বরৈঃ' ইত্যাদি। শ্রীরুদ্রাদি যোগেশ্বরগণ, একাগ্রচিত্তে যাঁহার আসন হৃদয়াভ্যন্তরে কল্পনা করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভাবনামাত্রে স্থাপন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ হইলেও গোপীগণের সাহচর্য্যে তাঁহার এক অপূর্ব্ব শোভার আবির্ভাব হইল। ভাবার্থ এই যে, সেই ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্বন্ধ, তাহার মহিমাই এইরূপ: এইরূপ সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব অন্যত্র কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। এই বৈশিষ্ট্যের হেতু বলিতেছেন—'গোপী' ইত্যাদি। হলাদিনীশক্তিরূপা প্রেমময়ী গোপীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্চ্চিত-আসন, তাম্বূল অর্পণ, বিবিধ নর্ম, ঈষৎহাস্য, কটাক্ষপাত প্রভৃতি দ্বারা সম্মানিত। কি প্রকারে তিনি শোভিত হইলেন? ত্রৈলোক্যে অর্থাৎ প্রাকৃত কিংবা অপ্রাকৃত অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধলোক এমন কি পরব্যোম নামক মহাবৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত যে সকল শোভাসম্পত্তি, তাহার একমাত্র আস্পদ—ত্রৈলোক্যে লক্ষ্মীর একমাত্র (অনন্য)

সারার্থদর্শিনী

১৪। তং প্রতি স্বযূথমেব পৃথক্ পৃথক্ উপর্যুপরিনিহিতবহুবস্ত্রাসনেষু তাভিঃ কৃষ্ণপ্রেষূপবিষ্টঃ। নন্থ তাবৎসংখ্যেষ্বাসনেষু কথমেক উপবিষ্টস্তত্রাহ,—ঈশ্বরঃ। তত্তদলক্ষিতয়াত্ম প্রকাশবান্, তত্র হেতুঃ—ভগবান্ কামবান্ 'ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যে"ত্যমরঃ। তস্য তাবৎসু সর্ব্বেষ্বেব আসনেষু উপবেষ্টুং কামনামালক্ষ্য ঐশ্বর্য্যৈব শক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা তাবন্তঃ প্রকাশাস্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, স হি যোগেশ্বরৈঃ শেষশঙ্করাদ্যৈরন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তরে এব কল্পিতং মনসৈবানীতত্বাৎ ত্রিজগদ্দুর্ল্লভমনুপহতমনর্ঘ্য-মাসনং যস্য সঃ। এতাভিস্তু হৃদয়াদ্বহিরেব স্বগাত্রনির্ম্মাল্যবস্ত্রৈঃ স্বোপভুক্তৈ সুগন্ধৈরাসনং কল্পিতং। যত্তত্রৈবোপবিষ্টশ্চকাশ দিদীপে। যঃ খলু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মরুদ্রাদি পরিষদা ক্ষীরোদাদিতীরে স্তুত্যাদিভির্গম্য এব মনসি প্রাদুর্ভবন্ পরোক্ষ এব ক্ষণমাত্রমেব ভবেৎ স এব গোপীপরিষদং স্বয়ং গতঃ, অচ্যুতশ্চিরকালমপি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আশ্রয়স্বরূপ বপুধারণ করিয়া (প্রকাশ ধারণ করিয়া) অর্থাৎ তাদৃশ প্রকাশ তাঁহাদের সম্মুখে প্রকটিত করিয়া। এরূপ সৌন্দর্য্যের প্রশংসা পরেও উক্ত হইয়াছে—"গোপীরা কি তপস্যা করিয়াছিল যে, ইহাঁর এই দুরাপ নবীনরূপ প্রতিদিন নেত্রদ্বারা পান করে? এই রূপ লাবণ্যদ্বারা শ্রেষ্ঠ, ইহার সমান বা অধিক নাই। ইহা লক্ষ্মী ও যশের নিশ্চিত নিলয়, ব্রজস্ত্রী সকল ধন্যা।" ১৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যূথের গোপীগণের উত্তরীয় দ্বারা রচিত বহু আসনে পৃথক পৃথক উপবেশন করিলেন। বহুসংখ্যক উত্তরীয়াসনে একা শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া যুগপৎ উপবেশন করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল যে,—তিনি ঈশ্বর। অতএব তিনি সকলের অলক্ষ্যে যুগপৎ বহুসংখ্যক রূপে প্রকাশমান হইতে সমর্থ। তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া বলা হইল যে—তিনি ভগবান। ভগ—অর্থ কাম, (ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যেত্যমরঃ) ভগ-শব্দে কামনা ও মাহাত্ম্য—এই দ্বিবিধ অর্থ অমরকোষে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে ভগবান অর্থে কামবান বুঝায়। অতএব তাঁহার সকল আসনে উপবেশন করিবার কামনা হইয়াছিল বলিয়া ঐশ্বর্য্যশক্তি যোগমায়ার সাহায্যে বহু হইয়া সকল গোপীর আসনে যুগপৎ পৃথক পৃথকভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন। আরও বলিতেছেন—এই ভগবান যখন শেষ-শঙ্করাদি যোগেশ্বরগণের প্রত্যেকের হৃদয়মধ্যে কল্পিত (ত্রিজগতের দুর্লভ অনুপহত অমূল্য) আসনে পৃথক পৃথক ভাবে উপবেশন করেন, তখন এই ব্রজগোপীগণের বহিঃস্থিত উপভুক্ত স্বগাত্র-নির্ম্মাল্য-বস্ত্রদ্বারা কল্পিত আসনে উপবেশন করিয়া সমধিক শোভিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি পরিষদগণ-কর্ত্তৃক ক্ষীরোদ সাগরতীরে

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতাবভাষিরে ॥ ১৫

ভাবার্থদীপিকা

১৫। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবোপলক্ষিতাঃ সংস্পর্শনেন সম্মর্দ্দনেন ॥

সারার্থদর্শিনী

ব্যাপ্যচ্যুতিরহিতঃ। "অর্চ্চিতঃ" ইতি পাঠে তাম্বূলনর্ম্ম স্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ, কিং কর্ত্তুং গতঃ? ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধোমধোর্দ্ধলোকে যা লক্ষ্মীস্তদনন্ত স্বাংশপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিস্তস্যা একমনন্যৎ পদমাশ্রয়ভূতং যদ্বপুস্তদপি দধৎ তাসাং গোপীনামঙ্গকান্তিস্মিত-কটাক্ষাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্ণন্। যদ্বা তত্রোপবিষ্ট এব তত্র তাদৃশোপবেশাদি বিশিষ্ট এব যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ। তৎক্ষণমারভ্য মহারুদ্রাদিভির্যোগেশ্বরৈর্গোপীপরিষন্মধ্যগত তাদৃশোপবেশতাদৃশশোভাতত্তন্নর্ম্মসলাপাদি বিশিষ্ট এব কৃষ্ণো ধ্যানেন স্বহৃদয়মানিন্যে ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

মূলানুবাদ

১৫। অনন্তর গোপীগণ হাস্যময় লীলাকটাক্ষ-বিলাসশোভিত ভ্রুযুগলের নর্ত্তনে স্বীয় অঙ্কে ধৃত অনঙ্গ-উদ্দীপক ভগবানের চরণ ও হস্ত সংমর্দ্দন করিয়া সেবা করিলেন। পরে সেই চরণ ও হস্তের প্রশংসা করিয়া ঈষৎ কোপাবেশে তাঁহাকে বলিলেন। ১৫।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

স্তুত্যাদিদ্বারা হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া অগোচর হইয়া যান, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। অচ্যুত—চিরকাল চ্যুতিরহিত। (পূজ্যপাদ টীকাকার এই 'অচ্যুত' পাঠ স্বীকার করিয়াছেন) 'অর্চ্চিতঃ' পাঠ হইলে অর্থ হইবে—তিনি গোপীগণ-কর্ত্তৃক তাম্বূল, নর্ম্ম, স্মিত, অপাঙ্গাদি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপে গোপীগণের সভামধ্যে তাঁহাদের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, তখন ত্রিভুবনের সকল সৌন্দর্য্যের আস্পদস্বরূপ শোভা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রাকৃত (অধঃ, মধ্য ও ঊর্দ্ধলোকে) যে শোভাসম্পত্তি এবং অপ্রাকৃত অনন্ত স্বাংশ পর্য্যন্ত সকল শোভাসম্পত্তির আশ্রয়ভূত যে বপু, তাহা ধারণ করিয়া অর্থাৎ গোপীগণের অঙ্গকান্তি, স্মিত কটাক্ষাদির মাধুর্য্যদ্বারা পুষ্ট হইয়া। অথবা সেই গোপীসভামধ্যে উপবিষ্ট অর্থাৎ সেইস্থানে তাদৃশ ভাবে উপবেশনবিশিষ্ট যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে কল্পিতাসন। তৎক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া রুদ্রাদি মহাযোগেশ্বরগণ গোপীপরিষদ মধ্যগত তাদৃশ উপবেশন, তাদৃশ শোভা, তাদৃশ নর্ম্ম, তাদৃশ সংলাপাদিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানের দ্বারা স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৪।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৫। তত্র চ প্রণয়স্বভাবেন তাসাং নিগূঢ়াং কোপোৎপত্তিমাহ - সভাজয়িত্বা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ সম্মান্য তং বভাষিরে পৃষ্টবত্যঃ, তা ইতি শেষঃ। কীদৃশ্যঃ সত্যঃ? তত্রাহ— ঈষৎ কুপিতাঃ। নন্থ তাদৃক্ সভাজিতবত্যশ্চেত্তর্হি কথমীষৎকোপস্যাপ্যবসরমর্হন্তি? তত্রাহ—অনঙ্গদীপনমিতি। তদ্দীপনকৃতে নানাবিলাসমভিব্যঞ্জয়ন্তমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং পরিত্যজ্য গতঃ, সম্প্রত্যসাবেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়স্বভাববিমর্শনেনেতি ভাবঃ। নন্থ কুচকুঙ্কুমাক্তবস্ত্রোপবেশতয়া স্বাসামেব তদনঙ্গদীপনত্বে প্রাগেব জাতে সতি তস্য তদ্দীপনত্বং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমপি কোপং ব্যক্তীকর্ত্তুং কথমর্হন্তি? তত্রাহ—অঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য ইতি। তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শপূর্ব্বকং নানাগুণপ্রশংসয়া সন্তোষ্যেত্যর্থঃ। তেন কোপস্তু গোপিতবত্য এবেতি ভাবঃ। তর্হি কোপ আসীদিতি কথং জ্ঞায়েত? তত্রাহ—সহাসেতি, উপলক্ষণে তৃতীয়া, স্বগিরৈবায়ং ব্যক্তদোষঃ স্যাদিতি মতিকৌটিল্যব্যঞ্জকেন তাদৃশ-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৫। সহাস্য লীলাবলোকন বিলসিত ভ্রুভঙ্গিদ্বারা উপলক্ষিত। সংস্পর্শ—সংমর্দ্দন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৫। এক্ষণে প্রণয়স্বভাববশতঃ ব্রজদেবীগণের নিগূঢ় কোপোৎপত্তির হেতু প্রকাশ করিতেছেন—'সভাজয়িত্বা' শ্লোকে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন— ঈষৎ কুপিতা হইয়া। যদি বল, তাদৃশ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়াও তাঁহারা কি প্রকারে ঈষৎ কোপের অবসর প্রাপ্ত হইলেন? তাহাতেই বলিলেন—অনঙ্গ-দীপন। অর্থাৎ কামোদ্দীপনের নিমিত্ত নানাবিধ ভাববিলাস অভিব্যক্ত করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিহারের জন্য উৎসুক; কিন্তু তাঁহারা এখন শ্রীকৃষ্ণের বিহারেচ্ছা পূরণে যেন তত উৎসুক নহেন। কেননা, বংশীস্বরে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ তাঁহারা ঈষৎ কুপিতা হইয়াছিলেন। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণকে যখন তাঁহারা কুচকুঙ্কুমাক্ত বসনের উপর উপবেশন করাইলেন, তখন তাঁহারাই ত' সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের অনঙ্গোদ্দীপন করাইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণও যদি তাঁহাদের অনঙ্গোদ্দীপন করেন এবং তাহা দেখিয়া যদি কোপের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই কোপ ব্যক্ত করা কি কর্ত্তব্য? তাহাতেই বলিলেন—গোপীগণ স্বীয় ক্রোড়দেশে তদীয় কর ও চরণযুগল স্থাপন ও স্পর্শ করিয়া তাঁহার বিবিধ গুণের প্রশংসা দ্বারা সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। ভাবার্থ এই যে, তাঁহারা সেই সন্তোষ বিধান ব্যাপারে কোপ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আচ্ছা, তাহা হইলে কোপ যে ছিল, তাহা কিরূপে জানা গেল? তাহাতেই বলিতেছেন—সহাস বিলাসপূর্ণ ভ্রূ-সঞ্চালনে অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নের উত্তর

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভ্রূবিলাসেন ব্যক্ততৎকৌটিল্যা ইত্যর্থঃ। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ তৎ কৌটিল্যং প্রশ্নপরিপাট্যা ইতি ভাবঃ। তদেবমবহিত্থা নাম সঞ্চারী ব্যক্তঃ; তদুক্তম্—'অনুভাবপিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে' ইতি। অবহিত্থেতি স্ত্রীলিঙ্গতা চ। তথা—হেতুঃ কশ্চিদ্ভবেৎ কশ্চিদ্গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ' ইতি ভাবত্রয়স্যাস্য বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে॥' ইতি চ। যথা হেতুরত্র মতিকৌটিল্যমেব গোপ্যোঽসূয়াময়োঽমর্ষঃ। গোপয়ন্ত্যনেনেতি গোপনঃ, স চাত্র তাদৃশতয়া তত্তৎস্পর্শ-সংস্তবাভ্যাং প্রত্যায়িতং হর্ষকৌটিল্যং সহাসাদিত্বঞ্চ মতিকৌটিল্যম্, অয়মপি তদেব প্রত্যায়য়তি; এবমত্রাপি যোগমায়ায়াবৈভবমেব দর্শিতং, সর্ব্বাভির্যুগপত্তথা ব্যবহারাৎ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োরিতি দ্বিত্বং প্রত্যেকং জাত্যপেক্ষয়া॥১৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রদান করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে নিজমুখেই স্বীয় দোষ স্বীকার করিতে হইবে, এইপ্রকার মতি-কৌটিল্যব্যঞ্জক ভ্রূবিলাস দ্বারাই তাঁহাদের কৌটিল্য-প্রকাশক প্রশ্নপরিপাটি জানিতে হইবে। এই শ্লোকে অবহিত্থা নামক সঞ্চারী ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। প্রাচীনেরা বলেন, কোন অন্য ভাব দ্বারা স্থায়িভাবকে গোপন করাই যাহার প্রয়োজন, সেই কৃত্রিম ভাবকেই 'অবহিত্থা' বলে। যেমন গোপীগণ সহাস্য লীলাকটাক্ষ দ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া স্বীয় ক্রোড়দেশে তাঁহার হস্ত ও পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক সম্মর্দন দ্বারা সেবা ও প্রশংসা করিয়াও ঈষৎ কুপিতা হইয়া বলিলেন। এগুলি রোষের পরিচায়ক নহে; বরং প্রীতিরই পরিচায়ক। এ সমস্ত আচরণে তাঁহারা তাঁহাদের কোপকে গোপনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা যে কুপিতা হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত পরবর্ত্তী প্রশ্নত্রয় হইতেই জানা যায়। ব্রজসুন্দরীগণের উল্লিখিত আচরণ কপটতাময়। সত্য হইলে তাঁহাদের মুখে রোষগর্ভ প্রশ্ন প্রকাশ পাইত না। 'অবহিত্থা' স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া এই 'অবহিত্থায়' তিনটি ভাবের সমাবেশ হয়। তাহার মধ্যে কোন ভাব হেতু, কোন ভাব গোপ্য ও কোন ভাব গোপন। প্রায় সকল ভাবেরই একরূপে বা বহুরূপে হেতুত্ব, গোপ্যত্ব ও গোপনত্ব সম্ভব হয়। এই তিনটি ভাবের মধ্যে 'গোপ্যভাব' এবং 'হেতুভাব' হইতেছে সত্য; কিন্তু 'গোপনভাব' কৃত্রিম বা কপটতাময়। গোপনদ্বারা যে ভাব ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা করা হয়, সেই ভাব বাস্তবিক চিত্তে উদিত হয় না; সেই ভাবের অনুরূপ আচরণমাত্র করা হয়—প্রকৃত 'গোপ্য' ভাবকে লুকাইবার নিমিত্ত। সুতরাং উহা কৃত্রিম। যাহাকে গোপন করিতে হইবে, তাহাকে 'গোপ্য', যদ্দ্বারা গোপন করা যায়, তাহাকে 'গোপন'; যাহার বশবর্ত্তীতায় স্থায়ী বা প্রকৃত ভাব গোপন হয়, তাহাকে 'হেতু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই শ্লোকে ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অভিব্যক্ত মতি-কৌটিল্যই 'হেতু', অসূয়াময় অমর্ষ গোপ্য' এবং তাদৃশ প্রকারে কর-চরণাদি স্পর্শ, সংমর্দ্দন ও প্রশংসা দ্বারা যে সকল হর্ষকৌটিল্য ও সহাস্যাদি মতিকৌটিল্যভাবের,

সারার্থদর্শিনী

১৫। ততশ্চ রিরংসবে তস্মৈ রতমদিৎসূনাং তাসাং চেষ্টিতমাহ,—সভাজয়িত্বেতি। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা অনঙ্গদীপনং স্বীয়ং কামং দ্যোতয়ন্তং তাসাং বা কামোদ্দীপকং তং সভাজয়িত্বা তদুচিতৈরেব ভাবৈঃ সম্মান্য পূর্ব্বং নঃ সংত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়কোপগোপনার্থম্। অঙ্গকৃতয়োস্তেনৈব তাসামঙ্কে ন্যস্তয়োস্তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য অহো তে করচরণানাং শৈত্যমপূর্ব্বং যৎসংস্পর্শেনৈবাস্মৎসন্তাপো নির্ব্বাপণস্তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরেবাসীতি ব্যাজস্তুত্যা স্তুত্বা ঈষৎকুপিতাস্তদ্দর্শনানন্দস্বভাবত এব বিনষ্টীভূতকোপস্য শেষভাগবত্য ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছে তাহাই 'গোপন'। গোপনভাব মৃগতৃষ্ণার ন্যায় প্রতীতিমাত্র, সুতরাং তাহার গোপনত্ব হইতেছে প্রাতীতিক। কিন্তু অনুভাবেরই (গোপাভাবেরই) বাস্তবত্ব। গোপীগণ যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের কর-চরণ স্পর্শ করিলেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, এস্থলেও যোগমায়ার প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সকলের ব্যবহারই যুগপৎ সত্য। আবার শ্রীকৃষ্ণের কর-চরণও প্রত্যেকের ক্রোড়ে যুগলিত ছিল, বুঝিতে হইবে। অঙ্ঘ্রি ও হস্ত, এই দুইটি শব্দ জাত্যপেক্ষায় প্রযুক্ত হইয়াছে। ১৫

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৫। অতঃপর রমণেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণকে রতিদানে অনিচ্ছুক ব্রজদেবীগণের চেষ্টাভঙ্গী বর্ণিত হইতেছে। যথা, 'সভাজয়িত্বা' ইত্যাদি। হাস্যলীলাময় দৃষ্টিবিলসিত ভ্রূভঙ্গি দ্বারা কামবর্দ্ধক (স্বীয় কামবর্দ্ধক কিংবা গোপীদিগের কামবর্দ্ধক) শ্রীকৃষ্ণকে তদুচিত ভাবে সম্মানিত করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া সম্প্রতি এইরূপ আচরণ করিতেছেন, সেইজন্য প্রণয়স্বভাবে তাঁহাদের এক্ষণে প্রণয়কোপের উদ্রেক হইল; কিন্তু সেই কোপ গোপনার্থ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ ও হস্তকমল স্ব স্ব অঙ্কে ধারণ করিয়া সম্মর্দ্দন দ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় কর চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন, সুতরাং সংস্পর্শসুখে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যেমন— 'অহো'! তোমার এই হস্ত পদ কমলসদৃশ কোমল ও সুখকর, ইহাদের স্পর্শে আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইল। তুমি সত্যই সন্তাপ-দুঃখ-অনভিজ্ঞ সদা সুখী চন্দ্রস্বরূপ, ইত্যাদিরূপ ব্যাজস্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া ঈষৎকুপিতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের দর্শনানন্দে সেই কোপ স্বভাবতঃই বিনষ্ট হইয়াছিল। তাই অবশিষ্ট ঈষৎ কোপের সহিত এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন। ১৫

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।

নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥ ১৬

ভাবার্থদীপিকা

১৬। তত্র ভগবতোঽকৃতজ্ঞতাং তদ্বচনেনৈব আপাদয়িতুকামা গূঢ়াভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি। প্রাণিনঃ। অন্য অনন্তরম্। কেচিৎ তদ্ভজনানুসারেণ ভজন্তি। কেচিদেতদ্বিপর্য্যয়ং যথা ভবতি তথা তদ্ভজনানপেক্ষমভজতোঽপি ভজন্তি। অন্যে তু নোভয়ানিতি ॥১৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৬। অথ সেয়ং পরিপাটী স্বত্যাগ-পরিহারার্থমেব তাভিঃ কৃতেতি বোধয়ন্নাহ—গোপ্য ঊচুরিতি। তত্র চৈতদিতি উভয়ান্ ভজতশ্চাভজতশ্চ ন ভজন্তীত্যন্তং প্রশ্নত্রয়ম্, সাধু যথা স্যাত্তথা ব্রূহীত্যর্থঃ। তে তে কে? কিংবা তেষাং ফলং তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য কথয়েত্যর্থঃ। ভো ইতি সম্বোধনেনাবধাপয়ন্তি। স্বস্মিন্ দোষপর্য্যবসান-শঙ্কয়া তস্য মনোঽনভিনিবেশানুকরণাৎ ॥১৬॥

মূলানুবাদ

১৬। শ্রীগোপীগণ বলিলেন—কেহ কেহ ভজনকারীর ভজনানুরূপ তাহাকে ভজনা করে। আবার কেহ বা ইহার বিপরীত করিয়া থাকে। অন্য কেহ কেহ কি ভজনকারী কি অভজনকারী, এই উভয়ের কাহাকেও ভজনা করে না। হে সখে! ইহা কিরূপ? ইহার তত্ত্ব আমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দাও।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৬। এক্ষণে গোপীগণ শ্রীভগবানের অকৃতজ্ঞতা, তাঁহারই বাক্যে প্রতিপাদন করিবার অভিলাষেই আপনাদিগের মনোগত ভাব সঙ্গোপনপূর্ব্বক যেন লৌকিক বৃত্তান্তের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'ভজত' ইত্যাদি। কেহ ভজনকারীর অনুভজন করে। অর্থাৎ ভজনা করিলে পর সেই ভজনানুসারে ভজনা করে। কেহ ইহার বিপরীত অর্থাৎ ভজনার অপেক্ষা না করিয়া (ভজনা না করিলেও) ভজনা করে। আবার কেহ কেহ উভয়ের কাহাকেও ভজনা করে না অর্থাৎ ভজনা করিলেও ভজনা করে না; না করিলেও করে না। (এসকল কি ব্যাপার, আমাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দাও)।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৬। অনন্তর ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের অকৃতজ্ঞতা, তাঁহারই বাক্যে প্রতিপাদন করিবার অভিলাষে আপনাদিগের প্রকৃত মনোগত ভাব গোপনপূর্ব্বক যেন লৌকিক বৃত্তান্তের ন্যায়

সারার্থদর্শিনী

১৬। অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্তেবং বিচারিতং—অত্য যদয়ং প্রেমিমুকুটমণিরপ্যস্মানেবং দুরবস্থা-মলঙ্ঘয়ত্তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃ। ভোঃ কৃষ্ণ, তবাস্মাসু প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমানা অপি বিচারতো ন ঘটন্তে। তত্র প্রীতিঃ সোপাধির্নিরুপাধি র্বা? নাদ্যা, সোপাধিপ্রীতিমান্ কিল স্বকামসম্পাদকজনানমুরঞ্জয়ত্যেব নতু বিরঞ্জয়তি। ত্বন্ত্বস্মান্ স্ববিরহাগ্নাবধাক্ষীরেব বধার্থম্। নাপি পরা, নিশি ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্ত্যাগাদস্মৎকষ্টদ্রষ্টৃরপি তব ক্রমানুৎপত্তেশ্চ। নাপ্যৌদাসীন্যমস্মৎসুখদুঃখসাধকত্ব-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণ আর যাহাতে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে গোপীগণ পরিপাটী প্রশ্ন করিতেছেন—'কেহ কেহ ভজনকারীর অনুভজন করে' কেহ কেহ ইহার বিপরীতভাবে ভজনা করে; অর্থাৎ অন্যের ভজনের অপেক্ষা না করিয়াই (ভজনা না করিলেও) ভজনা করে; আবার কেহ কেহ উভয়ের কাহাকেও ভজনা করে না; অর্থাৎ ভজনকারী বা অভজনকারী কাহাকেও ভজনা করে না। ভো কৃষ্ণ! আমাদের এই প্রশ্নত্রয়ের উত্তর উত্তমরূপে প্রদান কর। তাহারা কোন্ কোন্ ব্যক্তি? কিংবা তাহাদের কি ফল? তাহা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বল'। 'ভোঃ' এই সম্বোধনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবধাপন করিলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনাতে দোষ-পর্য্যবসানের আশঙ্কায় যেন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্য বিষয়ে মনের অভিনিবেশ আছে, এইরূপ অনুকরণ করিতেছেন বলিয়া গোপীগণ আপনাদের প্রশ্নের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মনোভিনিবেশের জন্য সম্বোধন করিলেন—ভো কৃষ্ণ! ১৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৬। এক্ষণে গোপীগণ মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া বড়ই দুঃখ দিয়াছেন। ইনি প্রেমিকগণের মুকুটমণি হইয়াও আমাদিগকে এতাদৃশী দুরবস্থায় ফেলিয়াছিলেন। এখন ইহাঁকে প্রশ্ন করিব যে, হে কৃষ্ণ! আমাদিগের প্রতি তোমার মনের ভাব কিরূপ? প্রীতি, ঔদাসীন্য কিংবা দ্রোহ—তাহা জানিতে হইবে, এই পক্ষত্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে না। এই মনে করিয়া সাধারণ লৌকিকভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমাদের প্রতি তোমার যে প্রীতি, তাহা সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? সোপাধিক প্রীতি বলিতে পার না। কারণ সোপাধিক প্রীতিমান্ জন নিশ্চয়ই স্বকাম-সম্পাদক জনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে; কিন্তু মনের বিরঞ্জন করে না অর্থাৎ বিরাগ জন্মাইবার সুযোগ দেয় না। তুমি কিন্তু আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছ;

সারার্থদর্শিনী

দর্শনাৎ। নাপি দ্রোহঃ, স কিং শাশ্বতিকঃ প্রাতিকূল্যনিবন্ধনো বা। নাদ্যঃ তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অস্মাসু তৎপ্রাতিকূল্যাভাবাৎ। কিন্ত্বাশ্বস্তপরিচারকজিঘাংসালক্ষণোবিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তস্যৈবোদাহরণীভবতা ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্ফুটং ন বাচ্যং, কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গ্যা তথা কিঞ্চন প্রষ্টব্যং যথায়মেব যথার্থতয়া তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি সহৃদয়ত্বাত্তুল্য-মনোগতবিমর্শাস্তা। ভো মহাপ্রাজ্ঞ, কৃষ্ণ, একামত্মাকমর্থপ্রহেলিকাং ব্যাচক্ষ্বেত্যাহুঃ,—ভজতো জনান্ অনুলক্ষীকৃত্যৈব ভজন্তি। একে জনাঃ সাপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র সাপেক্ষ্যবত্ত্বলাভে সতি নাপি ভজন্তীতি সোপাধিপ্রীতিরায়াতা। এতদ্বিপর্যয়ং যথা স্যাত্তথা ভজন্তি একেঽভজতোঽপি ভজন্তি নিরপেক্ষং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সুতরাং সোপাধিক প্রীতি আমাদের প্রতি নাই। আর আমাদের প্রতি নিরুপাধিক প্রীতিও যে নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে নিশীথসময়ে ঘোর বনমধ্যে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কখনই যাইতে পারিতে না এবং আমাদের কষ্ট দেখিয়াও যখন তোমার দুঃখোদয় হয় নাই, তখন কি প্রকারে বলিব যে, আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক প্রীতি আছে? আর আমাদের প্রতি তোমার ঔদাসীন্যও নাই। কেননা, তোমাতে আমাদের সুখ ও দুঃখের সাধকত্ব দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ তুমি আমাদের সুখ দুঃখ বিধান করিয়া থাক। আর যদি বলি—দ্রোহ আছে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই—সেই দ্রোহ কি শাশ্বতিক বা প্রাতিকূল্য নিবন্ধন? আমাদের প্রতি শাশ্বতিক (নিত্য) দ্রোহ আছে, একথা বলা যায় না। যেহেতু আমাদের প্রতি সর্ব্বদা দ্রোহভাব দেখা যায় না। আর প্রাতিকূল্য-নিবন্ধন যে দ্রোহ আছে, তাহাই বা কিরূপে বলিব? কেননা আমাদের প্রতি তৎপ্রাতিকূল্যের অভাবই দেখা যায়। তবে এই দ্রোহ কিরূপ? বিনা কারণে বিশ্বস্ত পরিচারককে হননেচ্ছা লক্ষণবিশেষ প্রকার দ্রোহ। অর্থাৎ চিরবিশ্বস্ত নিজজনের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ জিঘাংসা—(হননেচ্ছা) রূপ বিলক্ষণ দ্রোহ। তাহারই উদাহরণ তুমি হইয়াছ। এই প্রকার আমরা নিজমুখে স্পষ্টতঃ কিছু বলিব না, কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গী ক্রমে এমন কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যথার্থরূপে তাহার প্রত্যুত্তর অর্থাৎ আমাদের প্রহেলিকা প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্য হইবেন। এস্থলে সহৃদয়তা বশতঃ সমস্ত গোপীরই মনোগত পরামর্শও তুল্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব গোপীগণ সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ওহে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ! আমাদের এক প্রহেলিকার উত্তর প্রদান কর। ইহাই বলিতেছেন—'ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে' ইত্যাদি। কেহ কেহ ভজনকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের অনুরূপ ভজন করিয়া থাকে। ইহা সাপেক্ষ ভজন—সাপেক্ষ বস্তু না পাইলে ভজনা করে না; সুতরাং সোপাধিক প্রীতি হইল।

শ্রীভগবানুবাচ—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ১৭

ভাবার্থদীপিকা

১৭। বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি। হে সখ্যঃ! উপকারপ্রত্যুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি তে অন্যং ন ভজন্তি কিন্তু আত্মানমেব। কুতঃ? হি যস্মাৎ স্বার্থ এবৈকান্ত উদ্যমো যেষাং তে। তত্র চ ন সৌহৃদমতো ন সুখং ন চ ধর্ম্মো দৃষ্টোদ্দেশাদ্ গোমহিষ্যাদিভজনবদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

সারার্থদর্শিনী

ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র স্বাপেক্ষাফলান্তরানুদ্দেশাৎ ভজনত্যাগতো বা ইতি নিরুপাধিপ্রীতিরায়াতা, অন্যে নোভয়ান্ ভজন্তীতি সাপেক্ষমপি নিরপেক্ষমপি নৈব ভজন্তীত্যৌদাসীন্যমায়াতম্। দ্বেষো দ্রোহশ্চাপ্যভজনং ভবেদিতি তাবপ্যায়তাবিত্যত এতদ্বিবরণে এবমেব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদধিকমপি ব্যক্তীকরিষ্যতে ভগবতা। এতন্নো ব্রূগীত্যেতে খলু কে এতদ্ভজনমভজনং বা কিং তত্ত্বহীত্যর্থঃ। এতে চ এতচ্চ এতদিতি "নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চান্যতরস্যা"মিত্যেকশেষৈকত্বে। সাধু যথার্থমেব ব্রূহি বৈয়ধিকরণ্যং মুঞ্চন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬॥

মূলানুবাদ

১৭। শ্রীভগবান বলিলেন,—হে সখীগণ! যাহারা প্রত্যুপকারের আশায় অপরের উপকার করে, তাহারা স্বার্থপর—স্বার্থই তাহাদের পরস্পরের তাদৃশ উপকারের লক্ষ্য। সেই ভজনা তাহারা আপনার প্রতিই করিয়া থাকে, সেই ভজনায় প্রেমও নাই, ধর্ম্মও নাই।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

আবার কেহ কেহ ইহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভজনা না করিলেও ভজনা করে অর্থাৎ প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়া ভজনা করে। এই ভজনক্রিয়া প্রীতিবশতঃ হইয়া থাকে; সুতরাং নিরুপাধিক। আবার কেহ কেহ কি ভজনকারী কি অভজনকারী, কাহারও ভজনা করে না। ইহাদের ভাবই ঔদাসীন্য। ইহার মধ্যে আবার যে ব্যক্তি ভজনাকারীকেও ভজনা করে না, তাহার ভাব দ্রোহ। দ্বেষ এবং দ্রোহ, এই উভয় ভাব অভজনেই হয়। এজন্য উহা গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে এই প্রকারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ এবং অধিকও শ্রীভগবান ব্যক্ত করিবেন। গোপীগণও এই বিভিন্ন প্রকার ভাবের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, এই সব ভাবের মূল কথা কি? অর্থাৎ ইহারা কে? ইহাদের ভজন বা অভজন কি? বৈয়ধিকরণ্য (অসমান অধিকরণত্ব বা ব্যধিকরণ ভাব) পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে সম্যক্‌ভাবে বুঝাইয়া দাও। ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৭। স্বার্থোঽত্র স্বীয়ং দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চ ফলম্। 'ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্' (শ্রীভা ১১।২।৬) ইতি ন্যায়েন যজ্ঞাদিসন্তোষিতাভির্দেবতাদিভিরপি গো-মহিষ্যাদিভির্দুগ্ধাদিকমিব স্বর্গাদিকং দীয়ত ইতি, তস্মিন্নেকান্তস্তন্মাত্রনিষ্ঠ উদ্যমো যেষাং তে। 'ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ' ইতি প্রসিদ্ধমপি তদুভয়ং বক্ষ্যমাণরীত্যা সাপবাদমেব মন্যামহে ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্য স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থত্বেঽপ্যর্থকামাভ্যাং পরিবর্ত্তনায় বিনিয়োগাপাতাৎ সৌহৃদস্য চ কৈতবময়ত্বাদিতি ভাবঃ। হি নিশ্চয়ে। অন্যথা উক্তাদন্যপ্রকারেণ তন্মিথো ভজনং ন স্যাৎ। যদ্বা, তত্র মিথ্যাত্বং নাস্তীত্যর্থঃ; তত্র হেতুঃ—সখ্য ইতি, সখ্যেনৈব কথনাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্রাত্মনোঽপি তাসু তাদৃশভজনশঙ্কাং সহজসখ্যোল্লেখেন পরিহরন্ সম্বোধয়তি—হে সখ্য ইতি। অন্যত্তৈঃ। অত্রাতো ন সুখমিত্যর্থবলাদ্ব্যাখ্যাতং যদ্যপি তত্রাপি দৃষ্টসুখং ঘটেত, তথাপি সৌহৃদরাহিত্যেনোত্তমানাং সুখবৃদ্ধির্ন জায়ত ইতি ভাবঃ। কিন্তু পাঠোঽয়ং কল্পিত ইব লক্ষ্যতে, উত্তরত্রৈতৎপ্রতিযোগিবাক্যেঽপি নাপেক্ষিতব্য ইতি। স্বার্থার্থমিতি পাঠেঽপি চিৎসুখাদীনাং বহূনাং সম্মতঃ। তত্র তদ্ভজনমন্যথা প্রতীয়মানমপি স্বপ্রয়োজনার্থমেবেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥১৭॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৭। শ্রীভগবান ব্রজদেবীগণের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছেন—'মিথ' ইত্যাদি। হে সখীগণ! যাহারা কেবলমাত্র উপকার ও প্রত্যুপকারের আশায় পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে, এবম্বিধ ভজনের সৌহার্দ্দও নাই, ধর্ম্মও নাই; সুতরাং সুখও নাই। কেন?—কেবল নিজস্বার্থের নিমিত্তই ঐ উদ্যম হইয়া থাকে। লোকে যেমন দৃষ্ট সুখের জন্য—দুগ্ধাদি লাভের নিমিত্ত গো-মহিষাদি পালন করে, এই ভজন তদ্রূপ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৭। এস্থলে স্বার্থ দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যাহার ফল প্রত্যক্ষ, তাহা দৃষ্ট। আর যাহার ফল প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অদৃষ্ট। যথা, 'যাহারা যেরূপে দেবতাগণকে ভজনা করিয়া থাকে, দেবতাগণও তাহাদিগকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকেন।' এই ন্যায় অনুসারে যজ্ঞাদি দ্বারা সম্যক্ প্রীত হইলে দেবতাগণ ভজনকারীকে স্বর্গাদি দান করিয়া থাকেন। যেরূপ গো-মহিষাদি পালন করিলে, তাহারা যেরূপ পালনকারীকে দুগ্ধাদি দান করে। তাহাতে স্বার্থ মাত্রেরই উদ্যম প্রকাশ পায়। অতএব এতাদৃশ ভজনের সৌহার্দ্দও নাই, ধর্ম্মও নাই। যদিও কিছু থাকে, তাহাকেও আমি নিন্দনীয় মনে করি। কারণ ধর্ম্ম যখন অন্য কিছুর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকে, তখন সেই ধর্ম্ম পুরুষার্থ বটে; কিন্তু উক্ত রূপ ভজনার মধ্যে যদি কথঞ্চিৎ ধর্ম্ম থাকে, তাহা কেবল অর্থ কামের সহিত বিনিময় করিবার জন্য; সুতরাং ঐরূপ ধর্ম্ম নিন্দনীয়। সেইরূপ যদি কিছু

সারার্থদর্শিনী

১৭। বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ—মিথ ইতি। উপকারপ্রত্যুপকারাপেক্ষয়া যে মিথো ভজন্তি তে স্বার্থে দৃষ্টাদৃষ্ট স্বীয়ফলার্থ এব একান্ত উদ্যমো যেষাং তে হি নিশ্চিতং স্বাত্মানমেব ভজন্তি নান্যং তন্মিথোভজনং নান্যথা অন্যথা ন স্যাৎ। অতস্তে স্বার্থপরাঃ সোপাধিপ্রীতিমন্তঃ কামিন এবেত্যর্থঃ। তত্র তেষু সৌহৃদং প্রেম নাস্তি। ধর্ম্ম ইত্যুত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা নিরূপবাদো ধর্ম্মশ্চ ন। "স্বাত্মার্থ" মিতি পাঠে তদিত্যস্য বিশেষণমেতৎ ॥১৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সৌহার্দ্দ থাকে, তাহাও কপটতাময়, সুতরাং নিন্দনীয়। অতএব যাহা বলিলাম, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। অর্থাৎ এই পরস্পর ভজনা যেরূপ বলিলাম, ইহা অন্যপ্রকার হইতে পারে না—ইহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম বা অকপট সৌহার্দ্দ নাই—ইহার মধ্যে স্বার্থ থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং যাহা কিছু বলিলাম তাহা সম্পূর্ণ সত্য। যদি বল, তুমিও ত' আমাদিগকে এইরূপ স্বার্থপূর্ণভাবেই ভজনা করিয়া থাক। এই আশঙ্কায় স্বীয় সহজসখ্যের উল্লেখ করিয়া ঐ দোষের পরিহার নিমিত্ত সম্বোধন করিলেন—হে সখীগণ!। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি 'সুতরাং সুখও নাই' এই যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাৎপর্য্য বশতঃ। ভাবার্থ এই যে, যদিও তাহাতে দৃষ্টসুখ আছে, তথাপি সৌহার্দ্দ নাই বলিয়া সেই সুখে উত্তমপ্রকৃতি জনের সুখবুদ্ধি হয় না। কিন্তু শ্রীস্বামিপাদের টীকার মধ্যে 'সুতরাং সুখও নাই' এই অংশ কল্পিত বলিয়াই বোধ হয়। কেননা, পরেও তৎপ্রতিযোগী বাক্যের অপেক্ষা দেখা যায় না। মূলে 'স্বাত্মানং' পাঠ আছে, ইহার পরিবর্ত্তে 'স্বাত্মার্থং' এই পাঠ চিৎসুখাদির অভিপ্রেত। তাহা হইলে এই পাঠে অর্থ হইবে, তাদৃশ ভজন অন্যের নিমিত্ত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুত নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বা স্বার্থের জন্য ॥১৭॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৭। গোপীগণের অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীভগবান উত্তর দিতে উদ্যত হইয়া প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—মিথ ইতি। যাহারা উপকার-প্রত্যুপকার স্বরূপে পরস্পরের ভজনা করে, স্বার্থই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। এস্থলে স্বার্থ দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট; সুতরাং যাহারা দৃষ্টফল বা অদৃষ্টফল মাত্রে সচেষ্ট হইয়া পরস্পর ভজনা করে, তাহারা স্বীয় আত্মাকেই ভজনা করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের আচরণ স্বার্থমূলক। এই ভজনে সৌহৃদ্য নাই; সুতরাং প্রেমও নাই, ধর্ম্মও নাই। ইহারা স্বার্থপর সোপাধিক প্রীতিশালী ও কামী। কোন কোন পুঁথিতে 'স্বাত্মার্থ' পাঠও দেখা যায়। এই পাঠে অর্থ হইবে—সেই ভজন স্বার্থের নিমিত্ত হইয়া থাকে।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরূপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৮

ভাবার্থদীপিকা

১৮। যে তু অভজতো ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ স্নিগ্ধাশ্চ। তত্র তু যথাক্রম ধর্ম্মকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি ॥১৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৮। বৈ প্রসিদ্ধৌ, যথেত্যুভয়েষামুদাহরণার্থং পিতরৌ চ ইতি চকারোঽধ্যাহার্য্যঃ নিরূপবাদো বিপ্রতিপত্তিরহিত ইত্যর্থং। সৌহৃদঞ্চ নিরূপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি সর্ব্বসল্লক্ষণোপলক্ষণত্বেন তাদৃশ-গুণত্বং যুষ্মাসু ভাতোবেতি ভবতা এব তত্র সাক্ষিণ্য ইতি ভাবঃ। ইদঞ্চ তাসামাত্মভজনার্থং চাতুর্য্যম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পূর্ব্বং সোপাধিভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি সৌহৃদ-ধর্ম্ময়োঃ সাপবাদত্বমুক্ত্বা সম্প্রতি নিরুপাধি-ভজতামুদ্দিষ্টয়োরপি তয়োর্নিরূপবাদত্বমাহ—তত্রাপ্যুদাহরণীকৃতানাং করুণানাং পিত্রোরপ্যবিশেষমাহ—ভজন্ত্য-ভজত ইতি। করুণেষু সৌহৃদস্যাপি স্পষ্টত্বাৎ পিত্রোঃ পুত্রাদিপালনস্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম-সহায়ত্বাদ্ধর্ম্মস্যাপি সামান্যতঃ প্রাপ্তেঃ ॥১৮॥

মূলানুবাদ

১৮। হে সুন্দরীগণ! যাহারা অভজনকারীকেও ভজনা করে, তাহারা পিতা-মাতার ন্যায় দয়ালু ও স্নেহময়। এই অনিন্দিত নির্বাধ ভজনে ধর্ম্ম ও সৌহৃদ্য থাকে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৮। যাহারা অভজনকারীকেও ভজনা করে, তাহারা দ্বিবিধ—করুণ ও স্নিগ্ধ। তাহাতে যথাক্রমে ধর্ম্ম ও কাম হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—'ভজন্ত্য-ভজতো' ইত্যাদি।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৮। ভজন না করিলেও ভজনা করে, তাহারা দুই প্রকার। এই উভয় প্রকার উদাহরণার্থ প্রথমে পিতা-মাতার কথা বলিতেছেন—পিতা-মাতা যেমন অভজনকারী পুত্রাদির ভজনা করিয়া থাকে; সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি অভজনকারীকেও ভজনা করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় কারুণিক এবং এইরূপ ভজনই নিরূপবাদ বা বিপ্রতিপত্তিরহিত বলিয়া ধর্ম্ম ও সৌহৃদত্ব দেখা যায়। হে সুমধ্যমাগণ! অর্থাৎ তোমরা সমস্ত সল্লক্ষণে উপলক্ষিতা, সুতরাং তাদৃশ গুণত্ব তোমাদের মধ্যেই প্রকাশ পায়। ভাবার্থ এই—তোমরাই উক্ত লক্ষণবিশিষ্টা। আর আমি যাহা বলিলাম, তদ্বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। এই প্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই—ব্রজদেবীগণ উক্ত প্রকারে আমার ভজনা করুন, বস্তুতঃ ইহা বাক্‌চাতুর্য্যমাত্র। অথবা পূর্ব্বশ্লোকে

সারার্থদর্শিনী

১৮ দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,– অভজতো যে ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। তে নিঃসম্বন্ধ-সসম্বন্ধ-ভেদাদ্দ্বিবিধাঃ। করুণা যথা পিতরৌ যথেতি। তত্র করুণাঃ শুদ্ধভক্তাস্তেষ্বেব প্রহ্লাদাদিষু নিরুপাধিককরুণস্যোদয়দর্শনাদিতি। দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যাৎ উভয়েঽপি প্রত্যুপকারানপেক্ষিণস্তদ্দুঃখসুখাভ্যাং দুঃখসুখবন্তো ভজনং প্রাণান্তেঽপি ন ত্যজন্তি পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠাঃ। উত্তরে অবরাঃ। অত্র এষূভয়েষ্বেব ধর্ম্মো নিরপবাদঃ ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যাদনশ্বরঃ সৌহৃদং প্রেম চ নিরপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি। শ্লেষেণ শোভনঃ মধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং তাঃ। বিগীতোদাহরণত্বাদাদ্যন্তৌ প্রশ্নৌ বিগীতাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, শোভনং মধ্যমমুত্তরং যাস্বেব, মধ্যমস্য প্রত্যুত্তরস্যাস্য ভবত্য এবোদাহরণানীত্যর্থঃ ॥১৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সোপাধিক ভজনকারীর বিষয় উদ্দিষ্ট হইলেও সৌহৃদ ও ধর্ম্মের সাপবাদত্ব উল্লেখ-হেতু সম্প্রতি নিরুপাধিক ভজনকারীদিগের উদ্দিষ্ট হইলেও তাহাদের নিরপবাদত্ব বলিতেছেন, তন্মধ্যেও আবার উদাহরণ-কৃত করুণগণের এবং পিতা-মাতার বিশেষ বলিতেছেন—'ভজন্ত্যভজতো' ইতি। যাঁহারা মাতা-পিতার ন্যায় ভজন না করিলেও ভজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা করুণ। তাদৃশ করুণগণের মধ্যে সৌহৃদত্ব স্পষ্টই দেখা যায়। আর পিতা-মাতার পুত্রাদি পালনে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহায়ত্ব হেতু সামান্যতঃ ধর্ম্মপ্রাপ্তি দৃষ্ট হয়। ১৮।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৮। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যাহারা অভজনকারীকে ভজনা করে, তাহারা নিরপেক্ষ ভজনকারী। ইহারা সম্বন্ধশূন্য ও সম্বন্ধযুক্ত ভেদে দ্বিবিধ। যথা—করুণ ও স্নিগ্ধ। করুণ—যথা পিতা-মাতা। তাহার মধ্যেও অধিক করুণ হইতেছেন শুদ্ধভক্তগণ, তাহার মধ্যেও আবার শ্রীপ্রহ্লাদাদি ভগবদ্ভক্তেই নিরুপাধিক করুণার উদয় দেখা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত দুইপ্রকার হইলেও উভয় দৃষ্টান্তেই প্রত্যুপকারের অপেক্ষা নাই; সুতরাং তাহাদের দুঃখে দুঃখী এবং সুখে সুখী হইয়া অভজনকারীদিগকেও ভজনা করেন, এমন কি প্রাণান্ত হইলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। এই উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে পূর্ব্ব দৃষ্টান্তটী শ্রেষ্ঠ এবং পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তটী নিকৃষ্ট হইলেও এই উভয়েই নিরপবাদ (ফলাকাঙ্ক্ষা-রাহিত্য)-হেতু অনশ্বর সৌহৃদ্য বিদ্যমান এবং প্রেমও নিরপবাদ। 'হে সুমধ্যমাগণ!' এই সম্বোধনের শ্লেষে ইহাও জানাইলেন যে—তোমাদের মধ্যম প্রশ্নটী শোভন এবং এই প্রশ্নের উত্তরের শোভন আধার তোমরাই, তোমরাই নিরপেক্ষ ভজনকারীর উদাহরণ। অথবা বিগীত উদাহরণত্ব হেতু আদ্য এবং শেষের প্রশ্নদ্বয় বিগীত হইয়াছে। ১৮

ভজতোঽপি নবৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥ ১৯

ভাবার্থদীপিকা

১৯। তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোঽপীতি। অয়মর্থঃ, তে তু চতুর্বিধাঃ। একে আত্মারামা অপরাগ্-দৃশঃ। কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শিনোঽপি পূর্ণকামত্বেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ। অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ। অন্যে তু গুরুদ্রুহো অতিকঠিনাঃ। 'স পিতা যস্তু পোষক' ইতি ন্যায়াদুপকর্ত্তা গুরুতুল্যস্তস্মৈ দ্রুহ্যন্তীতি তথা তে॥১৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৯। নৈব এব, নৈব ভজন্তি, হি প্রসিদ্ধৌ, এবমকৃতজ্ঞানামজ্ঞত্বেনাভজনমভিপ্রেতং, জ্ঞাত্বাপি যে ন ভজন্তি, তে তু অশেষদোষযুক্তা ইত্যাহ—গুর্ব্বিতি, গুরুপেক্ষকা ইত্যর্থঃ। প্রাণদণ্ডোচিত-বিপ্রাদেরিব তাঁদৃশস্যোপেক্ষা এব দ্রোহ ইতি। অত্র তু পদার্থে তাৎপর্য্যং নাস্তি, কিন্তু গৌণ্যা বৃত্ত্যা কাঠিন্য এবেতি শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকোটিগততা-মননেঽপি দোষান্তরং শঙ্কনীয়মিতি। কৃতোপকারোপেক্ষকা গম্যন্তে; তেন চ তেষামর্থধর্মসৌহৃদ-দয়াপেক্ষারাহিত্যং ব্যজ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্॥১৯॥

মূলানুবাদ

১৯। অভজনকারীদের কথা দূরে থাকুক, ভজনকারীদিগকেও যাহারা ভজনা করে না, তাহারা চতুর্বিধ—(১) আত্মারাম, (২) আপ্তকাম, (৩) অকৃতজ্ঞ, (৪) গুরুদ্রোহী।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৯। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'ভজতোঽপীতি'। তাঁহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত—(১) আত্মারাম, (২) আপ্তকাম, (৩) অকৃতজ্ঞ, (৪) গুরুদ্রোহী। তাহার মধ্যে আত্মারাম—অপরাগ্‌দর্শী—বাহ্যদৃষ্টিশূন্য, আপ্তকাম—বিষয় দর্শন করিয়াও পূর্ণকামত্ব-হেতু ভোগবাসনাবর্জ্জিত। অকৃতজ্ঞ—মূঢ়। গুরুদ্রোহী—অতি কঠিন। 'স পিতা যস্তু পোষকঃ' এই ন্যায়ানুসারে যিনি উপকারী তিনিই গুরুতুল্য, তাহার দ্রোহকারীই গুরুদ্রোহী।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৯। কেহ কেহ ফলার্থী হইয়া ভজিলেও ভজনা করে না, সুতরাং অভজনকারীকে ভজনা করে না, ইহাতে আর অধিক বক্তব্য কি? ইহারা কেহ আত্মারাম, কেহ আপ্তকাম, কেহ অকৃতজ্ঞ, কেহ বা গুরুদ্রোহী, এই চারিপ্রকার। অকৃতজ্ঞ—অজ্ঞত্ব প্রযুক্ত ভজন করে না সুতরাং তাহারা ততদূর দোষী নহে, কিন্তু যাহারা জানিয়াও ভজনা করে না, তাহারা অশেষ দোষে দোষী। ইহাই বলিতেছেন—'গুরু' ইত্যাদি। (গুরুপেক্ষক) যেমন, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণ দণ্ডের যোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিলেই তাহার প্রতি দণ্ড

সারার্থদর্শিনী

১৯। তৃতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—ভজতোঽপীতি। তে যথোত্তরন্যূনশ্চতুর্ব্বিধাঃ। আত্মারামাঃ অবহির্দৃশ একে। অন্যে আপ্তকামাঃ বহির্দৃশিত্বেঽপি স্বত এব পূর্ণকামত্বেন ন পরতো ভোগেচ্ছবঃ। অপরে অকৃতজ্ঞাঃ পরতো ভোগেচ্ছুত্বেঽপি পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন জানন্তি। অন্যে গুরুদ্রুহঃ পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন মন্যন্তাং প্রত্যুত তেভ্যো গুরু অধিকং দ্রুহ্যন্তি তে নির্হেতুক দ্রোহিণঃ। সহেতুকদ্রোহিণস্তল্পদ্রুহঃ কৈমুত্যপ্রাপ্তত্বেন তদন্তর্ভূতা এব। তথা পালকত্বাৎ গুরবশ্চ তে দ্রুহশ্চেতি গুরুদ্রুহো, বিশ্বস্তঘাতিনশ্চেতি ত্রিবিধদ্রোহোঽপ্য-ভজনমেব। ততশ্চ প্রথমপ্রশ্নোত্তরস্যোদাহরণমেকমেব। দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরস্য দ্বে, তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরস্য ষড়িত্যেবং নব ॥১৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রদান করা হয়। তদ্রূপ তাদৃশ উপকারীর প্রতি উপেক্ষাই দ্রোহ। 'গুরুদ্রোহী' এই শব্দটির মধ্যে পদের অর্থ দ্বারা কোন বিশেষ তাৎপর্য না পাইলেও গৌণবৃত্তি দ্বারা এই তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতেছে যে, উপকার করিলে যাহারা সেই কৃত উপকার উপেক্ষা করে। ইহার দ্বারা জানিতে হইবে, যাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, সৌহৃদ ও দয়ার অপেক্ষা নাই। এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবী সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর ভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিলেও তাঁহার প্রীতি লাভ করা যায় না; সুতরাং যাহারা ভজিলেও ভজনা করে না, তাহাদের মধ্যে ইনি একজন হইবেন। এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরমকোটিগত দোষান্তর মননে পরস্পর ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। ১৯

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৯। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—'ভজতোঽপীতি'। কেহ কেহ ভজনকারীকেও ভজনা করে না—অভজনকারীর ত' কথাই নাই। ইহারা চারিপ্রকার এবং ক্রমান্বয়ে ন্যূন। প্রথম—আত্মারাম, বহির্দৃষ্টিশূন্য বলিয়া আপনা আপনি সম্পূর্ণ অর্থাৎ আপনাতেই সম্পূর্ণ সুখী এবং অপর—নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়—আপ্তকাম, ইহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও পূর্ণকামত্ব প্রযুক্ত বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছারহিত। তৃতীয়—অকৃতজ্ঞ, অপরের নিকট হইতে উপকার পাইতে চাহে। কেননা তাহাদের ভোগেচ্ছা আছে; কিন্তু তাহারা অপরের কৃত উপকারাদি স্বীকার করে না। চতুর্থ—গুরুদ্রোহী, ইহারা অপরের কৃত উপকারাদি ত' স্বীকার করেই না; অধিকন্তু উপকারীদিগের প্রতি অত্যন্ত দ্রোহ করিয়া থাকে। তাহারা নির্হেতুক দ্রোহকারী ও সহেতুক দ্রোহকারী ভেদে দুইপ্রকার। তাহার মধ্যে সহেতুক দ্রোহকারীদিগের অল্পদ্রোহী হইলেও কৈমুত্য প্রাপ্তত্ব-হেতু তদন্তর্ভূতই হইয়াছে। তথা পালকত্ব-হেতু গুরুর প্রতি যে দ্রোহ, এই

নাহস্ত সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০

ভাবার্থদীপিকা

২০। অত্র চরমকোটিগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিসঙ্কোচৈঃ পরস্পরং গূঢ়স্মিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বা আহ নাহং ত্বিতি। হে সখ্যঃ! অহং তেষাং মধ্যে ন কোঽপি কিন্তু পরমকারুণিকঃ পরমসুহৃচ্চ। কথম্? অমীষাং ভজতামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন ভজামি। এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ ॥২০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২০। তদেবং তাসাং মতে তদাদিভিঃ সহ বিচিত্রক্রীড়য়া রমমাণস্য তস্যাত্মারামত্বাদিদ্বয়ং ন ঘটত এব, বিরহার্ত্তিপ্রদত্বেন, ন চ পূর্ব্বোক্তে সাপেক্ষনিরপেক্ষভজনে তাদৃশোত্তরাদিচাতুর্য্যেণ বিজ্ঞতাভিব্যক্তের্ন কৃত্বা চাকৃতজ্ঞত্বং, ততো গুরুঘ্নত্বং নির্ব্বিশেষঃ কাঠিন্যমেব পর্যবসিতমিত্যভিপ্রেত্য তৈর্ব্ব্যাখ্যাতম্। তত্র চরমেতি

মূলানুবাদ

২০। হে সখীগণ! আমি কিন্তু ভজনকারী জীবসকলকেও ভজনা করি না। যেরূপ নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধন-চিন্তায় অভিভূত হইয়া অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়। সেইরূপ তাহাদের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তি রক্ষার জন্য আমি এইরূপ করিয়া থাকি।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২০। এই প্রকারে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে চরমকোটির অন্তর্গত দোষী মনে করিয়া পরস্পর চোখ ঠারাঠারি পূর্ব্বক গূঢ়ভাবে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে সখিগণ! আমি কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ নহি, পরন্তু আমি পরম-কারুণিক ও পরম সুহৃদ্। কিরূপে? তাহাতেই বলিলেন—ভজনকারীর ধ্যানের অবিচ্ছেদের অর্থাৎ নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির জন্য ভজনকারীকেও ভজনা করি না। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—যথেতি। যেমন ধনহীন ব্যক্তি লব্ধধনের বিনাশ হইলে ঐ বিনষ্ট ধনের চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্ষুৎপিপাসাদি কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রূপ।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অর্থে গুরুদ্রোহ। বিশ্বস্তঘাতী—অর্থাৎ উপকারকের অত্যন্ত দ্রোহকারী। এই প্রকার ত্রিবিধ গুরুদ্রোহী ভজনা করে না। এই প্রকার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে একটি উদাহরণ এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে দুইটি উদাহরণ ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ছয়টি উদাহরণ, তাহা হইলে সর্ব্ব সমষ্টিতে নয়টি উদাহরণ দেওয়া হইল। ১৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

পূর্ব্বং কৃতজ্ঞতামাত্রমাপাদয়িতুমপৃচ্ছন্নধুনা তু ততোঽপি দোষবৈশিষ্ট্যপর্য্যবসানেন সন্তুষ্টা জাতা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যাতম্—অক্ষিনিকোচৈরিতি। অথবা কাঠিন্যাপাদনার্থ এবায়ং প্রশ্নোদ্যম ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অথাভজনেঽপি মম সর্ব্বেভ্যো ভজনকৃদ্ভ্যঃ উত্তমভজনত্বং, কিমুত ভজন ইত্যাহ—নেতি, তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে। আত্মারামাদিচাতুর্ব্বিধ্যরহিতোঽপ্যহং ভজতোঽপি জনান্ ন ভজামি; নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২০। এইরূপে ব্রজদেবীগণের মতে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের সহিত এবং অন্যের সহিত বিচিত্রভাবে ক্রীড়া করিয়া আনন্দিত হন, তখন তাঁহাতে আত্মারামতা ও আপ্তকামতা কোনটিই সম্ভব হয় না। আর যখন তিনি বিরহার্ত্তি প্রদান করেন, তখন তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত সাপেক্ষ ভজন বা নিরপেক্ষ ভজন, এই দুইটিরও কোনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার তাঁহার যেরূপ উত্তরদানের চাতুর্য্য, তাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যায়. সুতরাং তাঁহাতে অকৃতজ্ঞতা বা মূঢ়তাও থাকিতে পারে না। অতএব যে গুরুদ্রোহিতার সহিত কাঠিন্যের কোন ভেদ নাই, সেই গুরুদ্রোহিতাই পর্য্যবসিত হইতেছে। শ্রীস্বামিপাদ এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'চরমকোটিগত' এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজদেবীগণ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের 'অকৃতজ্ঞতা' মাত্র প্রতিপাদন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রজদেবীগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া তাহা হইতে গুরুতর দোষে দোষী হইয়াছেন। সুতরাং ইহা দেখিয়া ব্রজদেবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর অক্ষিনিকোচ (চক্ষু ঠারাঠারি) সহকারে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রশ্নের উদ্যম করিয়াছিলেন। অতএব হে সখীগণ! ভজন করার কথা কি, ভজন না করিয়াও আমার ভজন, সকল ভজনকারীর ভজন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাই বলিতেছেন—হে সখীগণ! (এই সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এই—) তোমরা যখন আমার সখী, সুতরাং তোমাদের হেতু আমার মুখাপেক্ষা করিতে হয়; তখন আমি আত্মারাম বা অকৃতজ্ঞ, ইহার মধ্যে কোনটিই নহি। 'কিন্তু'—পূর্ব্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অন্য বিষয় বলিবার উপক্রম করিয়া 'কিন্তু' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমি কিন্তু ভজন করি না। অর্থাৎ ভজন করিলেও যাহারা ভজন করে না, তাহারা হয় 'আত্মারাম' না হয় 'আপ্তকাম' না হয় 'অকৃতজ্ঞ' না হয় 'গুরুদ্রোহী'; আমি কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটিই নহি। কারণ আমি ভজন করিলেও ভজন করিনা; অথচ উক্ত চতুর্বিধ শ্রেণীর কোন শ্রেণীরও অন্তর্গত নহি। তাই আমি পরমভক্ত শ্রীনারদকে বলিয়াছিলাম—"হে নারদ"! আমি বৈকুণ্ঠেও বাস করি না, কিংবা যোগীর হৃদয়েও বাস করি না; কিন্তু আমার ভক্তগণ যেস্থানে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' ইত্যাদি-মদ্ভক্তিভিস্তন্নিকটে স্থিতমপি স্বং তেভ্যো ন দর্শয়ামীত্যর্থঃ। নঞঃ সর্ব্বাদৌ প্রয়োগঃ, স্ববাক্যেনৈব স্বস্য যন্ত্রণাপত্ত্যা পরমবৈয়গ্র্যাৎ। হে সখ্য ইতি আত্মারামত্বাদিরাহিত্যমেব সাধিতম্। জন্তূনিত্যবশেষাৎ সর্ব্বত্রৈবেদৃশো মম ব্যবহারো, ন তু ভবতীষ্বেবেতি নাত্মনি মমোদাসীন্যং শঙ্কনীয়মিতি ভাবঃ। কথং ন ভজসি? তত্রাহ—অমীষামিতি অনুবৃত্তীনাং নিরন্তর-ধ্যানানাং বৃত্তির্যস্মাত্তস্মৈ সন্তত-প্রেমপ্রকর্ষায়েত্যর্থঃ। নন্বস্মাকং ত্বয্যনুবৃত্তিবৃত্তিঃ সদা বর্ত্তত এবেতি চেৎ, সত্যং, তথাপি বৈশিষ্ট্যার্থমিতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। বিশেষতো নষ্টে হারিত ইতি বৈয়গ্র্যবিশেষো দর্শিতঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

গান করে, আমি সেই স্থানেই থাকি।" হে সখীগণ! আমি যে এই কথা বলিয়াছিলাম, তাহা ত' তোমরা জান, সুতরাং ইহাও তোমাদের জানা উচিত যে, আমি আমার ভক্ত বা ভজনকারীর নিকট সকল সময়েই থাকি; কিন্তু বিশেষ এই—দর্শন দান করি না। অতএব তোমরা আমাকে ভজনা করিয়াছ, আর আমি তোমাদিগকে ভজনা করি নাই, তাহা নহে। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাদের কাছেই ছিলাম; কিন্তু অদৃশ্য হইয়া ছিলাম, দেখা দিই নাই। মূলে সর্ব্বপ্রথমেই যে 'নাহম্' পদে 'ন' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই, "গোপীগণকে ভজনা করি না" এই কথা বলিতে যাইয়া ভগবানের যে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, সেই যন্ত্রণায় অতিশয় আকুলিত হইয়া, তিনি যেন ব্রজগোপীগণের সহিত আলাপ করিবার রীতি বিস্মৃত হইয়া প্রথমেই 'নাহং' বলিয়া উঠিলেন। হে সখীগণ! ইহার দ্বারা আত্মারামত্বাদি রাহিত্যই সূচিত হইল। আমি যে কেবল তোমাদের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, এরূপ মনে, করিও না; সকলের প্রতিই আমি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু যে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে ভজনা করি, পরন্তু দেখা দিই না। দেখা দিই না বলিয়া যেন ভজনা করি না বলিয়াই বোধ হয়। এজন্য আমি যে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত থাকি, এরূপ আশঙ্কা করিও না। যদি বল, ভজনা কর, অথচ যাহাতে ভজনা না কর বলিয়া বোধ হয়, এমন কার্য্য কর কেন? আর দেখাই বা না দাও কেন? তাহাতেই বলিলেন—ধ্যানের অবিচ্ছেদের অর্থাৎ অনুবৃত্তির নিমিত্ত। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের প্রবৃত্তি হয় যাহা হইতে, এই অর্থে অনুবৃত্তি-বৃত্তি। অর্থাৎ যে বস্তু লাভ করিলে, নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে বা আমাকেই লাভ করিতে চায়, সেই পরমবস্তু দান করিবার জন্য। সেই পরমবস্তু কি?—সন্তত-প্রেমপ্রকর্ষ। বাস্তবিক যদি হৃদয়ে প্রেমের অভ্যুদয় হয়, তাহা হইলে কে আর আমার চিন্তা ছাড়িয়া অন্য চিন্তা করিতে পারিবে? যদি বল, তোমার প্রতি আমাদের অনুবৃত্তি ত' সর্ব্বদাই রহিয়াছে, আমরা সর্ব্বদাই তোমাকে চিন্তা করিয়া থাকি। তোমার প্রতি কি আমাদের প্রেমপ্রকর্ষের অভাব আছে? অভাব নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অতএব তচ্চিন্তয়া নিতরাং ভূতো ব্যাপ্তঃ। তদেবং রূপগুণাদিনা সর্ব্ববশিত্বাৎ সর্ব্বার্থপূর্ণত্বেন প্রেমমাত্র-সাপেক্ষত্বেন চ প্রত্যুপকারানপেক্ষতয়া সাম্যেঽপি করুণপিতৃনপ্যতিক্রম্য স্বস্য হিতৈষিত্বং দর্শিতং স্বাদেয়-স্ববশীকার-সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি স্বপ্রেমদানাৎ। তথা প্রিয়প্রেমরসাস্বাদাধিক্যং চ বোধিতং, সন্তত তদ্বর্দ্ধনলালসাৎ তদর্থং তদ্বিরহদুঃখসহনাচ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥২০॥

সারার্থদর্শিনী

২০। অত্র প্রথমদ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু ত্বং ন বর্ত্তসে। তৃতীয় প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু মধ্যে কতম ইতি চেৎ শৃণুত ভো! মন্মুখেনৈব মৎপরাজয়ং শ্রোতুমিচ্ছথ? মিথঃ স্মিতবিলসিতকটাক্ষ নটনচাতুরীধুরীণাঃ সখ্যঃ, শৃণুত নারায়ণত্বেনাত্মারামাঃ পূর্ণকামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্রত্বাদনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ। গোপবালকত্বেনানধীত-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বৈশিষ্ট্য বা বিচিত্রতা সম্পাদনের জন্য ভজনা করিলেও ভজনা করি না। ইহাই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন—'যথা ইত্যাদি'। যেমন ধনহীন ব্যক্তির দৈবলব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ বিশেষ-রূপে নষ্ট বা হারাইয়া গেলে পুনরায় পাওয়া যায় না। ইহার দ্বারা উক্ত ধনহীন ব্যক্তির ব্যাকুলতা বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ব্যাকুলতাবশে ধনহীন ব্যক্তির হৃদয় ঐ বিনষ্ট ধনের চিন্তায় পরিপূর্ণ বা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে করুণাশালিগণ বা পিতামাতা, ইহাঁরা যেরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন না, সেইরূপ ভগবান প্রত্যুপকারের আশা করেন না। কারণ ভগবান নিজের রূপ-গুণাদি দ্বারা সকলকে বশীভূত করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ, একমাত্র প্রেম ভিন্ন তাঁহার আর কিছুর অপেক্ষা নাই; কিন্তু এই এক বিষয়ে সাম্য থাকিলেও ভগবানের সেই হিতৈষিতা পিতামাতা ও করুণাশালিগণকেও অতিক্রম করিয়াছে। কেননা যে প্রেমে ভগবান বশীভূত হন, সুতরাং প্রেম তাঁহার অদেয়, সেই সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণি নিজপ্রেম তিনি দান করিয়া থাকেন। এতদ্বারা ইহাও জানান হইল যে, প্রিয়জনের প্রেমরসে ভগবানের এক অপূর্ব্ব আস্বাদ অনুভূত হয়। যেহেতু কি প্রকারে সেই প্রেমতরঙ্গিণী বিপুলা হইয়া অবিরত প্রবাহিত হইবে, এইরূপ বর্দ্ধনলালসায় তিনি সতত লালায়িত, এমন কি প্রিয়জনের বিরহদুঃখও সহ্য করিয়া থাকেন। ২০

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২০। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদাহরণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ নিজে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদাহরণের মধ্যে কোন্ লক্ষণে পরিলক্ষিত হইয়াছ? গোপীদিগের এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অয়ি সখীগণ! তোমরা আমার মুখেই আমার পরাজয় শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তোমরা স্মিতবিলসিত কটাক্ষচাতুরী

সারার্থদর্শিনী

নীতিশাস্ত্রত্বাদকৃতজ্ঞো ভবন্নপি নারায়ণত্বেনৈব সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কৃতজ্ঞশ্চ, সবিলাসাদিভির্মুহুঃ প্রণীতানামপি যুষ্মাকং সকৃন্মাত্রত্যাগেন দ্রোহাদ্গুরুঘ্নগপি ভবন্ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান্ন গুরুঘ্নক্ চ। তর্হি নিশ্চয়েন কো ভবতি ভবানিতি চেত্তত্রাহ,—নাহন্ত্বিতি। তুভিন্নোপক্রমে। জন্তূন্ জীবমাত্রাণি ভজতোঽপ্যহং ন ভজামি তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদস্তত্রাহ,—অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তির্মদ্ভজনং তস্যা বৃত্তয়ে জীবিকায়ৈ। হে অবলাঃ মদভিপ্রায়ং জ্ঞাতুমসমর্থাঃ। হন্ত হন্ত যমেবোত্তমং করোমি স এব বিফলীভবতি তস্মান্ময্যপরাধিন্যনুগ্রহলেশোঽপি কৃষ্ণস্য নাস্তি ধিঙ্মামিতি প্রতিক্ষণং নির্ব্বেদদৈন্যাদিবৃদ্ধ্যা কামক্রোধাদ্যনুপগমৈর্ভক্তিঃ প্রদীপ্তীভবত্যজাতপ্রেম্নাং, জাত-প্রেম্নান্তু অনুবৃত্তির্মদাসক্তিস্তস্যা জীবিকার্থং ন ভজামি দর্শনং দত্ত্বাপ্যন্তর্দধামি তত এবানুবৃত্তিরাসক্তিঃ প্রবৃদ্ধীভবতি

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

বিষয়ে অগ্রণী। অতএব হে সখীগণ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি নারায়ণরূপে আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও নন্দনন্দনরূপে আত্মারামতা ও পূর্ণকামতা ভুলিয়া তোমাদের মনোরথ পূরণেই ব্যস্ত থাকি। আমি ব্রজের গো-পালক, নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ণে আমার অভিনিবেশ নাই; তথাপি সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণে অজ্ঞতামূলক অকৃতজ্ঞতা সম্ভব নয় – কৃতজ্ঞই। আবার বিলাসাদির সহিত মুহুঃ প্রণীতা তোমাদিগকে একবারমাত্র পরিত্যাগে আমার পক্ষে গুরুদ্রোহীরূপ দোষ প্রতীতি হইতেছে বটে; কিন্তু পুনর্বার পরক্ষণেই তোমাদিগকে স্ব-দর্শনানন্দ দান করিয়াছি; সুতরাং গুরুদ্রোহী নহি। 'তাহা হইলে নিশ্চয় করিয়া বল—তুমি কে?'—গোপীগণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'নাহন্তু' ইত্যাদি। এস্থলে 'তু' শব্দ ভিন্নোপক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমি ভজনকারী জীবমাত্রকে ভজনা করি না। যদি বল, তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে তোমার বিশেষ কি ভেদ হইল? উত্তরে বলিতেছেন—'অমীষাং ভজতামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।' আমার ভজনকারী জনের ধ্যানের অবিচ্ছেদের নিমিত্ত অর্থাৎ তাহাদের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তি রক্ষার জন্য আমি এইরূপ করিয়া থাকি। হে অবলাগণ! (আমার অভিপ্রায় জানিতে অসমর্থাগণ) আমার স্বভাব বা রীতি কি তাহাই বলিতেছি। ইহাতে অজ্ঞাতপ্রেম ভজনকারীর আমার প্রতি নিরন্তর ধ্যান রক্ষিত হয়। যেমন—"হায়! হায়! আমি যে উদ্যম অবলম্বন করি, তাহাই বিফল হয়। আমি অপরাধী, আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ-লেশও নাই, সুতরাং আমাকে ধিক্?' এইপ্রকার প্রতিক্ষণ নির্ব্বেদ-দৈন্যাদি বৃদ্ধির দ্বারা কামক্রোধাদির অনুদ্গম-হেতু আমার প্রতি ভক্তি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আর জাতপ্রেম ভক্তগণের পক্ষে—অনুবৃত্তি অর্থাৎ আমার আসক্তিরূপ জীবিকার জন্য আমি ভজনা করি না--দর্শন দান করিয়াও অন্তর্হিত হই, তাহাতে অনুবৃত্তি (আসক্তি) বর্দ্ধিত হয়। জাতপ্রেম ভক্তদের পক্ষে দৃষ্টান্ত— ধনহীন ব্যক্তি দৈবলব্ধ ধন নষ্ট হইলে সেই ধনের চিন্তায় যেরূপ মগ্ন থাকে, ক্ষুৎপিপাসাদি

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥ ২১

ভাবার্থদীপিকা

২১। এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং মদর্থে উজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ স্বা জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুষ্মাকং পরোক্ষমদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতমন্তর্দ্ধানেন স্থিতম্। তৎ তস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ! মা মাম্ অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থ॥২১॥

সারার্থদর্শিনী

তত্র জাতপ্রেমস্বেব দৃষ্টান্তঃ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ। অতো মাং ভজতাং মদনুবৃত্তিরেব বাঞ্ছিতা, তস্যা আধিক্যেন সম্পাদনাদহন্তান্ প্রকটমভজন্নপ্যপ্রকটমধিকমেব ভজামীত্যহমপি বস্তুতঃ করুণ এব। দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোদাহরণীভূতো যথা ভবত্য ইত্যতো মম স্বদর্শনদানাদানে এব ভজনাভজনে ন ব্যাখ্যেয়ে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ"মিতি বস্তু প্রতিজ্ঞায়া অন্যথাভাবানর্হাদিতি ভাবঃ॥২০॥

মূলানুবাদ

২১। হে অবলাগণ! এইরূপ তোমরাও আমার নিমিত্ত লোকধর্ম, বেদধর্ম ও জ্ঞাতিবর্গকে ত্যাগ করিয়াছ। সেইজন্য আমিও তোমাদের নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তি রক্ষার নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমি অলক্ষিতভাবে তোমাদেরই ভজন করিতেছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! প্রিয়ের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করা তোমাদের উচিত হয় না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অন্য কিছুই তাহার মনে থাকে না, সেইরূপ আমার ভজনকারী জনের আমার প্রতি অনুবৃত্তি সাতত্য হয় বলিয়া তাহার আধিক্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমি তাহার প্রকাশ্যভাবে ভজন না করিলেও নিগূঢ়ভাবে অধিকরূপে ভজন করিয়া থাকি। যেহেতু বাস্তবিকপক্ষে আমিও করুণাশীল। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উদাহরণ তোমরা। অতএব আমার দর্শন দানই ভজন এবং দর্শন না দেওয়া অভজন, এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যাহারা আমাকে যে ভাব লইয়া ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ফল দিয়াই ভজন করিয়া থাকি।' এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হওয়া অসম্ভব। ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২১। অতৈব চ ভবতীনাং নিকট এব স্থিতবানস্মীত্যাহ—এবং দুরন্তোঽভিযযুঃ, কাশ্চিদিত্যাদিপ্রকারেণ মদর্থেত্যাদি। হে অবলা ইতি তত্তৎপরিত্যাগে দুষ্করত্বং সূচয়তি। মাসূয়িতুমিত্যত্র হেতুবিশেষমপ্যাহ—প্রিয়ং প্রিয়া ইতি। হি নির্দ্ধারণে। যদ্বা, এবং যথাধন ইত্যাদিপ্রকারেণ বো যুষ্মাকং ময্যনুবৃত্তিবৃত্তয়ে এব ময়া তিরোহিতম্। 'পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ' (শ্রীভা ১০।৩০।২৫) ইত্যাদি-ভবদ্বাক্যানুসারেণাগ্রতঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্বৈব ভবদ্দৃষ্টিমাত্রাগোচরীবভূব ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বতা? পরোক্ষং ভজতা প্রেমালাপাদিকমনুমোদমানেন। তথানুগ্রহে হেতুঃ—মদর্থেতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, মাদ্বয়ং নিষেধে, তথাপি প্রিয়ং মল্লক্ষণং মাসূয়িতুং মার্হথ, অপি তু ময়া দত্তদুঃখা যূয়মহমিবৈবেত্যর্থঃ। কুতঃ, প্রিয়ং প্রিয়াঃ। প্রিয়স্য প্রিয়াসু তথা কর্ত্তুমযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতচ্চানুনয়চাতুর্য্যম্ ॥২১॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২১। এইরূপে তোমরা আমার নিমিত্ত লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম এবং আত্মীয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, কোন্‌টী যুক্ত, আর কোন্‌টী অযুক্ত, তোমরা ইহার প্রতীক্ষা কর নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষা না করিয়া বেদধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ এবং স্নেহত্যাগে আত্মীয়-জ্ঞাতি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছ; তাই তোমাদের (আমার প্রতি অনুবৃত্তির) নিমিত্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম। তাহাতেও আমি অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তোমাদের ভজনা করিতেছিলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিলাম। অতএব হে অবলাগণ! হে প্রিয়াগণ! আমার প্রতি তোমাদের দোষারোপ পূর্ব্বক অসূয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২১। আজও আমি তোমাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলাম, ইহাই বলিতেছেন—(পূর্ব্বোক্ত 'কোন গোপী দোহন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন' ইত্যাদি রূপে) হে অবলাগণ! তোমরা এইরূপে আমার নিমিত্ত বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও আত্মীয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। তত্তৎ পরিত্যাগ দুষ্কর, উহা সূচিত করিবার নিমিত্ত 'অবলা' এই সম্বোধন করিলেন। 'তোমরা আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না' ইহার হেতুবিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছেন—'প্রিয়ং প্রিয়া' ইতি। অর্থাৎ আমি প্রিয়, তোমরা প্রিয়া। হি—নির্দ্ধারণে। অথবা যেরূপ কোন নির্ধন তাহার লব্ধধন হারাইয়া সেই ধনের চিন্তায় অন্য সমস্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ তোমাদেরও আমার প্রতি অনুবৃত্তি বা সন্ততপ্রেমপ্রকর্ষের জন্যই আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। তোমরাই বলিয়াছিলে—"দেখ দেখ এই নন্দনন্দনের চরণচিহ্ন।" সুতরাং আমি যে তোমাদের পার্শ্বেই ছিলাম, এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। অর্থাৎ তোমরা আমার চরণচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে, তবে তোমাদের

সারার্থদর্শিনী

২১। নন্থ, জন্তূন্ স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্নো জাতপ্রেম্নশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্ত্বস্মাস্বপি তথৈব ত্ত্বদ্ব্যবহরণাদ্বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ্ধপ্রিয়পদপয়োজপাংশুপরমাণবঃ সখ্যো যুষ্মাসু যদন্যসাধারণ্যেনাত্ম ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ,—এবং। যদ্বা, যথা তথৈবৈবমিত্যমরোক্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মদর্থে উজ্ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তা প্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ। স্বান্যাত্মাত্মীয়ধনজ্ঞাতযশ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি বস্তুবদনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণানন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তিবুদ্ধ্যা পরোক্ষমদর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃন্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো বা ভক্তা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দৃষ্টিমাত্রের অগোচরে ছিলাম। যদি বল, দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া কি করিতেছিলে? তাহাতেই বলিতেছেন—তখন আমি তোমাদিগকেই ভজনা করিতেছিলাম অর্থাৎ তোমাদের প্রেমালাপাদি অনুমোদন করিতেছিলাম। যদি বল, এত অনুগ্রহের কারণ কি? তাহাতেই বলিলেন—আমার জন্য তোমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, ইত্যাদি। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা মূলে যে দুইটি 'মা' শব্দ আছে, তাহা নিষেধার্থক। তাহার অর্থ এইরূপ—তোমরা যে আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিতে না পার তাহা নহে। কেননা আমি তোমাদিগকে যেরূপ দুঃখ দিয়াছি, তাহাতে তাহা করিতে পার। কিরূপে? তাহাতেই বলিলেন—হে প্রেয়সীগণ! আমি তোমাদের প্রিয়, সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ করা উচিত নহে। ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের অনুনয়-চাতুর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। ২১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২১। যদি বল, জাতপ্রেম এবং অজাতপ্রেম যে কোন ভক্ত-প্রাণীকেই যদি তুমি এইরূপে অন্তর্হিত হইয়া ধ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত ভজনা কর, তাহা হইলে তোমার কোন দোষ হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া যদি আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর, তবে আমরাও সেই জন্তুগণের মধ্যে পরিগণিত হইলাম।'—গোপীগণের এইপ্রকার অনুতাপ বাক্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—অয়ি! আমার কোটিপ্রাণপ্রিয় পদপঙ্কজের ধূলিপরমাণুস্বরূপা সখীগণ! তোমাদের প্রতি আমি যে অন্য সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে আমার দৌরাত্ম্য প্রকাশ পাইয়াছে; তোমরা তাহা ক্ষমা কর,"। ইহাই বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। তোমরা যুক্তাযুক্ত বিবেচনা না করিয়া কুলশীল ত্যাগ করিয়াছ, ধর্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া বেদধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ এবং স্নেহত্যাগে আত্মীয় ধন জন প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। আর আমি কি না উক্ত লক্ষণ যুক্ত অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় যাহাতে পরোক্ষ

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

সারার্থদর্শিনী

এবং সম্ভবেয়ুর্ হেতাবতা অপ্যনুবৃত্তেরপরাবৃদ্ধিরস্তি, নহি পরমাণুপরমমহতোর্হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্যেতে। তস্মাদন্য প্রেমিভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিকপ্রতাপমহোৎকর্ষজিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মান্মা মাং প্রতি অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং নার্হথ। তত্র প্রিয়মিতি প্রিয়া ইতি চ হেতুঃ। প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীত্যর্থঃ ॥২১॥

মূলানুবাদ

২২। হে গোপীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে নিরবদ্য প্রেমময় সংযোগ, যাহার জন্য তোমরা দুষ্কর গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া ও লোকধর্ম্মাদি অতিক্রম করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ,—তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেব-পরিমিত আয়ুষ্কাল লাভ করিলেও বিন্দুমাত্র শোধ দিতে পারিব না। অতএব তোমাদের সুশীলতা দ্বারাই আমার ঋণদায় মোচন হউক, কিন্তু আমা-কৃত প্রত্যুপকারে ঐ ঋণ শোধ হইবে না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

দর্শন হয়—সেইরূপে তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির এবং প্রেমালাপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। যদি অন্তর্হিত হইয়া থাকি, তাহা অতীব অনুচিত হইয়াছে। তোমাদের মত ভক্ত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনদের মধ্যে কেহ নাই এবং ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। অতএব তোমাদের মত ভক্তের এইপ্রকার অনুবৃত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে হয় না। কারণ পরমাণু এবং পরম মহান্ পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির কোন আশা করা যায় না। অতএব অন্য প্রেমিক ভক্তকে তোমাদের প্রেমের বিরহকালীন প্রতাপের মহান্ উৎকর্ষ জানাইবার নিমিত্ত আমার এই অসমীক্ষ্যকারিতা (অপরিণামদর্শিতা) ক্ষমা কর। যেহেতু তোমরা আমার প্রতি অসূয়াপ্রকাশপূর্বক দোষারোপ করিতেছ। হে প্রিয়াগণ! অতএব আমার প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয়। কারণ আমি তোমাদের প্রিয় এবং তোমরাও আমার প্রিয়া। প্রিয়ের দোষ প্রিয়া কখনও মনে করে না—ইহাই রীতি। ২১

ভাবার্থদীপিকা

২২। আস্তামিদং পরমার্থস্তু শৃণুতেত্যাহ নেতি। নিরবদ্যা সংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বো বিবুধানামায়ুষাপি চিরকালেনাপি স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং ন পারয়ে ন শক্নোমি। কথম্ভূতানাম্ যা ভবত্যো দুর্জ্জরা অজরা যা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংবৃশ্চ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা মাম্ অভজংস্তাসাম্। মচ্চিত্তস্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈকনিষ্ঠম্। তস্মাদ্বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২২। ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী। যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যং স্বীয়প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে, কর্ত্তুং ন শক্নোমি। যদ্বা বো যুষ্মাকং যৎ স্বীয়মসাধারণং সাধুকৃত্যং, তদহং ন পারয়ে, তৎসদৃশপ্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। স্বসাধুকৃত্যত্বমেব দর্শয়তি—নিরবদ্যা কামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেঽপি বস্তুতো নির্ম্মলপ্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সম্যঙ্মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদিস্পর্শাভাবেন চ নির্দ্দোষা সংযুক্ সঙ্গমো যাসাম্। কিঞ্চ, যা ইতি দুর্জ্জরাঃ কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিকপারলৌকিক-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২২। এ কথা থাকুক, এখন পরমার্থ (প্রকৃত) কথা শ্রবণ কর, ইহাই বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদিতে। আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য ; সুতরাং দেব পরিমিত আয়ু-দ্বারাও আমি স্বীয় সাধুকৃত্য (প্রত্যুপকার) সম্পাদনে সমর্থ হইব না। কি প্রকার সাধুকৃত্য ? তোমরা যেমন দুর্ব্বার গৃহশৃঙ্খল সম্যক্ ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, সেরূপ আমি কখনও তোমা-দিগকে ভজনা করিতে পারিব না। কারণ আমার চিত্ত বহু ভক্তে প্রেমযুক্ত—তোমাদের মত একনিষ্ঠ নহে ; সুতরাং তোমাদেরই সাধুকৃত্য দ্বারা তোমাদের সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক। আমি তোমাদের সৌশীল্য দ্বারাই অঋণী হইলাম ; কিন্তু মৎকৃত প্রত্যুপকার দ্বারা নহে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২২ তোমাদের যে স্বীয় সাধুকৃত্য, তাহার সমুচিত প্রতিদান বা প্রত্যুপকার সম্পাদনে আমি অসমর্থ। অথবা তোমাদের যে স্বীয় সাধুকৃত্য, তাহা সম্পাদনে আমি অসমর্থ অর্থাৎ তৎসদৃশ প্রত্যুপকার সাধনে সমর্থ হইব না। সেই অসাধারণ সাধুকৃত্য কি ? তাহাতেই বলিলেন—নিরবদ্য, অর্থাৎ আমার সহিত তোমাদের এই সংযোগ কামময়রূপে প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু আমার বিষয়ে নির্ম্মল প্রেমবিশেষময় বলিয়া নির্দ্দোষ। যেহেতু তোমরা মদ্‌বিষয়ক চিত্তৈকা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সুখকরলোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ সংবৃশ্চ্য যা মামভজন্, পরমানুরাগেণ মর্য্যাত্মনিবেদনং কৃতবত্য ইত্যর্থঃ। অতো মমান্যত্রাপি প্রেমযুক্তত্বান্ন পারয় ইত্যর্থঃ। অত্রোত্তরং ব ইতি পদমনপেক্ষ্যৈব যা ইতি প্রযুজ্যতে, পশ্চাদেব চ তেন যোজ্যতে। অতঃ প্রথমপুরুষত্বম্; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তেনায়ুষাপীত্যর্থঃ। শৃঙ্খলামিতি ক্বচিদেকবচনান্তঃ পাঠঃ। দুর্জ্জরা গেহস্য শৃঙ্খলা নিত্য-গোপালনাদি-দৃঢ়কৃত্যনিবন্ধাং সর্ব্ববন্ধুজনানুবৃত্তিবন্ধাংশ্চ সংবৃশ্চ্য যা ভবতীরহং মাভজং. ন সেবিতবানস্মি। শৃঙ্খলামিতি পাঠেঽপি তথৈবার্থঃ। দুর্জ্জরেতি বিশেষেণ শৃঙ্খলারূপকেণ নিজশক্ত্যাপি অচ্ছেদ্যত্বং, সং-শব্দেন চাসক্তি-কিঞ্চিত্ত্যাগেঽপি বহিরত্যাগাসামর্থ্যম্। যুষ্মদ্বদাত্মার্পণেন সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যপূর্ব্বক-ভজনস্যাভাবেন চ প্রত্যুপকারাশক্তেঃ ॥২২॥

নিজশেষরসাশেষপ্রদানেন সদানুগম্।
মাং পুষ্টং পাতি যস্তুষ্টঃ স্বামিনং যামি তং গতিম্॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পন্যাং দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

গ্রতা বশতঃ স্ব স্ব পত্যাদির স্পর্শশূন্যা হইয়াছ। আরও, কুলবধূত্ব প্রযুক্ত যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, তোমরা সেই অত্যন্ত দৃঢ় গৃহশৃঙ্খল সম্যক্ প্রকারে ছিন্ন করত আমাকে আশ্রয় করিয়াছ। অর্থাৎ গৃহ-সম্বন্ধী ঐহিক ও পারত্রিক সুখকর লোকধর্ম্ম-মর্য্যাদা সম্যক্রূপে ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ, অর্থাৎ পরম অনুরাগের সহিত আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছ, সুতরাং আমি গণনাতীত অনন্ত আয়ুকাল লাভ করিলেও তোমাদের প্রতি আমার প্রত্যুপকার কৃত্য সম্পাদনে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারা, তোমাদেরই সুশীলতার দ্বারা আমি অঋণী হইতে পারি, আমা দ্বারা অন্যবিধ প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই। কেননা, আমি তোমাদের ন্যায় আত্মসমর্পণ করি নাই; কিন্তু তোমাদের চিত্ত আমাতে একনিষ্ঠ, পরন্তু আমার চিত্ত অনেক নায়িকাতে প্রেমযুক্ত বা আসক্ত এবং আমি সর্ব্বথা নিরপেক্ষ হইয়া তোমাদের ভজনা করিতে পারি না। এই শ্লোকে শেষোক্ত 'ব' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তি পদকে অপেক্ষা না করিয়া 'যা' শব্দ প্রযুক্ত ও পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্বিত হইয়াছে। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলে 'বিবুধায়ুষা' পাঠ আছে। 'বিবুধ' শব্দে গণনাভিজ্ঞ বিগত হন যাহা হইতে অর্থাৎ গণনাভিজ্ঞ বুধগণও যাহা গণনা করিতে পারেন না, এই অর্থে বিবুধ। অতএব গণনাতীত অনন্ত আয়ুকাল লাভ করিলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের সমুচিত প্রতিদান দিতে আমি অসমর্থ। মূলে 'গেহশৃঙ্খলাঃ' এই বহুবচনান্ত পাঠ আছে, কিন্তু কোন কোন পুথিতে 'গেহশৃঙ্খলাং' এইরূপ একবচনান্ত পাঠ দেখা যায়। এই পাঠেও একই

সারার্থদর্শিনী

২২। মন্মনসি সন্ততং যদুদ্ভবতি তৎ শৃণুতেত্যাহ,—নেতি। নিরবদ্যা কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষা-রাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বেনৈব সাধু যৎ কৃত্যং নতু সাধুত্বাপাদকেন কেনচিদ্বস্তুসম্পর্কেণ সাধ্বিত্যর্থঃ। তৎ ন পারয়ে প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নোমি বিবুধায়ুষাপি দেবানামায়ুঃ প্রাপ্যাপীত্যর্থঃ। কৃত্যমিত্যেক-বচনেন যুষ্মাকং ক্ষণিকমপি কৃত্যমিত্যর্থঃ। যা মা মামভজন্ সংবৃশ্চ্য দুর্জ্জরা অপি পতি-শ্বশ্রূ-পিতৃ-ভ্রাত্রাদিস্নেহ-বন্ধুশৃঙ্খলাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বৈব। শ্লেষেণ অপক্বযোগিন ইব সংবৃশ্চ্যাপি তাঃ শৃঙ্খলামাপুর্নৈবাভজন্নিত্যর্থঃ। অহন্তু

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রকার অর্থ হইবে। 'দুর্জ্জর' (অচ্ছেদ্য) অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধীয় নিত্যকৃত্য গো-পালনাদিরূপ দৃঢ় বন্ধন এবং আত্মীয় স্বজনের অনুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমরা আমাকে ভজনা করিয়াছ; কিন্তু সেইরূপ আমি তোমাদিগকে ভজনা করি নাই। 'দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খল' এই পদে 'দুর্জ্জর' বিশেষণ এবং 'শৃঙ্খল' রূপকের তাৎপর্য্য এই, কেহ নিজ শক্তিতে তাদৃশ গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিতে পারে না। আর 'সং' শব্দের দ্বারাও ধ্বনিত হইতেছে যে, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহবন্ধনরূপ শৃঙ্খল অচ্ছেদ্য, সুতরাং অন্তরে কিঞ্চিৎ আসক্তি ত্যাগ করিয়াও বাহিরে স্বরূপতঃ বা কার্য্যতঃ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; কিন্তু তোমরা সেই দুর্জ্জর গৃহশৃঙ্খল সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়াও আমাকে ভজনা করিয়াছ; সুতরা তোমাদের ন্যায় আত্মসমর্পণ দ্বারা আমি সর্ব্বথা নিরপেক্ষ হইয়া তোমাদের ভজন করিতে পারি নাই। অতএব আমা-দ্বারা প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই।

পূজ্যপাদ টীকাকারের বিজ্ঞপ্তি যথা—অনুগত দর্শনে তুষ্ট হইয়া যিনি স্বীয় অশেষ রসসম্পত্তির সর্ব্বস্ব অর্পণ এবং সেই রসে পরিপুষ্ট করিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন, আমি সেই শ্রীস্বামিপাদের শরণাগত হইলাম। ২২

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২২। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিতেছেন—হে প্রিয়াসকল! আমার মনে সতত যাহা উদয় হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। ইহা বলিবার নিমিত্তই 'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা করিলেন। আমার সহিত তোমাদের এই সংযোগ নিরবদ্য অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম, লোকধর্ম্ম ও শাস্ত্রাপেক্ষা রহিত বলিয়া নিরুপাধিক। তোমাদের নিজের দ্বারা যে সাধুকৃত্য, তাহা সাধুত্ব-আপাদক (প্রাপক), কোন বস্তু সম্পর্কে সাধু নহে; সুতরাং তাহার সমুচিত প্রতিদান দিতে আমি দেবগণের আয়ুকাল লাভ করিলেও সমর্থ হইব না। যেহেতু তোমরা অত্যন্ত দৃঢ় গৃহশৃঙ্খল সম্যক প্রকারে ছিন্ন করত আমাকে আশ্রয় করিয়াছ। এমন কি পতি, শ্বশ্রূ, পিতা, ভ্রাতাদির স্নেহবন্ধন শৃঙ্খল পর্য্যন্ত অনায়াসে ছেদন করিয়াছ। আমি কিন্তু

সারার্থদর্শিনী

পিত্রোর্ভ্রাতরি স্নেষু বন্ধুষ্বপি স্নিহ্যামি চ যুষ্মান্ ভজামি চেতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্ত" ইতি। স্বপ্রতিজ্ঞাতোঽপি চ্যুত ইতি মম প্রতিক্রিয়ায়া অসম্ভবঃ। ব্যজ্যমানোঽয়মর্থঃ শ্লেষেণাপি লভ্যতে। স যথা সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্ অহং ন অভজং পর সবর্ণেন নকার-তুকারয়োঃ সংযোগঃ। তত্তস্মাদ্বঃ সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং বস্তুতস্তু ঋণৈব ভবামি যুষ্মাকমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তাভিঃ প্রতি স্বমনস্তেবং বিচারিতম্। পরমেশ্বরত্বাদেব সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণত্বেঽপি দোষগন্ধমাত্ররাহিত্যেঽপ্যস্মৎপ্রেমরস-বিজ্ঞত্বেঽপ্যস্মান্ প্রেমবত্ত্বেনোৎকর্ষয়িতুমস্মদৃণীভবিতুমেবাস্মৎকর্ম্ম কোঽয়মস্য ত্যাগস্তদিমং পরাবুভূষুং বিজিগীষবো বয়মেবাধন্যা এবং ভবিতুমপারয়ন্ত্যোঽনেন ফলতঃ প্রেম্না জিতা এবাভূমেতি ॥২২॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে দ্ব্যধিকত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণে স্নেহাক্রান্ত হইয়াই তোমাদিগকে ভজনা করিয়াছি। এজন্য 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং' আমার এই প্রতিজ্ঞা হইতেও আমি বিচ্যুত হইয়াছি; সুতরাং আমার প্রতিক্রিয়া অসম্ভব। অর্থাৎ আমার দ্বারা অন্যবিধ প্রত্যুপকারের সম্ভাবনা নাই। শ্লেষার্থে ইহাও জানাইলেন যে, তোমাদের সাধুত্ব দ্বারাই তোমাদের সেই সাধুকৃত্য প্রত্যুপকৃত হউক। ভাবার্থ এই—তোমাদের সুশীলতাদ্বারা আমি অঋণী হইতে পারি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমি তোমাদের নিকট ঋণীই রহিলাম। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ প্রত্যেকেই মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—এই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরত্ব-হেতু সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণ—দোষের গন্ধমাত্র নাই। অপিচ আমাদের প্রেম-রস-বিজ্ঞ হইলেও আমাদের প্রেমবত্তার মহান্ উৎকর্ষ এবং নিজের অপকর্ষ সূচনা করিলেন এবং আমাদের নিকট ঋণী হইবার নিমিত্তই আমাদের কর্ম্মকারী হইয়াছেন। আর আমাদিগকে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ পরিত্যাগ নহে। অতএব পরাভবেচ্ছু আমরা যে ইহাঁকে জয় করিয়াছি, ইহাতে আমরা ধন্যা হইয়াছি। আমরা কিন্তু এইপ্রকার হইতে পারিব না, ফলতঃ আমরা ইহাঁর প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়াছি। ২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর-কৃত
শ্লোকের ও টীকাত্রয়ের ভাষানুবাদ সমাপ্ত।

৫ম (৩৩শ) অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥ ১

ভাবার্থদীপিকা

ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলীমধ্যগো হরিঃ। প্রিয়াস্তা রময়ামাস হৃদিনীবনকেলিভিঃ॥

১। তৎ তদা, অঙ্গ হে রাজন্! যদ্বা তস্য ভগবতোঽঙ্গেন বপুষা করচরণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিতাঃ সমৃদ্ধা আশিষো যাসাং তাঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

রাসলীলা জয়ত্যেষা জগদেকমনোহরা। যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমা স্ফুটঃ॥

১। ইত্থং ঈদৃশীঃ সুপেশলাঃ পরমমনোহরাঃ; বিরহো ভূতো ভাবী চ, তজ্জং তাপং জহুঃ, বিরহেঽপ্য-পরিত্যাগ-শ্রবণাত্তথা বিশেষতো নিজঋণিত্বাদি-প্রতিপাদনেন চ দৈবাৎপুনর্বিচ্ছেদে-অপ্যত্যন্তপরিত্যাগ-শঙ্কাপগমাচ্চ। অতঃ পূর্ব্বমুক্তস্যাপ্যত্র পুনরুক্তিরধুনৈব সম্যক্ তাপপরিত্যাগস্য বিবক্ষয়া। কিঞ্চ, তদঙ্গেতি আলিঙ্গন-করগ্রহণাদিনা সম্পন্নমনোরথাঃ সত্যঃ। যদ্বা, ভগবত এব বিশেষণং সুপেশলবাগ্‌ঘেতুত্বেন তাসাং গোপীনামঙ্গৈরুপচিতাশিষ ইতি॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় অঙ্গসঙ্গরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

অতঃপর শ্রীহরি গোপীমণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া জলবিহার ও বনকেলি দ্বারা সেইসকল প্রেয়সীর সহিত বিলাস করিয়াছিলেন, ইহাই ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—তখন হে অঙ্গ! (রাজন্) অথবা ভগবানের কর-চরণাদি অবয়ব-স্পর্শে ব্রজদেবীগণ সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধা হইলেন।

সারার্থদর্শিনী

ত্রয়স্ত্রিংশে রাসলাস্য-বিহার-জলকেলয়ঃ। প্রশ্নোত্তরাণ্যপ্যুক্তানি পরীক্ষিচ্ছুকদেবয়োঃ॥

১। সুপেশলা অতিমনোহরাঃ তস্যাঙ্গস্পর্শাদিনা উপচিতা আশিষঃ কামা যাসাং তাঃ। ভগবত এব বা বিশেষণম্। গোপীগাত্রস্পর্শজনিত সুখস্যেত্যর্থঃ। তেন চ প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ মানশান্ত্যা তদা আলিঙ্গন-চুম্বনালিঙ্গনাদিবিলাসা আসন্নিতি দ্যোতিতম্॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যে রাসলীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণের মহামহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে. সেই জগদেক-মনোহরা রাসলীলা পরম উৎকর্ষে বিরাজমানা হইতেছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণের ঈদৃশ মনোহর বাক্যসমূহ শ্রবণে ব্রজদেবীগণ ভূত-ভবিষ্যৎ উভয়বিধ বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিলেন। কারণ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমি বিরহ-কালেও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি না"। আরও বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী হইলাম।" ইত্যাদি প্রতিপাদনহেতু অতীত বিরহতাপ বিদূরিত হইয়াছে। যদি দৈবাৎ পুনর্ব্বার বিচ্ছেদ হয়, তাহা হইলেও সেই বিচ্ছেদে অত্যন্ত পরিত্যাগের আশঙ্কা নাই। অতএব পূর্ব্বে যে বিরহতাপ ত্যাগের উল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণেও সেই কথাই যে পুনর্বার বলিলেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, এইক্ষণেই তাঁহাদের বিরহতাপ সম্যক্ অপগত হইয়াছিল, পূর্বে সম্যক্ অপগত হয় নাই। কারণ পূর্ব্বে পাছে আবার পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কা নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। আরও বলিতেছেন--ব্রজদেবীগণের আলিঙ্গন ও করগ্রহণ প্রভৃতি অঙ্গস্পর্শ দ্বারা সফল মনোরথ হইয়া। অথবা শ্রীভগবানের ঈদৃশ পরম মনোহর বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বিরহজনিত তাপ ত্যাগ করিলেন। মূলে 'তদঙ্গোপচিতাশিষঃ' এইরূপ পাঠ আছে এবং উহা 'গোপ্যঃ' এই পদের বিশেষণ; কিন্তু উহা 'ভগবতঃ' পদেরও বিশেষণ হইতে পারে। তাহা হইলে ব্যাখ্যা হইবে—ভগবানের বাক্যসমূহ মনোহর বলিয়া তিনি ব্রজ-দেবীগণের আলিঙ্গন ও করস্পর্শাদি লাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেন। সেই ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের এতাদৃশ মনোরথ সম্পন্ন করিলেন। ১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

এই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসলাস্যবিহার, জলকেলি ও শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীশুকদেবের উত্তর প্রদান ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

১। শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতি মনোহর বচনাবলী শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার অঙ্গের স্পর্শাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় বিরহজনিত সন্তাপ দূর হইয়া গেল। 'ভগবতঃ' এই বিশেষণ পদ শ্রীকৃষ্ণে প্রযোজ্য

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ॥ ২

ভাবার্থদীপিকা

২। রাসক্রীড়াং রাসো নাম বহুনর্ত্তকীযুক্তো নৃত্যবিশেষস্তাং ক্রীড়াম্। অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২। তত্রেতি। তদেবং তাভিঃ সহাত্মন ঐকমত্যে সতীত্যর্থঃ। রাসক্রীড়ামারভত পরমাভিলষিতানাং তাসাং লাভেন পূর্ব্বমেব কর্ত্তুমীপ্সিতাং মহোৎসবরূপাং তৎক্রীড়াং কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। গোবিন্দ ইতি—শ্রীগোকুলেন্দ্র-তায়াং নিজাশেষৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিশেষপ্রকটনেন পরমপুরুষোত্তমতা, স্ত্রীরত্নৈরিতি—তাসাঞ্চ সর্ব্বস্ত্রীবর্গশ্রেষ্ঠতা প্রোক্তা, 'রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি' ইতি নানার্থবর্গাৎ। ইতি রাসক্রীড়ায়াঃ পরমসামগ্রী দর্শিতা, অতএব

মূলানুবাদ

২। অনন্তর সেই যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিনী প্রীতিপরায়ণা গোপীগণ পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু বন্ধন করিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ সেই সকল স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২। রাসক্রীড়া—বহু নর্ত্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মানা হইলে তাঁহাদের সহিত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২। এইরূপে ব্রজদেবীগণের সহিত ভগবানের ঐকমত্য স্থাপিত হইলে সেই যমুনা-পুলিনে প্রেমভরে বিবশ, অনুব্রত, পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ স্ত্রীরত্ন গোপীগণের সহিত মিলিত শ্রীগোবিন্দ পরমাভিলষিত মহোৎসবরূপা রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীগোবিন্দ—স্বীয় অশেষ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবিশেষ প্রকটন দ্বারা যিনি পরম পুরুষোত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীগোকুলেন্দ্র। স্ত্রীরত্ন—স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীলক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ—ভূষণস্বরূপা। 'রত্ন' শব্দে স্বজাতি-শ্রেষ্ঠও অর্থ হয়। ইহার দ্বারা রাসক্রীড়ায় পরম সামগ্রী

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইয়াছে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মহাভাববতী ব্রজদেবীদিগের অঙ্গসঙ্গজনিত সুখে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া গোপীপ্রেমেরই মহিমা ঘোষণা করিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের মান (অভিমান) শান্ত হইয়াছিল। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি বিলাস হইয়াছিল, ইহাই অভিব্যক্ত হইল। ১

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥ ৩

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রীতৈস্তৎপ্রেমভরবিবশৈঃ, অতোঽনুব্রতৈস্তদেকাধীনৈঃ ; অতএবান্যোঽন্যমাবদ্ধবাহুভিঃ বাহবোঽত্র করা জ্ঞেয়াঃ। অন্যোঽন্যত্বঞ্চ তাসামেব। ন তু তেন সহ তদ্বাহুভ্যাং তাসাং প্রত্যেকমুভয়তঃ কণ্ঠগ্রহণাৎ। এতদ্ধি রাসক্রীড়ালক্ষণম্ —'নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোঽন্যাত্তকরশ্রিয়াম্। নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্ত্তনম্॥' ইতি। অয়মস্মৎ-মণ্ডলীমধ্যেঽত্রৈবাস্তাং, ন চ নিঃসরত্বিতি। আবদ্ধেত্যাশব্দ-ব্যঞ্জিতস্তাসাং গূঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥২॥

সারার্থদর্শিনী

২। নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া তাং অনুব্রতৈস্তদানীং পরস্পরৈক-মত্যেন স্বানুকূলৈঃ। অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ ॥

মূলানুবাদ

৩। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠধারণ করিলেন। এইরূপে গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই রাসোৎসবে প্রত্যেক গোপী শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিজের নিকটে মনে করিতে লাগিলেন। সেই সময় অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত সস্ত্রীক দেবগণের শতশত বিমান দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব প্রীতিভাবময়ী তদীয় প্রেমভরে বিবশ, সুতরাং অনুব্রত—তদেকাধীন। অতএব পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধ। এই 'আবদ্ধ' পদের 'আ' শব্দ দ্বারা ব্রজদেবীগণের এই গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই মণ্ডলী মধ্যেই অবস্থান করুন; কিন্তু যেন বহির্গত না হন। এস্থলে 'বাহু' শব্দে কর। অতএব শ্রীকৃষ্ণ এক এক ব্রজদেবীর কণ্ঠধারণ করিয়া আছেন এবং ব্রজদেবীগণ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া আছেন। কেননা রাসক্রীড়ার লক্ষণ -'এক একজন নর্ত্তক এক এক জন নর্ত্তকীর কণ্ঠধারণ করিয়া আছেন, নর্ত্তক-নর্ত্তকী পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া আছেন, এই অবস্থায় নর্ত্তকীগণের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে রাস বলে।" ২

ভাবার্থদীপিকা

৩। তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইত্যক্ষরচতুষ্টয়াধিকেন সার্দ্ধেন। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়ত আলিঙ্গিতানাম্। কথম্ভূতে? যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন। এতদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতত্বে বা কুতঃ স্বৈকনিকটত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তম্ যোগেশ্বরেণেতি। অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ। তাবৎ তৎক্ষণমেবৌৎসুক্যব্যাপ্তমনসাং সস্ত্রীকাণাং দেবানাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং নভো বভূব ॥৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩। রাসঃ পরম-রসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ। স এবোৎসবঃ ক্রীড়াবিশেষরূপং সুখময়ং পর্ব্ব, কৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা নিমিত্তেন সম্যক্ প্রবৃত্তঃ। সম্যক্ত্বমেব দর্শয়তি—গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিত ইত্যেবং তাসাং শোভাহেতুত্বমধিকং দর্শিতম্। তৎপ্রবর্ত্তনে তদ্বিশেষশ্চোক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—'রাসমণ্ডলিবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্ব-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩। গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিনয় সহকারে রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই সাড়ে চারিটি অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত রাসোৎসব সম্যক্ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠধারণ করিলেন অর্থাৎ গোপীগণ উভয় দিক্ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটে বর্ত্তমান এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। ইহার জন্যই তিনি দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠধারণ করিলেন, উক্ত হইয়াছে। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়া কিরূপে তাদৃশভাবে সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তিনি যখন সকলেরই নিকটে রহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে গোপীগণই বা কিরূপে মনে করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটেই বর্ত্তমান? তাহাই বলিতেছেন—যোগেশ্বর। অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে।

যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অত্যন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ মানসে সস্ত্রীক দেবতাগণের শতশত বিমানে আকাশমণ্ডল সমাকীর্ণ হইল।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২। নৃত্য-গীত-চুম্বন-আলিঙ্গনাদি রসসমষ্টিই রাস, তন্ময়ী যে ক্রীড়া অর্থাৎ যে ক্রীড়ায় এই রসসমষ্টি বর্ত্তমান, তাহার নাম রাসক্রীড়া। 'অনুব্রতাঃ'—গোপীগণ সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত একমত হইয়া তাঁহার অনুকূল হইয়াছিলেন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভরে বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে নিজেদের মধ্যে পরস্পর বাহুবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেইসকল স্ত্রীরত্নের সহিত মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মনুজ্ঞতা। গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা॥ হস্তে প্রকৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্। চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশং হরিঃ॥ ততঃ প্রবর্ত্ততে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ। অনুজাত-শরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ॥' ইতি। কিঞ্চ, তাসামিতি দ্বয়োরিত্যুক্তে একত্রৈব মধ্যে স্থিতির্বোধ্যতে। তন্নিবারণার্থং বীপ্সা। অতএব 'মধ্যে মণীনাম্' ইত্যত্র মধ্য ইতি সামান্যং বক্ষ্যতে, কৃষ্ণস্যাপ্যভয়তঃ স্থিতত্বেন দোর্ভ্যাং গৃহীতকণ্ঠ্য ইতি চ;

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩। রাস-শব্দের যৌগিকার্থ—রাস পরমরস-কদম্বময়। সেই রাসই উৎসব অর্থাৎ ক্রীড়াবিশেষ-রূপ সুখময় পর্ব্ব, এই অর্থে রাসোৎসব। তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত সংজ্ঞানুসারে মণ্ডলী-বন্ধনে নৃত্য যদি পরম রসকদম্বময় হয়, তাহা হইবে রাস। 'কদম্ব' শব্দের অর্থ—সমূহ। ঐরূপ নৃত্যে যদি 'পরম রসসমূহ' উৎসারিত হয়, তবে ঐ ক্রীড়াবিশেষরূপ সুখময় পর্ব্ব হইবে রাস। এই 'পরম রসসমূহই' রাসক্রীড়ার প্রাণ বস্তু; ইহা না থাকিলে কেবল মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্যবিলাসকে রাস বলা যায় না। অতএব পরমরসসন্দোহময়ী এবম্বিধ উৎসব শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন কারণেই হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'কৃষ্ণেন'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ-ঘনমূর্ত্তি হেতু সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত। তাদৃশ সম্যকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে— 'গোপীমণ্ডলমণ্ডিত' —গোপী সকল মণ্ডলাকারে সজ্জিত হইয়া এই রাসের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই জন্যই সম্যক্ প্রবৃত্ত। এইরূপে ব্রজদেবীগণ যে অধিকতর শোভার কারণ, তাহাও প্রদর্শিত হইলে। সেই রাসপ্রবর্ত্তনের বিশেষ বিবরণ শ্রীপরাশর কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—"প্রত্যেক গোপী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী অথচ একস্থানে অবস্থিতা গোপীবৃন্দ কর্ত্তৃক রাসমণ্ডলী বন্ধ রচিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ করস্পর্শে নিমীলিতনয়না গোপীগণের প্রত্যেকের হস্তগ্রহণ করিয়া রাসমণ্ডল রচনা করিলেন। অনন্তর চঞ্চল বলয় নিঃস্বনের সহিত শরৎকালীন কাব্যকথার সমাশ্রয় সঙ্গীতে মুখরিত রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল।" আরও মূলশ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— 'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ "শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে"। এইস্থলে একবারমাত্র 'দ্বয়োঃ' শব্দ উক্ত হইলে মধ্যস্থলে একস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি—এইরূপ বুঝায়। তাহা নিবারণের জন্য দুইবার (দ্বয়োর্দ্বয়োঃ) অর্থাৎ দুই দুই গোপীর মধ্যে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দুই গোপীর না বলিয়া 'দুই দুই গোপীর' এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব 'মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা' অর্থাৎ সুবর্ণ মণিগণের মধ্যে মহামরকত যেমন শোভা পায়, এইস্থানে 'মণিগণের মধ্যে'। এই 'মধ্য' শব্দে সামান্য 'মধ্যে' এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিশেষরূপে নহে। আবার গোপীগণের উভয়পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান হেতু তিনি দুই বাহু দ্বারা গোপী-গণের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থানে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের উভয় পার্শ্বেই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তথা চোক্তং শ্রীবিল্বমঙ্গলেন—'অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥' ইতি। ব্যক্তীভবিষ্যতি চ ক্রমদীপিকাবচনেন—'সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগম্' ইত্যনেন। অতএব তত্তদ্যুগ্মপূজৈব তত্র বিহিতা, ন তু তত্তৎত্রিকপূজেতি। স্ত্রিয় ইতি—স্ত্রীষু পরমানুরাগেণ যুগপদাত্মসঙ্গমমীপ্সুষু সৎপুরুষস্য তথৈব কৃত্যং ব্যক্তমিতি বোধয়তি। অন্যথা বৈষম্যেন দোষাপত্তিঃ সুখভঙ্গশ্চেত্যর্থঃ। যং স্বনিকটমেব মন্যেরন্নমংস্তেত্যত্রেদং বিবেচনীয়ম্—রাসমহোৎসবোঽয়ং পরস্পরসুখার্থমেব শ্রীকৃষ্ণেন প্রারব্ধঃ। তস্মাদ্রাসস্য সর্ব্বশোভাদর্শনং, শ্রীগোপীনাং সর্ব্বাসামেবাবশ্যাপেক্ষ্যমিতি তাসামিদমেব ভানং যোগ্যম্। কয়াচিন্নাট্যবিদ্যয়ৈবাসৌ বহুত্র ভাতি, ময়ানুগৃহীত এব, অন্যথা স্বনিকটমেবাপশ্যন্নিত্যুচ্যেত। কিঞ্চ, তাভিঃ প্রিয়স্য স্বস্বনিকট এব স্থিতিং মন্যমানাভিস্তস্য স্বপার্শ্বদ্বয়েঽপি বর্ত্তমানতা তুলানন্দ-গ্রস্তবুদ্ধিত্বেন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যেরূপ গোপী, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ গোপিকার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিতেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উভয় হস্তে গোপীগণের কণ্ঠ গৃহীত হইয়াছিল। তাহাই শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"এক এক গোপীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং এক এক শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে গোপী—এই প্রকারে রাসমণ্ডলী প্রকল্পিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন।" ক্রমদীপিকার বচনানুসারে ইহাও প্রকটিত হইল যে, "গোপীগণের দুই দুইয়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রূপে অবস্থিত'। অতএব পূজা-পদ্ধতি গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল পূজা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু তিনের পূজা একত্র বিহিত হয় নাই। 'স্ত্রিয়ঃ' অর্থাৎ স্ত্রীগণের, এই বাক্যে জানাইলেন যে, অনুরাগের প্রবলতায় যুগপৎ আত্ম-সঙ্গমেচ্ছু রমণীগণের নিকটে সৎপুরুষের আচরণ তাদৃশরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে, অন্যথা বৈষম্য-দোষ-হেতু সুখভঙ্গ হয়। আর গোপীগণ প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটে বর্ত্তমান আছেন এবং আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। কেবল মনে করা নহে, তাঁহারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিকটে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এইস্থলে বিবেচনীয় এই—পরস্পরের সুখবিধানার্থ শ্রীকৃষ্ণ এই রাসক্রীড়া আরম্ভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদের রাস মহোৎসবের যাবতীয় শোভা সন্দর্শন অবশ্য অপেক্ষণীয় ছিল, সুতরাং প্রত্যেক গোপীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান—এইরূপ ভানও যুক্তিসঙ্গত। এজন্য প্রত্যেকেই যে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিকটে মনে করিতে লাগিলেন, সেই ভান উপযুক্তই হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত গোপীই সম্পূর্ণ রাসলীলা দর্শন করিতে লাগিলেন, অথচ প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ কোন অপূর্ব্ব নাট্যবিদ্যার কৌশলে বহুস্থানে বিরাজ করিতেছেন; কিন্তু আমিই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি। অন্যথা "শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকটে বর্ত্তমান, ইহা মনে করিতে লাগিলেন" এইরূপ না বলিয়া 'স্ব স্ব নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন' এরূপ বলিতেন।'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

বিবেক্তুং শক্যেতি গম্যতে। তস্মাৎ পূর্ব্বত্র চাত্র চানন্দমোহ এব মূলং কারণং জ্ঞেয়ম্। অত্র চৈকস্যৈব তথা প্রবেশাদিকং সমাদধদাহ—যোগো যোগমায়াহচিন্ত্যাদ্ভুত-শক্তিবিশেষস্তস্যেশ্বরেণেতি স্বাভাবিকতচ্ছক্তি-ত্বেনৈব প্রেরণাং বিনাপীচ্ছামাত্রেণ তত্তদুদয় ইতি ব্যঞ্জিতং, গৌরাকাশ ওকো নিবাসো যেষামিতি স্বভাবত এব ব্যোম্নি ভ্রমতামকস্মাদ্রাসক্রীড়াদর্শনাৎ সংহতানামিত্যর্থঃ। অতএব বিমানশতসঙ্কুলং নভো বভূব। চন্দ্রদিশং পরিত্যজ্য চন্দ্রোপর্য্যেব বা জ্ঞেয়ম্। দিবৌকসাং ব্রহ্ম-রুদ্রাদীনামিতি। স্বর্গাদাবপি তাদৃশোৎসবাসদ্ভাবঃ সূচিতঃ; তত্রৈবাত্যৌৎসুক্যেতি ঔৎসুক্যমত্র নৃত্যাংশ এব, ন তু রহস্যবিলাসাংশেঽপি দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ। তত এবাধুনৈবাগতত্বাৎ। অতএব যোগমায়য়া তেষাং রহস্যং প্রতিদৃষ্ট্যাচ্ছাদনমপি জ্ঞেয়ম্ ॥৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আবার শ্রীকৃষ্ণ স্ব স্ব নিকটে অবস্থান করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া আনন্দে এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান আছেন, অতুলনীয় আনন্দগ্রস্ত-বিবেকহেতু তাহা পর্য্যন্ত পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অতএব পূর্ব্বে ও এইস্থলে আনন্দমোহই মূল কারণ বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও কিরূপে তাদৃশ অদ্ভুতভাবে প্রবেশাদি করিলেন, ইহারই সমাধান করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর। যোগমায়া—অচিন্ত্য অদ্ভুত শক্তি বিশেষ, তাঁহার ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া প্রেরণা ব্যতিরেকেও ইচ্ছামাত্রে তত্তৎভাবে উদয় হইয়া থাকেন, ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যখন শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আকাশ-নিবাসী দেবতাগণের বিমানে আকাশমণ্ডল সমাকীর্ণ হইল। 'আকাশ' অর্থাৎ স্বভাবতঃই দেবতারা আকাশে বিচরণ করিতে করিতে অকস্মাৎ রাসক্রীড়া দর্শন করিয়া সকলে একত্র মিলিত হইলেন, সুতরাং তাঁহাদের বিমান সমূহ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইল। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, দেবগণের বিমানে চন্দ্রমণ্ডল আচ্ছাদিত হইলে রাসস্থলী অন্ধকার হইবে না কি? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—যেদিকে চন্দ্র উদিত হইয়াছেন, সেই দিক পরিত্যাগ করিয়া কিংবা চন্দ্রের উপরিভাগস্থ আকাশে অবস্থান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের বিমানে চন্দ্রমণ্ডল আবৃত হয় নাই জানিতে হইবে। আর ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ ঔৎসুক্যচিত্তে তদ্দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। এই বাক্যে ইহাই জানা যায়, স্বর্গাদি কোনস্থানেই তাদৃশ উৎসব হয় নাই, তাহাতেই দেবগণ অতি ঔৎসুক্যবশতঃ আসিয়াছিলেন। দেবগণের এই যে ঔৎসুক্য, তাহা কেবলমাত্র নৃত্যদর্শন বিষয়ে জানিতে হইবে। পরন্তু ভগবানের রহস্যবিলাস দর্শনাংশে নহে। কারণ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ ভগবানের দাস ভক্ত, সুতরাং তাঁহারা রহস্যলীলা-দর্শনের যোগ্যপাত্র নহেন, কেবল নৃত্যলীলা দর্শনেই অধিকার। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, শ্রীযোগমায়া দেবগণের দৃষ্টি আচ্ছাদন করিয়া ভগবানের রহস্যবিলাস দেখিতে দেন নাই। তাঁহারা নৃত্যমাত্র দেখিয়াছিলেন, জানিতে হইবে। ৩

সারার্থদর্শিনী

৩-৪। তৎসাহিত্যপ্রকারং দর্শয়তি,—রাসোৎসব ইতি। ষড়ক্ষরন্যূনসার্দ্ধেন। রাস এব উৎসবঃ ভক্তজন-দৃগ্মনশ্চাতকেভ্য আনন্দামৃতপ্রদায়কঃ সম্যগেব প্রবৃত্তঃ। কেন তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যেন প্রবিষ্টেন কৃষ্ণেন অত্র সংপ্রবর্ত্তিত ইত্যনুক্তেঃ; স্বতন্ত্রকর্তৃত্বং তস্মৈ রাসায়ৈব দদতা স্বয়ঞ্চ করণত্বং ভজতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বস্মাৎ সর্ব্বশক্তিভ্যশ্চ সর্ব্বলীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষঃ স্বদত্তো ব্যঞ্জয়ামাসে। অতএব লক্ষ্মীপ্রভৃতয়োঽপি তং লব্ধুমুৎকণ্ঠন্ত এব নতু লভন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। কথম্ভূতানাং তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়ত আলিঙ্গিতানাম্। অত্রাগ্রিমশ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথে"ত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যেকবচনেন চাত্র চ শ্লোকে সতা মিথো ইত্যনুক্তা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকাভূত এবং কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথাগতিলাঘবং প্রকটয়ামাস, যথা

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩-৪। ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহার-প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাই 'রাসোৎসব' ইত্যাদি ষড়ক্ষরন্যূন সার্দ্ধ দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। 'রাস এব উৎসবঃ' ইতি রাসোৎসবঃ'। রাসরূপ উৎসব, যাহা ভক্তজনের নয়ন-মনরূপ চাতকের আনন্দামৃত প্রদায়ক, সেই রাস সম্যক্ আরম্ভ হইল। এই রাস কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইতেছে? মণ্ডলাকারে অবস্থিত গোপীগণের দুই দুই জনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসব আরম্ভ করিলেন। এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাসোৎসব সংপ্রবর্ত্তিত হইল"—একথা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসকেই রাস-প্রবর্ত্তনের স্বাতন্ত্র্য বা কর্তৃত্ব দান করায় রাসলীলাই যেন স্বয়ং প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ রাসলীলারই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করা হইল। এইরূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার করণরূপে বর্ণিত হওয়ায় অর্থাৎ রাসোৎসব লীলাতেই কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া স্বয়ং করণরূপে সকল শক্তি এবং সকল লীলা হইতে রাসোৎসবের মহান্ উৎকর্ষ ঘোষণা করিলেন। অতএব শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতিও এই রাস লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হন; কিন্তু লাভ করিতে পারেন নাই, জানিতে হইবে। কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া ও তাঁহাদের দুই দুই জনের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন? ইহার উত্তর বা সমাধান অগ্রিম শ্লোকে উল্লেখ আছে—"মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা"—হৈম মণির মধ্যবর্ত্তী মহামরকতমণির ন্যায় (শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডলীতে শোভা পাইতেছেন) এইস্থলে 'মধ্যে' এই পদদ্বারা এবং 'মরকত' এই পদে একবচনের প্রয়োগ দ্বারা এবং বর্ত্তমান এই শ্লোকে 'সতা মিথঃ' (পরস্পর দুই দুয়ের মধ্যে বিরাজমান) এই প্রকার না বলিয়া 'প্রবিষ্টেন' (দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া) এইরূপ উল্লেখ করায় প্রতীত হইতেছে যে, গোপীমণ্ডলের মধ্য কর্ণিকাভূত শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিয়াও এমন গতিলাঘব (ক্ষিপ্রগতি) প্রকাশ

সারার্থদর্শিনী

মণ্ডলস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্মেত্যেকপরমাণুমাত্র কালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটিগোপীঃ সনৃত্যং পরিরভ্য পুনর্মধ্যপ্রদেশ গত এব বভূবেত্যলাতচক্রাদপি তস্য গতি-লাঘবমধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থপ্রত্যেকগোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈর্দৃষ্টম্। এবমেব "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্তরেণাঙ্গনাঃ। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দন" ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলমহানুভাবচরণৈরুক্তম্। তত্র হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি,—যোগেশ্বরেণ নিখিলকলানিধিত্বাৎ তদুপায়মহাবিজ্ঞেন। "যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু" ইত্যমরঃ। যদ্বা, যোগা যোগমায়া-দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মহাশক্তিস্তস্যা ঈশ্বরেণ। যুগপৎ সর্ব্বগোপীনামাশ্লেষৌৎসুক্যং তস্যাভিজ্ঞায় সৈব তাবতঃ প্রকাশাংস্তস্য প্রকটয়া সমাদধৌ। অত্র দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেনেতি বীপ্সয়া একৈকগোপীমধ্যে দ্বিদ্বিগোপীমধ্যে প্রবেশঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি ব্যাচক্ষতে। তত্রৈকৈকগোপীমধ্যপ্রবেশে ব্যাখ্যায়মানে যোগ-মায়াপক্ষে একস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ স্কন্ধয়োঃ কৃষ্ণপ্রকাশদ্বয়স্য ভুজস্পর্শানৌচিত্যং নাশঙ্কনীয়ম্। যোগমায়ৈব তাং তাং

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিয়াছিলেন যে, একই সময়ে মণ্ডলীর মধ্যভাগে এবং দুই দুই গোপীর মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হইয়াই নৃত্যবিলাস করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ের মধ্যেই মণ্ডলের মধ্যস্থল হইতে ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া মণ্ডলস্থ ত্রিশতকোটি গোপীকে নৃত্যভরে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মধ্যস্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইহাতে অলাতচক্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের গতি-লাঘব (ক্ষিপ্রগতিবেগ) অধিক সূচিত হইতেছে। যেহেতু সমস্ত গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে একই সময়ে মণ্ডলীমধ্যে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পার্শ্বে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহাই মহানুভব শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—"এক একটি ব্রজাঙ্গনার মধ্যে মাধব এবং একটি মাধবের মধ্যে ব্রজাঙ্গনা—এইরূপে রাসমণ্ডলী প্রকল্পিত হইয়া মণ্ডলীমধ্যস্থ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন।" এসম্বন্ধে হেতুগর্ভ বিশেষণ— 'যোগেশ্বর।' এই বিশেষণে শ্রীভগবানের অখিলকলানিধিত্ব এবং তদুপায় উদ্ভাবনে মহাবিজ্ঞতাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান দুর্ঘটন-ঘটনপটীয়সী 'যোগা' বা যোগমায়া মহাশক্তির অধীশ্বর বলিয়াই তিনি যোগেশ্বর। যুগপৎ সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-বাসনা পোষণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত তাদৃশ আলিঙ্গন-ঔৎসুক্য জানিতে পারিয়া যোগমায়া তত সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া সমাধান করিলেন। 'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ প্রবিষ্টেন" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন—এক এক গোপীর মধ্যে, আবার কেহ কেহ বলেন—দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ সঙ্গত হয়। প্রথম পক্ষ—(এক এক গোপীর মধ্যে প্রবেশ) ব্যাখ্যা করেন যে, এক গোপীর দুই পার্শ্বে দুই কৃষ্ণের প্রকাশ হইলেও ভুজস্পর্শানৌচিত্য আশঙ্কা করা যায়

সারার্থদর্শিনী

প্রত্যেকস্যৈব প্রকাশস্পর্শভানসমর্পণাৎ। দ্বিদ্বিগোপীব্যাখ্যানে তু নৈবাসমঞ্জসম্। যং শ্রীকৃষ্ণং স্ত্রিয়ঃ স্ব-নিকটং মন্যেরন্ অসৌ ময়াশ্লিষ্যন্নেবাত্রাস্তি তদপি যৎ সর্ব্বত্রায়ং দৃশ্যতে তদিয়ং কাচিৎ স্য নাট্যবিদ্যেত্যমংসতেত্যর্থঃ। অত্র মধ্যগো দেবকীনন্দনঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহিত এবেত্যাহুঃ,—তস্যা এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ্যাৎ রাসক্রীড়াদিকারণমিতি তদীয় শতনামস্তোত্রদৃষ্টেঃ। তাবৎ তৎক্ষণ এব বিমানশতৈর্ব্যাপ্তং নভো বভূব। কেষাং দিবৌকসাং ব্রহ্মাদীনাং অত্রৌৎসুক্যাদিতি কৃষ্ণনৃত্যাংশ এব নতু রসস্য বিলাসে। দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ তদ্দারাণান্তু অনৌচিত্যাভাবাৎ সর্ব্বত্রৈব অতএব রাসে দিবি পুংসাং কৃষ্ণদর্শনমেব ন গোপীদর্শনম্। যোগমায়য়া জ্ঞেয়ম্ ॥৩-৪॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

না। কেননা এস্থলে যোগমায়াই প্রত্যেক গোপীর স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বহুরূপে প্রকাশমান বাহুর স্পর্শভান সমর্পণ করিয়াছেন। আর 'দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ' এই পক্ষে ব্যাখ্যার কোন অসামঞ্জস্য নাই। কেননা ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিকটে বর্ত্তমান মনে করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের দুই দুইজনের মধ্যে এমনভাবে অবস্থিত হইলেন যে, প্রত্যেক গোপী ভাবিতেছেন, আমি কৃষ্ণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি এবং কৃষ্ণ আমারই নিকটে। দুই অঙ্গনার মধ্যে কৃষ্ণ আছেন, আবার দুই কৃষ্ণের মধ্যেও অঙ্গনা (গোপী) আছেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ দুই পার্শ্বের দুই গোপীর স্কন্ধে বাহু রাখিয়া অবস্থিত আছেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রত্যেক গোপীর নিকট পরিলক্ষিত হইতেছেন, সে তাঁহার কোন নাট্যবিদ্যা প্রভাব। উল্লিখিত—"মধ্যগঃ বেণুনা সংজগৌ দেবকীনন্দনঃ" (রাসমণ্ডলী মধ্যে দেবকীনন্দন বেণু দ্বারা গান করিতে লাগিলেন) এস্থলে মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সহিতই মিলিত হইতেন। তাহাতেই বলিতেছেন—'তস্যা এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ্যাৎ রাসক্রীড়াদিকারণ'মিতি। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সুতরাং রাসক্রীড়াদির কারণ।" ইহা তদীয় শতনামস্তোত্রে দৃষ্ট হয়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা দেখিবার জন্য উৎসুক দেবগণ স্ব স্ব স্ত্রী সমভিব্যাহারে বিমানে করিয়া নভঃস্থলে মিলিত হইলেন। সেই নভঃস্থল দেবগণের বিমানে পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের দাস স্থানীয়; সুতরাং তাঁহাদের ঔৎসুক্য কেবল শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাংশে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের রাসের রহস্যবিলাসে তাঁহাদের ঔৎসুক্য হইতে পারে না। যেহেতু দাসভক্তগণ রহস্যলীলা দর্শনে যোগ্যপাত্র নহেন। পরন্তু দেবস্ত্রীগণের বিলাস দর্শনে যোগ্যতা আছে বলিয়া তাঁহারা বিলাস ও নৃত্য উভয়ই দেখিয়াছিলেন। অতএব রাসস্থলীতে দেবগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করিতেছিলেন; গোপীগণের দর্শন হয় নাই। যোগমায়া দেবতা সকলের দর্শনশক্তি আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। কাজেই গোপীগণ দেবগণের দৃষ্টির বহির্ভূত ছিলেন। ৩-৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥ ৪

ভাবার্থদীপিকা

৪। তৎ তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অমলং নির্ম্মলং যশো জগুরিতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৪। ততস্তেভ্যো দিবৌকোভ্যঃ, কিংবা তদনন্তরং স্বয়মেব নেদুঃ, দিব্যত্বাৎ মহামঙ্গলোৎসব-স্বাভাবাচ্চ। এবমগ্রেঽপি, আদৌ দুন্দুভীনাং নাদো মঙ্গলার্থঃ, স্বস্ববর্গসংমেলনার্থশ্চ। নিতরাং পেতুঃ, নিশব্দেন বৃষ্টয় ইতি বহুত্বেন চ রঙ্গস্থল্যাং পুষ্পাস্তরণং কিল জাতমিতি বোদ্ধতে। স্ত্রীভি রপ্সরোভিঃ সপত্নীভিশ্চ সহিতা ইতি সর্ব্বেষামেব তদেকনিষ্ঠতোক্তা, ন তিষ্ঠতি মলো যস্মাদিত্যমলমিতি তেষামপি তদানীং সর্বদুর্বাসনা নিরস্তঃ ॥

মূলানুবাদ

৪। আকাশে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশ গান করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৪। অনন্তর তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অমল যশোগাথা গান করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৪। অনন্তর দেবগণ যশঃগান করিতে লাগিলেন, কিংবা দুন্দুভি সকল আপনা হইতে নিনাদিত হইল। এই দুন্দুভিসমূহ দিব্য বলিয়া মহামঙ্গলময় উৎসবস্বভাব স্বয়ংই বাজিতে লাগিল। এইরূপ যে যে স্থানে বাদ্যের কথা থাকিবে, সেই সেই স্থলেও জানিতে হইবে যে, ইহারা স্বয়ং বাজিতেছে। প্রথমতঃ দুন্দুভি বাদ্য উল্লেখের কারণ এই—রাসোৎসবে মঙ্গল সূচনার নিমিত্ত এবং স্ব স্ব বর্গের একত্রে সম্মীলন নিমিত্ত। 'নিপেতুঃ' নিরতিশয়। নি-শব্দে বৃষ্টি অর্থাৎ নিরতিশয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, রাসস্থলী পুষ্পসমূহে আস্তীর্ণ হইল। তদেকনিষ্ঠাবশতঃ গন্ধর্ব্বপতিগণ স্ব স্ব স্ত্রীগণের এবং অন্যান্য অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অমল যশো-গাথা গান করিতে লাগিলেন। 'অমল' যাহা হইতে চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায়, এই অর্থে অমল। ইহাতে বলা হইল যে, তদানীং তাঁহাদেরও নিখিল দুর্ব্বাসনা নিরস্ত হইয়াছিল।

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫

ভাবার্থদীপিকা

৫। সপ্রিয়াণাং কৃষ্ণসহিতানাম্। তুমুলঃ সঙ্কীর্ণঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৫। এবং দেবকৃতোৎসবমুক্ত্বা রাসযোগ্যং বাদ্যগীতাদি বক্তুমাদৌ বাদ্যমাহ—বলয়ানামিতি। কিঙ্কিণীনাং কাঞ্চ্যাদিবর্ত্তিনীনাং যোষিতামিতি; যোষিত্ত্বেন স্বভাবত এব বলয়াদিসদ্ভাবঃ সূচিতঃ; সপ্রিয়াণামিতি—তাসাং প্রীত্যর্থং তাবত্ত্বয়া প্রকাশমানস্য শ্রীভগবতোঽপি তাবদ্বলয়াদি-শব্দোঽভিপ্রেতঃ। রাসেন যন্মণ্ডলং মণ্ডলীবন্ধস্তস্মিন্॥

সারার্থদর্শিনী

৫। সপ্রিয়াণাং সকৃষ্ণানাম্। অত্র চকারেণ তত্রানদ্ধসুষিরতুমুলাদ্যপি সংগৃহীতানি। এষাং চকারেণোক্তত্বাদ-প্রাধান্যাদ্বলয়াদিবাদ্যানাচ্ছাদকত্বং ধ্বনিতম্॥

মূলানুবাদ

৫। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ সহ নৃত্যকারিণী প্রিয়াগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৫। রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারকারিণী প্রিয়াসকলের বলয়াদির তুমুল ধ্বনি হইতে লাগিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৫। এইরূপে দেবগণ-কৃত উৎসব বর্ণনা করিয়া এক্ষণে রাসযোগ্য বাদ্য-গীতাদি বর্ণন করিবার নিমিত্ত প্রথমে বাদ্যের বিষয় বলিতেছেন—'বলয়ানাং' ইত্যাদি। ব্রজদেবীগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। কিঙ্কিণী—কাঞ্চী প্রভৃতিগত ক্ষুদ্র ঝল্লরীযুক্ত কটিভূষণ। স্ত্রীজাতি নিবন্ধন স্বভাবতঃ বলয়াদি সদ্ভাব সূচিত হইয়াছে। 'প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সহিত' এই পদের অভিপ্রায় এই—ব্রজদেবীগণের প্রীতির নিমিত্ত তাবৎ-সংখ্যক প্রকাশমান শ্রীভগবানেরও তথাবিধ বলয়াদির শব্দ হইয়াছিল। 'রাসমণ্ডলে'—রাসে বা রাসের দ্বারা যে মণ্ডল, কিংবা রাসসম্বন্ধীয় যে মণ্ডলবন্ধ। ৫

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬

ভাবার্থদীপিকা

৬। মহামরকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে তাভিঃ স্বর্ণবর্ণাভিরাশ্লিষ্টাভিঃ শুশুভে। গোপীদৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব মধ্যপদাবৃত্তিমেকবচনম্ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৬। দেবকীসুতস্তত্তয়া ভবৎসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশোভা-ভরসম্পন্নোঽপি, তত্র তু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে। যদ্বা, তত্র যশোদাসুতত্বে অত্যন্তং শুশুভে, তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভ ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি তাভিঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—মধ্য ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বং, সর্ব্বেষু মধ্যেষ্বিত্যর্থঃ।

মূলানুবাদ

৬। সেই সকল স্বর্ণবর্ণ গোপকিশোরীর মধ্যে ভগবান দেবকীসুত মণিসমূহে মণ্ডিত ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৬। মহা মরকত—ইন্দ্রনীলমণি যেমন হেমবর্ণ মণিসমূহের মধ্যে মধ্যে শোভা পায়, তদ্রূপ হেমবর্ণা গোপীগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান অত্যন্ত শোভমান হইতে লাগিলেন। গোপীগণ প্রত্যেকেই যেমন মনে করিয়াছিলেন—'ভগবান কেবল আমার নিকটে রহিয়াছেন' এস্থলে সেই অভিপ্রায়েই 'মধ্যে মধ্যে' এইরূপ 'মধ্যে' পদের পুনরাবৃত্তি না করিয়া একটি মাত্র 'মধ্যে' এই একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৬। তোমাদের নিকট দেবকীসুত বলিয়া যিনি বিখ্যাত, সেই ভগবান সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বশোভাসম্পন্ন হইয়াও ব্রজসুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত শোভমান হইতে লাগিলেন। অথবা সেই যশোদাসুত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে হৈমমণির মধ্যস্থিত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় পরমশোভায় শোভিত হইয়াছিলেন। তাদৃশ হইয়াও অত্যন্ত শোভমান হইলেন, এই শোভা-

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৫। সপ্রিয়ানাম্—প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত সেই ব্রজসুন্দরীগণ। 'আনদ্ধ' ও 'শুষিরের' ধ্বনিতে তুমুল শব্দ হইয়াছিল; কিন্তু 'চ'কার দ্বারা এই সকলের অধ্যাহার করা হইল বলিয়া এই বাদ্যগুলি অপ্রধান; সুতরাং তদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহের বাদ্যধ্বনির আচ্ছাদক হয় নাই, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অতো মণ্ডল-মধ্যস্থোঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ, স এব হি শ্রীরাধিকাং সঙ্গে নিধায় বেণুবাদনপূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্বরাসমণ্ডলমতার্থং মণ্ডয়তি। তচ্চ ক্রমদীপিকাদ্যুক্ত-রাসান্তরানুসারেণ জ্ঞেয়ম্—'ইতরেতরবদ্ধকরপ্রমদাগণ-কল্পিতরাসবিহারবিধৌ। মণি-শঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা, বহুধা বিহিত-স্বকদিব্যতনুম্। সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং, দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ম্' ইতি মণিশঙ্কুগতত্বমপ্যুক্ত্বা তদেব পুনর্বিশেষ্য বর্ণ্যতে—'মণিনির্ম্মিত-মধ্যগশঙ্কুলস-দ্বিপুলারুণপঙ্কজমধ্যগতম্' ইত্যাদ্যনন্তরং—'তরুণীকুচযুক্পরিরম্ভমিলদ্বৃহদারুণবক্ষসমুখ্যগতিম্' ইতি। তথৈ-বোক্তম্—'মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা' ইতি। হৈমানাং হেমবিকারাণাং মণীনাং গোলোকতয়া মণিবন্নির্ম্মিতানাং মহামারকত ইত্যতিসামান্যতয়ৈকবচনম্ মেঘচক্র ইতি-বক্ষ্যমাণাৎ যথা মহামরকতমণেরপি হেমমণিমধ্যবর্ত্তিতয়ৈব শোভাধিকা স্যাৎ, তথা তস্যাপি প্রিয়াজনাশ্লেষেণৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তিশয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—'মধ্যে' ইত্যাদি। সামান্য বিবক্ষায় অর্থাৎ মণিসমূহের মধ্যে—বিশেষরূপে না বলিয়া সামান্যরূপে বলিবার ইচ্ছাতেই 'মধ্যেষু' এইরূপ বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ না করিয়া 'মধ্যে' এইরূপ একবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান প্রকাশভেদে বহু হইয়াই বিরাজ করিতেছিলেন, সুতরাং সেই রাসমণ্ডলের মধ্যস্থলেও এক প্রকাশ ছিল। সেই প্রকাশই শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে সমগ্র রাসমণ্ডলের অত্যন্ত শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাহাই ক্রমদীপিকা-কথিত রাসান্তর অনুসারে জানিতে হইবে। যথা, "পরস্পর বদ্ধহস্তা প্রমদাগণের কল্পিত রাস-বিহারস্থলে একই শ্রীকৃষ্ণ মণিসমূহের শঙ্কু বা কীলকরূপে নিজের দিব্যবিগ্রহকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই প্রকাশমূর্ত্তি ভুজযুগলে প্রেয়সীগণের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক দুই দুই গোপীর মধ্যে মধ্যে পৃথকভাবে বিদ্যমান ছিলেন।" এইরূপে মণিশঙ্কুগতত্ব বলিয়া তাহাই পুনর্ব্বার বিশেষভাবে বলিতেছেন—"মণিনির্মিত মধ্যগত শঙ্কুদ্বারা শোভমান বিপুল অরুণ পঙ্কজের মধ্যগত' ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পরে বলিয়াছেন—"তরুণী সকলের কুচযুগলের পরিরম্ভনে সংলগ্ন কুঙ্কুমদ্বারা অরুণিত বক্ষঃস্থল শোভিত' ইত্যাদি। আরও উক্ত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডলের মধ্যগত হইয়া বেণুদ্বারা গান করিয়াছিলেন। 'হৈমানাং'—হেমবিকার অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত। হৈম মণিসমূহের অর্থাৎ মণির ন্যায় গোলাকারে নির্মিত। "মহামরকত" এই একবচনান্ত পদপ্রয়োগের দ্বারা সামান্যরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কেননা, পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন—গোপীগণ, নানামূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘচক্রে শোভা পাইতে লাগিলেন। আবার যেমন মহামরকতমণি ও হেমমণি পরস্পর মধ্যবর্ত্তী হইলে অধিক শোভা হয়, তেমন শ্রীকৃষ্ণও প্রিয়াগণের আলিঙ্গনেই অধিক শোভমান হইলেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াজনের আলিঙ্গনেই শোভার আধিক্য সূচিত হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অন্যত্তৈঃ। তত্র মহচ্ছব্দপূর্ব্বঃ মরকতশব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্, অত্র কেচিদাহুঃ- স্বভাবেনেন্দ্র-নীলমণিনা বর্ণোঽপ্যসৌ নৃত্যগতিকৌশলেন যুগপদিব প্রত্যেকং কণ্ঠগ্রহণাদিনা তাঃ সর্ব্বা ব্যাপ্য ভ্রমণাৎ। যদ্বা, তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাদনতিশ্যামলমরকত-মণিবর্ণতা-প্রাপ্ত্যা মহামারকত ইত্যুক্তমিতি, ততশ্চ নৃত্যশক্তিবিশেষ এব, ন তু কোঽপি ভগবত্তাবিশেষ ইতি ॥৬॥

সারার্থদর্শিনী

৬। দেবকীসুতঃ ক্ষত্রিয়জাতিরপি ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি তত্র গোপজাতিস্ত্রীণাং মধ্যে অতিশুশুভে, ইন্দ্রনীলমণিবর্ণোঽপি কৃষ্ণস্তাসাং গৌরকান্তিমিশ্রণান্মরকতবর্ণস্তত্রাপি শোভাবৈলক্ষণ্যমালক্ষ্য মহচ্ছব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যেকে। মরকত শব্দোঽয়মিন্দ্রনীলমণি বাচীত্যপরে। "মহামারকত" ইত্যপি পাঠঃ ॥৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইস্থলে 'মহামরকত' পদের মহাশব্দপূর্ব্বক মরকত—শব্দ হইল বলিয়া ইন্দ্রনীলমণি বুঝাইতেছে। এস্থলে কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শ্যামলকান্তি হইলেও নৃত্যগতির কৌশলে প্রত্যেক স্বর্ণগৌরকান্তি গোপাঙ্গনাগণের যুগপৎ কণ্ঠগ্রহণাদি দ্বারা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। অথবা ব্রজসুন্দরীগণের সুবর্ণগৌরকান্তি-চ্ছটা সম্পর্কে অনতিশ্যামল মরকতমণির বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাকে 'মহামরকত' মণিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে আবার নৃত্যশক্তির অপূর্ব্ব কৌশল; কিন্তু ভগবত্তাবিশেষ দ্বারা নহে। ৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৬। দেবকীসুত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ। আবার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও তিনি গোপজাতির স্ত্রীগণের মধ্যে অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য এবং গোপীগণের বর্ণ কাঞ্চনের তুল্য। অতএব গোপীগণের গৌরকান্তি শ্যামল কৃষ্ণকান্তির মিশ্রণে মরকত বর্ণ; তথাপি পরস্পরের কান্তির শোভা বৈলক্ষণ্য বশতঃ 'মহা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গৌরকান্তি গোপীগণের মধ্যে মধ্যে অবস্থিত এবং গোপীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ইন্দ্রনীলমণি কান্তি শ্রীকৃষ্ণ মরকতমণির ন্যায় অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। মরকত-শব্দ ইন্দ্রনীলমণিবাচী হইলেও গোপীগণ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায় তাঁহার কান্তির যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, সেইরূপ গোপীগণেরও কান্তির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। কোন কোন পুথিতে 'মহামারকত' পাঠও দেখা যায়।

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈর্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥ ৭

ভাবার্থদীপিকা

৭। স যথা তাভিঃ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ পাদন্যাসৈরিতি। ভুজবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ ভজ্যমানৈর্মধ্যৈঃ চলদ্ভিঃ কুচৈশ্চ পটৈশ্চ। গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেষু চঞ্চলৈঃ। স্বিদ্যন্মুখ্যঃ স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ। কবরেষু রশনাসু চ গ্রন্থয়ো দৃঢ়া যাসাম্। যদ্বা তেষু তাসু চ অগ্রন্থয়ঃ শিথিলগ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। তত্র নানামূর্ত্তিঃ কৃষ্ণো মেঘচক্রমিব তাস্ত বহুবিধাস্তড়িত ইব স্বেদস্তষার ইব গীতং গর্জ্জিতমিবেতি যথাসম্ভবমূহ্যম্॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৭। ন কেবলং তাভিঃ সোঽধিকং শুশুভে, কিন্তু তেন তাশ্চ তথা শুশুভিরে ইত্যাহ—পাদেতি, পাদানাং ন্যাসাঃ নৃত্যগতিভির্ভূম্যাক্রমণভঙ্গ্যস্তৈঃ, ভুজানাং হস্তানাং বিশেষেণ ধুতিভিঃ হস্তকভেদেন চালনৈঃ। যদ্যপ্যন্যোঽন্য-বদ্ধবাহুত্বেন ভুজবিধুতয়ো ন সম্ভবেয়ুস্তথাপি কদাচিত্তদর্থমাবদ্ধত্বপরিত্যাগেনৈব। স্মিতসহিতৈর্ভ্রূবাং বিলাসৈস্তত্তদ্রসাভিব্যঞ্জকনর্ত্তনচাতুর্য্যৈর্ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন বিশেষতশ্চ নৃত্যার্থ-পরিবর্ত্তনাদিনা ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈঃ, কিংবা ভজ্যমানতা ভঙ্গঃ কৌটিল্যমিতি যাবৎ। কুটিলীভবন্মধ্যভাগৈরিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র মুহুরিতি মন্তব্যম্; কুচপটাঃ—ভগবদুত্থানে সতি পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীতানি নিজনিজোত্তরীয়াণ্যেব। অন্তস্তৈঃ। তত্র গ্রন্থয় ইত্যেব পদচ্ছেদো যোগ্যঃ, ন ত্বগ্রন্থয় ইতি। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যাদিকং ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্—তং কৃষ্ণং

মূলানুবাদ

৭। সেই সময় তাঁহাদের পদবিক্ষেপ, করচালন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, ভগ্নপ্রায় প্রতীয়মান কটীদেশের ভঙ্গিমা, চঞ্চল কুচ কম্পন ও বিস্রস্ত বসন এবং গণ্ডে দোলায়মান কুণ্ডল দ্বারা শোভমান মুখকমলে স্বেদবিন্দুর উদ্গম হইতেছিল। তাঁহাদের কবরী ও কাঞ্চিগ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুৎমালার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৭। যেরূপ গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ শোভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণও অতিশয় শোভিত হইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'পাদন্যাসৈঃ' ইত্যাদি। পদন্যাস, করচালন, ভজ্যমান কটিতট, চঞ্চল কুচপট, গণ্ডস্থলে চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা উপলক্ষিত স্বেদযুক্ত বদনবিশিষ্ট, কবরী ও কাঞ্চী দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত অথবা যাঁহাদের কবরী ও কাঞ্চীর গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ নানামূর্ত্তিতে প্রতিভাত অর্থাৎ মেঘচক্রের ন্যায়, গোপীগণ বহুবিধ চপলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। জলধারার ন্যায় তাঁহাদের স্বেদবিন্দু, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গীতধ্বনি হইতে লাগিল। ইত্যাদিরূপে ভাবুক ভক্তবৃন্দ যথাসম্ভব উহ্য করিয়া লইবেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গায়ন্ত্যঃ তা দৃষ্টান্তয়িতব্য-বশাৎ কৃষ্ণস্য তত্তৎপ্রকাশ-চক্রে বিরেজুঃ। কুত্র কা ইব? মেঘচক্রে তড়িত ইব। নন্থ মধ্যে মণীনাম্'—ইত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ঘটতে, অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুক সম্বন্ধাৎ, ন ত্বয়ং স্বাভাবিক-সম্বন্ধা-ভাবাত্তদেতদাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি। কৃষ্ণবধ্বঃ ইতি—তদ্বদত্রাপি স্বাভাবিকাদেব সম্বন্ধাদ্দাম্পত্য-মেবেতি ভাবঃ। অতএব তাসামভ্যাস-বিশেষং বিনাপি তেষু তেষু গুণেষু পরম এবোৎকর্ষো বর্ত্ততে ॥৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৭। কেবল যে ব্রজসুন্দরীগণের সাহচর্য্যে ভগবান্ অধিক শোভিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ভগবানের সাহচর্য্যেও ব্রজসুন্দরীগণ অতিশয় শোভিতা হইয়াছিলেন। ইহাই বলিতেছেন—'পাদেতি' পাদবিক্ষেপ, কর-সঞ্চালন ইত্যাদি। পাদবিক্ষেপ অর্থাৎ নৃত্যগতিতে ভূম্যাক্রমণ সহকারে চরণবিক্ষেপ। কর-সঞ্চালন—ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর করবন্ধন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কর-সঞ্চালন সম্ভব হয় না; কিন্তু এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কর-সঞ্চালনার্থ কখনও কখনও করবন্ধন পরিত্যাগ করিতেন। সহাস্য ভ্রূবিলাস এবং তত্তৎ রসাভিব্যঞ্জক নর্ত্তনচাতুর্য্যে ভজ্যমান কটিতট স্বভাবতঃ কৃশতা হেতু নৃত্যবিশেষের নিমিত্ত পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা যেন ঈষৎ ভগ্নভাবাপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ নৃত্যভঙ্গি বা নৃত্যকলা দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন সুমধ্যমা ব্রজসুন্দরীগণের দেহলতার মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুচপট—বক্ষঃস্থিত উত্তরীয় বসন। ভগবান আসন হইতে উত্থিত হইলে, পুনরায় পরিগৃহীত নিজ নিজ উত্তরীয় বসন। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে মূলের 'রশনাগ্রন্থয়ঃ' এই পদের ব্যাখ্যায় তিনি পদচ্ছেদ করিয়া 'অগ্রন্থয়ঃ' (শিথিলগ্রন্থয়ঃ) শিথিলগ্রন্থি ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু সেইস্থলে 'গ্রন্থয়ঃ' এইরূপ পদচ্ছেদই যুক্তিযুক্ত। 'কৃষ্ণবধ্বো'—এই পদে শ্রীশুকদেব ব্রজদেবীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বধূ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা শ্লোকোক্ত 'মেঘচক্র এবং তড়িৎ সমূহের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তিকগণেও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণেও স্বাভাবিক সম্বন্ধই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল, 'মধ্যে মণীনাম্' ইত্যাদি দৃষ্টান্তে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণের মিলনে পরস্পরের যে শোভাবৈশিষ্ট্য, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধ সংঘটনের বিষয় বলা হয় নাই। তাহাতেই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীগণের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। কেননা ব্রজদেবীদের অদাম্পত্য সম্বন্ধ হইতেছে আগন্তুক; কিন্তু বাস্তব স্বাভাবিক—সম্বন্ধাভাব আশঙ্কা বারণের নিমিত্ত বিচিত্র আনন্দের আবেশে রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব সেই অনুসারে 'কৃষ্ণবধ্বঃ' শব্দে ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাম্পত্যের সূচনা করা হইয়াছে। অতএব ব্রজদেবীগণের অভ্যাসবিশেষ ব্যতিরেকেও স্ব স্ব অনুরাগের পরমোৎকর্ষব্যঞ্জক তত্তৎ গুণের উৎকর্ষই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ৭

সারার্থদর্শিনী

৭। যথা তাভিঃ স শুশুভে তথা তেন তা অপি শুশুভিরে ইত্যাহ, পাদন্যাসৈরিতি। পাদানাং ন্যাসাঃ গীতরসতালানুসারিণ্যঃ পুনঃ পুনর্ব্যক্তীকৃতবিচিত্রনৃত্যগীতরস্তৈঃ। ভুজবিধুতিভিরন্যোন্যবদ্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্রৈঃ কম্পনৈঃ। কিঞ্চ, অন্যোন্যাবদ্ধভুজতাং ত্যক্ত্বা কদাচিদতিলাঘবতো হস্তকভেদেন করচালনৈর্গীতপদার্থাভিনয়ৈঃ স্মিতহসিতৈর্ভ্রূবাং বিবিধৈর্ভেদৈর্ভঙ্গিভিঃ। রসাভিনয়ার্থং স্বস্বকৌশলাবধাপনার্থঞ্চ, ভজ্যন্মধ্যৈঃ ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন নৃত্যবিবর্ত্তনাদিনা চ ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈশ্চলৈঃ কুচপটৈঃ কঞ্চুকোপরিতন বস্ত্রৈর্ভগবদুত্থানানন্তরং পুনঃ প্রতিসংগৃহীতৈঃ, কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রীচে"তি নানার্থবর্গঃ। অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়মানে "প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্ব" ইতি ভীষ্মোক্ত্যা বিরুদ্ধ্যেত তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃষ্ণস্য শ্যামলসুন্দরস্য তদেকানিষ্ঠা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকাশ্রয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া চ বধ্ব ইব বধ্ব ইতি প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণী ॥৭॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৭। (শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের গৌরকান্তি শোভার মধ্যে নীলমণির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণসহ গোপীগণ কিভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।) গোপীগণের সাহচর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ শোভিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যেও গোপীগণ অত্যন্ত শোভিতা হইয়াছিলেন। তাহাই 'পাদন্যাসৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। পাদন্যাস—চরণবিন্যাস। গোপীগণের নৃত্যকলার পরিচয় দিতেছেন। সেই নৃত্য-কালে তাঁহারা নানাভাবে পদবিন্যাস, করচালনা এবং সস্মিত ভ্রূবিলাসসহ গীতরস-তালানুসারে অর্থাৎ নৃত্যতালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পাদক্ষেপ, করচালনা ও অঙ্গ-ভঙ্গির সহিত বিচিত্র নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। 'ভুজবিধুতিভিঃ'—যদিও ইহাঁদের করপল্লব পরস্পর সংবদ্ধ ছিল, তবু কর-সঞ্চালনার্থ কখনও কখনও করবন্ধন পরিত্যাগ করিতেন বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের কটিদেশ স্বভাবতই কৃশ, তদুপরি নৃত্যভঙ্গিমা বশতঃ এমনভাবে দেহলতার সঞ্চালন করিতেছিলেন, যাহাতে মনে হইতেছিল যে, তাঁহাদের কটিদেশ যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। নৃত্যবশতঃ বক্ষঃস্থিত কুচপট কম্পিত হইতেছিল। তাঁহাদের বক্ষঃস্থিত কুচপট অর্থাৎ উত্তরীয় বসন (যাহা শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশনের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের আসন হইতে উত্থানের পর (গোপীগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন) গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃত্যবশতঃ এই উত্তরীয় বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। এই গোপীগণ সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব 'কৃষ্ণবধ্বঃ' বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বধূগণ অর্থাৎ ভোগ্যা স্ত্রীসকল। অমরকোষে নানার্থবর্গেও বধূ শব্দে—জায়া, স্নুষা এবং স্ত্রী। এই প্রমাণ বলে 'বধূ' শব্দের তিনটি অর্থ হয়—জায়া (ভার্য্যা) স্নুষা (পুত্রবধূ) এবং স্ত্রী (সাধারণভাবে স্ত্রীলোক) অতএব বধূ-শব্দে ভার্য্যা অর্থ গ্রহণ করিলে শ্রীভীষ্মদেবের উক্তির

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদগীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮

ভাবার্থদীপিকা

৮। নৃত্যমানা নৃত্যন্ত্যঃ। রক্তকণ্ঠ্যো নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ। কৃষ্ণস্যাভিমর্শেন সংস্পর্শেন মুদিতাঃ। ইদং বিশ্বম্ ॥৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৮। ততশ্চ প্রহর্ষোদ্রেকেণ তাসাং নৃত্যস্য প্রাধান্যং বর্ণয়িত্বা গানস্যাপ্যাহ—উচ্চৈরিতি। নৃত্যমানা ইতি নর্ত্তনেঽপি তাদৃশগানাত্তৎকৌশলবিশেষো দর্শিতঃ। গানাদিপ্রয়োজনমাহ—রতিঃ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিঃ, সৈব প্রিয়া যাসাম্। ন চোচ্চৈর্গানাদিনা তাসাং শ্রমঃ শঙ্কনীয় ইত্যাহ—কৃষ্ণস্যাভিমর্ষেণ মুদিতা ইতি অয়মপ্যেকো হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, গীতস্যোচ্চৈস্ত্বং দর্শয়তি, যাসাং গীতেনাবৃতং ব্যাপ্তং, যদ্বা, যাসাং গীতেন

মূলানুবাদ

৮। নানা রাগে রঞ্জিতকণ্ঠী কৃষ্ণরতিপ্রিয়া গোপীগণ নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে পুলকিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন, সেই গানের দ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইল।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৮। নৃত্যমানা—নৃত্য করিতে করিতে। রক্তকণ্ঠী—নানারাগে অনুরঞ্জিতকণ্ঠী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৮। অনন্তর ব্রজদেবীগণের প্রকৃষ্ট হর্ষের উদ্রেক হেতু নৃত্যের প্রাধান্য বর্ণন করিয়া গানেরও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—'উচ্চৈঃ' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা ব্রজদেবীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। 'নৃত্যমানা'—নৃত্য করিতে করিতে গান, ইহার দ্বারা তাদৃশ গান এবং নৃত্যের কৌশলবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। গানাদির প্রয়োজন নির্দ্দেশ

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। যেহেতু শ্রীভীষ্মদেব বলিয়াছেন—'প্রকৃতিমগমন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব বধূ-শব্দ সর্ব্বদাই স্ত্রী-বাচক নহে। অর্থাৎ অমরকোষে বধূ, জায়া, স্নুষা ও স্ত্রী-শব্দ সমার্থ-বাচক বলিয়া পুত্রবধূ প্রভৃতিতেও বধূ-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের—শ্যামলসুন্দরের আলিঙ্গিতা গৌরাঙ্গী গোপীগণ তাঁহারই আশ্রিতা—তদেকভোগ্যা বলিয়াই বধূর ন্যায় অর্থাৎ বধূস্থানীয়া, ইহাই বৈষ্ণবতোষণীর প্রকৃত অভিমত। ৭

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত-রাগসমূহেন ইদং জগদাবৃতং, তদনুসারিগানপরং জাতমিত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতা ষোড়শসহস্র-সংখ্যা রাগা এব জগতি বিভক্তা ইতি সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ; যথোক্তং সঙ্গীতসারে—'তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবতো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরা॥' ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নৃত্যেন মানঃ শ্রীকৃষ্ণকৃতসম্মানো যাসাং তাঃ, রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্, উচ্চৈর্গানে হেতুঃ—রতীতি কৃষ্ণেতি চ। যদ্বা উচ্চৈঃ শ্রীকৃষ্ণগানাদপ্যুচ্চতয়া; তথা চোক্তং শ্রীপরাশরেণ—'রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়তধ্বনিঃ। সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তদ্দ্বিগুণং জগুঃ॥' ইতি। তত্র হেতুমাহ—রক্তেত্যাদি-বিশেষণৈস্ত্রিভিঃ। এষাং যথেষ্টহেতুহেতুমত্ত্বং জ্ঞেয়ম্; এবং তত্রাতিশুশুভে তাভিরিত্যত্র তাসাং শোভাবদ্গানাদি-গুণস্যাপি পরমোৎকর্ষঃ সূচিতঃ। উত্তরত্র তু স্পষ্টমেব ॥৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিতেছেন—রতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রীতি এবং তাদৃশ প্রীতিই হইয়াছে যাঁহাদের একমাত্র প্রিয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইবেন, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সুখসাধনের নিমিত্ত ব্রজদেবী-গণের নৃত্য ও গীতবিষয়ক যে শ্রদ্ধা, তাহাই যাঁহাদের প্রিয়। উচ্চৈঃস্বরে গানাদি দ্বারা তাঁহাদের পরিশ্রম হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিও না। ইহাতেই বলিলেন—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং শ্রমাদি কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। এতাদৃশ আনন্দও তাঁহাদের উচ্চৈঃস্বরে গানের আর এক হেতু জানিতে হইবে। তাঁহারা যে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছিলেন, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহাদের গানে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের স্বয়ং উৎপ্রেক্ষিত রাগসমূহে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত—তদনুসারে গানে তৎপর হইয়াছে। কেননা সঙ্গীতশাস্ত্রে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, এই ব্রজদেবীগণের কল্পিত ষোড়শ সহস্র রাগ-রাগিনী-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গীতে এই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে। যথা, সঙ্গীতসারে—সংসারে যত জীব আছে, রাগও তত পরিমাণ আছে। তাহার মধ্যে গোপী-কৃত ষোড়শ সহস্র রাগই শ্রেষ্ঠ।' আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা নৃত্যকলা-পরিপাটী প্রকাশ করিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সম্মান বা পরমাদর লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল রক্তকণ্ঠী অর্থাৎ নানারাগে অনুরঞ্জিত রতিপ্রিয়া—প্রেমহেতু স্নিগ্ধ (কোমল) হইয়াছে কণ্ঠ যাঁহাদের, সেই অর্থে রক্তকণ্ঠী। ইহার দ্বারা কণ্ঠের ও গানের নিরতিশয় মধুরতা উক্ত হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের গান হইতেও উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন। এই বিষয় শ্রীপরাশরও বলিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণ এই রাসস্থলীতে যতদূর সম্ভব উচ্চধ্বনিতে গান করিয়াছিলেন। গোপীগণ তাঁহাকে 'সাধু কৃষ্ণ সাধু কৃষ্ণ' বলিয়া প্রশংসার সহিত দ্বিগুণ ধ্বনিতে গান করিয়াছিলেন।" তাহার হেতু রক্তকণ্ঠী ইত্যাদি বিশেষণত্রয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবিষয়ে যথেষ্ট হেতু হেতু-

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥ ৯

সারার্থদর্শিনী

৮। নৃত্যমানা নৃত্যন্তঃ। যদ্বা, নৃত্যেন মানঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদরো যাসাং তাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ। রাগাশ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে—"তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্য্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরে"তি। রতিঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিরেব প্রিয়া যাসাং তাঃ। কৃষ্ণস্যাভিমর্শেন স্পর্শাদিনা মুদিতা ইতি নৃত্যাদিশ্রমানুদ্গমঃ। যদ্গীতেন যৎকর্ত্তৃকেন গীতেন তদানীং ইদং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা যদ্গীতেন যৎকর্ম্মকেন গীতেনেতি। অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিভির্লোকৈর্যা গীয়ন্ত এবেত্যর্থঃ॥৮॥

মূলানুবাদ

৯। কোন গোপী শ্রীমুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড়জাদি স্বরালাপের উন্নয়ন করিলেন,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

মত্তা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্রজদেবীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এই রাসমণ্ডলে যেমন অত্যন্ত শোভমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহাদের গানাদি গুণেরও পরমোৎকর্ষ সূচিত হইল। অন্য অর্থ সুস্পষ্ট। ৮

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৮। রাসক্রীড়ায় নৃত্যেরই প্রাধান্য। সেই নৃত্যের বর্ণনা করিয়া এক্ষণে গানেরও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—নৃত্যমানা অর্থাৎ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। কিংবা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদর পাইয়া অতীব পুলকিত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের কণ্ঠ সঙ্গীতের নানারাগে রঞ্জিত হইয়াছিল অর্থাৎ এই পুলকের আবেশে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে নানারাগ-রাগিণীযুক্ত সঙ্গীত স্ফুরিত হইয়াছিল। 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে এই রাগ উক্ত হইয়াছে—"জগতে যত সংখ্যক জীব আছে, রাগও তত সংখ্যায় বিরাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বে গোপী-কৃত ষোড়শ সহস্র রাগই শ্রেষ্ঠ।" রতিঃ—শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যে প্রীতি, তাহাই হইয়াছে যাঁহাদিগের একমাত্র প্রিয়; সেইজন্য গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণরতিপ্রিয়া বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে প্রমুদিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নৃত্যাদি জনিত শ্রমের অনুদ্গম জানিতে হইবে। তাঁহারা যে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়াছিলেন, সেই গীত ধ্বনিতে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। অথবা তাঁহাদের গীতে অর্থাৎ যাবৎকর্ম্মক (রাসোৎসবে সমুচ্চারিত যে সঙ্গীতে পরস্পর পরস্পরকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই) সঙ্গীতে জগৎ ব্যাপ্ত। এমন কি অদ্যাপিও জগৎবাসী জনসকল সেই প্রেমসিক্ত সঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। ৮

ভাবার্থদীপিকা

৯। মুকুন্দেন সহ স্বরজাতীঃ ষড়জাদিস্বরালাপগতীঃ অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভিরসংকীর্ণাঃ। শ্রীয়মাণেন সম্মানিতা তজ্জাত্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৯। অধুনা পূর্ব্ববত্তাসু মুখ্যানাং প্রেমচেষ্টিতানি পৃথক্ত্বেনাহ—কাচিদিতি সার্দ্ধপঞ্চভিঃ। মুকুন্দেন সমমিতি তস্যাপি তদনুগত্বং বিবক্ষিতং 'সহ যুক্তেঽপ্রধানে' ইতি স্মরণাৎ। উন্নিন্যে উৎকৃষ্টং কল্পয়ামাস, অমিশ্রিতাঃ সংহত্য গানেঽপি বিলক্ষণত্বেন পৃথগবগতাঃ। ততশ্চ তেন মুকুন্দেন পূজিতা। কথং পূজিতা? তত্রাহ—সাধ্বিতি, বীপ্সা হর্ষেণ সাধুত্বদার্ঢ্যায় বা বদতেতি শেষঃ। তদেবেত্যর্দ্ধকম্। তদেব তালানিবদ্ধং কেবলরাগময়মেব বা প্রাথমিকত্বেন প্রাপ্তত্বাদাদি-তালময়মেব বা গীতং তৎক্ষণাদেব ধ্রুবং যতিনিঃসারসংজ্ঞ-তালদ্বয়ৈকতরাত্মকং ধ্রুবং ভোগাখ্যাবয়বদ্বয়মাত্রযুত-গীত-বিশেষং রচয়িত্বা জগাবিত্যর্থঃ। তস্মৈ চ মানমদাৎ

মূলানুবাদ

তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট মান বৃদ্ধি করিলেন। আবার কোন গোপী সেই স্বরকেই ধ্রুব-নামক তালে উন্নীত করিলেন; ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিলেন। ৯

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৯। কোন গোপী মুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড়জাদি স্বরের আলাপ গতি করিলেন। অমিশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উন্নীত স্বরালাপের সহিত অমিশ্রিত অর্থাৎ উভয়ে একসঙ্গে গান করিলেও বিলক্ষণ। তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ 'সাধু সাধু' বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন। আবার কোন গোপী সেই ষড়জাদি স্বরের উন্নয়নকেই 'ধ্রুব' নামক তালবিশেষে উন্নয়ন করিয়া গান করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৯। অধুনা পূর্ব্ববৎ ব্রজদেবীগণের মধ্যে প্রধানদিগের প্রেমচেষ্টা পৃথক পৃথক সার্দ্ধ পাঁচশ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—'মুকুন্দেন সমং' ইত্যাদি। কোন সখী শ্রীমুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড়জাদি স্বরের আলাপ উন্নয়ন করিলেন। উন্নয়ন করিলেন—উৎকৃষ্টরূপে আলাপ করিলেন। যদিও সেই ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণোন্নীতা রাগিনীর সহিত একত্র গান করিতেছেন, তথাপি ইহাঁদের গীতস্বর বিলক্ষণ বলিয়া তাহার পৃথক প্রতীতি হইতেছিল। তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পূজা করিলেন. কিরূপে পূজিতা হইলেন? শ্রীকৃষ্ণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাদের পূজা বা সম্মান করিতে লাগিলেন। আবার কোন গোপী উহাকেই অর্থাৎ পূর্ব্বগোপীর সেই তালাদিনিবদ্ধ ষড়জাদি স্বরের উন্নয়নকেই 'ধ্রুব' নামক তালবিশেষে উচ্চারণ করিয়া অতি

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্রীমুকুন্দ ইতি শেষঃ। কিন্তু পূর্ব্বতো বহু যথা স্যাত্তথেতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, স্বরা মত্তময়ূরাদিবদধ্বনয়ঃ ষড়্জাদয়ঃ সপ্ত; তদুক্তম্—'রঞ্জকাঃ শ্রোতৃচিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধা মতাঃ। ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা॥ ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ। ময়ূরচাতকচ্ছাগক্রৌঞ্চকোকিলদর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥' ইতি। অথ জাতয়স্তত্র রাগোৎপত্তিহেতবঃ; তদুক্তম্—'রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা॥ শুদ্ধা সপ্তবিধা জ্ঞেয়া তজ্জ্ঞৈঃ ষাড়্জ্যাদিভেদতঃ। ষড়্জকৈশিক্যাদিভেদাদেকাদশবিধা পরা॥' ইতি। আদিগ্রহণাদার্ষভীত্যাদয়ঃ ষট্, ষড়্জো দিব্যো বেত্যাদয়শ্চ দশ জ্ঞেয়াঃ, তা অমিশ্রিতাঃ স্বরজাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ, পরমপ্রাবীণ্যেন কেবল-তত্তজ্জ্ঞানাৎ। তত্রাপি উং উৎকৃষ্টং, নিন্দে গৃহীতবতী জগাবিত্যর্থঃ॥৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

উৎকৃষ্টরূপে গান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্ব গোপী অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। 'ধ্রুবে উন্নয়ন করিলেন' অর্থাৎ যতি ও নিঃসার, এই দুইটি তালের কোন একটি তালে নিবদ্ধ এবং ধ্রুব ও আভোগ-নামক গীতাবয়বদ্বয়ের গঠিত গীতবিশেষ রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা স্বরজাতি সম্পর্কে ইহা বলা প্রয়োজন যে, মত্তময়ূরাদিবদ্ধ ষড়জাদি সপ্ত স্বর। যথা, সঙ্গীতসাগর গ্রন্থে—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর শ্রুতিসম্ভূত এবং ইহা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তরঞ্জক। এই সকল স্বর যথাক্রমে—ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও মাতঙ্গ, এই সকল প্রাণীর সুদুর্গম স্বরের অনুরূপ হয়। অনন্তর রাগোৎপত্তির মূল হেতু হইতেছে জাতিসমূহ, এই জাতি অষ্টাদশবিধ উক্ত হইয়াছে। যথা, যাহা হইতে রাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে জাতি বলে। সেই জাতি শুদ্ধা ও বিকৃতা ভেদে দ্বিবিধা। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জ প্রভৃতি ভেদবশতঃ সাতপ্রকার বলিয়া থাকেন। আর বিকৃতা জাতি ষড়জ ও কৈশিক্যাদি ভেদে একাদশ প্রকার জানিবে। এই স্থলে কৈশিক্যাদি পদের আদি শব্দে ঋষভাদি ছয়টি এবং ষড়্জ ও দিব্য ইত্যাদি দশটী জানিতে হইবে। অমিশ্রিতা—স্বরজাতির এমনই বিশুদ্ধি যে, উহা কোন বিরুদ্ধ স্বরজাতির সহিত মিশ্রিত হয় নাই, ইহা কেবল প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞই বুঝিতে পারে। তাহাতে আবার ব্রজদেবীগণের 'উ'—উৎকৃষ্ট 'নিন্দে'—স্বরের আলাপ, সুতরাং ইহাঁদের কণ্ঠোত্থিত গানের তুলনা হয় না। ৯

সারার্থদর্শিনী

৯। স্বরজাতীরিতি স্বরাঃ খলু "ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ॥ ময়ূর-চাতক-ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দ্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্॥" তেষাং জাতীরষ্টাদশ। যদুক্তং—"রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধাঃ চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো জাতা বিকৃতসংজ্ঞয়া। ষাড়্জার্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদী শুদ্ধা এতাস্তু জাতয়" ইতি। অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ। যদ্বা, শুদ্ধা অপি জাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তদ্গানাৎ। তত্রাপি উৎকৃষ্টং নিস্তে। অতঃ পরমদুর্গেয়ানামপি তাসাং তথা গানমালক্ষ্য তেন কৃষ্ণেন সা পূজিতা স্বীয়পীতোত্তরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাখেয়মিতি প্রাজ্ঞঃ। তত্তজ্জাত্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিস্তে উন্নীতবতী, তস্যৈ কৃষ্ণো মানমাদরং বহুরত্নমালাপদকোর্ম্মিকাদ্যলঙ্কার মদাদিয়ং পূর্ব্বতোঽপ্যধিকসাদ্গুণ্যাবিষ্কারবতী ললিতা; ততশ্চ যথোত্তরোৎকৃষ্টতাদৃশগানে গোপীনামপ্রবৃত্তিমালক্ষ্য শ্রীরাধা স্বয়মগায়ন্তী স্বসখ্যাস্তস্যা এব সর্ব্বসাদ্গুণ্যোৎকর্ষং জ্ঞাপয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্ ॥৯॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৯। স্বরজাতি সম্বন্ধে 'সঙ্গীতসাগরে' উক্ত আছে—"ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সাতপ্রকার স্বর শ্রুতিসম্ভবা। এই সকল স্বর যথাক্রমে ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও মাতঙ্গ প্রভৃতি স্বরের অনুরূপ; কিন্তু ইহা অনুকরণ সহজসাধ্য নহে।" এই রাগোৎপত্তির জাতি অষ্টাদশ প্রকার যথা,—যাহা হইতে রাগোৎপত্তি হয়, তাহাকেই জাতি বলে। সেই জাতি শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভেদে দুইপ্রকার। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ সেই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জ প্রভৃতি ভেদে সাতপ্রকার বলিয়া থাকেন। আর বিকৃতা জাতি ষড়্জ ও কৈশিক্যাদি ভেদে একাদশ প্রকার জানিবে। উক্ত 'কৈশিক্যাদি" পদের 'আদি' শব্দে ঋষভাদি আরও ছয়টি এবং ষড়্জ ও দিব্য, এই দশটি জানিতে হইবে।" অমিশ্রিতা—শ্রীকৃষ্ণোন্নীতা রাগিনীর সহিত অসঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র গান করিলেও বিলক্ষণরূপে পৃথক বুঝা গেল। অথবা শুদ্ধা হইয়াও জাত্যন্তর অস্পৃষ্টা এবং পরম দুর্জ্ঞেয় বিশুদ্ধ স্বরজাতির আলাপ করিলেন। বিশেষতঃ পরম প্রবীণা বলিয়া কেবল তত্তৎ গানই অর্থাৎ রাস সঙ্গীত গান করিলেন। তাহাতে পরম পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার পূজা (সম্মান) অর্থাৎ স্বীয় পীত উত্তরীয় প্রদানে সম্মান করিলেন। এই গোপী শ্রীবিশাখাই হইবেন। আবার কোন গোপী উক্ত স্বরজাতির উন্নয়নকেই 'ধ্রুব' নামক তাল বিশেষের সহিত অতি উৎকৃষ্টরূপে গান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে পূর্ব্ব গোপী অপেক্ষা অধিকতর সম্মান

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০

ভাবার্থদীপিকা

১০। এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতানাং তাসামতিপ্রীতিবিলসিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। শ্লথন্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ যস্যাঃ সা ॥১০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১০। এবং কাসাঞ্চিদ্গুণোৎকর্ষপ্রাধান্যেন তত্রাপি তারতম্যেন গানাদ্যনুভাবকং প্রেম বর্ণয়িত্বা কাসাঞ্চিৎ সম্ভোগপ্রাধান্যেন বর্ণয়তি কাচিদ্রাসেত্যাদিনা। তত্রাপি কস্যাশ্চিৎ সৌভাগ্যপ্রাধান্যেনাহ—কাচিদ্রাসেতি। পার্শ্বস্থস্যেতি শীঘ্রসুখগ্রহণং দর্শিতম্, অন্যথা রাসাবেশেন স্খলনং সম্ভবেৎ। গদাং নটবৃন্দাধিপত্যুচিতাং

মূলানুবাদ

১০। রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা কোন গোপীর হস্তের বলয় ও কবরীর মল্লিকামালা শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থিত গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধ ধারণ করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১০। এইরূপে নৃত্য-গীতাদি হেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্মানিতা সেইসকল ব্রজসুন্দরীর মধ্যে কোন গোপী অতি প্রীতিবিলসিত। তাহাই 'কাচিৎ' শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন। রাসে পরিশ্রান্তা কোন গোপীর বলয় ও মল্লিকামালা শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১০। এইরূপে কোন কোন গোপীর গুণোৎকর্ষ প্রাধান্যে, তাহাতে আবার তারতম্য বশতঃ গানাদি যাহার অনুভাবক, তাদৃশ প্রেম বর্ণন করিয়া এক্ষণে কতিপয় গোপীর প্রেম-সম্ভোগ-প্রাধান্যের বিষয় বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হওত সেই সম্ভোগপ্রধান বর্ণনার মধ্যে আবার কোন এক সৌভাগ্যপ্রধানা গোপীর বিষয় বর্ণন করিতেছেন—'কাচিদ্রাস' ইত্যাদি দ্বারা। রাসশ্রমে

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

করিলেন। অর্থাৎ স্বীয় বহু রত্নমালা, পদক ও ঊর্মিকা (অঙ্গুরী) প্রভৃতি অলঙ্কার প্রদান করিলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত শ্রীবিশাখা অপেক্ষাও অধিক সাদ্‌গুণ্য আবিষ্কারবতী শ্রীললিতাদেবীই হইবেন। অতঃপর প্রধানা গোপীদ্বয়ের উত্তরোত্তর সঙ্গীতের উৎকর্ষ লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা স্বয়ংই সঙ্গীতালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজ সখীদ্বয়ের সর্ব্বসাদ্‌গুণোৎকর্ষ জ্ঞাপন করিলেন, স্পষ্টই তাহা প্রতিপাদিত হইবে। ৯

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গদাকৃতিং যষ্টিং বিভর্ত্তীতি ; যদ্বা, গদতি বর্ণাত্মকং শব্দং নিগদতীতি গদা বংশী, তাং তদুচিতত্বেনাপি বিভর্ত্তীতি গদাভৃৎ, তস্য ; অতএব মধ্যস্থাপি নটবৃন্দাধিপতিস্থানীয়োঽয়ং প্রকাশঃ, পরিশ্রান্তিলক্ষণং শ্লথদিতি, শ্রমেণ নবমালিকাবদ্বিলুলিতাঙ্গায়াং শ্লথন্তঃ পরস্পরং বিচ্ছিন্ত সংঘট্টং কুর্ব্বন্তো বলয়াঃ, তথা শ্লথন্ত্যো গলন্ত্যো মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা ; তথা শ্রীপরাশরেণাপ্যুক্তম্—'পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়-লাপিনীম্। দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ॥' ইতি। অত্র মল্লিকানাং শিথিলতা চ জ্ঞেয়া, শোভাদি দর্শনানাং মধ্যে সোঽয়ং মাধুর্য্যনামানুভাবো জ্ঞেয়ঃ ; যথোক্তম্—'মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা' ইতি। এবমস্যাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বং মধ্যস্থিতত্বঞ্চ চ দর্শিতম্। তস্মাৎ শ্রীরাধিকেয়ম্, অতো নিকটপঠিতে গানবিদ্যয়া তদ্দ্বয়সুখকারিণ্যৌ তৎসখ্যৌ শ্রীললিতাবিশাখে ভবেতাম্ ; পূর্ব্বস্যাস্তাদৃশচেষ্টত্বেন বর্ণনং স্বতন্ত্রনায়িকাত্ব-ব্যঞ্জকম্। উত্তরয়োর্গীতাদিগুণত্বেন বর্ণনং সাহায়ক-ব্যঞ্জকমিতি ॥১০॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পরিশ্রান্তা কোন গোপী পার্শ্বস্থিত শ্রীগদাধরের স্কন্ধদেশ নিজ বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। 'পার্শ্বস্থ' এই পদদ্বারা শীঘ্র এবং সুখে স্কন্ধদেশ গ্রহণ সূচিত হইয়াছে। অন্যথা রসাবেশে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা ছিল। 'গদাধর' পদের 'গদা' শব্দে নটবৃন্দাধিপতির উপযুক্ত গদাকৃতি যষ্ঠি, তাহাকে যিনি ধারণ করিয়াছেন, এই অর্থে গদাধর। অথবা যাহা বর্ণাত্মক শব্দ নিগদিত করে, এই অর্থে গদা—বংশী, সেই বংশীকে যিনি নটবৃন্দাধিপতির উপযুক্ত বলিয়া ধারণ করিয়াছেন। অতএব নটবৃন্দের অধিপতি যেরূপ নটগণের মধ্যস্থানে অবস্থান করেন, তদ্রূপ ভগবানের এই প্রকাশ, রাসমণ্ডলীর মধ্যভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন— শ্লথ ইত্যাদি। পরিশ্রমে নবমল্লিকার ন্যায় বিলুলিত অঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পর সংঘট্টকারী বলয় এবং কবরীস্থ মল্লিকাপুষ্পসকল স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীপরাশরও বলিয়াছেন—"কোন গোপী ভ্রমণ-শ্রমে শ্রান্তা হইয়া চঞ্চল বলয় মুখরিত বাহুলতা মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন।" এস্থলে মলিকাপুষ্পেরও শিথিলতা জানিতে হইবে। শোভাদি দর্শন অনুভাবের মধ্যে এস্থলে এই মাধুর্য্য নামক অনুভাব প্রকটিত হইয়াছে। মাধুর্য্যের লক্ষণ—সর্ব্বাবস্থায় যাবতীয় চেষ্টার চারুতা বা মনোহারিতার ন্যায় মাধুর্য্য। এইরূপে এই গোপীর স্বাধীন ভর্ত্তৃকাত্ব ও মধ্যস্থিতাত্ব দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ইনি শ্রীরাধিকা। অতএব নিকটপঠিত এবং গানবিদ্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখোৎপাদিকা তাঁহার সখীদ্বয় ললিতা ও বিশাখা। আর পূর্ব্ববর্ত্তিনী তাদৃশ চেষ্টার বর্ণন স্বতন্ত্র নায়িকাত্বব্যঞ্জক। উত্তরবর্ত্তিনী তাদৃশ গীতাদি গুণত্বের বর্ণন সাহায়কব্যঞ্জক। ১০

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১১

ভাবার্থদীপিকা

১১। উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং বাহুম্ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১১। অথ প্রাক্তনক্রিয়াসাদৃশ্যেন নূনং শ্রীশ্যামলাবিলাসমাহ—তত্রেতি। একা গোপী অংসগতং স্বস্কন্ধস্থিতং স্বভাবত এব উৎপলপুষ্পতোঽপ্যধিকং তজ্জাতীয়ং সৌরভং যস্যেত্যর্থঃ। বিশেষতশ্চন্দনেন আ

সারার্থদর্শিনী

১০। সাদ্গুণ্যপ্রাধান্যেন সখ্যৌ বর্ণয়িত্বা সৌভাগ্যপ্রাধান্যেন সর্ব্বমুখ্যতমাং বর্ণয়তি,—কাচিদিতি। গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য, পক্ষে গদনং গদা গদা গীতবত্যোঃ সখ্যোর্গুণতারতম্যজ্ঞানকথা, তাং বিভর্ত্তি ধত্তে। পুষ্যতি বা তস্য স্কন্ধং বাহুনা দক্ষিণেন জগ্রাহ আললম্বে। শ্লথন্তৌ বলয়াঃ মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা। স্বাধীনকান্তত্বাদিয়ং শ্রীবৃষভানুকুমারী ॥১০॥

মূলানুবাদ

১১। কোন গোপী নিজস্কন্ধে স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণের চন্দনচর্চ্চিত উৎপলগন্ধযুক্ত করকমল আঘ্রাণপূর্ব্বক রোমাঞ্চিত হইয়া চুম্বন করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১১। উৎপলের সৌরভের ন্যায় সৌরভযুক্ত যে শ্রীকৃষ্ণের বাহু।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১০। সদ্গুণপ্রধানা সখীদ্বয়ের বর্ণনা পূর্ব্বশ্লোকে করা হইয়াছে। এক্ষণে সৌভাগ্য-প্রধানা ও সর্ব্বমুখ্যতমা সখীর বর্ণনা করিতেছেন—'কাচিৎ' শ্লোকে। রাসনৃত্যে পরিশ্রান্তা কোন গোপী পার্শ্বস্থিত গদাভৃতের স্কন্ধ নিজ বাহু দ্বারা গ্রহণ করিলেন। গদাভৃত—শ্রীকৃষ্ণ। পক্ষে গদা বলিতে নিগদন, বা গীত-আলাপন। যথা,—গীতবতী সখীদ্বয়ের গুণ-তারতম্য-জ্ঞান কথা যিনি অবগত আছেন বা যিনি সেই জ্ঞানের ধারণ ও পোষণ করেন, তাদৃশ গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ স্বীয় দক্ষিণ বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার হস্তের বলয় ও কবরস্থ মল্লিকা শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপে এই রমণীর স্বাধীনকান্তত্বাদিময় দর্শিত হইয়াছে, সুতরাং ইনি শ্রীবৃষভানুকুমারী।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সম্যক্ ভক্তিচ্ছেদাদিসাধুপ্রকারেণ লিপ্তং, হ স্পষ্টম্। চুম্বনে হেতুঃ হৃষ্টরোমেতি প্রেমবৈবশ্যাদিত্যর্থঃ। শ্লেষেণ রোমাণ্যপি হৃষ্টানি, তস্যাশ্চ হর্ষঃ কিং বক্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রাগল্‌ভ্যাখ্যোঽনুভাবঃ; যথোক্তম্ — 'নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা' ইতি ॥১১॥

সারার্থদর্শিনী

১১। অংসগতং স্বস্কন্ধে স্থিতং চন্দনালিপ্তমপি উৎপলস্যেব সৌরভং যস্যেতি স্বাভাবিকেন গাত্রস্যোৎপলগন্ধেনাত্যধিকেন চন্দনগন্ধস্যাবরণাৎ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত ক্রিয়াতুল্যত্বাদিয়ং নূনং শ্যামলা ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১১। অনন্তর প্রাক্তন ক্রিয়ার সাদৃশ্যবশতঃ এই শ্লোকে নিশ্চয়ই শ্রীশুকদেব শ্রীশ্যামলার বিলাস বর্ণন করিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। তাহার মধ্যে এক গোপী নিজস্কন্ধস্থিত উৎপল পুষ্পাপেক্ষাও অধিক তজ্জাতীয় সৌরভযুক্ত চন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণবাহু চুম্বন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সেই বাহু চন্দনে আলিপ্ত। এই আলিপ্তপদের 'আ' শব্দে সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ বিবিধ অঙ্গরাগ দ্বারা অতি সুন্দরভাবে লিপ্ত। মূল শ্লোকে 'হ' শব্দ আছে। এই 'হ' শব্দের অর্থ স্পষ্টতঃ। অতএব প্রেমবৈবশ্য হেতু পুলকাবলী স্পষ্টই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। অথবা স্পষ্টতঃ তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। চুম্বনের কারণ কি? পুলকাঞ্চিত কলেবরে অর্থাৎ প্রেমবৈবশ্যহেতু অবশভাবে চুম্বন করিলেন। শ্লেষে ইহাও বলা হইল—যখন প্রতি লোমকূপ হর্ষে রোমাঞ্চিত হইল, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ যে হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে আর কি বক্তব্য? এই প্রকারে অন্তঃকরণে হর্ষ সূচিত হইলেও নিঃশঙ্কহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের করকমল চুম্বনহেতু কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভতাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে প্রাগল্‌ভ্য নামক অনুভাব প্রকটিত হইয়াছে। তল্লক্ষণ যথা,—সম্ভোগ বিষয়ক চুম্বনাদি প্রয়োগে যে নিঃশঙ্কভাব, তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রগল্‌ভতা বলিয়াছেন। ১১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১১। এক গোপী নিজস্কন্ধস্থিত উৎপল পুষ্পাপেক্ষাও অধিক সৌরভযুক্ত ও চন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণবাহু আঘ্রাণ করিলেন। স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ উৎপল পুষ্পাপেক্ষাও অধিক, সুতরাং চন্দনগন্ধের আবরণ বা লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু পূর্ব্ব অধ্যায়ে (৪র্থ অধ্যায়ের ৪-৮ শ্লোক পর্য্যন্ত) যে সকল গোপীর যে ক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য বশতঃ ইনি নিশ্চয়ই শ্রীশ্যামলা হইবেন।

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্ ।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥ ১২

ভাবার্থদীপিকা

১২। নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং গণ্ডং কপোলং তথাভূতে স্বগণ্ডে সন্দধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ ॥১২॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১২। তাম্বূলচর্ব্বিতাদানসাম্যেন নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীশৈব্যাবিলাসমাহ—কস্যাশ্চিদিতি। স্বগণ্ডং শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে নাট্যেঽতিশ্রমব্যাজেন সন্দধত্যা ইতি ভাবঃ। প্রাদাৎ তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। তত্র দানে ষষ্ঠী নিগূঢ়ার্থা আর্ষী বা ॥

সারার্থদর্শিনী

১২। নাট্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োশ্চ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষা কান্তির্যত্র স চাসাবত এব মণ্ডিতশ্চ তস্মিন্ গণ্ডে কৃষ্ণকপোলে শ্রমব্যাজেন গণ্ডং সন্দধত্যৈ কস্যৈচিৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ। তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। ইয়ং পূর্ব্বোক্তসাম্যাচ্ছৈব্যা ॥

মূলানুবাদ

১২। কোন গোপী নৃত্যচঞ্চল কুণ্ডলের কিরণদীপ্ত স্বীয় গণ্ডদেশ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ গণ্ডে স্থাপন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চর্ব্বিত তাম্বূল দান করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১২। কোন গোপী নৃত্যবশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড আপনার তথাভূত গণ্ডে সংযোজিত করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১২। তাম্বূলচর্ব্বিত গ্রহণের সাদৃশ্য হেতু নিশ্চয়ই পূর্ব্ববৎ শ্রীশৈব্যার বিলাস বর্ণন করিতেছেন—'কস্যাশ্চিৎ' ইত্যাদি। কোন গোপী নৃত্যবশতঃ দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তির দ্বারা স্বকীয় গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ গণ্ডে সংযোজিত করিলেন। অর্থাৎ যেন কতই পরিশ্রান্তা হইয়াছেন, এই ছলে সংযোজিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখ, নিজমুখের সম্মুখ করিয়া চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। এস্থানে 'প্রাদাৎ' শব্দের দ্বারা নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দানে ষষ্ঠী হইয়াছে বা আর্ষ প্রয়োগও হইতে পারে।

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥ ১৩

ভাবার্থদীপিকা

১৩। কূজন্তী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৩। শ্রীহস্তগ্রহণানুসারেণ নূনং পূর্ব্ববৎ শ্রীচন্দ্রাবলীবিলাসমাহ—নৃত্যতী নৃত্যন্তী, গায়তী গায়ন্তী চ কূজদিত্যত্র গানানুরূপ-তালযুক্তং কূজিতং জ্ঞেয়ম্। পার্শ্বস্থস্যাচ্যুতস্য নিশ্চয়ত্বেন তৎপার্শ্ব এব স্থিতস্য ভগবতো হস্ত এবাব্জং তাপহারিত্বাদিনা তৎশ্রান্তা সতী শ্রমনিবৃত্ত্যর্থমিবেত্যর্থঃ। শিবং স্বতঃ সুখরূপম্, এবং মুখ্যাঃ ষড়্ক্তাঃ, তথৈব সপ্তমী পদ্মাপি জ্ঞেয়া; সারল্যেন লক্ষিতা পূর্ব্ববদ্বিষ্ণুপুরাণোক্তা ভদ্রা ত্বিয়ং স্ফুটমষ্টমী স্যাৎ; যথা—কাচিৎ পরিরসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্। গোপী গীত-স্তুতিব্যাজনিপুণা মধুসূদনম্॥' ইতি। শ্রীজয়দেবচরণাস্ত্বিমামেব বর্ণনাবিশেষেণ সরসচরিতাং সাধয়িত্বা শ্রীরাধাং ব্যঞ্জয়ামাসুঃ—রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্' ইত্যাদিনা॥১৩॥

মূলানুবাদ

১৩। আর এক গোপী নূপুর ও মেখলার কূজনের তালে তালে নৃত্য ও গান করিতে করিতে যখন শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পার্শ্বস্থ অচ্যুতের মঙ্গল করকমল স্বীয় স্তনযুগে স্থাপন করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৩। নৃত্যকালে নূপুর ও মেখলার শব্দ ঝঙ্কার হইতেছিল যাঁহার, সেই গোপী।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৩। শ্রীহস্ত গ্রহণানুসারে পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় শ্রীচন্দ্রাবলীর বিলাসবর্ণন করিতেছেন—'নৃত্যতী' শ্লোকে। কোন গোপী নৃত্য ও গান করিতে করিতে পরিশ্রান্তা হইয়া পার্শ্বস্থিত অচ্যুতের করকমল স্তনযুগলে ধারণ করিলেন। কূজিত—গানের অনুরূপ-তালযুক্ত ধ্বনিত হইতেছিল জানিতে হইবে। পার্শ্বস্থ অচ্যুতের স্বতঃসুখকর করকমল শ্রমনিবৃত্তির জন্য নিজস্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন। শিবম্—স্বতঃসুখরূপ। এইরূপে মুখ্যা ছয়জন সখীর প্রেমবিলাস পৃথক পৃথক বর্ণিত হইল।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১২। কোন গোপী নৃত্যবশতঃ চঞ্চল কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তি দ্বারা বিদ্যোতিত স্বকীয় গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ গণ্ডস্থলে সংযোজন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনার মুখ হইতে চর্ব্বিত তাম্বূল তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন।

গোপ্যো লব্ধ্বাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥ ১৪

ভাবার্থদীপিকা

১৪। এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্ব্বিজহ্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি॥

সারার্থদর্শিনী

১৩। নৃত্যন্তী গায়ন্তী হস্তাব্জমধাদিত্যেকা চন্দ্রাবলী, হস্তগ্রহণসাম্যাৎ দ্বিতীয়া পদ্মা, তদানীং চরণাব্জং স্তনয়োরধাৎ; ইদানীং হস্তাব্জং স্তনয়োর্ধত্তে স্মেতি স্তনতাপনিবৃত্তেরুভয়থাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্রা তু অত্রানুক্তাপি পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া॥১৩॥

মূলানুবাদ

১৪। এইরূপে গোপীগণ লক্ষ্মীর একান্ত বল্লভ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহার বাহুর দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া তদীয় গুণগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এই প্রকার পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্তমী সখী পদ্মার বিলাসও জানিতে হইবে। আর সারল্য রূপে লক্ষিতা পূর্ব্ববৎ বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভদ্রা সখী স্পষ্টতঃ অষ্টমী হইলেন; সুতরাং এই অনুসারে তাঁহার বিলাসও বুঝিতে হইবে। যথা,—'গীত ও স্তুতি ব্যাজ সুনিপুণা শোভমানা কোন গোপী শ্রীমধুসূদনের প্রেমবিলসিত বাহু চুম্বন করিতে লাগিলেন।" শ্রীজয়দেবও বর্ণনা-বিশেষ দ্বারা এই অষ্টমী সখী শ্রীভদ্রাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সরস-চরিত সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীরাধার সমক্ষেই তাঁহার বিলাস প্রকাশ করিয়াছেন—'রাসোল্লাসে বিহ্বলা সেই ব্রজসুন্দরীগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধ শ্রীরাধিকা যাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন' ইত্যাদি।১৩

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৩। এই গোপী এতক্ষণ নৃত্য ও গান করিতেছিলেন; ইদানীং ইনি শ্রম নিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থ হইয়া তাঁহার করদ্বয় স্বীয় স্তনদ্বয়ে স্থাপন করিয়া সন্তাপ দূর করিলেন। পূর্ব্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই ইনি শ্রীচন্দ্রাবলী। কিংবা হস্তগ্রহণ সাম্যবশতঃ দ্বিতীয়া সখী শ্রীপদ্মা। সে সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্বীয় স্তনোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, অধুনা তিনি শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিয়া স্বীয় স্তনে স্থাপন করিলেন। এইজন্য উভয়স্থলেই স্তনযুগলের তাপ নিবৃত্তি দেখা যাইতেছে। অষ্টমী শ্রীভদ্রার কথা এখানে অনুক্ত থাকিলেও ইনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিশেষ কোন প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৪। অচ্যুতং কস্মাচ্চিদপি রূপগুণাদি-মাহাত্ম্যাচ্চ্যুতিরহিতম্ তস্য দুর্লভতামাহ—শ্রিয়োঽপি একান্তং বৈকুণ্ঠনাথাদিতোঽপ্যতিশয়ায়িতান্তং বল্লভং 'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ' (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যনুসারেণ প্রেমবিষয়ং, ন তু লব্ধং তং কান্তং রমণং লব্ধ্বা; যদ্বা, শ্রিয়ঃ কান্তং কামনাস্পদং একান্তবল্লভং স্বৈকনিষ্ঠ-প্রিয়তমং লব্ধ্বা, ন কেবলং লাভঃ, কিন্তু স্বল্পমপি বিশ্লেষমসহমানেন তেন স্বদোর্ভ্যাং গৃহীতঃ কণ্ঠো যাসাং তাদৃশ্য ইত্যর্থঃ। অতএবাতিপ্রেমানন্দেন তমেব গায়ন্ত্যো বিজহিরে ইতি। এবং শ্রিয়োঽপি সকাশাত্তাসামতিমাহাত্ম্যমভিব্যক্তং, তথৈব গম্যতে শ্রীমদুদ্ধবেন—'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ। রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদি॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৪। অন্যান্য গোপীগণও এইরূপে বিবিধ বিভ্রমের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন, ইহাই 'গোপ্যো' শ্লোকে বলিতেছেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৪। অচ্যুত—বহুগোপীর সহিত বিহার করিলেও রূপ-গুণ প্রভৃতি মাহাত্ম্যের মধ্যে কোন একটি মাহাত্ম্য হইতে কদাপি যাঁহার চ্যুতি নাই। এই শ্রীকৃষ্ণ যে অতি দুর্লভ তাহাই বলিতেছেন—লক্ষ্মীদেবীর একান্ত বল্লভ। অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীরও একান্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতম বল্লভ বা প্রেমবিষয়। (কেননা যাঁহার প্রাপ্তির আশায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীও তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন, এই অনুসারে) পরন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীও তাঁহাকে রমণরূপে লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে গোপীগণ রমণরূপে লাভ করিয়াছিলেন। অথবা লক্ষ্মীদেবীর কান্ত অর্থাৎ কামনাস্পদ অচ্যুতকে একান্তবল্লভ অর্থাৎ স্বৈকনিষ্ঠ-প্রিয়তমরূপে যে কেবল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ অল্পমাত্র বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া স্ববাহুদ্বারা ব্রজদেবীদের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়াছেন। অতএব অতি প্রেমানন্দের সহিত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ব্রজগোপীসকলের অতিশয় মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা শ্রীউদ্ধব অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—"অহো! অতি ক্ষুদ্র আমাদের কথা দূরে থাকুক, একান্ত রতিশীলা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। যদি লক্ষ্মীদেবী লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে স্বর্ণপদ্মের ন্যায় কান্তি ও বর্ণবিশিষ্টা অন্যান্য বৈকুণ্ঠপুরবাসিনী দেবীগণেরও তাহার লাভ নিশ্চয়ই হয় নাই, সুতরাং এ বিষয়ে স্বর্গস্থিতা দেবীগণের প্রসঙ্গই উঠে না। সেই প্রসাদ কি? তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন—রাসোৎসবে এই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডযুগল দ্বারা পরমাসক্তিভরে গৃহীতকণ্ঠা ব্রজসুন্দরীগণ যে জাতীয় প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। ১৪

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম্মবক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশস্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৫

সারার্থদর্শিনী

১৪। এবমন্যা অপি গোপ্যঃ স্বস্বভাবানুসারিণ্যো বিজহ্রিরিত্যাহ—গোপ্য ইতি। অত্র "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ" ইতি। নাগপত্নীস্তুত্যা, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ" ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চ "শ্রীঃপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপ" ইতি ভাগবতামৃতোত্থাপিতপৌরাণিককথয়া চ নারায়ণকান্তায়াঃ শ্রিয়ঃ কৃষ্ণসঙ্গা-সম্ভবাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। কান্তং কমনীয়মচ্যুতং কৃষ্ণং একান্তবল্লভং লব্ধ্বা বিজহ্রিরে। তদ্দোর্ভ্যাং কৃষ্ণভুজাভ্যাং গৃহীতাঃ কণ্ঠা যাসাং তাঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয় ইবেত্যর্থঃ। সা যথা নারায়ণবক্ষোগৃহীতগাত্রী এতা গোপ্যোঽপি তথা কৃষ্ণভুজগৃহীতকণ্ঠা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, নারায়ণেনৈক্যং কৃষ্ণস্যাপি শ্রীবল্লভতা ॥

মূলানুবাদ

১৫। সেই রাসসভায় গায়ক হইয়াছিল অলিকুল এবং সেই রাসসভায় গোপীগণ বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর ধ্বনির তালে তালে ভগবানের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাদের চূর্ণ কুন্তলে অলঙ্কৃত কপোলদেশ এবং স্বেদবিন্দু সুশোভিত বদনকমলের অপূর্ব্বশোভা হইয়াছিল। তাঁহাদের কেশপাশ হইতে কুসুমমালা ভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িতেছিল।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৪। উল্লিখিত মুখ্যা গোপীগণের ন্যায় অন্য গোপীসকলও আপন আপন স্বভাবানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাহাই 'গোপ্য' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইপ্রকারে "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ" ইত্যাদি নাগপত্নী স্তুতি। এবং "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ" ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবোক্তিতে এবং "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধচরত্তপ" ইত্যাদি শ্রীভাগবতামৃতে উত্থাপিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে জানা যায়—শ্রীনারায়ণের কান্তা শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভের অভিলাষ করিয়া থাকেন; কিন্তু অভিলাষ-মাত্রই দৃষ্ট হয়—সঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই।* এই কান্ত অতি কমনীয় এবং অচ্যুত। অর্থাৎ একই সময়ে বহু গোপীর সহিত বিহার করিলেও তাঁহার কোন মাহাত্ম্যাই চ্যুত হয় না। এই প্রকারে সকল গোপীই এই পরম কমনীয় ও পরম শোভাস্পদ একান্ত বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে

* শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাতে লোলুপ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার তপস্যার কারণ কি?' উত্তরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন 'আমি গোপীরূপ ধারণ করিয়া তোমার সহিত বিহার করিবার অভিলাষ করি'। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাহা দুর্ল্লভ'। শ্রীলক্ষ্মীদেবী পুনরায় বলিলেন, 'হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় হইয়া তোমার বক্ষে বাস করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হইবে।' সেই অনুজ্ঞায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন।

ভাবার্থদীপিকা

১৫। তত্র বাদকেষু গায়কেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহুৎসু নৃত্যৎসু চান্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাসসম্ভ্রমমাহ কর্ণোৎপলেতি। কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈরলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্যঃ। বলয়নূপুরঘোষৈর্বাদ্যৈর্ব্বাদিত্রৈঃ। স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিব অকুর্ব্বন্নিত্যুৎপ্রেক্ষিতম্। ভগবতা সহ ননৃতুঃ। ক? ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাং রাসসভায়াম্॥ ৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৫। তথৈব তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শয়তি—কর্ণেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ণেতি তাসাং রাসেন শ্রমেঽপি পরমশোভা দর্শিতা, তথাপি নৃত্যে হেতুমাহ—ভগবতা নিজাশেষমাধুর্য্যসারসর্ব্বস্বং প্রকটয়তা সমমিতি তৎসাহিত্যস্য পরমোল্লাসকত্বাৎ, যতো গোপ্যস্তদেকপ্রেমবশত্বেন প্রসিদ্ধা ইত্যর্থঃ। তেন সমমিত্যনেন তাসাং

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৫। তথায় (সেই রাসসভায়) গায়ক, বাদক, সস্ত্রীক গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি রসাবেশে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক্ষণে অন্যপ্রকার বাদ্যাদি সম্পত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক রাস-সম্ভ্রম বর্ণন করিতেছেন—'কর্ণোৎপল' শ্লোকে। গোপীগণের কর্ণোৎপল, অলকাশোভিত কপোল-দেশ এবং স্বেদধারায় শ্রীমুখমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য্য শোভা হইল। তাঁহাদের বলয়-নূপুর-কিঙ্কিণী-সমূহ বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। তাঁহাদের নিজ নিজ কেশকলাপ হইতে পুষ্পমালা বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার দ্বারা বোধ হইতে লাগিল, যেন কেশকলাপ তালগতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব মস্তক কম্পনপূর্ব্বক পদতলে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। এইরূপে গোপীগণ ভগবানের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই রাসসভায় ভ্রমরগণ গায়ক হইয়াছিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৫। তাদৃশভাবেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষা অধিকরূপে ব্রজসুন্দরীগণের মাহাত্ম্য 'কর্ণোৎপল' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—তাঁহাদের কর্ণোৎপল, অলকাশোভিত কপোলদেশ স্বেদবিন্দুজলের দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ রাসক্রীড়ায়

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুদ্বারা প্রত্যেকেরই কণ্ঠ প্রেমভরে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্রী যেমন শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক বক্ষে গৃহীতা হইয়াছেন, এই গোপীগণও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভুজদ্বয়ে গৃহীত হইয়াছিলেন। অথবা শ্রীনারায়ণের সহিত ঐক্যবশতঃ এই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীরও পরমপ্রিয়, সেই শ্রীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ স্বীয় স্বীয় বাহুযুগলে আবদ্ধ করিয়া ব্রজগোপীসকল বিহার করিতে লাগিলেন। ১৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তৎসদৃশবৈদগ্ধ্যাদিকমপি সূচিতং, তথা তাসামিব তস্যাপি কর্ণোৎপলেত্যাদিকং সর্ব্বং বোধ্যতে। উৎপলধারণঞ্চ সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণেনৈব কারিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ভ্রমরগায়কেতি—তত্তদুচিতগানসমর্থত্বাত্তেষামসাধারণত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র বাদকেষ্বিতি দুন্দুভিনাদাভিপ্রায়েণ, তদ্ধি নাদাদিকং তেষাং তন্নৃত্যানুকূলমেবাসীদিতি তৎ সম্মতম্। কিন্নরাদিষ্বিতি চ দিবৌকসামিত্যুক্তেস্তদন্তর্গতত্ব সম্ভাবনয়েতি। এবং তত্র তাসাং ন কাচিদন্যতো গীতাদেরপ্যপেক্ষা, কিন্তু স্বানন্দেনৈব তেষাং মধ্যে মধ্যে বাদনাদিচেষ্টিতমিতি ॥১৫॥

সারার্থদর্শিনী

১৫। পৃথক্ পৃথক্ গাননৃত্যাদিসাদাস্যশোভামুক্ত্বা সমুদিতনৃত্যজনিতবক্ত্রাদিশোভাং বিবৃণোতি,—কর্ণোৎপলেষু। কর্ণধৃতোৎপলোপলক্ষিতচক্রিকাকুণ্ডলেষু অলকানামতিলৌল্যাদ্বিবিধাষ্টঙ্কা বেষ্টনানি চ কপোলেষু ঘর্ম্মবিন্দবশ্চ তৈর্বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ "টঙ্কি বন্ধে" বলয়নূপুরাদ্যলঙ্কারাণাং ঘোষস্তল্য স্বরতয়া নাদো যেষু তৈর্বাদ্যৈঃ তত্রানন্দগুষিরৈস্তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাভিরেব স্বসফলীকরণার্থমাগত্য বাদিতৈঃ, স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পরিশ্রান্তা হইলেও কর্ণোৎপলাদি দ্বারা তাঁহাদের পরমশোভা প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি নৃত্যের হেতু বলিতেছেন— শ্রীভগবান স্বীয় অশেষ মাধুর্য্যের সারসর্ব্বস্ব প্রকটনকারী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত নৃত্য করায় তাঁহাদের যেরূপ পরমোল্লাস হইয়াছিল, যেহেতু তাঁহারা গোপী—কৃষ্ণৈকপ্রেমপরবশত্বরূপে প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ শ্রীভগবানেরও পরম উল্লাস হইয়াছিল। আর 'শ্রীভগবানের সহিত' এই বাক্যে গোপীদেরও যে কৃষ্ণসদৃশ বৈদগ্ধ্যাদি ছিল তাহাও সূচিত হইল। অতএব গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কর্ণোৎপলাদি সমস্ত ভূষণই ছিল বুঝিতে হইবে। আর এই যে ব্রজসুন্দরীগণের উৎপল ধারণ, ইহা সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণই ধারণ করাইয়া দিয়াছিলেন জানিতে হইবে। সেস্থলে ভ্রমরসকল গায়কের কার্য্য করিতেছিল; সুতরাং তত্তৎ রাসনৃত্যযোগ্য গানে সমর্থত্ব প্রযুক্ত ভ্রমরগণের অসাধারণত্ব অভিব্যক্ত হইল। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাসমণ্ডলীতে বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীসমূহ বাদ্যধ্বনি করিতেছিল; সুতরাং ভ্রমরের গুঞ্জন এবং বলয় কিঙ্কিণীর বাদ্যনির্ঘোষ উভয়ের সম্মিলনে দুন্দুভিনাদে মুখর হইয়াছিল। এই প্রকারে বাদ্যের একতান নাদাদি রাসনৃত্যের অনুকূলই হইয়াছিল। আর 'গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি রসাবেশে মোহপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন'।—ইহা অবশ্য রাসদর্শনের প্রারম্ভে বুঝিতে হইবে। অতএব অন্যপ্রকার বাদ্যাদির কথা বলিয়া শ্রীশুকদেব সেই রাসলীলার গৌরবই প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রাসলীলায় অন্যপ্রকার বাদ্যাদির অপেক্ষা নাই; কিন্তু গায়ক ও বাদক গন্ধর্ব্ব-কিন্নর প্রভৃতি দেবতাসকল স্বানন্দে মধ্যে মধ্যে বাদনাদি চেষ্টামাত্র করিয়াছিলেন। ১৫

এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৬

সারার্থদর্শিনী

ব্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্নিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ভ্রমরা অপি গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াম্ ॥১৫॥

মূলানুবাদ

১৬। বালক যেমন নিজের প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, রমাপতি ভগবানও সেইরূপ আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ অবলোকন, উদ্দামবিলাস ও হাস্যের সহিত স্বীয় শক্তি ব্রজরমণীগণের সহিত রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৫। পৃথক পৃথক গান-নৃত্যাদির সদ্‌গুণশোভা বর্ণন করিয়া এক্ষণে সমুদিত নৃত্যজনিত ব্রজসুন্দরীদিগের মুখমণ্ডলের শোভাবর্ণন করিতেছেন—কর্ণোৎপলেষু। গোপীগণ সমভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের শোভা কিরূপ হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। তাঁহাদের কর্ণে উৎপল উপলক্ষিত চক্রিকা, (কর্ণের ঊর্দ্ধদেশের ভূষণ-বিশেষ) কুণ্ডল, অলকাশোভিত কপোল অর্থাৎ তাঁহাদের কপোলদেশ স্রস্ত কেশপাশ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল (অলক বিটঙ্ক কপোল) এবং নৃত্যশ্রমহেতু বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদ্গম হইতেছিল। তাহাতে তাঁহাদের বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইতেছিল। নৃত্যহেতু অঙ্গ-সঞ্চালনের জন্য তাঁহাদের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীগুলি বাজিয়া উঠিতেছিল। সেই সকল অলঙ্কারের ধ্বনিই তাঁহাদের রাসনৃত্যের তাল দিবার উপযোগী বাদ্যের কাজ করিতেছিল। এই বাদ্যের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া আনদ্ধ (চর্ম্মনির্ম্মিত মর্দলাদি বাদ্য) ও শুষির (বাদ্যভেদ অর্থাৎ বংশী, পারী, মধুরী প্রভৃতি) এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল স্ব স্ব কলাকুশলতা সফলীকরণার্থ বাদ্য সহকারে আনন্দসঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। ব্রজদেবীগণ শ্রীভগবানের সহিত সমভাবে নৃত্য করিতেছিলেন। সেই নৃত্যহেতু তাঁহাদের পরম উল্লাস হইয়াছিল এবং সেই উল্লাসে বিবশ হইয়া পড়াতে এবং নৃত্যের তালে তালে শিরঃকম্পন-হেতু তাঁহাদের কবরীর পুষ্পমালাসমূহ বিস্রস্ত হইয়া পড়িতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন তাঁহাদের কেশকলাপ তালের গতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। একথা শ্রীস্বামীপাদও বলিয়াছেন। এইসকল স্খলিত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বহু ভ্রমর আসিয়াছিল। তাহারাও স্বভাবসুলভ গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিল। এইরূপে তাহারাও এই রাসসভায় গায়ক হইয়াছিল।

ভাবার্থদীপিকা

১৬। যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি। তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি। স্বপ্রতিবিম্বৈর্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য স ইব। অনেনৈতদ্দর্শিতম্। স্বীয়মেবম্ সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধ্যলাবণ্যমাধুর্য্যাদি চ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথা অর্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৬। এবমিতি তৈর্য্যাখ্যাতম্। তত্রাবতারিকা দৃষ্টান্তবলাদেব প্রতিপন্না। যথার্ভক ইত্যাদিকা সা এবেত্যন্তব্যাখ্যা চাস্যা এবানুগতা। উভয়ত্রাপি প্রতিবিম্বস্থানীয়ানাং শ্রীগোপীনামর্ভকস্থানীয়স্য শ্রীভগবতশ্চ মুহুঃ পরস্পরমনুকরণাৎ। তত্র চ শ্রীভগবত এবার্ভকস্যেব বিলাসায় স্বয়ং প্রবৃত্তিস্তৎপ্রবর্ত্তনং তদীয়বিলাসবিশেষশ্চ লভ্যতে। ততস্তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্ত ইতীদস্ত্বাগন্তুকমিব লক্ষ্যতে। যদনেনৈতদ্দর্শিতমিত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। তত্র চ তা এব তদ্‌গুণপ্রকাশিকা ইতি প্রতিপদ্যতে। যথার্ভকঃ প্রতিবিম্বদ্বারত এব স্বীয়মুখ-মাধুর্য্যাদ্যনুভবতি, ন তু স্বতঃ, তথা শ্রীভগবানপি তাদৃশ-নিজ-প্রেয়সীদ্বারত এবেতি হি গম্যতে, তাসাং

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৬। গোপীগণ যেরূপ ভগবানের সহিত নানাবিধ বিভ্রম সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ভগবানও তাঁহাদের সহিত বিবিধ বিলাস দ্বারা রমণ করিতে লাগিলেন, ইহাই 'এবম্' শ্লোকে বলিতেছেন—ব্রজগোপীগণের সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন. কিন্তু গোপীগণের বিলাস তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন —বালক যে প্রকার স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ। ইহার দ্বারা প্রদর্শিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ আপনারই নিখিল কলা-কৌশল এবং সৌগন্ধ্য, লাবণ্য ও মাধুর্য্যাদি সেই গোপীগণে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৬। 'এবম্' ইত্যাদি অর্থাৎ 'রমণ করিতে লাগিলেন, অথচ গোপীগণের বিলাস তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই' শ্রীস্বামিপাদের টীকার এই অংশটি যেন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, বালক যেরূপ আপনার মুখ-মাধুরী প্রভৃতি প্রতিবিম্ব দ্বারা অনুভব করে, আপনা হইতে অনুভব করিতে পারে না; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও তাদৃশ নিজ প্রিয়াগণ দ্বারা মাধুর্য্যাদি অনুভব করেন। কারণ গোপীগণের প্রেমময় উদয় না হইলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদির উদয় হইত না। এস্থলের অবতারিকা দৃষ্টান্তবলেই প্রতিপন্ন হইয়াছে—যথার্ভক ইত্যাদি। উভয়ত্রই প্রতিবিম্বস্থানীয় গোপীগণের এবং অর্ভকস্থানীয় শ্রীভগবানের পরস্পরের অনুকরণ হইয়াছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রেমময়ত্বদয়ং বিনা তদনুদয়াৎ। যদ্বা, রমায়া ঈশঃ প্রভুরপি ব্রজসুন্দরীভিরেব রেমে, ন তু তয়েতি ততোঽপি তাসাং প্রেমগুণসৌন্দর্য্যমধিকমভিপ্রেতম্। যদ্বা, রমায়া ঈশঃ প্রভুরেব ন তু রমণঃ ব্রজসুন্দরীভিস্তু রেমে, তথাপি তথৈবাভিপ্রেতং, তদপি রমণমসাধারণমেবেতি। সচমৎকারমাহ—এবমিতি। তত্র পরিষঙ্গস্তাসামাশ্লেষঃ, করাভিমর্ষস্তাসাং করালভনং, স্নিগ্ধেক্ষণং তন্মুখাদীনাং সরসাবলোকনম্, উদ্দামবিলাসঃ স্তনস্পর্শনাদিঃ, হাসশ্চ ভাবোদ্রেক-বিলসিতস্মিতং, তৈঃ। এবং তস্য তাসামপি সর্ব্বোপরিচর-গুণত্বেন পরস্পরং সাম্যমাসক্তিঞ্চ দৃষ্টান্তেন ব্যঞ্জয়তি—যথেতি। কশ্চিদর্ভকস্তদ্বয়ঃস্বভাবেনাত্যন্তক্রীড়াসক্তঃ স্বপ্রতিবিম্বে বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশশ্চ যথা স্বতুল্যাভিস্তাভিঃ স্বপ্রতিমূর্ত্তিভী রমেত, তস্যাসৌ প্রেমবশতাস্বভাবেন তন্ময়ক্রীড়াসক্তঃ সন্ স্বরূপশক্তিত্বেন স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বাৎ প্রতিবিম্বস্থানীয়াভিস্তাভী রেমে। অতএব তৎসদৃশত্বাভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমপি গোপবধ্ব ইত্যনুক্ত্বা কৃষ্ণবধ্ব ইত্যেবোক্তম্; তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—'আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভি-স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইতি। অত্র চ যথার্ভকো যাদৃশং মুখচালনাদিকং কুরুতে, তাদৃশং তৎপ্রতিবিম্বমূর্ত্তয়োঽপি, যাদৃশং তাস্তাদৃশমেব

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহাতেও বালকের ন্যায় শ্রীভগবানের বিলাসের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্তি, এবং তাহার প্রবর্ত্তনও তদীয় বিলাসবিশেষই লাভ হইতেছে। অথবা 'রমেশ'—রমার (লক্ষ্মীর) ঈশ (প্রভু) হইয়াও এই প্রকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত রমণ করিলেন, কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীর সহিত নহে। ইহা দ্বারা শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপেক্ষাও ব্রজসুন্দরীগণের রূপ, গুণ, প্রেম ও সৌন্দর্য্য যে অধিক, তাহাই অভিপ্রেত হইয়াছে। অথবা রমার ঈশ (প্রভু) কিন্তু রমণ নহেন; তথাপি যে সেইরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, তাহা সাধারণ রমণ মাত্র। কারণ তিনি ব্রজসুন্দরীগণেরই সহিত রমণ করিয়াছিলেন। অতএব চমৎকার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—'এবম্' ইত্যাদি। বালক যেমন স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ রমাপতি শ্রীকৃষ্ণও আলিঙ্গন, করমর্দ্দন (করদ্বারা স্তন উরু প্রভৃতির মর্দ্দন বা সংস্পর্শ) স্নিগ্ধ ঈক্ষণ (অনুরাগের সহিত তাঁহাদের দিকে নয়ন-সঞ্চালন এবং মুখাবলোকন) উদ্দামবিলাস (স্তনস্পর্শাদি) এবং হাস্যবিলাসে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবত্তায় পরস্পরের সাম্য এবং আসক্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। যে প্রকার কোন বালক, তাহার বয়ঃস্বভাবসুলভ তাদৃশ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া দর্পণ-প্রতিবিম্বিত স্বীয় মূর্ত্তির সহিত ক্রীড়া করিয়া আনন্দলাভ করে, তদ্রূপ প্রেমস্বভাবে তন্ময় ক্রীড়াসক্ত হইয়া স্বরূপ-শক্তি (হ্লাদিনীরূপ) স্বপ্রতিমূর্ত্তিত্বহেতু প্রতিবিম্বস্থানীয় সেই সকল গোপীর সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। অতএব সাদৃশ্য অভিপ্রায়ে পূর্ব্বেও 'গোপবধূ' না বলিয়া 'কৃষ্ণবধূ' এইরূপ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ক্রীড়াকৌতুকিত্বাৎ, সোঽপ্যেবং শ্রীকৃষ্ণশ্চ শ্রীগোপ্যশ্চ পরস্পরমাসক্তত্বাদনুচক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। অনেন তাসামিব তস্যাপ্যত্র স্নিগ্ধশব্দব্যঞ্জিতস্নেহবিকারো দর্শিতঃ। স চ সাত্ত্বিকোঽপ্যুক্তঃ শ্রীপরাশরেণ—'গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ। পুলকোদ্গমশষ্পায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ॥'. ইতি ॥১৬॥

সারার্থদর্শিনী

১৬। এবং রাসনৃত্যাঙ্গৈরেব কৃষ্ণস্য সম্ভোগাঙ্গান্যপি নির্বৃত্তানীত্যাহ—পরিষ্বঙ্গ আলিঙ্গনং, একৈকয়া সহ যুগ্মনৃত্যে। করেণাভিমর্শঃ স্পর্শঃ সচ নৃত্যগতিসমাপ্তৌ স্বদক্ষিণকরেণ প্রিয়াবামবক্ষোজে তালন্যাসরূপঃ। স্নিগ্ধেক্ষণং রহস্যাঙ্গেষু সপ্রেমাবলোকনং উদ্দামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানমিষাচ্চুম্বনাদিঃ। হাসস্তত্তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং মুখোল্লাসঃ পরিহাসো বা তৈঃ। রমেশঃ রমায়াং লক্ষ্ম্যাং ঐশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে নতু

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বলিয়াছেন। তাহাই শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিত নিজরূপতাহেতু কলাস্বরূপা সেই গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকে বাস করেন, আদি পুরুষ সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" এস্থলে বালক যেরূপ মুখচালনাদি করে, তাহার আপন প্রতিবিম্বও সেইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগোপীগণ পরস্পর আসক্তিহেতু ক্রীড়ার অনুকরণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গোপীগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণেরও 'স্নিগ্ধ' শব্দ ব্যঞ্জনা দ্বারা স্নেহের বিকারই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। ইহাই সাত্ত্বিকরূপে কথিত হইয়াছে। যথা শ্রীপরাশর—'শ্রীহরির ভুজযুগল গোপীদের গণ্ড সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ তৃণ সমূহের নিমিত্ত যেন স্বেদাম্বুরূপ মেঘস্বরূপ লাভ করিল। ১৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৬। এই প্রকারে রাসনৃত্যের নৈপুণ্যের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগের অঙ্গগুলিও নির্বৃত্ত (অনুষ্ঠিত) হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন—পরিষ্বঙ্গ (আলিঙ্গন) এক এক গোপীর সহিত যুগ্ম-নৃত্যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। অর্থাৎ গোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ তাঁহাদের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সম্ভোগবিলাস করিয়াছিলেন। গোপীগণ সহ যুগ্মনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন এবং নৃত্যগতি সমাপ্তিতে তাল রাখিবার জন্য স্বীয় দক্ষিণ হস্তে প্রিয়ার বাম স্তন স্পর্শ করিয়া তালসমাপ্তি করিতেছিলেন। স্নিগ্ধেক্ষণ—নৃত্যের মাঝে কখনও বা তিনি প্রিয়ার রহস্যাঙ্গের প্রতি সপ্রেম অবলোকন করিতেছিলেন। উদ্দামবিলাস—পারিতোষিক প্রদান ব্যপদেশে চুম্বনাদি করিতেছিলেন। হাস—তাদৃশ পারিতোষিক প্রদানের পর মুখোল্লাস বা পরিহাসও করিতেছিলেন। রমেশ—তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর প্রতি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াই রমাপতি; কিন্তু এইভাবে ব্রজগোপীগণের সহিত

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৭

ভাবার্থদীপিকা

১৭। তাসু ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ তদঙ্গেতি। তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা যুৎ প্রীতিস্তয়া আকুলান্যবশানি ইন্দ্রিয়াণি যাসাং তাঃ। বিশ্লথবন্ধান্ কেশাদীন্ অঞ্জসা প্রতিব্যোঢ়ুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং নালং ন সমর্থা বভূবুঃ। বিস্রস্তা মালা আভরণানি চ যাসাং তাঃ॥

সারার্থদর্শিনী

রময়েত্যর্থঃ। যথার্ভকো মুগ্ধস্তথৈব তাসু প্রেমাধীনত্বান্মৌগ্ধ্যমেব দধন্নতু রমায়ামিবৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ। ননু, পরঃসহস্রাভিস্তাভিঃ কথমেকঃ স রেমে তত্রাহ,—স্বস্য প্রতিবিম্বং প্রতিস্বরূপমেব বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ। "প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচন"মিত্যত্র বিম্ব-শব্দেন যথা স্বরূপমুচ্যতে তথৈবাত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া সহ একৈকস্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাৎ। স্ব-প্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যান্তরং নেষ্টম্ ॥১৬॥

মূলানুবাদ

১৭। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দে ব্রজরমণীগণ এতই বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহাদের কবরীবন্ধনমালা, অঙ্গের বসন-ভূষণ, কুচাবরণ কঞ্চুলিকাদি বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের যথাযথ স্থানে বিন্যাস করিতে সামর্থ্য ছিল না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

রমণ করিয়াছিলেন—রমার সহিত করেন নাই। গোপীগণ সহ শ্রীভগবানের এই কেলিবিলাস ঠিক যেন শিশুর স্বীয় প্রতিবিম্বসহ ক্রীড়া। অর্থাৎ বালক যেমন স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করিয়া মুগ্ধ হয়, সেইরূপ প্রেমাধীনতায় শ্রীভগবানও গোপীগণের নিকট মুগ্ধতাই পোষণ করিয়াছিলেন; পরন্তু রমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশের মত নহে। যদি বল, অসংখ্য গোপীর সহিত এক শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন—যাঁহার বিলাস স্বীয় প্রতিবিম্বেই (প্রতিরূপেই) বর্ত্তমান। "যিনি তপস্যানিরত অতৃপ্ত-নয়ন মানবকে স্ববিম্ব দর্শন করাইয়া পুনরায় লোকলোচন হইতে বিম্ব সহিত অন্তর্হিত হন।" এই শ্লোকে যেমন বিম্ব-শব্দে স্বরূপ কথিত হইয়াছে; সেইরূপ এস্থলে এক এক প্রিয়ার সহিত এক এক স্বরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভগবান তাঁহারই স্বরূপশক্তির সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কারণ ব্রজগোপীগণ তাঁহারই হ্লাদিনীশক্তিত্বে স্বরূপভূত, ইহা তাঁহারই আত্মভূত লীলারই প্রকাশ। স্বপ্রতিচ্ছবিত্বের অনৌচিত্য ব্যাখ্যা অভিপ্রেত নহে। ১৬

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৭। ততশ্চ তাসামত্যন্তানন্দবৈবশ্যেনৈব রাসবিরামোঽজনীত্যাহ—তদঙ্গেতি, তদঙ্গসঙ্গৈঃ ক্রমেণ প্রকর্ষং প্রাপ্তা যা মুৎ হর্ষঃ, তয়াকুলেন্দ্রিয়াঃ; আকুলেন্দ্রিয়তালক্ষণমাহ—কেশানিত্যাদিনা। দুকূলং পরিধানীয়ং ক্ষৌমবস্ত্রং, কুচপট্টিকাং কঞ্চুকস্থানীয়মুত্তরীয়ম্ ॥

সারার্থদর্শিনী

১৭। ততশ্চ তা ভগবদ্বিলাসৈরানন্দবিহ্বলা বভূবুরিত্যাহ,—তদঙ্গেতি। প্রকৃষ্টা মুৎ আনন্দস্তয়া আকুলেন্দ্রিয়াঃ। কুচপট্টিকাং কঞ্চুলিকাম্। প্রতিব্যোঢ়ুং ব্যোঢ়ুং নালং ন সমর্থাঃ ॥

মূলানুবাদ

১৮। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা দর্শন করিয়া দেবাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কামে মোহিতা হইলেন। আর তারাগণের পতি চন্দ্রও বিস্মিত হইয়া নিজগতি ভুলিয়া গেলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৭। অনন্তর ব্রজসুন্দরীগণ কিন্তু ভগবদ্‌বিলাসে আকুলা হইয়া উঠিলেন। ইহাই 'তদঙ্গ' শ্লোকে বলিতেছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত অতুল আনন্দে বিবশেন্দ্রিয়া হইলে তাঁহাদের কেশকলাপ আলুলায়িত হইল, পরিধেয় বসন, কুচপট্টিকা (কঞ্চুকস্থানীয় উত্তরীয় বসন) শ্লথ অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ যথাযথরূপে ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৭। অনন্তর ব্রজসুন্দরীদের অত্যন্ত আনন্দ-বৈবশ্যেই রাসের বিরাম হইল। ইহাই বলিতেছেন—'তদঙ্গ' ইত্যাদি। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গজনিত অত্যন্ত আনন্দে (ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত আনন্দে) আকুলেন্দ্রিয়া হইলেন। আকুলেন্দ্রিয়তার লক্ষণ—তাঁহাদের আলুলায়িত কেশপাশ, দুকূল (পরিধেয় ক্ষৌমবসন) কুচপট্টিকা (কঞ্চুকস্থানীয় উত্তরীয় বসন) যথোচিতভাবে প্রতিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৭। অনন্তর গোপীগণ শ্রীভগবানের অঙ্গসঙ্গলাভে এবং বিলাসের পুলকবশতঃ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাই 'তদঙ্গ-সঙ্গ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। তাঁহারা অপূর্ব্ব আনন্দবশে এতই আকুলচিত্তা হইয়াছিলেন যে, স্বীয় স্বীয় কুচপট্টিকা (কঞ্চুলি) যথোচিতভাবে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ভাবার্থদীপিকা

১৮। ন কেবলং তা এবাকুলেন্দ্রিয়াঃ কিন্তু দেবোঽপীত্যাহ কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ শশাঙ্কশ্চেতি। অনেনৈতৎ সূচিতম্,—শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বেঽপি গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুস্ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৮। কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্ত্বেন মাধুর্য্যাদিভিঃ পরমপরিপূর্ণস্য বিক্রীড়িতং পূর্ব্বপূর্ব্বতোঽপি বৈশিষ্ট্যেন ক্রীড়াং বীক্ষ্য সাক্ষাৎ সেবাদিময়প্রীতিবৈশিষ্ট্যেন দৃষ্ট্বা খেচরা দেবাদয়স্তেষাং স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা অপি কামেন শ্রীভগবদ্বিষয়কেণ পীড়িতাঃ সত্যো ব্যমুহ্যন্। পূর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তৌ নিজাযোগ্যত্বাদি-বিচার-রাহিত্যেন পশ্চাদ্দেহাদেরপি বিস্মরণেন মোহবৈশিষ্ট্যং প্রাপুঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্রাতিদীর্ঘাস্বিতি, অন্যথা স্বচ্ছন্দ বহুলসুখক্রীড়ানামপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যমাণস্য 'ব্রহ্মরাত্রে' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৮) ইত্যস্যার্থং ব্রহ্মণশ্চতুর্যুগসহস্রপরিমিতায়াং রাত্রৌ গতায়ামিতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে, তদপি সম্ভবেদেব। ভগবচ্ছক্ত্যাশেষবিরুদ্ধস্য সমাধেয়ত্বাদ্বিস্ময়াদিনা গতিস্থগিতত্বং

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৮। কেবল যে ব্রজসুন্দরীগণ আকুলেন্দ্রিয়া হইলেন, তাহা নহে; পরন্তু দেববধূগণও কামপীড়িতা হইয়া বিমোহিতা হইলেন, ইহাই 'কৃষ্ণবিক্রীড়িতং' শ্লোকে বলিতেছেন। আরও বলিতেছেন, তারাগণসহ তারাপতি বিস্মিত হইয়া নিজের গতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলেন। অতএব প্রাক্তন গ্রহগণ অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ সকলও স্ব স্ব গতি বিস্মৃত হইয়া তত্তৎস্থলেই স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অতি দীর্ঘ রাত্রিতে যথাসুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৮। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা-হেতু, তিনি মাধুর্য্যাদিগুণে পরম পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার বিক্রীড়িত অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য-হেতু ক্রীড়াবিশেষ সন্দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎ সেবাদিময় প্রীতিবৈশিষ্ট্যরূপে দর্শন করিয়া দেবাঙ্গনাসকল ভগবদ্বিষয়ক কামে পীড়িতা হইয়া বিমুগ্ধা হইলেন। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বিষয়ে নিজ নিজ অযোগ্যতাদি বিচার রাহিত্য-হেতু পশ্চাৎ দেহাদির পর্য্যন্ত বিস্মরণ হওয়ায় মোহ-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইলেন। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শশাঙ্কও গ্রহনক্ষত্রগণসহ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীস্বামিপাদ—'অতিদীর্ঘ রাত্রি' বলিয়াছেন, অন্যথা স্বচ্ছন্দে নানাবিধ সুখময় ক্রীড়া সমূহের নির্ব্বাহ অসম্ভব হয়। এজন্য অগ্রেও বলিবেন, 'ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত' ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মার পরিমাণে সহস্র-চতুর্যুগ রাত্রি গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ গৃহে গমন করিলেন। ইহা অবশ্য সম্ভবপর। কেননা যোগমায়া ভগবানের শক্তি, তিনি অশেষ বিরুদ্ধ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তৎপ্রেক্ষামাত্রম্। তেষাং জ্যোতিশ্চক্রাধীনগতিত্বাৎ স্বগতেরতাল্পত্বাৎ প্রতিলোমত্বাচ্চ। বস্তুতস্তু তল্লীলামাধুর্য্যেণ নদীপ্রবাহস্যেব জ্যোতিশ্চক্রস্য স্তব্ধত্বং জ্ঞেয়ম্। রাত্রিষ্বিতি বহুত্বং চ তা রাত্রীরিত্যুক্তস্য নিশা ইতি বক্ষ্যমাণস্য চানুসারেণেতি, এবং রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-ভাববিশেষবর্দ্ধনেন পরমমোহনত্বং দর্শিতং, তচ্চ যুক্তম্। তৎ প্রকৃত্যৈব তৎসম্বন্ধিনৃত্যগীতাদেস্তত্তদ্ভাববর্দ্ধনতাতিশয়াৎ তত্রাপি তস্য সাক্ষাত্তৎকর্তৃকত্বাৎ, তত্রাপি লক্ষ্ম্যাদিদুর্ল্লভ-তাদৃশসৌভাগ্যাভিস্তাভিঃ সহিতত্বাৎ। তত্রাপি তাদৃশপরিপাট্যা সম্বলিতত্বাদিতি। অত্র কামার্দ্দিত ইত্যেকবচনান্তপাঠস্তেষামসম্মতঃ, কিন্তু দেব্যোঽপীত্যনেন তাসামেব কামার্দ্দিতত্ব-স্বীকারাৎ। কিঞ্চ, শশাঙ্কশ্চেতি তদাদের্ভিন্নব্যাক্যত্বাঙ্গীকারাচ্চ ॥১৮॥

সারার্থদর্শিনী

১৮। কামার্দ্দিতাঃ কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতাঃ। "কামার্দ্দিত" ইতি পাঠে শশাঙ্কোঽপি কৃষ্ণমালোক্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতশ্চ। ব্রজসুন্দরীগাত্রাণাং তদ্বিলাসানাঞ্চ যোগমায়য়ৈব পুরুষদৃষ্টেঃ প্রত্যাবরণং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কার্য্যের সমাধান করিয়া থাকেন। আর বিস্ময়াদির দ্বারা যে চন্দ্রের গতি স্থগিতের কথা বলা হইয়াছে, তাহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র। যেহেতু চন্দ্রাদি গ্রহগণের গতি, জ্যোতিশ্চক্রের অধীন; সুতরাং তাহাদের গতির অল্পত্ব ও প্রতিলোমত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যের আনুকূল্যের জন্য নদীপ্রবাহের ন্যায় জ্যোতিশ্চক্র স্তব্ধ হইয়াছিল জানিতে হইবে। আবার 'রাত্রিসমূহ' এই যে বহুত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা রাসারম্ভের প্রথম শ্লোকেই 'তা রাত্রীঃ' সেই রাত্রিসকলকে—এই বাক্যের এবং এই অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে 'নিশাঃ' এই বহুবচনপ্রয়োগে 'দীর্ঘরাত্রি' সূচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এই অনুসারেই সমাধান—অর্থাৎ রাত্রির গতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একই রাত্রির কাল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে ভাববিশেষের পরিবর্দ্ধন দ্বারা রাসক্রীড়ারও যে পরমমোহনত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যুক্তসঙ্গত হইয়াছে। যেহেতু তাহাতে স্বতঃই তৎসম্বন্ধি নৃত্যগীতাদির তত্তৎ ভাববিবর্দ্ধনাতিশয্য রহিয়াছে, তাহাতে আবার রাসের সাক্ষাৎ তৎকর্তৃকত্ব; বিশেষতঃ লক্ষ্মী প্রভৃতির দুর্লভ তাদৃশী সৌভাগ্যবতী ব্রজসুন্দরীগণের সাহিত্য, তাহাতে আবার তাদৃশী পরিপাটী সম্বলিতত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। মূলে 'কামার্দ্দিতাঃ' এই পাঠ আছে; কিন্তু কেহ কেহ 'কামার্দ্দিতঃ' এইরূপ একবচনান্ত পাঠও নির্দ্দেশ করেন; তাহা কিন্তু শ্রীস্বামিপাদের সম্মত পাঠ নহে। পরন্তু 'দেবস্ত্রীসকল' এই বাক্যে তাঁহাদের কামার্দ্দিতত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রেমবাঞ্ছায় তাঁহারা আকুলিতা হইলেন। আরও শশাঙ্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে ভিন্নবাক্য অঙ্গীকার করা হইয়াছে। ১৮

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥ ১৯

ভাবার্থদীপিকা

১৯। কিঞ্চ কৃত্বেতি। অয়ং ভাবঃ—কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নম ইতি প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাত্তগবতাপি যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপা ইতি তথৈব প্রতিশ্রুতত্বাৎ তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা রেমে ইতি। যাবতীর্যাবত্যঃ॥১৯॥

মূলানুবাদ

১৯। এই রাসমণ্ডলে যত গোপনারী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও তাঁহাদের সহিত লীলার নিমিত্ত আপনাকে তত সংখ্যকরূপে প্রকাশিত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

১৯। আর 'কৃত্বা' ইত্যাদি শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! ইত্যাদি শ্লোকে যে সকল গোপকুমারী প্রত্যেকে শ্রীভগবতীর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—'নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে" তুমি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দাও।" এবং শ্রীভগবানও "যাতাবলাঃ ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ" অর্থাৎ হে অবলা সকল! তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, আমি আগামী রজনীসমূহে তোমাদের সহিত বিহার করিব, এখন তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও।" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে ভগবান তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রার্থনা এবং নিজের পূর্ব্ব সেই প্রতিশ্রুতি পালনের নিমিত্ত যত সংখ্যক গোপী, নিজে তত সংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেইসকল গোপীর প্রত্যেকের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৮। কেবল যে গোপীগণই আকুলেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন, তাহা নয়, আকাশে দেবীগণও আকুলেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন। কেন? 'কামার্দ্দিতাঃ'। দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া দর্শন করিয়া কৃষ্ণ-বিষয়ক কামে পীড়িতা হইয়াছিলেন। "কামার্দ্দিতঃ' এই এক বচনান্ত পাঠে অর্থ হইবে—শশাঙ্কও শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া দর্শন করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণবিষয়ক কামে (প্রেমে) পীড়িত হইয়াছিলেন। পুরুষভাবে রাসলীলা বা ব্রজসুন্দরীগণের গাত্রাদি ও তদ্বিলাসাদি দর্শন করা যায় না, তজ্জন্য দেবগণের দৃষ্টি যোগমায়ার প্রভাবেই অবরুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

১৯। অথ রাসানন্তরং বিশ্রম্য কৃতং লীলাবিশেষমাহ—কৃত্বেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মানং আত্মনঃ প্রকাশমিত্যর্থঃ। 'ন চান্তর্ন বহির্যস্য' (শ্রীভা ১০।৯।১৯) ইতি ন্যায়েন মধ্যমত্বেঽপি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্য বিভুত্বাৎ; 'চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥' (শ্রীভা ১০।৬৯।২) ইত্যৈচ্ছিকপ্রকাশাচ্চ, পৌনরুক্ত্যমিদং বিশ্রামসময় একীভূতত্বাৎ। গোপযোষিতো গোপজাতীয়যোষিতঃ; ততশ্চ কাশ্চিদ্বিবাহিতাঃ, কাশ্চিৎ কন্যাশ্চেতি জ্ঞেয়ম্। একবিংশদ্দ্বাবিংশয়োর্বূঢ়াকন্যানাং পৃথক্ পৃথক্ পূর্ব্বানুরাগবর্ণনাৎ। 'যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ' ইতি শ্রীহরিবংশোক্তেশ্চ। এতচ্চ শ্রীরূপেণ লিখিতে উজ্জ্বলনীলমণ্যাদৌ ব্যক্তম্। লীলয়া শৃঙ্গাররসখেলয়া ররাম রেমে। ভগবানিতি তদেব ভগবত্তাসারমাধুর্য্যসর্ব্বস্বপ্রকটনমিতি ভাবঃ, তস্যৈব প্রেমরসপরিপাকবিলাসবিশেষাত্মকত্বাৎ তথা জগচ্চিত্তাকর্ষকেণ তেনৈব স্বতঃ প্রেমবিশেষবিস্তারণাৎ। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি, শ্রীভাগবতামৃতে চ বিবৃতমাত্মারামোঽপীত্যুক্তার্থম্। তদ্রমণঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। তত্রৈব নিকট-নিকুঞ্জাদিস্থিতি॥১৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

১৯। অনন্তর রাসান্তে বিশ্রাম করিয়া পরে শ্রীভগবান যে লীলাবিশেষ করিয়াছিলেন, তাহাই 'কৃত্বা' ইত্যাদি দুই শ্লোকে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও যত গোপী তত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। আপনাকে—আপনার প্রকাশকে। শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্বাদি শ্রীভাগবতে—'যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই; পূর্ব্ব নাই, অপরও নাই; অথচ যিনি জগতের পূর্ব্ব, অপর, বাহির ও অন্তর এবং যিনি জগৎ—করুণাবশে যিনি মনুষ্যলিঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছেন।" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে মধ্যমত্বেও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ বিভু। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার একই বিগ্রহে—একই মূর্ত্তিতে বিবিধ আকার ধারণ করেন, বিবিধ ভগবৎ-স্বরূপ রূপে প্রতিভাত হয়েন। যথা, এ বড়ই আশ্চর্য্য যে, শ্রীকৃষ্ণ একাকী একই বিগ্রহে একই কালে ষোলহাজার গৃহে পৃথক পৃথকভাবে ষোলহাজার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" আবার বিশ্রাম সময়ে প্রকাশমূর্ত্তিসকলকে স্ব-স্বরূপে উপসংহৃত করিতেন। গোপযোষিৎ—গোপ-জাতীয় যোষিৎ। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিবাহিতা এবং কতকগুলি অবিবাহিতা বুঝিতে হইবে। একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে অব্যূঢ়া কন্যকাগণের পৃথক পৃথক পূর্ব্বানুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীহরিবংশেও উক্ত হইয়াছে,—'কালজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোন এক রাত্রিকালে গোপযুবতী ও গোপকন্যাগণকে রাসস্থলীতে একত্রিত করিয়া কৈশোর বয়োচিত আচরণ অর্থাৎ ইহাঁদের সহিত বিহার করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।' এই সকল বৃত্তান্ত পূজ্যপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু স্বীয় উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবান তাঁহাদের সহিত যুগপৎ রমণলীলা অর্থাৎ শৃঙ্গাররসলীলা

তাসাম্ রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥ ২০

ভাবার্থদীপিকা

২০। কৃপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥

সারার্থদর্শিনী

১৯। ততশ্চ তাভিঃ সহ প্রত্যেকং কুঞ্জেষু রহস্যক্রীড়াপ্যভূদিত্যাহ রুত্বেতি। যাবত্যীর্যাবৎসংখ্যকা গোপযোষিতো গোপবধ্বো গোপকন্যাশ্চ তাবন্তমাত্মানং তাবৎসংখ্যমাত্মপ্রকাশং কৃত্বা আত্মারামোঽপীতি ব্যাখ্যাতার্থম্ ॥১৯॥

মূলানুবাদ

২০। হে রাজন্! কৃপালু সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রতিবিহরণে পরিশ্রান্তা গোপীগণের বদনকমল স্বীয় সুখময় হস্তদ্বারা প্রেমভরে মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। ২০

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২০। ব্রজদেবীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় বর্ণন করিতেছেন—'তাসাম্' শ্লোকে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

করিলেন। ভগবান—স্বীয় ভগবত্তাসার-মাধুর্য্যসর্ব্বস্ব প্রকটনপর এবং তাঁহার প্রেমরস—পরিপাকময় বিলাসবিশেষাত্মক রাসলীলা। অপিচ যিনি স্বীয় রূপ, গুণ, লীলা ও মাধুর্য্যের দ্বারা জগতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিশেষ বিস্তারের নিমিত্ত লীলা করিলেন। এ বিষয় অগ্রে বিশদভাবে বলা হইবে। শ্রীভাগবতামৃতেও বিবৃত হইয়াছে। অতএব আত্মারাম অর্থাৎ আত্মাতেই রমণ যাঁহার কিংবা আত্মপ্রায় ভক্তগণের সহিত যিনি পৃথক পৃথক ভাবে সম্যক্ রমণ করেন, তিনি আত্মারাম। অতএব যত গোপী, তত সংখ্যক আপনাকে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত শৃঙ্গাররস-খেলার নিমিত্ত সেইস্থানেই (সমীপস্থ) কুঞ্জাদির মধ্যে পৃথক পৃথক বিহার করিতে লাগিলেন। ১৯

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

১৯। অতঃপর শ্রীভগবান প্রত্যেক গোপীর সহিত পৃথক পৃথক নিকুঞ্জে রহস্য ক্রীড়া করিলেন। এই পৃথক পৃথক ক্রীড়ার জন্য শ্রীভগবান আপনাকে যতসংখ্যক গোপবধূ ও গোপকন্যা ছিলেন, তত সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন। তিনি আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (উক্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২০। রতির্দম্পত্যোর্মিথোঽনুরাগস্তন্ময়ো বিহারঃ বিবিধবিদগ্ধচেষ্টা, অতিবিহারেণেতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ তেন শ্রান্তানাং শন্তমেন পরম-সুখাত্মকেন পাণিনা প্রকর্ষেণামৃজৎ, স্বেদবিন্দূপসারণালক-সম্বরণাদিনা উজ্জ্বলয়ামাস; যতঃ করুণঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুস্বভাবঃ। সত্যপি কারুণ্যেন সাধারণ্যে তাসান্তু তানি প্রেম্ণা প্রামৃজদিতি পরমবৈশিষ্ট্যং দর্শিতম্। প্রেমা হি সাদ্‌গুণ্যানুসন্ধানেনাহন্তা-মমতৈকতরবিষয়ত্বে চ জাতা চেতসি স্নিগ্ধতা, তত্রাপীদৃশভাবময়ীতি পরম এব বিশিষ্টঃ স্বয়ং কারুণ্যাদিকমন্তর্ভাবয়তি। শন্তমেনেতি—স্পর্শমাত্রেণাপি স্বভাবতঃ পরমসুখকরত্বং তত্র চ প্রমার্জ্জনং, তত্রাপি প্রেম্ণা, তত্র চ শন্তমেনেতি পরমসন্তোষণমুক্তম্। অঙ্গেতি প্রেম-সম্বোধনে ॥২০॥

সারার্থদর্শিনী

২০। তাসাং রতিবিহারেণ, তাসামতিবিহারেণেতি চ পাঠঃ। শ্রান্তানামিতি। তাসাং রতিশ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরতোঽভূদিত্যর্থঃ। শন্তমেন সুখময়েন প্রামৃজদিত্যুপলক্ষণং, বীজনানুলেপনপ্রত্যঙ্গ প্রসাধন-বীটিকাপ্রদানাদ্যপি চক্রে ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২০। রতি শব্দে দম্পতীর পরস্পর অনুরাগ, এবং বিহার শব্দে বিবিধ বিবিধ বিদগ্ধচেষ্টা—রতিময় বিহার, এই অর্থে রতিবিহার। মূলে 'তাসাং রতিবিহারেণ' এই পাঠ আছে, কিন্তু কোন কোন পুথিতে 'তাসামতিবিহারেণ' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়; ঐরূপ পাঠেও অর্থ একই। পরিশ্রান্তা সেই সকল ব্রজসুন্দরীর স্বেদবিন্দুযুক্ত বদন, পরম-সুখাত্মক হস্ত দ্বারা পরম প্রীতির সহিত মার্জ্জিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বেদবিন্দুর অপসারণ ও অলক সম্বরণাদি দ্বারা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। যেহেতু শ্রীভগবান করুণ অর্থাৎ পরদুঃখ অসহিষ্ণু-স্বভাব। এইরূপ করুণা সর্ব্বত্র থাকিলেও পরম প্রেমের সহিত ব্রজদেবীগণের বদনমণ্ডলের ঘর্ম্মবিন্দু নিজকরকমলে মার্জ্জিত করিয়া দিলেন, ইহাতে পরম বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ণ অহন্তাময় প্রেম জাত হইলে সাদ্‌গুণ্যাদি অনুসন্ধান হয় না, একতর বিষয়ত্ব প্রাপ্তি নিবন্ধন চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিয়া পরমানন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্তি করায় এবং প্রেমাস্পদে অতিশয় প্রগাঢ় মমতা প্রদান করে। তাহাতে আবার ঈদৃশ ভাবময়ী পরম বিশিষ্ট কারুণ্যাদি গুণযুক্ত স্বয়ং ভগবানের করস্পর্শ। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'শন্তম্'। অর্থাৎ স্পর্শমাত্রই স্বভাবতঃ পরমসুখকরত্ব, তাহাতে আবার প্রেমের সহিত প্রমার্জ্জন, সুতরাং পরম সন্তোষণই উক্ত হইয়াছে। হে অঙ্গ! ইহা প্রেম-সম্বোধন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২০। ব্রজসুন্দরীগণের রতিবিহারে (কোন কোন পুথিতে 'অতিবিহারে' পাঠও দেখা যায়।) এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগকে রতিবিহারে শ্রান্ত দেখিয়া করুণাবশতঃ রতিবিহার

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্ গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১

ভাবার্থদীপিকা

২১। ততোঽতিহৃষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্বর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ ঋষভস্য পত্যুঃ কৃষ্ণস্য মানং দধত্যঃ পূজাং কুর্ব্বত্যস্তৎ-কর্ম্মাণি জগুঃ। তস্য কররুহৈর্নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদো যাসাং তাঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২১। ততঃ প্রহৃষ্টা নিজদেহাদিনা ত্রিধা তস্য প্রহর্ষং সঞ্জনয়ামাসুরিত্যাহ—গোপ্য ইতি। তত্র স্ফুরদিতি সৌন্দর্য্যেণ, সুধিতেতি ভাবেন, জগুরিতি সঙ্কীর্ত্তনেন ঋষভস্য ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ—কৃষ্ণবধূ ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ? তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িতমমাদি-পদাঃ কেনবাপ্যথা মন্তব্যা ইতি। তদা চ পরস্পরমনন্যভাবেনাব্যক্তে-র্দাম্পত্যস্ফূর্ত্ত্যা তস্য মানং দধত্য উক্তপ্রকারৈঃ পূজাং কুর্ব্বত্যঃ। যদ্বা, অহো মম ধন্যতা, যস্যেদৃশ্যো বধূ ইত্যেতাদৃশং তস্য গর্ব্বমপরিভ্যঃ স্ব-স্বরূপতাদৃশপ্রেয়সীনাং লম্ভনাৎ। ঋষভত্বাৎ তৎকৃতানামপি শ্রেষ্ঠত্বং সূচিতম্।

মূলানুবাদ

২১। শ্রীকৃষ্ণ-করকমলের স্পর্শে প্রমোদিতা গোপীগণ আপনাদের উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুন্তলশোভিত গণ্ডদেশ এবং অমৃততুল্য মহান কটাক্ষের দ্বারা কান্ত শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিয়া পাপনিবর্ত্তক তাঁহার লীলাসমূহ গান করিতে লাগিলেন। ২১

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২১। অতঃপর অতিহৃষ্টা গোপীগণের চরিত বর্ণন করিতেছেন, 'গোপ্যঃ' শ্লোকে। ব্রজগোপীগণ সমুজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলের ও কান্তিতে অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট গণ্ডস্থল ও সুধাসন্নিভ সহাস্য অবলোকন দ্বারা ঋষভ অর্থাৎ পতি শ্রীকৃষ্ণের সম্মান বিধান করিয়া তদীয় লীলা-সমূহ গান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের করকমলের (নখ) স্পর্শে তাঁহারা প্রমুদিত হইলেন। ২১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং পরম সুখময় করকমলের দ্বারা তাঁহাদের মুখমণ্ডলের স্বেদবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। 'স্বেদবিন্দু মার্জ্জনা করিলেন'—ইহা উপলক্ষণমাত্র। অতএব ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি ব্যজন করিলেন এবং স্বহস্তে প্রত্যঙ্গ-প্রসাধন ও বীটিকা প্রভৃতিও প্রদান করিলেন জানিতে হইবে। ২০

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তদেব দর্শয়তি—পুণ্যানি পুণ্যকরাণি চারুণি চ জগুঃ ; 'পুণ্যন্তু চার্ব্বপি' ইত্যমরঃ। তস্যৈকশেষত্বাৎ গানে হেতুঃ—তস্য করকৃহৈঃ স্পর্শানুগানে গুণবত্যোঽপ্যেতাঃ কৃতমৌনা ইতি প্রণয়কোপেন তৎপ্রবর্ত্তনায় কিঞ্চিন্মোদনাৎ প্রকৃষ্টো মোদঃ কাসাঞ্চিদ্ধ্যাসাং তাঃ। ইতি ব্রত্যাদিশ্রুতানামপি গানে রসোল্লাসো বোধিতঃ। তাসামিত্যাদিদ্বয়ে হেলা-নামায়মনুভাবঃ ; যথা, 'চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি। তত্রাস্তবিক্রিয়াভাবো বীজস্যাদি-বিকারবৎ॥ গ্রীবা-রেচকসংযুক্তো ভ্রূ-নেত্রাদি-বিকাশকৃৎ। ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে। হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ॥' ইতি ॥২১॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২১। অনন্তর প্রহৃষ্টা ব্রজদেবীগণ নিজ নিজ দেহাদি দ্বারা ত্রিবিধ প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন, ইহাই বলিতেছেন,—'গোপ্য' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণনখরস্পর্শে পরমানন্দিতা ব্রজগোপীগণ ইত্যাদি। সৌন্দর্য্য, ভাব ও সঙ্কীর্ত্তন, এই তিন প্রকারে শ্রীভগবানের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ 'সমুজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল ও কুন্তলের কান্তি' এই বাক্যে সৌন্দর্য্য দ্বারা, 'অমৃতোপম বাক্য ও সপ্রেম সহাস্য অবলোকন' এই বাক্যে ভাব দ্বারা, 'তাঁহারই কথা গান করিতে লাগিলেন' এই বাক্যে সংকীর্ত্তন দ্বারা,—এই তিনপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। শ্রীস্বামিপাদ 'ঋষভ' পদের 'পতি' অর্থ করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যার অভিপ্রায় এই—মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব যখন গোপীগণকে 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন আমরা কেন তাহা গোপন করিব? এ-স্থলে ঋষভ-শব্দে গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, ইহাই অভিপ্রায়। অতএব আমরা ব্যাখ্যা না করিলেও 'দয়িত রমণ' শব্দাদির কে-ই বা অন্যথা ব্যাখ্যা করিবে? এইপ্রকার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে যদিও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর দাম্পত্যস্ফূর্ত্তি অব্যক্ত, তথাপি গোপীগণ উক্তপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানপূর্ব্বক সম্মান করিতে লাগিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তাহা দেখিয়া বলিতেছেন—'অহো! বধূগণ! তোমরা যে সপ্রেমহাস্য ও নয়ন-রূপ পদ্মের মালা দ্বারা আমার পূজা করিলে, ইহাতে আমি ধন্য হইলাম।' এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া মহাভাববতীগণ সেই গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া তদীয় পুণ্যকর মনোহর কর্ম্মসমূহ গান করিতে লাগিলেন। আর সেই গানের প্রধান হেতু হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের করকমলের স্পর্শ-প্রমোদ ; কিন্তু এই প্রমোদরাশি গর্ব্বরূপেই প্রতীত হইতেছিল। তাহাতে প্রণয়কোপও ব্যক্ত হইয়াছিল ; সুতরাং গুণবতীগণ কিঞ্চিৎ মৌন হইলেন ; কিন্তু বিলাসাতিরেকজনিত শ্রান্তিতে তাঁহাদের তদানীন্তন শোভাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে হাস্য করিলে তাঁহারা প্রমুদিতা হইয়া পুনরায় গান করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে ব্রজদেবীগণের হাস্যযুক্ত ভ্রূকটাক্ষ সঞ্চালনে এবং শ্রীকৃষ্ণের

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ঘাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥ ২২

সারার্থদর্শিনী

২১। ততশ্চ তাঃ স্বাধীনকান্তা কান্তপরিধাপিতরত্নালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যো নিষ্ক্রম্য মিলিতা রাসোৎসবসমাপ্তি-সূচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ,—গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্বর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতনিরীক্ষণেন ঋষভস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য মানমাদরং দধত্যঃ কৃতানি তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। পুণ্যানি চারূণি তস্য কররুহাণাং নখানাং স্পর্শেন প্রহৃষ্টো মোদো যাসাং তাঃ॥

মূলানুবাদ

২২। করিণীগণ-পরিবৃত ভগ্নসেতু করিরাজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ রাসবিহারজনিত শ্রম অপনোদনের জন্য সেই সকল রাসবিনোদিনীর সহিত যমুনাজলে অবগাহন করিলেন। সেই গোপীগণের অঙ্গসঙ্গহেতু কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিত ও বিমর্দ্দিত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমালার পরিমলে আকৃষ্ট হইয়া গন্ধর্ব্বপতিতুল্য গায়ক অলিকুলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল। ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

গুণগানে রসোল্লাসই বোদ্ধব্য। পূর্ব শ্লোকে ও এই শ্লোকে 'হেলা' নামক অনুভাবের লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছে। যথা, বিকারের কারণ-সত্ত্বেও চিত্তের যে অবিকৃতি, তাহাকে 'সত্ত্ব' বলে। সেই অবিকৃত চিত্তে প্রথম বিকারই ভাব। যেমন বৃষ্টি হইলেও স্বসময় বিনা বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, তদ্রূপ অবিকৃত চিত্তের বয়ঃসন্ধি ও শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির উদ্দীপন প্রাপ্ত না হইলে ভাব প্রকাশ হয় না। গ্রীবার বক্রতা ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশ সহকারে ভাব হইতে অধিকতর প্রকাশশীল অবস্থাকে 'হাব' বলে। আর এই হাবই যদি স্পষ্টভাবে শৃঙ্গার-সূচনা করে, তবে তাহাকে 'হেলা' বলে। ২১

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২১। অনন্তর স্বাধীনকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক পরিধাপিত রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া নিজ নিজ কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওত সকলে মিলিতা হইলেন এবং রাসোৎসবের সমাপ্তিসূচক মঙ্গল গান করিতে লাগিলেন। ইহাই 'গোপ্যঃ' ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীগণের মনোহর স্বর্ণকুণ্ডলের কান্তিচ্ছটায় এবং কুন্তলের সৌন্দর্য্যে গণ্ডদেশ অপূর্ব শোভাবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং সুধানিভ বাক্য, সহাস্য অবলোকন দ্বারা তাঁহারা ঋষভ অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসমূহ গান করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের করকমলের স্পর্শে প্রমুদিতা হইয়াছিলেন। ২১

ভাবার্থদীপিকা

২২। **অথ জলকেলিমাহ** তাভিরিতি। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দ্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ অত এব তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভির্গন্ধর্ব্বপালিভিঃ গন্ধর্ব্বপা গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তো যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতোঽনুগতঃ স কৃষ্ণো বাঃ উদকমাবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদারিতবপ্রঃ স্বয়ং চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২২। ততঃ পরমহৃষ্টস্য শ্রীভগবতোঽপি প্রেমচেষ্টিতমাহ—তাভিরিতি ত্রিভিঃ। শ্রমং তাসামপোহিতুমপনেতুং, তাদৃশপ্রেমময়মধুরনরলীলাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চেত্যর্থঃ। অঙ্গসঙ্গেত্যনেন পদ্মিনী-স্ত্রীবর্গপূজ্যপাদানাং তাসাম্ অঙ্গতঃ স্বাভাবিকপরমামোদসঞ্চারোঽভিপ্রেতঃ। কিঞ্চ, স্ব-কুচেতি স্ব-শব্দোঽত্রাসাধারণার্থঃ, অতএবানুদ্রুতঃ। স্রক্ কৌন্দী জ্ঞেয়া। পরমশুভ্রত্বেন কুঙ্কুমরঞ্জিতত্ব-সম্পত্তেঃ। এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপনসামগ্রী চ দর্শিতা। বাঃ যামুনমাবিশৎ, আসক্ত্যা প্রাবিশৎ। দৃষ্টান্তঃ—গজেন্দ্রস্য বহ্বীভির্গজীভিঃ সহ জলবিহারাসক্ত্যাত্মনুসারেণ।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২২। অনন্তর 'তাভিঃ' শ্লোকে জলকেলি বর্ণন করিতেছেন। গোপীগণের অঙ্গসঙ্গে সম্মর্দ্দিতা মালা, যাহা তাঁহাদেরই কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতা হইয়াছিল, সেই কুন্দমালার গন্ধে আকৃষ্ট গন্ধর্ব্বপতিতুল্য অলিকুল গান করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিন্নসেতু—বিদারিতবপ্র, অর্থাৎ যে হস্তী মৃত্তিকাস্তূপ বা নদীতট বিদারিত করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে—যিনি লোক-বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন। ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২২। অনন্তর পরমহৃষ্ট শ্রীভগবানের প্রেমচেষ্টা 'তাভিঃ' ইত্যাদি তিন শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীভগবান শ্রান্তিদূর করিবার জন্য গোপীগণে পরিবৃত হইয়া যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। শ্রম—নিজের ও গোপীগণের। যদি বল, ভগবানের আবার শ্রম কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবানেরও তাদৃশ প্রেমময় মধুর নরলীলার আবেশে শ্রান্তভাব উদিত হইয়াছিল। 'অঙ্গ-সঙ্গ' এই বাক্যে পদ্মিনী—স্ত্রীবর্গ কর্তৃক পূজিতা ব্রজগোপীগণের অঙ্গসঙ্গ দ্বারা স্বাভাবিক পরমামোদ সঞ্চার অভিপ্রেত হইয়াছে। আরও বলিতেছেন—'স্বকুচ' এই পদে 'স্ব' শব্দের অর্থ অসাধারণ অর্থাৎ অসাধারণ কুঙ্কুমে রঞ্জিত। অর্থাৎ গোপীগণের অঙ্গসঙ্গ দ্বারা কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত। পুষ্পমালা শব্দে এইস্থানে কুন্দপুষ্পের মালা বুঝিতে হইবে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠস্থিত কুন্দমালা পরম শুভ্র বলিয়াই বিশেষরূপে কুঙ্কুমে রঞ্জিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা জলক্রীড়ায় কামোদ্দীপন সামগ্রী প্রদর্শিত হইয়াছে। 'যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন' ইহার দৃষ্টান্ত—শৈলবিদারণে পরিশ্রান্তা গজেন্দ্র যেরূপ হস্তিনীগণের সহিত

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অন্যতৈঃ। যদ্বা, গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠাঃ, 'গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। ত ইব যেঽলয়শ্চ তৈঃ, ইতি জলক্রীড়াযোগ্যমুত্তমগীতমুক্তম্। যদ্বা, কাভিঃ? শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টস্রজো যাঃ, যাশ্চ নিজকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতা রত্যাবেশেন সর্ব্বাঙ্গেষু সংপৃক্তাস্তাভিঃ। অতএব তাসাং শ্রমমপনেতুং, ন কেবলং তাসামেব, স্বস্যাপীত্যাহ—শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেঽপি শ্রান্তত্বে হেতুঃ—ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলৌদ্ধত্য ইত্যর্থঃ। স কুচেতি স্বামিসম্মতঃ পাঠঃ, স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাৎ। স্বেত্যস্যাব্যাখ্যানাচ্চ ॥২২॥

সারার্থদর্শিনী

২২। ততশ্চ রাসোৎসবস্যাবভৃথ স্নানমিব জলবিহারমাহ—তাভির্যুতঃ। অপোহিতুং দূরীকর্ত্তুম্। তাভিঃ কাভিঃ যাঃ স্বকুচকুঙ্কুমৈরেব রমণব্যাপারবশেন রঞ্জিতাঃ। অঙ্গসঙ্গেনৈব ঘৃষ্টাঃ সংমর্দ্দিতাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। "স কুচে"তি পাঠে স শ্রীকৃষ্ণঃ। "গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চে"তি বিশ্বপ্রকাশাদ্গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠা যে অলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ সন্ বাঃ যামুনং জলং আবিশৎ। ভিন্নসেতুর্বিদীর্ণাবরণঃ। কৃষ্ণপক্ষে অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা জলবিহারে শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি সূচিত হইয়াছে। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা গন্ধর্ব্বপতি সদৃশ গীতিপরায়ণ ভ্রমরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। বিশ্বকোষে (গায়নশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব সম্বন্ধে উক্ত আছে)—'গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরেঽপি চ'।" ইহার দ্বারা জলক্রীড়াযোগ্য উত্তম গীত উক্ত হইয়াছে। কাহাদের সহিত জলক্রীড়া করিলেন? শ্রীভগবানের অঙ্গসঙ্গে মর্দ্দিত মালাযুক্ত যাঁহারা, সেই গোপীগণের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত—রত্যাবেশে সর্ব্বাঙ্গে সংপৃক্ত এবং ভগবানকে ঘিরিয়া যাঁহারা যমুনার জলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছিলেন। অতএব কেবল তাঁহাদের শ্রমাপনোদন নহে, শ্রীভগবানেরও শ্রমাপনোদন বুঝিতে হইবে। ভিন্নসেতু—শ্রীকৃষ্ণপক্ষে, ভিন্নসেতু গজেন্দ্র যেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, শ্রীকৃষ্ণও লীলাবিষয়ে তাদৃশ উদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। মূলে 'স কুচকুঙ্কুম' পাঠ আছে। কোন কোন পুথিতে 'স্বকুচকুঙ্কুম' পাঠও দেখা যায়। এই পাঠে অর্থ হইবে, সঃ—অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ কুঙ্কুমে রঞ্জিত অর্থাৎ প্রথমে গোপীগণের কুচকুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়াছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে যমুনার জল রঞ্জিত হইয়াছিল। তাই প্রথম পাঠই শ্রীস্বামিপাদের অভিমত। কেননা তিনি 'সঃ' অর্থে সেই শ্রীকৃষ্ণ', এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু 'স্ব' এই শব্দের কোন অর্থ করেন নাই। ২২

সোঽন্তস্তলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩

ভাবার্থদীপিকা

২৩। স্বরতিরাত্মারামোঽপি। অত্র গোপীমণ্ডলে অন্তসি বা ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৩। জলক্রীড়ামাহ—স ইতি। স পরমকৌতুকী যুবতিভিস্তাদৃশক্রীড়ারসমত্তাভিস্তাদৃশপ্রবীণাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। ইতস্ততঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু স্থিত্বান্তসি জলমধ্যেঽর্থাদন্তসৈব সিচ্যমানঃ প্রেম্ণেক্ষিতশ্চ, প্রেম্ণেক্ষণেনান্তরেঽপি

মূলানুবাদ

২৩। হে রাজন্! জলমধ্যে যুবতিসকল হাসিতে হাসিতে চারিদিক হইতে প্রেমভরে বারংবার জলসেচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরিষিক্ত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিমানচারী দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্তুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের ন্যায় লীলা প্রকাশ পূর্বক আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ২৩

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৩। আত্মারাম হইলেও। সেই গোপীমণ্ডলে অথবা জলমধ্যে ক্রীড়া করিলেন।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২২। অনন্তর রাসোৎসবের নৃত্যাদি বিলাসে পরিশ্রান্তা ব্রজসুন্দরীগণের ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রমাপনোদন জন্য স্নানাদি জলবিহার বর্ণন করিতেছেন—'তাভির্যুতঃ' ইত্যাদি। 'তাভিঃ'—তাঁহাদের সহিত। এই 'তাভিঃ' শব্দের বাচ্য যে গোপীগণ, তাহা কিরূপে বুঝা যায়? উত্তরে বলিতেছেন—'তাভিঃ' পদে গোপীগণকেই বুঝাইতেছে। কারণ পূর্ব শ্লোকে 'গোপী' শব্দের প্রয়োগ আছে। ব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গসঙ্গে সম্মর্দ্দিত; সুতরাং তাঁহাদের পয়োধর কুঙ্কুমে রঞ্জিত পুষ্পমালা। "স কুচ-কুঙ্কুম" পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুথিতে 'স্বকুচকুঙ্কুম' এই পাঠও দেখা যায়, এই পাঠে স্ব-শ্রীকৃষ্ণ। গন্ধর্ব্বপতি-সদৃশ গীতপরায়ণ ভ্রমরকুল—(বিশ্বকোষে গন্ধর্ব্ব-শব্দে গায়নশ্রেষ্ঠ বুঝায়) অতএব গায়নশ্রেষ্ঠ ভ্রমরকুল শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতেছিল। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্তি দূর করিবার জন্য গোপীগণে পরিবৃত হইয়া যমুনার জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিন্নসেতু—গজরাজ জলক্রীড়ার জন্য যেরূপ প্রাচীরাদি আবরণ ভেদ করিয়া গজীগণসহ জলে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ লোকমর্য্যাদা ও বেদমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া গোপীগণসহ জলকেলির জন্য যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। ২২

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সিচ্যমান ইবেত্যর্থঃ। অতএব প্রেম্ণোক্ষিত ইত্যপি পাঠঃ। ন কেবলং তেন বহিরেব সিক্তঃ, অপি তু প্রেম্ণাঽন্তরপি উক্ষিতঃ সিক্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যন্তর্ব্বহিরিতি তৎক্রীড়াসক্তত্বং দর্শিতম্। কিং কুর্ব্বতীভিঃ? পরিহাসরসাৎ প্রকর্ষেণ হসন্তীভিঃ তাদৃশঃ সন্ স্বয়মপি রেমে, তথৈবান্তর্ব্বহিরপি তেন তাঃ সিঞ্চতি স্মেত্যর্থঃ। কথম্ভূতোঽপি স্বরতিরপি তাদৃশোঽপি কথম্ভূতঃ সন্? গজেন্দ্রস্য লীলেব পরমাশক্তিময়ী লীলা যস্য তাদৃশঃ সন্; পুনঃ কীদৃশোঽপি সন্? বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানঃ, সদা সর্ব্বত্র স্তূয়মানতয়া প্রকট-পরমমহিমাপি সন্নিত্যর্থঃ। তেষাং তাদৃশ-লীলাপরিকরতায়ামযোগ্যত্বাৎ নান্যথা তু ব্যাখ্যেয়ম্। অঙ্গেতি হর্ষসম্বোধনে। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা স্বেষু নিজজনেষু স্বাসু তাস্বেব বা রতিঃ রাগো যস্য সঃ। অতঃ স্বস্য জয়াদপি তাসাং জয়েন সন্তোষ ইতি ভাবঃ। যদ্বা, কৃপয়া তজ্জলক্রীড়াং বিস্তার্য্য বর্ণয়েতি চেত্তত্রাহ—স্বা অসাধারণী রতির্জলাদিক্রীড়া যস্য সঃ, অতো দৃষ্টান্তাগ্যভাবেন সা বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৩। জলক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন—স ইতি। পরমকৌতুকী সেই শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ক্রীড়া-রসমত্তা প্রবীণা যুবতিগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ (সর্বদিকে) অবস্থিত হইয়া জলমধ্যে (জলদ্বারাই) সিচ্যমান অর্থাৎ সকলে যখন জলমধ্যে চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে জল দ্বারাই সিক্ত করা হইতেছিল। এইরূপ সপ্রেম দর্শনে অন্তরে সিচ্যমান হইয়া। অর্থাৎ প্রেমদ্বারা অতিমাত্র 'উক্ষিত' হইয়া—কেবল যে জলদ্বারা তাঁহার বহিরঙ্গই সিক্ত করা হইতেছিল তাহা নহে; প্রেমদ্বারা তদীয় অন্তরও সিক্ত করিতেছিলেন। ইহার দ্বারা শ্রীভগবান যে অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতোভাবে সেই ক্রীড়ায় আসক্ত, তাহা প্রদর্শিত হইল। আচ্ছা, ব্রজদেবীগণ কি করিতে করিতে ভগবানকে জলসিঞ্চন করিতেছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—পরিহাস-রসের আবেশে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে হাস্যপরায়ণা যুবতিগণ কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং বহির্ভাগে ও অন্তর্ভাগে তাঁহাদিগকেও জলসিক্ত করিতে লাগিলেন। আত্মারাম হইয়াও কিরূপে তাদৃশী লীলা করিলেন? তিনি সেইস্থানে জলমধ্যে গজেন্দ্রের লীলার ন্যায় পরম আসক্তিময়ী লীলাপরায়ণ হইয়া। ভাবার্থ এই—গজেন্দ্রের লীলার ন্যায় ইহাঁর লীলাও পরম আসক্তিময়ী। পুনরায় কীদৃশ? কুসুমবর্ষী বিমানচারিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান অর্থাৎ যে দেবগণ কুসুম বর্ষণাদি করিয়া থাকেন, এবং সদা সর্ব্বত্র যাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, সেই স্তবে যাঁহার পরম মহিমা প্রকট হইয়া থাকে; কিন্তু তাদৃশ মহিমা প্রকট হইলেও এই দেবগণ ভগবানের লীলা পরিকর নহেন, সুতরাং তাঁহারা এই জলবিহার দেখিতে পান নাই। তবে তাঁহারা মহারাস দেখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে যোগমায়া তাঁহাদের সম্বন্ধে সেই লীলার রহস্যভাগ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া-

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥ ২৪

ভাবার্থদীপিকা

২৪। স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে বনক্রীড়াং দর্শয়তি ততশ্চেতি। যমুনায়া উপবনে জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিংস্তেন অনিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্। যদ্বা দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্নুপবনে। ভৃঙ্গানাং প্রমদানাং চ গণৈরাবৃতঃ॥

সারার্থদর্শিনী

২৩। প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রেম্ণোক্ষিতং ইতি চ পাঠঃ। স্বং ধনং রতিঃ ক্রীড়ৈব যস্যাঃ সঃ॥

মূলানুবাদ

২৪। এইরূপে জলক্রীড়া সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরকুল ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া হস্তিনীগণ বেষ্টিত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় যমুনার উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপবন জলজ ও স্থলজ কুসুমের গন্ধে সুরভিত বায়ুর দ্বারা সেবিত হইতেছিল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ছিলেন। অতএব সেই সকল দেবগণের তাদৃশ লীলা-পরিকরতার অযোগ্যতা-নিবন্ধন অন্যথা ব্যাখ্যেয় নহে। অঙ্গ—হর্ষসূচক সম্বোধন। অন্য যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথবা 'স্বরতি'—নিজজনের প্রতি আসক্তি-পরায়ণ। অথবা স্বা—নিজজন যে সকল গোপিকা, তাহাদের প্রতি যাঁহার রতি বা অনুরাগ আছে, এই অর্থে স্বরতি। অতএব আত্মজয় অপেক্ষাও তাঁহাদের জয়ে অধিক সন্তোষ। ভাবার্থ এই—তাঁহাদিগকে জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যত না সন্তুষ্ট হন, তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হন, যদি তাঁহারা তাঁহাকে জয় করেন। অথবা যদি বল, কৃপাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই জলক্রীড়া সবিস্তার বর্ণন করুন। তাহাতেই বলিলেন - স্বা—স্বীয় অসাধারণী রতি জলক্রীড়া; সুতরাং তদ্‌বিশিষ্ট বলিয়া দৃষ্টান্তাদির অভাবে তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিতে অসমর্থ। ২৩

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৩। 'প্রেম্ণেক্ষিতঃ' পাঠের পরিবর্ত্তে কোন কোন পুথিতে 'প্রেম্ণোক্ষিতঃ' এই পাঠও দেখা যায়। এই পাঠে কেবল বহির্ভাগে সিক্ত নহে, প্রেমদ্বারা অন্তর্ভাগেও সিক্ত বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও লীলার জন্য এই ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৪। ততো জলক্রীড়ানন্তরমিতি পূর্ব্ব-নেপথ্যাপগমে তদানীং বন্যনেপথ্যস্য রোচকত্বাত্তত্তৎপ্রচুরক্রীড়া-বিশেষেচ্ছয়েত্যর্থঃ। ত্বর্থে চকারো ভিন্নোপক্রমে। চচার পুষ্পাবচয়নিকুঞ্জান্তর্নিলীনতাদি-বিচিত্রপ্রকারেণ ক্রীড়ন্নিতস্ততো বভ্রাম, ভৃঙ্গগণাবৃতত্বং পুষ্পাবচয়ে তৎসাহিত্যেনৈবাবগমনাৎ। জলক্রীড়ায়ামঙ্গেষু ধৌতেষু সহজমধুরসৌরভ্যস্যাতিপ্রকাশাচ্চ। অতএব তেষাং মুহুরুক্তিঃ। মদচ্যুদিতি ভৃঙ্গগণাবৃতত্বে হেতুতা, তথা দ্বিরদশ্রেষ্ঠতা স্বকান্তাসক্ততা চ॥

সারার্থদর্শিনী

২৪। ততো জলবিহারানন্তরং চকারেণাঙ্গমার্জ্জন-বনদেবতা-নীত-তাদাত্বিকবস্ত্রালঙ্কারপরিধাপনানন্তরঞ্চ কৃষ্ণায়া যমুনায়া উপবনে পরঃসহস্রকুঞ্জযুক্তে তত্র স্বাপলীলার্থং চচার জগাম কীদৃশঃ। জলস্থলবর্ত্তিপ্রসূনানাং গন্ধো যত্র তথাভূতৈরনিলৈর্জুষ্টানি দিক্‌তটানি যস্য তস্মিন্। ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ। মদানাং চ্যুৎ চ্যোতনং ক্ষরণং যস্য সঃ॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৪। 'ততশ্চ' শ্লোকে স্থল-জলক্রীড়ার পরে বনক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে। যমুনার উপবনের দিগন্তসমূহ জলজ ও স্থলজ কুসুমের গন্ধবাহী সমীরণে সংসেবিত হইতেছিল। সেই যমুনার তটে শ্রীকৃষ্ণ মাতঙ্গের ন্যায় ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৪। তদনন্তর জলক্রীড়ার পরে পূর্ব্ব বেশ-ভূষা অপগমে তৎকালোপযোগী বন্য বেশ-ভূষা রোচকতা বিধায় এবং তাদৃশ প্রচুর ক্রীড়াবিশেষের ইচ্ছায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজদেবীগণ পূর্ব্বে যেরূপ বেশ-ভূষায় সজ্জিত ছিলেন, জলক্রীড়া দ্বারা তাহা সিক্ত এবং পুষ্পমালাদিও মলিন হইয়াছিল; সুতরাং বন্যবেশই একান্ত রুচিকর হইল। বিশেষতঃ বন্যক্রীড়াবিশেষের অভিলাষে যমুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এস্থলে 'তু' শব্দ চ'-কার দ্বারা ভিন্নোপক্রমে লীলা সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ পুষ্পচয়ন ও নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে লুক্কায়িতভাবে অবস্থানাদি বিচিত্র প্রকার ক্রীড়া করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর পুষ্পচয়ন করায় ভ্রমরকুলও সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অথবা জলক্রীড়ায় অঙ্গরাগ ধৌত হওয়ায় সহজ মধুর সৌরভের অতিমাত্র প্রকাশ হইল। অতএব তাহাদের বারম্বার উক্তি; অর্থাৎ মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। মদস্রাবী—ইহার দ্বারা ভৃঙ্গ-পরিবৃতত্বের হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ 'দ্বিরদ' এই বাক্যে শ্রেষ্ঠতা এবং 'স্বকান্তা'—এই বাক্যে আসঙ্গতা বা আসক্তি দর্শিত হইয়াছে। ২৪

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ২৫

ভাবার্থদীপিকা

২৫। রাসক্রীড়াং নিগময়তি এবমিতি। স কৃষ্ণঃ সত্যসঙ্কল্পঃ অনুরাগিস্ত্রীকদম্বস্থ এবং সর্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসাস্তেষামাশ্রয়ভূতা নিশাঃ। যদ্বা নিশা ইতি দ্বিতীয়া অত্যন্তসংযোগে। শৃঙ্গাররসাশ্রয়াঃ শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু যাঃ কথাস্তাঃ সিষেবে ইতি। এবমপি আত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতশ্চরমধাতুর্নতু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ॥

মূলানুবাদ

২৫। শ্রীকৃষ্ণ সত্যসংকল্প, সুতরাং তাঁহার অনুরক্ত সেই অবলাগণকে লইয়া চন্দ্রকিরণে শোভিত এবং কাব্যে যে সমস্ত শরৎকালীন রসসমূহের কথা বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত রসের আশ্রয়ভূতা সমস্ত রজনী ব্যাপিয়া ও স্বীয় চরমধাতু আপনাতে অবরুদ্ধ রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কন্দর্পের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। ২৫

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৫। 'এবং' শ্লোকে রাসলীলার উপসংহার করিতেছেন। সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগবতী স্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া সমস্ত রজনী রাসক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই শরৎকালীন অথচ

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৪। অনন্তর জলবিহার শেষ হইয়া (চ'-কার দ্বারা) অঙ্গমার্জ্জন এবং বনদেবতা-আনীত তৎকালোচিত বস্ত্রালঙ্কার পরিধাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে লইয়া বহু কুঞ্জযুক্ত যমুনার উপবনে বিহার করিয়াছিলেন। এই উপবনের সকল দিকে ও সকল স্থানে জলজ ও স্থলজ পুষ্পসমূহের সৌরভ বহন করিয়া স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহমান ছিল। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়ন করিয়া গোপীদিগকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই পুষ্পের সৌরভে ভৃঙ্গ-সকল আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়াছিল। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন এই ভৃঙ্গগণও তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিল। গোপীগণ ও ভৃঙ্গগণ-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের এই বিহার দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টীকৃত করিতেছেন—স্বীয় কান্তাগণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত মদস্রাবী মাতঙ্গ যেরূপ মাতঙ্গী সকলের সহিত বিহার করিয়া থাকে এবং মাতঙ্গের সেই স্রাবিত মদের গন্ধে বহু ভৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় প্রিয়া গোপীগণ সহ বিহার করিয়াছিলেন এবং তিনি যে পুষ্পচয়ন করিয়া গোপীগণের কবরী মণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহার সৌরভে আকৃষ্ট অলিকুলও শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া চলিয়াছিল। ২৪

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৫। অথাস্যাং শরদি পূর্ণিমায়াং কৃতাং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্ তৎপ্রকারতামন্যত্রাপ্যুপদিশন্নন্যামপি ক্রীড়ামুপলক্ষয়তি—এবমিতি। এবং পূর্ব্বোক্তরাস-প্রকারেণ শরৎকাব্যেতি বক্ষ্যমাণাং প্রতিশরদ-শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতাঃ নিশাঃ সর্ব্বা এব সিষেবে, পরমাদরেণ পরিচরিতবানিত্যর্থঃ। অন্যথা ঋত্বন্তরসম্ভবাং জ্যোৎস্নীস্তামসীশ্চ রহস্তত্তদ্‌গৃহপ্রবেশস্তত্তদভিসারেণ কুঞ্জশয়নাদিনা কদাচিদ্রাসেন চেতি ভাবঃ। উত্তরাসাং বিশেষজ্ঞাপিকাঃ পূর্ব্বা এব বিশিনষ্টি—শরদি যে কাব্যকথারসাঃ সম্ভবন্তি তেষামাশ্রয়ো যাসু শ্রীভগবৎকৃতানন্তলীলাসু, তাদৃশীর্নিশা ব্যাপ্যেতি। পক্ষে সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথাঃ সর্ব্বদেশকাল-কবিভির্যাবত্যো বর্ণয়িতুং শক্যন্তে তাবতীস্তাঃ সিষেবে; কিন্তু রসাশ্রয়া রস এব আশ্রয়ো যাসাং তা এব, ন তু কৈশ্চিদ্বিরসতয়া যা গ্রথিতাস্তা অপীত্যর্থঃ। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্; যদ্বা, শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ বসন্তাদিসম্বন্ধিন্যোঽপি যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

কাব্যে কথ্যমান যে সকল রস, সেই সকল রসের আশ্রয়ভূতা নিশা। কাব্যে প্রসিদ্ধ শরৎকালীন শৃঙ্গারসাশ্রয়া যে সকল রজনী চন্দ্রকিরণে সুশোভিতা, তাহারই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান স্ত্রীরত্নসমূহে পরিবৃত হইয়া কেলি করিলেও তাঁহার চরম ধাতু স্খলিত হয় নাই—আপনাতেই অবরুদ্ধ ছিল। এইরূপে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত 'কামজয়' প্রতিপাদিত হইল। ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৫। অনন্তর এই শরৎকালীন পূর্ণিমায় কৃত রাসলীলার উপসংহার পূর্ব্বক এবং অন্য পূর্ণিমায় সেই রাসক্রীড়ারই সাদৃশ্য উপদেশ করিয়া অন্যান্য ক্রীড়ারও উপলক্ষণ করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। এইরূপে সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত রাসক্রীড়ায় ইত্যাদি। এইরূপে—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরৎকাব্যকথা ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, শরৎকালের এই রাত্রিকে লক্ষ্য করিয়া অপর প্রতি শরৎকালেই শশাঙ্ক-কিরণশোভিতা যাবতীয় নিশাই সেবন করিতে লাগিলেন। অন্যথা অন্যান্য ঋতুর জ্যোৎস্নাময়ী ও অন্ধকারময়ী রজনী নির্দ্দিষ্ট হওয়া অসম্ভব। ভাবার্থ এই, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই গৃহপ্রবেশ, তত্তৎ অভিসারণ, কুঞ্জে শয়ন এবং কখনও বা রাসক্রীড়াদ্বারা অন্যান্য ঋতুর জ্যোৎস্নাময়ী ও অন্ধকারময়ী রজনী সমূহের সেবন বা উপভোগ করিতে লাগিলেন। এস্থলে বিশেষ কোনও একটি লীলার নির্দ্দেশ না থাকায় সমস্ত হাব-ভাবই গৃহীত হইয়াছে। শরৎকালে যে সকল কাব্যকথারস সম্ভব হয়, রাসলীলা রজনী তাহারই আশ্রয়স্বরূপা। অর্থাৎ প্রতি বৎসরের বিভিন্ন ঋতুকালে যে সকল কাব্যকথারসের উদয় হয়, সেই সকল কাব্যকথারস রাসলীলায় পরিব্যাপ্ত হয়; সুতরাং শ্রীভগবদ্-কৃত অনন্ত লীলা এই রাসরজনীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; পক্ষে শ্রীভগবান রাসলীলায় যে শরৎকাব্যরস আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বদেশকালের উপযোগী এবং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

সিষেবে। তথা ঋতুষট্কাত্মকস্য শরদাখ্যস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ববদনন্তাস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে, কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষেবে? তত্রাহ—আত্মন্যন্তর্ম্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমন্ততঃ স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ তাসাং সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশং সন্নিতি ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। অত্র বিশেষানির্দ্দেশাদখিলা এব ভাবাদয়ো গৃহীতাঃ। 'এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥' (শ্রীভা ১০।৬০।৫৮) ইত্যত্র তু বিশেষনির্দ্দেশার্থমেব হি সংলাপ-শব্দো দত্ত ইতি। আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতত্বে হেতুঃ—অনুরতাবলাগণঃ নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যস্মিংস্তদ্বিধঃ। তেষাং সৌরতানামনুরাগপ্রভবত্বাদনুরাগ এব তত্র কারণং, ন তু কামিজনবৎ কাম ইত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিত-তাদৃশাভিলাষ ইতি। এবমেবোক্তং শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নাভ্যাম্—'এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ। শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥' ইতি। টীকায়াং ত্বেবমপীত্যাদিনা স্মরপার-বশ্যাভাবমাত্রপ্রতিপাদনায় সৌরত-শব্দস্য ব্যাখ্যান্তরমপ্রসিদ্ধমপি কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্॥২৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কবিসকলও নিজ নিজ কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, রাসলীলার রজনীসমূহে সে সমুদয়ের আস্বাদন রহিয়াছে; কিন্তু কোন অংশে বিরসতা বা প্রাকৃত কামগন্ধের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। অথবা কবিপ্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত কথ্যমান শৃঙ্গার রসের আশ্রয়ভূতা চন্দ্রকিরণ-শোভিতা সেই সুদীর্ঘ রজনী এবং বসন্তাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য রজনী অতিবাহিত করিলেন। ইহার দ্বারা ষড়ঋতুকালে যে সকল কাব্যকথারসের উদ্ভব হয়, সেই সকল কাব্যকথারস, পূর্ব্বোক্ত রাসলীলার রজনীসমূহে তাহার আস্বাদন রহিয়াছে। কীদৃশ হইয়া সেবা করিতে লাগিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তিনি সুরত সম্বন্ধীয় হাব-ভাবাদি নিজের মনে অবরুদ্ধ করিয়া রসাশ্রয়া সমস্ত শরৎকাব্যকথার সেবন করিয়াছিলেন। 'সৌরত'—ব্রজদেবীগণের সুরত সম্বন্ধীয় হাব-ভাবাদি। 'অবরুদ্ধ'—সমন্তত স্থাপিত। যেহেতু ব্রজদেবীগণকে পরিত্যাগ করিতে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। এস্থলে হাব-ভাবাদির মধ্যে বিশেষরূপে কোন একটিকে নির্দ্দেশ না করায় নিখিল হাব-ভাবাদিই গৃহীত হইয়াছে। যথা,—'ভগবান্ দেবকীসুত, সৌরত সংলাপের দ্বারা ব্রজদেবীগণের সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নরলোক বিড়ম্বনা পূর্ব্বক সুখভোগে রত হইয়াছিলেন।' এস্থলে বিশেষ বিবক্ষায় সংলাপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতত্বের' হেতু কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনুরতা অবলাগণ। অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈদৃশ অনুরাগ হওয়ার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের হাব-ভাবাদি নিজহৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন; সুতরাং গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ-শালিনী ছিলেন। অর্থাৎ ব্রজদেবীগণের সেই সুরতসম্বন্ধীয় হাব-ভাবাদি সমস্তই অনুরাগ

সারার্থদর্শিনী

২৫। শরৎপৌর্ণমাসী-নক্তন্তনীং রাসক্রীড়ামুপসংহরন্নন্যাস্বপি রাত্রিষু বিবিধবিচিত্রা পরিগণ্য তাদৃশক্রীড়া তাভিঃ সহ বভূবেত্যাহ। এবং সর্ব্বাএব যোগমায়ায়াঃ প্রভাবাৎ, শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সিষেবে স্ববিলাসৈর্বৃন্দাবনীয়নিশাসুখমাস্বাদয়ামাসেত্যর্থঃ। সিবুধাতোঃ কর্ত্তৃত্বেন ক্রীড়োপযোগিন্যস্তা নিশাঃ পরমাদরণীয়ত্বেন ভোগ্যাঃ কিমুত তত্রত্যাঃ কামবিলাসা ইতি দ্যোতিতং, মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—সত্যা বাস্তববস্তুস্বরূপাঃ কাম্যবিলাসা যস্য সঃ। কিঞ্চ,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

হইতে উত্থিত বলিয়া ভগবান্ সেই হাব-ভাবাদি আপনার হৃদয়ে সংস্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে অনুরাগই তাহার কারণ, কামীজনের ন্যায় কাম নহে। যেহেতু তিনি সত্যকাম—তাদৃশ অভিলাষে ব্যভিচাররহিত। শ্রীভগবানের তাদৃশ অভিলাষে যে দোষের গন্ধমাত্র নাই, তাহা শ্রীপরাশরনন্দন বৈশম্পায়ণ বলিয়াছেন—'এইপ্রকার সুখস্বরূপ শ্রীভগবান শরৎকালের চন্দ্র-কিরণশোভিত নিশাসমূহে ব্রজগোপীগণে পরিবৃত হইয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আর শ্রীস্বামিপাদ যে, তাঁহার চরমধাতু স্খলিত হয় নাই, এই বাক্যে সৌরত শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অপ্রসিদ্ধ। যদি বল, অপ্রসিদ্ধ হইলে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবান্ যে কামের বা কন্দর্পের বশীভূত নহেন, ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন জানিতে হইবে। ২৫

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৫। শরৎকালীন পূর্ণিমার রাত্রিতে যে রাসক্রীড়া হইয়াছিল, সেই রাসক্রীড়ার উপসংহারে এবং অন্যান্য রাত্রিতে অনুষ্ঠিত যে বিবিধ বিচিত্র লীলা, তাহার পরিগণনা করিয়া ব্রজসুন্দরীগণের সহিত আরও তাদৃশী ক্রীড়া হইয়াছিল। তাহাই বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি। এইরূপে চন্দ্রকিরণ-সমুদ্ভাসিত সেই সকল রাত্রিও রাসলীলাবিলাসে অতিবাহিত হইল। যোগমায়ার প্রভাবেই ঐ সকল রাত্রি পূর্ণচন্দ্রের কিরণে শোভিত ছিল এবং তাহা শৃঙ্গাররসেরও আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় বিলাস দ্বারা বৃন্দাবনীয় নিশাসুখ আস্বাদন করিয়াছিলেন। সিব্-ধাতুর কর্তৃত্ব-হেতু অর্থ হইবে—সেবা করিয়াছিলেন অর্থাৎ উপভোগ করিয়াছিলেন। এই ক্রিয়ার কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ; সুতরাং লীলার উপযোগী সেই সকল নিশাও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরম আদরণীয়রূপেই ভোগ্যা হইয়াছিল। অতএব তত্রত্য কামবিলাসের কথা কি বলিব? ইহাই দ্যোতিত হইল। যেমন ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যেহেতু এই কামবিলাসসকল প্রাকৃত নহে। ইহাই বলিতেছেন—'সত্যকাম'। সত্য—বাস্তব বস্তুস্বরূপ, সুতরাং অপ্রাকৃত কামবিলাস

সারার্থদর্শিনী

রমণস্য কর্ত্তৃত্বং স্বং তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ—অনু তদ্রমণান্তরং রতা রমণকর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ। অবলাপদেন তত্র তাসাং প্রভবিষ্ণুত্বাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তদাচ ভগবতো রাত্রিন্দিবং তৎকেলি-বিলাসৈকতানমনস্কমভূদিত্যাহ—আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুদ্ধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাব-হাব-বিব্বোক-কিল-কিঞ্চিতাদয়ঃ। বাম্যোৎসুক্যহর্ষাদয়ঃ স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ দর্শন স্পর্শন শ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ "এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়ামাস নরলোকং বিড়ম্বয়"ন্নিত্যত্র বিশেষ-বিবক্ষয়ৈব সংলাপপদোপন্যাসঃ অত্রত্ববিশেষণ সর্ব্বএব তে সংগচ্ছন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বা দ্বাদশমাসিকীরেব নিশাঃ সিষেবে-কীদৃশীঃ। শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ। "হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা" ইত্যভিধানাৎ। শরদি সম্বৎসরমধ্য এব ঋত্বাদিকমধিকৃত্য যে কাব্য কথারসাঃ সংভবন্তি তেষামাশ্রয়াঃ। যা এব সাংবৎসরিকনিশাঃ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়াধিকরণীভূতা আশ্রিত্য সৎকবয়ঃ প্রাচীনার্ব্বাচীনা ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-লীলাশুক-গোবর্দ্ধনাচার্য শ্রীরূপাদয়ঃ স্বস্বকৃতেষু কাব্যেষু কথাঃ রসাংশ্চ শৃঙ্গারপ্রধানান্ বর্ণয়িত্বাপি ন পারং প্রাপুরু-রিত্যর্থঃ। অতএব ময়াপি সামস্ত্যেন বর্ণয়িতুমশক্যত্বাদ্দিগেবৈষা দর্শিতেতি ভাবঃ॥২৫॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

যাঁহার, তিনি সত্যকাম। এই অর্থে 'সত্যকাম' শব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অপ্রাকৃত কাম-বিলাসময় ছিলেন, তাহাই দ্যোতিত হইয়াছে। আরও বলিতেছেন—ভগবান্ আপনাকে রমণের কর্ত্তৃরূপে ব্রজগোপীগণকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। তাহাতেই বলিতেছেন—'অনুরতাবলাগণঃ' অনু—রমণান্তর, রতা—রমণকর্ত্রী অবলাগণ। অর্থাৎ রমণান্তর রমণকর্ত্রী অবলাগণও আছেন যাহাতে; সুতরাং এই 'অবলা' পদদ্বারা রমণে ব্রজগোপীদিগের যে প্রভুত্ব নাই, তাহাই ব্যঞ্জিত হইল। সেই সময়ে শ্রীভগবানের রাত্রিদিন সেই কেলিবিলাসে একতান মন হইয়াছিল অর্থাৎ দিবারাত্র ধরিয়া ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের কেলিবিলাস হইয়াছিল। অপ্রাকৃত কেলিবিলাসের আর একটি লক্ষণ—'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত'। অর্থাৎ যিনি আপন মনে সুরত সম্বন্ধীয় ভাব-হাব-বিব্বোক-কিলকিঞ্চিতাদি এবং বাম্য ঔৎসুক্য-হর্ষাদি-স্তম্ভস্বেদ-বৈবর্ণাদি ও দর্শন-স্পর্শন-আশ্লেষণাদি অবরুদ্ধ করিয়াছেন। এই সৌরত-শব্দে যে সুরত সম্বন্ধীয় হাব-ভাব প্রভৃতি বুঝায়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেই (১০।৬০ ৫৮) উক্ত আছে—

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্॥

"ভগবান্ দেবকীনন্দন নরলোকের অনুকরণ করিয়া সুরতসম্বন্ধী সংলাপের দ্বারা রমার সহিত রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।" এস্থলে বিশেষ বিবক্ষায় সংলাপ-পদের উপন্যাস হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে কোন বিশেষ বিবক্ষা না থাকায় সকল ভাবেরই গ্রহণ

শ্রীরাজোবাচ—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬

স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ২৭

ভাবার্থদীপিকা

২৬-২৭। প্রতীপং প্রতিকূলমধর্ম্মমিত্যর্থঃ। আচরৎ কৃতবান্। নচেদধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিন্তু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারাভিমর্শনমিতি॥২৬-২৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৬-২৭। 'বংশীসংজল্পিতমনুরতং রাধয়ান্তর্দ্ধিকেলিঃ প্রাদুর্ভূয়াসনমধিপটং প্রশ্নকূটোত্তরঞ্চ। নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রহঃক্রীড়নং বারিখেলা, কৃষ্ণারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥' এবং সুখবিশেষেণৈব মুনীন্দ্রেণ প্রশ্নস্য বিস্তার্য্য চ বর্ণিতায়াঃ রাসক্রীড়ায়াঃ শ্রবণাদ্রাজ্ঞোঽপি তত্র তত্র সুখোদ্বোধ এব জাত ইতি লভ্যতে,

মূলানুবাদ

২৬-২৭। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—ব্রহ্মণ্! ভগবান জগদীশ্বর ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার প্রবর্ত্তক, প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক হইয়া কিরূপে পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৬-২৭। প্রতীপ—প্রতিকূল অর্থাৎ অধর্ম্ম আচরণ করিলেন। শ্রীভগবানের ঐ প্রকার আচরণ কলঞ্জভক্ষণাদির ন্যায় অধর্ম্ম নহে; পরন্তু উহা মহাসাহসেরও কার্য্য বটে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'পরদারাভিমর্শনম্' ইত্যাদি।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

সুসঙ্গত হইয়াছে জানিতে হইবে। "সর্ব্বা সিষেবে" অর্থাৎ দ্বাদশমাসের রাত্রিসকলও উপভোগ করিলেন। এইজন্য রাত্রিসকলের বর্ণনায় বলিয়াছেন—"শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ঃ" শরৎকালীন এবং কাব্যে কথ্যমান আশ্রয়ভূতা সমস্ত রজনী। "হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমা" এই অভিধানেও শরৎ-শব্দ সম্বৎসরের মধ্যস্থিত ঋতু প্রভৃতি অধিকার করিয়া যে সকল কাব্যকথারসের সম্ভব হয়, রাসরজনী তাহারই আশ্রয়স্বরূপা। এইপ্রকার প্রাচীন কবি ব্যাসদেব, পরাশর প্রভৃতি এবং অপ্রাচীন জয়দেব, লীলাশুক, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও শ্রীরূপ প্রভৃতি সৎকবিসকল শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার আশ্রয়স্বরূপা সাম্বৎসরিক নিশাসমূহকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কাব্যকথারস অর্থাৎ শৃঙ্গার-প্রধান-কাব্য বর্ণনা করিয়াও পার পান নাই; সুতরাং আমিও সমস্ত কাব্যকথা বর্ণনা করিতে অসমর্থ বলিয়া যথাসম্ভব বর্ণন করিলাম। ২৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ন তু দোষদর্শনং বৈরস্যাপাতাৎ। তস্মাত্তত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ সন্দেহং বিতর্ক্য কৃপয়া তেষামেব হিতার্থং তমুত্থাপ্য স্বসন্দেহব্যাজেন পৃচ্ছতি—সংস্থাপনায়েতি ত্রিভিঃ। তত্রাদ্যদ্বয়ং যুগ্মকম্। সংস্থাপনায় লুপ্তস্য প্রবর্ত্তনায়, প্রবৃত্তস্য রক্ষণায়েত্যর্থঃ। ন কেবলং তদর্থমেব, কিন্ত্বিতরস্য অধর্ম্মস্য প্রশমায় সর্ব্ববাসনোন্মূলনায়েত্যর্থঃ; অন্যথা ধর্ম্মসংস্থাপনস্যাপ্যসিদ্ধিঃ স্যাৎ। হি প্রসিদ্ধম্। 'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে' (শ্রীগী ৪।৮) ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ। ভগবানিতি তত এব ভগবদ্ভাবপ্রকটনমপি স্যাদিতি ভাবঃ। অংশেন শ্রীবলদেবেন সহেতি তত্র তত্রাগ্রহো দর্শিতঃ, যতো জগতামীশ্বরঃ প্রতিপালকঃ, অন্যথা জগন্নাশাপত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্বা, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' (শ্রীগী ১০।৪২) ইত্যাদি-ন্যায়েন যো জগদীশ্বরঃ স্বয়ম্ভ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৬-২৭। "প্রথমে বংশীরবে গোপাঙ্গনা সকলের আকর্ষণ, পরে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহাদের পরস্পর প্রেমালাপ, তাহার পর রমণ, তদনন্তর শ্রীরাধার সহিত অন্তর্দ্ধান কেলি, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া গোপীগণ-প্রদত্ত উত্তরীয় বসনে উপবেশন এবং গোপীগণের কূটপ্রশ্নের উত্তরদান, তাহার পর নৃত্যোল্লাস, রহঃক্রীড়া ও জলবিহার, তাহার পর যমুনার উপবনে বিহরণ, এই সকল বৃত্তান্ত এই রমণীয় শ্রীমতী রাসলীলায় বর্ণিত হইয়াছে।" এই প্রকারে মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব সুখবিশেষে নিমগ্ন হইয়াই প্রশংসা সহকারে এই রাসলীলা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিলেন এবং তাহা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতেরও সেই লীলাতে সুখোদ্বোধই সঞ্জাত হইল, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে; পরন্তু তিনি এই রাসলীলায় কোনরূপ দোষ দর্শন করেন নাই। কারণ তাহা হইলে তাঁহার বিরসভাব দেখা যাইত এবং তাঁহার সুখোদ্বোধের ব্যাঘাত উপস্থিত হইত। অতএব তাঁহার কোন সন্দেহ না হইলেও সেই সভায় সমাগত কোন কোন বহির্ম্মুখের হৃদয়ে যেরূপ সন্দেহের অবকাশ হইতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া কৃপাকুলচিত্তে তাহাদের হিতার্থ তাদৃশ সন্দেহ উত্থাপন পূর্ব্বক 'যেন নিজেরই সন্দেহ হইয়াছে' এই ছলে তিন শ্লোকে শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'সংস্থাপনায়' ইত্যাদি। জগদীশ্বর শ্রীভগবান ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ ইত্যাদি। তাহার মধ্যে প্রথম দুইশ্লোকে বিলুপ্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন ও বিঘ্ন হইতে বর্ত্তমান ধর্ম্মের রক্ষণার্থ। কেবল যে ইহারই জন্য তাহা নহে, পরন্তু অধর্ম্মের প্রশমার্থ—প্রকৃষ্ট শমার্থ অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মূল বাসনা বা সংস্কার পর্য্যন্ত উন্মূলন করিবার নিমিত্ত; অন্যথা ধর্ম্মসংস্থাপনও সিদ্ধ হয় না। শ্লোকস্থ 'হি' শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ। ইহা প্রসিদ্ধই আছে—যথা গীতায় শ্রীভগবান স্বীয় শ্রীমুখে ঘোষণা করিয়াছেন—'সাধুগণের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতকারিগণের নাশের জন্য, যুগে যুগে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রকাশিত হই।' 'ভগবান্' এই শব্দের তাৎপর্য্য এই—ভগবদ্ভাবও প্রকটিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

পূর্ণৈশ্বর্য্যযুক্ত ইত্যর্থঃ, তস্যান্যকামনা ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। স ইতি, পূর্ব্বত্র যচ্ছব্দস্যাধ্যাহারাদন্বয়ঃ। ধর্ম্মাঃ এব সেতবঃ লোকরক্ষামর্য্যাদাঃ, ধর্ম্মে বৈদিকনিবন্ধা বা তেষাং বক্তৃত্বাদেব কর্ত্তা, অন্যথা বাক্যব্যবহারয়োর্বিসম্বাদেন লোকৈরগ্রাহ্যঃ স্যাৎ। কিঞ্চ, অভিতো রক্ষিতা তৎপ্রতিপক্ষবধাদিনা বহুধা সম্বর্দ্ধনেন চ পালকঃ। পরদারাভিমর্ষণরূপং প্রতীপং ধর্ম্মসেতুনামেব, ধর্ম্মসংস্থাপনাদের্বা প্রতিকূলম্। ব্রহ্মন্ হে সাক্ষাদ্বেদমূর্ত্তে, প্রতীপাচরণেন বেদাতিক্রমাৎ ভবাদৃশ-বিপ্রকুলাতিক্রমোঽপি স্যাৎ, তচ্চ ব্রহ্মণ্যদেবস্য তস্যাযুক্তত্বমেবেতি ভাবঃ। যদ্বা, নন্বু তৎ কারণং কথং ময়া জ্ঞাতুং শক্যমীশ্বরচেষ্টিতত্বাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—হে সর্ব্ববেদাত্মক, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, প্রতীপমাচরদিতি অধর্ম্মযুক্তবান্ কৃতবান্ অভিরক্ষিতবাংশ্চেত্যর্থঃ। তত্রোক্তিঃ—ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতমিত্যাদিনা রহোঽপি পরদারান্ ভজে ইত্যনুবাদাৎ, কৃতিঃ সাক্ষাদেব রমণাৎ, অভিরক্ষা পুনঃ পুনরাচরণাৎ, তেন লোকে প্রবৃত্তিসম্ভবাচ্চেতি স্বয়মধর্ম্ম-কর্ত্তৃভ্যোঽপি তস্য মহানেব দোষবন্ধ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ধর্ম্ম সংস্থাপনাদি কার্য্য করেন বলিয়াই তাঁহার ভগবদ্ভাবের প্রকটন হইয়া থাকে। অংশের সহিত অর্থাৎ শ্রীবলদেবের সহিত, ইহার দ্বারা সেই সেই ধর্ম্মসংস্থাপনাদি কার্য্যে তদীয় আগ্রহবিশেষ প্রদর্শিত হইল। যদি বল, এই বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ আগ্রহের কারণ কি? তাহাতেই বলিলেন—তিনি জগদীশ্বর—সমস্ত জগতের পালক, তিনি যদি জগৎপালন না করেন, তাহা হইলে জগতের নাশ অবশ্যম্ভাবী। অথবা গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমি একাংশদ্বারাই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করিয়া বা ব্যাপিয়া আছি।" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে যিনি জগদীশ্বর, তিনিই স্বয়ংরূপে পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান; সুতরাং তাঁহার অন্যকামনা সম্ভবপর হয় না। ইহাই ভাবার্থ। 'সঃ'—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এই পদের সহিত পূর্ব্ব-শ্লোকের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ধর্ম্মসেতু—ধর্ম্মই সেতু, এই—অর্থে ধর্ম্মসেতু। সেতু—লোকরক্ষা-মর্য্যাদা। কিংবা ধর্মবিষয়ে যে সকল বৈদিকনিবন্ধ। সেই ধর্ম্মসেতুর (ধর্মরূপে লোকরক্ষা মর্য্যাদার) কর্ত্তা—অনুষ্ঠাতা। অনুষ্ঠাতা কেন? যেহেতু বক্তা। অন্যথা বাক্য ও ব্যবহারের বিসম্বাদ হইলে তাদৃশ উপদেশ জনসাধারণের অগ্রাহ্য হয়। অর্থাৎ উপদেশের সহিত আচরণের যাহার সঙ্গতি নাই, কে তাহার উপদেশের অনুসরণ করিবে? অর্থাৎ কেহই করিবে না। অতএব ভগবান ধর্ম্মের বক্তা ও কর্ত্তা হইয়া কি প্রকারে অধর্ম্ম আচরণ করিলেন? আর কেবল যে বক্তা ও কর্ত্তা, তাহা নহে, আবার অভিরক্ষিতা। অভি—সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ সেই ধর্ম্মের বহুধা সম্বর্দ্ধন দ্বারা এবং তাহার প্রতিপক্ষ বধাদি দ্বারা রক্ষিতা—প্রতিপালক। অতএব সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসেতুর বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে পরদারাভিমর্শণ রূপ প্রতিকূল আচরণ করিলেন? অর্থাৎ কিরূপে অধর্মের কথা বলিলেন? আর কিরূপেই

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

আয়াতঃ। যদ্বা, ধর্ম্মং প্রকর্ষেণ নাশিতবান্, অধর্ম্মঞ্চ সম্যক্ স্থাপিতবানিতি শ্লেষেণ স্বয়ং সিদ্ধান্তমপ্যাহ—সংস্থাপনায়েতি, ধর্ম্মস্য স্থাপনং নাম সামান্যতঃ সংস্থাপনন্তু তত্রৈব শুদ্ধভক্তিযোগস্য সর্ব্বাতিক্রমিতয়া স্থাপনাৎ। 'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥' ইতি পাদ্মাদি-শাস্ত্রেভ্যঃ। তদবতারস্য তন্মুখ্যপ্রয়োজনত্বঞ্চোক্তং শ্রীকুন্তীদেব্যা (৮।২০)—'ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ' ইতি। 'ভক্তিযোগবিধানার্থমবতীর্ণং ত্বাম্' ইতি টীকা চ। তদ্ধি তত্র বিনাপ্যুপদেশং তৎপ্রভাবেণৈব ভবতি। তথেতরস্য তদ্বিরুদ্ধস্য চ স্বত এব নাশো ভবতীতি স তথাভূতোঽসৌ পরদারাভিমর্ষণরূপং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বা অধর্ম্ম কার্য্য করিলেন এবং অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন? হে ব্রহ্মন্! হে সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তে! এই প্রতিকূল আচরণে বেদাতিক্রম-হেতু ভবাদৃশ বিপ্রকুলেরও অতিক্রম হয়, সুতরাং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বেদবিরুদ্ধ পরদারাভিমর্শণ যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্থাৎ প্রতিকূল আচরণে বেদবিধি অতিক্রম করা হয় এবং বেদকে অতিক্রম করিলে ভবাদৃশ বিপ্রগণ সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি বলিয়া আপনাদের ন্যায় ব্রাহ্মণ সকলকেও অতিক্রম করা হয়; তাহা কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব সেই ভগবানের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। অথবা যদি বলেন, হে বৎস! ভগবান যে কেন পরদারাভিমর্ষণ কার্য্য করিলেন, তাহা আমি কিরূপে জানিব? যেহেতু তিনি ঈশ্বর, তাঁহার লীলা বুঝিতে আমার কি শক্তি আছে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—হে ব্রহ্মন্! হে সর্ব্ববেদাত্মক! আপনি সর্ব্ববেদস্বরূপ,—বেদতুল্য সর্ব্ববস্তু, আপনার অগম্য কিছুই নাই। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন। অথবা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিকূল আচরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা হইয়াও কি প্রকারে অধর্ম্মের কথা বলিলেন, অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন এবং অধর্ম্মকে পালন করিলেন? তিনি যে অধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণও রহিয়াছে। গোপীগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং" অর্থাৎ 'আমি অদৃশ্য থাকিয়া তোমাদিগকে ভজনা করিতেছিলাম।" এই বাক্য দ্বারা জানাইয়াছেন—'আমি লুক্কাইত অবস্থায়ও পরদার ভজনা করিয়া থাকি।" ইহার দ্বারা অধর্ম্মের বক্তা এবং সাক্ষাৎ রমণ হেতু অধর্ম্মের কর্ত্তা ও পুনঃপুন অধর্ম্মের আচরণহেতু ও তদ্দ্বারা লোকে তৎবিষয়ক প্রবৃত্তি সম্ভবহেতু অধর্ম্মের অভিরক্ষিতা হইয়াছেন। অর্থাৎ অধর্ম্মাচরণের প্রতি-পালকত্বও তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে তিনি অধর্ম অনুষ্ঠানকারীজন অপেক্ষাও অধর্মের প্রতিপালক বলিয়া অধিকতর তাঁহার দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব তিনি প্রকৃষ্টরূপে ধর্মের নাশ এবং সম্যক্ প্রকারে অধর্মের স্থাপন করিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রতীপং কথমাচরৎ? অপি তু নৈবাচরদিতি কুতো ধর্মসেতূনাং সর্ব্বধর্মাশ্রয়ভূতানাং ভক্তিযোগভেদানাং বক্তৃত্বাদিহেতোরিত্যর্থঃ। অতো নিজাবতারমুখ্যপ্রয়োজনভক্তিবিশেষফল-প্রেমবিশেষ-বিস্তারণার্থং তাসাং পতিসেবাদিধর্ম্ম-ত্যজনেন অন্যধর্মাদ্যনাদরো যুক্ত এবেতি ভাবঃ। স চ তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত' (শ্রীভা ১১।২০।৯) ইত্যাদিবচনাৎ সাধনদশায়ামপি যুক্তঃ, কিমুত তাসামিতি। যদ্বা, স ভগবান্ জগদীশ্বরশ্চেত্যেব বা প্রতীপত্বে হেতুঃ, সর্ব্বাংশিত্বাদন্তর্যামিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। যদ্বা, পরে পরম-স্বশক্তিরূপা যে দারাঃ স্বীয়-রমণ্যস্তদভিমর্ষণমপি কথং প্রতীপমাচরৎ? অপি তু নৈবেত্যর্থঃ। যতো ভবদ্ভিরেবোক্তং 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি ॥২৬-২৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

পূর্ব্বশ্লোকে ও এই শ্লোকে শ্লেষার্থ দ্বারা মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎ স্বয়ং সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—ধর্মের সংস্থাপন ও অধর্মনাশের নিমিত্ত ভগবান অংশরূপ শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই বাক্যে ধর্মের সংস্থাপন বলা হইয়াছে। ধর্মের স্থাপন ইহা সামান্য কথা; পরন্তু ধর্মের সংস্থাপন বলিতে বিশেষরূপ ধর্মের সম্যক্ স্থাপন বুঝিতে হইবে। অতএব শুদ্ধভক্তির সর্ব্বাতিশায়িরূপে স্থাপনের নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাদ্মেও উক্ত হইয়াছে—'সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কখনও বিস্মৃত হইবে না। শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ আছে, সমস্তই এই বিধি ও নিষেধের অধীন।' শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য প্রয়োজন বিষয়ে শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরমহংস নির্ম্মলাত্মা মুনিগণের প্রতি ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছ, সুতরাং আমি স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে তোমাকে জানিতে পারিব?" শ্রীস্বামিপাদও উক্ত প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নিজগুণে আত্মারামগণকে আকর্ষণ করত ভক্তিযোগ প্রদানের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ।" অতএব তাঁহাতে সেই ভক্তিযোগ আবার উপদেশ বিনাও তৎ-প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে ভক্তিযোগের যে বিরোধী ধর্ম উহা স্বভাবতঃই নাশ হয়। এবম্ভূত শ্রীভগবান পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ কেন করিবেন? বস্তুতঃ তিনি পরদারাভিমর্ষণরূপ প্রতিকূল আচরণ করেন নাই। কারণ তিনি সকল ধর্মের আশ্রয়ভূত ভক্তিযোগরূপ পরমধর্মের বক্তা, কর্ত্তা ও অভিরক্ষিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজ অবতারের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তিবিশেষের ফল যে প্রেমবিশেষ, তাহার বিস্তার জন্য গোপীদের পতিসেবাদি ধর্ম পরিত্যাগ দ্বারা অন্য ধর্মাদিতে অনাদর সঙ্গতই হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণভজনে অন্য ধর্মাদির আদর নাই। অপিচ অন্য ধর্মাদিতে যে অনাদর, তাহা 'তাবৎ কর্মাণি কুর্ব্বীত' মূলে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত না হইবে, কিংবা যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্মানুষ্ঠান করিবে।" এই বচনানুসারে সাধনদশায় সাধকগণের শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই কর্মের অনুষ্ঠান

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮

সারার্থদর্শিনী

২৬-২৭। অথ পরীক্ষিৎসভোপবিষ্টানাং বিবিধবাসনাবতাং কর্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহসমুদ্ভূতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি। ইতরস্যাধর্ম্মস্য যঃ খল্বংশেন জগদীশ্বরো বিষ্ণুর্ভবতি স স্বয়ং ভগবানবতীর্ণঃ। যদ্বা, অংশেন বলদেবেন সহ প্রতীপং প্রতিকূলমধর্ম্মং যদি চ স্বৈরলীলয়ৈবাচরদিত্যুচ্যতে তদা ব্রহ্মশাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলঞ্চ কদাচিদীশ্বরত্বেপ্যঙ্গীকরোতি যথা তথৈব পাপমঙ্গীকৃত তৎফলমপ্যবশ্যমঙ্গীকুর্য্যাদিত্যাক্ষেপ ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥২৬-২৭॥

মূলানুবাদ

২৮। হে সুব্রত! আপ্তকাম যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

যুক্তিযুক্ত; কিন্তু তাহার পরে নহে। অতএব নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোপীগণের পক্ষে আর কি বলিব? অথবা সেই জগদীশ্বর বা সর্ব্ব অংশী সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে প্রতিকূল পরদারাভিমর্ষণ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। অথবা 'পরদারাভিমর্ষণ' পদের 'পর' শব্দে পরম স্বরূপ-শক্তিরূপা যে সকল দারা অর্থাৎ স্বীয় রমণীগণ, তাঁহাদের অভিমর্ষণ কি প্রকারে প্রতিকূল আচরণ হইল? অপিচ ভগবান প্রতিকূল আচরণ করেন নাই। যেহেতু আপনি পূর্ব্বে এই গোপীসকলকে 'কৃষ্ণবধূ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২৬-২৭

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৬-২৭। অনন্তর পরীক্ষিৎ মহারাজের সভায় উপবিষ্ট বিবিধ বাসনাযুক্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে উত্থিত সন্দেহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'সংস্থাপনায়' ইত্যাদি। ইতর ধর্ম্ম সমূলে নাশের জন্য যিনি অংশ দ্বারাই জগদীশ্বর বিষ্ণু হইয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। অথবা তিনি শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা ধর্ম্ম-প্রতিকূল আচরণ সম্ভব হইল কিরূপে? যদিও শ্রীভগবানের পক্ষে স্বৈরলীলায় পরদারাভিমর্ষণরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের ফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তথাপি ব্রহ্মশাপাদি অঙ্গীকার এবং তাহার ফলও কখনও কখনও ঈশ্বরত্বেও অঙ্গীকার করিতে দেখা যায়; সুতরাং তাঁহার পাপও অঙ্গীকার অর্থাৎ তৎফলও অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হয়—ইত্যাদি আক্ষেপলব্ধ প্রশ্ন।

ভাবার্থদীপিকা

২৮। আপ্তকামস্য নায়মধর্ম ইতি চেদ্‌যত্নেবং কামাভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৮। যদুপতিরিতি কৃত-তাদৃশাকর্ত্তব্যশ্চেৎ, পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিরপি ন স্যাৎ। এমমিতি কুত্রাপ্যন্যঃ সংশয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। ন ইতি বহুত্বং সন্দেহে বর্গাভিপ্রায়েণ সংশয়ং প্রাপ্তশিরোমুকুটাচরিতত্ব-শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বাভ্যাং চিত্তদোলনম্। সুব্রত হে ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ ইতি ভবাদৃশামাচরিতং বিরুদ্ধং, তত্ত্ব জুগুপ্সিতমেবেতি। যদ্বা, হে সদাচারনিষ্ঠেতি অন্যথা ভবদাদি-সম্মতসদাচারলোপ ইতি ভাবঃ। শ্লেষপক্ষে —যদূনাং ভক্তানাং পতিরিতি ভক্তকৃপয়া কদাচিদ্ধর্ম্মাতিক্রমার্হোঽপীত্যর্থঃ। জুগুপ্সিতং কিং কৃতবান্?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৮। আপনি যদি বলেন—আপ্তকাম পরমেশ্বরের ইহা অধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি তিনি পূর্ণকাম, তাঁহার কামনা নাই, তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কার্য্য করিলেন? ইহাই 'আপ্তকাম' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ২৮।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৮। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও কি অভিপ্রায়ে এই পরদারাভিমর্ষণরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? এস্থলে 'যদুপতি' বলিবার তাৎপর্য্য এই—তিনি যদি তাদৃশ অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পরম ধার্ম্মিক যদুকুলের পতিও হইতে পারেন না। আমাদের এই সংশয় নিবারণ করুন। সভাস্থিত অন্যান্য সন্দেহযুক্ত জনসকলের অপেক্ষায় 'আমাদের' বলিয়াছেন। অর্থাৎ সংশয়ান্দোলিত-চিত্ত বহির্মুখ ব্যক্তিসকলের সংশয়-প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করিতেছেন যে, আপ্তকামমুকুটমণি পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরদারাভিমর্ষণে প্রবৃত্তি হয় তাহাতে তাঁহার পক্ষে হয় তো কোন অধর্ম নাই, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই, তিনি নিষ্কামী অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়াও কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কার্য্য করিলেন? হে সুব্রত! অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদিনিষ্ঠ! ভবাদৃশ মহাত্মার আচরণবিরুদ্ধ যে কার্য্য, তাহা অবশ্য নিন্দনীয়। অথবা হে সদাচারনিষ্ঠ! এই সম্বোধনের ভাবার্থ এই—তিনি যদি তাদৃশ নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ভবাদৃশ-সম্মত সদাচার বিলুপ্ত হইবে। শ্লেষপক্ষে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ নিজের মত বলিতেছেন—সেই যদুকুল পরমভক্ত, তিনি সেই যদুকুলের পতি হইয়াও অর্থাৎ ভক্তের প্রতি কৃপাপ্রযুক্ত কদাচিৎ ধর্মাতিক্রমের যোগ্য হইয়াও কি ভগবান এরূপ বিগর্হিত আচরণ করিয়াছেন? বস্তুতঃ তাহা করেন নাই; কিন্তু ভক্তবর্গের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অপি তু নৈব, কিন্তু ভক্তবর্গ-সম্মতমেবাকরোদিত্যর্থঃ। কুতঃ? আপ্তো লব্ধঃ কামো রাস ক্রীড়াদিনা নিজপ্রেমভক্তিবিস্তারণমনোরথো যেন সঃ। সর্ব্বসাধ্যতম-প্রেমভক্তিপ্রবর্ত্তনেন নিন্দিতানাচরণাৎ, প্রত্যুত তেন সাধুবর্গসন্তোষণাদেবেত্যর্থঃ। তথাপি ন সংশয়মিতি সাঞ্জলি-করচালনেন তত্রত্যসন্দিহানবর্গাভিপ্রায়েণ, তচ্চ বিনয়েন প্রায় ইতি তত্র কেষাঞ্চিচ্ছাস্ত্রার্থতত্ত্ববিদাং ভক্তিপরাণাং সদ্রসাভিষিক্তানাং প্রেমভক্তিরসময়-তদীয়রাসক্রীড়াদৌ সংশয়ান্তরাভাবাৎ, অতোঽনবহিতানামেবাত্রত্যানাং কেষাঞ্চিৎ হিতার্থমেব ময়া পৃচ্ছ্যতে, ন চ নিজসন্দেহাদিতি ভাবঃ। তস্মাৎ অভি অভয়ং যথা স্যাত্তেভ্যো ভয়মকৃত্বা তেষাং সংশয়শৃঙ্খলাং ছিন্ধীত্যর্থঃ। সুব্রত হে ভক্ত্যৈকনিষ্ঠ ॥২৮॥

সারার্থদর্শিনী

২৮। পরমেশ্বরস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি। তেন স্বকাম পূরণার্থমিদং কৃতবানিতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতি ভাবঃ। অবতারেঽস্মিন্নেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব কর্ত্তব্যমবশ্যমিতি চেদত আহ,—যদুপতিরিতি। পরমধার্মিকাণাং যদূনাং পতিস্তর্হি কথমভূদিতি-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সম্মত কার্য্যই করিয়াছেন, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কেন? যেহেতু তিনি আপ্তকাম অর্থাৎ রাস-ক্রীড়াদি দ্বারা স্বীয় প্রেমভক্তি বিস্তারণরূপ মনোরথ লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধ্যতম প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তনে নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব নহে; প্রত্যুত সাধুবর্গের সন্তোষ বিধানার্থ প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তথাপি হে ভক্তিমাত্রনিষ্ঠ! আপনি প্রায় আমাদের সংশয়-শৃঙ্খল নির্ভয়ে ছেদন করুন। 'প্রায় আমাদের' এস্থলে 'প্রায়' শব্দের অন্তরালে ইহাই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে যে, ভগবানের এই রাস-ক্রীড়াদি যে প্রেমভক্তিরসময়, তাহা আমি জানি এবং এই লীলা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর এস্থলে বহু শাস্ত্রার্থবেত্তা ভক্তিপর সদ্রসাভিষিক্ত মহাত্মাগণও রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও প্রেমভক্তিরসময় তদীয় রাস-ক্রীড়াদিতে কোনরূপ সংশয়ান্তর নাই। তবে এস্থলে কতিপয় অনবহিতচিত্ত বহির্ম্মুখ উপস্থিত আছে, ইহারা ভক্তিতত্ত্বে একবারে অমনোযোগী। আমি ইহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অর্থাৎ ইহাদের সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অতএব আপনি নির্ভয়ে অর্থাৎ উহাদিগকে ভয় না করিয়া সংশয়শৃঙ্খল ছেদন করুন। ২৮

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৮। যদি বলেন—পরমেশ্বরের ইহা অধর্ম্ম নহে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কার্য্য করিলেন? তাহাই 'আপ্তকাম' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। এই নিন্দিত কর্ম্ম তিনি কামবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন — এইরূপ

শ্রীশুক উবাচ—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ২৯

ভাবার্থদীপিকা

২৯। পরমেশ্বরং কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ ধর্ম্মব্যতিক্রম ইতি। সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি॥

সারার্থদর্শিনী

ভাবঃ। ন ইতি। নতু কেবলস্য মমাত্র সংশয়োঽস্তীত্যর্থঃ। তস্যাপ্তকামত্বেঽপ্যাত্মারামত্বেঽপি প্রেমানন্দস্বরূপাভিস্তাভিঃ সোৎকণ্ঠং রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞাতপ্রায় রহস্য সিদ্ধান্তত্বাদিতি ভাবঃ। সুব্রতেতি। সদাচারপরায়ণস্য তবাপ্যস্যামেব লীলায়ামত্যাবেশদর্শনাদেতে সংশেরতে ইতি ভাবঃ॥২৮॥

মূলানুবাদ

২৯। শ্রীশুকদেব বলিলেন—রাজন্! ধর্ম্ম অতিক্রমের সাহস ঈশ্বরদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তেজস্বীদিগের দোষের হয় না। যেমন বহ্নির সর্ব্বভক্ষণে দোষ হয় না, সেইরূপ।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

২৯। 'কৈমুতিক' ন্যায়ানুসারে পরমেশ্বরে দোষ পরিহার করিবার নিমিত্ত সামান্যরূপে মহৎগণের ধর্ম্মব্যতিক্রম বৃত্তান্ত বলিতেছেন—'ধর্ম্মব্যতিক্রমো' শ্লোকে। প্রজাপতি, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি তেজস্বী বলিয়া তত্তৎ কর্ম্ম তাঁহাদের দোষের নিমিত্ত হয় না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

উত্তর দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ তিনি আপ্তকাম—পূর্ণকাম। পূর্ণকামত্বহেতু তিনি ভোগেচ্ছা রহিত; অথচ তিনি এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন! ইহাতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় জন্মিয়াছে। যদি বলা হয়—এতাদৃশ নিন্দিত কার্য্য তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচিত হইয়াছিল, তাহাও বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে শ্রীভগবান যে পরম ধার্ম্মিক যদুদের পতি, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? অতএব কেবলমাত্র আমারই যে ঐ প্রকার সন্দেহ তাহা নহে। যদিও আপ্তকামত্ব বা আত্মারামত্ব সত্ত্বেও প্রেমানন্দস্বরূপা ব্রজগোপীগণের সহিত তাঁহার উৎকণ্ঠাময় রমণ স্বাভাবিক হইতে পারে, তথাপি এই প্রকার সিদ্ধান্ত জ্ঞানপ্রায় রহস্যই বলিতে হয়। অতএব হে সুব্রত! আপনি সদাচার পরায়ণ, আপনারও এই লীলায় অতিশয় আবেশ দেখিয়া আমাদের সংশয় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব দয়া করিয়া আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন। ২৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

২৯। সহজকৃপালুতয়া শিষ্যস্নেহাপেক্ষয়া বা তদীয়াক্ষেপাভাসপরিহারপূর্বকং শ্লেষ-দর্শিত-তদীয়-সিদ্ধান্তান্তরমেব পরিহরতি—ধর্ম্মেতি সপ্তভিঃ। ঈশ্বরাণাং কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্যরহিতানামিত্যর্থঃ; তেষাং ধর্ম্মব্যতিক্রমো, যদ্দৃষ্টঃ যথা ব্রহ্মাদীনাং দুহিতৃকামনাদৌ, তথা সাহসং নির্ভয়তা চ যদ্দৃষ্টং, তথা বৃহস্পতেরুতথ্যাপত্নী-গমনাদৌ তত্তচ্চ তেজীয়সাং তেষাং ন দোষায় প্রত্যবায়ায়। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সর্ব্বভুজো বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায়, তদ্বদিত্যর্থঃ॥

সারার্থদর্শিনী

২৯। কৃতস্যাপ্যধর্ম্মস্য ফলমীশ্বরাণামপি ন ভবেৎ কিমুত পরমেশ্বরস্য তস্যেতি প্রথমপ্রশ্নোত্তরমাহ—ধর্ম্মেতি ষড়্ভিঃ। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনামপি ধর্ম্মব্যতিক্রমোঽধর্ম্মো দৃষ্টঃ। সাহসং সাহসহেতুক ইত্যর্থঃ। ন দোষায় ন প্রত্যবায়ায়। বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্ত্বং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায় তদ্বদিত্যর্থঃ॥২৯॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

২৯। শ্রীশুকদেব স্বভাবসিদ্ধ দয়ালুতার বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা শিষ্যের প্রতি স্নেহাপেক্ষায় শ্রীপরীক্ষিতের আক্ষেপাভাস পরিহারপূর্ব্বক শ্লেষ-দর্শিত তদীয় সিদ্ধান্তিত (আক্ষেপাভাস সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া) অর্থ অনুসারেই ভগবানে দোষ পরিহার করিতেছেন, ইহাই 'ধর্ম্মব্যতিক্রমো' ইত্যাদি সাত শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ঈশ্বরগণ কর্ম্মাদি পারতন্ত্র্যরহিত, অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম্মাদির অধীন নহেন। তাঁহাদের ধর্মাদি ব্যতিক্রম—যেমন ব্রহ্মার দুহিতৃকামনাদি, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের অতিলঙ্ঘন এবং বৃহস্পতির উতথ্যপত্নী গমনাদিতে নির্ভয়তা দৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সর্বভুক্ হইয়াও অগ্নি যেমন অপবিত্র বা তাঁহার কোনরূপ দোষ হয় না, সেইরূপ তেজস্বী ব্রহ্মাদিরও তত্তৎ কর্ম্ম দোষের নিমিত্ত হয় না।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

২৯। ঈশ্বরদিগকে স্বকৃত অধর্মের জন্য ফলভোগ করিতে হয় না; সুতরাং পরমেশ্বরের পরদারাভিমর্ষণরূপ সাহসাচরণে যে কোন দোষেরই সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আর বলিবার কি আছে? তাহাই 'ধর্ম্মব্যতিক্রমো' প্রভৃতি ছয়টি শ্লোকে বলিবেন। এই শ্লোকেও পরীক্ষিতের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। রুদ্রাদি ঈশ্বরগণের ধর্ম্ম ব্যতিক্রম অর্থাৎ অধর্ম্ম দৃষ্ট হইলেও উহা দোষাবহ নহে, উহা তাঁহাদের সাহসহেতু কৃত। তাঁহারা তেজীয়ান বলিয়া এই সমস্ত কর্ম্মে প্রত্যবায় বা দোষ নাই। দৃষ্টান্ত—যথা, সর্ব্বভুক্ বহ্নি। সর্ব্বভুক্ হইয়াও বহ্নি যেমন অপবিত্র হয় না, সেইরূপ উহা তেজস্বীগণের দোষের কারণ হয় না।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০

ভাবার্থদীপিকা

৩০। তর্হি যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো দেহাদিপরতন্ত্রঃ। যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩০। তর্হ্যন্যেষাং কা বার্ত্তা, তত্রাহ—নৈতদিতি। এতদ্ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমাদিময়মীশ্বরাচরিতং ন সম্যগাচরেৎ। সম্যগিত্যস্য নিষেধে তাৎপর্য্যম্. একাংশেনাপি নাচরেদিত্যর্থঃ। জাতু কদাচিদপি, তত্র চ ন মনসাপি, কিমুত বাচা কর্ম্মণা বা হি নিশ্চয়ে। বিশেষেণ সমূলতয়া লোকদ্বয়দুঃখিত্বাদি-প্রকারেণ নশ্যতি। মৌঢ্যাদীশ্বরাণামৈশ্বর্য্যমাত্মনশ্চাসামর্থ্যমজ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। ইতি ভক্ষণে মৌঢ্যমেব হেতুরুক্তঃ, অন্যথা ভক্ষণাপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। অব্ধিজং কালকূটমিতি পরমতীক্ষ্ণতয়া সদ্য এব বিনাশোঽভিপ্রেতঃ, ঈশ্বরস্তু ন নশ্যেদেব, প্রত্যুত ঐশ্বর্য্যবিশেষ-প্রকাশাদিনা শোভতে; যথা নীলকণ্ঠত্বাদিনা শিব ইতি ভাব ॥৩০॥

মূলানুবাদ

৩০। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কর্ম্মপরবশ তেজহীন ব্যক্তি কখনও মনেও তাদৃশ আচরণ করিবে না। কোন ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ রুদ্রের ন্যায় আচরণ করিয়া সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিলে বিনাশই প্রাপ্ত হইবে।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩০। তাহা হইলে 'শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতরজনও তাহাই আচরণ করিয়া থাকে।' এই ন্যায়ানুসারে অপরেও তাদৃশ কার্য্যে রত হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন——'নৈতৎ' ইত্যাদি। অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পরতন্ত্র ব্যক্তি ইহা মনেও করিবে না। যেমন শ্রীরুদ্র ব্যতিরিক্ত অপর কেহ সমুদ্রোৎপন্ন কালকূট বিষ ভক্ষণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩০। যদি মহৎ ব্যক্তিগণই এতাদৃশ আচরণ করেন, তাহা হইলে অন্যের কথা কি? অর্থাৎ অন্যে যে করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাতেই বলিতেছেন—দেহাদি পরতন্ত্র অনীশ্বর জনগণ মনে মনেও কখনও ঐরূপ আচরণের সঙ্কল্প করিবে না। অর্থাৎ এই ধর্ম্ম-ব্যতিক্রমাদিময় ঈশ্বর-আচরিত কর্ম্মের মনেও সঙ্কল্প—সমাচরণ করিবে না। এস্থলে সমাচরণ—সম্যক্ আচরণ, সম্যক্ শব্দের নিষেধার্থেই তাৎপর্য্য; সুতরাং অর্থ হইল—একাংশেও আচরণ করিবে না। অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বা কর্ম্মের দ্বারা দূরের কথা, মনেও কখনও আচরণ করিবে না। 'হি'—নিশ্চয়ে। ঐরূপ আচরণ করিলে পাপস্পৃষ্ট-হেতু লোকদ্বয় দুঃখিত্বাদি প্রকারে

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ৩১

ভাবার্থদীপিকা

৩১। কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরাণামিতি। তেষাং বচঃ সত্যম্ অতস্তদুক্তমাচরেদেব। আচরিতন্তু ক্বচিৎ সত্যম্ অতঃ স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদ্‌যদ্ যুক্তমবিরুদ্ধং তত্তদেবাচরেৎ॥

সারার্থদর্শিনী

৩০। তর্হি "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ" ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনীশ্বরো নিকৃষ্টো জীবঃ যথারুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভুঞ্জানঃ সদ্যো বিনশ্যতি রুদ্রস্তু ভুক্ত্বা প্রত্যুত নীলকণ্ঠত্বেন শোভতে স্মেতি ভাবঃ ॥৩০॥

মূলানুবাদ

৩১। ঈশ্বরগণের বাক্য সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আচরণ কদাচিৎ সত্য হইয়া থাকে; সুতরাং যে আচরণগুলি তাঁহাদের বাক্যের বিরোধী নহে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেগুলি আচরণ করিবেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সমূলে নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। মূঢ়তা বশতঃ অর্থাৎ ঈশ্বরগণের ঐশ্বর্য্য ও নিজের অসামর্থ্য না জানিয়া। এইজন্য বিষভক্ষণে মূঢ়তাই হেতু উক্ত হইয়াছে অন্যথা ভক্ষণে অপ্রবৃত্তি হইত। 'সমুদ্রজাত কালকূট' ইহার দ্বারা পরম তীক্ষ্ণ বলিয়া সেই বিষপানে সদ্যই বিনাশ অভিপ্রেত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে যিনি ঈশ্বর, তিনি কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হন না; বরং ঐশ্বর্য্যবিশেষ প্রকাশাদি দ্বারা আরও শোভমান হন, যেমন নীলকণ্ঠত্বাদি-হেতু শ্রীশিব পরম শোভমান হইয়াছিলেন। ৩০

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩০। যদি বল—তাহা হইলে "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ যাহা যাহা করেন, সাধারণ মানুষ তাহাই করিয়া থাকে; তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, লোকে তাহারই অনুসরণ করে।" এই ন্যায়ানুসারে অপরেও তাদৃশ কার্যে রত হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'নৈতৎ' ইত্যাদি। অনীশ্বর অর্থাৎ দেহপরতন্ত্র নিকৃষ্ট জীবের মনেও কখন এরূপ ধর্মব্যতিরিক্ত আচরণ করা উচিত নয়। রুদ্র ব্যতিরিক্ত কোন ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ যদি কালকূট বিষ ভক্ষণ করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে; কিন্তু রুদ্র ঐ বিষ ভক্ষণ করিয়া বিনষ্ট হন না, প্রত্যুত বিশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকাশের দ্বারা নীলকণ্ঠরূপে শোভা পাইয়া থাকেন। ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩১। যচ আজ্ঞা সত্যং প্রমাণত্বেন গ্রাহ্যং, স্ববচনেনাবিরুদ্ধমিতি স্ব-শব্দেন তেষামেব তথা বিচারাদাজ্ঞায়া বলবত্তরত্বং ব্যঞ্জিতম্। বুদ্ধিমানিতি তত্তদ্বিচার্য্যেত্যর্থঃ, অন্যথা নির্ব্বুদ্ধিরেবেতি ভাবঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৩১-৩২। কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ,—ঈশ্বরাণামিতি। সত্যং সদ্যো হিতং ক্বচিৎ দশরথপুত্রত্বে সতীত্যর্থঃ। তস্মাদিয়ং ব্যবস্থেত্যাহ—স্ববচোযুক্তং অবিরুদ্ধং তদেবাচরেৎ। বুদ্ধিমানিতি তত্রাপি বিচার্য্যৈব। "তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহে"তি ভগবতো বচোঽপ্যর্জ্জুনেনাশ্বত্থামবধ-বিধায়কং ন পালিতমিতি॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩১। তাহা হইলে সদাচারের প্রামাণ্য কি প্রকারে থাকিতে পারে? উত্তরে বলিতেছেন —'ঈশ্বরাণাম্' ইত্যাদি। ঈশ্বরসকলের বাক্য সত্য; সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা আচরণ করিতেই হইবে। তবে তাঁহাদের আচরণ ক্বচিৎ সত্য। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই ঈশ্বরদিগের নিজ বাক্যের অবিরুদ্ধ যে আচরণ, তাহাই পালন করিবেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩১। ঈশ্বরগণের আজ্ঞা সত্য—প্রামাণ্যরূপে গ্রাহ্য; কিন্তু তাঁহাদের আচরণ উপদেশের অনুরূপ হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাও পালন করিবেন। অর্থাৎ তাঁহাদের আজ্ঞার অবিরুদ্ধ যে আচরণ, তাহাই করিবেন। 'স্ব'-শব্দে তাঁহাদের আদেশ বাক্য অর্থাৎ শাস্ত্রানুরোধে লোক শিক্ষার নিমিত্ত যে আচরণ, তাহা সত্য ও বলবত্তর; সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা বিচার পূর্ব্বক পালন করিবেন; অন্যথা যে ব্যক্তি এরূপ না করে সে নির্বুদ্ধি।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩১-৩২। তাহা হইলে সদাচারের প্রামাণ্য কিরূপে রক্ষিত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন —'ঈশ্বরাণামিতি'। ঈশ্বরগণের বাক্য সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আচরণ ক্বচিৎ সত্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবান কখনও দশরথের পুত্ররূপে সদাচার পালনের দ্বারাও মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া থাকেন অতএব তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী যাহা যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ স্ববচনের অবিরুদ্ধ, তাহাই আচরিতব্য। তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তির বিচার্য্য এইরূপ—শ্রীভগবান আদেশ করিতেছেন, "আত্মা ও বন্ধুহননকারী আততায়ী এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।" কিন্তু শ্রীঅর্জ্জুন ভগবানের আদেশ পালন করিলেন না অর্থাৎ অশ্বত্থামাকে বধ করিলেন না। অতএব যে সমস্ত আচরণ ভক্তি-শাস্ত্রের অনুমোদিত, সেই সমস্ত আচরণই অনুকরণীয়। ৩১ ৩২

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩

ভাবার্থদীপিকা

৩২। ননু তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তত্রাহ কুশলেতি। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষপণ মাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্যদিত্যর্থঃ॥

৩৩। প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি। কুশলাকুশলান্বয়ো ন বিদ্যত ইতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩২। চকারাদমুত্রাপি। বা-শব্দঃ সমুচ্চয়ে। অনর্থোঽপি নাস্তি। কুতঃ? নিরহঙ্কারিণামহঙ্কারিভ্যো ব্যতিরিক্তানামহঙ্কারাভাবেন কর্ম্মভিরলেপাদিত্যর্থঃ। প্রভো হে যোদ্ধুং সমর্থ; যদ্বা, তস্যাপীশ্বরত্বাভিপ্রায়েণ সম্বোধয়তি—হে ঈশ্বরেতি॥

মূলানুবাদ

৩২। হে প্রভো! ইহাঁরা অহঙ্কারশূন্য বলিয়া কুশল আচরণ হইতে ইহলোকে বা পরলোকে কোন অর্থের সম্ভাবনা নাই। আর ইহার বিপরীত আচরণ হইতেও কোনপ্রকার অনর্থের সম্ভাবনা নাই।

৩৩। অতএব যিনি তির্য্যক্, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতি নিখিল প্রাণীর ঈশ্বর, যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার আবার কুশল-অকুশলের সম্ভাবনা কোথায়?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩২। যদি বল, তাহা হইলে তাঁহারাও এরূপ সাহসের কার্য্য কি জন্য করিয়া থাকেন? তাহাতে বলিতেছেন 'কুশল' ইত্যাদি। ভাবার্থ এই যে, প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়সাধনই কুশলগণের কার্য্য, অন্য কার্য্য নাই।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩২। মূলে 'চ' শব্দ হইতেই 'পরলোক' এই অর্থ করা হইয়াছে। বা—শব্দ সমুচ্চয়ার্থে। অর্থাৎ ইহলোকে বা পরলোকে কোনরূপ ফল নাই বা পাপাচরণেও তাঁহাদের কোনরূপ অনর্থ হয় না। কেন? নিরহঙ্কারী অর্থাৎ অহংভাব বর্জ্জিত বলিয়া ইহাঁরা কর্ম্মে লিপ্ত হন না। হে প্রভো! তুমি সমস্তই বুঝিতে পার। অথবা হে প্রভো! (শ্রীপরীক্ষিৎকেও ঈশ্বরত্বাভিপ্রায়ে সম্বোধন করিলেন) হে ঈশ্বর! তুমিও তাঁহাদিগের ন্যায় কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিত।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৩। অহো যত্তেবং, তেষামপি নিরহঙ্কারতামাত্রেণৈবানর্থাভাবস্তর্হি তেষামপি হিতার্থমবতীর্ণস্য পরমেশ্বরস্য কুতোঽনর্থশঙ্কাঽপি? ইতি কৈমুতিকন্যায়েন দৃঢ়য়ন্নাহ—কিমুতেতি। অখিলসত্ত্বানাং তির্য্যগাদয়ঃ ক্রমেণ তামস-রাজসসাত্ত্বিকাঃ, ঈশিতব্যানাং স্বভাবত এব নিয়ম্যানামিতি মুক্তানামপি তদধীনত্ব চ সূচিতা। ত্বর্থে চকারঃ। ঈশিতব্যানাং কুশলাকুশলাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং যোঽন্বয়ঃ সম্পর্ক, স কিমুত? সুতরামেব ন বিদ্যতে ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেন নিয়ামকাভাবাৎ। এতদেব হি পরমেশ্বরত্বং নামেতি ভাবঃ। বলবৎ সুষ্ঠু, কিমুত 'স্বত্যতীব চ নির্ভরঃ' ইত্যমরঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৩। প্রস্তুতমাহ,—কিমুতেতি॥

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৩। প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা 'কিমুত' শ্লোকে করিতেছেন। তাদৃশ ঈশ্বরগণেরও যদি কুশল ও অকুশল কর্ম্মের ফল না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদেরও পরমেশ্বর যিনি, সেই শ্রীভগবানের কুশল ও অকুশলের সহিত যে কোন সম্পর্কই নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৩। অহো! ঈশ্বরগণেরও যদি নিরহঙ্কারতামাত্রেই কোরূপ অনর্থ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের হিতার্থ অবতীর্ণ পরমেশ্বরের অনর্থাশঙ্কা কোথায়? ইহাই কৈমুতিক ন্যায়ে দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—'কিমুত' ইত্যাদি। এই প্রকারে ঈশ্বরগণেরই যদি অর্থ বা অনর্থের সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে তির্য্যগাদিরূপ পশু, পক্ষী, মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতির স্বভাবতঃ নিয়ম্য এবং সর্ব্বজীবের ও সর্ব্বকর্ম্মের ফলপ্রদাতা স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কুশল-অকুশলের সহিত যে সম্পর্ক নাই, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি? 'অখিলসত্ত্ব'—তির্য্যগাদিক্রমে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক, এই তিন প্রকার প্রাণীর কথা বলা হইয়াছে। 'নিয়ম্য'—মুক্তগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিয়ম্য ইহাই সূচিত হইয়াছে। ভাবার্থ এই—পূর্ব্বে যে ঈশ্বরগণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও শ্রীভগবানের নিয়ম্য; সুতরাং তাঁহাদের যখন অর্থ বা অনর্থ, কুশল (পুণ্য) অকুশল (পাপ) বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না, তখন তাঁহাদেরও নিয়ন্তা ভগবান কি ঐ পুণ্য বা পাপে লিপ্ত হইতে পারেন? কখনই নহে। কেননা, তিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁহার নিয়ামক কেহ নাই। এতাদৃশ সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বকেই পরমেশ্বরত্ব বলে। ৩৩

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৩। প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া এক্ষণে প্রস্তুত বিষয় বলিতেছেন—'কিমুত' ইত্যাদি।

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪

ভাবার্থদীপিকা

৩৪। এতদেব স্ফুটীকরোতি যস্য পাদপঙ্কজপরাগস্য নিষেবণেন তৃপ্তাঃ। যদ্বা যস্য পাদপঙ্কজপরাগে নিষেবা যেষাং তে চ তে তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ। তথা জ্ঞানিনশ্চ ন নহ্যমানা বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৪। তদেব কৈমুত্যান্তরেণ স্ফুটং দর্শয়তি—যদিতি, যত্তদোরন্বয়াদ্যোগ-প্রভাবেত্যাদেরপি তদন্তঃ প্রবেশাদ্যদিতি যস্যেত্যর্থঃ। সুব্লুক্ ছান্দসঃ। যদ্যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পরাগাণাং কান্তিপরমাণুনাং নিতরাং সেবনেন ধ্যানরূপেণানুশীলনেন তৃপ্তাঃ অন্যত্রালংবুদ্ধয়ঃ তৎপ্রেমপূর্ণা ইত্যর্থঃ। যস্যৈব যোগপ্রভাবেণ ভক্তিযোগাখ্য-সাধনতেজসা বিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধা যে তে চাপি মুনয়ঃ স্বৈরং স্বচ্ছন্দং যথা স্যাত্তথা চরন্তি, বিহিতমবিহিতমপি কুর্ব্বন্তি, তত্র নহ্যমানাশ্চ ন ভবন্তি, তস্মাত্তস্য কুত এব বন্ধঃ? অপি তু নাস্ত্যেব বন্ধ

মূলানুবাদ

৩৪। ভক্তগণ যে ভগবানের পাদপঙ্কজ-পরাগ নিষেবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, যোগীগণ যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন—আর কখনও সংসারে বদ্ধ হন না, সেই পরমপুরুষ ভগবান স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইলে তাঁহার আবার বন্ধন কিরূপে হইতে পারে?

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৪। পূর্ব্বোক্ত বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—যাঁহার পাদপঙ্কজের পরাগ নিষেবণে পরিতৃপ্ত হইয়া ভক্তগণ অখিল কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওত স্বেচ্ছায় লীলাযোগ্য শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন, অথবা যাঁহার পাদপঙ্কজের পরাগ সমূহের ধ্যানানুশীলন দ্বারা নিখিল কর্ম্মাত্মক বন্ধন নিরাকরণ করিয়া জ্ঞানীগণ বন্ধনদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীভগবানের কিরূপে বন্ধন হইবে?

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৪। তাহাই আর একটি কৈমুতিক ন্যায় অবলম্বনে সুস্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি। কোন কোন মুনি যাঁহার পাদপঙ্কজের কান্তিপরমাণুর নিষেবণের দ্বারা পরিতৃপ্ত ইত্যাদি। নিষেবণ—নিরতিশয় সেবন—ধ্যানানুশীলন। পরিতৃপ্ত—অন্যবিষয়ে অলংবুদ্ধি বা তৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। আর মুনিগণও যাঁহার যোগ-প্রভাবে—ভক্তিযোগাখ্য সাধন তেজের দ্বারা নিখিল কর্ম্মবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক যদৃচ্ছা বিহার করিয়াও বদ্ধ হন না।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥ ৩৫

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইত্যর্থঃ। তদেবং কৈমুত্যেন দর্শয়িত্বা। বিশেষণ-বিশেষাদপি তস্য বন্ধাভাবং দর্শয়তি—ইচ্ছয়েতি, ইচ্ছয়া ইচ্ছামাত্রেণ, ন তু জীববৎ কর্ম্মপারবশ্যেনাত্তং তদ্ভক্তিসম্বন্ধাৎ প্রপঞ্চেঽপ্যানীতং বপুর্যেন তস্যেতি। অতো ভক্তবিশেষানুগ্রহায় দুর্ব্বাসসঃ পরাভবনাবং ক্বচিন্মর্য্যাদামপ্যসৌ লঙ্ঘয়তীতি ভাবঃ ॥৩৪॥

সারার্থদর্শিনী

৩৪। তদ্ভক্তা অপি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ন বধ্যন্ত ইত্যাহ,—যদিতি। নিষেবো নিতরাং সেবনম্। যোগোভক্তি-যোগস্তৎ প্রভাবেন বিধুতোঽখিলানাং স্বদ্রষ্টৃণামপি কর্ম্মবন্ধঃ কিমুত স্বস্য যৈস্তে মুনয়ো মননশীলা ভক্তা অপি ন নহ্যমানাঃ বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ। তস্য তু নিরঙ্কুশয়া স্বেচ্ছয়ৈব আত্তানি স্বীকৃতানি বপূংষি পরস্ত্রীশরীরাণি যেন তস্য ॥

মূলানুবাদ

৩৫। যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদের পতিদিগের এবং সকল দেহীর অন্তরে বিচরণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

অর্থাৎ তাঁহারা বিহিত ও অবিহিত, সকল কার্য্যই করেন, অথচ তজ্জনিত বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না। অতএব শ্রীভগবানের আবার বন্ধন কোথায়? অপিচ তাঁহার বন্ধন নাই। এইরূপে কৈমুত্য ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবানের যে বন্ধন নাই তাহা বলিয়া বিশেষণ-বিশেষ দ্বারাও তাঁহার বন্ধনাভাব দেখাইতেছেন—'ইচ্ছয়া' ইত্যাদি। ইচ্ছামাত্রে লীলাবিগ্রহধারী, পরন্তু জীবের ন্যায় কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া দেহ ধারণ করেন নাই। 'আত্তবপু' বা লীলাবিগ্রহ, তৎভক্তি বা ভক্ত সম্বন্ধ হেতু এই প্রপঞ্চের মধ্যেও আপনার শ্রীবিগ্রহকে প্রকট করেন। অতএব ভক্ত বিশেষের। যেমন মহারাজ অম্বরীষের প্রতি অনুগ্রহের ও দুর্ব্বাসার পরাভবের নিমিত্ত শ্রীভগবান কখনও কখনও মর্য্যাদাও লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ। ৩৪

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৪। ভগবদ্ভক্তগণও ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হন না, সেই ভক্তের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায়? ইহাই 'যৎ' শ্লোকে বলিতেছেন। যাঁহার পদকমলের কান্তিপরমাণুর নিষেব—নিরন্তর ধ্যানানুশীলন দ্বারা। যোগ—ভক্তিযোগ এবং সেই ভক্তিযোগ-প্রভাবে মননশীল ভক্তও অখিল কর্মবন্ধন ছেদন পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অর্থাৎ পরস্ত্রী শরীরে প্রবেশাদি দ্বারা যদৃচ্ছা বিহার করিয়াও বদ্ধ হন না। নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায়?

ভাবার্থদীপিকা

৩৫। পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতম্ ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিত্যাহ গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী স এব ক্রীড়নেন দেহভাক্ নত্বস্মদাদিতুল্যো যেন দোষঃ স্যাদিতি॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৫। তদেবং গোপীনাং পরদারত্বমঙ্গীকৃত্যাপি দোষঃ পরিহৃতঃ, তত্র চ সতি কুলটাত্বং জারত্বং নাপযাতি, তন্নাম চ খলু ধিক্কারায় পরং পর্য্যবস্যতীতি তদসহমানস্তাসাং তৎপরদারত্বমেব খণ্ডয়তি—গোপীনামিতি। তৈর্য্যাখ্যাতম্। তত্র বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমাত্মেত্যর্থঃ। অতো ন তস্য পরো নাম কশ্চিদিতি কে বা পরদারা ইতি ভাবঃ। নন্বু স তু নিরাকার ইতি শ্রূয়তে, তস্মাদাকারবত্ত্বাদস্মদাদিতুল্য এবাসৌ চ ন, তত্রাহ—স এবেতি। এব-শব্দোঽয়ং চৈবেত্যস্মাদাকৃষ্টঃ। অত্র চ-শব্দঃ ক্বচিন্নাস্তি। ক্রীড়নেন স্বৈরং তদিচ্ছয়ৈব, ন তু কর্ম্মপরবশত্বেন

মূলানুবাদ

করিতেছেন, যিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সেই ভগবানই লীলার নিমিত্ত ইহলোকে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৫

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৫। গোপীগণের পরদারত্ব অঙ্গীকার করিয়া তজ্জনিত দোষের পরিহার করিতেছেন। ইদানীং যাহাকে পরদারসেবা বলা যায়, তাহা সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহাই 'গোপীনাং' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। যিনি সকলের অন্তর্য্যামীরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন, এবং যিনি অধ্যক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল লীলা করিবার জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি আমাদের তুল্য নহেন, যাহাতে দোষ হইতে পারে। ৩৫।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৫। অতএব এইরূপে অর্থাৎ তর্কের অনুরোধে গোপীগণের পরদারত্ব স্বীকার করিলেও তজ্জনিত দোষ পরিহৃত হইল, কিন্তু তাহাতেও কুলটাত্ব কিংবা জারত্ব দূর হইতেছে না। কাজেই তাঁহাদের নাম নিশ্চয়ই কেবল ধিক্কারে পর্য্যবসিত হইবে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীগণের সেই পরদারত্বই খণ্ডন করিতেছেন—'গোপীনাম্' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—এস্থলে গোপীদের পরদারত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং সেই পরদারত্ব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দোষাবহ না হইলেও গোপীদিগের কুলটাত্ব এবং তাঁহাদের সঙ্গবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের জারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু তজ্জনিত দোষের পরিহার না হইলে

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

হেতুভাক্, তদুচিতে দেশে, তদুচিতে নিজদেহে প্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। অন্তর্যামিতায়ামাকারাপেক্ষায়া অভাবাদেব, তত্র নিরাকারত্বমুচ্যতে, ন তু বস্তুতঃ। 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্' (২।৮) ইতি দ্বিতীয়োক্তেরিতি ভাবঃ। নন্বিতি—নতু অস্মদাদি জীববৎ পরস্পরমনাত্ম কর্ম্মপরবশ শ্চেত্যর্থঃ। এব ক্রীড়নদেহভাগিতি ক্রীড়নেনেহ দেহভাগিতি চ পাঠঃ। অথবা যো গোপ্যাদীনাং সর্ব্বেষামপি তত্তদযোগ্যতা-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

গোপীগণের নাম কেবলমাত্র ধিক্কারেই পর্য্যবসিত হইবে; তাহা কিন্তু শ্রীশুকদেবের পক্ষে অসহ্য। তাই তিনি এই শ্লোকে গোপীদিগের পরদারত্ব খণ্ডন করিতেছেন যিনি গোপীগণের ও তৎপতিগণের এবং নিখিল দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজমান —তিনিই এই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীস্বামিপাদ 'অধ্যক্ষ' এই শব্দের ব্যাখ্যায় 'বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী' অর্থ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই—বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী অর্থাৎ পরমাত্মা। যিনি পরমাত্মা—তাঁহার ভেদাভেদ নাই, তাঁহার আবার পরদার কি? ইহার দ্বারা গোপীগণের পরদারত্ব নিরাস হইয়াছে। যদি বল, সেই পরমাত্মা নিরাকার বলিয়াই শুনা যায়, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ আকারবিশিষ্ট; সুতরাং আকারবত্তা-হেতু আমাদের তুল্য। তাহাতেই বলিলেন—'স এবেতি'। সেই এই ভগবান। 'সেই' এইস্থানে শ্রীস্বামিপাদ 'এব' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা 'সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্" এইস্থান হইতে 'এব' শব্দ আনিয়া অন্বয় করিয়াছেন। 'সর্ব্বেষাঞ্চৈব' এই যে 'চ' শব্দটি কোথাও দৃষ্ট হয় না; কিন্তু 'এব' এই পাঠই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এইপ্রকারে শ্রীভগবান স্বৈর অর্থাৎ স্বেচ্ছায় ক্রীড়াপ্রসঙ্গে বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কর্ম্ম-পরবশ হইয়া দেহ ধারণ করেন না। অর্থাৎ ক্রীড়াযোগ্য দেশে এবং ক্রীড়ার উপযোগী দেহ ধারণ করিয়া লীলা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। আর পরমাত্মাকে যে নিরাকার বলা হয়, তাহার কারণ হইতেছে পরমাত্মা অন্তর্য্যামী, সুতরাং অন্তর্য্যামীত্ব অবস্থায় আকারের অপেক্ষার অভাব থাকায় পরমাত্মা নিরাকার বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন; বাস্তবিকপক্ষে পরমাত্মা নিরাকার নহেন। ইহা শ্রীভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে। যথা,—কেহ কেহ স্ব স্ব দেহের মধ্যবর্ত্তী হৃদয়দেশে যে এক প্রাদেশ পরিমিত পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহার চারিভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে, তাঁহাকে ধারণাপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া থাকেন।" এই প্রমাণ অনুসারে যদি তিনি জীবের হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র আকারে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি কিপ্রকারে জন্মাদিলীলা করিয়া থাকেন? তাহাতেই বলিলেন —সেই জীবহৃদয়ের অধ্যক্ষ হইয়া স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন, তিনি আমাদের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রদেশেন পরমাত্মরূপেণান্তশ্চরতি, স এবাধ্যক্ষস্তত্তদধিষ্ঠাতা 'গোপ্যঃ কিমাচরৎ' (শ্রীভা ১০।২১।৯) ইত্যাদিনা, 'কাত্যায়নি মহামায়ে' (শ্রীভা ১০।২২।৪) ইত্যাদিনা, 'অপি বত মধুপুর্য্যাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।২১) ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিত-তাদৃশমমতাময়-ভাববিশেষাণাং তাসান্তু পতিরূপ এবাধ্যক্ষ ইত্যর্থঃ। নন্থ কথং পরমাত্মরূপেণ ন ক্রীড়তি? কথঞ্চানেন রূপেণ ক্রীড়তি? তত্রাহ—এষ বহিঃপ্রকটরূপ এব স শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশক্রীড়াসাধনং দেহং ভজতে, নিত্যমেবাশ্রয়তি ন ত্বন্তঃস্থঃ পরমাত্মরূপ ইতি। পাঠান্তরেঽপীত্থং বহিঃপ্রকটরূপত্ব এবেত্যাদি যোজ্যম্। এবমুত্তরত্রাপি। তদেবমন্তর্যামিত্ব-পক্ষে স্বদারত্বস্যাতিব্যাপ্তিপরিহারায় কিঞ্চিদন্যদাহার্য্য-ব্যাখ্যাতম্। তথাপি বিন্মূত্রপরিপূরিতদেহাসু 'ত্বক্‌শ্মশ্রুনখরোমকেশ-' (শ্রীভা ১০।৬০।৪৫) ইত্যাদি-রুক্মিণীবাক্যানুসারেণ বিশুদ্ধসত্ত্বব্যক্তবিশেষময়-পরমজ্যোতির্দ্দেহস্য তস্য প্রবৃত্তিস্তজ্জুগুপ্সিততামেবাব-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ন্যায় কর্ম্মপরবশ নহেন। আবার আমরা যেমন পরস্পরের আত্মা নহি, ভগবান সেরূপ নহেন; তিনি সকলেরই আত্মা। 'এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্' এই পাঠের পরিবর্ত্তে 'ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্' এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অথবা যিনি গোপরমণীগণের ও তৎপতিগণের এবং নিখিল দেহধারী জীবগণের অন্তরে তত্তৎযোগ্যতাপ্রদ পরমাত্মা-রূপে বিচরণ করেন, তিনিই অধ্যক্ষ অর্থাৎ সকলেরই তত্তৎ বিষয়ে যোগ্যতার অধিষ্ঠাতা। পরন্তু 'গোপ্যঃ কিমাচরৎ" ইত্যাদি শ্লোকে মথুরাবাসিনী রমণীগণ ব্রজগোপীগণের মমতাময় যে প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন—'অহো! গোপীগণ কি তপস্যাই না করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণের এমন রূপ-সুধা নিরন্তর পান করেন।' ইহার দ্বারা এবং "কাত্যায়নি মহামায়ে" এবং "অপি বত মধুপুর্য্যাম্" ইহা দ্বারা ব্যঞ্জিত গোপীগণের যেরূপ মমতাময় ভাববিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদিগের পতিরূপ অধ্যক্ষ ভিন্ন অন্যরূপ অধ্যক্ষ নহেন। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মরূপে ক্রীড়া না করেন কেন? আর কেনই বা এই শ্রীকৃষ্ণরূপে ক্রীড়া করেন? তাহাতেই বলিতেছেন—এই যে বহিঃপ্রকটরূপ, এই রূপেই শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ ক্রীড়াসাধন দেহ ভজনা করিয়াছেন অর্থাৎ নিত্যই আশ্রয় করিয়া আছেন; কিন্তু অন্তঃস্থ পরমাত্মারূপে নহে। "ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্" এই পাঠেও "বহিঃপ্রকটরূপত্বে" ইত্যাদি যোজনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত অর্থই নিষ্পন্ন হইবে। এইরূপে অন্তর্য্যামীত্বপক্ষে স্বদারত্বের অতি ব্যাপ্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্তর্য্যামী, তখন গোপরমণীগণ কিরূপে তাঁহার দারা (ভার্য্যা) হইতে পারেন? এই আপত্তি পরিহারের নিমিত্ত অরিও অন্য প্রমাণ আহরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—(শ্রীভগবানের দ্বারকালীলায় তাঁহার পরিহাসবাক্যের উত্তরে শ্রীরুক্মিণী দেবীও বলিয়াছেন) "প্রভো! জগতে যে নারী সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ তোমার পাদকমল ভজন করিয়া তাহার মকরন্দমাধুর্য্যের কণামাত্রের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

গময়তি, ন তু ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ইত্যনুসারেণ রোচমানতাম্। অতএবান্তর্গৃহগতানাং কাসাঞ্চিদসিদ্ধদেহানাং তদ্দেহপরিত্যাজনঞ্চ নির্দ্দিশ্যতে, ন চ সৈরিন্ধ্র্যাদাবপি তৎপ্রবৃত্তিদর্শনাদন্যথা মন্তব্যম্; 'মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা' (শ্রীভা ১০।৪২।৮) ইতি তৎস্পর্শাদিনা স্পর্শমণি-লোহবৃত্তান্তবৎ ধ্রুবদেহবচ্চ তদ্যোগ্যদেহলক্ষণ-প্রমদোত্তমাত্বং প্রাপ্য তৎক্রীড়নযোগাতা তত্র জাতেতি গম্যতে। ন চাসামপি তাদৃশত্বং মন্তব্যং, 'তাভির্বিধূত'-(শ্রীভা ১০।৩২।১০) ইত্যাদৌ, প্রত্যুত তাভিরেব অসাবধিকং ব্যরোচতেত্যুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ, 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬০) ইত্যাদৌ শ্রীতোঽপি স্বর্যোষিদ্ভ্যোঽপি পরাভ্যোঽপি সর্ব্বাঙ্গনাভ্যোঽর্হত্তমত্বং পরশ্বঞ্চাসাং লভ্যতে। যতঃ সাধিক্ষেপমুক্তম্—'কুতোঽন্যাঃ'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

আঘ্রাণও কখন পায় নাই, সেই বিমূঢ়ই জীবিত শবতুল্য পুরুষদেহকে কান্তবুদ্ধিতে ভজন করিয়া থাকে। প্রাকৃত দেহমাত্রই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, লোম, নখ ও কেশ দ্বারা আবৃত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত বাতাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। বাহিরের আচ্ছাদন না থাকিলে সেই দেহ দৌর্গন্ধ্যাদিহেতু কোটি কোটি মক্ষিকা ও কৃমি প্রভৃতি দ্বারা চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত থাকিত।" ইত্যাদি বাক্যানুসারে বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরমজ্যোতির্ময় মূর্ত্তি, তেমনি ব্রজগোপীগণও তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। অতএব শ্রীকৃষ্ণের কখনও মল, মূত্রাদি পরিপূরিতদেহে প্রবৃত্তি হইতে পারে না এবং সেইরূপ প্রবৃত্তির কথা চিন্তা করিলেও তাঁহার জুগুপ্সিততাকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু "ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ—"যে পরম পবিত্রময়ী লীলাকথা শুনিয়া লোকে তৎপর হইবে, সেই ক্রীড়া ভজনা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবে।" কিন্তু উক্ত বাক্যানুসারে এই লীলার রোচমানতা বুঝায় না। অতএব "অন্তর্গৃহগতা" ইত্যাদি বৃত্তান্তে দেখা গিয়াছে যে, অন্তর্গৃহগতা কতকগুলি গোপরমণী সাধনে সিদ্ধদেহলাভে সমর্থ হন নাই বলিয়া সেই দেহের পরিত্যাগ নির্দ্দেশ হইয়াছিল। সৈরিন্ধ্রী (কুব্জা) প্রভৃতিতে তৎপ্রবৃত্তি দর্শন হেতু অন্যরূপ মনে করা উচিত নহে। যেহেতু "মুকুন্দস্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা—(এই কুব্জা) মুকুন্দের স্পর্শনে সদ্যই প্রমদাগণের শ্রেষ্ঠা হইলেন।" এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শাদি দ্বারা "স্পর্শমণি লৌহবৃত্তান্তের ন্যায়" এবং শ্রীধ্রুব মহাশয়ের দেহের ন্যায় তদ্‌যোগ্যদেহলক্ষণ প্রমদাত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়নের যোগ্যা হইয়াছিলেন—এইরূপ বুঝা গেল। পরন্তু ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে তাদৃশ মনে করা উচিত নহে; কেননা, 'তাভির্বিধূত' ইত্যাদি স্থলে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সমধিক শোভিত হইয়াছিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অপিচ 'নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ'

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ইতি, তস্মাদাসাং বিলক্ষণত্বাবগমাদ্বিলক্ষণত্বেনৈব ব্যাখ্যান্তরং কর্ত্তব্যম্। তথা হি গোপীনাং তদ্বিশেষাণামাসাং তথা তৎপতীনাং সম্প্রতি তাসাং পতিত্বেন প্রতীতানাং, তথা সর্ব্বেষামপি গোপগবাদীনাং দেহিনাঞ্চ যোঽন্তর্ম্মধ্যে চরতি 'জয়তি জননিবাস' (শ্রীভা ১০।৯০।৪৮) ইতি-দৃষ্ট্যা 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা ১০।১৪।৩২) ইতি-রীত্যা 'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গাঃ পালয়তি' ইতি-তাপনীশ্রুত্যা চ তন্মধ্যযোগ্য-ক্রীড়াভির্নিত্যমেব ক্রীড়তি সঃ শ্রীকৃষ্ণোঽধ্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রাপঞ্চিকানাং প্রকটঃ সন্নপি চরতি, তত্তদ্যোগ্যমেব ক্রীড়তি। উভয়থাপি ক্রীড়ায়াং হেতুঃ— এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়াশীলঃ শ্রীগোপালবপুঃপ্রকাশন-শীল ইতি। যদ্বা, স এব প্রাপঞ্চিকপ্রত্যক্ষঃ সন্নপি ক্রীড়নদেহান্ স্বক্রীড়াহেতুবিগ্রহান্ গোপ্যাদীংস্তানেব ভজন্ ক্রীড়তি। পাঠান্তরেঽপি ক্রীড়নেনোপলক্ষিতাংস্তদ্রূপান্ দেহানিতি। তদেবং তথৈব নিত্যবিহারাত্তাসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং, ততস্তৎপ্রতিমদেহত্বং চ দর্শিতম্। তত্র পরসম্বন্ধ বর্ণনেন সন্দেহং প্রকটয়ন্ত্যাং প্রকট-লীলায়ামপি সুখাবেশাৎ স্পষ্টমেবোক্তং তাসু তদ্রূপত্বং, স্বয়ং শ্রীশুকদেবেন 'অধোক্ষজপ্রিয়া' ইতি, 'ভগবৎ-প্রিয়া' ইতি, 'কৃষ্ণবধ্বঃ' ইতি চ। তাপন্যাং দুর্ব্বাসস্যা তাঃ প্রত্যেব চ—'যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি' ইত্যাদৌ.

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইত্যাদি স্থলে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও স্বর্গীয় যোষিৎবৃন্দ অপেক্ষাও এই ব্রজগোপীগণের পূজ্যত্ব ও পরত্ব লক্ষিত হইতেছে ; সুতরাং ইহাঁদের বিলক্ষণত্বেই ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। যিনি এই বিশিষ্টা গোপীগণের এবং তাঁহাদের পতিরূপে প্রতীয়মান গোপগণের ও গবাদি সকল দেহীগণের মধ্যে বিচরণ করেন, ইত্যাদি প্রমাণানুসারে "জয়তি জননিবাস" ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে "অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য" এই রীতি অনুসারে "কি আশ্চর্য্য! নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসীসকলের মহাভাগ্য। যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্র।" আবার শ্রুতি বলেন—'যিনি গো, গোপ, গোপিকার মধ্যে গোপালরূপে নিত্য ক্রীড়া করেন।' ইহার দ্বারা গোপরমণীগণের মধ্যে যেরূপ ক্রীড়া উপযুক্ত—সেইরূপ ক্রীড়া দ্বারা নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন—সেই শ্রীকৃষ্ণ অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকের চক্ষুগোচর হইয়া তদনুরূপেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যদি বল, এইরূপ ক্রীড়ার হেতু কি? তাহাতেই বলিতেছেন—'এষঃ' অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়নশীল—গোপালবিগ্রহ ধারণে তৎপর। অথবা এই শ্রীকৃষ্ণই প্রাপঞ্চিক লোক-লোচনের গোচর হইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব স্বক্রীড়াহেতু নিত্য বিগ্রহ এবং ব্রজরমণীগণেও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীত্ব সংস্থাপিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রতিম নিত্য বিগ্রহত্বও দেখান হইল। এই পরসম্বন্ধবর্ণনে সন্দেহপ্রকাশপূর্ব্বক প্রকটলীলায় সুখাবেশহেতু স্বয়ং শ্রীশুকদেব শ্রীব্রজসুন্দরীদিগকে 'অধোক্ষজপ্রিয়া' এবং 'ভগবৎপ্রিয়া' ও 'কৃষ্ণবধূ'—শ্রীকৃষ্ণের বধূ বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীশুকদেব শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

'স বো হি স্বামী ভবতি' ইতি পরমসন্দেহবর্ণনেন সন্দেহরহিতায়ামপ্রকটলীলায়াং কৈমুত্যেন তদেব নির্ণীতম্। শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপটলে শ্রীব্রহ্মণা স্ব-সংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—'আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥' ইত্যত্র কলাত্বেন নিজরূপত্বপ্রাপ্তেঽপি প্রকটলীলাগত-পরকীয়ত্বে সন্দেহনিরাসার্থম্। নিজরূপতয়েতি এতদেব চোপক্রমোপসংহারয়োস্তাসু লক্ষ্মীত্বস্য, তস্মিন্ পরমপুরুষত্বস্য নির্দ্দেশেন তথৈব নির্দ্ধারিতম্, তত্র (৫।৪০) 'চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু' ইত্যাদৌ, লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্' ইত্যুপক্রমঃ। 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (৫।৬৭) ইত্যুপসংহারঃ; তত্র চান্যত্র চ। সাক্ষাৎ গোপীশব্দ-প্রধানাঃ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরপ্রমুখমন্ত্রাশ্চ তথৈব বদন্ত আসতে। তথা চ তত্তন্মন্ত্রব্যাখ্যায়াং গৌতমীয়তন্ত্রে। তত্তন্মন্ত্র-দ্রষ্টারঃ শ্রীমদ্দেবর্ষিচরণাঃ তৎপ্রধানাঃ শ্রীভগবতো নামধেয়ং বহিরঙ্গদৃষ্টীনামপি প্রবৃত্ত্যর্থং রূঢ়িমপি পরিত্যজন্তঃ সর্ব্বেশ্বরত্বং মায়াস্বরূপশক্ত্যোর্বৈভব-ভেদেন দ্বিধা নিরূচ্য তদ্ধ্যানগত তদন্তরঙ্গ-প্রেয়সীভক্তানাং প্রবৃত্ত্যর্থং শ্রীগোপালমূর্ত্তেস্তস্য শ্রীগোপালীপতিত্ব-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীকৃষ্ণরূপত্ব স্পষ্টই প্রতিপাদন করিলেন। গোপালতাপনী শ্রুতিতে শ্রীদুর্ব্বাসাও ব্রজসুন্দরী-গণের প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন—"যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি স বো হি স্বামী ভবতি।" (সেই নন্দনন্দন তোমাদের স্বামী) ইত্যাদি স্থলে পরমসন্দেহ বর্ণনে সন্দেহরহিত অপ্রকটলীলায় কৈমুত্যন্যায়ে তাহাই নির্ণীত হইয়াছে। 'শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর' মন্ত্র ব্যাখ্যাতেও উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মা নিজসংহিতা অর্থাৎ ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন —যিনি আনন্দচিন্ময়রসে-প্রতিভাবিত (প্রতি উপাসিত) এবং নিজস্বরূপ (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা) গোপাঙ্গনাগণের সহিত গোলোকে বাস করিতেছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।" এইস্থলে গোপীদিগের কলাত্বহেতু নিজরূপত্ব (কৃষ্ণরূপত্ব) প্রাপ্ত হইলেও প্রকটলীলাগত পরকীয়ত্বে সন্দেহ নিরাসের জন্য বলা হইয়াছে। এইরূপ নিজরূপত্বহেতু উপক্রম ও উপসংহারে গোপীগণের প্রতি লক্ষ্মীত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণে পরমপুরুষত্বের নির্দ্দেশ হেতু উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবৃত চিন্তামণি-সমূহ দ্বারা গৃহে বাস করিয়া সুরভীগণকে পালন করেন এবং শত শত লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে যাঁহাকে সেবা করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।' এই উপক্রম করিয়া 'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ' এইস্থলে উপসংহার করা হইয়াছে। তাহাতে আবার অন্যত্র সাক্ষাৎ গোপীশব্দ-প্রধান শ্রীমদষ্টাদশাক্ষর-প্রমুখমন্ত্রের ব্যাখ্যায় এবং গৌতমীয়তন্ত্রে 'গোপীজন-বল্লভ' মন্ত্র ব্যাখ্যাতেও উক্ত সিদ্ধান্তই নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রদ্রষ্টা শ্রীমদ্ দেবর্ষিচরণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের অন্তর্গত 'গোপীজনবল্লভ' পদের 'গোপী,' 'জন' ও 'বল্লভ' এই শব্দত্রয়ের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

মেবাশ্রিত রুচিতয়া তত্রাপ্যুত্তরপক্ষতয়া পর্য্যবসায়িতবস্তুঃ। তত্র চৈবকারেণ প্রকটলীলাপ্রসিদ্ধস্যোপপত্যং নিরাকৃতবস্তুঃ। যথা,—'গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্বসমূহকঃ। অনয়োরাশ্রয়ত্বেন কারণত্বেন চেশ্বরঃ॥ সান্দ্রানন্দপরং জ্যোতির্বল্লভেন চ কথ্যতে। অথবা গোপীপ্রকৃতির্জনস্তদংশমণ্ডলম্॥ অনয়োর্বল্লভঃ স্বামী ভবেৎ কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ। অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥' ইতি। অত্রানেকজন্ম-সিদ্ধানামিতি 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন' (শ্রীগী ৪।৫) ইতিবৎ। তাসামনাদিকালপরম্পরাপ্রাপ্ত-শ্রুতিপুরাণতন্ত্রাদিপ্রসিদ্ধাবতারিত্বমেব ব্যনক্তি, তস্মাদ্ধস্তুতঃ পরদারত্বমেব নাস্তি, কিমুতাযোগ্যত্বমিতি ভাবঃ॥৩৫॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

দুই রকম অর্থ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে 'গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাৎ' বাক্যে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রধান। আর দ্বিতীয় স্থলে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বরূপশক্তি। আর 'জনস্তত্ত্বসমূহকঃ' এই বাক্যে যে তত্ত্ব সমূহের কথা বলা হইয়াছে, সেই তত্ত্বসমূহ হইতেছে মহত্তত্ত্বাদিরূপ অংশ। অতএব শ্রীভগবান ত্রৈগুণ্যের ন্যায় ত্রৈগুণ্যোদ্ভব মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্ব সমূহের আশ্রয়, কিন্তু এই ব্যাখ্যায় বহিরঙ্গদৃষ্টিসম্পন্ন জন সকলের প্রবৃত্তির নিমিত্ত রূঢ়িবৃত্তি ত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তিতে মায়াশক্তির বৈভবই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর মন্ত্রধ্যানগত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিমিত্ত চিচ্ছক্তি ও চিচ্ছক্তিসমূহের স্বামী বলিয়া তিনি কথিত হইয়াছেন। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন গোপীদের পতি। এই দুই প্রকার অর্থের মধ্যে উক্ত শ্লোকত্রয়ের অন্তর্গত 'পতিরেব বা' এই 'বা'—শব্দে উক্ত অর্থদ্বয়ের মধ্যে প্রথমপক্ষের গৌণত্ব এবং উত্তরপক্ষের মুখ্যত্ব হেতু, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অতএব প্রকটলীলায় প্রসিদ্ধ ঔপপত্য নিরাকৃত হইল। অতএব গোপী-শব্দে প্রকৃতিকে বুঝায়, জন-শব্দে মহত্তত্ত্বসমূহ এবং এই উভয়ের আশ্রয়কে ঈশ্বর বলে। কেননা তিনি সর্ব্বত্র সকলকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ও সকলের আশ্রয়রূপ কারণ। 'বল্লভ'-শব্দে আনন্দঘন পরমজ্যোতিঃ বুঝায়। অথবা 'গোপী'-শব্দের অর্থ প্রকৃতি, 'জন'-শব্দের অর্থ প্রকৃতির অংশ সমূহকে বুঝায়; এই উভয়ের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-নামক স্বামীকে ঈশ্বর বলা হয়। অতএব যিনি ত্রিলোকের আনন্দবর্দ্ধক এবং অনেকজন্মসিদ্ধ গোপীদিগের পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। "অনেকজন্মসিদ্ধ" ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—অনাদি কাল-পরম্পরাপ্রাপ্ত। অর্থাৎ 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।" (গীতা) ইতিবৎ। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম দিব্য। এইরূপ আবির্ভাব (জন্ম) শ্রীকৃষ্ণের বহুবার হইয়া গিয়াছে। অনাদিকাল হইতে প্রতিকল্পে তিনি একবার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩৬

ভাবার্থদীপিকা

৩৬। নন্বেবং চেদাপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ অনুগ্রহায়েতি। শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোঽতিবহির্ম্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ॥

সারার্থদর্শিনী

৩৫। তত্তদ্দৃষ্ট্যাতু সর্ব্বান্তর্য্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ,—গোপীনামিতি। যোঽন্তশ্চরতি তস্য বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদি দ্রষ্টা তস্য রহস্য বহির্গাত্র দর্শনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। ইহ ব্রজমণ্ডলে ক্রীড়নেন হেতুনা দেহান্ গোপীশরীরাণি ভজতে রতিশ্রম প্রস্বেদাম্বু-মার্জ্জনাদিনা সেবতে ॥৩৫॥

মূলানুবাদ

৩৬। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিত্য মানবদেহ প্রকট করিয়া বিবিধ ক্রীড়া করেন, যাহা শুনিয়া জীবগণ ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সেই সময় তাঁহার সঙ্গে ব্রজগোপীগণও আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেহেতু গোপীগণ তাঁহার নিত্যপরিকর। এইরূপ শ্রুতি-পুরাণ-তন্ত্রাদি প্রসিদ্ধ অবতারিত্ব উক্ত হইল। অতএব যখন ব্রজগোপীদের বস্তুতঃ পরদারত্বই নাই, তখন আবার যোগ্যত্ব কি? এইরূপে শ্রীশুকদেব গোপীদিগের পরদারত্বই খণ্ডন করিয়াছেন। ৩৫

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৫। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানের পক্ষে কেহই পর নহে—'গোপীনাম্' ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের, তাঁহাদের পতিদিগের, এক কথায় সকল দেহধারীর অন্তরে বিরাজ করেন। অতএব বাহিরের আলিঙ্গনে তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? তিনি অধ্যক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিরও দ্রষ্টা, সুতরাং বহির্গাত্র দেখায় কি দোষ? এরূপ কথা হইতে পারে যে, সেই অন্তর্য্যামী বা বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী তো নিরাকার। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যখন দেহধারণ করিয়াছেন, তখন তিনি দেহী জীবের তুল্য দোষভাক্ হইবেন না কেন? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, তিনি 'ক্রীড়নদেহভাক্'। এই ব্রজমণ্ডলে লীলার জন্য তিনি গোপশরীর ধারণ করিয়াছেন এবং রতিশ্রমজনিত প্রস্বেদাম্বু মার্জ্জনাদি দ্বারা তদনুরূপই লীলা করিয়া থাকেন। ৩৫।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৬। নন্বাপ্তকামস্য কুতঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিঃ? কুতস্তরাং বা বহির্দৃষ্ট্যা লোকবিগীতে তস্মিন্? ইত্যত আহ—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি পদ্মপুরাণীয়-শ্রীভগবদ্বচনাৎ মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ ব্রহ্মরূপেণ সর্ব্বাশ্রয়োঽপি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি তস্য পরব্রহ্মস্বরূপস্য পরমাশ্রয়ত্বং চ দর্শিতম্। এতদুক্তম্—'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্' (শ্রীভা দী ১০।১।১) ইতি; তথা চ শ্রীভগবদুপনিষৎ (শ্রীগী ১৪।২৭)—ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্' ইতি। আস্থিত ইতি পাঠেঽপ্যাদর-বিষয়ঃ কৃত ইতি স এবার্থঃ। স্বেচ্ছয়া মানুষং দেহমধুনৈব বিরচর্য্যাশ্রিত ইতি ব্যাখ্যাতুং ন ঘটতে, পরত্র তত্র লোকেঽধিষ্ঠাতৃত্বেন কৃষ্ণাখ্য-নরাকারপরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপৈরনুভূতত্বাৎ এবং ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভি-

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৬। যদি বল, তাহা হইলে আপ্তকাম পুরুষের নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় কেন? তাহাতে বলিলেন—'অনুগ্রহায়' ইত্যাদি। ভক্তজনগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য। ভাবার্থ এই যে, শৃঙ্গাররসে আকৃষ্টচিত্ত অতি বহির্ম্মুখজন সকলকেও স্বপর অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ করিবার জন্য শ্রীভগবান এতাদৃশী লীলা করিয়া থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৬। যদি বল, যিনি আপ্তকাম, তাঁহার আবার ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি কেন? আর যদি বা ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলেই বা বহির্দৃষ্টিতে লোকনিন্দনীয় তাদৃশী ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি হইবার অভিপ্রায় কি? ইহাতেই বলিতেছেন—'অনুগ্রহায়' ইত্যাদি। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত। "আমার ভক্তগণের বিনোদের নিমিত্ত আমি বিবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকি।' (পদ্মপুরাণের) এই শ্রীভগবানের উক্তি অনুসারে, ব্রহ্মরূপে সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও স্বয়ং মনুষ্যাকারে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা পরব্রহ্মস্বরূপ এই নরাকার দেহের পরমাশ্রয়ত্ব প্রদর্শিত হইল। ইহাও উক্ত আছে—"এই দশমস্কন্ধে আশ্রিতেরও আশ্রয় বিগ্রহ দশম যে আশ্রয়তত্ত্ব তিনিই লক্ষিত হইয়াছেন।" এবং শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদে—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্'—"আমি এতাদৃশ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়।" মূলে 'আশ্রিতঃ' পাঠ আছে। কোন কোন পুথিতে 'আস্থিতঃ' পাঠ দৃষ্ট হয়। এই পাঠে অর্থে হইবে, নরাকার দেহকে সমাদর করিয়া। বস্তুতঃ নরাকারই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—ইহাই তাৎপর্য্য। যদি বল, এই শ্রীকৃষ্ণ আপন ইচ্ছায় অধুনা এই নরাকার দেহ সৃজন পূর্ব্বক আশ্রয় করিয়াছেন। না, এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যেহেতু গোপগণ শ্রীকৃষ্ণাখ্য নরাকার পরব্রহ্মকেই প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠলোকের অধিষ্ঠাতৃরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। আর এই প্রকারেই অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরাকার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তাঁহার

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রেতম্। আপ্তকামত্বেঽপি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে, বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা স্বভাবাৎ। যদ্ভাবভাবিতে চান্যত্র দৃশ্যতেঽসৌ। তথা রহূগণানুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরত-চরিতে, যথা বা ভবদনুগ্রাহকে ময়ীতি চ। তত্র ভক্ত-শব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে কালত্রয়সম্বন্ধিনোঽন্যে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ, ব্রজদেবীনাং পূর্ব্বরাগাদিভি-র্ব্রজজনানাং জন্মাদিভিরন্যেষাঞ্চ তত্তদ্দর্শনশ্রবণাদিভিরপূর্ব্বত্বস্ফুরণাৎ। অতএব তাদৃশভক্তপ্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষিণীঃ ক্রীড়া ভজতে, যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যোঽন্যোঽপি জনস্তৎপরো ভবেৎ। কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩৯) ইত্যাদি। যদ্বা, মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বোঽপি জীবস্তৎপরো ভবেৎ, মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাত্তথা ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ, মনুষ্যাণামেব সুখেন তচ্ছ্রবণাদিসিদ্ধেঃ। ভূতানামিতি পাঠে নিজাবতারকারণভক্ত-সম্বন্ধেন সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িণাং মুমুক্ষূণাং মুক্তানাঞ্চেত্যর্থঃ। ইতি পরমকারুণ্যমেব কারণমুক্তম্। তথাপি ভজনসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বানুগ্রহো জ্ঞেয়ঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র বহির্মুখানপীতি তৎপর্য্যন্তত্বং বিবক্ষিতং, পরম-

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ক্রীড়া হইয়া থাকে, ইহাই অভিপ্রেত। অতএব আপ্তকাম হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ উপযুক্তই হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বের ইহাই স্বভাব। ভক্তের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান সতত ব্যাকুল। রহূগণের অনুগ্রাহক শ্রীজড়ভরতচরিতে বা আমার প্রতি অনুগ্রহবিশেষই ইহার দৃষ্টান্ত। এস্থলে ভক্ত বলিতে ব্রজদেবীগণ, ব্রজবাসীগণ এবং 'ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান' এই ত্রিকালগত অন্যান্য সমস্ত বৈষ্ণবগণকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বরাগাদি দ্বারা ব্রজদেবীগণের, জন্মাদিদ্বারা নিখিল ব্রজজনের ও তত্তৎ দর্শন ও লীলাকথাদি শ্রবণের দ্বারা ত্রিকালগত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধানের জন্য তাদৃশ ক্রীড়াসমূহ প্রীতিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব তাদৃশ ভক্তপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশী লীলাসমূহ বিস্তার করেন যে, সেই লীলাসকলের মধ্যে সাধারণ লীলাসকল শ্রবণ করিয়া ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তিও তৎপর হইয়া থাকে। অতএব এই পরমরসময়ী রাসলীলা শ্রবণ করিয়া যে তৎপর হইবে, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? পরে 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ' ইত্যাদি শ্লোকে সবিস্তার বলিবেন। অথবা যে সকল জীব মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা তৎপর হইবে। যেহেতু মর্ত্ত্যলোকেই ভগবানের অবতার এবং মর্ত্ত্যলোকেই তাঁহার ভজনের প্রাধান্য, সুতরাং মনুষ্যগণেরই অনায়াসে সেই লীলাকথার শ্রবণাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। মূলে 'ভক্তানাং' এই পাঠ আছে, কিন্তু কোন কোন পুথিতে 'ভূতানাং' এই পাঠও দেখা যায়। তাহা হইলে তাৎপর্য্য এইরূপ হইবে,—ভগবান যে অবতীর্ণ হন, ভক্তই তাহার কারণ। সেই নিজ অবতারের কারণ ভক্তগণ সম্বন্ধে মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী ও নিখিল প্রাণীকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মানুষ দেহ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রেমপরাকাষ্ঠাময়তয়া শ্রীশুকস্যাপি তদ্বর্ণনাতিশয়প্রবৃত্তেঃ গোপীনামিত্যস্যার্থান্তরে ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ম্। নন্বেবমপি নিত্যবদ্‌গুপ্তমেব তথা ক্রীড়তু, কিং প্রাপঞ্চিকেভ্যস্তৎপ্রকটনেন? তত্রাহ—ভক্তানাং প্রপঞ্চগতানামনুগ্রহায় মানুষং দেহং মর্ত্ত্যলোকরূপং বিরাড়্‌দেহাংশমাশ্রিতঃ, তত্র প্রকটোঽভূদিত্যর্থঃ। 'যস্য পৃথিবী শরীরম্' (শ্রীসুবা উ, ৭।১, শ্রীবৃ উ ৩.৭।৩, ইত্যাদি শ্রুতৌ, তত্রাপি কচ্ছরীরশব্দপ্রয়োগাৎ মানুষ-শব্দেন তল্লোকলক্ষিত-ত্বাচ্চ। অন্যৎ সমানম্। অথবা তৎপরো ভবেত্যত্র ভক্তানাং ভূতানাং বহুত্বান্ন তে কর্ত্তৃত্বেন বিপরিণামাপত্তিবর্ত্তেরম্। ব্যাখ্যান্তরে চাধ্যাহারাদিকষ্টকল্পনাপত্তেঃ। ভগবানিতি তু তত্র তত্র ব্যাখ্যানেঽপি প্রকরণাদেব লভ্যতে। তস্মাত্তাদৃশীঃ ক্রীড়া অসৌ ভজতে, যাঃ শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ, যদা যদা শৃণোতি, তদা তদাসক্তো ভবতীত্যেবার্থঃ ॥৩৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ইত্যাদি। ইহার দ্বারা শ্রীভগবানের কারুণ্যই কারণ রূপে উক্ত হইল। তথাপি ভক্তসম্বন্ধেই তাঁহার অন্যান্য জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে। আর যাহা কিছু শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি "বহির্ম্মুখদিগকেও" ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই, ভক্তগণের কথা কি, ভগবানের লীলাকথা শ্রবন করিয়া বহির্ম্মুখদিগেরও বহির্ম্মুখীবৃত্তি বিদূরিত হইয়া ভগবদভিমুখী হইয়া যায়। আর ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবান যে কৃপা করেন, সেই কৃপার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া শ্রীশুকদেবও পরমপ্রেম পরাকাষ্ঠাময়তাহেতু অর্থান্তরে সেই গোপীগণের কথাই বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, "যিনি গোপীগণের ও তৎপতিরূপে প্রতীয়মান গোপগণের এবং নিখিল দেহধারী জীবের অন্তরে অধ্যক্ষরূপে বিরাজমান—তিনিই এই লীলাবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ।' এই শ্লোকের যে দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহারই আভাস অর্থাৎ বিরাট রূপও এই পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণেরই এক রূপ—একথাই প্রকাশ পাইতেছে। যদি বল, এরূপ হইলেও তিনি নিত্য-লীলার ন্যায় গোপনেই তাদৃশ ক্রীড়া করুন না কেন? সাংসারিক লোকের নিকট সেই লীলা প্রকটিত করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতেই বলিলেন—'ভক্তানাং' ইত্যাদি। প্রপঞ্চগত ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহবিধানার্থ শ্রীভগবান মনুষ্যাকৃতি স্বয়ংরূপে আত্মপ্রকটিত করেন। মর্ত্ত্যলোকরূপ অর্থাৎ 'ভূ ভুর্বঃ স্বঃ' প্রভৃতি চতুর্দ্দশলোক শ্রীভগবানের বিরাট দেহ, সুতরাং এই মর্ত্ত্যলোকও তাঁহার সেই বিরাট দেহের একাংশ। প্রপঞ্চগত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিধানার্থ ভগবান স্বীয় মর্ত্ত্যলোকরূপ বিরাট দেহাংশকে আশ্রয় করিয়া তাদৃশী ক্রীড়া করেন। তাৎপর্য্য এই—ভগবানের অবয়ব-সংস্থান অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীচরণাদির সন্নিবেশ দ্বারা বিরাট আকাররূপে প্রপঞ্চ কল্পিত হয়। "যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে তাহা দেখাইয়াছেন

সারার্থদর্শিনী

৩৬। জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—অনুইতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যাশক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্ ॥৩৬॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

এবং নবীন উপাসকের মনঃ স্থৈর্য্যের জন্যই এই বিরাটরূপের উপাসনা উপদেশ করা হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মর্ত্ত্যলোকাদি তাঁহার অঙ্গ নহে। তটস্থ লক্ষণে, তাঁহার অবয়ব-সংস্থান দ্বারা ভূ-আদি লোক কল্পিত হইয়াছে। যাহা হউক, তচ্ছরীর-শব্দ প্রয়োগহেতু মানুষ-শব্দে তল্লোক লক্ষিত হইয়াছে। ভাবার্থ এই—প্রপঞ্চগত ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় নিত্যলীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্যান্য অংশ সমান। অথবা 'যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ'—যাহা শুনিয়া তৎপরায়ণ হইবে এবং এই শ্লোকের প্রথমে 'অনুগ্রহায় ভক্তানাম্'—এইস্থলে বহুবচনের উল্লেখ আছে। আবার 'অনুগ্রহায় ভূতানাম্' এই পাঠও কোন কোন পুথিতে দৃষ্ট হয়। এস্থলে ভূতগণের বলিতে সকল জীবের প্রতি অনুগ্রহই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবানের সাক্ষাৎ ভক্ত এবং সেই ভক্ত সম্বন্ধে সকলকেই অনুগৃহীত করিবার নিমিত্ত মানুষদেহরূপ স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাদৃশী ক্রীড়া ভজনা করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া অন্যের কথা কি, ভগবান স্বয়ংই তৎপর হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যখন এই লীলা ভক্তজনের মুখে শ্রবণ করেন, তখনই তিনি সেই লীলাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। ৩৬

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৬। "শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এরূপ নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন?" শ্রীপরীক্ষিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—'অনু' ইত্যাদি। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য তাদৃশী লীলা করিয়া থাকেন, যে সকল লীলা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী জীব ভগবৎ-পরায়ণ—সেই লীলাকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে। এই রাসলীলার শ্রবণের কথা আর কি বলিব? শ্রীভগবানের অন্যান্য ক্রীড়া হইতে বৈলক্ষণ্যহেতু মধুররসময়ী এই রাসক্রীড়ার তাদৃশী মণি-মন্ত্র-মহৌষধের ন্যায় এমন এক অতর্ক্যা শক্তি আছে যে, মনুষ্যদেহধারী সকলেই তৎপরায়ণ হইয়া থাকেন। তাহাতে সর্ব্ববিধ ভক্ত যে পরমানন্দলাভ করিয়া কৃতার্থ হন, তাহাতে বলিবার কি আছে? অতএব মনুষ্যদেহধারী ভগবানের ভক্তাবধিকারিত্বই মুখ্য অভিপ্রায়।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৭

ভাবার্থদীপিকা

৩৭। নন্বন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবমেবেতি বদন্তি তত্রাহ নাসূয়ন্নিতি। এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৭। নন্ন ভবতু পরমাত্মত্বেন বা, নিত্যমেব তাভিঃ প্রেয়সীভিঃ স বিহারিত্বেন বা তাসু তৎপরদারত্বস্য প্রত্যাখ্যানং, তত্র প্রথমপক্ষস্তধ্যাহারাদিনা কথঞ্চিৎ স্থাপিত এব। অথ নিত্যপ্রেয়সীত্বেনোত্তরপক্ষশ্চেত্তর্হি হন্ত কথং তাসাং পরদারত্বং শ্রূয়তে, যেন তাসামন্যত্র বিবাহোঽপি সম্প্রতি লভ্যতে? ততশ্চ তং প্রতি জন্মান্তরে বিবাহপ্রাপ্তত্বেন তাসাং তত্তৎপত্নীত্বমেব স্যাৎ। ততশ্চ তৎপরতাকারণায় ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ

মূলানুবাদ

৩৭। ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নীকে নিজ নিজ পার্শ্বে অবস্থিত দর্শন করিতেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৭। যদি বল, ভিন্নাচার অন্যান্য লোকে এই কথা বলিয়া থাকে অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধাচারিগণ এইরূপে নিজ নিজ চেষ্টার সমর্থন করে। তাহাতেই বলিলেন—'নাসূয়ন্' ইত্যাদি। ভাবার্থ এই যে, এবম্ভূত ঐশ্বর্য্য যাহাদের নাই, তাহারা যদি ঐ প্রকার কার্য্যে তৎপর হয়, তবে তাহা পাপ বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৭। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা বলিয়া বা আপনার নিত্যপ্রেয়সী সেই সকল গোপীর সহিত নিত্য বিহার করেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পরদারত্ব শঙ্কা নিরাকৃত হইল—স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রথমপক্ষ অধ্যাহারাদি দ্বারা কোনরূপে কথঞ্চিৎ স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাৎ পরমাত্মপক্ষ যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। আর ব্রজগোপীগণ ভগবানের নিত্যপ্রেয়সী বলিয়া উত্তরপক্ষ যদি আশ্রয় কর, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই—হায়! তবে কেন তাঁহাদিগের পরদারত্ব শুনিতে পাওয়া যায়? আবার এই প্রকার শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়াই তাঁহাদিগের যে অন্যত্র বিবাহ হইয়াছে, তাহার সম্প্রতি উপলব্ধি হইতেছে। অতএব তাঁহারা জন্মান্তরে যাহাই থাকুন না কেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা বিবাহ-সম্বন্ধহেতু তত্তৎ গোপেরই পত্নী; সুতরাং ইহাতেও যদি বলেন, শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে তৎপর ও অনুগৃহীত করিবার জন্য তাদৃশী লীলা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ক্রীড়া ভজতে ইতি চেত্তর্হি তেষাং দারাকর্ষণেন তং প্রত্যসূয়াসম্ভবাত্তেষু ব্রজবাসিস্থাৎ পরমভক্তেষু কথং বানুগ্রহঃ সিধ্যেৎ? কথং বা তাসু তন্নিত্যপ্রেয়সীষু তাদৃশদুরবস্থায়াস্তেষু পরমভক্তেষু চ তাদৃশতদ্দুর্বনস্য শ্রবণেন পরেষামপি ভক্তানাং তৎপরতা স্যাৎ? তত্র পাঠক্রমাদন্বয়ক্রমো বলীয়ানিতি তৎক্রমেণ সিদ্ধান্তয়তি—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়' ইতি। খলু নিশ্চয়ে, যস্মাৎ ব্রজৌকসঃ, তস্মাৎ কদাচিদপি কৃষ্ণায় নাসূয়ন্নিত্যর্থঃ। 'যদ্ধামার্থ-সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়'-(শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইতি তং প্রতি ব্রহ্মবচনাৎ, 'কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থ-কলত্রকামা' (শ্রীভা ১০।১৬।১০) ইতি রাজানং প্রতি শ্রীশুকবচনাচ্চ। নন্ন তথাঽপ্যনুগ্রাহ্যাণাং জানতামজানতাঞ্চ স্বয়ং তথানিষ্টকরণমসমঞ্জসং তত্রোচ্যতে—যদি তেষাং বিবাহতোঽপি তা দারাঃ স্যুস্তর্হি, তথা ত্বমেব, যদি তেষাং ভ্রমমাত্রেণ বাঢ়তয়া প্রতীতাঃ, বস্তুবিচারেণ তু তস্যৈব দারাস্তেন তদাকর্ষণং তৈর্ন জ্ঞায়তে চ, তর্হি কো দোষ? ইত্যাহ—'মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্' ইতি। অত্র

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বিস্তার করেন। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা এই যে, তাঁহার পরমভক্ত ব্রজবাসিগণের প্রতি কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল? কারণ শ্রীভগবান তাঁহাদের দারাভিমর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি সেই পতিমন্য গোপগণের অসূয়াই প্রকাশ পাইবে। আবার সেই সকল নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণেরও তাদৃশ দুরবস্থা এবং পরমভক্ত সেই ব্রজবাসিগণের প্রতি ভগবানের তাদৃশ দুর্নয়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অভক্তের কথা কি, অপরাপর ভক্তজনই বা কিরূপে তৎপর হইবে? এই আশঙ্কা সমূহের নিরাশ করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। এস্থলে পাঠক্রম অপেক্ষা অন্বয়ক্রম বলবান বলিয়া অন্বয়ক্রম অবলম্বনে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই। 'খলু' নিশ্চয়ে। নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি কখনও অসূয়া করেন নাই, যেহেতু গোপগণ ব্রজবাসী। তাহার প্রমাণ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মবচন) রহিয়াছে—'তুমি ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, বন্ধু প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও অভিলাষের একমাত্র বিষয় ইত্যাদি।' রাজার প্রতি শ্রীশুকদেবের বাক্য—'ইহাঁদের আত্মা সুহৃৎ, ধন, কলত্র ও কামনা এই সকল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।" যদি বল, অনুগ্রাহ্য ব্রজবাসিগণ জানুন আর নাই জানুন, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনিষ্টসাধন অনুচিত। তাহাতেই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণ যদি বিবাহ দ্বারাও তত্তৎ গোপের পত্নী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উচিত হয় না বটে; কিন্তু যদি উক্ত ব্রজবাসিগণের ভ্রমবশে তাঁহারা বিবাহিতা পত্নীরূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন, তথাপি বস্তুবিচারে শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহা যদি সেই ব্রজবাসিগণ জানিতে না পারেন, তাহা হইলে আর দোষ কি? শ্রীশুকদেবও ইহাই বলিয়াছেন—"মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তন্নিত্যপ্রেয়সীত্বং তাসাং শ্রুতমিতি শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যা দশা পরিত্রেণ গৃহং সম্মার্ষ্টীত্যাদিবদাবৃত্ত্যান্বয়ঃ ক্রিয়তে। তত্র চায়মর্থঃ—তস্য মায়য়া প্রেমবৈচিত্রীরচনায় বিচিত্রলীলা-সমুল্লাসিকয়া যোগমায়য়া মোহিতাঃ সন্তস্তে তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ মন্যমানাঃ স্বস্ব- পার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি। তদেবং তস্যেত্যস্য দ্বিধান্বয়ভেদো দর্শিতঃ। তত্র পূর্ব্বস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ - যোগমায়াকল্পিতানামন্যাসামেব তৈর্বিবহনং সংপ্রবৃত্তং, ন তু ভগবন্নিত্যপ্রেয়সীনামিতি তথা তাসাং তদানীং মায়য়া গোপিতানাং মোহিতানাঞ্চ ন তদ্বৃত্তং জ্ঞাতমাসীদন্যতঃ শ্রুতমপি তদনভীষ্টমেবাসীদিতি তাসু তেষাং দারত্বস্য মননমাত্রং, ন তু বাস্তবত্বম্। তথা তেষু তাসাং পতিত্বঞ্চ মনসা ত্যক্তমেব ইত্যেবং তাসাং তৈর্বিবাহসম্বন্ধো ন জাত ইতি যতো নাসূয়ন্নিত্যনেন গুণেঽপি দোষারোপং নাকুর্ব্বন্নিত্যেব ময়োক্তং ন তু নৈর্ঘৃণ্যমিতি—অথোত্তরস্যান্বয়বিভেদস্যায়মভিপ্রায়ঃ। রাসান্তর্থং তেন তাসাং কর্ষণে যোগমায়া-কল্পিতানাং সংজ্ঞাকল্পিতচ্ছায়াবত্তত্তৎপ্রতিরূপাণামন্যাসামনুভাবেন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

স্বান্ স্বান্ দারান্' ইতি। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় প্রেমবৈচিত্রীরচনার্থ বিচিত্রলীলা-সমুল্লাসিকা যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণকে স্ব স্ব পত্নী এবং নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা মনে করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের 'তস্য' শব্দের দুই রকম অন্বয় ভেদ প্রদর্শিত হইল। তাহার মধ্যে প্রথম অন্বয়ভেদের অভিপ্রায়—যোগমায়া কল্পিত অন্যান্য গোপরমণীর সহিত উক্ত ব্রজবাসিগণের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীভগবানের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণের সহিত নহে। অর্থাৎ এই গোপগণ ভগবানের নিত্যপ্রেয়সীগণকে নিজ নিজ পত্নী বলিয়া মনে করিতেন মাত্র, বস্তুতঃ তাঁহারা উক্ত পতিম্মন্য গোপগণের পত্নী ছিলেন না। মায়া কর্ত্তৃক রক্ষিত এবং মোহিত ব্রজরমণীগণের তদানীন্তন সেই বৃত্তান্তসকল গোপগণের জানা ছিল না। আর অন্যত্র শ্রুত হইলেও উহা তাঁহাদের রুচিকর হইত না; সুতরাং ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণকে পত্নী মনে করিতেন মাত্র, বস্তুতঃ নহে। অপিচ ব্রজবাসী গোপগণের প্রতি নিত্যপ্রেয়সীগণেরও মানসিক পতিভাব বিদ্যমান ছিল না; সুতরাং তাঁহাদের মানসিক পতিভাব নিরাকৃতই রহিয়াছে। অতএব তাঁহাদের সহিত উক্ত পতিম্মন্য গোপগণের বিবাহসম্বন্ধ সংঘটিত হয় নাই; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশের কোন কারণই ছিল না। এজন্য এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া বা গুণেও দোষারোপ করেন নাই—(ইহাই আমি (শ্রীশুকদেব) বলিয়াছি) কিন্তু 'ঈর্ষা করিলেন না,' এরূপ বলি নাই। আবার উত্তরপক্ষ অন্বয়ভেদের অভিপ্রায়—শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়ার নিমিত্ত গোপীগণকে আকর্ষণ করিলে যোগমায়াকল্পিত রমণীগণ সেই সেই গোপীগণের প্রতিনিধিরূপে সেই সেই গোপগণের নিকটে পত্নীভাব সহকারে সংজ্ঞা-কল্পিত ছায়ার ন্যায়

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তানেব তে স্ব-পার্শ্বস্থান্ মেনিরে, ততোঽপি ন দোষপ্রসঙ্গ ইতি। নন্থ শ্রীভগবৎপ্রেয়সীনাং তাসাং কদাচিদপি যদি বলাত্তচ্ছয্যানিবেশঃ স্যাত্তর্হি মহানেব দোষ ইত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়েনৈবান্বয়বিভাগার্থেন সিদ্ধান্তং কৃতবান্, স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি বিবাহবদেব তত্র মায়য়া বঞ্চিতাস্ত ইতি ভাবঃ। এতদেবাহ তাঃ প্রতি স্বয়মেব শ্রীভগবান্—নিরবদ্যসংযুজাম্' (শ্রীভা ১০।৩২।২২) ইতি। এতদেব চ গর্গবাক্যেন কৈমুত্যা-ল্লভ্যতে—'য এতস্মিন্ মহাভাগ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ॥' (শ্রীভা ১০।৮।১৮) ইতি তদেবমেব ব্রহ্মণা—'শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ' (শ্রীব্র সং ৫।৬৭) ইতি প্রোচ্যান্যথাত্বং মায়িকমেবেতি দৃঢ়ীকৃতমিতি। অত্রেদমপি বিচার্য্যতে—'তা বার্য্যমাণাঃ' (শ্রীভা ১০।২৯।৮) ইত্যাদৌ যত্তাসাং পতিন্যস্যাদিভির্নিবারণং শ্রূয়তে, তৎ কিমুত শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণমজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা বা। যত্নজ্ঞাত্বা,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রতি উক্ত গোপগণেরও পত্নীভাবও বিদ্যমান ছিল; সুতরাং তাঁহারা এই সকল মায়াকল্পিত রমণীকে স্বপার্শ্বস্থা ও নিজ পত্নী মনে করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া করেন নাই বা ইহাতে কোন প্রকার দোষপ্রসঙ্গ নাই। তথাপি ভগবৎপ্রেয়সীগণের ছায়ামূর্ত্তির সহিত কখনও গোপগণের সহ এক শয্যায় তাঁহাদের অবস্থিতি যদি বলপূর্ব্বক মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে মহান্ দোষ উপস্থিত হইবে। এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় অন্বয়ভেদে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—স্বপার্শ্বস্থ মনে করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহারা আমাদের বিবাহিত পত্নী, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা প্রতীতিমাত্র এবং সেই প্রতীতি যোগমায়া-কর্ত্তৃক বঞ্চনামাত্র। এই প্রকারে সেই পতিন্মন্য গোপগণও যোগমায়া দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সিদ্ধান্ত দ্বারা সন্দেহ নিরসন করিলেন। গোপীদের মহিমাতিরেক শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'আমার সহিত তোমাদের এই সংযোগ কামরূপে প্রতীয়মান হইলেও কিন্তু আমার বিষয়ে নির্ম্মল প্রেমবিশেষময় বলিয়া নির্দ্দোষ। অর্থাৎ ইহাতে পরদারাদি দোষ নাই। আর শ্রীগর্গাচার্য্যের বাক্যানুসারে কৈমুতিকন্যায়ে এইরূপ অর্থেরই উপলব্ধি হইতেছে। যথা,—'যে সকল মনুষ্য এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করে, যেমন অসুরেরা শ্রীবিষ্ণু-পক্ষাশ্রিত অনুচরগণকে পরাজয় করিতে পারে না, সেইরূপ শত্রুগণ প্রীতিমানজনকে অভিভূত করিতে পারে না।" এ সম্বন্ধে ব্রহ্মা স্বীয় সংহিতায় বলিয়াছেন—'যেস্থানে লক্ষ্মীগণ—কান্তা, পরমপুরুষ—কান্ত, বৃক্ষসকল—কল্পতরু, ভূমি—চিন্তামণি" ইত্যাদি। এই বলিয়া ইহার অন্যথাত্বের মায়িকতা দৃঢ় করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের পরদারত্ব যে মায়িক এবং বস্তুতঃ তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাহা দৃঢ় করিয়াছেন। এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই—'তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে গোপীগণের পতিন্মন্য গোপগণ, মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তর্হি তত্রাসূয়া ন ঘটত এবেতি, ন পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে, ততশ্চ তন্নিরাকরণং ব্যর্থমেব স্যাৎ। যদি চ জ্ঞাত্বা, তর্হি তাসাং স্বপার্শ্বস্থতা-দর্শনান্নিজনিবারণপ্রতিপালনং মত্বা তাভ্যো নাসূয়েয়ুর্নাম, তদাকর্ষণকর্তৃক-শ্রীকৃষ্ণায়াসূয়েরন্নেবেতি পূর্ব্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। তাসাং তত্তৎপার্শ্বস্থতা তু সিদ্ধান্তায় ন কল্পতে। তস্মাত্তদিদং বক্তব্যম্—তদা শ্রীকৃষ্ণেন তাসামাকর্ষণং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিতি তৈর্নাবগতম্। তথা হি বিদ্যাবিশেষময়ত্বাৎ খল্বসৌ বংশীনাদস্তাসামেব কর্ণে প্রবিষ্টঃ ন পুনরন্যেষাম্। সর্ব্বকর্ণপ্রবেশশ্চেত্তর্হি শয়নাবসরপ্রাপ্তং নিজশয়নগৃহং হিত্বা কথমসৌ নিশি বিদূর-নির্জ্জন-বনং গতঃ? ইতি বিতর্ক্য মাতরঃ পিত্রাদয়ঃ সর্ব্ব এব মহত্যা শঙ্কয়া তত্র গচ্ছেয়ুঃ। তস্মাদৌৎপত্তিকাদেব মাধুর্য্যান্মুহুঃ সর্ব্বমেব কর্ষত্যসাবিতি অনুভূয় তাসামপি তদ্দর্শনার্থং গমনমাশঙ্ক্যেত, কিন্ত্বসময়ত্বাত্তৈর্নিবারিতম্। তথাপি যদ্যখণ্ডামপি রাত্রিং তত্রাসুঃ স্থিতা ইতি জ্ঞায়েত,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাঁহাদিগকে গৃহের বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করা যায়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রজবাসিগণ কি শ্রীকৃষ্ণ-কৃত আকর্ষণ জানিয়া বা না জানিয়া তাঁহারা গোপীগণকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন? যদি না জানিয়া নিবারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না; কিংবা 'অসূয়া হইবে,' এইরূপ অনুমান করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সঙ্গত হয় না; সুতরাং তাহার নিরাকরণও ব্যর্থ হইয়া যায়। আর যদি বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণ-কৃত আকর্ষণ গোপগণ জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারিতেন যে, পত্নীগণ আমাদের নিবারণ প্রতিপালন করিয়াছে, সুতরাং নিজ নিজ পত্নীর প্রতি অসূয়াও করিতেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কৃত আকর্ষণ জানিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপগণের অসূয়া হওয়া স্বাভাবিক হইত এবং এইরূপ পূর্ব্বপক্ষও সঙ্গত হইত; কিন্তু ইহাতে আর একটি দোষ হইত। অর্থাৎ গোপরমণীগণ তত্তৎ স্বামীর পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহাও সিদ্ধান্ত বলিয়া কল্পিত হইত না। অতএব বক্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যে বুদ্ধিপূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া ব্রজগোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন—ইহা ব্রজবাসিগণ জানিতেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ঐ বংশীধ্বনি বিদ্যাবিশেষময়, সুতরাং বংশীনাদ কেবল গোপীগণের কর্ণেই প্রবিষ্ট হইত; কিন্তু অন্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইত না। যদি সকলের কর্ণে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে শয়নাবসরে শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সহসা রজনীযোগে বিদূর নির্জ্জন বনে কেন গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মাতা-পিতা মহা আশঙ্কায় সেইস্থানে উপস্থিত হইতেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বাভাবিক মাধুর্য্যে সকলকেই পুনঃপুন আকর্ষণ করিয়া থাকেন—এই ভাবিয়া গোপীগণেরও শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু অসময় (রাত্রিকাল) বিধায় তাঁহারা (গমনোদ্যতা গোপীগণকে) নিবারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

তদা ব্রজবাসিত্বাত্তেষামসূয়ায়াস্তত্রাসম্ভবেঽপি তদাভাসঃ স্যাদেব, যথা সোঽয়মস্মাকং জীবনাদিমূলম্। স চায়মখণ্ডনিশি পরবধূনাং নিজনিকট-স্থিতিমনুমোদমান আসীদিতি তস্য লোকধর্ম্মমর্য্যাদা-মঙ্গলাতিক্রমমনুমায় বিস্মিতানাং তেষাং তন্মঙ্গল-চিন্তাময় এবায়ং ভাবঃ কোপময় ইবেতি তদাভাসত্বমেব তত্র লভ্যতে, যেন তে বধূভ্যঃ কন্যাভ্যশ্চাসূয়েয়ুঃ। তাসাং স্বপার্শ্বস্থতয়া দর্শনাত্তু সোঽপি নাসীদিতি কুতস্তরামসূয়াবকাশঃ? ইতি; এতদভিপ্রেত্যৈব যুগান্তরগতাংস্তৎপ্রেয়সীনাং তাসাং গোত্রপ্রবর্ত্তকান্ গোপান্ প্রতি শ্রীবিষ্ণুনা সোঽয়ং বরো দত্তঃ। যথা পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—'যদা নন্দ-প্রভৃতয়ো অবতারং ধরাতলে। করিষ্যন্তি তদা চাহং বসিষ্যে তেষু মধ্যতঃ॥ যুষ্মাকং কন্যকাঃ সর্ব্বা রমিষ্যন্তে ময়া সহ। তত্র দোষো ন ভবিতা ন রোষো ন চ মৎসরঃ॥' ইতি। কিঞ্চ স্বরূপেণৈব যস্য পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি, তত্রোপাধিস্বীকারানর্থক্যমিতি ব্রজৌকস্ত্বেনৈব শ্রীকৃষ্ণঃ প্রাপ্ত তেষামসূয়ানুৎপত্তির্ব্যাখ্যাতা। মায়ামোহিতত্বং তত্র হেতুবিরুদ্ধ এব। তন্মোহিতা এব তং প্রত্যসূয়াং কুর্ব্বন্তি, ন তু তদমোহিতা ইতি। তস্মান্মোহিতা ইত্যাদেরন্যভাগেনৈব সঙ্গতিঃ। তত্র প্রয়োজনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য যদসমঞ্জসত্বং

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

তাহা হইলেও গোপীগণ সারারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই নির্জ্জন বনে ছিলেন। ইহা যদি ব্রজবাসী গোপগণ জানিতে পারিতেন তাহা হইলে ব্রজবাসী বলিয়া পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া না হইলেও অসূয়াভাস অবশ্যই হইত। কেননা সমস্তই ব্রজবাসীজন মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সারা জীবনের আদি মূল, সেই শ্রীকৃষ্ণ সারারাত্রি পরবধূর নিকটে অবস্থান করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের লোকধর্ম্ম মর্য্যাদা ও মঙ্গলের অতিক্রম অনুমান করিয়া ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মঙ্গল-চিন্তাময় ভাবই কোপময়ের ন্যায় কোপাভাসত্বে পরিণত হইত, অধিকন্তু নিজ নিজ বধূ ও কন্যাগণের প্রতিও অসূয়া করিতেন। এই জন্যই এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, গোপীগণকে তাঁহারা স্ব স্ব পার্শ্বেই অবলোকন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের তাদৃশ ভাবও ছিল না, বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন প্রকার অসূয়ার অবকাশও ছিল না। এই অভিপ্রায়েই শ্রীবিষ্ণু যুগান্তরগত স্বীয় প্রেয়সীগণের গোত্র-প্রবর্ত্তক গোপগণের প্রতি বরদান প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। (পাদ্মে সৃষ্টি খণ্ডে)—"যে সময় নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, আমি সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বাস করিব। আর আপনাদের কন্যাগণ আমার সহিত ক্রীড়া করিবে; তাহাতে দোষ, রোষ, মাৎসর্য্য কিছুই থাকিবে না।" পক্ষান্তরে, স্বরূপ দ্বারাই যাহার পর্য্যাপ্তি হয় না, তাহার পক্ষে উপাধি স্বীকার করা অনাবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী বলিয়াই ব্রজবাসিগণের তাঁহার প্রতি অসূয়া ছিল না, এই প্রকার অর্থই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তাঁহারা যে মায়ামোহিত হইয়া অসূয়া করেন নাই, এই প্রকার সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতিভাত হয়। মায়ামোহিত হইয়াই তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকে,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

কৈশ্চিত্তর্ক্যেত, তথা যস্তেষাং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলচিন্তাময়-ভাব এবাসূয়য়েন প্রতীয়তে, তয়োর্নিরসনমেব। তত্র মায়য়েতি করণং চেত্তর্হি কর্ত্রপেক্ষয়া তস্যেত্যত্র তেনেত্যেব প্রযুজ্যেত। যদি চ হেতুত্বং, তর্হি মোহিতা ইতি ন প্রযুজ্যেত ; ততঃ কর্ত্তৃরূপৈব সেতি লভ্যতে। তস্যাস্তদ্রূপত্বেন নির্দ্দেশশ্চ। প্রিয়জনপ্রেমময়-লীলাবিষ্টস্য তস্য প্রেরণং বিনা সার্ব্বভৌমস্য পরম-দক্ষ-প্রতিনিধিরিব তামন্তরান্তর-লব্ধাং তল্লীলাং পূর্ব্বপূর্ব্ব-তাদৃশ তল্লীলাক্রমমনুক্রম্য সমুৎকর্ষ-বিলসদ্রসতাং সা নয়তীতি বিবক্ষয়া। তদেবমেব চ দর্শিতম্—'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইতি। তদেবং তস্যাস্তদীয়ত্বে প্রকরণেন লব্ধে সতি তস্যেতি পদস্য পূর্ব্বত্র নাতিপ্রয়োজকত্বাৎ,

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

কিন্তু মোহিত না হইলে অসূয়া প্রকাশ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, মায়ামোহিত হইয়াই লোকে শ্রীভগবানের প্রতি অসূয়া করে ; কিন্তু মায়ামোহিত না হইলে অসূয়া করে না—বরং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় ; কিন্তু শ্লোকে উক্ত হইয়াছে - "মোহিতাস্তস্য মায়য়া' অর্থাৎ 'ব্রজবাসিগণ মায়ামোহিত হইয়া ভগবানের প্রতি অসূয়া করেন নাই" এই প্রকার সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া 'মোহিত' পদের সহিত শ্লোকের অন্য অংশের অন্বয়ক্রম অনুসারে সঙ্গতি করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছেন। অন্যথায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অসামঞ্জস্য সম্ভাবনায় তর্কজালে বিজড়িত হইতে হয়। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল চিন্তাময় ভাবই অসূয়া বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সংশয় নিরসন করা কর্ত্তব্য বলিয়া এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত উক্তরূপ সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি পূর্ব্বোক্ত সমাধানই ন্যায্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে 'মায়য়া মোহিতাঃ' (মায়া কর্ত্তৃক মোহিতা) এই বাক্যে 'মায়য়া' পদে করণ কারক নির্দ্দেশ করা উচিত। আর যদি উক্ত পদে করণ কারক নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃকারকের অপেক্ষা থাকিয়া যায় ; সুতরাং 'তস্য' এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া কর্ত্তৃত্ব বোধক পদ 'তেন' এইরূপ নির্দ্দেশ যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে যদি 'করণ' না বলিয়া 'হেতু' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে 'মোহিতা' এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব সেই মায়া কর্ত্তৃরূপা ; যেহেতু তাহাকে তদ্রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রিয়জনের প্রেমলীলা দ্বারা আবিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা ব্যতিরেকেও পরমদক্ষ রাজপ্রতিনিধির ন্যায় মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভগবৎলীলার ক্রমের অনুক্রম অনুসারে উৎকৃষ্ট বিলাসরস-ভাব প্রাপ্ত করাইতেন। এই জন্যই যোগমায়ার কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা এবং এই অনুসারে রাসলীলার প্রারম্ভ শ্লোকেও 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এখানে যোগমায়ার প্রতি কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিলেও এই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাসম্পাদিকা শক্তিবিশেষ বলিয়াই জানিতে হইবে। এইরূপ আলোচনায় ব্রজদেবীগণের স্বকীয়াত্বই প্রতিপাদিত হইল। এস্থলে তস্য' এই পদের পূর্ব্বনিবেশে কোন

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

শ্রুতার্থান্যথানুপপন্নত্বাচ্চ, তস্য দারান্ স্বান্ স্বান্ স্বপার্শ্বস্থাংশ্চ মন্যমানা ইতি পরেণাপি যোজয়িত্বা, সার্থকতাং সমর্থয়িতুমাহুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৌপপত্যং তাসামন্যশয্যানিবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণায় ব্রজবাসিনামসূয়াভাসস্তস্যামসমঞ্জসত্বঞ্চ পরিহৃতমিতি। তত্র তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ভগবৎপ্রেয়স্যবস্থানানর্হ-সময়ে তদভেদেনানুভবন্তঃ; যতো মোহিতাস্তয়ৈবেতি চ যোজয়ন্তি। যতঃ পতিব্রতানামপি ন পরাং পরিভবঃ সম্ভবতি, কিমুত 'য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ' (শ্রীভা ১০।৮।১৮) ইতি গর্গ-বচনানুসারেণ শ্রীভগবৎপরাণাং, কিমুত তৎপ্রেয়সীনামিতি গম্যম্। অত্র কূর্ম্মপুরাণে উত্তরবিভাগে দ্বাত্রিংশদধ্যায়স্যান্তে তদিদমুপোদ্বলকমস্তি, যথা—'পতিব্রতা ধর্ম্মপরা রুদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ। নাস্যাঃ পরাভবং কর্ত্তুং শক্নোতীহ জনঃ ক্বচিৎ॥ যথা রামস্য সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা। পত্নী দাশরথের্দেবী বিজিগ্যে রাক্ষসেশ্বরম্॥ রামস্য

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

প্রযোজকতা নাই এবং শ্রুতার্থের অন্যথা অবগতি হয়; সুতরাং পরের সহিত যোগ করিয়া সার্থকতা প্রদর্শনে মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য এবং গোপীদের অন্য সহবাস, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের অসূয়াভাস ও গোপীদিগের অসামঞ্জস্য, এই সকল দোষ নিরাকৃত হইয়াছে। সেই যোজনা এইরূপ:—'তস্য মায়য়া যে স্বে স্বে দারাস্তান্ স্বপার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ভগবৎপ্রেয়স্যবস্থানানর্হ-সময়ে তদভেদেনানুভবন্তঃ যতো মোহিতাস্তয়ৈবেতি চ যোজয়ন্তি' শ্রীকৃষ্ণের মায়া-কর্ত্তৃক মোহিত যে সমস্ত পত্নী, তাহাদিগকে স্ব-পার্শ্বস্থ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণ যে সময় তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিতে পারেন নাই অর্থাৎ যখন তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট থাকিতে হইয়াছিল, সেই সময়েও ব্রজবাসিগণ মায়াকল্পিত গোপী-প্রতিকৃতির সহিত অভেদভাব অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহিত। এইরূপ হইবার কারণ এই যে, পতিব্রতা রমণীগণের মাহাত্ম্য কখনও কাহারও দ্বারা পরাভূত হয় না। তাহাতে আবার যাঁহারা শ্রীভগবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে আর কি বক্তব্য আছে? ইহাই শ্রীগর্গাচার্য্য কৈমুতিক ন্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা—"যে সকল মনুষ্য এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, শত্রুগণ তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।" এই বচনানুসারে শ্রীভগবৎ-পরায়ণ-গণের মাহাত্ম্য কখনও ক্ষুন্ন হয় না; সুতরাং ভগবৎপ্রেয়সীগণ সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে? এই প্রকার পাতিব্রত্য মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত শ্রীসীতাদেবীরও প্রতিকৃতিরূপা মায়াসীতার বৃত্তান্ত কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণে উত্তর বিভাগে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ের অন্তভাগে উক্ত আছে। যথা—"পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীগণ কখনও কাহারও দ্বারা পরাভূত হয় না।' যথা, 'ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী শ্রীসীতাদেবী লোক শিক্ষার্থ অথবা পতিব্রতা রমণীর অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্যবোধে রাজগৃহের

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

ভার্য্যাং বিমলাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সীতাং বিশালনয়নাং চকমে কালচোদিতঃ॥ গৃহীত্বা মায়য়া বেশং চরন্তীং বিজনে বনে। সমাহর্ত্তুং মতিঞ্চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্॥ বিজ্ঞায় সা চ তদ্ভাবং স্মৃত্বা দাশরথিং পতিম্। জগাম শরণং বহ্নিমাবসথ্যং শুচিস্মিতা॥ উপতস্থে মহাযোগং সর্ব্বদোষবিনাশনম্। কৃত্বাঞ্জলিং রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্॥ নমস্যামি মহাযোগং কৃতান্তং গহনং পরম্। দাহকং সর্ব্বভূতানামীশানং কালরূপিণম্॥' ইত্যাদি, 'ইতি বহ্নিং পূজ্য জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী। ধ্যায়ন্তী মনসা তস্থৌ রামমুন্মীলিতেক্ষণা॥ অথাবসথ্যাদ্ভগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ। আবিরাসীৎ সুদীপ্তাত্মা তেজসৈব দহন্নিব॥ সৃষ্ট্বা মায়াময়ীং সীতাং স রাবণবধেপ্সয়া। সীতামাদায় ধর্ম্মিষ্ঠাং পাবকোঽন্তরধীয়ত॥ তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরান্তর-সংস্থিতাম্॥ কৃত্বা চ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ। সমাদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ॥ সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ। বিবেশ পাবকং দীপ্তং দদাহ জ্বলনোঽপি তাম্॥ দগ্ধ্বা মায়াময়ীং সীতাং ভগবানগ্নিদীধিতিঃ। রামায়ার্পয়ৎ সীতাং পাবকোঽভূৎ সুরপ্রিয়ঃ॥ প্রগৃহ্য ভর্ত্তুশ্চরণৌ করাভ্যাং সা সুমধ্যমা। চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাত্মজা॥ দৃষ্ট্বা হৃষ্টমনা রামো বিস্ময়াকুললোচনঃ। ননাম বহ্নিং শিরসা তোষয়ামাস রাঘবঃ॥ উবাচ বহ্নে ভগবন্ কিমেষা বরবর্ণিনী। দগ্ধা ভগবতা পূর্ব্বং দৃষ্টা মৎপার্শ্বমাগতা॥ তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ। যথাবৃত্তং দাশরথিং ভূতানামেব সন্নিধৌ॥ ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণোপেতা সুশীলেয়ং পতিব্রতা। ভবানীপার্শ্বমানীতা মায়া রাবণকামিতা॥ যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা ভগবতা হৃতা। ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্য বধায় সা॥ যদর্থং ভবতা দুষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ। ময়াপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ॥ গৃহাণ বিমলামেতাং জানকীং বচনান্মম। পশ্যন্নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাপ্যয়ম্॥ ইত্যুক্ত্বা ভগবাংশ্চণ্ডো বিশ্বার্চ্চির্বিশ্বতোমুখঃ। মানিতো রাঘবেন্দ্রেণ ভূতৈশ্চান্তরধীয়ত॥' ইতি। তস্মাত্তদাবসথ্যাগ্নিবত্তল্লীলায়ামুপাশ্রিতা যোগমায়াপি তত্র সাহায্যং কুর্য্যাদেবেতি গম্যতে। ততঃ প্রস্তুতমেবানুসন্ধীয়তাম্॥৩৭॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পতিদেব শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্বাপদসঙ্কুল পঞ্চবটীবনে গমন এবং শ্রীলক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক রচিত পর্ণকুটীরেও নন্দনকানন-সুখ অনুভব করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদানীন্তন দিগ্‌বিজয়ী দুর্দ্দান্ত রাক্ষসেশ্বর রাবণ শ্রীসীতাদেবীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষসীমায়া বিস্তারপূর্ব্বক তেজস্বী অথচ সৌম্য ঋষিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীসীতাহরণ অভিপ্রায়ে সেই বিজনবনে কুটীরের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিল; কিন্তু পতিপরায়ণা শ্রীসীতাদেবীর নিকটে রাক্ষসের সেই গূঢ় অভিপ্রায় অপ্রকাশ রহিল না। অথচ সে সময় কুটীরে একাকিনী—শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত নাই, সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ পূর্ব্বক নিজেকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ পাবকের স্তব করিতে লাগিলেন। পতিব্রতাগণের হেলায় উচ্চারিত

সারার্থদর্শিনী

৩৭। নন্বেবং সর্ব্বাস্বেব নিশাসু গোপস্ত্রীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতিশ্চ শ্বশ্রাদয়ঃ স্বস্ব গৃহেষু তাঃ স্ব-বধূরদৃষ্ট্বা ভগবতে তস্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তত্রাহ—নেতি। মায়য়া যোগমায়য়ৈব নতু বহিরঙ্গমায়য়া। ভগবৎ পরিবারেষু তস্যা অধিকারাভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। তেষাং গোপানান্তু ভগবদ্বৈমুখ্যমাত্রাদর্শনাৎ। তয়া মোহনঞ্চ গোপীষু কৃষ্ণমভিসৃতবতীষু তাদৃশীস্তাবতীরেব গোপীঃ সৃষ্ট্বা তান্ দর্শয়িত্বৈব। অতঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থানেব মন্যমানাঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

বাক্যও দেবতাদিগের অবশ্য প্রতিপাল্য; সুতরাং বিপৎকালীন স্তুতি সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে? অতএব পাবকদেব তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তিনি মায়াময়ী শ্রীসীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিদানে শ্রীসীতাদেবীকে অন্তরালে রক্ষা করিলেন। সেই মায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া সাগরের মধ্যস্থ লঙ্কায় স্থাপন করিল। পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইল। পুনরায় অগ্নিপরীক্ষার সময়ে অগ্নিদেব প্রকৃত শ্রীসীতাদেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে অর্পণ করেন এবং শ্রীরামচন্দ্র শ্রীসীতাদেবীর সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। অতএব ঐ অগ্নি যেরূপ পতিপরায়ণা শ্রীসীতাদেবীকে মায়াবলে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগমায়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীসকলকে মায়াবলে ব্রজবাসিগণের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করা হইতেছে। ৩৭

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৭। ভগবান গোপবধূগণসহ এইরূপে সারারাত্রি বিহার করিলেন; কিন্তু সেই গোপবধূগণের পতিসকল স্ব স্ব পত্নীকে এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতি স্ব স্ব বধূকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ কোপ করেন নাই কেন? তাহাই বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। তাঁহারা ভগবানের যোগমায়া প্রভাবে মোহিত হইয়াছিলেন। এস্থলে 'মায়া'—শব্দে যোগমায়াকেই বুঝিতে হইবে; কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া নহে। যেহেতু ভগবৎপরিবারের প্রতি বহিরঙ্গা মায়ার কোন প্রভাব নাই। আর বহিরঙ্গ মায়া-মোহিত লোক সকলের ভগবদ্বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু গোপগণের তাদৃশ ভগবদ্বৈমুখ্যের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। যোগমায়া-কর্ত্তৃক মোহনের প্রকার এই—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে গোপীগণ যখন অভিসার করিতেন, তখন যোগমায়া সেই সেই গোপীর অনুরূপ গোপী সৃষ্টি করিয়া গোপগণকে মোহিত করত তাঁহাদের গৃহে রাখিয়াছিলেন, ফলে গোপগণ স্ব স্ব বধূকে স্বীয় পার্শ্বে

সারার্থদর্শিনী

"মায়াকল্পিততাদৃক্-স্ত্রী-শীলনেনানুসূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম" ইতি ততশ্চ যোগমায়য়াশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকার্য্যাণামপি নিত্যসত্যৌচিত্যাৎ সর্ব্বমায়িকপ্রপঞ্চনাশেঽপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্ব স্ব ভার্য্যাভিমানস্যচ নিত্য সত্যত্বমেব মন্যমানা ইত্যভিমান মাত্রং, নতু যোগমায়া-কল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সম্ভোগ ইতি তাসাং তদাকারতুল্যাকারাণামন্যসংভুক্তত্বস্যানৌচিত্যাৎ অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি তু স্বতল্পস্থানিত্যুক্তম্। তচ্চ সমাধানং যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাসু কামভাবানুৎপাদনাৎ কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীভগবৎপার্শ্বাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবান্তর্দ্ধাপনমপি জ্ঞেয়ম্ ॥৩৭॥

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

অবস্থিতই দেখিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ কোপ করেন নাই। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে উক্ত আছে—'লক্ষ্মী প্রভৃতিরও স্পৃহনীয় প্রেমসৌভাগ্যশীলা পরম পতিব্রতা শিরোমণি সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের সহিত তাঁহাদের পতিন্মন্য গোপগণের পূর্ব্বোক্ত নিয়মে রসবিশেষ আস্বাদন করিবার জন্যই কেবল ঐ ঐ পতি-পত্ন্যাদির অভিমান মাত্র হয়। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের পরস্পর দেহসম্বন্ধ নাই। তাহাই বলিতেছেন—ব্রজদেবীগণের সহিত ঐ পতিন্মন্য গোপগণের কখনই দেহসম্বন্ধ সম্ভবপর হয় না। অভি-সারাদিকালে যোগমায়া-বিরচিতা, আকার-স্বভাবাদিতেও শ্রীকৃষ্ণকান্তার তুল্যা (ছায়া) গোপীমূর্ত্তির সহিত গোপগণ ভোজন, পান ও সঙ্গাদি করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দোষদর্শনে তাঁহাদের অবকাশই ছিল না।" ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, যোগমায়া চিৎশক্তিবৃত্তি, সুতরাং তাঁহার কার্য্যাদিও নিত্য সত্য। অতএব সমস্ত মায়িক প্রপঞ্চের বিনাশ হইলেও সেই গোপগণের পার্শ্বস্থ পত্নী সকলের প্রতি যে স্ব স্ব ভার্য্যা-অভিমান উহা নিত্য সত্য। তবে যে তাঁহারা যথার্থ বা নিত্য গোপীগণকে স্ব স্ব পত্নী মনে করিয়াছিলেন,—উহা অভিমান মাত্র। আবার যোগমায়া-কল্পিত সেই গোপীগণেরও তত্তৎ পতিন্মন্য গোপগণের সহিত সম্ভোগ হয় নাই। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের যাঁহারা সর্ব্বাংশে আকারাদির প্রতিরূপা সেই গোপীগণের অন্য সম্ভোগ অনুচিত। অতএব মায়াকল্পিত গোপীগণ স্ব পার্শ্বস্থ বলিতে স্ব-তল্পস্থ ছিল বলিয়া পতিন্মন্য গোপগণ মনে করিতেন মাত্র; কিন্তু ইহাও যোগমায়া-কর্ত্তৃকই বিহিত হইয়াছে, কারণ সেই সেই গোপগণের স্ব স্ব পত্নীর প্রতি কামভাব বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আবার সেই সকল গোপী যখন শ্রীভগবানের সহিত বিহারান্তে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তখন যোগমায়া স্বীয় কল্পিত গোপীগণকে লুক্কাইত করিয়া রাখিতেন, বুঝিতে হইবে। ৩৭

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮

ভাবার্থদীপিকা

৩৮। ব্রহ্মরাত্রে ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥৩৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৮। তদেতৎ প্রাসঙ্গিকং সমাপ্যোপসংহরন্ পরমসুখামৃতসিন্ধুমবগাঢ়ানামপি তাসামতৃপ্তিমাহ—অনিচ্ছন্ত্যোঽপি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। তেন সমং বিহারেণৈব ব্রজং নিকটপ্রায়মাগত্য স্বস্বগৃহবর্ত্মানি জগৃহুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—ব্রহ্মেতি তৎকালস্য গৃহগমনায়ৈব যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ তদর্থত্যক্তসর্ব্বাণাং তাসাং কথং তদপেক্ষা? তত্রাহ—বাসুদেবোঽত্র প্রাগ্‌জন্মনি বসুষু বিরাজিতত্বাৎ ব্রজেশ্বর এব, গোকুল-লীলায়াং তদর্থস্তস্যৈব সান্নিধ্যাৎ। ততশ্চ 'অপত্যার্থেঽনি'। তেন তস্যাপত্যতয়াপেক্ষিত-তদনুস্মরণার্হ-

মূলানুবাদ

৩৮। ব্রহ্মরাত্রির ন্যায় সেই রাসরজনীর অবসান হইলে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি অনুসারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৮। ব্রহ্মরাত্র—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। উপাবৃত্তে—উপস্থিত হইলে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৮। এইরূপে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া উপসংহারে পরমসুখামৃত-সিন্ধুনিমগ্না সেই ব্রজগোপীগণের অতৃপ্তি নির্দ্দেশ করিতেছেন—'অনিচ্ছন্ত্যো' ইত্যাদি। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে করিতে ব্রজের নিকটে আসিয়া স্ব স্ব গৃহপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের গৃহগমনের হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্ত হইলে বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া। যদি বল, শ্রীকৃষ্ণের জন্য যাঁহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অপেক্ষা কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণকে এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পিতা শ্রীনন্দের নিকট উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিতে হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের অপেক্ষা ছিল বলিয়াই গোপীগণকে উহার অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অথবা বাসুদেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত—এস্থলে বসুদেব শব্দে শ্রীনন্দ। কেন না শ্রীনন্দের এক অংশ পূর্ব্বজন্মে দ্রোণ নামক বসুগণের মধ্যে বিরাজ করিতেন বলিয়া ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দই বসুদেব নামে অভিহিত; সুতরাং তৎপুত্র বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ, তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত। কারণ

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

প্রাতঃকালেন অনুমোদিতাঃ পুনরাসু স্বসঙ্গদানাদ্যঙ্গীকারস্তত্যাদিভিঃ কারিতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। শ্লেষবিশেষেণ তত্তন্নিকটে সর্ব্বদা এব সত্যা ক্রীড়তা চানুমোদিতা ইতি প্রত্যেকমপ্যনুনয়ো দর্শিতঃ। ঐশ্বর্য্যার্থত্বে তু তেনাপ্যনুনয়াৎ তাসাং মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। যদ্বা, বসুদেবং তাসাং শুদ্ধমন্তঃকরণম্; 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং' (শ্রীভা ৪।৩।২৩) ইতি শ্রীশিবোক্তেঃ। প্রেম্ণা তদধিষ্ঠাত্রেতি তত্র সত্ত্বমুক্তম্। নন্থ তাভির্লব্ধদুর্লভ-সঙ্গো নন্দস্য তস্য ত্যাগে তদ্যত্নেনাপ্যনুমোদনং কথমিব ঘটেত? প্রেমবশত্বপক্ষেঽপি তৎসঙ্গ এব প্রেমফলমিতি তদ্ধ্যানাদাবপি কথং তদ্বশত্বম্? তত্রাহ—ভগবানেব প্রিয়ো যাসাং তাঃ, ভগবতঃ প্রেয়স্যো বা, অতঃ স্বদুঃখমপি তাঃ সহন্তে, ন তু তৎসংকোচলেশমপীতি ভাবঃ। সৎপুরুষাণাং প্রেয়সীবশত্বেঽপি লজ্জামর্য্যাদা-দাক্ষিণ্যাদিভিস্তদেকসঙ্গ-ত্যাগস্য দর্শনাদিতি চ ভাবঃ ॥৩৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

শ্রীনন্দনন্দনই এই গোকুললীলার নায়ক। অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিতই রাসলীলা বিলাস করিয়াছিলেন। এজন্য এই শ্লোকে 'বাসুদেব' শব্দের ব্যাখ্যায় নন্দনন্দন বলা হইয়াছে। প্রাতঃকালে অনুমোদিতা—অর্থাৎ পুনরায় আশু স্ব-সঙ্গদানাদির অঙ্গীকার ও স্তুতি আদির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে গৃহগমনের জন্য অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়াদি নিমিত্ত গৃহগমনে সম্মতা না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। শ্লেষবিশেষের ইঙ্গিত যে, তোমাদের নিকটে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছি এবং মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া এইরূপ রাসনৃত্যাদি বিবিধ বিনোদে বিলাসবিশেষ দ্বারাও তোমাদের প্রেমবশীভূত স্বভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিব, তাঁহার অনুমোদনে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীর প্রতি অনুনয় প্রদর্শিত হইল। ঐশ্বর্য্যপক্ষে বাসুদেব শব্দে অন্তর্য্যামী হৃদয়াধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অন্তঃপ্রেরিত হইয়া এবং বাহিরে অনুনয়াদি দ্বারা ব্রজদেবীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল। অথবা 'বসুদেব' শব্দে যাঁহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ। কেননা, "যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব তাহাই বসুদেব শব্দে উক্ত হয়" এই শ্রীশিবের উক্তি অনুসারে যিনি তাদৃশ অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম বাসুদেব। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশে ব্রজদেবীগণের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয়াদিতে বশীভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। যদি বল, ব্রজদেবীগণ তাদৃশ দুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়াও শ্রীনন্দনন্দন স্বীয় সঙ্গত্যাগে যত্ন করিলেও তাঁহাদের অনুমোদন কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? অপিচ প্রেমবশত্ব পক্ষেও তাঁহার সঙ্গই যখন প্রেমের ফল, তখন তৎসঙ্গত্যাগে প্রেমবশত্বই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন—'ভগবৎপ্রিয়াঃ'। ভগবানই প্রিয় যাঁহাদের, সেই

সারার্থদর্শিনী

৩৮। "ব্রহ্মরাত্র ইতি সমাসান্ত আর্ষঃ। ব্রহ্মণো রাত্রৌ যুগসহস্রপ্রমাণায়াং উপাবৃত্তে উপ আধিক্যেন আবৃত্তে একামাবৃত্তিং গতে সতি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। একস্যামেব রজন্যামেতাবত্যো লীলাঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ, নৃত্যগীতাদয়ো বিলাস যাবন্তো মনস্তভীপ্সিতা আসন্ তাবতাং সংপূর্ত্তৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবন্তি তাবদ্ভিঃ সময়ৈর্যুগসহস্রং পূর্ণং বভূব, তচ্চ যুগসহস্রং প্রহরচতুষ্টয়াত্মক রজনীমধ্যএব রাসস্থল্যাং প্রবিবেশ। যথা পঞ্চযোজনাত্মকবৃন্দাবন-প্রদেশৈকদেশএব পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রবিষ্টানি ব্রহ্মণা দৃষ্টানি, যথাচাতিস্তোকএব ভগবত উদরস্যোপরি অপরিমিতানি দামানি অন্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমেব দৃষ্টমভূদিত্যত্র নাসম্ভাবনা কার্য্যা। যদুক্তং ভাগবতামৃতে—"এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্নদুর্ঘট"মিতি। বাসুদেবানুমোদিতাঃ মম চ ভবতীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়াসিদ্ধ্যর্থং প্রচ্ছন্নকামতৈবা-ভীষ্টেতি কৃষ্ণেন কৃতানুমোদনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাসুদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্ভাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়বিরহস্য দুঃসহত্বাদনিচ্ছন্ত্যোঽপি যযুঃ ॥৩৮॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

ভগবৎপ্রেয়সীগণ স্ব স্ব দুঃখ সহ্য করিতে পারেন; কিন্তু প্রিয়তমের দুঃখলেশও সহ্য করিতে পারেন না। আবার সৎপুরুষের ন্যায় শ্রীভগবানও প্রেয়সীবশীভূত বলিয়া তাঁহাদের লজ্জা মর্য্যাদা ও দাক্ষিণ্যাদি রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদের সঙ্গত্যাগরূপ অসহ্য বিরহদুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ। ৩৮

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৮। 'ব্রহ্মরাত্র' ইহা সমাসান্ত আর্ষপ্রয়োগ। ব্রহ্মরাত্রি—যুগ সহস্র প্রমাণ ব্রহ্মার রাত্র, উপাবৃত্ত—(উপ-আধিক্যেন আবৃত্তে একামাবৃত্তিং গতে সতি') উক্ত সহস্র যুগপরিমিত কাল একবারমাত্র অতীত হইলে, শ্রীবাসুদেব-কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপীগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এক রজনীতেই এতাবৎ লীলা কর্ত্তব্য—শ্রীভগবান এইরূপ সঙ্কল্প করেন এবং তিনি সত্যসঙ্কল্প বলিয়া তাঁহার সঙ্কল্পের কখনও অন্যথা হয় না, সুতরাং যে পরিমাণ নৃত্য-গীত-বিলাসাদি তাঁহার মনে অভিলাষ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার একরাত্রি বা দিব্যসহস্রযুগ পূর্ণ হইয়াছে। আর উক্ত সহস্রযুগই প্রহর চতুষ্টয়াত্মক রজনীমধ্যে রাসস্থলীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। যথা—'পঞ্চ-যোজনাত্মক বৃন্দাবনের একদেশেই পঞ্চাশৎকোটি যোজনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মা-কর্ত্তৃকই দৃষ্ট হইয়াছিল। আবার অতি বাল্যাবস্থাতেই ভগবানের উদরের উপরি অপরিমিত রজ্জু সংযোজিত এবং তাঁহার অভ্যন্তরে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন বিষয়ই অসম্ভাবনা নাই।' ভাগবতামৃতে উক্ত আছে—"এই প্রকার প্রভু

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাবার্থদীপিকা

৩৯। ভগবতঃ কামবিজয়রূপ-রাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি। অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামমাশু অপহিনোতি পরিত্যজতীতি ॥৩৯॥

সেয়ং শ্রীপরমানন্দ-সেবি শ্রীধরনির্ম্মিতা। শ্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকা দশমাশ্রয়া ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

মূলানুবাদ

৩৯। ব্রজবধূগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব রাসক্রীড়ার কথা যিনি শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তিনি প্রথমেই শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিয়া অচিরাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের কামরোগ হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

ভাবার্থদীপিকার তাৎপর্য্য

৩৯। শ্রীভগবানের কামবিজয়রূপ এই রাসক্রীড়া শ্রবণাদির ফলও কামবিজয়, তাহাই 'বিক্রীড়িতম্' শ্লোকে বলিতেছেন। অচিরে (অবিলম্বে) ধীর হইয়া শ্রীভগবানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ পূর্ব্বক হৃদ্‌রোগ কামাদি আশু (শীঘ্র) পরিত্যাগ করেন।

ইতি শ্রীপরমানন্দসেবি শ্রীধরনির্ম্মিতা দশমস্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকানামা টীকা সমাপ্তা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার প্রিয়জন সকল, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্য প্রভাব বশতঃ কিছুই দুর্ঘট নহে।" 'বাসুদেবানুমোদিতাঃ',—এই পদের তাৎপর্য্য এই যে,—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ও ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে তাদৃশ ক্রীড়াবিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রচ্ছন্নকামতাই অভীষ্ট। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। অথবা চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিতা—গুরুজনের নিমিত্ত লজ্জা ও ভয়াদি উদ্ভাবিত হইলে, অতএব গোপীগণের প্রিয়বিরহ দুঃসহ হইলেও অনিচ্ছার সহিত আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। ৩৮

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

৩৯। অথ তাদৃশলীলা-শ্রবণাদেরপি প্রাকৃত-কামবিরোধিত্বেন শ্রীভগবৎপ্রেমাবহত্বেন চ কৈমুত্যাত্তল্লীলায়াঃ পরমভক্তি-ফলরূপত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বসিদ্ধান্তমেবোৎকর্ষয়ন্ তল্লীলা-বর্ণন-সমাপ্তৌ সুখাবেশেনোত্তর-কালভাবি-তৎ-শ্রোতৃ-বক্তৃ-জনানাশিষয়ন্নিব চ স্বাভাবিক-তৎফলং কথয়তি—বিক্রীড়িতমিতি। ব্রজে যা বধ্বো নূতনবিবাহিতা ইব নবযৌবনা গোপ্যঃ, যদ্বা, রাসক্রীড়য়া তৎপত্নীত্বমেব প্রাপ্তাস্তাভিঃ বিশিষ্টাং ক্রীড়াং চকারাদীদৃশমন্যদপি। বিষ্ণোরিতি—'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ' (শ্রীভা ১০।৩৩।৩) ইত্যাদ্যুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসে-নান্বিত ইতি। তদ্বিপরীতাবজ্ঞারূপাপরাধ-নিবৃত্ত্যর্থঞ্চ নৈরন্তর্য্যার্থঞ্চ। তচ্চ ফলবৈশিষ্ট্যার্থম্, অতএব যোঽনু নিরন্তরং শৃণুয়াৎ, অথানন্তরং স্বয়ং বর্ণয়েচ্চ, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ, ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাং শ্রীগোপিকা-প্রেমানুসারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তম-জাতীয়াম্; প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধ্বা; হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ, তস্য পরমপ্রেমরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি হৃদ্রোগাণাম্।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

৩৯। অনন্তর অর্থাৎ রাসলীলা যেরূপ সকল লীলার শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাদৃশ রাসলীলা শ্রবণাদিও যখন প্রাকৃত-কামের বিরোধী এবং শ্রীভগবৎপ্রেমবহ, তখন 'কৈমুত্য' ন্যায়ানুসারে সেই রাসলীলার পরমভক্তি ফলস্বরূপত্ব দেখাইয়া পূর্ব্বসিদ্ধান্তকেই আরও উৎকর্ষযুক্ত করিয়া শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণন সমাপ্তিতে পরমসুখের আবেশে এই রাসলীলার উত্তরকালবর্ত্তী বক্তা ও শ্রোতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতেই যেন স্বাভাবিক ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—'বিক্রীড়িতম্' ইত্যাদি। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া নিরন্তর শ্রবণান্তর বর্ণন করেন, তিনি অচিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদয়রোগ কামকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করেন। 'ব্রজবধূ'—নূতন বিবাহিতের ন্যায় নবযৌবনা গোপীগণ। অথবা এই রাসক্রীড়ায় তাঁহার সেবার সৌভাগ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজসুন্দরীগণকে পত্নীত্ব রূপে কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই ব্রজসুন্দরীগণের সহিত সর্ব্বব্যাপক শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা। এই স্থলে রাসক্রীড়া উপলক্ষণমাত্র, রাসক্রীড়া সদৃশ অপরাপর ক্রীড়ারও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মূলে 'ইদঞ্চ' পদে যে 'চ'কার আছে, এই চ'কার দ্বারাই রাসবিহারাদির ন্যায় অন্যান্য বিহারও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বিষ্ণোঃ' এই শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই, এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে—'দুই দুই গোপীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া' ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপকতা সূচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া—বিশ্বাসান্বিত হইয়া। তদ্বিপরীত ভাবিয়া অবিশ্বাস করিলে যে অপরাধ হইবে, সেই অবিশ্বাস বা অবজ্ঞারূপ অপরাধনিবৃত্তির জন্য এবং শ্রবণের নৈরন্তর্য্যার্থই 'শ্রদ্ধান্বিত' এইরূপ বলিলেন, ইহাতে ফলেরও বিশিষ্টতা দেখান হইল। অতএব এই রাসলীলালক্ষণ বিশিষ্টলীলা

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী

অন্যত্র শ্রূয়তে (শ্রীগী ১৮।৫৪) —'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥' ইতি। অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ, তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। ধীরঃ সন্নিতি তত্র ধৈর্য্যঞ্চ লভত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কামং যথেষ্টমাশু ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগমাধিং শ্রীকৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যাদি-কৃতমচিরেণাপহিনোতি তৎপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানম্।

ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জড়োঽয়ং যেন নর্ত্যতে। তস্য চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতোঽস্বিদম্।

ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীদশমটিপ্পন্যাং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর তাৎপর্য্য

নিরন্তর শ্রবণান্তর স্বয়ং বর্ণন—ইহা উপলক্ষণমাত্র অর্থাৎ শ্রবণ, বর্ণন, স্মরণ ও অনুমোদনাদি বুঝিতে হইবে। 'প্রেমলক্ষণা পরাভক্তি' অর্থাৎ গোপিকানুসারিত্বহেতু সর্ব্বোত্তমজাতীয়া প্রেম-লক্ষণা ভক্তি নূতনভাবে প্রতিক্ষণ লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কামকে অবিলম্বে ত্যাগ করেন। 'হৃদয়রোগ কাম'—ইহা দ্বারা ভগবদ্‌বিষয়ক যে কাম, তাহার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'হৃদয়রোগ কাম এবং ভগবদ্‌বিষয়ক কাম' এই দুইটি যে পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এস্থলে 'কাম' এই পদটি উপলক্ষণমাত্র, অন্যান্য হৃদয়রোগও অবিলম্বে বিদূরিত হইয়া যায়। ইহা অন্যত্রও শুনা যায়—'ব্রহ্মভূত ব্যক্তির মন প্রসন্ন বলিয়া তাঁহার কোন কিছুর প্রতি দ্বেষ বা আকাঙ্খা থাকে না। তিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া আমার পরমাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" এই শ্রীগীতাবাক্যে হৃদয়রোগ বিনাশের পর পরাভক্তি লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে হৃদয়রোগ বিনাশের পূর্ব্বেই পরমাভক্তি লাভ হইয়া থাকে; সুতরাং এই রাসক্রীড়া শ্রবণরূপ সাধন—সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। এস্থলে 'ধীর' হইয়া বলিতে ধৈর্য্যও লাভ করেন বুঝিতে হইবে। অথবা অবিলম্বেই যথেষ্ট ভক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিজনিত হৃদয়রোগ হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করেন। কারণ এই রাসলীলা শ্রবণ বা বর্ণনাদি দ্বারা অবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়।

পূজ্যপাদ টীকাকারের বিজ্ঞপ্তি—

ক্রীড়তা বহিরন্তশ্চ জড়োঽয়ং যেন নর্ত্ত্যতে।
তস্য চৈতন্যরূপস্য প্রীত্যৈ ভগবতোঽস্বিদম্॥

যিনি অন্তরে ও বাহিরে বিহার করিয়া আমার ন্যায় জড়জনকেও নাচাইতেছেন, সেই চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান করিবার জন্য আমার এই উদ্যম সফল হউক।

সারার্থদর্শিনী

[redacted]র্ব্বলীলাচূড়ামণে রাসস্য শ্রবণকীর্ত্তনফলমপি সর্ব্বফলচূড়ামণিভূতমেবেত্যাহ,— বিক্রীড়িতমিতি। কারাদীদৃশমন্যদপ্যন্যকবিবর্ণিতং তাভিঃ সহ বিক্রীড়িতম্। বিষ্ণোরিতি"তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো"রিত্যাদ্যুক্ত-ব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ নু নিশ্চিতং অনুদিনং বা শৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ কীর্ত্তয়েৎ। স্বকবিতয়া কাব্যরূপত্বেন নিবধ্নীতেতি বা। পরাং প্রেমলক্ষণাং প্রাপ্যেতি ক্ত্বা-প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্ত্যপ্যধিকারিণি প্রথমতএব প্রেম্ণঃ প্রবেশস্ততস্তৎপ্রভাবেনৈবাচিরতো হৃদ্রোগনাশ ইতি প্রেমায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চেতি ভাবঃ। হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্য প্রেমামৃতরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। ধীরঃ পণ্ডিত ইতি হৃদ্রোগে সত্যপি কথং প্রেমা ভবেদিত্যনাস্তিক্য লক্ষণেন মূর্খত্বেন রহিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ। "শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকারচূড়োজ্জিষ্ণু-শিরোমণেঃ। প্রেম্ণা হাস ইবায়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপিনাপ যম্॥ শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদ্যৈরপি দুর্গমমীক্ষ্যতে। গোপীনাং রসবর্ত্মেদং তাসামনুগতীর্বিনা॥ পদবাক্য প্রকরণধ্বনয়েহত্র সহস্রশঃ। সম্ভোগম্যাশ্চ গম্যাশ্চ যুক্তা বিস্তরভীতিতঃ॥৩৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

৩৯। শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলা-চূড়ামণি শ্রীরাসলীলা, সুতরাং শ্রীরাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন ফলও সর্ব্বফল চূড়ামণিভূত, তাহাই বলিতেছেন—'বিক্রীড়িতম্' ইত্যাদি। 'চ' কার দ্বারাই সূচিত হইয়াছে—এই রাসক্রীড়া সদৃশ অপরাপর ক্রীড়া অর্থাৎ অন্য কবিবর্ণিত ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসাদির ন্যায় অন্যান্য লীলা। 'বিষ্ণোঃ'—"তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ"—"শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে অবস্থিতি করিয়া' ইত্যাদি উক্তি অনুসারে ব্যাপকত্ব অভিপ্রায়ে বিষ্ণু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 'নু'—নিশ্চিত। অনু—নিরন্তর শ্রবণ, অনন্তর বর্ণন বা কীর্ত্তন কিংবা স্ব-কবিতায় কাব্যরূপে বর্ণনাদি। 'পরাং'—প্রেমলক্ষণা ভক্তি, 'প্রতিলভ্য' ক্ত্বা-প্রত্যয়ে হৃদয়ে কামাদি রোগ থাকা সত্ত্বেও প্রথমে প্রেম হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং সেই প্রেম স্বীয় প্রভাবেই তাহার হৃদয়ের কামাদি রোগ নাশ করিয়া দেয়। অর্থাৎ এই শ্রী লা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের এতাদৃশ প্রভাব যে, তাহার ফলে শ্রদ্ধাবান সাধকের হৃদয়ে প্রেমলাভ যুগপৎ সংঘটিত হইলেও প্রেমের প্রভাবই প্রথমে প্রকাশ পাইয়া থাকে যাহে—এই লীলাকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলে প্রথমেই শ্রীভগবচ্চরণে প্রেমলাভ

সারার্থদর্শিনীর তাৎপর্য্য

তাহার পর চিত্ত কাম-বাসনাদি মল হইতে মুক্ত হয়। কেননা ইহা জ্ঞান ও যোগাদির মত দুর্ব্বল নহে—পরম স্বতন্ত্র। ইহার দ্বারা হৃদয়ের রোগরূপ কাম হইতে ভগবদ্ বিষয়ক যে কাম, তাহার ব্যবচ্ছেদ করা হইল। যেহেতু ভগবদ্‌বিষয়ক কাম প্রেমামৃতস্বরূপ এবং হৃদ্‌রোগ কাম তদ্‌বিপরীত লক্ষণ; সুতরাং এই দুই যে পৃথক বস্তু তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ধীর—পণ্ডিত, অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ কাম সত্ত্বে প্রেমলাভ হইতে পারে না এইরূপ নাস্তিক্য লক্ষণ মূর্খতা-রহিত। অতএব শ্রদ্ধান্বিত অর্থাৎ শাস্ত্রবিশ্বাসী। শাস্ত্র-অবিশ্বাসী নামাপরাধী ব্যক্তির প্রেমও হয় না। এইরূপে শাস্ত্র বিশ্বাসীর শ্রীরাসাদি লীলা-কথায় শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং তাদৃশ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিরই এই লীলা কথা শ্রবণের ফলে হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব প্রথমে প্রকাশ পাইয়াই সকল কাম রোগ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩৯

শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকারচুঞ্চোর্জিষ্ণুশিরোমণেঃ।
প্রেম্ণা হাস ইবায়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপি নাপ যৎ॥
শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদ্যৈরপি দুর্গমমীক্ষ্যতে।
গোপীনাং রসবর্ত্মেদং তাসামনুগতীর্বিনা॥
পদবাক্য প্রকরণ ধ্বনয়েহত্র সহস্রশঃ।
সন্ত্যগম্যাশ্চ গম্যাশ্চ নোক্তা বিস্তরভীতিতঃ॥
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে
শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর-কৃত শ্লোকের ও টীকাত্রয়ের ভাষানুবাদ সমাপ্ত।